গ্রন্থাবলী-সিরিজ

ক্ষীরোদ-গ্রন্থাবলী

(সপ্তম ভাগ)

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

উপেন্দ্রনাথ-মুখোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-রোটারী-মুদ্রণ-যন্ত্রে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

[মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা

সূচীপত্র

বঙ্গে রাঠোর

(ঐতিহাসিক নাটক)

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

নন্দলাল	মৌজাদার।
রঙ্গলাল	ঐ ভ্রাতা।
ব্রজনাথ	ঐ দেওয়ান।
গজানন	ঐ ভৃত্য।
সুলেমান	পাঠান উজীর।
জুনিদ	পাঠান আমীর।
রতিলাল ওরফে সাবাজ	নন্দলালের পিতা।
জৈনুদ্দীন	ঐ পুত্র।
সহবৎ	ঐ সহচর।
মোনাইম	মোগল সুবেদার।

পুরুষগণ।

টোডরমল্ল	মোগল সেনাপতি।
মুদ্দা খাঁ	পাঠান জায়গীরদার।
কালু	পাইক সর্দ্দার।
ভোলাই	ঐ পুত্র।

পাইকগণ, পাঠানগণ, সরদার, সৈন্যগণ।

স্ত্রীগণ।

ভুবনেশ্বরী	নন্দলালের স্ত্রী
কলি বেগম	সুলেমানের কন্যা।

ভোলাইয়ের মাতা, ঝি, গ্রাম্য নারীগণ ইত্যাদি।

বঙ্গে রাঠোর

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বন।

রঙ্গলাল ও ভোলাই।

ভোলাই। তাই ত ছোটবাবু, তুমি যে আমাদের অবাক ক'রে দিলে। চল্লিশ পঞ্চাশজন পাঠানের হাত থেকে একজন আওরতকে একা ছিনিয়ে আনলে!

রঙ্গ। সুখ্যাতি যা করবার পরে করিস্। শেষ রক্ষা না করতে পারলে ছিনিয়ে আনা মিছে। তা বুঝেছিস্?

ভোলাই। তা খুব বুঝেছি। তবে কি জান ছোটবাবু, সে পরের কথা পরে। এখন যা মরদের কাজ করেছ, তার জন্য তারিফ করব না? শুধু হাতে একদিকে তুমি, আর লাঠী হাতে একদিকে পঞ্চাশজন জোয়ান পাঠান। এ কি ক'রে তাদের মহড়া নিলে ছোটবাবু?

রঙ্গ। আমি যে তোর বাপের সাক্রেদ্ রে হতভাগা!

ভোলাই। আমিও ত আমার বাপের সাক্রেদ্। আমি ত পারতুম না! লাঠী হাতে বড় জোর দশজন পাঠানের মোহড়া নিতে পারি। বাবাও কি পারে?

রঙ্গ। ও কথা বলিস্ নি রে হতভাগা! তোর আমার ওস্তাদ সে। কালুসর্দ্দার না পারে কি?

ভোলাই। মিথ্যা সুখ্যাতি করব কেন ছোটবাবু, যা খাঁটী কথা তাই বলব। বাবা আমার পালোয়ান বটে। অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। কিন্তু পঞ্চাশজন পালোয়ান পাঠান, তাদের সঙ্গে একা লড়াই ক'রে জেতা, এ মিছে কইব কেন, এ আমার বাবাও পারতো না।

(কালু পাইকের প্রবেশ)

কালু। ঠিক বলেছিস ভোলা।

ভোলাই। কেমন বাবা, ঠিক বলেছি না?

কালু। ঠিক বলেছিস। ছোটবাবু অদ্ভুত কীর্ত্তি দেখিয়ে দিলে। আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি। ঠিক বলেছিস্। তবে একটা কথা বলতে ভুলে গেছিস্। তোর বাবা পারে না বলছিস কি ভোলা? আমি বলছি, তোর বাবার বাবাও পারত না। যখন করিম খাঁর লাঠী-ঘোরানোর ভিতর বিদ্যুতের মত ঢুকে, ছোটবাবু তার কোমর ধ'রে ডাঙ্গার গড়ানে থেকে ভাঁটার মত গড়িয়ে দিলে, তখন আমি একেবারে অবাক হয়ে গিছলুম। এমন হতভম্ব হয়েছিলুম যে, ছোটবাবুর সাহায্যে যে যাব, তাও পারি নি। বুঝি ছোটবাবুতে পীর সাহেবের মূর্ত্তি দেখে আমি চোক বুজে ফেলেছিলুম! যখন চোক চাইলুম, তখন দেখি, পাল্কী ফেলে সব বেটা পাঠান পালাচ্ছে।

ভোলাই। করিম খাঁর কি হ'ল?

কালু। ম'ল, আবার কি হবে? সে লাথির ঠেলায় বাঘডাঙ্গার অত উঁচু থেকে সে পড়েছে, পাথরের জান হ'লেও গুঁড়িয়ে যায়, সে কি আর বাঁচে! আমি নিজেই বেটাকে কাঁধে ক'রে কাঁসাইয়ের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে এলুম।

রঙ্গ। সে কি আমি করেছি ওস্তাদ?

কালু। তবে কে করেছে ছোটবাবু?

রঙ্গ। পীরসাফরদী করেছেন। যখন পাল্কীর ভিতর থেকে স্ত্রীলোকের কণ্ঠে বলতে শুনলুম—এ আল্লা! আওরৎ কি ইজ্জত রাখনেওয়ালা আদমি ইঁয়া কোই নেহি হায়—তখন বুঝলুম, মুদ্দা খাঁ কোনও স্ত্রীলোককে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে! মনে হ'তেই আর স্থির থাকতে পারলুম না। তার পর

তোমার সঙ্গে কি কথা হয়েছিল, তুমি জান। তুমি যখন বললে একা অত গুণ্ডাকে হারিয়ে দেওয়া অসম্ভব, তখন বুঝলুম, এরূপ অবস্থায় এক পীরসাহেব ভিন্ন আর কেউ সে স্ত্রীলোককে গুণ্ডাদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। এই মনে হ'তেই পীর-সাহেবকে স্মরণ ক'রে ছুটলুম। তার পর কি হয়েছে, আমি জানি না।

কালু। তোমাকে আর জানতে হবে না। আমি সব জেনে নিয়েছি। সাফরদীসাহেব যদি এই কাজ ক'রে থাকেন, তা হ'লে তুমিই সেই হজরত সাফরদী; আর আমি তোমার গোলাম।

রঙ্গ। ও কথা বল্‌তে নেই—সেলাম, সেলাম—তুমি যে আমার ওস্তাদ!

কালু। তোমার মত সাকরেদ্ পেয়ে আমার ওস্তাদী সার্থক হয়েছে। আমি ধন্য।

রঙ্গ। তার পর? মুদ্দা খাঁ আমাকে শাসিয়ে গেছে।

কালু। তার পর আবার কি? সে ঘরে গিয়ে তাদের জেনানাকে শাসাক্—তার বাপ বুড়ো সাদী খাঁকে শাসাক্। আমি কি মিছে কয়েছি ছোট-বাবু! কালু তামাসা জানে না; তার জবান ঝুট নয়। যা একবার মুখে বলেছি, তার আর নড়চড় হবে না। হজরৎ সাফরদীর দোহাই দিয়ে বলছি, আমরা সমস্ত পাক আজ থেকে তোমার গোলাম।

রঙ্গ। আমার সেলাম—আমার সেলাম—আমার সেলাম।

কালু। আ—মর হতভাগা ছোঁড়া, দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? ছোটবাবুর পায়ে গড়িয়ে পড়।

ভোলাই। সে কি আমি আজ পড়েছি বাবা! অনেক কাল থেকে ওই চরণে প'ড়ে আছি।

রঙ্গ। কালু দাদা, তার পর ত হ'ল—এখন বিবি সাহেবকে কোথায় রাখা যায়?

কালু। কেন, যতক্ষণ না তার আপনার লোক খুঁজে পাওয়া যায়, ততক্ষণ তাকে বাড়াতে নিয়ে তোমার মা'র কাছে রেখে দাও।

রঙ্গ। তাই ত মনে করেছিলুম, কিন্তু এ দিনমানে তা হয় না।

কালু। কেন? ভয় কি? পাঠানের ভয় করছ? মনে করছ, মুদ্দা খাঁ আবার বিবি সাহেবকে পথ থেকে ছিনিয়ে নেবে?

রঙ্গ। সে ভয় করি নি। বিবি সাহেবের ইচ্ছা নয়। তিনি বলেন, যা হবার তা বনের মধ্যে হয়ে গেছে। বাইরের লোকে তার লাঞ্ছনার কথা জানে না। এখন দিনমানে লোকালয়ে গেলে লোক-জানাজানি হবার সম্ভাবনা। বিবি সাহেবকে দেখে, আর তার কথার আদব কায়দা শুনে বোধ হচ্ছে যে, তিনি কোনও আমীরের কন্যা। কি ক'রে যে তিনি মেদিনীপুরের জঙ্গলে এসে পড়েছেন, তা বুঝতে পারছি না। তবে তিনি যে একটা বড় লোকের জেনানা, এটা আমার বিশ্বাস হয়ে গেছে। তাই আমি মনে করছি, সন্ধ্যে পর্য্যন্ত তিনি তোমাদের ঘরে থাকুন। সন্ধ্যের পর তাঁকে আমি মা'র কাছে নিয়ে যাব।

কালু। আমার ঘরে আমীরের বেটী?

রঙ্গ। দোষ কি? সে কত বড় বাপের বেটী? যত বড়ই হোক্, বাঙ্গলার সুলতানের চেয়ে ত আর বড় নয়? যারা এক দিন বাঙ্গলার মসনদ্ নিয়ে বাজী খেলেছে, সেই বাজীকরদের বংশধরের ঘর বিবি সাহেব একবার দেখে যাক্! তা ছাড়া, আর কোন জায়গাতে তাকে রেখে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারব না।

কালু। বেশ হুজুর! পাঠাবার ব্যবস্থা তুমি কর। মিয়া সাহেবেরা যদিই আসে,—আমরা আগে থাকতেই তাদের খানাপিনার জোগাড় করি!

রঙ্গ। কর।

[কালুর প্রস্থান।

ভোলাই। (উচ্চ হাস্য ও মদের বোতল বাহির করণ) হুজুর! হুজুর!

রঙ্গ। কি রে ছোঁড়া, এখনি বার করছিস্?

ভোলাই। আবার মিছে দেরী কেন—শুভস্য শিগ্‌গিরং।

রঙ্গ। ওরে বেটা, আবার সংস্কৃত ক'স দেখছি যে!

ভোলাই। কইব না? আমি কি যে সে লোক—নায়েব ম'শার চেলা। নায়েব ম'শায় কথায় কথায় বলে শুভস্য শিগ্‌গিরং—শুভস্য শিগ্‌গিরং।

রঙ্গ। না রে, আজকে খাওয়াটা ঠিক নয়।

ভোলাই। কেন?

রঙ্গ। এক জন আওরতের ভার ঘাড়ে প'ড়ে গেছে, বুঝেছিস?

ভোলাই। তা পড়ুক না, তাতে কি?

রঙ্গ। তুই বোকা, বুঝিস্ না। সে নিশ্চয়

কোন আমীরের কন্যা। মাতাল হয়ে কি শেষকালে তার কাছে বে-আদবি ক'রে বস্‌বো ?

ভোলাই। (উচ্চ হাস্ত)—ছোটবাবু ! তুমি আর আমাকে হাসিয়ো না, এমন মদ দুনিয়ায় নেই যে, তোমাকে বে-আদব করতে পারে।

রঙ্গ। দেখ্—খুঁজে দেখ্।

ভোলাই। আমি বুঝেছি—তুমি একটু খাও।

রঙ্গ। একেবারে কাজ শেষ ক'রে খেলে ভাল হ'ত না ? বিবি সাহেবকে তোদের ঘরে রেখে আসি।

ভোলাই। সে আর তোমাকে যেতে হবে না। রায়বাঘিনী মা আছে, সেই বেটীই নিয়ে যাবে। চৌপলে বোতলে ক'রে মেদিনীপুর থেকে তোমার জন্য বিলাতী সরাপ নিয়ে এলুম ! তুমি এ সরাপ একটুও মুখে না দিলে—মন মানবে কেন ? যা কারদানী দেখিয়েছ, তাতে একটু না খেলে গায়ের ব্যথা মরবে না। এর পরে আর কোনও কাজ করতে পারবে না।

রঙ্গ। তবে যা, শিগ্‌গির দুটো শালপাতার ঠোঙা ক'রে নিয়ে আয়।

ভোলাই। পেসাদ পাব ?

রঙ্গ। পাবি বই কি ! চারপলে বোতলের সমস্ত মদ একা খেয়ে কি বনের ভেতর এখন গড়াগড়ি যাব ?

[ভোলাইয়ের প্রস্থান।

একটু খাই। শাদা চোখে মেজাজ ঠিক রাখতে পারব না। যে কাণ্ড বাধিয়ে বসেছি, তার জের এখন কোথায় গিয়ে মেটে, তার ঠিক কি। সাদী খাঁর দুর্দ্দান্ত বংশ। আমাদের প্রজাদের উপর অত্যাচার করলেও কোন একটা কথা বলবার যো নেই। অথচ আমাদের পক্ষ থেকে—যদি সামান্য ওজরটী হয়, তা হ'লে তৎক্ষণাৎ দাদাকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়—কথায় কথায় সাধু দাদাকে ডরায়াদের কাছে মাফ চাইতে হয়। যা হ'ক একটা হ'য়ে যাক্। এ রকম ক'রে মৌজাদারী করার চেয়ে ভিক্ষে ক'রে খাওয়া ভাল। তা যা হ'ক্, এত সাবধান হ'লুম, দূরে রইলুম, মাটীপানে চেয়ে পিছনে ফিরে কথা কইলুম—তবু চোখোচোখি হয়ে গেল ! হয়ে গেল, গেল। তাতে আর কি হয়েছে ? ভাগ্যে দেখা ছিল—অসূর্য্যম্পশ্যা পাঠানীর মুখ—ভাগ্যে দেখা ছিল—হয়ে গেল। তাতে আর কি হয়েছে। আরে রাম, রাম, ও কথা কি ভাবতে আছে ! এখন বিবি সাহেবের আত্মীয়ের হাতে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত হই।—এনেছিস ?

(পত্রানাম্নত পানপাত্র হস্তে ভোলাইয়ের প্রবেশ)

ভোলাই। এনেছি।

রঙ্গ। তবে দে, একটু খাই, কি বলিস্ ?

ভোলাই। আবার বলাবলি কি ? শুভস্য শিগ্‌গিরং। এর পরে কখন কি বাধা প'ড়ে যাবে, ঠিক্ কি ? শরীরটে একবার তাজা ক'রে নাও। যে অদ্ভুত কাজ করেছ, বাপ ! শুনে আমি চমকে গেছি। করিম খাঁ পালোয়ান—তাকে জাহান্নামে পাঠানো কি সহজ মেহনতের কাজ ? সর্ব্বাঙ্গের ব্যথাটা ত মেরে দাও। তার পর যা হবার তাই হবে।

(রঙ্গলালের পান)

রঙ্গ। দেখ্ ভোলাই, এই মদটুকু খাই ব'লে মায়ের বড় মনঃকষ্ট। দাদা ত—আমার সঙ্গে কথাই কন না। নায়েব ম'শাই আমাকে দেখলেই—কপাল চাপড়ান।

(ভোলাইকে মদ্যদান)

ভোলাই। নায়েব মোশার কথা ছেড়ে দাও। বুড়ো কেবল দুনিয়ায় কপাল চাপড়াতেই এসেছে। আর বড়বাবু ত পীরতুল্য লোক। তাঁর কথা না কওয়াতে কিছু আসে যায় না। তবে বড় মা'র যে দুঃখু, ওইটেতেই যা দুঃখু। তবে তুমি যে কেন মদ খাও, তারা ত কেউ জানে না। এক জানতে জানি আমি।

রঙ্গ। কেন বল্ দেখি ?

ভোলাই। দেশের যত বেটা গুণ্ডাকে জব্দ করতে। শাদা চোখে বেটাদের সুমুখে উপস্থিত হ'তে তোমার চক্ষুলজ্জা হয়, তাই চোখ দুটোকে একটু রঙিন ক'রে নাও। তুমি না থাকলে গুণ্ডাবেটা-দের অত্যাচারে আজকাল গেরস্তদের ইজ্জত রাখা ভার হয়ে উঠত। শাদা চোখে থাকলে তুমি কি বিবি-সাহেবকে উদ্ধার করতে পারতে ?

রঙ্গ। না, তা পারতুম না ; শাদা চোখে সাহস হ'ত না। দেখ্ ভোলাই,—সুলেমানশার মৃত্যুর পরে দেশটা এক রকম অরাজক হয়ে গেছে। (মদ্যপান)

ভোলাই। সে ত দেখতেই পাচ্ছি হুজুর !

(মদ্যপান)

রঙ্গ। এখানকার বাদশা, এ কোনও কাজের নয়। এর আমলে সকলেই স্ব স্ব প্রধান। গুণ্ডামী

করতে করতে তাদের আস্পর্দ্ধা এতদূর বেড়ে গেছে যে, আজ তারা স্বজাতির উপরেও আক্রমণ করতে ইতস্ততঃ করে নি। এ দুর্দ্দান্ত পাঠান সরদারগুলোকে শাসনে রাখতে পারে এমন লোক কেউ নেই। (মদ্যপান)

ভোলাই। তুমি আছ—(মদ্যপান)

রঙ্গ। আমি যদি পাঠান হতুম, তা হ'লে থাকতুম বটে। এই যে এত কাণ্ড করলুম, মরিয়া হয়ে মুদ্দা খাঁর আক্রমণ থেকে বিবি-সাহেবকে রক্ষা করলুম, এতে ফল হবে কি জানিস্? বিবি-সাহেবের আত্মীয়েরা আমাকেই হয় ত' দোষী ক'রে বসবে।

ভোলাই। দোষী করবে?

রঙ্গ। দোষী করা আশ্চর্য্য নয়। আপনাদের দোষ ক্ষালন করতে পাঠান এখন যদি মিথ্যা কথা কয়, তা হ'লে পাঠান পাঠানের কথাই বিশ্বাস করবে। আমরা হাজার হলফ ক'রে সত্য বললেও সে কথা মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেবে।

ভোলাই। বল কি?

রঙ্গ। বাঃ! খাসা মাল এনেছিস্ ত রে ভোলাই?

ভোলাই। কেমন ছোটবাবু, মাল খাসা নয়?

রঙ্গ। চমৎকার! খেতে না খেতেই মাথা চং ক'রে উঠেছে।

ভোলাই। করবে না? বিশ বোতল চেকে তবে ওইটিকে পছন্দ ক'রে এনেছি।

রঙ্গ। দেখ, আর খাওয়া ঠিক নয়—বিবি-সাহেব আছে।

ভোলাই। থাকলেই বা বিবি-সাহেব, ও ত চিরকালই আছে। তুমি যত দিন বেঁচে থাকবে, তত দিন অমন কত বিবি-সাহেব থাকবে তার ঠিক কি!—আর একটু খাও ছোটবাবু!

রঙ্গ। তুই বিবি-সাহেবকে দেখেছিস্?

(মদ্যপান ও ভোলাইকে দান)

ভোলাই। না ছোটবাবু! তবে মিছে কইব কেন, দেখবার চেষ্টা করেছিলুম।

রঙ্গ। তার পর?

ভোলাই। যে গাছের তলায় বিবি সাহেবের পালকী, পা টিপে টিপে সেই দিকে যাচ্ছিলুম। কোথায় ছিল রায়বাঘিনী মা; বেটী আমার মৎলব বুঝতে পেরে এক টাঙ্গী নিয়ে আমাকে তেড়ে এলো। আমিও অমনি ছুট; থাক্‌লেই গর্দ্দানাটা গিছলো আর কি!

রঙ্গ। কেমন? কেমন পাহারাদার রেখে এসেছি! বেশ করেছে ভোলাই। কে সে স্ত্রীলোক, কার বেটী, কোথা থেকে এসেছে, এখনও কিছু জানি না। কিন্তু যখন সে ইজ্জত বজায় রাখতে আমাদের আশ্রয় নিয়েছে, তখন আমাদের সম্বন্ধে একটিও তার নিন্দার কথা কইবার না থাকে, সেটা আমাদের দেখা উচিত নয় কি?

ভোলাই। খুব উচিত। কাজটা আমার খুবই অন্যায় হচ্ছিল। মা'র জন্য সেটা আর হ'তে পেলে না। হয়েছিল কি জান হুজুর, ছেলেবেলায় আয়ীর কাছে পরীর গল্প শুনতুম। আজ্ঞা, গৌড়ের বাদশার মহলের খাস দারোগা ছিল। আয়ীও তখন গৌড়ে থাকত। আয়ী সেখানকার বাদশা-আমীরের মেয়েদের রূপের কথা বল্‌তো—বল্‌তো, তারা সব এক একটা বেহেস্তের পরী। তাদের রঙ যেন চাঁদের আলো। জল খেলে জল দেখা যায়। তারা কথা কইত না ত যেন সারেঙে ছড়ি দিত। এ-ও শুনলুম না কি,—আমীরের বেটী। তাই পরী দেখতে গিয়েছিলুম। গিয়ে, আরে বাপ্, কি লাঞ্ছনা।—

রঙ্গ। ঠিক বলেছে।

ভোলাই। ঠিক?—(মদ্যপান)

রঙ্গ। তোর আয়ী এক বর্ণও মিছে কয় নি।

(মদ্যপান)

ভোলাই। আয়ী বলত, তাদের দাঁতগুলো যেন মুক্তোর সার। চোখ দুটো যেন শ্বেতপদ্মের পাপড়ী। তাতে উমদা উমদা জলজলে নীলা বসানো।

রঙ্গ। ঠিক বলেছে!

ভোলাই। তুমি তাকে দেখেছ ছোটবাবু?

রঙ্গ। দেখবো না, কিছুতেই দেখবো না মনে ক'রে কি ক'রে যে দেখে ফেললুম, ভোলাই, তা আমি বল্‌তে পারছি না।

ভোলাই। কি রকম দেখলে হুজুর—ঠিক পরী?

রঙ্গ। পরী ত আর কখন দেখি নি, তা কেমন ক'রে বলব? তবে এমন সুন্দরী আমি ত কখনো চক্ষে দেখি নি।

ভোলাই। তা হ'লে ঠিক পরী। তা হাঁ ছোটবাবু, পাঠানীও তোমাকে দেখেছে?

রঙ্গ। কেন, এ কথা জানবার তোর দরকার কি?

ভোলাই। তুমি বলই না শুনি।

রঙ্গ। আর বলতে হবে না। নে, আমি আর খাব না। বাদ্-বাকীটে তুই খেয়ে নে।

ভোলাই। আর খাবে না?

রঙ্গ। না। আজকে নেশা করতে আমার কেমন ভয় করছে।

ভোলাই। তবে আমিও খাব না। আমারও কেমন ভয় করছে।

রঙ্গ। তোর আবার কিসের জন্য ভয় হ'ল?

ভোলাই। কি জানি, নেশার ঝোঁকে পরীবৌটিকে যদি ছোট-মা ব'লে ফেলি!

রঙ্গ। বেটা পেঁচি মাতাল!—উঠে যা।

ভোলাই। কি করি হুজুর, পেঁচি কি সাধে হই! তুমি গোলামের কাছে মনের কথা গোপন করলে কেন? কথা খুলে বল—এখনি আমি পেঁচো হব। (মুখ বিকৃত করণ)

রঙ্গ। কতক্ষণ ধ'রে তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হ'ল, সে আর আমাকে দেখে নি?

ভোলাই। ও কথা নয়, তুমি বল, চোখোচোখি হয়েছে।

রঙ্গ। যদিই হয়ে থাকে, তাতে কি হয়েছে?

ভোলাই। বস্।

রঙ্গ। আরে মর বেটা, বস্ কি?

ভোলাই। বস্—বস্! আবার কি! ছোট-মা? এই তোমাকে মোতোরমানের সেলাম। আর এই ঠাকুর পেরণাম।

রঙ্গ। ভোলা! তুই বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করলি!

ভোলাই। কিছু করি নি হুজুর? তুমি দেখেছ তাকে, সে দেখেছে তোমাকে। সে যদি পরীবেগম হয়, তা হ'লে তুমি পরীসুলতান।

রঙ্গ। ভোলাই! তুই সাবধান হ'।

ভোলাই। যাকে দেখে নিরেট পুরুষ ভোলা ভুলে গেছে—সেই তোমাকে দেখেছে একটা আওরৎ—

রঙ্গ। তুই যদি এ রকম মাতলামী করবি, তা হ'লে রাগ করব—উঠে যাব।

ভোলাই। (পদ ধরিয়া)—দোহাই হুজুর, আর বলব না। তুমি রাগ করবে! ও বাবা, মাফ কর হুজুর! তুমি রাগ করবে!

রঙ্গ। এ রকম সময়ে ও রকম কথা মনেও আনা পাপ তা জানিস? মনে আন্‌লেও তার ইজ্জত-হানি হয়।

ভোলাই। আর বলব না—এই নাক মলছি।

রঙ্গ। সে বিপন্না, তাকে রক্ষা করতে আমরা বুক বেঁধেছি। তার সম্ভ্রম অটুট রেখে যদি আমরা তাকে তার আত্মীয়ের কাছে পাঠাতে পারি, তবেই আমাদের শ্রম সার্থক।

ভোলাই। বে-আদবি করেছি, বে-আদবি করেছি। দাও, আর একটু আমাকে পেসাদ ক'রে দাও।

রঙ্গ। তুই মাতাল হয়ে আসল কথা ভুলে গেছিস্। আমি হিন্দু, সে মুসলমান।

ভোলাই। ইস্! কি বলেছি! তুমি হুজুর আমার কান ম'লে দাও। উঃ!

রঙ্গ। আরে মর! কাঁদতে লাগলি কেন?

ভোলাই। ছোটমা জন্মাতে না জন্মাতে কবরে গেল! উঃ!—তুমি হিন্দু আর সে মুসলমান। মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড জাতের কথা পাহাড়ের মত আড় হয়ে পড়েছে।

রঙ্গ। উঠে যা—উঠে যা, তোর মা আসছে।

ভোলাই। জ্বালা আপদ! বেটী আমাকে সুশৃঙ্খলে কাঁদতেও দেবে না। দাও, পেসাদ ক'রে দাও।

রঙ্গ। আর দেরী করিস নি, ওঠ্, ওঠ্, উঠে ওই মোতলায় গিয়ে বস্‌গে যা। তোর মা কি বলে, শুনে, আমিও সেখানে যাচ্ছি।

ভোলাই। পেসাদ ক'রে দাও।

রঙ্গ। আ—মর, বেটা জ্বালালে।

ভোলাই। শুভস্য শিগ্‌গিরং—শুভস্য শিগ্‌গিরং।

রঙ্গ। (মদ্যপান ও ভোলাইকে বোতল প্রদান) যা।

ভোলাই। উঃ! তুমি হিন্দু—সে মুসলমান—উঃ!

[ভোলাইয়ের প্রস্থান।

(ভোলাইয়ের মাতার প্রবেশ)

ভো-মা। ও উল্লুককে সেখানে পাঠিয়েছিলেন কেন হুজুর?

রঙ্গ। সে আর যাবে না বউ! এখন খবর কি বল। বিবি-সাহেবের স্নান হয়ে গেছে?

ভো-মা। গেছে।

রঙ্গ। তবে আর বিলম্ব করছিস কেন—নিয়ে যা।

ভো-মা। তুমি একবার এস ছোটবাবু

রঙ্গ। কেন?

ভো-মা। বিবি-সাহেব তোমাকে কি বলবে।

রঙ্গ। ভালা আপদ! আবার আমাকে তার বলবার কি আছে? আমাদের এখনকার অবস্থার আঁচ তাকে একটু দিতে পারলি নি?

ভো-মা। দিয়েছিলুম।

রঙ্গ। তাতে কি বল্লে?

ভো-মা। বল্লে তা হোক, একটা কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করব। তার উত্তর তিনি দিতে পারবেন।

রঙ্গ। তুই পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিলি?

ভো-মা। করেছিলুম। বিবি বললে—যদি বল্‌বার দরকার হয়, বাবু-সাহেবকে বলব।

রঙ্গ। কে সে, কোথা থেকে এসেছে, কোথা যাবে, সঙ্গে কে ছিল, কিছু বল্‌লে না?

ভো-মা। কিছু না, সব তোমাকে কইবে বলেছে।

রঙ্গ। কি যন্ত্রণা!—চ'।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাঁধ।

কলিবেগম বাঁধের উপর কেশ-শুষ্ক কার্য্যে নিযুক্ত।

নিম্নে পাইক-বালকগণ।

বালকগণের গীত।

তোমায় পেয়েছি পেয়েছি পেয়েছি:—
যখন পেয়েছি ওগো চাঁদবদনী রাণী।
তোমায় ধরেছি ধরেছি ধরেছি—
রাঙ্গা পায়ে ঢেলে দিছি
কোমল হৃদয়খানি॥
তোমায় বসিয়ে কাছে করব যতন,
মন ঢেলে দিব মনের মতন,
সরল মনে করব খেলা
যত রকম জানি।
আনমনে চ'লে যাবে বেলা
ওগো বেলারাণী॥

(ভোলাইয়ের মাতা ও রঙ্গলালের প্রবেশ)

ভো-মা। বিবি-সাহেব!

কলি। বাবু-সাহেব এসেছেন?

(শশব্যস্তে উত্থান)

ভো-মা। ছেলেরা একটু স'রে আয়।

[বালকগণ ও ভোলাইয়ের মাতার প্রস্থান।

রঙ্গ। কি জন্য তলব করেছেন বিবি-সাহেব?

কলি। আপনি নিকটে আসুন।

রঙ্গ। কি বল্‌বেন, ওইখান থেকেই বলুন। আমার অন্যত্র যাবার—

কলি। বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে? তা হ'ক, আমি আপনাকে বেশীক্ষণ আটকে রাখব না। (রঙ্গলালের সমীপে আগমন)

রঙ্গ। (স্বগত) এ ত অন্যায় হ'ল—এ ত অন্যায় হ'ল!—(প্রকাশ্যে) বিবি-সাহেব! আমি আমি—

কলি। আপনার কথা আমি ওই বৃদ্ধার মুখে শুনেছি। বেশ করেছেন! তাতে লজ্জা কি? রণজয়ে বিশ্রামই হচ্ছে বিজয়ীর শ্রেষ্ঠ লাভ।

রঙ্গ। (স্বগত) দেখিস, রঙ্গলাল দেখিস! পিছনে মেঘের পুঞ্জ নিয়ে প্রকাণ্ড একটা রূপের সাগর যেন উথলে আসছে। হুঁসিয়ার রঙ্গলাল—সামাল রঙ্গলাল! চারিদিক থেকে কারা যেন লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে, তারা যেন না তোকে মাতাল ব'লে চেঁচিয়ে ওঠে।

কলি। স্নান ক'রে উঠে ভিজে চুল শুকিয়ে নিচ্ছিলুম। সুতরাং আমার বে-আদবী মাফ করবেন। যিনি আমার ইজ্জত বজায় রেখেছেন, তাঁর সম্মুখে সঙ্কোচের একটা অভিনয় দেখানো আমি ভদ্রতা মনে করি না।

রঙ্গ। কি জন্য আমাকে ডাকিয়েছেন বলুন।

কলি। আমার পরিচয় আপনি জান্‌তে চেয়েছিলেন?

রঙ্গ। জানবার প্রয়োজন হয়েছে বিবি-সাহেব!

কলি। তা আমিও বুঝেছি। আপনি যতক্ষণ না

আমাকে আমার কোনও আত্মীয়ের হাতে তুলে দিতে পারছেন, ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হ'তে পারছেন না।

রঙ্গ। কিছুতেই পারছি না। আমি হিন্দু। আপনাদের বংশের আদব-কায়দা আমি কিছুই জানি না। তার উপর আপনি সুন্দরী—ভারি সুন্দরী। আর আমি—

কলি। সুন্দর—কেমন, এই কথা বলতে চাচ্ছেন ত?

রঙ্গ। না বিবি-সাহেব—আপনি কথা শেষ করতে দিন।

কলি। আর শেষ করবার প্রয়োজন নেই—আপনি যা বলবেন, আমি বুঝেছি।

রঙ্গ। না বিবি-সাহেব, আপনি বোঝেন নি।

কলি। না বাবু-সাহেব, আমি বুঝেছি।

রঙ্গ। আমি বলছিলুম—আমি—

কলি। অতি সুন্দর সুবাপুরুষ।

রঙ্গ। না আর আমি কথা কইব না।

কলি। আর আপনাকে কইতে হবে না। তার পর আমার বক্তব্য শুনুন। আপনি আমার পরিচয় যাকে তাকে দিয়ে জানতে চাচ্ছিলেন কেন? আপনি নিজে এসে জানলেই ত হ'ত।

রঙ্গ। এসেছি—এইবারে বলুন।

কলি। বলছি। কিন্তু তার আগে আপনি বলুন দেখি, যদি আমার কোন আত্মীয় না থাকে?

রঙ্গ। বলেন কি?

কলি। যদি না থাকে, তা হ'লে আপনি কি করবেন?

রঙ্গ। আমাকে মাতাল দেখে আপনি রহস্য করবেন না। এ কথা আমি বিশ্বাস করব কেমন ক'রে?

কলি। যদির কথা—বিশ্বাস করতে বলছি না। যদি না থাকে, তাহা হ'লে বলুন, আপনি কি করবেন? মাথা হেঁট ক'রে ভাববার সময় নেই। কেন না, আমি অনেকক্ষণ বেহায়ার মত আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি।

রঙ্গ। কেউ নেই?

কলি। আত্মীয় ব'লে পরিচয় দিয়ে অনেকে আসতে পারে। কিন্তু প্রকৃত আত্মীয় এক পিতা ছাড়া আর কেউ নেই! না, ভুলে গেছি বাবু-সাহেব, আপনার কথাটা ভুলে গেছি—আপনি ও পিতা ছাড়া আর কেউ নেই।

রঙ্গ। আপনার পিতা কোথায় আছেন বলুন।

কলি। পিতার সংবাদই যদি দিতে পারব, তা হ'লে এরূপ কথার উত্থাপন করব কেন? আপনার দেখছি দাঁড়াতে কষ্ট হ'চ্ছে। আপনি বসুন।

রঙ্গ। না বিবি-সাহেব, আমার কিছু কষ্ট হয় নি। আমি বেশ দাঁড়িয়ে আছি, আপনি বলুন।

কলি। আমি দেখছি, আপনি বেশ দাঁড়িয়ে নেই, আপনার পা টলছে। অতি পরিশ্রমের পর আপনি একটু সরাপ খেয়েছেন, তাতে লজ্জা কি—আপনি বসুন। (হস্তধারণ)—আমার অনুরোধে আপনি বসুন। বসবার যোগ্য জায়গা নয়—(ওড়না পাতিয়া—এইতে বসুন।

রঙ্গ। না, না—কি করেন—কি করেন? দেখবে—ওরা দেখবে।

কলি। দেখলেই বা, আমরা ত চৌর্য্যবৃত্তি করছিনি! আমার অনেক কাহিনী। কিছুক্ষণ না বসলে বলতে পারব না।

রঙ্গ। আপনার এ অতি মূল্যবান ওড়না—

কলি। এর এখন আর কোনও মূল্য নেই। দুরাত্মার হস্তস্পর্শে এ কলঙ্কিত হয়েছে। এ বস্ত্রও পরিত্যাগ ক'রে যদি আপনাদের এ স্থানের মোটা কাপড়ে আমি দেহাচ্ছাদন করতে পারতুম, তা হ'লে নিশ্চিন্ত হতুম।

রঙ্গ। আপনার হুকুম অমান্য করতে পারলুম না।

কলি। আমার অনুরোধ-রক্ষা আপনার অনুগ্রহ। (উভয়ের উপবেশন)—আপনি বাঙ্গলার কোনও খবর রাখেন?

রঙ্গ। না বিবি-সাহেব। আমি এই মেদিনীপুরের বাহিরে কখনও পা দিই নি।

কলি। বাঙ্গলার এক জন সুলতান আছেন, তা জানেন?

রঙ্গ। তা জানি। গৌড়ে এক জন বাদশা থাকেন। আগে ছিলেন সুলেমান শা। এখন হয়েছেন তাঁর পুত্র দায়ুদ খাঁ।

কলি। এই ত সব জানেন বাবু-সাহেব?

রঙ্গ। আমরা মৌজাদার কিনা, কাজেই ও খবরটা আমাদের রাখতে হয়।

কলি। তাঁর উজীরের নাম জানেন?

রঙ্গ। তাঁর নাম—তাঁর নাম—

কলি। মুখের দিকে চাচ্ছেন কি? তাঁর নাম কি আমার মুখে লেখা আছে?

রঙ্গ। আপনি কি মঙ্গোলী সাহেবের কন্যা?

কলি। জানি না জানি না ক'রে আপনি যে অনেক জানা কথা কয়ে দিলেন বাবু-সাহেব। পূর্ব্বেই বলেছি, আপনি এখন আমার এক জন আত্মীয়। আত্মীয়ের কাছে আত্মগোপন পাপ। আমি উজীর সুলেমান মঙ্গোলীর কন্যা। উঠবেন না—উঠবেন না। এ পরিচয় দিয়ে আপনার কাছে আমার মর্য্যাদা নূতন ক'রে কিছু বাড়ল না। অপরিচিতা বিপন্নাকে আপনি যে মর্য্যাদা দেখিয়েছেন, সেই মর্য্যাদাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

রঙ্গ। উজীর-পুত্রি!

কলি। ছিলুম। আপনাকে বলতে ভুল হয়ে গেছে। এখন আর আমি উজীর-পুত্রী নই।

রঙ্গ। কেন? আপনার পিতা কি উজীরীতে ইস্তফা দিয়েছেন?

কলি। বুদ্ধির দোষে উজীরী হারিয়েছেন।

রঙ্গ। রাজা কি তাঁকে বরখাস্ত করেছেন?

কলি। রাজা! কোথায় রাজা? বাঙ্গলায় আর রাজা নেই। বাঙ্গলা এখন মোগল বাদশা আকবরের অধিকারে। মোগলে গৌড় দখল করেছে।

রঙ্গ। কই, এ কথা ত শুনি নি!

কলি। আপনি কেন, এ প্রদেশের কেউ এখনও শোনে নি—মোগল এত শীঘ্র পাঠানদের পরাস্ত করেছে। তবে শুনতে আর বড় বিলম্ব নেই। দাউদ খাঁ আকবরের রণকৌশলে এত শীঘ্র পরাস্ত হয়ে গেলেন যে, দেখতে দেখতে মোগল-রাজধানী গৌড়ে এসে উপস্থিত হ'ল। পাঠানরা তখন এমন বিধ্বস্ত যে, নিজের স্ত্রী-কন্যাকে রক্ষা করবারও অবকাশ পেলে না।

রঙ্গ। আপনার পিতার পরিবার? তাঁদের কি হ'ল?

কলি। তাদের কথা আর জিজ্ঞাসা করবেন না। পিতার বংশের দুর্দ্দশার কথা এই মেদিনীপুরের জঙ্গলে ব'সে এক জন হিন্দু আত্মীয়কে বলবার জন্য একমাত্র অবশিষ্ট আমি আছি।

রঙ্গ। সকলে মরেছে, না মোগল ধ'রে নিয়ে গিয়েছে?

কলি। একমাত্র মা মরেছেন।

রঙ্গ। থাক, আর বলতে হবে না। আপনার ভাই—

কলি। ছিল। এখন নেই। মঙ্গোলী বংশের একমাত্র আমি জীবিত আছি।

রঙ্গ। তা হ'লে আপনাকে কার কাছে নিয়ে যাব বলুন।

কলি। সেই কথাই বলব ব'লে আপনার স্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত ক'রে আপনাকে ডাকিয়ে এনেছি। এইবার আমার নিবেদন শুনুন। পিতা যদি আমার জীবিত না থাকেন, তা হ'লে এ দুনিয়ায় আমার আপনার আর কেউ নেই। এরূপ অবস্থায়, যেখানে ইজ্জত রেখে চলতে পারি, এমন কোন আশ্রয় আমাকে দেবার ব্যবস্থা আপনি করতে পারেন?

রঙ্গ। কত দিনের জন্য?

কলি। যত দিন বাঁচব!

রঙ্গ। কিরূপ ভাবে থাকতে চান?

কলি। সেটা আপনি যে রকম ভাল বুঝবেন। যাতে আমার ইজ্জত বজায় থাকে—তাতে দাসী হয়ে থাকতেও আমার আপত্তি নেই।

রঙ্গ। তাতে আমি ভাল বুঝব কি?

কলি। বেশ, আপনি না বুঝতে চান, আমিই বুঝব। আপনি শুধু স্থানটা দেখিয়ে দেবেন।

রঙ্গ। বেগম-সাহেব! আপনাকে মানের সহিত রাখতে পারি, এমন কোনও সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই।

কলি। মুসলমান না পান—হিন্দু?

রঙ্গ। সে আগে না জেনে বলতে পারি না।

কলি। আপনার বাড়ী? (রঙ্গলালের নীরবে অবস্থিতি) ব'লে কি বিপদে ফেললুম?

রঙ্গ। যদি বলি, না।

কলি। তা হ'লে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে নিজেই নিজের ইজ্জত রক্ষা করি।

রঙ্গ। কেমন ক'রে করবেন?

কলি। তা আপনাকে আমি বলব কেন?

রঙ্গ। একটু আগে যেমন ইজ্জত রক্ষা করেছিলেন?

কলি। এখন দেখছি আপনি মাতাল। আপনি উঠে যান। (দাঁড়াইলেন)

রঙ্গ। (দাঁড়াইয়া)—মাতাল ত বটেই বেগম-সাহেব! সে কথা ত আপনাকে বলতেই যাচ্ছিলুম। আপনি আমাকে বলতে দিলেন না। তবে—বে-আদবী

হয়, আমি দেখছি, আমি খেয়ে মাতাল, আর
ন না খেয়ে মাতাল।

কলি। (হাস্য) বাবু-সাহেব! আমি প্যান্ প্যান্
। চোখের জল ফেলা বাঙ্গালী রমণী নই। আমি
নী। (ছোরা বাহির করণ) বুঝেছেন?

রঙ্গ। বুঝেছি। আমিই মাতাল বিবিসাহেব!
মুন্দা খাঁর কাছে ধরা দিলেন কেন?

কলি। অতর্কিতে ধরেছে। এক আকস্মিক
ৎপাতে আমি কিছু হতভম্ব হয়েছিলুম।

রঙ্গ। তাই হবে, আমি বুঝতে পেরেছি।

কলি। বাবু-সাহেব! আপনিও আমার বে-আদবী
। করবেন। আপনি আমাকে মুক্ত করতে গিয়ে
আমাকে রক্ষা করেন নি, সেই বর্ব্বর পাঠানকেও
ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন। যখনি তা
ত আমার মর্য্যাদা নাশের সম্ভাবনা দেখতুম, তখনি
বুকে এই ছোরা মারতুম। তাকে মেরে নিজে
ম।

রঙ্গ। আমি যদি আপনার পিতার সমীপে
নাকে উপস্থিত করতে পারি?

কলি। কোথায় পিতা? তিনি হতাবশিষ্ট পাঠান
। নিয়ে এখনও প্রাণপণে শত্রুকে বাধা দিচ্ছেন।
ান থেকে তাঁর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি।

রঙ্গ। এ বনে আপনি তা হ'লে কার সঙ্গে এসে-
লন?

কলি। এক হাবসী খোজা বীর আমার রক্ষী
।। সে সর্পাঘাতে মারা গেছে। যে গাছের তলায়
মে আমি আশ্রয় গ্রহণ করেছিলুম, সেখানে হয় ত
নও তার মৃতদেহ প'ড়ে আছে। অবশিষ্ট যা ডুলি-
ারা আমার সঙ্গে ছিল, তারা সব এ দেশের। সেই
স্মার ভয়ে তারা ডুলি ফেলে পালিয়েছে।

রঙ্গ। বেগম-সাহেব! আপনার পিতার সন্ধান
বার না নিয়ে আমি কোনও সদুত্তর দিতে পারছি
।

কলি। আপনি কি বর্দ্ধমানে যাবেন?

রঙ্গ। সন্ধান করতে করতে যদি প্রয়োজন হয়,
যাব।

কলি। এই যে বল্লেন, আমি মেদিনীপুরের বাইরে
কখনও পা দিই নি?

রঙ্গ। দিই নি, এইবারে দেব।

কলি। মাথার ঠিক অবস্থায় বলছেন?

রঙ্গ। আপনার কথা শুনে আমার নেশা ছুটে গেছে।

কলি। যে ক'দিন আপনার সঙ্গে দেখা না হবে,
সে ক'দিন আমি কোথায় থাকব?

রঙ্গ। সন্ধ্যার পর আপনাকে একবার মা'র কাছে
নিয়ে যাব। দরিদ্র হিন্দুর গৃহে মা যদি আপনাকে
রাখতে সাহস করেন, তা হ'লে সেইখানেই আপনি
থাকবেন। নইলে আমার পরম সুহৃৎ কতকগুলি
দরিদ্র মুসলমান আছে, তারা পর্ণকুটীরে বাস করে,
তাদের মধ্যে এক স্থানে আপনাকে রেখে যাব।

কলি। সেখানে থাকার কি সুবিধা হবে?

রঙ্গ। তারা গোলামের মত আপনার সেবা করবে।
তবে আপনার যোগ্য, অশন, বসন, শয্যা—এ সব
দিতে পারবে না। আপনি যে ওড়নার আস্তরণ ক'রে
আমাকে বসিয়েছেন, এ তারা কখন চক্ষে দেখে নি।
তবে তাদের পূর্ব্বপুরুষ দেখেছে।

কলি। কি রকম?

রঙ্গ। গৌড়ের বাদশা হুসেন সার আমল পর্য্যন্ত
তারা গৌড়ে ছিল। তারা ছিল বাদশার খাস পল্টন।
তাদের কথা অধিক বলবার সময় নেই। একটু পূর্ব্বে,
ইজ্জত রাখতে, কারও ঘরে আপনি দাসী হয়ে থাকতে
চেয়েছিলেন। যদি সেখানে থাকতে চান, তা হ'লে
আপনার মর্য্যাদা অটুট থাকবে, আমি এই মাত্র আশা
দিতে পারি।

কলি। বর্দ্ধমানে কবে রওনা হবেন?

রঙ্গ। আজ রাত্রেই। মায়ের সঙ্গে আপনার
একবার সাক্ষাৎ করিয়ে দেবার অপেক্ষা।

কলি। এর উপর আমার আর কোনও কথা
কইবার অধিকার নেই বাবু-সাহেব! তবে আর একটা
কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব। পিতার সঙ্গে যদি
আপনার সাক্ষাৎ হয়, তা হ'লে তাঁকে কি বলবেন?

রঙ্গ। যা ঘটনা ঘটেছে, যেরূপ ক'রে আপনাকে
পেয়েছি, সব বলব।

কলি। তা বললে যে আমাকে উদ্ধার করার
কোনও ফল হবে না।

রঙ্গ। কেন?

কলি। পিতা আমার বড় অভিমানী। আপনাকে
সে কথা বলি নি। পিতা যদি জানতে পারেন, তাঁর
কন্যা কতকগুলো অপরিচিত যুবকের হাতে হাতে
বৃক্ষচ্যুত আনারের মত লোকালুফি হয়েছে, তা হ'লে
তিনি আমাকে হয় ত কন্যা ব'লেই স্বীকার করবেন না।

রঙ্গ। বাবার মুখে আপনি যে আমাকে বিষম ফেরে ফেললেন।

কলি। এই যে অনবগুণ্ঠিত মস্তকে এক আঁচলে ব'সে আপনার সঙ্গে এতক্ষণ ধ'রে বাক্যালাপ করলুম, এ কথাও ত তা হ'লে আপনি বলবেন?

রঙ্গ। যদি প্রশ্নসূত্রে এমন অবস্থা ঘটে যে, এ কথা না কইলেই নয়, তা হ'লে মিথ্যা কইতে পারব না। নতুবা উপযাচক হয়ে আপনার সম্বন্ধে অপ্রয়োজনীয় কোনও কথার উত্থাপন করব না।

কলি। আমি যদি আপনাকে সত্য গোপনে অনুরোধ করি?

রঙ্গ। আমি মিথ্যা কইতে পারব না।

কলি। বেশ, আপনি পিতার অনুসন্ধান করুন।

রঙ্গ। ওরে! এইবার তোর বিবিসাহেবকে নিয়ে যা।

(বালকগণের প্রবেশ)

বালকগণের গীত।

তবে এস ঘরে এস ঘরে
মোদের কুঁড়ে ঘরে।
বলতে কথা সরম লাগে
নিয়ে যেতে ভয় করে॥
ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো,
য'দিন থাক ত'দিন ভালো,
থাকবে য'দিন মাথা দিয়ে থাকব
প'ড়ে দোরে॥
কি আছে তা করব দান,
(তবে) প্রাণ দিয়ে তোমার
রাখব মান,
শত্রু যদি ধরতে আসে করব সড়কি
বেঁধা তারে।
মুণ্ড ছিঁড়ে গড়িয়ে দেব
(তোমার) রাঙ্গা চরণ প'রে॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গণ।

ভুবনেশ্বরী ও গজানন।

ভুবনে। তুই এই বিবাদটা রোধ করতে পারলি নি?

গজা। বিবাদ কি আমার সুমুখে হয়েছে যে, রোধ করব!

ভুবনে। সে ত মিছামিছি কারও সঙ্গে কলহ করবার ছেলে নয়।

গজা। সে তুমি জানলে আর আমি জানলুম। অন্তে ত তা বুঝবে না। বিশেষতঃ জায়গীরদারের ছেলের সঙ্গে লড়াই। লোকে বুঝেও বুঝবে না। তোমার দেওরকেই দোষী করবে। করবে কেন, করছে। বড় বাবু কারও কাছে মুখ পাচ্ছেন না।

ভুবনে। সে কোথা গেল, জানতে পারলি?

গজা। তা জানতে পারলে ত ধ'রে আনতুম। কোথাও তাকে খুঁজে পেলুম না ব'লে মনে করলুম, তিনি বাড়ী এসেছেন।

ভুবনে। তাকে খুঁজে আনতে না পারলে যে, আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি না।

গজা। আমিও কি পারছি মা? ছোট বাবু কাউকে ভয় করবার ছেলে নয়। তিনি বাড়ী আসবার হ'লে এতক্ষণ নিশ্চয় আসতেন।

ভুবনে। তা হ'লে নিশ্চয় সে বিপদে পড়েছে।

গজা। বিপদে পড়েন নি। সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত জেনে এসেছি।

ভুবনে। তবে সে আসছে না কেন? বেলা শেষ হয়ে গেল। সে বেশ জানে, সে না খেলে তার মা জলপর্য্যন্ত মুখে দেবে না। বিপদে না পড়লে কখন সে আসতে এত বিলম্ব করে? সে নিশ্চয় বিপদে পড়েছে। তুই ছোটবাবুকে খুঁজে নিয়ে আয়। যেখান থেকে পারিস নিয়ে আয়। যদি আসতে না চায়, জোর ক'রে ধ'রে আনবি। বলবি, তোমার মা কাঁদাকাটি করছেন। তুমি শীগ্‌গির চল।

গজা। বড়বাবু এসে যদি আমায় খোঁজ করেন?

ভুবনে। আমি তার জবাবদিহি করব।

গজা। (স্বগত) ধন্ত মানুষের বেটী তুমি। মায়ের স্নেহকেও তুমি হার মানিয়েছ। [প্রস্থান।

ভুবনে। তাই ত। কি যে বিপদ ঘটালে, তা

স্তো বুঝতে পারছি না। মরণটা হয় ত বাঁচি। শাশুড়ীকে জ্বালা পোহাতে হ'ল না! শ্বশুর কোথায় যে গেলেন, এই বাইশ বৎসরেও তাঁর খোঁজ হ'ল না। মাঝখান থেকে ভোগ ভুগতে রইলুম আমি। জন্মান্তরে কত যে পাপ করেছিলুম, তার অবধি নেই।

নন্দ। (নেপথ্যে) গঙ্গা! ফিরে আয়!

গঙ্গা। (নেপথ্যে) আজ্ঞে আমি ছোটবাবুকে খুঁজতে যাচ্ছি।

নন্দ। (নেপথ্যে) তোকে কোথাও যেতে হবে না, ফিরে আয়।

(নন্দলালের প্রবেশ)

ভুবনে। হ্যাঁগা! দেখা পেলে?

নন্দ। আ মর্ বেটা, কথা শুনছিস না কেন?

গঙ্গা। (নেপথ্যে) মা খুঁজতে বলেছেন।

নন্দ। বলুক, তুই ফিরে আয়! তোকে খুঁজতে হবে না।

ভুবনে। খুঁজে পেলে?

নন্দ। দেখ গঙ্গা! এইবারে মার খেয়ে মরবি।

ভুবনে। বলি,আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন?

নন্দ। কি তোমার কথা, তা তার উত্তর দেব?

ভুবনে। তাকে খুজে পেলে কি না বল না।

নন্দ। সে চুলোয় গেছে। এখানে কোথায় তাকে খুঁজে পাব?

ভুবনে। আ মরি! কথার শ্রী দেখ একবার।

নন্দ। এখন দেখছি, মায়ের সঙ্গে সঙ্গে হতভাগারও মৃত্যু হ'লে ছিল ভাল।

ভুবনে। বালাই, কি অপরাধে সে মরতে যাবে?

নন্দ। অপরাধ এখনি জানতে পারবে এখন। এ বংশে এমন কুলাঙ্গার কোথা থেকে জন্মাল?

ভুবনে। কেন, কুলাঙ্গার সে কিসে হ'ল? একটু আধটু নেশা করে ব'লে? তোমার বংশে সকলেই কি তোমার মত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জন্মেছিল? নেশা কি আর কেউ করে নি?

নন্দ। শুধু নেশা করলে সে আমার বাপের ঠাকুর।

ভুবনে। আর কি সে করেছে?

নন্দ। আমার মুণ্ডু করেছে। লক্ষ্মীছাড়া হ'তে সব নষ্ট হ'ল দেখছি।

ভুবনে। দেখ, কিছু না জেনে শুনে, মিছামিছি আমার সুমুখে তাকে গাল দিও না।

নন্দ। আর তুমিও—যাকে যতটুকু মমতা দেখান উচিত—তার অতিরিক্ত মমতা তাকে দেখিও না।

ভুবনে। মমতাটা কি দেখালুম?

নন্দ। জন্মের মত তার মাথাটি খেয়ে দিয়েছ, আবার দেখাবে কি? শুনেছ ত, মায়ের চেয়ে যে অধিক মমতা দেখায়—

ভুবনে। তাকে বলে ডান। তা আমি ডাইনীই ত। বল না, স্পষ্ট ক'রেই বল না—আমি ডাইনী। তা সে কথা অত ঘোর প্যাঁচ ক'রে বলবার দরকার কি?

নন্দ। একদিনের জন্যও ছোঁড়াটাকে শাসন করতে দিলে না। তার ইহকাল পরকাল সব নষ্ট কর্‌লে।

ভুবনে। নষ্ট করলুম আমি না তুমি? তুমি কি শাসন করতে জান?

নন্দ। হয়েছে—হয়েছে—থাম।

ভুবনে। তুমি যে রকম শাসন-কর্ত্তা পুরুষ, তাতে সে যদি খারাপ হয়, সে ত তোমারই দোষ।

নন্দ। হয়েছে, বুঝছি, থাম। গঙ্গা আসছে।

ভুবনে। আসুক না গঙ্গা। আমি কি কাউকেও ভয় ক'রে কথা বলছি।

নন্দ। আচ্ছা এ সমস্ত আমারই দোষ।

ভুবনে। নিশ্চয়—তা আবার ঢোক গিলে বলছ কি?

(গঙ্গানেনর প্রবেশ)

নন্দ। সে হতভাগাকে খোঁজা রেখে যা তোকে বলি, এখনি কর!

গঙ্গা। বল!

ভুবনে। আমার সুমুখে তাকে হতভাগা হতভাগা ক'র না।

নন্দ। এখনি একখানা পাল্‌কী—

ভুবনে। কি জন্য সে হতভাগা হ'তে যাবে?

নন্দ। কি জ্বালা, আমাকে কথা কইতে দেবে না?

ভুবনে। ও ছেলে ব'লে তাই—একটু আধটু নেশা ক'রে থাকে। অন্য ছেলে হ'লে এতদিন আরও কত কি করত।

নন্দ। তাই করেছে, আর করত নয়।

ভুবনে। কি করেছে?

নন্দ। আমার মুণ্ড করেছে। সন্ধ্যা থেকে

আমার বাস ওঠাবার জোগাড় করেছে। (গজাননের প্রতি) যা বললুম—বুঝলি ?

[গজাননের প্রস্থান।

ভুবনে। ওকে এমন সময় পাল্‌কী আনতে পাঠালে কেন ?

নন্দ। তোমাকে এখনি রওনা হ'তে হবে।

ভুবনে। কোথায় ?

নন্দ। আপাততঃ তোমার বাপের বাড়ী।

ভুবনে। তার পর ?

নন্দ। তার পর যেমন বুঝব। ফিরিয়ে আনবার হয়, ফিরিয়ে আনব। না হয়, পিসের কাছে বিষ্ণুপুরে পাঠিয়ে দেব।

ভুবনে। পাঠানদের সঙ্গে দাঙ্গা করবে নাকি ?

নন্দ। দাঙ্গা আমাকে করতে হবে না। যা করবার পাঠানরাই করবার ব্যবস্থা করেছে। আজই হ'ক, কালই হ'ক, দুদিন পরেই হ'ক, তারা আমাদের বাড়ী চড়াও হবে। ব্যাপার বড়ই গুরুতর, সমস্ত পাঠান জোট বেঁধেছে।

ভুবনে। তাদের এমন মর্ম্মান্তিক আক্রোশ হ'ল, কারণটা কি ?

নন্দ। কারণটা এখনও বুঝতে পারছ না ? তবে আর হতভাগাকে গাল দিচ্ছি কেন ?

ভুবনে। পাঠানদের মেয়েছেলের সঙ্গে কি কোনও তামাসা বিদ্রূপ করেছে ?

নন্দ। বিদ্রূপ কি—ছিনিয়ে এনেছে।

ভুবনে। বল কি ?

নন্দ। এই ত শুনছি। সমস্ত খবর এখনও পাই নি। ব্যাপারটা কি জানবার জন্য নায়েব মশাইকে পাঠিয়েছি।

ভুবনে। মিথ্যা কথা! তার কি এত সাহস হ'তে পারে ?

নন্দ। মিথ্যা কি সত্য, নায়েব মশাই ফিরে এলেই জান্‌তে পারব। তবে তিনি আজ রাত্রেই তোমাকে স্থানান্তরে পাঠিয়ে দেবার কথা ব'লে পাঠিয়েছেন।

ভুবনে। তোমাদের ফেলে যাব, আমার মন স্থির হবে কেন ? বিশেষতঃ বোকা ছেলেটা কোথায় রইল, জানতে পারলুম না।

নন্দ। কি করবে—তোমার বরাত। যদি ইজ্জত রাখতে হয়, তা হ'লে তোমাকে এখানে রাখতে সাহস করি না।

ভুবনে। তোমরাও আমার সঙ্গে চল না কেন ?

নন্দ। ছোঁড়াকে পাই, তার হাত পা বেঁধে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব।

ভুবনে। আর তুমি ?

নন্দ। আমি ? তুমি কি ক্ষেপেছ। আমি পালিয়ে বংশের নাম ডুবিয়ে দেব ?

নায়েব। (নেপথ্যে) বড়বাবু।

নন্দ। যাই নায়েব মশাই।

নায়েব। (নেপথ্যে) যাকে পাঠিয়েছ ?

নন্দ। না।

নায়েব। (নেপথ্যে) বিলম্ব ক'র না।

নন্দ। ওই শোন—প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও।

নায়েব। (নেপথ্যে) তোমাকেও বিশেষ প্রয়োজন।

নন্দ। যাচ্ছি—যাচ্ছি। যা বলবার বললুম বড় বৌ। এর পর বলতে আসবার বোধ হয় সময় পাব না।

[প্রস্থান।

ভুবনে। যা ভয় করলুম, তাই হ'ল! শেষকালে ছেলেটা চরিত্রহীন হয়ে পড়ল! হয়ে এমন বিপদ বাধালে যে, স্বামী ছেড়ে, তাকে ছেড়ে, ঘর ছেড়ে, আমাকে পালাতে হ'ল! এ বিপদ থেকে যদি বাবু নিস্তার পান, তা হ'লে রঙ্গলালকে তার প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়ে দেব। আর না—আর না। মাতৃহীন শিশুকে সূতিকার ঘর থেকে কুড়িয়ে মানুষ ক'রেছি। নিজে বন্ধ্যা—তাকেই গর্ভস্থ সন্তান মনে ক'রে, মোহে, সত্যই ত তার পরকাল নষ্ট ক'রেছি! আজ সে যে কার্য্য করেছে, কুলবধূ হ'য়ে আমি ত তার সে পশু ব্যবহারের সমর্থন করতে পারি না! আর না—আর না! আর আমি তার সঙ্গে মাতা-পুত্রের পাতানো সম্পর্ক রাখব না। বলতে বুকটা কাঁপবে—তা কাঁপুক। কথা মুখ দে বার করতে বারংবার বাধা পড়বে, তা পড়ুক। আমি এইবার দেখা পেলেই তাকে তার প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়ে দেব।

(ঝিয়ের প্রবেশ)

ঝি। ওমা! মা! কোথায় তুমি ?

ভুবনে। কি হয়েছে—কি হয়েছে ?

ঝি। ছোটবাবু ও কাকে ধ'রে বাড়ীতে আন্‌ছে গো!

ভুবনে। কোথায়—কোথায় ?

ঝি। ওই যে খিড়কীর বাগানের ভিতর দিয়ে গো।

ভুবনে। চুপ চুপ—গোল করিস নি!

ঝি। টিপি টিপি—নখের উপর ভর দিয়ে—

ভুবনে। কোথায় দেখিয়ে দিবি চল্।

ঝি। তুমি যাও মা, তুমি যাও! দেখে আমার গা কেমন কেমন কর্‌ছে! ওমা! কি ঘেন্না! ছুঁড়ী আবার ছোটবাবুর কাঁধে ভর দিয়ে আসছে।

ভুবনে। আ মর্! চেঁচিয়ে মরছ' কেন ?

ঝি। তুমি নিজে গিয়ে দেখে এস বাপু! পিঠে বিনুনি-করা চুল, মাথা খালি, পায়ে জুতো, চোখ ঢুল ঢুল করছে, ট'লে ট'লে পড়ছে! তুমি দেখে এস বাপু! আমার দেখে লজ্জা করছে।

ভুবনে। বেশ, তোকে যেতে হবে না। দরজা বন্ধ ক'রে তুই ঘরে থাক—আমি না ডাকলে এখন আর কাউকেও দোর খুলে দিস্ নি। কর্ত্তাবাবু এলেও না। খবরদার, কেউ যেন না জান্‌তে পারে। তাই ত! বোকাটা আজ মান, সম্ভ্রম, ধর্ম্ম সব নষ্ট করলে নাকি ?

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

খিড়কীর বাগান।

রঙ্গলাল ও কলিবেগম।

রঙ্গ। এইখানে এই গাছের তলার কিছুক্ষণের জন্ম আপনাকে বিশ্রাম করতে হবে। গোপালজী করেন, এইখান থেকেই আপনার এই নিদারুণ কষ্টের অবসান হয়। আপনার অনুরোধে এই পথটা হাঁটিয়ে এনে বড়ই নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ করেছি।

কলি। আপনার কোনও অপরাধ নেই। আমি যে পথ হাঁটতে এত অপারগ, তা আমি নিজেই জানতুম না।

রঙ্গ। যা হ'বার হয়ে গেছে—এইবারে মা'র সঙ্গে দেখা। মা'র অনুমতি পেলেই, আপনাকে বাড়ীটুকু পর্য্যন্ত আর একবার হাঁটতে হবে। সেই শেষ। আসতে আসতে পথে আপনাকে সমস্তই বলেছি। দয়াময়ী মা আমার, আমার মুখে সমস্ত কথা শুনে যদি আপনাকে গৃহে স্থান দেন, তবেই আমি নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করব। যদি না দেন, আপনি যেন সে জন্ম ক্ষুব্ধ হবেন না।

কলি। ক্ষুব্ধ হব না। তবে বুঝব, তা হ'লে আমি একান্তই ভাগ্যহীনা।

রঙ্গ। তখনই আপনাকে সেই দরিদ্রদের কুটীরে ফিরতে হবে।

কলি। তখনই ফিরব।

রঙ্গ। সেইখানেই থাকতে হবে।

কলি। আপনি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আমি অন্য কোথাও যাব না।

রঙ্গ। না না- তা কেন ? আপনার পিতার সংবাদ পেলে তখনি সেখানে চ'লে যাবেন।

কলি। সংবাদ কি, পিতা যদি জানতে পেরে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য লোক পাঠান, তবু আমি যাব না।

রঙ্গ। না না—সে কি বলছেন ?

কলি। পিতা যদি নিজে আসেন, তবু যাব না।

রঙ্গ। এ আপনি গোল করছেন।

কলি। গোল আপনি করছেন—এতক্ষণ বেশ কথা কইছিলেন। এইবারে মন্ত্র আবার আপনার মস্তিষ্ক নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। পিতা আমার সঙ্গে সেই পর্ণকুটীরে ব'সে আপনার ফিরে আসবার অপেক্ষা করবেন।

রঙ্গ। ও কথা বলতে নেই।

কলি। আপনি বলাচ্ছেন যে। অথচ বাক্য-স্ফুরণে আর আমার শক্তি নাই! আপনি মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন।

[কলির কুঞ্জান্তরালে গমন ও রঙ্গলালের প্রস্থান।

(ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ)

ভুবনে। কই—কোথাও ত দেখতে পেলুম না! বোকা মুর্খটা তাকে নিয়ে গাঁয়ের ভিতর ঢুকল না কি ? আর ত আমি থাকতে পারি না! তিনি তখনই আমাকে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'তে বলেছিলেন। এখনি এখনি ক'রে বোকাটাকে খুঁজতে যে রাত হয়ে গেল! ওদিকে যে কি কাণ্ড হচ্ছে, তা ত বুঝতে পারছি না! না আর না। স্বামীর কাছে তিরস্কার, লোকের কাছে গঞ্জনা—এ সব একদিনও কানে তুলি নি। কিন্তু এ কি ? এরূপ পশুর কার্য্যের প্রশ্রয়

দিলে আমার যে ধর্ম্ম যায়! মায়ের মমতায় সন্তানের চরিত্রহানি এক কথা, আর আমার মমতায় আর এক কথা। মমতা? কিসের মমতা? নিজের পেটে ছেলে হ'ল না—গোপাল আমাকে পুত্র-স্নেহের অধিকারী করেন নি—তবে কেন তাকে মমতা দেখিয়ে নিজের মান, সম্ভ্রম, ধর্ম্ম সব জলাঞ্জলি দিতে বসেছি? আর না—আর না। একবার তাকে দেখতে পেলে হয়।

(রঙ্গলালের প্রবেশ)

রঙ্গ। মা!

ভুবনে। এই যে—এই যে—রঙ্গলাল! তুমি এসেছ?

রঙ্গ। এসেছি। গোল ক'র না মা!

ভুবনে। রঙ্গলাল! আর তুমি আমাকে মা ব'ল না।

রঙ্গ। মা বলব না!

ভুবনে। না। আমি তোমার ভ্রাতৃজায়া। শৈশব থেকে তোমাকে মানুষ করেছি, এই যা। মনে দুঃখ ক'র না।

রঙ্গ। কি বল্লে! (হাস্য) আর একবার বল।

ভুবনে। দুঃখ ক'র না রঙ্গলাল!

রঙ্গ। দুঃখ? ভারি আনন্দ—কেয়া আনন্দ—আর একবার বল।

ভুবনে। যত দিন তুমি শিশু ছিলে, তত দিন তোমার মা বলা সেজেছিল। এমন তুমি যুবা-পুরুষ। আর দু'দিন পরেই তুমি বিবাহিত হবে। তোমার বধূ হবে আমার যা'। সে আমাকে যখন দিদি ব'লে ডাকবে, তোমার মত মা বল্‌তে পারবে না, তখন আগে হ'তেই তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি। এখন থেকে আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্কানুযায়ী আলাপ করবার সময় এসেছে।

রঙ্গ। হু! বুঝতে পেরেছি। এ কথা আজ আমাকে কেন বল্লে, তাও বুঝতে পেরেছি। তবে এ কথার জবাব দেবার আমার সময় নেই।

ভুবনে। তার পর? তুমি কি ক'রে এসেছ বল দেখি? সাদী খাঁর ছেলে আমাদের বাড়ী আক্রমণ করতে আসছে কেন?

রঙ্গ। এ কথারও জবাব দেবার আমার সময় নেই। এখন আমার একটি অসম্পূর্ণ কাজ তোমাকে পূর্ণ করতে হবে।

ভুবনে। কি করতে হবে বল।

রঙ্গ। শুনেছি সূতিকাগার থেকে কুড়িয়ে তুমি আমাকে মানুষ করেছ। মায়ের অভাব এ বয়স পর্য্যন্ত তুমি আমাকে বুঝতে দাও নি। আমি কিন্তু এ যাবৎ তোমার স্নেহের উপর কেবল অত্যাচারই ক'রে আসছি।

ভুবনে। পাগলের মত এ সব কি বলছিস, রঙ্গলাল? কথার শ্রী ছাঁদ কি তোর আজও হ'ল না?

রঙ্গ। আমি মাতাল হই, আর যাই হই—স্নেহটা ত বুঝতে পারি? আজ আবার নিগূঢ়ভাবে তোমার সেই প্রগাঢ় স্নেহের নিদর্শন দেখতে পেলুম। বাড়ীতে ঝি চাকর কেউ নাই—ভিতর বাড়ী—বার বাড়ী—সব যেন শূন্য। দাদাও নেই। হতাশ হ'য়ে গৃহত্যাগ করতে গিয়ে দেখি, তুমি আছ। সকলেই পালিয়েছে—তুমিই কেবল আমার স্নেহ পায়ে ঠেলে গৃহত্যাগ করতে পার নি।

ভুবনে। আমার স্তুতি করতে তোমার পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠের অসম্মান ক'র না রঙ্গলাল!

রঙ্গ। দাদা! দাদা! (যুক্ত করে প্রণাম)—তাঁর অসম্মান—আমি করব?

ভুবনে। আমি তোমাকে কোল পর্য্যন্ত তুলতে পেরেছিলুম। নীরস স্তন্য তোমার মুখে দিয়ে শিশুকে প্রতারণা করেছিলুম, কিন্তু তিনি তাঁ'র বক্ষের উষ্ণতায় আবরণে তোমার জীবন রক্ষা করেছেন।

রঙ্গ। মা! আমি স্বপ্নেও কখন তাঁকে গুরু ভিন্ন অন্য কোনওরূপে চিন্তা করি নি।

ভুবনে। তিনি গৃহত্যাগ ক'রে থাকেন, তা হ'লে তা তোমারই রক্ষার উদ্দেশ্যে করেছেন।

রঙ্গ। হু! এইবারে বুঝেছি আমি মাতাল। রসনা আমার মনকে লুকিয়ে এমন কথা কয়েছে, যাতে তোমারও মনে আমি আঘাত দিয়েছি। বেশ, বেশ! এইবারে স্নেহময়ি, আমার আবেদন শোন।

ভুবনে। অমন ক'রে কথা কয়ো না রঙ্গলাল! তুমি স্নেহের পাত্র ব'লে তোমাকে যতটুকু স্নেহ দেখানো প্রয়োজন, ততটুকু দেখিয়েছি।—আমি বেশী কিছু করি নি।

রঙ্গ। আমি কিন্তু তার উপর যত অত্যাচার করতে পেরেছি—করেছি। আজ সেই স্নেহের উপর শেষ অত্যাচার করব। তুমি আজ একটু সাহায্য ক'রে তোমার স্নেহের কার্য্য সম্পূর্ণ কর।

ভুবনে। কি বল্‌তে চাও, শীঘ্র বল। আমিও অন্যত্র যাবার জন্য বাড়ী থেকে পা বাড়িয়ে রয়েছি।

রঙ্গ। তুমিও পা বাড়িয়ে রয়েছ?

ভুবনে। শুধু তোমার সঙ্গে দেখা না ক'রে যেতে পাচ্ছিলুম না।

রঙ্গ। আর কেন, সাক্ষাৎ ত হয়েছে,এইবারে যাও।

ভুবনে। তুমি যে কি বলবে বলছিলে?

রঙ্গ। যে কথা জিজ্ঞাসা করব, তার জবাব তুমি আগেই দিয়েছ। গৃহত্যাগিনী রাজগৃহিণীর কাছে আবেদন করবার আমার কিছু নাই।

ভুবনে। পাগলামী করিস কেন? কি বলতে চাস বল। যদি থাকবার প্রয়োজন বুঝি—তা হ'লে যাব না।

রঙ্গ। যাবে না?

ভুবনে। এই যে বললুম।

রঙ্গ। যদি পাঠানে বাড়ী আক্রমণ করতে আসে?

ভুবনে। তবু থাকব।

রঙ্গ। যদি গাঁ শুদ্ধ লোক পালিয়ে যায়? দাদা যদি বাড়ী রক্ষা করতে অপারগ হন? পাঠান যদি—

ভুবনে। বাজে বক্‌ছিস কেন রঙ্গলাল! তোর যদিও মা নই, এ গর্ভে ধারণ করা ছাড়া মায়ের সমস্ত কার্য্য আমি করেছি। তুই নিজেকে বিজ্ঞ মনে করতে পারিস, আমি কিন্তু এখনো তোকে—সেই শিশুই দেখে থাকি, তোর সুমুখে আমি আর কি গর্ব্বের কথা কইব! তোর দাদা এ কথা কইলে তাকে আমি বল্‌তে পারতুম। মূর্খ রাঠোর! রাজপুতানা থেকে বাঙ্গলায় এসে এখানকার সজল বায়ুতে তোদের সাহস সিক্ত হ'তে পারে; কিন্তু আমি শিশোদীয় কন্যা। চিতোর—আমাদের সতীতেজের আকর-ভূমি—অনন্ত স্ফুলিঙ্গের প্রবাহ পাঠিয়ে—যেখানে শিশোদীয় কন্যা আছে, সেইখানেই তার সতী-হৃদয় ক্ষত্রতেজে উদ্দীপ্ত ক'রে রেখেছে। গাঁয়ে লোক না থাকে, তোরাও যদি না থাকিস—পাঠান যদি অন্তঃপুরের দ্বার ভগ্ন করে—যদি থাকবার প্রয়োজন বুঝি, আমি থাকব।

রঙ্গ। নিশ্চিন্ত—বিবি-সাহেব! এইবারে আসুন।

(কলিবেগমের প্রবেশ)

ভুবনে। এ কি! এ কাকে সঙ্গে ক'রে এনেছিস রঙ্গলাল?

রঙ্গ। আসুন—নিঃসঙ্কোচে আসুন। এই ইনিই আমার—এখন থেকে তোমাকে কি ব'লে ডাকব?

কলি। আমি বলছি—আপনার মা। আমি অন্তরাল থেকে সব শুনেছি। উনি সম্পর্ক ত্যাগ করতে চাইলেও আপনি ত্যাগ করবেন না।

ভুবনে। কে তুমি মা?

কলি। তোমার কাছে পরিচয় গোপন ক'রব কেন—আমি অভাগিনীই গৌড়ের উজীর-পুত্রী।

রঙ্গ। মোগলের সঙ্গে সুলতানের যুদ্ধ বেধেছে। এর পিতা রক্ষীর সঙ্গে এঁকে কটকে রওনা ক'রে যুদ্ধ করতে গিয়েছেন। দুরাত্মা মুদ্দা খাঁ পথ থেকে এঁকে চুরি ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল। তোমার আশীর্ব্বাদে আমি এঁকে দুরাত্মার হাত থেকে রক্ষা করেছি।

ভুবনে। রঙ্গলাল—রঙ্গলাল—রঙ্গলাল! এখন মনে হচ্ছে—আমিই তোমাকে গর্ভে ধারণ করেছি।

রঙ্গ। এখন শেষ-রক্ষা তুমি।

ভুবনে। এর উত্তর পরে। মায়ের মুখ দেখে বুঝতে পারছি, মুখে তার জল দিতে সামান্য মাত্র বিলম্ব করলে, তোমার এই অপূর্ব্ব পুরুষকার নিষ্ফল হবে। বাড়ীতে এঁকে নিয়ে যাবার বিলম্ব সইবে না—এই চাবিকাটি নাও। পাঠানের আসবার কথা শুনে পুরোহিত মন্দির ফেলে পালিয়েছে। তুমি গিয়ে এখনি গোপালবাড়ীর দ্বার উন্মোচন কর।

[রঙ্গলালের প্রস্থান।

এস মা, এইবারে আমার কাঁধে ভর দাও।

কলি। কোথায় নিয়ে যাবেন [illegible]ন?

ভুবনে। গোপাল-মন্দিরে।

কলি। সে কতদূর?

ভুবনে। দু'পা চল্‌লেই দেখতে পাবে। অতি নিকটে।

কলি। আমি কি এতই ক্লান্ত যে দু-পা চলতে আপনার কাঁধে ভর দিতে হবে?

ভুবনে। ক্লান্ত কি না তুমিই বল। তুমি কি বরাবর নিজের পায়েই ভর দিয়ে এখানে এসেছ?

কলি। কোথায় নিয়ে যাবে নিয়ে চল মা!

[ভুবনেশ্বরীর স্কন্ধে হস্ত রক্ষা ও উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

গোপাল-মন্দির।

রঙ্গলাল।

রঙ্গ। গোপাল! তোমার ঘরে মদ নেই—কিন্তু ঘরের প্রতি বায়ু-কণা আজ মাদকতায় পূর্ণ ক'রে রেখেছে। যতবার এ বায়ুর শ্বাস নিচ্ছি, ততবারই আমার নেশা বেড়ে যাচ্ছে। রক্ষা কর, মস্তিষ্ক আমার স্তম্ভিত হবার উপক্রম করেছে।

ভুবনে। (নেপথ্যে) রঙ্গলাল!

রঙ্গ। এই যে আমি দাঁড়িয়ে আছি।

(ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ)

ভুবনে। যাও, এখনি তোমার দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। তোমাকে না দেখে তিনি বড়ই ব্যাকুল হয়েছেন।

রঙ্গ। এই অবস্থাতেই তাঁর সঙ্গে দেখা করব?

ভুবনে। তাঁর সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ্য অবস্থা আর কখনও তোমার আসে নি।

রঙ্গ। বিবি-সাহেবের বাপের অনুসন্ধানে যাব। হয় ত বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত যেতে হবে।

ভুবনে। আগে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। তার পর যেখানেই যাও, কিছু মুখে দিয়ে যাত্রা ক'র। বাইরের ফটক আবার তুমি বন্ধ ক'রে চ'লে যাও। খবরদার, বন্ধ করতে যেন বিস্মৃত হয়ো না।

রঙ্গ। চাবী?

ভুবনে। তোমার দাদার হাতে দিও।

[রঙ্গলালের প্রস্থান।

ভুবনে। এস মা! আর একটু এস। তোমার পথ-কষ্টের এইবারে শেষ হ'ল।

(কলি বেগমের প্রবেশ)

কলি। এ কোথায় আনলে মা?

ভুবনে। এই আমাদের কুল-দেবতা গোপালের মন্দির।

কলি। সে কি মা, আমি যে মুসলমানী।

ভুবনে। সত্য মা! কিন্তু আজ তুমি অতিথি, হিন্দুর চক্ষে দেবী। অতিথি-রূপিণী নারায়ণি! তুমি যে আমার জয়লক্ষ্মী—নিরাশ্রয়া বিপন্নার মূর্ত্তি ধ'রে তুমি আমাকে ছলনা করতে এসেছিলে; কিন্তু মা, এই গোপালের কৃপায় তুমি আমাকে প্রতারিত করতে পার নি। বিশেষতঃ একটু আগে আমি আমার দেবরের একটা যে কালিমাময় চিত্র মনে মনে অঙ্কিত করেছিলেম—তুমি এসে সোনার জলে সেটিকে ধুয়ে দিয়েছ। তোমাকে সোনার আসনে বসিয়ে অভ্যর্থনা করতে পারতুম, তবে আমার আক্ষেপ মিটে যেত। তা করবার সময় নেই, বুঝতেই পারছ মা, এখন আমরা নিরাশ্রয়, তাই নিরাশ্রয়ের আশ্রয় গোপালের ঘরে তোমাকে নিয়ে এসেছি।

কলি। আমি যদি না যাই?

ভুবনে। না যাই কি মা-লক্ষ্মি, আগেই তুমি এসেছ। আর তোমার বাহির হবার উপায় নেই।

কলি। বলেন কি? তবে কি আমি বন্দিনী?

ভুবনে। না ভাগ্যবতি—তুমি মুক্তা। যাঁর নাম-স্মরণে দুনিয়ার বন্ধন শিথিল হয়, তাঁর ঘরে তুমি বন্দিনী হবে কেন? নাও—এইবারে গোপালের প্রসাদ—জীবন রক্ষা করবে এস।

কলি। আমি ত খাব না।

ভুবনে। না খাও মরতে হবে।

কলি। সে-ও ভাল—আমি মরব।

ভুবনে। তবে মর! বুঝছ কি মা, তোমাকে উপলক্ষ ক'রে আজ এইখানে রাজপুত আর পাঠানের বলের পরীক্ষা হবে। বেঁচে থাক, দেখবে। মর, আমার ইষ্টদেবতার সম্মুখে তোমাকে সমাধিস্থ করব। তোমার দেহ পাঠানকে আর স্পর্শ করতে দেব না।

কলি। আমার বাপ যদি স্পর্শ করতে চান?

ভুবনে। হিন্দুর চক্ষে পিতাই ঈশ্বর। তাঁর পাঠান ব'লে স্বতন্ত্র অভিধান নাই।

কলি। দাও মা, গোপালের প্রসাদ খেতে দাও—আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে।

ভুবনে। তাই বল—তবে আর একটু তোমাকে কষ্ট দেব। মন্দিরের উপরটা দেখেছ?

কলি। তাই ত মা, এমন সুন্দর কারুকার্য্যময় মন্দির—তার মাথাটা ভাঙ্গা কেন?

ভুবনে। বলছি—বলছি—(মন্দিরদ্বার উন্মোচন) —আর একটু এস—আর একটু এস।

(পট-পরিবর্ত্তন।)

কলি। আহা, এ কি! এমন সোনার বরণ ছেলেকে এ ঘরে এমন ক'রে বন্ধ ক'রে রেখেছ কেন?

ভুবনে। তুমি ওকে সোনার বরণ দেখলে?

কলি। এমন সুন্দর ত কখনও দেখি নি। মা'র কাছে এক দিন গোপালের কথা শুনেছিলুম—আজ দেখলুম।

ভুবনে। মা'র কাছে শুনেছিলে!

কলি। পিতা আমার পাঠান—মা ছিলেন হিন্দু-রমণী।

ভুবনে। ভাগাবতি, তুমি ধন্য! আর তোমাকে এখানে এনে আমি ধন্য। বড় দুষ্ট ব'লে ওকে বদ্ধ ক'রে রেখেছি। গোপাল! এক দিন যে পাঠান তোমার মন্দিরের চূড়া ভেঙ্গে দিয়েছিল, আজ সেই পাঠানের উজীর-পুত্রী তোমার ঘরে অতিথি। দুর্ব্বলের বল আশ্রিত-বৎসল! যে করুণায় বহু অস্ত্রধারী বলীয়ান পাঠানের হাত থেকে একটি নগণ্য বালককে উপলক্ষ ক'রে এই বিপন্নাকে রক্ষা করেছ—গোপাল! সে করুণাকে অসম্পূর্ণ রেখ না।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বন।

সাবাজ খাঁ ও জুনিদ খাঁ।

সাবাজ। ব্যাকুল হবেন না জনাবালি! যুদ্ধে উভয়পক্ষই কখনও জয়ী হয় না। যোদ্ধার যদি কর্ত্তব্যের ত্রুটী না হয়, তা হ'লে পরাজয়ে আক্ষেপ করবার তার কিছুই থাকে না। দুরদৃষ্টকে দোষ দিন।

জুনিদ। আমার শক্তিতে যতদূর সাধ্য আমি করেছি।

সাবাজ। তবে আর কি? আপনার সাহস বীর্য্য ও বুদ্ধি সমস্তই ত আমার জানা আছে। তবে এখন যে কোন উপায়ে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। আপনার ফৌজের কিছু কি অবশিষ্ট আছে?

জুনিদ। বারো আনা গেছে।

সাবাজ। সিকি ত আছে?

জুনিদ। তাতে কি হবে?

সাবাজ। তাতে এখন কিছু হবে না। এ সামান্ত পাঁচ হাজার কেন, মোগলের নূতন ধরণের কামানের সম্মুখে দু'লক্ষ সৈন্ত নিয়ে উপস্থিত হ'লেও আমরা দাঁড়াতে পারব না। তবে এই কামানের সমকক্ষতা করবার অস্ত্র উপায় উদ্ভাবন করবার সময় এখনও যথেষ্ট আছে।

জুনিদ। কি তা হ'লে কর্ত্তব্য?

সাবাজ। কটককে কেন্দ্র ক'রে আত্মরক্ষা। জঙ্গল এ দেশের আবরণ; জঙ্গলভরা পাহাড় এ সকল স্থানের স্বাভাবিক কেল্লা। আপনার যা সৈন্তাবশেষ সংগ্রহ করুন। উজীরের যা সৈন্ত অবশিষ্ট আছে, তিনি সংগ্রহ করুন। বাকী সৈন্ত সুলতানের। এই তিন দল একত্র হ'লে এখনও আমাদের প্রায় ষাট-হাজার সৈন্ত আছে। তার ওপর এ দেশে বহুকাল ধ'রে অনেক পাঠান জায়গীরদার বাস করছে। দু'পাঁচ-ঘর ছত্রী জমীদার আছে। সকলে সাহায্য করলে আরও দশ বারো হাজার সৈন্ত আমরা পেতে পারি। জঙ্গল নদী আর পাহাড়ের সাহায্যে এই সৈন্ত নিয়ে আত্মরক্ষায় প্রস্তুত থাকলে মোগলকে উড়িষ্যায় প্রবেশে এখনও অনেক বেগ পেতে হবে। এর পরে আমরা একটু সময় পেলে পাঠান-মর্য্যাদারক্ষার কোনও কি একটা ব্যবস্থা করতে পারব না?

জুনিদ। উত্তম পরামর্শ।

সাবাজ। এই কথা দাম্ভিক উজীরকে আপনি শোনান। আমার দেওয়া পরামর্শ ব'লে পাছে তিনি গ্রহণ না করেন, সেই জন্য আমার নাম তাঁর কাছে উল্লেখ করতে আমি আপনাকে নিষেধ করি।

জুনিদ। আমি কি হীন কাপুরুষ যে, আপনার পরামর্শ নিজের ব'লে তাঁর কাছে উল্লেখ করব?

সাবাজ। বেশ, তবে বলবেন। কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল না।

জুনিদ। এখন উজীর সাহেবকে কোথায় পাব?

সাবাজ। আপনারা মান্দারণের পথে এসেছেন, সুলতান বর্দ্ধমান হয়ে এই ঝাড়খণ্ডের পথ ধরেছিলেন। উজীর তাঁর উড়িষ্যা-গমনের সাহায্য করতে সেই পথের কোন না কোন স্থানে অবস্থান করছেন।

জুনিদ। বেশ, আমি তাঁর খবর নিতে চল্লুম।

সাবাজ। তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে বলবেন, আমি সুলতানা ও রাজার অন্যান্ত পরিবারবর্গকে মহানদী পার করিয়ে দিয়েছি, সুলতানও এতক্ষণ বৈতরণীর পারে।

জুনিদ। উজীরের কন্যা?

সাবাজ। কই, তিনি ত তাকে আমার কাছে পাঠান নাই।

জুনিদ। বলেন কি?

সাবাজ। কি যুবক! উজীর-কন্যার স্মরণেই যে, যুদ্ধের কথা সব ভুল হয়ে গেল?

জুনিদ। না জনাবালি—উজীর সাহেব কন্যাকে আমার সঙ্গেই পাঠাতে চেয়েছিলেন। এরূপ সময়ে তাকে সঙ্গে রাখা, আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি নি।

সাবাজ। ভালই করেছেন—অনূঢ়া যুবতীকে তার পিতার আশ্রয়ে রাখাই কর্ত্তব্য। বিবাহটা হয়ে গেলে আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে তাকে সঙ্গে রাখতে পার-তেন। নইলে এর পর যদি আপনাদের পরস্পরের বিবাহ না হ'ত, তা হ'লে বালিকার অবস্থা একটু বিপন্ন হয়ে পড়ত। আপনি কিছু মনে করবেন না, আমি আপনার চরিত্রের উপর ইঙ্গিত করছি না।

জুনিদ। না—না—আপনি ঠিকই বলেছেন। বিবাহ? এই ত হ'তে হ'তে হ'ল না! মোগলের আক্রমণে কে যে কোথায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, তার ঠিক ছিল না।

সাবাজ। এখনও ত আমরা দরিয়ায় ভাসছি।

জুনিদ। আর তার সঙ্গে দেখাই হবে কি না তার ঠিক কি?

সাবাজ। কিছুই বিচিত্র নয়।

জুনিদ। তবে আপনার সঙ্গে মিলিত হ'তে তিনি হাবসী-সরদার নসীব খাঁর উপর ভার দিয়েছেন। এই কথা শুনেছিলুম, তাই জিজ্ঞাসা করলুম।

সাবাজ। আমার কাছে সে আসে নি।

জুনিদ। যাক—উজীর সাহেবের সঙ্গে দেখা হ'লেই সে কথা জানতে পারব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনমধ্যস্থ বৃক্ষতল।

মৃত হাবসী-সরদারের পার্শ্বে বসিয়া

ভোলাই।

ভোলাই। (হাবসীকে পরীক্ষা) বেটা বেজায় মাতাল হয়েছে দেখছি। ও মিঞা—মিঞা? ওঠ। এ তোমার খাস বাড়ীর বৈঠকখানা নয়! এ বাবা ঝাড়-খণ্ডের জঙ্গল—এখানে ঘরের ভেতরে বাঘে বাচ্ছা থাকে, ষাঁড়ী রান্না ক'রে খায়—বেলা যাচ্ছে—ওঠ। কই, বেটা সাড়াও দেয় না যে—ছি বাবা! মদ আমরাও খাই, কিন্তু তোমার মতন এমন বে-এক্তার হই না। এক পিপে মদ খেয়েও ঢোল-কপাটী খেলে আসি। (হস্তদ্বারা গা ঠেলিয়া)—ওঠ—ওঠ—শুনছ? ওঃ! কেয়া চেহারা? হাবসী ত হাবসী! বেটার কি সবই বেয়াড়া? একটা তেলের কুপো—তাতে হাত পা গুলো জুড়ে দিয়েছে। বেটার মদ খাওয়া কি বেয়াড়া! পেটটি ফুলে একটি মশক হয়েছে! হাঁ-করা মুখে দাঁত ক'টি—বাঃ! বাঃ! ঠিক যেন রূপো-বাঁধানো হুঁকো। বলি ও মিঞা! তবে থাক তুই প'ড়ে, উঠলে একটু বখরা পেতিস। আর পেলি নি! এই— (বোতল নিজের মুখের কাছে ধরিয়া) দেখ—এখনও দেখ। এখনও হাত বাড়ালে পেতে পারিস। দেখ—এই দেখ—গেল, চ'লে গেল। এখনও হুঁ দিলে পাস। এক—দো—তিন—যা শালা—ফাঁকি পড়লি। (মদ্যপান ও বোতল উপুড় করিয়া)—এই দেখ, সব শেষ।

(রঙ্গলালের প্রবেশ)

রঙ্গ। ভোলাই?

ভোলাই। এই যে হুজুর।

রঙ্গ। কি করছিস?

ভোলাই। আজ্ঞে হুজুর, কিছু করি নি! ব'সে ব'সে হাবসী বেটাকে আক্কেল দিচ্ছি!

রঙ্গ। হাবসী! হাবসী কে?

ভোলাই। ঐ যে দেখুন না, বেটা পুঁটে মাতাল—ছটাকখানেক মদ খেয়ে বেঁ-এক্তার হয়ে প'ড়ে আছে। বেটা নড়েও না—চড়েও না, ডাকলেও সাড়া দেয় না, বেহুঁস। ওঠ্ বেটা হাবসী, ওঠ্। আমাদের হুজুর এসেছে, সেলাম কর্। হুজুর! বেটা ভারি ফক্কড়—সব শুনতে পাচ্ছে, কেবল কৈফিয়ৎ দেবার ভয়ে কথা কচ্ছে না।

রঙ্গ। (স্বগত) এ ত তা হ'লে বিবি সাহেবেরই রক্ষী হাবসী দেখছি, লোকটা সর্পাঘাতেই মরেছে।

ভোলাই। ওঠ্ না বেটা? হাঁ ক'রে ইয়ারকি করছিস কি? হুজুর এসেছে—সেলাম কর্। মনে করছ আমি তোমার ভিট্‌কিলিমি বুঝতে পারছি না! ওঠ্—নইলে এই ফাঁকা বোতল তোর পেটে পুরে তোর গুষ্টির কুকুরকে পর্য্যন্ত দেশছাড়া ক'রে দেব।

রঙ্গ। ও মাতাল, না তুই মাতাল!

ভোলাই। আমি মাতাল? ছোট বাবু তুমি এই কথা বল্লে? এই হাবসী বেটার কাছে আমার অপমান করলে!

রঙ্গ। ও কি বেঁচে আছে?

ভোলাই। এ্যাঁ! —বেঁচে নেই? ম'রে ম'রে বেটা আমাকে তামাসা করছে। হুজুর! ঐ দেখ, জিব নাড়ছে।

রঙ্গ। সে চ'লে আয়।

ভোলাই। তাই ত হুজুর, এতকাল মদ খেয়ে মাতাল হলুম না, আজ মরা হাবসীর কাছে ঠ'কে গেলুম!

রঙ্গ। চ'লে আয়।

ভোলাই। আগে জানতে পারলে যে বেটাকে এক ঢোক্ মদ খাইয়ে দিতুম। তাই ত হাবসী মিঞা, আমার ত আর কিছু নেই যে, তোমাকে খাইয়ে বাঁচিয়ে তুলব।

রঙ্গ। তবু দেখ মাতলামী করতে লাগল! তবে তুই থাক ভোলাই, আমি মনে করেছিলুম, তোকে সঙ্গে নেব। তা আর হ'ল না।

ভোলাই। কোথায় হুজুর?

রঙ্গ। যখন তোর মাথারই ঠিক নেই, তখন তোকে ব'লে কি হবে?

ভোলাই। আচ্ছা, ব'লে দেখ—যদি তাতে মাথা ঠিক না হয়, তা হ'লে এই বোতলের বাড়ি—(মস্তকে আঘাত করিবার উদ্যোগ)

রঙ্গ। (ভোলাইয়ের হাত ধরিয়া) খুব তোর মাথা ঠিক আছে। আমার সঙ্গে বর্দ্ধমান যেতে পারবি?

ভোলাই। খুব পারব। তুমি আমার সঙ্গে চলতে পারবে? (অগ্রগমন ও পতন)

রঙ্গ। না ভোলাই, সত্য সত্যই তুই একটু মাতাল হয়েছিস। তা হ'লে তুই থাক; আমি একাই যাই।

ভোলাই। আমি যখন জানতে পারলুম, তখন একা একা তোমাকে যেতে দেব?

রঙ্গ। কি করব, যদি দেরী করলে চল্‌ত, তা হ'লে তোকে সঙ্গে নিতুম। কিন্তু আমি আর এক লহমাও দেরী করতে পারব না

ভোলাই। না ছোটবাবু, আমাকে সঙ্গে নিতেই হবে।

রঙ্গ। তোর এ অবস্থায় আমি তোকে কেমন ক'রে সঙ্গে নিই।

ভোলাই।—একবার পড়েছি ব'লে বার বার পড়ব? আর যদিই পড়ি, পড়লে কি আর আমি উঠব না? তুমি আমাকে হাবসী পেয়েছ? নাও—ফের—চল।

রঙ্গ। ও দিকে কোথায় যাচ্ছিস?

ভোলাই। বর্দ্ধমান কোন্ দিকে?

রঙ্গ। উত্তর দিকে।

ভোলাই। আরে মিঞা বর্দ্ধমান! তুমিও দেখছি মাতালের ওপর মাতাল। হাবসীর চেয়ে বে-আড়া। যদি হুজুরের খাতিরে পা কোনও রকমে ঠিক করলুম, যে দিকে চললুম, তুমি মিঞা কি না তার উল্টো দিকে চ'লে গেলে! বর্দ্ধমান কি করতে যাবে?

রঙ্গ। বিবি-সাহেবের বাপের তল্লাস করতে।

ভোলাই। বর্দ্ধমান এখান থেকে কত দূর।

রঙ্গ। শুনলুম, এখান থেকে প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ক্রোশ দূর হবে।

ভোলাই। সেই দেশে তুমি একা যাবে?

রঙ্গ। কি করব ভোলাই, আমাকে যেতেই হবে।

ভোলাই। তা হ'লে এখান থেকে গিয়ে আরও দু'চার পেয়ালা খেয়েছ বল।

রঙ্গ। ভোলাই, আর খাই নি। মনে করছি আর খাব না।

ভোলাই। আর খাবার দরকার কি? যে মদ খেয়েছ, ও নেশা আর এ জন্মে ঘুচছে না।

রঙ্গ। কি বলছিস্?

ভোলাই। ঠিক বলছি। মাতাল আমি, না মাতাল তুমি। ওই হাবসী বেটা ম'রে জন্মের মতন শুয়েছে, আর তুমি ভূত হয়ে পথে পথে ঘুরতে বেরিয়েছ। নাও, আর বর্দ্ধমান যেতে হবে না—ফেরো।

রঙ্গ। না ভোলাই, আমাকে যেতে নিষেধ ক'র না।

ভোলাই। তা হ'লে বর্দ্ধমানে শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছ বল?

রঙ্গ। দূর গাধা!

ভোলাই। গাধা হ'তে পারি, কিন্তু ভেড়ো নই ছোটবাবু। বেটী একবার কাছটিতে পেয়েই তোমাকে গিলে খেয়েছে। তুমি যখন ছুট্ বলতে চল্লিশ ক্রোশ

বর্দ্ধমান চলেছ, মাঝে মেদিনীপুর—তখন সে তোমাতে আর পদার্থ রাখে নি।

রঙ্গ। নে মাতলামী করে না, পথ ছাড়।

ভোলাই। ঠেলে যাও—ঠেলে যাও। বড়মার অঞ্চলের নিধি তুমি—কোথাকার পথে পড়া খুঁটো মুক্তোর খাতিরে আমি তোমাকে বর্দ্ধমানে যেতে দেব?

রঙ্গ। তুই আমার সঙ্গে মারামারি করবি না কি?

ভোলাই। দরকার হয়, তাও করতে হবে বই কি।

রঙ্গ। তা হ'লে ত তোকে জানিয়ে অন্যায় করলুম।

ভোলাই। তুমি কি জানাও—খোদা জানিয়ে দেয়। আজ সকালে হুজুর সমস্ত পাইক হলফ ক'রে তোমার গোলামী নিয়েছে। আমি সেই গোলামের গোলাম ভোলাই। আমাকে ভুলিয়ে যাওয়া কি তোমার ক্ষমতা?

রঙ্গ। আমি যে তোর বড়মার অনুমতি পেয়েছি।

ভোলাই। রাখ তোমার অনুমতি। আমি যেমন তোমার বর্দ্ধমান বুঝেছি, বড়মাও সেই রকম বুঝেছে। বড়বাবুর হুকুম পেয়েছ?

রঙ্গ। মা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন, কিন্তু আমি তাঁর দেখা পাই নি। রাত্রি থাকতে মেদিনীপুর পার হ'তে হবে ব'লে, আমি আর তাঁর দেখার অপেক্ষা করি নি।

ভোলাই। বাবার সঙ্গে দেখা করেছ?

রঙ্গ। তোর বাবা এখন অসংখ্য কাজে ব্যস্ত। সে তোদের যে যেখানে মরদ আছে, তাদের এক স্থানে জড় করবার জন্য ছুটোছুটি করছে। তাকে এখন আমার এই সামান্য ব্যাপারের জন্য মাথা ঘামাতে দিতে আছে?

ভোলাই। ফেরো—ফেরো! তুমি বড়বাবুকে লুকিয়েছ, বাবাকে লুকিয়েছ, মাকে ফাঁকি দিয়েছ। ছোটবাবু, তুমি ছোটবাবু না হ'লে আমি তোমাকে জুয়োচোর বলতুম, ফেরো।

রঙ্গ। তা যা বলেছিস ঠিক। বর্দ্ধমান যে কোথায়, কতদূর, তা আমি বলি নি। মায়ের সঙ্গে একটু জুয়াচুরী করেছি।

ভোলাই। কেমন, ঠিক বলেছি ত? এইবারে ফেরো।

রঙ্গ। আর আমি যে প্রতিশ্রুত হয়েছি! কথা মিথ্যা হয়ে যাবে?

ভোলাই। আরে রাখ তোমার পিতিচ্ছুতো? বেশ, পিতিজ্জুতো হয়ে থাক,—বর্দ্ধমান তোমার কাছে এগিয়ে আসবে।

রঙ্গ। এতক্ষণ বেশ কইছিলি। এইবারে আবার মাতলামী আরম্ভ করলি।

ভোলাই। লাগ্,—লাগ্,—ভেল্‌কি লাগ। আয় বর্দ্ধমান চ'লে আয়। হাড়ী-ঝি-পেঁচোর মার আজ্ঞে—চ'লে আয়। বর্দ্ধমানের রাঙ্গা মাটী—বুড়ীকে ধ'রে ক্যাঁচ ক'রে কাটি—ফুঃ—

রঙ্গ। নে আর মাতলাম করে না; দু'জন লোক এই দিকে আসছে, চল, একটু আড়ালে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সুলেমান ও জুনিদের প্রবেশ)

সুলে। জুনিদ, আমার প্রত্যাশা আর ক'র না!

জুনিদ। তা কি হয় জনাবালি? আপনার কাছেই বাল্য থেকে আমার সমস্ত বিদ্যাশিক্ষা। আপনার শিক্ষার সাহসেই আমি বিশ হাজার পাঠান নিয়ে লক্ষ মোগলকে আক্রমণ করেছিলুম।

সুলে। আবার আমরাই দোষে তোমার সেই অমানুষিক বীরত্বের কার্য্য ব্যর্থ হ'ল।

জুনিদ। আপনার দোষে হবে কেন? নসীবের দোষে।

সুলে। স্তোক বাক্যে আমাকে ভুলিও না। বারবার মোগলের কাছে বিধ্বস্ত হয়েছি মনে ক'রে আমি যে পূর্ব্ব-দম্ভ ত্যাগ করেছি, এটা মনে ক'র না। সমস্ত হারিয়েছি—এক কন্যা বাদে আমার সব গেছে, তবু বাপ, আমি মঙ্গোলীবংশের দম্ভ পরিত্যাগ করি নি। আমিই তোমার পরাজয়ের কারণ। সমান সমান সৈন্য—মোগলের প্রচণ্ড কামানের কাছে দাঁড়াতে পারলুম না। তবু আরও এক দিন তাদের গতিরোধ করা আমার সাধ্য ছিল।

জুনিদ। এক দিন হ'লে ত আমি টোডরমল্লের সৈন্য পর্য্যন্ত নির্ম্মূল করতুম; অন্ততঃ একবেলা রাখতে পারলে আমি পরাস্ত হতুম না।

সুলে। রোধ করবার সামর্থ্য সত্ত্বেও বুদ্ধির দোষে তা আমি করতে পারলুম না। আমার কামান, গোলা বারুদ রসদ সমস্ত শত্রুতে অধিকার ক'রে নিয়েছে, সৈন্য একরূপ নির্ম্মূলই হয়েছে। অবশিষ্ট যৎসামান্য যা ছিল, যে যেখানে পেরেছে পালিয়েছে। বেশী আর কি বলব জুনিদ, বিশ ক্রোশ রাস্তা আমি একা

আসছি। আমাকে একটা কথা ব'লে আশ্বস্ত করে এমনও একটা আমার সহচর নেই। একমাত্র সঙ্গী বল, ভৃত্য বল, বাহক বল—একমাত্র ঘোড়া আমার অবশিষ্ট ছিল, সেও উপযুক্ত আহার ও সেবার অভাবে পথের মাঝে ম'রে গেছে।

জুনিদ। এতদূর দুর্দ্দশা!

সুলে। এতদূর দুর্দ্দশা! ফকীরের কোমরে তলোয়ার বাঁধা শোভা পায় না ব'লে এই ঝাড়গ্রামের জঙ্গলে একটা গাছে তাকে আমি ঝুলিয়ে রেখে এসেছি।

জুনিদ। আপনার বংশের সেই পবিত্র তরবারি—

সুলে। পার, কুড়িয়ে আন। আমার কন্যাকে গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সেইটি যৌতুক স্বরূপ গ্রহণ ক'র। যাও জুনিদ, কন্যাকে নাও, আর আমার তলোয়ার নাও। সামান্য পথিক সে তলোয়ার স্পর্শ করতে সাহস করবে না।

জুনিদ। আসুন জনাবালি, সঙ্গে আসুন। সে সকল কথা পরে। দেখে বোধ হচ্ছে, সারাদিন আপনি অন্নজল স্পর্শ করেন নি।

সুলে। না জুনিদ, আর আমাকে খাবার জন্য অনুরোধ ক'র না। আমি ইচ্ছা করেছি, এখান থেকে নাগপুর হয়ে, বোম্বাই হয়ে, সমুদ্রপথে মক্কাসরীফ চ'লে যাব। শুধু তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যই এ দিকে এসেছি।

জুনিদ। সে পরের কথা পরে। এখন ত আমার তাঁবুতে গিয়ে জীবন রক্ষা করুন।

সুলে। তোমার ভাবী শ্বশুর হয়ে যাব, না উজীর হয়ে যাব?

জুনিদ। সে ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে। এখন আপনি যা আছেন, সেই মূর্ত্তিতে যাবেন। আপনি উজীর।

সুলে। কোথায় সুলতান যে, আমি উজীর? সুলতান রাজ্যহারা পথিক, আমি ফকীর।

জুনিদ। বেশ, নিজেকে উজীর না বলতে চান, পাঠান-সৈন্যের সেনাপতি ত আপনি?

সুলে। আমার নিজের কিন্তু একটিও সৈন্য নেই।

জুনিদ। না থাকে, দেব।

সুলে। একমাত্র তুমিই পাঠানকুলের মান-রক্ষা করেছ। তোমার সৈন্য ত আমি নেব না।

জুনিদ। না নেন, অন্য সৈন্য দেব।

সুলে। কোথায় পাবে?

জুনিদ। মোগলের এক আক্রমণেই কি বাঙ্গলা থেকে পাঠানকুল নির্ম্মূল হয়ে গেল! বক্তিয়ার খিলিজীর সময় থেকে এ দেশে পাঠান বাস করছে। পাঠানের সঙ্গে কত রাজপুত এ দেশে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে। এই জেলাতেই কিছু না হয়, অন্ততঃ বিশ পঁচিশ হাজার খিলিজী পাঠান আছে। সৈন্যের আপনার ভাবনা কি?

সুলে। ফিরতে আমার আর অভিরুচি হচ্ছে না, জুনিদ খাঁ!

জুনিদ। আমার আপনাকে ফেরাতে অভিরুচি হচ্ছে। সৈন্য দিতে পারি—ফিরবেন। না পারি, আপনার যা অভিরুচি করবেন। আমি কোনও আপত্তি করব না।

সুলে। তোমার তাঁবু এখান থেকে কত দূর?

জুনিদ। আপনি ক্ষণেকের জন্য এই তরুমূলে বিশ্রাম করুন। আমি আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছি। দোহাই, আর কোথাও যাবেন না।

সুলে। রইলুম জুনিদ খাঁ।

জুনিদ। ভাল কথা—আপনার কন্যা ত সাবাজ খাঁর দলে মিশতে পারেন নি?

সুলে। মিশতে আমি নিষেধ করেছিলুম। একায়েক তাকে কটকে নিয়ে যেতে নসীব খাঁর উপর ভার দিয়েছিলুম।

জুনিদ। সেটা কি ভাল করেছেন?—আমি জানতুম—

সুলে। জুনিদ খাঁ! তোমারই কাছে আমি ফকীর। নিশ্চিন্ত হও—সিংহশাবককে কেউ স্পর্শ করতে সাহস করবে না।

[জুনিদের প্রস্থান।

বিশ্রাম? একেবারে বিশ্রাম নেওয়াই কর্ত্তব্য ছিল। যাক্—একবার দেখি, অদৃষ্ট আরও কত নীচে আমাকে ফেলতে পারে। (বৃক্ষতলে উপবেশন করিতে করিতে) ঠিক জায়গায় এনে ফেলেছ খোদা! এই ত মানুষের শেষ বিরামস্থান—তখন আবার সেই বিষয়ের দিকে টানছ কেন? মোগলকে পরাস্ত ক'রে বাঙ্গলায় আবার পাঠানের প্রতিষ্ঠা করব, সে আশা আর নেই। তবে কিসের জন্য বেঁচে আছি? কলি! মা! তোকেও অন্ততঃ সংসারে প্রতিষ্ঠিত দেখলে বুঝি নিশ্চিন্ত হয়ে

মরতে পারি।—(মৃত হাবসীকে দেখিয়া)—এ কি! নসীব খাঁ! নসীব খাঁ, আমার কন্যা? পরপার থেকে যদি কথা কইবার শক্তি থাকে, শীঘ্র বল, আমার কন্যা কোথায়? নসীব খাঁ—নসীব খাঁ! (মৃতদেহ পরীক্ষা) —হায়! তোমার সঙ্গে যদি কন্যারও মৃতদেহ দেখতে পেতুম, তা হ'লেও মৃত্যুর পূর্ব্বে নিশ্চিন্ত হতুম। ঠিক হয়েছে! আক্ষেপ করবার তুমি আর কিছু রাখ নি! মূর্খ সুলেমান! আগেই তোমার মরা কর্ত্তব্য ছিল। দুর্দ্দশার এই চরমটুকু ভোগ করবার লোভ সংবরণ করতে পার নি, তাই তুমি এখনও জীবিত ছিলে। আর কেন হতভাগ্য, যাও—যোগ্যস্থানে চ'লে যাও—যোগ্য স্থানে চ'লে যাও। (ছুরিকা বাহির)—কে ও—ফরীদ? নিতে এসেছিস—আয়! আয়!—

(রঙ্গলালের প্রবেশ)

তাই ত! এ কি রকমটা হ'ল! কই ফরীদ! কবরস্থ প্রিয়তম! কোথায় তুমি? আমাকে আত্মহত্যা করতে দেবে না ব'লেই কি এই অপরিচিত যুবকে লহমার জন্য নিজমূর্ত্তি প্রতিফলিত করলে?

রঙ্গ। জনাবালি, এই রাত্রিকালে বনের ধারে না ব'সে, নিকটের কোনও আশ্রয়ে রাত্রি অতিবাহিত করলে হয় না?

সুলে। কে তুমি?

রঙ্গ। এখানে আর কথা কেন? সেই-খানেই চলুন না। পরিচয় দিলেও ত আপনি বুঝতে পারবেন না?

সুলে। (স্বগত) জিজ্ঞাসা করব? জিজ্ঞাসা করব? কোথায় কলি, একবার তত্ত্ব নেব?

রঙ্গ। জনাবালি, হুকুম?

সুলে। (স্বগত)—না না! দুনিয়া ছাড়তে চলেছিস, তখন আর কেন সুলেমান? এই চরম দেখেও তোর জ্ঞান হ'ল না? বেঁচে থেকে আরও কত কি কুৎসিত কথা শুনতে চাস?

রঙ্গ। হুজুরালি! হুকুম?

সুলে। না—আমি যাব না, তুমি যাও। (রঙ্গলালের উপবেশন) এ কি, বসছ কেন?—কি বিপদ! তুমি এখানে বসলে কেন?—যাও।

রঙ্গ। আপনি এখানে থাকলে আমি ত যাব না।

সুলে। কি বিপদ! এর মানে কি?

রঙ্গ। মানে আর কিছু নয় হুজুরালি! আপনি যখন একা,—আর সময় রাত্রি, স্থান জঙ্গল, তা দেখে চ'লে যাওয়া আমার কুষ্ঠীতে লেখে নি।

সুলে। তুমি কি আমার রক্ষক এলে না কি?

রঙ্গ। অহঙ্কার করব কেন জনাবালি, যখন শক্তি আপনার জানি না। তবে আপনার বর্ত্তমান অবস্থা দেখে আমি উঠতে পারি না।

সুলে। ও সব কথা রাখ—চ'লে যাও—যাও (স্বগত) খোদা! এ কি! সুশৃঙ্খলে মরতেও দিলে না দেখছি।

[প্রস্থানোদ্যত।

রঙ্গ। নিকটে আশ্রয় আছে।

সুলে। থাক্, আমার প্রয়োজন নাই।

[প্রস্থান।

(ভোলাইয়ের প্রবেশ)

রঙ্গ। ভোলাই? শীগ্ গির যা, নায়েব মশাইকে খবর দে আমি বাড়ী চললুম। আর আমাকে বর্দ্ধমান যেতে হ'ল না।

ভোলাই। বর্দ্ধমান এসেছে?

রঙ্গ। তুই সাধু বাপের বেটা, তোর কথার জোর কত, কথার টানে বর্দ্ধমান কাছে এসেছে। কিন্তু দেখিস্—আবার যেন বর্দ্ধমান স'রে না যায়?

ভোলাই। আবার? বর্দ্ধমানের মাটী কামড়ে প'ড়ে থাকব।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বন

বঙ্গ-রমণীগণের গীত।

ভারতীর কুটীরে এ কি দেখে এলাম সই।
মরমভাঙ্গা কথা সে যে কেমন ক'রে কই॥
কেমন নাপিত সে যে কেমন না তার হিয়া
এমন চাঁচর চিকণ কেশ দিলেক মুড়াইয়া॥
ভুঁয়ে-ঝরা কোটি চাঁদ সোনার গৌরাঙ্গ।
কোন প্রাণে কে দিল রে তার শ্রীকরে করঙ্গ॥

কি করছে তার সোনার বউ—কি করছে
তার মায়।
পরাণ ছাড়া দেহ বুঝি লোটায় আঙ্গিনায়॥
রাধার পায়ে দাসখত লিখে বৃন্দাবনে
(মোরা শুনে এলেম গো)
রাধার রূপে কালাচাঁদ নাচিবে কীর্ত্তনে॥
(রাধারাণীর ঋণের দায়ে—শুনে এলেম গো)

(সাবাজের প্রবেশ)

সাবাজ। হাঁ রে এ আমি কোথায় এসেছি বলতে পারিস ?

১ম রমণী। কুথাকে যাবে ?

সাবাজ। কোথাও যাব না—স্থানটার নামটা জানতে চাচ্ছি।

১ম রমণী। ঘোষালের ডাঙ্গা বটে।

সাবাজ। (স্বগত) তাই ত! এই বাইশ বছরে স্থানের এতই পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে যে, বাড়ীর দোরের কাছে এসেও পথ চিনতে পারলুম না। (প্রকাশ্যে) সরদিয়া গ্রাম কোন্ দিকে ?

১ম রমণী। হোই? সরদিয়া লগিচ বটে! উই ঠাকুরবাড়ী! হ্যাথ্যা লও, হুঁ্যা আমাদের রাজ্জা রইছে।

সাবাজ। কে গো, ছত্রীবাবুরা ?

১ম রমণী। হুঁ—আজ্ঞে।

সাবাজ। তোরা কি ?

১ম রমণী। বাউরি গো ?

সাবাজ। কোথা গিয়েছিলি ?

১ম রমণী। মেদিনীপুর হাট করত্যা গেই-ছিলুন।

সাবাজ। আচ্ছা, বাবুদের এখন কে আছে বল্‌তে পারিস ?

১ম রমণী। হোই? বড়বাবু রইছ্যা, ছোটবাবু রইছ্যা, সব্বাই ত রইছেন বটে!

সাবাজ। আর ?

(জনৈক বৃদ্ধের প্রবেশ)

বৃদ্ধ। হোই ছুঁড়ীগুলা করছুস্ কি? ছুট্যা চল্ নবাবরা টুক্‌চ্যা থাম্যা হইছে—ছুট্যা চল—ঘর বাড়ী লুট্যা লিবে—ছুট্যা চল্।

সাবাজ। কি জন্য থাম্যা হ'ল রে ?

বৃদ্ধ। আমি ত ছোঁড়া বট্যো—কইত্যা লারবো—কইত্যা লারবো।

[সাবাজ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সাবাজ। তাই ত গোপাল! আর যে এক পা এগুবো, তার উপায় রাখলে না, তোমার মন্দিরকে লুকিয়ে একবার বাড়ী দেখে আসব মনে করেছিলুম। অন্তর্য্যামী তা তুমি করতে দিলে না। বাইশ বৎসর পূর্ব্বের সমস্ত মনের কথা প্রত্যেক ইষ্টকে ক্ষোদিত ক'রে—গোপাল! তোমার মন্দির সেই তীব্র মর্ম্ম-বেদনার কাহিনী আমাকে পড়াবার জন্য যেন দাঁড়িয়ে উঠেছে। না—না—আর আমার যাওয়া হ'ল না। গোপাল! ভাঙ্গা মন্দির চোখের সম্মুখে ধ'রে আর আমাকে টিটকারী দিও না; তোমাকে পরিত্যাগের ফল পেয়েছি, ধর্ম্মত্যাগ করলুম, কিন্তু পাঠান পাঠানই রইল—আমাকে আপনার করলে না—তেলে জল মিশতে পারলে না। সোনার সংসার পরিত্যাগ ক'রে নূতন সংসার পাতলুম—সে সংসারও ভেঙ্গে গেল! একমাত্র বালকপুত্র অবশিষ্ট। গোপাল! আত্ম-প্রতারকের চূড়ান্ত শাস্তি হয়েছে! প্রায়শ্চিত্ত যে করব, তারও উপায় রাখ নি। তবে আর নয়—আর নয়—গোপাল, সেলাম! দেশ নব-চৈতন্যধর্ম্মে মেতেছে, আর আমি এমন শুভ সময়ে ধর্ম্মত্যাগ করেছি। শান্তি! শান্তি! শান্তি! ভগবান কোথা শান্তি ?

(জৈমুদ্দীনের প্রবেশ)

জৈমু। বাবা ?

সাবাজ। এ কি জৈমুদ্দীন! তুমি কেমন ক'রে এলে ?

জৈমু। আমি বরাবর আপনার পিছন পিছন আসছি। কার সঙ্গে কথা কইছিলেন ব'লে আপনার কাছে আসি নি।

সাবাজ। তোমার রক্ষী ?

জৈমু। দূরে আছে—আসতে বলব।

সাবাজ। থাক, আমি বলছি। সহবৎ খাঁ ?

(সহবৎ খাঁর প্রবেশ)

সহবৎ, এ—আমার সঙ্গে থাক্—তুমি তাঁবুতে ফিরে যাও।

[সহবৎ খাঁর প্রস্থান।

জৈন্নু। পথ ছেড়ে এ দিকে এলেন কেন বাবা ?

সাবাজ। কেন এলুম—এ কথার ঠিক উত্তর তোমাকে দিতে পারব না ত।

জৈন্নু। কেন পারবেন না বাবা ?

সাবাজ। শুনলে তোমার ভয় হবে।

জৈন্নু। না বাবা, আমার ভয় হবে না। আপনি বলুন।

সাবাজ। তোমার বাবার বলতে ভয় হচ্ছে। (জৈনুদ্দীনের হস্ত নিজ বক্ষে রাখিয়া) বুঝতে পারছ বাপ ?

জৈন্নু। তাই ত বাবা, আপনার বুক যে বড় ঢিব ঢিব করছে ?

সাবাজ। বুঝতে পেরেছ, আমি কত ভীত হয়েছি। তবু আমি বৃদ্ধ। আমার হৃদয়ের রক্ত-প্রবাহ মন্দীভূত হয়ে এসেছে।

জৈন্নু। কাকে এত ভয় করছেন বাবা ?

সাবাজ। যাকে ভয় করছি, তাকে এখনও দেখি নি।

জৈন্নু। না দেখে এত ভয় !

সাবাজ। দেখবার আগেই এত ভয় !

জৈন্নু। সে কি বাঘ ?

সাবাজ। এই ত জৈনুদ্দীন ভুল করলে ? বাঘকে কি কখনও ভয় করেছি শুনেছ ?

জৈন্নু। তা হ'লে সে কি বাবা ?

সাবাজ। আমি দেখতে পাচ্ছি না—তুমি দেখ দেখি ওদিকে কিছু দেখতে পাও কি না।

জৈন্নু। একখানা বাগান।

সাবাজ। সেই বাগানের মধ্যে—একটু তুলে ধরি, তা হ'লেই দেখতে পাবে।

জৈন্নু। দেখতে পেয়েছি—একটা যেন মস্‌জিদ— হাঁ বাবা ও মস্‌জিদে এত মিনার কেন ?

সাবাজ। ও হচ্ছে হিন্দুর মস্‌জিদ। ওকে মন্দির বলে। ওই, ওর ভিতরে যে আছে, তাকে আমি ভয় করি।

জৈন্নু। মস্‌জিদের ভিতরে ত কিছু থাকে না।

সাবাজ। কিছু থাকে না - অথবা যিনি থাকেন, তাঁর আকার নেই। তাঁকেই অর্চ্চনা করতে সেখানে সর্ব্বদাই ভক্তের সমাগম হয়। তবে ও মন্দিরে যিনি আছেন, তাঁর আকার আছে।

জৈন্নু। তাকেই আপনার ভয় ?

সাবাজ। বিষম ভয়। আমি এখান থেকে তাঁর মন্দিরের চুড়া দেখবার আগেই কাঁপছি।

জৈন্নু। সে কি এতই দুর্দ্দান্ত ?

সাবাজ। না বাপ, সে তোমারই মত বালক, তোমারই মত কোমল।

জৈন্নু। তাকে আপনি ভয় করছেন !

সাবাজ। কতবার বলব জৈনুদ্দীন ! মৃত্যুকে আমি তিলমাত্রও ভয় করি না, কিন্তু ওই মন্দিরের চারি পার্শ্বের মৃদুসঞ্চরণশীল বায়ুকেও আমি ভয় করছি। পাছে মন্দিরগাত্রের একটা কণা সমীরে ভেসে এসে আমার বক্ষ স্পর্শ করে।

জৈন্নু। স্পর্শ করলেই কি আপনার মৃত্যু হবে ?

সাবাজ। আবার ভুল করছ জৈনুদ্দীন !

জৈন্নু। তবে কি হবে ? আমি যে আপনার কথা বুঝতে পারছি না বাবা !

সাবাজ। কি হবে, আমিও তোমাকে বোঝাতে পারব না। মনের সে অবস্থায় যদি আমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে অভিলাষ করি, মৃত্যু আমার স্পর্শ-ভয়ে দূরে স'রে যাবে। হবে কেন জৈনুদ্দীন তার মৃত্যু ক্রিয়া আগে হ'তেই আরম্ভ হয়েছে। বাপ, এস, এ স্থান ত্যাগ করি। তুমি কাছে রয়েছ। তোমার এই অপরিচিত বান্ধবহীন নির্জ্জন দেশে আমি মাত্র তোমার সঙ্গী। অনুচরেরা এখান থেকে অনেক দূরে। যদিও জানি, ডাকলে মৃত্যু আসবে না, তবু তুমি কাছে থাকলে মৃত্যুকেও ডাকতে পারব না ! (জৈনুদ্দীন উভয় করতলে চক্ষু ও মুখ আবৃত করিল)—এস, আমরা তাঁবুতে ফিরে যাই। জৈনুদ্দীন—জৈনুদ্দীন ! ও কি ? ও কি করছ জৈনুদ্দীন—কাঁদছ ? জৈনুদ্দীন ! (মুখা-বরণ উন্মোচন) তুমি কাঁদবে কেন ? তোমার ত এতে কাঁদবার কিছু নেই।

জৈন্নু। না—কাঁদব কেন ? আমি ভাবছিলুম, কেমন ক'রে আপনার ভয়টা দূর করি।

সাবাজ। আমার ভয় তুমি দূর করবে ?

জৈন্নু। কেন, আপনি কি মনে করেছেন, আমি পারব না ?

সাবাজ। তুমি সিংহশাবক—ইচ্ছা করলে তুমি অসাধ্য-সাধন করতে পার ; কিন্তু আমার ভয় কি জন্য,

যখন তুমি জান না, তখন তুমি কেমন ক'রে তা দূর ক'রবে ?

জৈনু। কিন্তু ভয় নাই বা জানলুম। যার জন্য ভয়, তাকে দূর করলেই হ'ল।

সাবাজ। কেমন ক'রে দূর করবে ?

জৈনু। ওই মন্দিরের ভিতর যে আছে, তাকে আমি কেটে ফেলব।

সাবাজ। হাঁ, তা করতে পারলেই আমার মনুষ্যত্বের কার্য্য পূর্ণ হয়!

জৈনু। আপনি কি মনে করেছেন বাবা, আমি তাকে কাটতে পারব না ?

সাবাজ। তুমি তাঁকে কাটতে পার, কিন্তু আমি তাঁর কাছে অপরাধী, আমার অপরাধে তাঁকে কাটবে কেন ?

জৈনু। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি। তা আপনি কেমন ক'রে তার কাছে অপরাধ করলেন ? আমরা ছিলুম গৌড়ে, আর সে আছে এই জঙ্গলভরা দেশের এক মন্দিরে।

সাবাজ। আমি চিরদিন গৌড়ে ছিলুম না। প্রায় বাইশ বৎসর পূর্ব্বে আমি এই দেশে ছিলুম। সেই সময় গোপালের সঙ্গে আমার বড়ই প্রণয় ছিল।

জৈনু। কি বল্লেন—গোপাল! গোপাল কি ?

সাবাজ। ওই মন্দিরে যিনি বাস করেন, তাঁর নাম গোপাল।

জৈনু। বাইশ বৎসর আগে যাকে দেখেছেন, এখন সে আমার মত বালক হবে কেমন ক'রে ?

সাবাজ। সে চির-কিশোর।

জৈনু। বাঃ—বাঃ! এ ত মজার গোপাল! তারই কাছে অপরাধ করেছেন ?

সাবাজ। তাঁরই কাছে অপরাধ।

জৈনু। বেশ, তবে গোপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। অপরাধের মার্জ্জনা চান।

সাবাজ। ইহজন্মে সে অপরাধের মার্জ্জনা নেই।

জৈনু। মার্জ্জনা নেই মানে কি বাবা ? গোপাল কি আপনাকে মাফ করবে না ? তা যদি সে না করে, তা হ'লে তাকে আমি কেটে ফেলব। আমি এক ফকীরের মুখে শুনেছি, যে অপরাধ করে, সে যত না পাপী, যে অপরাধের মাফ করতে জানে না, সে তার চেয়ে বেশী পাপী।

সাবাজ। আমার সেখানে যাবার যো নেই।

জৈনু। বেশ, আমাকে অনুমতি করুন। আমি যাই—আপনার হ'য়ে মাফ চাই।

সাবাজ। তুমিই বা কেমন ক'রে যাবে ? আমার যে দশা তোমারও তাই। তুমি মুসলমান। গোপালের মন্দিরদ্বারে যে হিন্দু রক্ষী আছে, সে ত তোমাকে মন্দিরে ঢুকতে দেবে না।

জৈনু। ভালয় ভালয় ঢুকতে না দেয় তরোয়ালের জোরে ঢুকব।

সাবাজ। শুধু কি তোমারই তরোয়ালের জোর আছে জৈনুদ্দীন! তাদেরও কি নেই ?

জৈনু। না ঢুকতে পারি, মন্দিরদ্বারে ম'রব—গোপালকে আমার পরিচয় শোনাতে শোনাতে মাটীতে দেহ রাখব। আমি পাঠান, আমি কি মরণের ভয়ে পেছিয়ে আসব ?

সাবাজ। তুমি পাঠান নও জৈনুদ্দীন।

জৈনু। পাঠান নই ?

সাবাজ। না। তুমি রাজপুত-মুসলমান। তোমার মা ছিলেন পাঠানী পিতা রাজপুত।

জৈনু। আপনি রাজপুত ?

সাবাজ। রাজপুত। শুধু তাই নয়, পূর্ব্বে আমি হিন্দু ছিলেম।

জৈনু। তবে ত আমিও রাজপুত—আমিও রাজপুত। বাবা! তবে আমি গোপালকে দেখব।

সাবাজ। ভাগ্যবশে দেখা হয়, দেখবে। তোমাকে অনুমতি দিতে পারি না। ক্ষুণ্ণ হও না বীর। তুমি সাহসী হ'লেও নিতান্ত বালক—এই উচ্চভূমি থেকে ওই মন্দির-চূড়া দেখতে পেয়েছ ব'লে ও মন্দির নিতান্ত নিকটে মনে ক'র না। এখান থেকে দুই ক্রোশের কম নয়। তার উপর এখান থেকে ওখানে যাবার সুগম পথ নেই। পথও নিরাপদ নয়।

জৈনু। শুধু কি এই বাধা ?

সাবাজ। আরও অনেক বাধা। যদি ওখানে তোমার যাবার একান্তই ইচ্ছা হ'য়ে থাকে, আজ রাত্রির মত অপেক্ষা কর। কাল তোমাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করব। রাত্রি হয়ে যাচ্ছে; আজ শিবিরে ফিরে চল। যেতে আবার দাঁড়ালে কেন ? (জৈনুদ্দীন করপল্লবে মুখ আচ্ছাদন করিল) এ তুমি কি বে-আদবী করছ জৈনুদ্দীন ?

জৈনু। বাবা, রাত্রিকাল—কেউ দেখতে পাবে না।

সাবাজ। তুমি যাবে?

জৈনু। আপনি আমাকে ওই মন্দিরের কাছ পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসুন না কেন?

সাবাজ। তুমি কি যাবার খেয়ালটা কিছুতেই ত্যাগ করতে পারছ না?

জৈনু। কে যেন কোথা থেকে আমাকে বলছে —ওই চোর—ওই চোর—পালিয়ে যাচ্ছে।

সাবাজ। একান্তই যাবে? কিন্তু জৈনুদ্দীন, আর যদি আমার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ না হয়?

জৈনু। আর দেখা হবে না?

সাবাজ। ভয় নেই বালক! আমি তোমাকে পথে ফেলে যাব না। যদি আমার সঙ্গে তোমার দেখা না হয়, তুমি নিরাশ্রয় হবে না। তোমার সাহস পরীক্ষা করলুম —সন্তুষ্ট হ'লুম। ভয় নেই—তোমাকে ওখানে পাঠাবার যদি অন্য উপায় না করতে পারি, আমিই তোমাকে ওই গোপাল-মন্দিরের দ্বারে রেখে আসব। তৎপূর্ব্বে আমার অপরাধটা কি তোমাকে একবার জানান কর্ত্তব্য। জানাবার জন্য বুঝি গোপালের ইচ্ছায় প্রকৃতি আজ সাহায্য করছে। কৃষ্ণাতৃতীয়ার চাঁদ দিগন্তরাল থেকে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছে। পশ্চিমাকাশের নীলিমা পূর্ব্বাকাশের পলায়নপর নীলিমাকে বুকে আশ্রয় দিয়ে দেখতে দেখতে নিবিড় হয়ে উঠল। জৈনুদ্দীন, চাঁদকে পিছন কর। তোমাকে আর একবার তুলে ধরি, তুমি আর একবার গোপাল-মন্দির নিরীক্ষণ কর। (উত্তোলন)

জৈনু। বা! বা! কি শোভাই হয়েছে বাবা! প্রতি মিনারের মাথায় সোনার গোলক চাঁদের কিরণে এক একটা সোনার চাঁদ হ'য়ে যেন সাগরদীঘিতে ভাসছে।

সাবাজ। মন্দিরের কি শোভা এখন বুঝতে পারছ?

জৈনু। খুব পারছি।

সাবাজ। ক'টি চূড়া দেখতে পাচ্ছ?

জৈনু। যে ক'টা আছে সব।

সাবাজ। ক'টা?

জৈনু। এক দুই (অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে গণনা)— আটটা।

সাবাজ। আর একটা ছিল। (জৈনুদ্দীনকে ভূমিতে রক্ষা)

জৈনু। আরও একটা ছিল?

সাবাজ। সেইটেই ছিল সবার মধ্যস্থলে। সেটি সবার চেয়ে বড়—সবার চেয়ে সুন্দর।

জৈনু। তা হ'লে ত মন্দিরের শোভার হানি হয়েছে?

সাবাজ। হানি কেন বাপ, পূর্ব্বশ্রীর কণামাত্রও এখন ও-মন্দিরে নেই। ওই নয় চূড়ার মন্দির—হিন্দুরা যাকে নবরত্নের মন্দির বলে, এক সময় এ দেশের লোকের একটি দর্শনীয় বস্তু ছিল।

জৈনু। সে চূড়ার কি হ'ল?

সাবাজ। তার মাথার উজ্জ্বল সুবর্ণ-গোলক বাইশ বৎসর পূর্ব্বে এমনি এক রাত্রির চাঁদের আলোকে মেদিনীপুরের জায়গীরদার সাদী খাঁর বেগমমহলে কিরণ নিক্ষেপ করেছিল। সেই বে-আদবীর শাস্তি দিতে জায়গীরদার ঐ মন্দিরের শ্রেষ্ঠ চূড়া ভেঙ্গে দিয়েছে।

জৈনু। উঃ! সাদী খাঁ ত বড় নিষ্ঠুর! আপনি সে চূড়া ভাঙ্গা দেখেছেন?

সাবাজ। দেখেছি—পঙ্গুর মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি। তখন এমন শক্তি ছিল না যে, পাঠানের এই অকারণ অত্যাচারের প্রতিবিধান করি। তবে মর্ম্মান্তিক যাতনায় গোপালের সম্মুখে প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে সেই দিনেই দেশত্যাগ করেছিলুম।

জৈনু। প্রতিশোধ নিতে পারেন নি?

সাবাজ। প্রতিশোধ কেমন ক'রে নেব? বাড়ী থেকে বেরিয়ে অদৃষ্টবশে আপনাকে হারিয়ে ফেলেছি। আজ বাইশ বৎসর পরে গোপালের চক্রে মোগলের তাড়নে এখানে এসে পড়েছি। নইলে এ দেশে আমার আর আসবার সম্ভাবনা ছিল না।

(ব্রজনাথের প্রবেশ)

ব্রজ। আপনারা কে গো?

সাবাজ। আমরা বিদেশী। তাই ত! এ কি! ঘোষাল বুড়ো আজও বেঁচে আছে?

(ব্রজ নিকটে আসিয়া সাবাজের মুখ নিরীক্ষণ করিলেন)

সাবাজ। (স্বগত) আমাকে চিনলে না কি? আমার চেয়ে বড়, তবু ঘোষাল ঠিক সেই আছে। কিন্তু হায়, মানসিক পীড়ায় আমি ওর চেয়ে বৃদ্ধ হয়েছি।

ব্রজ। কেও? হুজুর, সেলাম।

সাবাজ। আপনি কি আমাকে চেনেন ?

ব্রজ। আজ্ঞে—আজ্ঞে—দেশের মালেক আপনারা, বাদশার জাত, আপনাদের আর চেনবার দরকার হয় না।

সাবাজ। মুখের দিকে বিশেষ রকমে দেখছিলেন ব'লে আমি মনে করেছিলুম, আপনি হয় ত কোথাও আমাকে দেখেছেন ?

ব্রজ। আজ্ঞে হুজুর, আপনাকে মিছে কইব কেন। আপনার কণ্ঠস্বর শুনে আমি কিছু চম্‌কে উঠেছিলুম।

সাবাজ। কোনও আত্মীয়-ভ্রম হয়েছিল বোধ হয় ?

ব্রজ। আত্মীয়—আত্মীয়—(দীর্ঘশ্বাস) যাক হুজুরালি! আমি বড় ব্যস্ত আছি। অধিকক্ষণ হুজুরের কাছে থাকতে পারব না। এটি কি—

সাবাজ। পুত্র।

ব্রজ। বা! বা! অতি সুন্দর বালক! তা ওটিকে তুলে ধ'রে কি দেখাচ্ছিলেন ?

সাবাজ। ওই দূরে একটি মন্দির রয়েছে, তাই দেখাচ্ছিলুম! বালক ওরূপ আকারের মন্দির পূর্ব্বে কখন দেখে নি। মন্দিরটি দেখতে অতি সুন্দর বোধ হ'ল, কিন্তু দেখলুম, তার একটি চূড়া ভেঙ্গে গিয়েছে।

ব্রজ। এখন ওর সৌন্দর্য্যের কি আছে হুজুর ? সে চূড়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের পোনেরো আনা শ্রী চ'লে গিয়েছে। যা বা ছিল, তাও দুই এক দিনের ভিতর যায়।

সাবাজ। কেন—কেন ?

ব্রজ। ঐ গ্রামের মালিক বাবু রতিলাল রায় ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সামান্য একটা অছিলায় বছর বাইশ আগে মেদিনীপুরের মামলৎদার ওই চূড়া ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। আবার কি একটা অছিলায় পাঠানরা ওই মন্দির চূর্ণ করবার সঙ্কল্প করেছে।

সাবাজ। কি অছিলা বাবুজী ?

ব্রজ। হুজুরালি, মাফ্ করুন, আমি আর অধিকক্ষণ থাকতে পারব না ; যত দেরী করব, ততই বিপদ আরও ঘনীভূত হবে। হবে কেন, হয়ে উঠেছে। আপনার কাছে আমি এতক্ষণ থাকতে পারতুম না—তবে—

সাবাজ। আত্মীয়-ভ্রম হওয়াতে আপনি মমতায় একটু বিলম্ব ক'রে ফেলেছেন।

ব্রজ। বাইশ বছরের বিবাদ—হুজুর, আপনাকে দেখে প্রবল হয়ে জ্বলে উঠেছিল। আর নয়—বড়ই শঙ্কট সময়—মেয়েছেলেদের মর্য্যাদা রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে। রতিলাল বাবুর প্রতিষ্ঠিত দেবতা গোপালের শ্রীবিগ্রহকে স্থানান্তরিত করতে হবে। বিলম্ব হ'লে হয় ত কিছু করতে পারব না।

জৈনু। না—গোপালকে কোথাও পাঠাতে পারবেন না।

(সাবাজ ব্রজনাথের অজ্ঞাতে হস্তদ্বারা জৈনুদ্দীনকে চুপ করিতে বলিলেন)

ব্রজ। হুজুর! আপনি কি গোপালকে মন্দিরে রাখবার আশ্বাস দিচ্ছেন ?

সাবাজ। বালক আপনার কথা শুনে বোধ হয় একটু ব্যাকুল হয়েছে, ক্ষুদ্র বালক—ও আপনাকে আশ্বাস কি দেবে ? এক আশ্বাস দিতে পারতুম আমি। কিন্তু বাবুজী, আমি মুসলমান। হিন্দুর মন্দির ভাঙ্গায় মুসলমানকে বাধা দিতে আমার অধিকার নাই।

ব্রজ। তা হ'লে হুকুম করুন, আমি আসি।

সাবাজ। কোথায় গিয়েছিলেন ?

ব্রজ। মেদিনীপুরে—মামলৎদার সাদী খাঁর কাছে। যদি বিবাদের কোনরূপ একটা মীমাংসা হয়।

সাবাজ। মীমাংসা হ'ল না ?

ব্রজ। একবার গেছি! এই বৃদ্ধ বয়সে সরদিয়া আর মেদিনীপুর বারবার যাতায়াত করেছি। মীমাংসা হ'ল না। তারা রায়বংশকে সরদিয়া থেকে উচ্ছেদ করবার সঙ্কল্প করেছে।

সাবাজ। আপনারা অবশ্য যথাসাধ্য প্রতীকারের ব্যবস্থা করবেন ?

ব্রজ। যথাসাধ্য—হুজুর! সেই পরামর্শই স্থির করতে চলেছি! জানি, বড় একটা কিছু করতে পারব না। আমার পূর্ব্ব প্রভু রতিলাল পারেন নি। মনের দুঃখে তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। জানি, কিছু করতে পারব না। তবু মনিবকে দেশে রাখবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কিছু না পারি, সাদী খাঁর বেটাকে একবার দেখে নেব।

সাবাজ। সে বুঝি আপনার বড় অপমান করেছে ?

ব্রজ। আমার করলে, আমি গ্রাহ্য করতুম না। আমার সম্মুখে আমার পূর্ব্ব প্রভুকে অকথ্য ভাষায় গাল

দিয়েছে। আমি সব সহ্য করতে পারি, আমার সম্মুখে আমার সে মনিবের নিন্দা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। তাঁরই মায়াতে আমি চল্লিশ বৎসর রায়েদের সংসারে আবদ্ধ আছি। এই আমার মৃত্যুকাল। আর কিছু করতে পারি আর না পারি—মরবার সময় একবার মরণ-কামড় কামড়ে যাব।

(কলু সর্দ্দারের প্রবেশ)

কালু। বাঃ বাঃ! নায়েব মশায়, তুমি ত বেশ!

ব্রজ। চল, যাচ্ছি!

কালু। এখনও যাচ্ছি? তুমি কি নিজেই সব মাটী ক'রে দেবে না কি?

ব্রজ। এই মিঞাসাহেবের সঙ্গে দুটো কথা কইতে দেরী হয়ে গেছে।

কালু। আবার মিঞাসাহেব কে? ওরা সব পাঠান! ওদের সঙ্গে কথা কইবার তোমার কোনও প্রয়োজন নেই।

ব্রজ। বলতে নেই—বলতে নেই। হুজুরালি বড় ভাল লোক। বিশেষতঃ ওঁর এই বালক পুত্র—

সাবাজ। যান বাবুজী, আর আপনি বিলম্ব ক'রবেন না।

ব্রজ। বল্লেন আপনি বিদেশী। ছেলে নিয়ে এই রাত্রে এই নির্জ্জন দেশে এসেছেন। এসে দাঁড়িয়েছেন রতিলাল বাবুর বাড়ীর দোরে। কিন্তু আজ আমার এমনি দুর্ভাগ্য মিঞাসাহেব, আপনাকে তাঁর বাড়ীতে আবাহন করতে পারলুম না।

সাবাজ। যান—দুঃখ করবেন না। ঈশ্বরের যদি মরজি হয়, এক দিন আপনাদের ঘরে অতিথি হব।

কালু। চ'লে এস।

ব্রজ। সেলাম হুজুর।

[ব্রজনাথের প্রস্থান।

সাবাজ। কি বালক, গোপালকে দেখতে যাবে?

জৈনু। আপনিও চলুন না বাবা!

সাবাজ। যার একটা চূড়া ভাঙ্গতে দেখে দেশত্যাগ করেছি, ধর্ম্মত্যাগ করেছি, জাতীয় রাঠোর নাম মুছে দিয়েছি, বাইশ বৎসর পরে ফিরে সেই মন্দিরকে ভূমিসাৎ দেখতে যাব?

জৈনু। কেন, আপনার তাঁবেও পাঁচ হাজার সেপাই আছে।

সাবাজ। মূর্খ বালক! তারাও যে পাঠান!

জৈনু। আগে থাকতেই হতাশ হচ্ছেন কেন বাবা?

সাবাজ। বেশ, পরীক্ষা করবে এস।

জৈনু। (কিয়দ্দূর যাইয়া) হাঁ বাবা! আপনারই নাম কি রতিলাল রায়?

সাবাজ। জৈনুদ্দীন! জৈনুদ্দীন! যদি প্রতিজ্ঞা কর, সরদিয়ায় গিয়ে আমার পরিচয়ের অন্বেষণ করবে না, আমার সেখানে কে আছে, কি আছে, জানতে চাইবে না, তা হ'লে তোমাকে সেখানে নিয়ে যাই। যা আমার মুখে শুনলে, ঐ বৃদ্ধের মুখে শুনলে, সে সমস্ত কথা হৃদয়মধ্যে কবরস্থ কর।

জৈনু। করলুম।

সাবাজ। আমারই নাম ছিল রতিলাল রায়।

চতুর্থ দৃশ্য

রায়দীঘি।

নসীর মামুদ।

গীত

চলত রাম সুন্দর শ্যাম পাঁচনি কাঁচনি
বেত্র বেণু মুরলী খুরলী গান রে।
প্রিয় শ্রীদাম সুদাম মেলি, তপন-তনয়া-
তীরে কেলি
"ধবলী শ্যামলী আওরে আওরে"
ফুকরি চলত কানু রে॥
বয়সে কিশোর মোহন ভাতি,
বদন-ইন্দু জলদ-কাঁতি,
চারুচন্দ্র গুঞ্জাহার বদনে মদন ভানরে।
আগম নিগম বেদসার,
লীলায় করত গোঠবিহার,
নসীর মামুদ করত আশ
চরণে শরণ দান রে॥

নসীর। ঠিক হয়েছে—ঠিক হয়েছে! গোপাল! তারা তোমার এই অপূর্ব্ব কারুকার্য্যময় মন্দিরের মধ্য-চূড়া ভেঙে দিয়েছে—ঠিক হয়েছে! তারা অজ্ঞ; তারা কি জানে? তুমি ত কৃপা ক'রে তাদের দেখাও নাই যে, তোমার নিত্য মন্দিরের চূড়া উর্দ্ধে অনন্ত আকাশ

ভেদ ক'রে চ'লে গেছে। তুমি ত তাদের কৃপা ক'রে বোঝাও নাই, মন্দিরের চারি পার্শ্বের প্রাঙ্গণকে গোচারণের মাঠ ক'রে নিত্য ব'লে গোপাল-মূর্ত্তিতে তুমি পাঁচনবাড়ী হাতে দাঁড়িয়ে আছ। তুমি ত তাদের কৃপা ক'রে শুনাও নাই, চিন্ময় নাম—চিন্ময় ধাম—নামের বেষ্টনে অনন্তরূপের লীলায় তুমি দুনিয়াকে মোহিত ক'রে রেখেছ! তারা ত জানে না—অনন্ত মত—তোমার কাছে পৌঁছিবার অনন্ত পথ। তোমাকে না জেনে তারা অজ্ঞ বালকের মত পথ নিয়েই মারামারি করছে। সেই মোহের বশে হজরতের উপদেশের মর্ম্ম বিস্মৃত হয়ে ফকীরী-ধর্ম্মের অঙ্গে আজ তারা বাদশাহী বিলাসিতার আবরণ দিতে ব্যগ্র হয়েছে। তার ফলে পরধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ আজ স্বধর্ম্মের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে। ধর্ম্মের নামে তুচ্ছ মৃত্তিকাকে সার ক'রে আজ মুসলমান মুসলমানের গলা কাটবার জন্য ছুরি তুলেছে। মোগল আজ পাঠান ধ্বংস করবার জন্য উন্মত্তের মত ছুটে আসছে। কিন্তু লীলাময়, জীবের এই ক্ষণভঙ্গুর লীলামধ্যে আমি তোমার এক অপূর্ব্ব মধুময়ী লীলার আভাস পাচ্ছি। আমার মন বলছে এই পাঠান-মোগলের পরস্পরের প্রতি বিজাতীয় বিদ্বেষের কেন্দ্র-মধ্যে তুমি কি এক অপূর্ব্ব মিলন গান শোনাবার জন্য—এ গোলাম দরবেশকে তোমার মন্দিরপার্শ্বে টেনে এনেছ। দেখাও গোপাল, দেখাও খোদা, সে লীলা কোন্ দিকে কি ভাবে কি আবেগে স্ফুরিত হচ্ছে! গোলাম বুঝতে পারছে না। সৌরভে দিক পুরে যাচ্ছে—চক্ষু জলভারে অবসন্ন হ'ল—গোলাম আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না।—মেহেরবাণী ক'রে তাকে দেখাও।

প্রভু মায় গোলাম, মায় গোলাম,
মায় গোলাম তেরা
তু দেওয়ান, তু দেওয়ান,
তু দেওয়ান মেরা ॥
দো রোটী এক লেঙ্গটী তেরে
পাশসো পাওয়া।
ভকতি ভাও দে আরোগ নাম
তেরা গাওয়াঁ ॥
তু দেওয়ান মেহেরবান নাম
তেরা বারেয়া।
গোলাম তেরা শরণে আয়া চরণ
লাগে তারেয়া ॥

[প্রস্থান।

(সাবাজ ও জৈনুদ্দিনের প্রবেশ)

সাবাজ। আমার বুক কাঁপ্‌ছে, পা কাঁপ্‌ছে—জৈনুদ্দীন! আর আমি অগ্রসর হতে পারব না। আমার জিহ্বায় জড়তা আস্‌ছে, অধিকক্ষণ আর আমি তোমার সঙ্গে কথাও কইতে পারব না। বামদিকে চেয়ে দেখ, ওই আমার বাড়ী। দক্ষিণে চেয়ে দেখ, ওই রায়বংশের দেবালয়, মধ্যে দেশবিশ্রুত রায়দীঘি। এক দিকে জন্মনিকেতন—অন্যদিকে গোপাল-ভবন—মধ্যে সাগরতুল্য সরোবর স্বর্গ ও মর্ত্তাকে নিজের হৃদয়ে এক সঙ্গে শয়ন করিয়ে মমতাময়ী জননীর মত দূর অতীতের ঘুম পাড়ান গান গাইছে। ও গান অধিকক্ষণ শুন্‌লে আমি চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়ব। আমার প্রভুভক্ত পাঠান সহচরগণ হিন্দুর মন্দির-রক্ষা কার্য্যে তোমার সঙ্গী হ'ল না।

জৈনু। নাই হোক, তাতে দুঃখ কি বাপ্! তারা তাদের মত বুঝেছে, আমি আমার মত বুঝেছি।

সাবাজ। না, এখনও তোমার একমাত্র সঙ্গী আমি। মাতৃহীন বালক, এইখানে দাঁড়িয়ে তোমাকে প্রথম বুঝতে হবে যে, আমি ছাড়া সংসারে তোমার কেউ নেই।

জৈনু। কেন, গোপাল?

সাবাজ। (স্বগত) তাই ত গোপাল! আমার উপর এ কি ভীষণ প্রতিশোধ নিচ্ছ! এ বিধর্ম্মী বালক বলে কি?

জৈনু। গোপাল কি আপনার পুত্র ব'লে আমাকে সঙ্গী কর্‌তে নারাজ হবে!

সাবাজ। এর উত্তর দিতে [illegible]ব না,—দিতে পারব না, জৈনুদ্দীন! গোপালকে যদি চিন্‌তুম, তা হ'লে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ক'রে তাকে পরিত্যাগ করব কেন? কিন্তু গোপাল আমাকে পরিত্যাগ করে নি। এখন দেখছি জৈনুদ্দীন, গোপাল তোমাকে পুত্ররূপে দান ক'রে তাকে পরিত্যাগ করবার প্রচণ্ড প্রতিশোধ নিয়েছে। তা হ'লে শোন—শোন—জৈনুদ্দীন! আমি দেখছি, গোপাল তোমার ভিতর থেকে উঁকি মারছে। ঠিক বলেছ। এ দুনিয়ার গোপালই তোমার একমাত্র সঙ্গী। এইবারে যাও—আমার কথা শুনে বুঝি ওই দেখ, বৃক্ষান্তরালের অদৃশ্য চাঁদ রায় দীঘির অগণ্য তরঙ্গ-শিরে তার রহস্যের হাসি মিশিয়ে দিচ্ছে। এ তীব্র রহস্যেও তার বুঝি মনস্তুষ্টি

হ'ল না ; দেখ জৈনুদ্দীন, হাসি জলতরঙ্গ থেকে প্রতিফলিত হ'য়ে গাছের পাতা ধ'রে দুলতে লাগল।

জৈনু। গোপাল! গোপাল!! গোপাল!!!

সাবাজ। কৈ কৈ কৈ বাপ, কৈ গোপাল?—কৈ গোপাল?

জৈনু। হাঁ বাবা, গোপাল কি জলের ভিতরে ডুবে নাচতে পারে?

সাবাজ। দেখেছ—দেখেছ—তুমি ঠিক দেখেছ?

জৈনু। আগে দেখলুম ঢেউ, তার পর দেখলুম যেন হাজার ফণাধরা সাপ—সব মাথায় মাণিক জলছে—সেই ফণার উপর দাঁড়িয়ে আপনি যেমনটি বলছেন ঠিক সেই রকম—নবীন মেঘের মত ঘন নীল, মাথায় কি সুন্দর শিখিপাখার চূড়া, যুগল হাতে অধরে ধরা মুরলী—ও কি সুন্দর—ও কি সুন্দর—গোপাল! গোপাল!!

সাবাজ। একটু দাঁড়াও—একটু দাঁড়াও! তুমি ঠিক দেখেছ! কিন্তু আমার চক্ষু ক্রমশঃ অন্ধ হয়ে আসছে। আমার অন্ধের যষ্টি! একবার দাঁড়াও। বুঝেছি, আর তোমাকে কাছে রাখতে পারব না। তবে একবার দাঁড়াও, যাবার পূর্ব্বে একটি কথা ব'লে যাও। বল, গোপাল! এর পর আমাকে না দেখতে পেলে, আমার জন্য একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস পর্য্যন্ত ত্যাগ করবে না?

জৈনু। না।

সাবাজ। তবে যাও গোপাল, যাও। বিদায়—চিরবিদায়! আমি ধর্ম্মত্যাগী, ও মন্দিরের ছায়াও স্পর্শ করতে আর আমি অধিকারী নই!

[প্রস্থান।

জৈনু। না না—ওই যে গোপাল! তুমি আমাকে ইঙ্গিত করছ। দাঁড়াও গোপাল—দাঁড়াও। আমি তোমার কাছে যাব।

(জলে ঝম্পপ্রদান)

(পটপরিবর্ত্তন)

মন্দির সংলগ্ন বাগান।

নসীর মামুদের ক্রোড়ে জৈনুদ্দীন।

নসীর। এ কি আশ্চর্য্য! এ যে দেখছি মুসলমান বালক! কোন ওমরাহের পুত্র! বা—কি অপূর্ব্ব লক্ষণযুক্ত বালক!—ব'স।

জৈনু। কে আপনি?

নসীর। বলছি! আগে তুমি বল, পাগলের মত জলে ঝাঁপ দিয়ে তুমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলে কেন?

জৈনু। জলের ভিতর গোপাল ছিল। আমি তাকে ধরতে যাচ্ছিলুম!

নসীর। জলের ভিতর গোপাল ছিল, তোমাকে বল্লে কে?

জৈনু। আমি দেখেছি।

নসীর। আমি যদি বলি মিছে কথা।

জৈনু। না না—আমি দেখেছি—ঠিক দেখেছি। জলের ভিতর প্রকাণ্ড সাপ—তার কত ফণা! গুণে শেষ করতে পারলুম না। সব মাথায় মাণিক জলছে। গোপাল সেই সকল ফণার উপর নৃত্য করছে!

নসীর। আমি যদি বলি তুমি ভুল দেখছ? যদি বলি, নীলাকাশ দীঘির হিল্লোলভরা জলে প্রতিফলিত হ'য়ে অগণ্য ফণার রূপ ধরেছে, তার উপর আকাশের তারা প'ড়ে মাণিকের মত দেখিয়েছে, দেখে তোমার দৃষ্টিভ্রম হয়েছে?

জৈনু। না—না—অমন কথা বলো না। আমি ঠিক দেখেছি। গোপাল আমাকে কাছে যেতে ইঙ্গিত করলে। কিন্তু ওগো! কাছে যেতে না যেতে, বাবার উপর অভিমানে গোপাল অদৃশ্য হয়ে গেল! আমাকে ধরা দিলে না। গোপাল! গোপাল!

নসীর। দাঁড়াও বাপ—দাঁড়াও, ভয় কি? যদিই তুমি গোপালকে দেখে থাক—

জৈনু। আবার যদি—আবার যদি? আমি ঠিক দেখেছি—এবারে যদি—যদি বল, আমি তোমাকে কেটে ফেলব।

নসীর। বেশ বাপ, আর বলব না। তবে বল গোপালকে কেমন দেখলে?

জৈনুদ্দীনের গীত।

মনোহর কেশ বেশ, মনোহর মালতীমাল।
মনোহর মণিকুণ্ডল ঝলমল,
মনোহর তিলক রসাল!
মনোহর অধরে মনোহর মুরলী,
মনোহর লোচনে চায়।
মনোহর কটিতট, মনোহর পীতপট
মনোহর নূপুর পায়॥

নসীর। দেখেছ—দেখেছ। ভাগ্যবান বালক, তুমি ঠিক দেখেছ।

জৈনু। ওগো! কেমন ক'রে তাকে পাব?

নসীর। তা বল্‌তে পারি না। গোপালের অহেতুকী করুণা। আজীবন কঠোর সাধনেও যাঁর সন্ধান মেলে না, ক্ষুদ্র বালক হ'য়েও তুমি বিনা সাধনে তাঁর দর্শন পেয়েছ। তবে সাধুমুখে শুনেছি, তাঁকে পেতে হ'লে তাঁর নামবীজ ল'য়ে তাঁকে ডাকতে হয়। ডাকতে—ডাকতে—ডাকতে তাঁর কৃপা হ'লে তাঁকে পাওয়া যায়।

জৈনু। সে নামবীজ কেমন ক'রে পাব? দাও হজরত, ব'লে দাও। তুমি জান—তুমি জান। বাঃ—বাঃ! এই যে আমি পেয়েছি—এই যে আমি পেয়েছি (নসীর মামুদকে বেষ্টন) তোমাকেই যে গোপাল দেখছি। গোপাল! গোপাল!!

নসীর। তাই ত গুরু, গোলামকে এ কি বিচিত্র লীলা দেখাতে এখানে নিয়ে এলে! অরূপের সন্ধানে আমি দুনিয়া ঘুরে এলুম—আমাকে কি না এই বনদেশে এনে রূপের সাগরে ডুবিয়ে দিলে! এস গোপাল, এস বাপ, গোপালের চরণকমল যে কাঞ্চনময় সূত্রে বাঁধা, সেই সূত্রের প্রান্ত আমি তোমাকেই ধরিয়ে দিই।

(মন্ত্র প্রদান)

জৈনু। আমি ধন্য—আমি ধন্য! গুরু—গুরু! সেলাম—(নতজানু) বহুত বহুত সেলাম। আনন্দে আমার প্রাণ উথলে উঠছে, আমি গোপালকে পেয়েছি।

নসীর। আমিও আমার গুরু শ্রীসনাতন গোস্বামীর আদেশ মাথায় ক'রে গোপালের অন্বেষণে দুনিয়া ভ্রমণে বেরিয়েছিলুম। এতদিন পরে তাকে বাহুর বেষ্টনে পেয়েছি। তবে তুমি গোপালকে বংশীধারী দেখেছ। আর আমি দেখেছি আমার প্রাণের গোপাল অসিধারী। দেখছি, বহুদিনের বিচ্ছেদের পর প্রিয়র সঙ্গে প্রথম সম্মিলনে অভিমানে তার চারু অধর কম্পিত হচ্ছে!

জৈনু। এইবারে আমি কি করব গুরু?

নসীর। কি করতে চাও বল। আমাকে সখাজ্ঞানে বল।

জৈনু। আমি ওই মন্দিরে যাব ব'লে এসেছিলুম।

নসীর। তা হ'লে এস গোপাল, আমার সঙ্গে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

বনপথ।

রঙ্গলাল ও ভোলাই।

রঙ্গ। শুন্‌ছিস, পাঠান দু'হাজারের ওপর জড় হয়েছে। শুনছি, আরও চারিদিক থেকে পাঠান আসছে।

ভোলাই। আসুক পাঠান—দু'হাজার দশহাজার বিশহাজার কত আসতে পারে আসুক। কেউ তোমার কিছু করতে পারবে না। পীর সাফরদী তোমার সহায়। তুমি ব'ল্লে, যে তোদের পীর, সেই আমাদের গোপাল, এখন বুঝতে পারছি যেন তাই, নইলে সেই বিশহাজারের কর্ত্তা আজ তোমাদের ঘরে অতিথি হবে কেন? আমি একটা মাতাল, বুদ্ধিহীন গাড়োল, নেশার ঝোঁকে কি একটা কথা কইলুম, তাই কি না সত্যি হয়ে গেল। চল্লিশ পঞ্চাশ ক্রোশ তফাতের বর্দ্ধমান, সে কি না কাছারী বাড়ীর ভেতরে ঢুকে পেস্তা খাচ্ছে! এতে আর বুঝতে কি বাকী আছে? গোপাল তোমাকে উঁচু ক'রে তুলে ধরেছে। সে বাবা গোপালের হাত—যে যতই উঁচুতে উঠুক না কেন, কচি আঙ্গুল তার এক কাটি উঁচু হয়ে যাবে। কেউ নাগাল পাবে না।

রঙ্গ। চুপ—কে যেন দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

ভোলাই। কই—কই?

রঙ্গ। ওরে ভোলাই, আর এক জন আসছে! ওরে বোধ হচ্ছে যেন পাঠান।

ভোলাই। বাঃ—বাঃ—ঠিক হয়েছে। হুকুম কর ছোটবাবু, গোপালের ভোগে লাগিয়ে দিই!

রঙ্গ। দূর হতভাগা, গোপালের সেবায় কি হিংসা চলে রে!

ভোলাই। হিংসে কি আমারও আছে? আমি সরল ভাবেই হাসতে হাসতে ভোগে লাগিয়ে দিই।

রঙ্গ। না রে পাগল! যদি আমার জয় চাস্, তা হ'লে শুনে রাখ, যেন এতটুকুও অধর্ম্ম করিস্ নি। কে ওরা, কি করতে এসেছে—আগে আড়াল থেকে ভাল করে জানি।

ভোলাই। এত রাত্রে তোমার বাড়ীর কানাচে পাঠান। এতে আর জানবার কি আছে?

রঙ্গ। (বিরক্তভাবে) তবু জানবো। বোকা, এমন ক'রে কথা কাটাস নি।

ভোলাই। তবে জানো।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সাবাজ ও সহবৎ খাঁর প্রবেশ)

সাবাজ। আবার এলে কেন সহবৎ খাঁ? আমি ত তোমাদের সকলকেই নিষ্কৃতি দিয়েছি।

সহবৎ। আপনি নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু আমরা ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি ক'রে, কেউ এর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত নিষ্কৃতি নিতে পারি নি। হুজুরালি, বহু দিন আপনার অধীনে কার্য্য ক'রে বহু যুদ্ধে আপনার সঙ্গী হ'য়ে আমরা যে গৌরব লাভ করেছি, সেটা আমরা ভুলতে পারি নি। এই জন্য আমরা স্থির করেছিলুম যে, ওই মন্দির ধ্বংসে বাধা না দিলেও আমরা সকলে নিরপেক্ষ থাকবো। কিন্তু তা আর হ'ল না। আমরাও দুর্ব্বৃত্ত কাফেরদের এদেশ থেকে একেবারে উচ্ছেদ করতে আমাদের মেদিনীপুরী পাঠান ভাইদের সঙ্গে যোগদান করব।

সাবাজ। এরূপ দারুণ ক্রোধ হবার কি কোনও নূতন কারণ হয়েছে?

সহবৎ। দুর্ব্বৃত্তেরা যা করেছে, তাতে তাদের ধ্বংসই হচ্ছে একমাত্র ঔষধ।

সাবাজ। আমাকে বলতে সঙ্কোচ কেন?

সহবৎ। এই গ্রামে রতিলাল ব'লে এক বেটা বদমায়েস ছত্রী বাস করত।

সাবাজ। তারপর?

সহবৎ। রঙ্গলাল ব'লে তার একটা দুর্ব্বৃত্ত ছেলে আছে।

সাবাজ। রঙ্গলাল?

সহবৎ। হাঁ হুজুরালি, ওই নামই শুনে এলুম। তারা দুই ভাই। বড়র নাম নন্দলাল, এটা ছোট।

সাবাজ। বুঝেছি। (স্বগত) আমি গর্ভবতী পত্নীকে পরিত্যাগ ক'রে গিয়েছিলাম, দেখছি গৃহত্যাগের পর আমার এক পুত্র হয়েছে। (প্রকাশ্যে) সে কি করেছে?

সহবৎ। মোগলে যা করতে পারে নি, তাই করেছে। সমস্ত পাঠানের মাথা হেঁট করেছে।

সাবাজ। স্পষ্ট ক'রে বল। কোন পাঠান-কুল-মহিলার উপর অত্যাচার করেছে?

সহবৎ। কোন কি? স্বয়ং উজীর সাহেবের কন্যা!

সাবাজ। বল কি?

সহবৎ। এ দেশে বক্তিয়ার খিলিজীর আমল থেকে অনেক পাঠান বাস করে। জুনিদ খাঁ তাদের সাহায্য চাইতে সেখানে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি নিজে এই কথা শুনে এসেছেন। দুরাত্মা সেই কন্যার রক্ষীকে হত্যা ক'রে পথ থেকে তাকে চুরী ক'রে নিয়ে গেছে।

সাবাজ। তা যদি ক'রে থাকে তা হ'লে শুধু তুমি কেন, আমিও তোমাদের সঙ্গে ওই মন্দির-ধ্বংসের সাহায্য করব।

সহবৎ। যদি কেন, জুনিদ খাঁ শুধু শুনে তুষ্ট হন্ নি। তিনি স্বচক্ষে সেই রক্ষীর মৃতদেহ দেখে এসেছেন।

সাবাজ। দেখে কি করছেন?

সহবৎ। তা আমি জানি না। তবে সমস্ত পাঠানকে এই দারুণ অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে ব'লে গেছেন। মেদিনীপুরী পাঠান আজ রাত্রেই এই গ্রাম আক্রমণ করবে। তারা জুনিদ খাঁর ফেরবার অপেক্ষায় ব'সে আছে। এই শুনে কি আপনি আমাকে ওই মন্দির-রক্ষায় সাহায্য করতে আদেশ করেন?—

সাবাজ। না সহবৎ খাঁ। তবে কথাটা বড়ই অবিশ্বাস্য। একটা ক্ষুদ্র মৌজাদারের পুত্র—

সহবৎ। যে দুর্ব্বৃত্ত, তার ছোট বড় নেই হুজুরালি! শুনলুম রতিলাল রায় নিজেও ওইরূপ দুর্ব্বৃত্ত ছিল।

সাবাজ। বটে—বটে!

সহবৎ। সেও এক সময় পাঠানের সঙ্গে কি অসদ্-ব্যবহার করেছিল। পাঠানরা ওই মন্দিরের একটা চূড়া ভেঙ্গে শয়তানকে শাস্তি দিয়েছিল। শয়তানের ছেলে দ্বিতীয় শয়তান। দুরাত্মা রঙ্গলালকে শাস্তি দিতে সাহায্য করা আপনারও কর্ত্তব্য।

সাবাজ। কর্ত্তব্য বলছ কি সহবৎ খাঁ, তোমরা যদি তাকে ক্ষমা কর, আমি করব না।

(রঙ্গলাল ও ভোলাইয়ের প্রবেশ)

রঙ্গ। এই উল্লুক! জল্‌দি অস্ত্র বার কর্। তোকে জাহান্নমে পাঠিয়ে চ'লে যাই।

সহবৎ। কে তুই?

ভোলাই। মরবার পর পরিচয় শুনবি।

রঙ্গ। অস্ত্র বার কর্—তোকে আমি ছেড়ে যাব না। দুরাত্মা! তুই আমার বাপকে গাল্ দিয়েছিস্।

সাবাজ। এই—এই রঙ্গলাল?

ভোলাই। হুজুরকে গাল দিয়েছিস।

রঙ্গ। আমাকে গাল দিলে ক্ষমা করতে পারি। কিন্তু পিতৃনিন্দা—স্বকর্ণে শুনেছি—দুরাত্মা কিছুতেই তোকে ক্ষমা করব না। শোন্, আমিই মহাত্মা রতিলালের পুত্র রঙ্গলাল।

সাবাজ। (স্বগত) হা গোপাল! এই আমার রঙ্গলাল!

সহবৎ। হুজুরালি! আর আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হ'ল না। খোদার মর্জ্জিতে দুরাত্মা নিজেই মৃত্যুমুখে উপস্থিত হয়েছে। (অস্ত্র বহিষ্কণ)

সাবাজ। উভয়েই ক্ষণেক অপেক্ষা কর।

রঙ্গ। অপেক্ষা করবার সময় নেই। আপনি সমস্ত কথা এর মুখে শুনেছেন; পাঠান আমাদের বাড়ী আক্রমণ করতে আসছে।

সাবাজ। তবু অনুরোধ করছি।

রঙ্গ। মিছে অনুরোধ জনাবালি। অতি অকথ্য ভাষায় এ ব্যক্তি আমার মহাত্মা পিতাকে গাল দিয়েছে। যাদের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হ'য়ে তিনি গৃহত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন, এ দুষ্ট তাদের পক্ষে সাহায্য করতে এসেছে। ওর সমস্ত কথা আমরা শুনেছি। ওর সঙ্গে আপনার কি সম্বন্ধ, তাও শুনেছি। ও বেইমান! ওকে আমি ছাড়ব না।

সাবাজ। আমি বৃদ্ধ, তোমাকে অনুরোধ করছি—

রঙ্গ জনাবালি! রাখব না। পিতৃনিন্দা! পিতা এসে যদি অনুরোধ করতেন—

সাবাজ (ঈষদুচ্চস্বরে) পিতা এসে অনুরোধ করলেও রাখতে পারতে না?

ভোলাই। না।

সাবাজ থাম্ উল্লুক, তোকে আমি জিজ্ঞাসা করছি না।

ভোলাই। (স্বগত)—ও বাবা! কথার এত জোর। গাটা কেঁপে উঠেছে! এ—বুড়ো ত কেউ-কেটা নয়?

সাবাজ। বল বাবু সাহেব?

রঙ্গ। কে আপনি?

সাবাজ। তুমি আমার কথার আগে উত্তর দাও।

রঙ্গ। রাখতে পারতুম কি না সন্দেহ।

সাবাজ। যদি তোমার পিতা তোমাকে অনুরোধ করেন?

রঙ্গ। পিতা—পিতা! তিনি কি আছেন? যে আপনি—কে আপনি?

সাবাজ। বলছি—আগে তুমি বল, সত্যই কি তুমি উজীর-কন্যাকে অপহরণ করেছ?

রঙ্গ। না, আমি তাকে পাঠানের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছি।

সাবাজ। (পশ্চাতে চলিতে চলিতে)—রঙ্গলাল!

রঙ্গলাল। কে আপনি—কে আপনি? বুঝেছি—যাবেন না—যাবেন না,—জীবনে প্রথম—জানি না বুঝি না, কি বলব? পিতা! দাঁড়ান।

সাবাজ। রঙ্গলাল! আমি মরেছি—অনেক দিন—এখন প্রেত—এসো না। দেখ—দূর থেকে দেখ—কাছে এসো না! অনুরোধ—তোমার পিতার পুত্রতুল্য সহচর—বহু যুদ্ধের সঙ্গী—ক্ষমা—তোমার পিতার অনুরোধ—ওই যুবককে ক্ষমা কর।

[প্রস্থান।

ভোলাই। হুজুর! ধ'রব?

রঙ্গ। না—না—না। পবিত্র দেহ স্পর্শ করিস্ নি।

ভোলাই। কর্ত্তাবাবু কর্ত্তাবাবু—সেলাম।

রঙ্গ। পিতৃ-সহচর! আপনাকে কি ব'লে সম্বোধন করবো?

সহবৎ। গোলাম—গোলাম—গোলাম।

রঙ্গ। না—না—ভাই—ভাই—ভাই, আপনি আমার ভাই।

(পরস্পরে উষ্ণীষ-বিনিময়।)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কাছারী বাটী।

সুলেমান ও ব্রজনাথ।

সুলে। আপনার আদর-যত্নে আমি যে কি আপ্যায়িত হয়েছি, তা আমি একমুখে জানাতে পারছি না।

ব্রজ। কিছুই করতে পারিনে মিঞা-সাহেব। আমার মনিবের সংসার অতিথি অভ্যাগতের সৎকারের জন্য

চিরপ্রসিদ্ধ। তাঁর মৌজায় এসে আপনি যদি অনাহারে চ'লে যেতেন, তা হ'লে আমার দুঃখের অবধি থাকতো না।

সুলে। কে আপনার মনিব?

ব্রজ। মনিব জীবিত নাই। না—না—আপনি অতিথি—নারায়ণ—আপনার কাছে সত্য-গোপনও পাপ। প্রায় বাইশ বৎসর হ'ল, কোনও কারণে নিদারুণ মর্ম্মপীড়িত হয়ে মনিব আমার গৃহত্যাগ করেছেন। আর আসেন নি। আমার বিশ্বাস, তিনি জীবিত নাই, কেন না, জীবিত থাকলে তিনি অন্ততঃ আমার সঙ্গে একবার দেখা করতেন।

সুলেমান। কি কারণ, জানতে অভিরুচি হচ্ছে।

ব্রজ। মাফ করুন জনাব, এখন তা জানাতে পারব না। যে অবস্থায় তিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন, আজ বাইশ বৎসর পরে মনিবের গৃহে সেই অবস্থা। বিশ্রাম করুন। আমি আপনাকে বিশ্রাম নিতে দেখে চ'লে যাব। প্রাতঃকালে যদি ফিরে আসি, আর আপনার জানতে যদি একান্তই অভিরুচি হয়, তা হ'লে সে মর্ম্মবেদনার কথা আপনাকে শোনাতে পারি।

সুলে। কোথায় যাবেন?

ব্রজ। মনিবের বাড়ী।

সুলে। সে এখান থেকে কতদূর?

ব্রজ। বেশী দূর নয়—ক্রোশ দুয়েকের মধ্যে। আমার এতক্ষণ সেখানে থাকাই কর্ত্তব্য ছিল। প্রভু-পুত্র ব্যাকুল হয়ে আমার প্রতীক্ষা করছেন।

সুলে। আমার জন্যই আপনি দেখা করতে পারছেন না।

ব্রজ। আমার যাবার যা প্রয়োজন, তা এখান থেকেই একরূপ নিষ্পন্ন করেছি। শুধু তাঁর সঙ্গে আমার একবার সাক্ষাৎ। দেখছেন আমি বৃদ্ধ, আমার দ্বারা তাঁর কার্য্যে কোন শারীরিক সাহায্যের আশা নেই। বাল্যকাল থেকে মানুষ করেছি—আমি কাছে থাকলেই তাঁর যথেষ্ট সাহস।

সুলে। জানবার বড় কৌতূহল উদ্দীপন ক'রে দিলেন বাবুজী।

ব্রজ। বেশ ত জনাব, প্রাতঃকালেই জানবেন।

সুলে। আমি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব না।

ব্রজ। সে কি, এখনি যাবেন? এখন এই রাত্রি—মৌজার চারিদিকে ঘন জঙ্গল! এ সময় কোথা যাবেন।

সুলে। কটক যাব ইচ্ছা করেছি।

ব্রজ। ইচ্ছা ক'রে থাকেন, প্রাতঃকালে যাবেন। এখন ত আপনাকে আমি কোনও মতে যেতে দেব না।

সুলে। ভয় নেই, আমি মরব না।

ব্রজ। কেমন ক'রে বুঝব?

সুলে। আমি আজ আত্মহত্যা করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলুম। যখন সে সঙ্কল্পে বাধা পড়েছে, তখন বুঝবেন, শীঘ্র আমার মৃত্যু নাই।

ব্রজ। বলেন কি? আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলেন?

সুলে। দেখছেন, আমার সৈনিকের পরিচ্ছদ। আমি মিথ্যা কই নি।—আমার নিকটে আপনার উপস্থিত হ'তে যদি আর একটু বিলম্ব হ'ত, তা হ'লে এই ছোরা (ছোরা বাহির করণ) আমূল আমার বক্ষে প্রবেশ করত।

(পানীয়াধার লইয়া কালুর প্রবেশ)

ব্রজ। জানাবালি! কিছু সরবৎ?

সুলে। উঃ—যোগ্য সময়ে পানীয় এনেছ! (ছোরা ভূমিতে রাখিয়া কালুর হস্ত হইতে পানীয় গ্রহণ ও ব্রজনাথের ইঙ্গিতে কালুর ছোরা লইয়া প্রস্থান) বাবুজী! বড়ই উপযুক্ত সময়ে আপনি সরবৎ সরবরাহ করেছেন। আপনার আকৃতি ও আচরণ দেখে বোধ হচ্ছে আপনি সাধু।

ব্রজ। দোহাই জনাব, অযোগ্যকে অত উচ্চ অভিধান দেবেন না।

সুলে। আমার বক্তব্য আপনাকে ব'লে যাচ্ছি। (সরবৎ পান করিতে করিতে) ছোরা বার করবার সঙ্গে সঙ্গে আমার আবার মরণপিপাসা জেগে উঠেছিল। আমার এখন মনে হচ্ছে, আপনি ভিন্ন অন্য কেহ আমাকে স্থানত্যাগ করাতে পারত না। আপনার আমার সঙ্গে দেখা হবার কিছু পূর্ব্বে একটি সুন্দর-কান্ত যুবক আমাকে আশ্রয় দিতে বহু সাধ্যসাধনা করেছিল। আমি তার কথা রাখি নি।

(সরবৎ নিঃশেষে পান)

ব্রজ। কালু!—(কালুর পুনঃ প্রবেশ ও পানপাত্র লইয়া প্রস্থান) আপনি তারই কথা রেখেছেন।

সুলে। না বাবুজী, আমি তার উপরোধ রক্ষা করি নি। সে আমাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছিল।

ব্রজ। পাকে প্রকারে সে আপনাকে উপরোধ রক্ষা করিয়েছে। আমাকে আপনার সংবাদ দিয়েছে —সেটি আমার প্রভুপুত্র!

সুলে। আপনার প্রভুপুত্র ত নিতান্ত বালক।

ব্রজ। আমার বলতে কিছু ভুল হয়ে গেছে। আমার মনিবের দুই পুত্র। যেটিকে দেখেছেন, সেটি ছোট। প্রভুর গৃহত্যাগের পর জন্মগ্রহণ করেছে। যিনি জ্যেষ্ঠ তিনি বিজ্ঞ, তাঁর পিতারই মত সাধু।

সুলে। আর ছোট?

ব্রজ। কেন জনাব, সে কি আপনার সঙ্গে কোনও অসদ্ব্যবহার করেছে?

সুলে। অসদ্ব্যবহার কি বাবুজী, অত্যাচার!

ব্রজ। অত্যাচার করেছে?

সুলে। ভীষণ অত্যাচার।

ব্রজ। জনাবালি—জনাবালি—(করযোড়ে) —এই বৃদ্ধের প্রতি দয়া ক'রে তার প্রতি ক্ষমা করুন।

সুলে। (হাস্য)—আপনার প্রতি দয়া ক'রে তার প্রতি ক্ষমা করব?

ব্রজ। আমি এখনি সে দুষ্টকে ধ'রে এনে আপনার চরণতলে নিক্ষেপ করছি।

সুলে। সে ভীষণ অত্যাচারের ক্ষমা নেই।

ব্রজ। তারই অত্যাচারে পীড়িত হ'য়ে কি আপনি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলেন?

সুলে। (ব্রজনাথের হস্তধারণ)—ব'স সাধু, ব'স—ভয় নেই। আত্মহত্যায় মানসিক প্রচণ্ড যন্ত্রণার অবসান করতে যাচ্ছিলুম, তোমার প্রভুপুত্র তাতে বাধা দিয়েছে। এই ছোরাখানি—এ কি? ছোরা?

ব্রজ। যথাসময়ে পাবেন।

সুলে। ওঃ! বৃদ্ধ! তুমি অপূর্ব্ব বুদ্ধিমান্। কিন্তু ভয় নেই!—জীবন দুর্ভর হ'লেও আমি এখন থেকে তাকে বহন ক'রব।

ব্রজ। এই পর্য্যন্ত যা শোনালেন, আপনি বার বার বলুন। কিন্তু খোদাবন্দ! রহস্য ক'রেও বৃদ্ধকে আর ভয়ের কথা শোনাবেন না।

সুলে। কেন? ভয়ের কি কোন বিশেষ কারণ আছে বাবুজী?

ব্রজ। জনাব! যুবক কিছু উচ্ছৃঙ্খল।

সুলে। সে আমি নিজে জেনেছি। সে যখন আমার নিকটে বসেছিল, তখন তার মুখে সরাবের গন্ধ পেয়েছিলুম।

ব্রজ। তবে ত আপনি সমস্তই জেনেছেন। যুবক সর্ব্বসদ্‌গুণের আধার। তবে অসৎসঙ্গে প'ড়ে তার স্বভাবের কিছু বিকৃতি হয়েছে।

সুলে। এক পানদোষ; আর কোনও দোষ ধরেছে। বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে? ভয় নেই—আমাকে বন্ধুজ্ঞানে বলুন।

ব্রজ। এত দিন চরিত্রহানির কথা শুনি নি। কিন্তু আজ—

সুলে। বল বাবুজী, বল।

ব্রজ। বড় কঠিন কথা!

সুলে। যুবক কোনও রমণীর উপর অত্যাচার করেছে?

ব্রজ। যে সে রমণী হ'লে ভয়ের তত কারণ ছিল না। পাঠান-রমণী—

সুলে। (হাস্য) পাঠান-রমণী?

ব্রজ। সেই জন্য মর্ম্মান্তিক ক্রোধে এ দেশের সমস্ত পাঠান রায়বংশকে উচ্ছেদ করবার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছে।

সুলে। ঠিক করেছে—পাঠান তা হ'লে বেঁচে আছে।

ব্রজ। আপনি উঠ্‌ছেন যে?

সুলে। আমি এখনি এ স্থান ত্যাগ করব।

ব্রজ। বিশ্রামে আপনার অভিরুচি না হয়, আর আপনাকে ধ'রে রাখব না। কিন্তু হঠাৎ আপনার ভাবপরিবর্ত্তনে আমার কিছু ভয় হচ্ছে। সে রমণীর সঙ্গে আপনার কি কোনও সম্বন্ধ আছে?

সুলে। আমাকে আর কোনও প্রশ্ন ক'র না— আমি উত্তর দিতে পারব না।

ব্রজ। উত্তেজিত হবেন না। আমাকে আপনি বন্ধু বলেছেন—

সুলে। পথ রোধ ক'র না—

(কালুর প্রবেশ)

কালু। দশ বার জন হেতিয়ার ধরা পাঠান— এক জন তাদের সরদার—মিঞা সাহেবের খবর জানতে চাচ্ছিল। আমি খবর দিতে তারা ভিতরে আসতে চায়। কি হুকুম?

ব্রজ। সকলেই ?

কালু। তা জিজ্ঞাসা করি নি—জেনে আসি। মিঞা সাহেব ? আমার ফিরে যাবার অপেক্ষা করতে পারলেন না।

(সৈন্যগণসহ জুনিদের প্রবেশ).

জুনিদ। চুপ রও উল্লুক! তোর হুকুমে আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব ?

ব্রজ। কালু! (ইঙ্গিতে ক্রুদ্ধ হইতে নিষেধ করিলেন)

জুনিদ। হুজুরালি! চ'লে আসুন—জল্‌দি। আপনার কন্যার সন্ধান পেয়েছি।

সুলে। কোথায়—কোথায় ?

জুনিদ। এই স্থানেরই এক দুরাত্মা মৌজাদার তাকে অপহরণ ক'রে নিয়ে গেছে।

সুলে। আমায় হত্যা কর। আমার তুল্য হতভাগা দুনিয়ায় আর নেই। আমি কন্যাপহারী শয়তানেরই ঘরে অতিথি হয়ে তার দত্ত অন্নজলে উদর পূর্ণ করেছি।

জুনিদ। এই সেই সয়তানেরই বাড়ী ? এদের কি করব, হুকুম করুন।

সুলে। এরা নিরপরাধ—কিছু ব'ল না। পার, সে সয়তানকেই শাস্তি দাও।

ব্রজ। না—না—আমরা অন্যায় অনুগ্রহের ভিখারী নই। কিন্তু এখনও আমি বুঝতে পারছি না। আপনারা যে কে তাও আমি জানি না। অতিথি ব'লে পরিচয় গ্রহণ করি নি। কিন্তু এই যুবকের কথায় বুঝেছি, আপনারা শক্তিমান। করযোড়ে আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করছি, আপনারা কিয়ৎক্ষণের জন্য এ গোলামের ঘরে বিশ্রাম করুন। আমি একবার জেনে আসি। শুনুন হুজুরালি—আপনিও শুনুন—রায়বংশের দুর্ভাগ্যে সত্যই যদি এমন নরাধম জন্মগ্রহণ ক'রে থাকে, তা হ'লে সে বংশের উচ্ছেদ করতে আমি নিজেই আপনাদের সাহায্য করব।

জুনিদ। তোমার সাহায্যের কোনও প্রয়োজন নেই। তুমি পথ ছাড়। যদি কথা না শোন, তোমাকেই আগে জাহান্নমে পাঠিয়ে দেব।

ব্রজ। জাহান্নমে পাঠাবার কর্তা, কে তুমি ?

১ম সৈন্য। এই উল্লুক খবরদার!

সুলে। দাঁড়াও! এ বৃদ্ধের প্রতি অত্যাচার ক'র না। আমি ওঁর ব্যবহারে পরম তুষ্ট হয়েছি। উনি কে জানতে চাও। উনি গৌড়ের বাদশার ভাই।

ব্রজ। আর আপনি ?

জুনিদ। কি করছেন হুজুরালি ? যে গোলামের গোলাম হবার যোগ্য নয়, তার কাছে আপনি কি করছেন ?

সুলে। কিন্তু গোলামের গোলামের কাছে আমি জীবনের জন্য ঋণী।

ব্রজ। আর আপনি ?

সুলে। আমি তাঁর উজীর।

ব্রজ। খোদাবান্দ! যতক্ষণ না গোলাম ফিরে আসে, ততক্ষণ আপনাদের এখানে অবস্থান করতে হবে।

জুনিদ। এক মাসের মধ্যে যদি তুমি না ফিরে এস ?

ব্রজ। আপনি রাজার ভাই ? তা হ'লে এমন অবিজ্ঞের মত কথা কচ্ছেন কেন হুজুর! আর এই কথাই যদি আপনার মনে উঠে থাকে, তা হ'লে একমাসই এখানে আপনাকে অবস্থান করতে হবে।

জুনিদ। এই, এ বৃদ্ধ ক্ষিপ্ত। অথবা এর মতলব ভাল নয়। একে এখানে বন্দী ক'রে রেখে দে।

ব্রজ। কালু! যতক্ষণ না আমি ফিরে আসি, ততক্ষণ এই উদ্ধত যুবককে এই খানে আবদ্ধ ক'রে রেখে দে।

জুনিদ। কি বল্‌লি কম্‌বখ্‌ত ?

ব্রজ। অস্ত্রে হাত দিও না হুজুরালি! আমার প্রভুর ঘর অভ্যাগতের রক্তে কলঙ্কিত ক'র না।

কালু। এ দিকে কি দেখছ জনাব! সুলতান মারাই এক সময় আমাদের পিতৃপুরুষের ব্যবসা ছিল। মনিব আমার সাধু—তাই বারংবার তোমার কড়া কথা সহ্য করছে। কিন্তু আমার ভিতরে আগুন জ্বলে উঠছে। আর ওঁকে কড়া কথা কইলে আমি বাদশার ভাই ব'লে মানব না।

সৈন্যগণ। কেয়া ?

(গৃহের চারিদিক হইতে সশস্ত্র পাইকগণের প্রবেশ)

পাইকগণ। কেয়া ?

কালু। বুঝ্‌তে পেরেছ হুজুর ?

সুলে। জুনিদ! অসি কোষবদ্ধ রাখ। অনেক

যুদ্ধ ক'রে এসেছি। মোগলের যুদ্ধও দেখেছি। কিন্তু এ ব্যাপার—আমার মত যুদ্ধ-ব্যবসায়ীর পক্ষে—নূতন—নূতন—নূতন।

রঙ্গ। ওরা গৌড়ের বাদশাহের খাস পল্টন—প্রসিদ্ধ পাইকের বংশধর। গৌড়ে ওদের কি প্রভুত্ব ছিল, যদি আপনাদের জানা থাকে, তা হ'লে আর উত্তেজনা দেখিয়ে আত্মহত্যা করবেন না।

সুলে। যাও বাবুজি! আমরা তোমার বন্দী। যতক্ষণ না ফিরে এস, ততক্ষণ আমরা এইখানেই রইলুম।

রঙ্গ। আমি আপনাদের গোলাম। আপনাদের কথাই আপনাদের বন্দী রাখতে প্রহরী। কালু! যতক্ষণ না ফিরে আসি, ততক্ষণ এই দুই হুজুরের বিশ্রামের ব্যবস্থা কর।

[প্রস্থান।

সুলে। স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে ভাবছ কি জুনিদ? আমার সঙ্গে বিশ্রাম করবে এস। শক্তি দেশের কোন্ কেন্দ্রে কি ভাবে লুকিয়ে আছে, তা আমরা জানতুম না। জানলে প্রতিষ্ঠিত রাজা এত সহজে দুষমনের হাতে তুলে দিতুম না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গোপাল-বাড়ীর বহির্দ্বার।

রঙ্গলাল ও ভোলাই।

ভোলাই। করেছ কি ছোট বাবু, বড় মাকে একা এই মন্দিরের ভিতর পুরে রেখে গেছ?

রঙ্গ। আমার ইচ্ছায় নয় ভোলাই—তাঁরই হুকুমে আমি তাঁকে গোপাল-বাড়ীতে আবদ্ধ ক'রে রেখে গেছি! তুই ত জানিস, তাঁর আদেশ কখনও অমান্য করি নি। ভাল মন্দ বিচার করি নি।

ভোলাই। যাও যাও আর দেরি ক'র না। চারিদিকে শত্রু পাঠান—এমন অসমসাহসিক কাজও করে?

রঙ্গ। (দ্বার মুক্ত করিয়া) তা হ'লে তুই ফটকে ব'স। আমি ভিতর থেকে ফটক বন্ধ ক'রে যাই।

ভোলাই। কি বল্লে?

রঙ্গ। তুই একা। তাতে সারাদিনের পরিশ্রম। তার ওপর তোর এখন মেজাজের ঠিক নেই। যদিও দুষমনেরা এখনও পর্য্যন্ত আসে নি, কিন্তু তারা ভিতরে ভিতরে কি ক'রছে জানতে পারছি না। স্ত্রীমাত্র স্ত্রীলোক মন্দিরে। যদি অতর্কিতে বহু লোক একেবারে এসে ফটক আক্রমণ করে—তাই সাবধান হ'তে চাচ্ছি। তুই ভিতরে আসতে চাস ভিতরে আয়—আমি ফটক বন্ধ করি। (ভোলাইয়ের ক্রন্দন)—ওকি রে, কেঁদে উঠলি কেন?

ভোলাই। ছোট বাবু! তুমি শেষকালটার আমার এই অপমানটা করলে!

(পুনরায় ক্রন্দন)

রঙ্গ। আরে মর্, চেঁচাস নি—লোক-জানাজানি হবে।

ভোলাই। ফটক, মিএগ নিজেই যখন এই কথা শুনলে, তখন আর লোক-জানাজানির বাকি রইল কি? আমার এত অপমান! যে ফটকে আমি ব'সে রইব, সেই ফটক বন্ধ থাকবে? ছোট বাবু! তুমি কি মনে করছ, তুমি আজ যা কারদানী দেখিয়েছ, তাতে আমার ঈর্ষা হয় নি? কালু সরদারের সাকরেদ হ'য়ে তুমি পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন জোয়ান পাঠানকে একটা বে-পরোয়া যায়গায় হিম-সিম খাইয়ে দিলে—আর আমি তার বেটা দাঁড়ালুম সড়কী হাতে—তুমি ফটক বন্ধ ক'রে চ'লে যাবে (পুনঃ ক্রন্দন)—দুষমনের ভয়ে?

রঙ্গ। আর চেঁচাস্ নি—এই ফটক খোলা রইল। আমি চল্লুম—

ভোলাই। যাও। আমার হাতে আজ ভারি লয় এসেছে—সড়কী নাচছে।

রঙ্গ। আমি যাব, আর মা ও বিবি-সাহেবকে নিয়ে ফিরব। রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এলো। উজীর-সাহেব চ'লে যেতে না যেতে তাঁর কন্যাকে সেখানে উপস্থিত করতে হবে।

ভোলাই। উপস্থিত ক'রতেই হবে?

রঙ্গ। সে কথা আর জিজ্ঞাসা করছিস্?

ভোলাই। জিজ্ঞাসা করব না? অমন পরী ছোট মা হবে—

রঙ্গ। ভোলাই—

ভোলাই। কেউ জানবে না ছোট বাবু। যে বন্দরের জিনিষ জয় ক'রে এনেছ, তাকে অমন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ক'রে বিলিয়ে দিও না।

রঙ্গ। দেখ’ না?

ভোলাই। কিছুতেই না।

রঙ্গ। তারপর—জাত?

ভোলাই। ভালবাসায় যদি জাত যায়, যাক্—

রঙ্গ। এর ভেতর আবার ভালবাসা দেখলি কোথায়?

ভোলাই। তুমি না দেখতে পাও—আমি দেখতে পাচ্ছি।

রঙ্গ। ভালবাসা কি আমার দেখলি?

ভোলাই। তোমার না হয় তার।

রঙ্গ। তাকে দেখলি নি চক্ষে—

ভোলাই। নাই বা দেখলুম—সে যদি পেতনী পরী হয়, তা হ’লে সে কি করে—বলতে পারি না। কিন্তু তা নয় ছোট বাবু, তোমার মুখে তার কথা শুনে আমি বুঝেছি, সে জহুরের পরী। সে তোমার অদ্ভুত শক্তি চক্ষে দেখেছে। আমি কালু সরদারের বেটা—কাট-খোট্টা ভোলাই—আমি তোমার শক্তির কথা শুধু কানে শুনিছি। কিন্তু, মাইরি বলছি ছোট বাবু, আমার মনে হচ্ছিল, আমি যদি মেয়েমানুষ হতুম, তা হ’লে তোমাকে খসম ক’রে ফেলতুম।

রঙ্গ। দূর বেটা।

ভোলাই। তবে কি জান ছোট বাবু, আমি মরদের বেটা মরদ। আমাদের বাড়ীর মেয়েরা অনেক মরদের ঘাড় ভেঙ্গে দিতে পারে। আমি মরদের অহঙ্কার ত ছাড়তে পারি না। কাজেই আমার এই ধকধকে কলজের ভালবাসা দিয়ে, আমি তোমার গোলামী কিনেছি। তুমি এখনি আমাকে মাতাল হ’লে গাল দেবে—নইলে ছোট বাবু এই দাঁত দিয়ে কুট ক’রে তোমার পায়ের একটি আঙ্গুল কেটে নিতুম।

রঙ্গ। হয়েছে—কাটাই হয়েছে। ভোলাই আমার কল্‌জে কেটেছিস্। তা হ’লে এক কাজ কর, বিবি-সাহেবকে আমি আনি, তুই তাকে সঙ্গে ক’রে আমাদের ঘরে নিয়ে যা।

ভোলাই। আমি?

রঙ্গ। হাঁ—তুই। পথে তোর মত প্রহরীর প্রয়োজন। তোর বড় মা আর তাকে। সেখানে দাদা একা আছেন। আমরা কে কোথায়, কিছুই জানতে না পেরে অতি বিষণ্ণ চিত্তে তিনি সঙ্গীহীন অবস্থান করছেন। আমি দেখা করতে গিয়েছিলুম কিন্তু দেখা করতে সাহস করি নি। কেন বুঝেছিস্?

ভোলাই। বুঝেছি, তবু তুমি বল।

রঙ্গ। বিবি-সাহেবকে দেখে অবধি মন আমার এমন হ’ল কেন?

ভোলাই। ঠিক্ ঠিক্—দোষ নেই ছোট বাবু—

রঙ্গ। দোষ কি গুণ তা জানি না, কিন্তু মনের সে অবস্থায় আমি দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারলুম না। ভোলাই, তোকে বলব কি? যে কাজ করেছি, গর্ব্বের সঙ্গে তার কথা আমি দাদাকে বলতে পারতুম। বল্লে দাদা আমাকে আলিঙ্গন করতেন। আনন্দে আজ পাঠানদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। কিন্তু আমি এত ক’রেও আজ যেন চোর হয়েছি এ চোরের প্রাণ নিয়ে আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হ’তে পারছি না।

ভোলাই। (বুক ঠুকিয়া)—আমি হব, আমি হব—আমি উপস্থিত হব। তা হ’লে তুমি আর দেরী ক’র না ছোট বাবু। আজকের ফাঁড়া কেটে গেল। (সচকিতে)—ছোট বাবু, একবার দাঁড়াও ত।

রঙ্গ। কি হলো?

ভোলাই। দীঘির পাড়ে কি যেন একটা ফিস্-ফিস্‌নি আওয়াজ শুনলুম।

রঙ্গ। ও কিছু নয়। দীঘির ধারে গাছ। বাতাসে পাতার ফাঁকে ফাঁকে লোকের ফিস্‌ফিসে কথার মত আওয়াজ হচ্ছে। তারা যদি আসে, অমন চোরের মত লুকিয়ে আসবে কি?

ভোলাই। সাবধানের মার নেই। তবু একবার দেখে আসি।

[ভোলাইয়ের প্রস্থান।

রঙ্গ। অগ্নি—অগ্নি! যত নেশা ছাড়ছে, ততই মনের কোন লুকান দেশ থেকে গুচ্ছে গুচ্ছে বহ্নিশিখা বেরিয়ে আমার কল্‌জেতে এসে ধাকা মারছে। আর ত কল্‌জে অক্ষত থাকে না! জাতির প্রবোধ দিয়ে মনকে অনেকটা আশ্বস্ত করেছিলুম। অবস্থার পার্থক্য আলোচনা ক’রেও মনকে মাঝে মাঝে ধিক্কার দিয়েছিলুম। আমি হিন্দু, সে মুসলমান। জাতগত বিদ্বেষ, পরস্পরকে পার্শ্বে রেখেও, যেন অতি দূর দুরান্তরে নিক্ষেপ করেছে। তার উপর সে উজীর-কন্যা। আমার অবস্থায় আমি তার পিতার গৃহে সামান্য ভৃত্যের অধিকার পেতে পারি মাত্র। দাম্ভিকা

পাঠানী যদি আমার দিকে নিরীক্ষণ করে, প্রভুকন্তার দন্তমাখা করুণা ভিন্ন অন্য কিছু মমতার দৃষ্টি আমার প্রতি নিক্ষেপ করবে না। কিন্তু সে প্রবোধ ত মন আর মানছে না! এ কি দেখলুম—পিতা? জীবনে যাঁকে কখনও দেখি নি, মৃত জেনে দেখবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি, সেই পিতা আজও জীবিত! শুধু তাই নয়, উজীরের সঙ্গে সমান অবস্থাপন্ন গৌড়ের কোন পদস্থ ওমরাও? আজ যদি আমি জাতি-ধর্ম বিসর্জ্জন দিই, পিতারই মত পূর্ব্ব-পরিচয় সমস্ত করবস্থ ক'রে, পিতারই কথামত প্রেতের মূর্ত্তিতে তাঁর চরণপ্রান্তে পতিত হই, তা হ'লে এক দিনে আমি ওমরাও-পুত্র। তখন পাঠানী!—না—না থাক্। এ কি আত্ম হারিয়ে দেওয়া চিন্তা! তাই ত! নেশা ছাড়ছে না বাড়ছে? আহা! সে কি সুকণ্ঠ? পাঠানী—পাঠানী! তাই ত গোপাল! তোমার মন্দিরে আজ কাকে আশ্রয় দিয়েছ?

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

নন্দলালের বাটীর সম্মুখ।

নন্দলাল ও গজানন।

গজা। ছোট বাবুর সন্ধান পেয়েছ?

নন্দ। না। আর তাকে খোঁজ করবার সময় নেই। এখন গিন্নীর খবর বল্।

গজা। মায়ের খবর আমি কি জানি?

নন্দ। এ কি মূর্খ! কি বলছিস?

গজা। কিছু না জানলে কি বলব!

নন্দ। (তরবারি বাহির করণ ও গজাননের কেশ-ধারণ)—বল্ উল্লুক, গিন্নী কোথায়?

গজা। ধৈর্য্য ধর বড় বাবু! আমাকে কাটবার জন্য এত ব্যস্ত হ'তে হবে না। আমি গলা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। বড় মা'র খবর তুমি কিছু জান না?

নন্দ। আমি কি জানব রে হতভাগা? তাঁকে স্থানান্তরে নিয়ে যাবার জন্য তোকে হুকুম ক'রে আমি যে চ'লে গিয়েছিলুম।

গজা। আর বাড়ীতে আসেন নি?

নন্দ। আর কথা ক'স নি। তোর কথায় আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হচ্ছে।

গজা। তবু আমি জিজ্ঞাসা করব। বাবু! তাঁকে তোমার স্ত্রী জেনেই না তুমি ধৈর্য্যহারা হচ্ছ! কিন্তু তিনি যে আমার মা! আমি রাণী ভুবনেশ্বরীকে সাক্ষাৎ ভুবনেশ্বরী জ্ঞান ক'রে, অন্তরে বাহিরে ইষ্টদেবতার মত পূজা করি। মরতে—বিশেষতঃ তোমার হাতে মরতে আমি যে আহ্লাদের সঙ্গে প্রস্তুত! কিন্তু মার কথা না জেনে মরলে যে, মরেও আমার সুখ হবে না। বড় বাবু! সত্য সত্যই আমি মূর্খ, গাধা। তবু মা'র কথা একটু আমাকে বুঝতে দাও। তার পর কাটো। পাঠান তোমাদের উচ্ছেদ করবার জন্য তোমার বাড়ী-ঘেরে দাঁড়িয়েছে, আর তুমি সিংহের মতন একা নিশ্চিন্তে নিজের ঘরে দাঁড়িয়ে আছ, এ দেখে আহ্লাদে আমার সর্ব্ব-শরীর নৃত্য ক'রে উঠেছিল। গর্ব্বে বুক পাঁচ হাত ফুলে উঠেছিল। সেই তুমি মায়ের কথায় এত আত্মহারা হ'য়ে পড়লে যে, আমার মাথার চুল টেনে ধরলে? কখনও তোমার ক্রোধ দেখি নি, আজ তুমি তাই দেখালে? বড় বাবু! আর আমার বাঁচতে ইচ্ছা নেই।

নন্দ। গজানন! আমাকে ক্ষমা কর।

গজা। ওকি বড় বাবু! ওকথা যা বল্লে, আর ব'ল না। ফের ওরূপ কথা বল্লে, তোমাকে কাটতে সময় দেব না। তোমার সম্মুখেই আমি আত্মহত্যা করব। আমার মাথার চুল ধরেছ ব'লে আমার দুঃখ নাই। এ মাথার মূল্য কি? কিন্তু বড় বাবু, তোমার ধৈর্য্য অমূল্য!

নন্দ। তবে আর কি, চল. এখানে দাঁড়িয়ে থাকবার আর কোনও সার্থকতা নেই।

গজা। কেন?

নন্দ। তোর বড় মা নিরাপদ জেনে, আমি আততায়ী পাঠানদের সঙ্গে একা লড়াই করব ব'লে উল্লাসের সঙ্গে ঘরে ফিরে এসেছিলুম। সে উল্লাস ত আর রইল না।

গজা। কেন রইবে না! বড় বাবু! আমি তোমার হুকুম মত তখনই এক ষোল বেহেরার পাল্‌কি এনে-ছিলুম এসে দেখলুম, বাড়ীতে কেউ নেই। ভিতর-বাড়ী বার-বাড়ী একেবারে জনশূন্য। তখন মনে করলুম। মাকে রক্ষা করতে ব্যাকুল হয়ে তুমি আমার ফিরে আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পার নি। নিজেই

মাকে স্থানান্তরে নিয়ে গিয়েছে। এখন বুঝতে পারলুম তা নয়। কিন্তু তাতে তোমার উল্লাস থাকবে না কেন বড় বাবু? তুমি কি মনে করছ, মা হারিয়ে গেছে।

নন্দ। তোমার মনে কি নিচ্ছে?

গঙ্গা। আমার মনে যা নিক্, তুমি কি মনে করেছ বল না।

নন্দ। পাঠানে তাঁকে ধ'রে নিয়ে গেছে।

গঙ্গা! ছি ছি! ওকথা কি মুখে উচ্চারণ করতে আছে। বড় বাবু! তুমি না রাজপুত? রাজপুতনী নিজের মর্য্যাদা রাখতে স্বামীর মুখ চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, এ কথা কখন কি শুনেছ? বিশেষতঃ মা ভুবনেশ্বরী! জীবন্ত মায়ের গায়ে পাঠানে হাত দেবে! তুমি বাড়ীর ভিতরটা দেখে এসেছ?

নন্দ। বাড়ীতে ঢুকেই হতভাগা ছোঁড়ার সন্ধানে অন্দরে প্রবেশ করেছিলুম। গিয়ে দেখলুম, সেখানে কেউ নেই।

গঙ্গা। আর একবার দেখে এস।

নন্দ। এইমাত্র শূন্য ঘর দেখে বাইরে ফিরে এসেছি।

গঙ্গা। আর একবার দেখে এস। অস্থির মনে তুমি ভাল ক'রে দেখ নি।

নন্দ। তা বোধ হয় দেখি নি।

গঙ্গা। যাও—যাও। মা হয় ঘরে নয় মন্দিরে। শিশোদীয়া কন্যা আর কোন স্থানে আশ্রয় নেয় নি।

নন্দ। তোর মন ঠিক বলছে?

গঙ্গা। শুধু মন কেন বড় বাবু, মুখও বলছে। রাজপুত! তুমি বাঙ্গলায় জন্মগ্রহণ করেছ। কিন্তু আমার জন্ম রাজস্থান। পঞ্চাশ বৎসর তোমার পিতার সঙ্গে এ দেশে এসেছি। কিন্তু এ পঞ্চাশ বৎসরেও বাঙ্গলাকে আমি স্বদেশ মনে করতে পারি নি। তোমাকে আমি চঞ্চল দেখলুম। শিশোদীয়া কন্যাও যদি তোমার মত চঞ্চল হয়, তা হ'লে—এই যে নিশ্বাস ফেলবো—বাঙ্গলার বাতাস আর—(বক্ষে হস্ত দিয়া)—এখানে প্রবেশ করতে দেব না—তুমি দেখে এস। মা যদি না ঘরে থাকেন, নিশ্চয় তিনি গোপাল-মন্দিরে।

নন্দ। তা হ'লে তুই এখানে থাক্। আমি আর একবার বাড়ীর ভিতর দেখি। সেথায় না দেখতে পাই, তোর কথা মত একবার গোপাল মন্দিরে যাব, সেখানেও যদি বড় বউ না থাকে, তা হ'লে শোন্ গঙ্গা! তুই রইলি, আর তোর ছোট বাবু রইল, আমি আর এ মুখে ফিরব না।

গঙ্গা। তোমার এখানে জন্ম। আমার জন্ম রাজস্থান। শুধু তোমরা দুই ভাই আর বড়মার মমতায় এখানে আটকে আছি। সত্য কথা বলতে কি—বড় বাবু, এ দেশের জন্য আমার কোনও মমতা নেই। তুমি যদি না ফেরো, আমিই বা এখানে থাকবো কেন? আমার রাজস্থান বেঁচে থাক। এখানকার চর্ব্ব্য চোষ্য চাই না। সেখানকার মাটী খেয়ে আমি জীবন রাখবো।

নন্দ। সে তোমার ইচ্ছা। কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সিংহের মত আমি যে গ্রামে চলা-ফেরা করেছি, রাত্রি প্রভাতে স্ত্রীর লাঞ্ছনার কথা শোনবার ভয়ে আমি যে শৃগালের মত লুকিয়ে লুকিয়ে সেই গ্রামের পথে চলব, তা জীবন থাকতে পারব না।

গঙ্গা। ওসব অলক্ষণে কথা কইছ কেন?—

নন্দ। তোর বিশ্বাসকে অবলম্বন ক'রে আমি বড় বউকে খুঁজতে চল্লুম।

গঙ্গা। যাও। কতক্ষণ তোমার জন্য অপেক্ষা করবো?

নন্দ। সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত। সে সময় না ফিরি, তা হ'লে বুঝবি, আমি আর ফিরলুম না।

গঙ্গা। তবে যাও।

[নন্দলালের প্রস্থান।

তাই ত গোপাল! দস্তের সঙ্গে নিজের মর্য্যাদা রক্ষা একমাত্র রাজপুতনীরই অধিকার। বাঙ্গলায় দু'দিন বাস ক'রেই রাজপুতনীর সে অজর অধিকারের ব্যতিক্রম হবে? সে দুর্দ্দশার কথা শোনবার আগে মৃত্যু ভাল।

সাবাজ। (নেপথ্যে) ব্রজনাথ!

গঙ্গা। এ কি? বাইশ বৎসর পরে এ কি কণ্ঠস্বর! এ কি স্বপ্নে শুনলুম। না—না—আমি ত দিব্য জেগে আছি!

সাবাজ। (নেপথ্যে) ব্রজনাথ! একবার দাঁড়াও।

গঙ্গা। অ্যাঁ—অ্যাঁ! পাগল হলুম না কি, পাগল হলুম না কি! প্রভু? গুরু? রতিলাল? না—না পাগল হয়েছি। দিবারাত্রি তার কথা ভেবে ভেবে আমি পাগল হয়েছি—আমি পাগল হয়েছি—আমি পাগল হয়েছি। [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রতিলাল রায়ের বাটীর সান্নিধ্য।

সাবাজ ও ব্রজনাথ।

সাবাজ। কথা কইছ না কেন সখা?

ব্রজ। (মুখ ফিরাইলেন)—

সাবাজ। মুখ ফিরিও না। আমাকে দুটো তিরস্কার কর শুনি। তোমার মুখ ফেরানো সহ্য হচ্ছে না!

ব্রজ। স্বধর্মত্যাগী! আপনার মুখ দর্শন করতে নেই।

সাবাজ। বেশ, আমি প্রণাম করছি। আমার প্রণামটা গ্রহণ করবার জন্যও অন্ততঃ একবার মুখ ফেরাও।

ব্রজ। আপনি কেন এলেন?

সাবাজ। দেখলুম, তুমি একান্তই আমাকে চিন্‌তে পারলে না, তাই এলুম। গোপালের সঙ্গে প্রতারণা করেছি, কিন্তু তোমার সঙ্গে প্রতারণা করতে পারলুম না। কপট পরিচয়ে তোমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধ'রে কথা কইলুম। দেখলুম, তুমি কোন মতেই আমাকে চিন্‌তে পারলে না। বড় ইচ্ছা হ'ল আমাকে তুমি চেনো। একবার মনে করলুম, তখনি তোমাকে ডাকি। অতি কষ্টে ইচ্ছা দমিত করলুম। কিন্তু যেই তুমি চোখের অন্তরাল হ'লে, অমনি বন্ধুত্বের এক প্রচণ্ড অভিমান বুকের ভিতর জ্বলে উঠল। ভাবলুম, বাইশ বৎসর পরে তোমাকে দেখা মাত্র আমি চিন্‌তে পারলুম, আর বহুক্ষণ আমার সঙ্গে কথা কয়েও তুমি আমাকে চিন্‌তে পারলে না? গলার স্বর শুনেও পারলে না?

ব্রজ। তুমি আর চেনবার যোগ্য নও ব'লে তোমাকে চিনতে পারি নি। আগেকার সেই শালবৃক্ষ থাকতে, তা হ'লে যতই বৃদ্ধ হও না কেন, চিনতে তোমাকে বিলম্ব হ'ত না। কিন্তু তুমি অঙ্গারে পরিণত হয়েছ। আমি যে—সেই আছি। আমার এই লোল অঙ্গ আমার সে যৌবন প্রকৃতিকে আবৃত করতে পারে নি। যে ভালবাসায় আমি রতিলাল রায়ের কাছে আবদ্ধ হয়েছিলুম, সেই ভালবাসা অক্ষুণ্ণ শক্তিতে তার বংশের সঙ্গে আমাকে বেঁধে রেখেছে। কিন্তু বাবু, তুমিই শত্রুতা সাধলে। তোমারই অত্যাচারে আজ প্রথম সেই বন্ধন শিথিল হ'ল।

সাবাজ। না—না, বন্ধন শিথিল ক'র না। আমি এখনি চ'লে যাচ্ছি।

ব্রজ। তা হ'লে এখনি যাও। স্ত্রীপুত্রের বিয়োগে আমি শূন্য-সংসার। তবু তোমার বিয়োগ স্মরণ ক'রে তোমারই পুত্র-পুত্রবধূ নিয়ে সংসার করছি। তোমার পত্নী সূতিকাগারে এক সাধ্বী সতীর অঙ্কে এক পুত্র ফেলে অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা ক'রে গেছে। তুমিও আবার সে ভাল মানুষের কন্যার উপর অত্যাচার করতে এলে?

সাবাজ। তোমার মুখে তোমাদের বিপদের কথা শোনাও এখানে আসবার একটা কারণ।

ব্রজ। সবার চেয়ে বেশী বিপদ তুমি। তুমি অনেক-দিন মরেছ। মহা-সমারোহে তোমার আদ্যশ্রাদ্ধ হয়েছে, সপিণ্ডীকরণ হয়েছে। দু'দিন আগে অমাবস্যায় তোমার একোদ্দিষ্ট হয়ে গেছে। প্রেত! পিণ্ডে মাত্র তোমার অধিকার। এখনও যদি তোমাতে কিছু মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট থাকে, তা হ'লে এখনি এ দেশ ত্যাগ কর। পাঠান আমাদের ধ্বংস করুক, কিন্তু তোমাকে মৃত জেনে বক্ষের রক্ত দিয়ে যে সংসারকে পুষ্ট করেছি, সে সুপ্রতিষ্ঠিত পবিত্র সংসার তুমি এসে ধ্বংস ক'র না।

সাবাজ। না ব্রজনাথ, আর থাকব না। এই চল্লুম। তবে যেতে যেতে একটা কথা তোমাকে ব'লে যাব। তুমি পিছন ফিরেই শোন। তোমার কাছে এই প্রথম শুনলুম, আমার স্ত্রী নেই। সে মমতাময়ী আমার অদর্শন-ক্লেশ সহ্য করতে পারে নি। তবে মমতার স্থান করুণা অধিকার করেছে। তোমার কথায় বুঝলুম, আমার পুত্রবধূ সূতিকা-ঘর থেকে আমার সদ্যোজাত শিশুকে বক্ষে তুলে নিয়েছিলেন।

ব্রজ। করুণা কাকে বল্‌ছেন জানি না। মমতা—মমতা—এমন মমতা বুঝি কখন কোন জননীতে দেখি নি। সেই মমতার জন্য মায়ের নিত্য লাঞ্ছনা, স্বামীর কাছে লাঞ্ছনা, আমার কাছে লাঞ্ছনা, ঘরে পরে লাঞ্ছনা। পাছে পুত্রবাৎসল্যের তিল মাত্র অঙ্গহানি হয়, এই জন্য মা আমার পুত্র-কামনা করলেন না।

সাবাজ। ব্রজনাথ! ক্ষান্ত হও, যাবার মুখে বাধা দিও না। দিলে আবার আমি তোমাদের উপর অত্যাচার করব।

ব্রজ। এর চেয়ে আর কি অত্যাচার করবেন?

এতক্ষণ খাড়া ছিলুম, বাবু? আপনাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার কোমর ভেঙ্গে গেছে।

সাবাজ। মাথা ভূমিতে ঠেকিয়ে দেব। এবারকার অত্যাচারের ভারে মাটীতে সংলগ্ন মাথা আর তুমি উপরে তুলতে পারবে না। চোখ দিয়ে ইহজন্মে আর আকাশ দেখবার শক্তি থাকবে না। তুমি বিব্রত হবে, মা বিব্রত হবেন, বিব্রতের সংসার নিয়ে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থির হ'তে পারবে না।

ব্রজ। না—না, চ'লে যান, চ'লে যান, আর বিব্রত ক'রে কাজ নাই। আমি মরতে বসেছি, আমার বিব্রত হওয়ায় ক্ষতি নেই। আপনি কি বলতে চাচ্ছিলেন, আমি অনুমানে বুঝেছি। আর ব'লে কাজ নেই। পিতৃগুরু জ্ঞানে যে নিত্য আপনার পাদুকা পূজা করে, তাকে আর বিব্রত করবেন না। আপনার এক দুরন্ত পুত্রের জন্য মায়ের একদণ্ডও শান্তি নেই। আর তাকে অন্য পুত্রের ভার দিয়ে চরম অত্যাচার করবেন না।

সাবাজ। রঙ্গলালকে আমি দেখেছি ব্রজনাথ।

ব্রজ। তা হ'লে আবার এলে কেন? তুমিই ত আগে থাকতে সংসারটা চূর্ণ ক'রে দিয়েছ।

সাবাজ। হয় হোক। পুত্রবধূর মাতৃস্নেহ বসরাই গোলাপের মত আমার চোখের উপরে ফুটে উঠেছে; আমি দেখছি। ব্রজনাথ! তোমার হাতে সংসার তুলে দিয়ে আমি পালিয়েছিলুম। তুমি সেই সংসার বজায় রেখেছ, তোমার দেবনিশ্বাসে পরিবর্দ্ধিত তরু কখনও কু-ফল প্রসব করবে না। আমি বলছি, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাক। আমি চল্লুম। আমার বংশের প্রদীপ নন্দলালকে দেখবার লোভও সংবরণ করেছিলুম, অমন সাবিত্রী তুল্য পুত্রবধূকেও দেখবার লোভ সংবরণ করেছিলুম; কিন্তু সখা, তোমার কাছে অচেনা থাকবার ক্রোধ সংবরণ করতে পারি নি। তাই এলুম—দেখলুম। ব্রাহ্মণ! আবার প্রণাম যাও, চল্লুম। রঙ্গলালকে তিরস্কার ক'র না। হোক্ সে দুরন্ত, তার অপরিচিত জনকের নামের উপর শ্রদ্ধা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তার বীরত্ব দেখে গর্ব্বে বক্ষ ফুলে উঠেছে। অনুমতি কর সখা, এইবারে বিদায় গ্রহণ করি।

ব্রজ। কি বলতে চেয়েছিলেন?

সাবাজ। আর বলব না।

ব্রজ। বাব।

সাবাজ। আর পিছু ডেকো না ব্রজনাথ, আমি সাবাজ খাঁ।

ব্রজ। আমাদের সে খাঁ বাবু? তাকে কোথায় রেখে এলেন?

সাবাজ। কেন ব্রজনাথ, আবার তাকে কেন? তবে হে কঠোর! তোমার চোকে না কি জল নেই!

ব্রজ। আপনার ওপরই রাগ। সে যে পরাণ-পুতলি। অপবিত্র স্থানে যদি ছোলা-গাছ হয়, তার ফলেও দেবতার নৈবেদ্য হয়। তাঁর এক কথাতেই আমি বুঝেছি, সে সোনার চাঁদ।

সাবাজ। সে কোথায়, আমি জানি না।

ব্রজ। সে কি?

সাবাজ। আমি তাকে গোপাল মন্দিরের দ্বারে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলুম। সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। কোথাও তাকে খুঁজে পেলুম না। তাকে বোধ হয় রায়দীঘি কোলে ক'রেছে। [প্রস্থান।

(গজাননের প্রবেশ)

গজা। বাবু! বাবু!

[প্রস্থান।

সাবাজ। (নেপথ্যে) গজানন! আমি তোর বাবু নই, আমি সাবাজ খাঁ।

(গজাননের পুনঃ প্রবেশ)

গজা। নায়েব মশাই—নায়েব মশাই!

ব্রজ। হুঁসিয়ার গজানন! এ কথা যদি মুখ থেকে বেরোয়, তা হ'লে তুই রাজপুত নোস্!

গজা। তবে আর কেন ঘোষাল মশায় চল্লুম! বাঙ্গলার সরস বায়ু আমার সইল না। [প্রস্থান।

ব্রজ। এ কি বিভীষিকার দৃশ্য! দেখে হাত পা অবশ হয়ে আসছে। কিন্তু হতভাগ্য শেষকালে কি ব'লে গেল? সত্য সত্যই কি অমন সোনার পুতুলটাকে জলে ডুবিয়ে গেল না কি? আর হতভাগ্যের সংসারই দেখছি যখন ডুবতে বসলো, তখন তার একার ভাবনা ভেবে মরি কেন? পিপাসার্ত্ত মৃত্যু রায়বংশের রক্ত-পানের জন্য আকাশটাকে হাঁয়ের আকারে পরিণত করেছে। আমি তার কোন্ অংশ বন্ধ করবো? এ কথা কি গোপন থাকবে? মা জানবে, নন্দলাল জানবে, ছোটটা আগেই জেনেছে। গেল গেল, ডুবে গেল—রায় বংশটা বুঝি রায়দীঘির উদরস্থ হ'ল।

পঞ্চম দৃশ্য

গোপাল-বাটীর সম্মুখ।

নসীরমামুদ ও জৈনুদ্দীন।

নসীর। তাই ত গোপাল, বড় যে আক্ষেপ রইলো, তোমার হাতে আমি বাঁশী দিতে পারলুম না।

জৈনু। আমি যে বাঁশী নেবো না।

নসী। নেবে না?

জৈনু। না গুরু, শ্রেষ্ঠ অসিধারীর পুত্র আমি। অসি ফেললে বাবার মান থাকবে কেন?

নসীর। বেশ বাপ, বেশ। অসি বাঁশী মিলিয়ে নে, দেখে আমার হৃদয় আশ্বস্ত হোক। বাঁশীর সুরে অসির ঝঙ্কার, অসির ঝঙ্কারে বাঁশীর সুর—শুনে আমার কর্ণ শীতল হোক। ঐ দেখ বংশীধারী গোপাল আমার অসিধারী গোপালকে আলিঙ্গন করবার জন্য তাঁর ঘরের দ্বার উন্মোচন ক'রে রেখেছেন। যাও গোপাল, প্রবেশ কর।

নসীরমামুদের গীত।

তুঝ্‌সে হাম্‌নে দিলকো লাগায়া
যো কুছ হ্যায় সো তুঁ হি হ্যায়।
এক তুঝ্‌কো আপনা পায়া
যো কুছ হ্যায় সো তুঁ হি হ্যায়।
দেলকা মকা সবকা মকীতু,
কোন্‌সা দিল হ্যায় যিসমে নাহি তু;
খোদা এক দিল্‌মে তুনে সমায়া,
যো কুছ হ্যায় সো তুঁ হি হ্যায়।
কেয়া মুলাএক কেয়া ইন্‌সান,
কেয়া হিন্দু কেয়া মুসলমান।
যৈসা চাহা তুনে বানায়া,
যো কুছ হ্যায় সো তুঁ হি হ্যায়।
কাবামে কেয়া, আউর দয়েরমে কেয়া,
আগে তেরে শির সজেদে ঝোকায়া
তেরে পয়গাম্ হারদম দম ভর
যো কুছ হ্যায় সো তুঁ হি হ্যায়।
আস্‌ মেনে কম জমীতক,
আউর জমীনসে আস্‌ বরীতক্,
যাঁহা যাই দেখা তুঁ হি নজরমে আয়া,
যো কুছ হ্যায় সো তুঁ হি হ্যায়।
সোচা সমঝা দেখাভলা,
তু যৈসা নাকোই ঢুঁড় নিকালা,
আব ইয়ে সমঝ মে জফরকি আয়া,
যো কুছ হ্যায় সো তুঁ হি হ্যায়।

[নসীর মামুদের প্রস্থান।

(ভোলাইয়ের প্রবেশ)

ভোলা। আরে মল, এ ফিসির ফিসির বেটাকে কোথাও যে খুঁজে বার করতে পারলুম না গা! এখানেও ফিসির ফিসির? এ কি, ভূত আওয়াজ করছে না কি বাবা! না—না—ও কি! গুড়ি গুড়ি মেরে ফটকের ভিতর ঢুকছে! কে তুই?

জৈনু। কঠোর কথা কয়ো না! কে আমি তা বলব না।

ভোলা। তোকে বলতে হবে না, তোর বলবার আগেই তা বুঝেছি। তুই পাঠানের চর। ভিতরে কি আছে জানবার জন্য তোকে এক মজার সাজে সাজিয়ে পাঠিয়েছে। কার সঙ্গে কথা কইছিলি?

জৈনু। তাও ত তোমাকে বলব না।

ভোলা। উঃ! ছোঁড়া ত ভারি চালাক! কে তোর সঙ্গে ছিল বল্! নইলে কান পাকিয়ে ছিঁড়ে দেব। আমি কি দেখি নি মনে করেছিস্?

জৈনু। তুমি ত দেখতে জান না, তুমি কেমন ক'রে তাঁকে দেখবে?

ভোলাই। উঃ! এমন চালাক ত আমি কখন দেখি নি।

জৈনু। তোর দুর্ভাগ্য তাই দেখিস্ নি।

ভোলাই। কি বল্লি?

জৈনু। সুমুখ থেকে স'রে যা বে-আদব! এতক্ষণের কথাতেও যখন তোর জ্ঞান হ'ল না, তখন তুই মাতাল। আর আমি তোর কথার উত্তর দেব না—(অভ্যন্তরে গমনোদ্যত)।

ভোলাই। এ দিকে কোথায় চলেছ খোকা মিঞা? এ তোদের পাঠানের মস্‌জিদ নয়, হিন্দুর মন্দির! এখানে তোর ঢোকবার অধিকার নেই! (ভোলার জৈনুদ্দীনের সম্মুখে গমন ও জৈনুদ্দীনের অসিতে হস্তক্ষেপ)—তাই ত! কি এ? এ যে আমাকে অবাক ক'রে ফেললে দেখছি! বালকের এত সাহস! তা হ'ক, অন্ততঃ ছোটবাবুকে না জানিয়ে একে ত আমি

ভিতরে প্রবেশ করতে দিতে পারি না! আচ্ছা, আমার কথা যদি তোমার কড়া বোধ হয়ে থাকে, আমাকে মাপ্ কর। কিন্তু এখন তোমাকে আমি ভিতরে প্রবেশ করতে দিতে পারি না। ঠাকুরবাড়ীর মালিক ভিতরে গেছেন। তিনি এখনি ফিরে আসবেন। তিনি যদি তোমায় যেতে বলেন, আমার আপত্তি নেই।

জৈনু। মিছে কথা। তুই ঠাকুরবাড়ীর মালিককে দেখিস্ নি।

(গমনোদ্যোগ)

ভোলাই। তবে রে বে-আদব! এই সড়্কি দিয়ে তোকে আমি দেয়ালে গেঁথে ফেলব।

(সড়কি উত্তোলন। জৈনুদ্দীন অসির দ্বারা সড়কিতে আঘাত করিল, সড়কি দূরে বিক্ষিপ্ত হইল এবং ভোলাই ভূমিতে পড়িল)

জৈনু। (ভোলাইয়ের পৃষ্ঠস্পর্শ) কি ভাই? এই-বারে যাব?

ভোলাই। যাও হজরত! তবে একটি কথা ব'লে যাও। ঘাড় ধরতে গিয়েছিলুম। ধরতে গিয়ে ঘাড় গুঁজড়ে মাটীতে পড়েছি। প'ড়ে প'ড়ে এই পা ধরলুম। যদি না বল, ম'রে ম'রেও তোমার পা ধ'রে থাকব।

জৈনু। কি বল?

ভোলাই। হজরৎ! আমি নিরেট মূর্খ। আদব জানি না, কথা জানি না। এক মাত্র বলের অহংকার নিয়ে খাড়া ছিলুম, তাও আমার আজ চূর্ণ হয়ে গেল। মূর্খকে ছলনা ক'র না। সত্য বল, তুমি কে?

জৈনু। তাই ত ভাই, এ যে বড় কঠিন প্রশ্ন করলে!

ভোলাই। তবে কেমন ক'রে ভিতরে যেতে পার যাও।

জৈনু। তুমি কি কিছু অনুমান করেছ?

ভোলাই। আমি যা করবার করেছি; তুমি বল।

জৈনু। কাউকেও বল্‌বে না?

ভোলাই। মূর্খ—কথার ঠিক কোন কালেই রাখি নি। বলব না এ কথা হলফ্ ক'রে বলতে পারি না।

জৈনু। পা ছাড়।

ভোলাই। বলবে না?

জৈনু। বলব! বলব! যখন বলেছি, তখন তুমি নিশ্চিন্ত হও। তবে তুমি আগে বল, তুমি আমাকে কি মনে করেছ?

ভোলাই। এই ভারি গোল বাধালে।

জৈনু। বল—বল!

ভোলাই। আমি মাতাল, আমার কি চোখের যুৎ আছে?

জৈনু। বল ভাই, বল। আর আমি দেরি করতে পারব না। মন্দির আমাকে টান্‌ছে।

ভোলাই। তুমি গোপাল।

জৈনু। কি ক'রে বুঝলে ভাই?

ভোলাই। তুমি হাঁ কি না, আগে বল।

জৈনু। আমার এখন ওই নাম।

ভোলাই। কি বল্লে, আবার বল, আবার বল। আমি মাতাল ব'লে যেন আমাকে তামাসা ক'র না।

জৈনু। তামাসা নয় ভাই, বাবা আমাকে ওই নামে ডেকেছেন। গুরু আমাকে ঐ নাম দিয়েছেন। আমি—(নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া) গোপাল! গোপাল! গোপাল!

[প্রস্থান।

ভোলাই। যাক্ বাবা, জন্ম সার্থক হয়ে গেল। পাকের ছেলে হ'য়ে সাধু ছোট বাবুর সঙ্গের গুণে আজ আমার গোপালের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে গেল। আমি ধন্য—আমি ধন্য! নেশা আবার ঘেরে এলো। তবে থাক ফটক, তুই আপনাকে আপনি আগ্‌লাতে থাক্। আমি ফাঁকে ফাঁকে চোক্‌বুজে গোপাল গোপাল ক'রে আর একটু নেশা ক'রে নি। গোপাল—গোপাল,—গোপাল! এক এক নামে এক একটি পিপের মদ যেন চাপ্ বেঁধে ঢুকে আছে। আর দাঁড়াতে পারি না। যার বাড়ীর ফটক, সে নিজে আগ্‌লাক্—আমি শুয়ে চোক্ বুজে কেবল দেখতে থাকি—গোপাল! গোপাল!! গোপাল!!!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বনপথ।

সাবাজ ও সহবৎ।

সহবৎ। তাই ত হুজুরালি, অমন অপূর্ব্ব পুত্র প্রথম-দৃষ্ট পিতার স্নেহ পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে দাঁড়াল, আপনি তাকে নিরাশ ক'রে পালিয়ে এলেন?

সাবাজ। অপূর্ব্ব? তুমিও বলছ অপূর্ব্ব? আমি বলছি তোমার অপূর্ব্ব! তোমার কথায় সে যুবকের পরিচয় হবে? না। একবার দেখা, মুহূর্ত্তের জন্য দেখা—তবু আমিই তোমাকে বলছি—সে অপূর্ব্ব! কিন্তু সহবৎ! পিতা ও পুত্রের মিলন-রহস্যটা কি অদ্ভুত অপূর্ব্ব, সেটা তুমি দেখলে না?

সহবৎ। বিলক্ষণ দেখলেম হুজুরালি!

সাবাজ। সর্ব্বত্র শুনেছ, সর্ব্বত্র দেখেছ, স্নেহ চিরদিনই আকর্ষণ করে, কিন্তু আজ প্রথম দেখলে সেই স্নেহ তড়িৎ-প্রবাহের মত চক্ষের নিমেষে আমাকে কত দূরে নিক্ষেপ ক'রে দিলে। এতদূর যে, আর আমি তার সমীপস্থ হ'তে পারব না।

সহবৎ। আপনার অবস্থা দেখে আমার কান্না আসছে।

সাবাজ। আর আমার অবস্থা স্মরণ করতে না করতে আমার প্রবল হাসি আসছে। সহবৎ! তোমাকে সন্তানের মত দেখি। স্বহস্তে আমি তোমাকে মানুষ করেছি। আমি যাতে হাস্‌ছি, তুমি তাতে কাঁদবে কেন? পুত্রকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বাইশ বৎসরের আমার রহস্যময় জীবনের ইতিহাস এক মুহূর্ত্তে আমার মনের মধ্যে জেগে উঠেছে। গোপালের মন্দির-চূড়া ভাঙ্গবার প্রতীকারের জন্য আমি সারদিয়া ত্যাগ ক'রে গিয়েছিলুম। প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, যদি না প্রতীকার ক'রতে পারি ত আর দেশে ফিরে আত্মীয়ের কাছে মুখ দেখাব না! গৌড়ে গেলুম। ওমারাহের কাছে আবেদন করলুম, বাদশার কাছে আবেদন করলুম, কেউ আমার আবেদনে কর্ণপাত করলে না। শুধু কর্ণপাত করলে না নয় সহবৎ, যার কাছে গেলুম, তার কাছে তিরস্কার মাত্র আমার লাভ হ'ল। বারংবারের লাঞ্ছনায় শেষে গোপালের উপরেই আমার দারুণ ক্রোধ জন্মে গেল। ভাবলুম, যে নিজেরই আশ্রয়-মন্দির রক্ষা করতে অপারগ, তার আশ্রয় গ্রহণ করবার মূল্য কি? সেই সময়েই এক ফকীরের মহত্বে আকৃষ্ট হ'য়ে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করলুম। সঙ্গে সঙ্গে নূতন সংসার। সুন্দরী পাঠান-কন্যার রূপে আকৃষ্ট হ'য়ে তাকে বিবাহ করলুম। তারপর অসংখ্য ঘটনা! কি আর বলব? মান, যশ, প্রতিষ্ঠা, ভারে ভারে এই ভাগ্যবান্ সাবাজকে আশ্রয় করলে। কি বল্লুম সহবৎ—ভাগ্যবান্! নিজেকে ভাগ্যবান্ বল্লুম না?

সহবৎ। আর আপনাকে বলতে হবে না। আপনি শিবিরে চলুন।

সাবাজ। সহবৎ, আমার কথা শুনে তুমি আমাকে পাগল মনে ক'র না। আমি সত্য সত্যই ভাগ্যবান্। শুধু ভাগ্যবান্ কেন, আমার ভাগ্যের তুলনা নেই। আমি পতিব্রতা পত্নীকে ত্যাগ ক'রে গেছি। অপূর্ব্ব গুণময়ী পুত্রবধূ ত্যাগ ক'রে গেছি। পিতৃপরায়ণ, তখনকার একমাত্র পুত্র, রতিলালের একমাত্র বংশধর পরিত্যাগ ক'রে গেছি। শেষে ইহজন্মের মত গোপালকে ত্যাগ ক'রে গেছি। তবু—তবু আমি ভাগ্যবান্। আমি গোপালকে পরিত্যাগ করেছি, কিন্তু এখন দেখছি গোপাল আমাকে পরিত্যাগ করে নি। আজ বাইশ বৎসর পরে তার মন্দির চূর্ণ দেখ্‌বার জন্য আমাকে সে নিমন্ত্রণ ক'রে সরদিয়ায় নিয়ে এসেছে।

সহবৎ। ও সব কথা ছেড়ে দিন হুজুরালি।

সাবাজ। এক দিন আগে এলুম না কেন—এক দিন পরে এলুম না কেন? ঠিক সেই দিন? যে দিনে মন্দির চূর্ণ করবার কথা উঠেছে, সেই দিন এলুম? যেমন এলুম, যেমন সরদিয়া-প্রান্তে পা দিলুম, অমনি শুনলুম? সহবৎ! তুমি মুসলমান, আমার চ'ক্ষে খাঁটি মুসলমান। তোমাকে বলছি—শুনে তুমি তৃপ্তি পাবে ব'লে বলছি—শোন, এ মন্দির চূর্ণ দেখতে এখন আমার কোনও দুঃখ নেই।

সহবৎ। মন্দির চূর্ণ হবে আপনাকে বল্লে কে?

সাবাজ। আহা শোন—কথায় বাধা দিও না। আমি সত্য সত্যই বলছি, কোনও দুঃখ নাই। ভাঙ্গুক—ভাঙ্গুক! শুধু মেদিনীপুরের পাঠান কেন, সমস্ত পাঠান—যারা আজ আশ্চর্য্য ভাবে এখানে সমবেত হয়েছে, তারা সকলে একত্র হ'য়ে এ মন্দির চূর্ণ করুক, আমি তাদের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাস্যমুখে তা

দেখব। তবে একটা আশ্চর্য্য কথা শোন, রঘুপতির উত্তর-কোশল আর যদুপতির মথুরাপুরী কতকাল মাটীর গর্ভে মিশিয়ে গেছে। কিন্তু তাদের অধিপতির রাম-কৃষ্ণ-নাম কই, কাল ত কোনও ক্রমে বিলয় করতে পারলে না। সে চিন্ময় নামের চিন্ময় ধাম অপরূপ ঔজ্জ্বল্যে আজও পর্য্যন্ত জগতে কিরণ বিতরণ করছে সহবৎ! তোমরা মৃন্ময় মন্দির ভাঙ্গতে পার, গোপালের মৃন্ময় আধার ভাঙ্গতে পার, কিন্তু চিন্ময়—গোপালকে ত ভাঙ্গতে পারবে না।

সহবৎ। এ সব কথা কেন তুলছেন? পাঠানে আপনার এ মন্দির আর ভাঙ্গছে না।

সাবাজ। বল কি?

সহবৎ। আমি বলছি, আপনি বিশ্বাস করুন।

সাবাজ। তুমি বললেই আমি বিশ্বাস করব? আর গোপাল যে আমার এক চিরহিতৈষী নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের মুখ দিয়ে এত বড় নিমন্ত্রণ কথাটা শুনিয়ে দিলে, সেটাকে অবিশ্বাস করব?

সহবৎ। না ক'রে কি করবেন? যে জন্য আপনার পুত্রের উপর পাঠানের ক্রোধ হবে, সে গোলমাল মিটে যাচ্ছে!

সাবাজ। কি রকম, কি রকম?

সহবৎ। আপনার পুত্র উজীর-কুমারীকে তাঁর পিতার কাছে নিয়ে যাচ্ছে।

সাবাজ। কোথায় তাঁর পিতা?

সহবৎ। খোদার বিচিত্র মর্জি! আজ তাঁরই ইচ্ছায় উজীর সাহেব আপনার ঘরে অতিথি।

সাবাজ। বল কি?

সহবৎ। এই যে বললুম হুজুরালি! আপনি দেখতে ইচ্ছা করেন? চলুন দেখিয়ে আনি।

সাবাজ। যে ব্যক্তি আমার চির শত্রু, সেই আমার পুত্রের ঘরে অতিথি!

সহবৎ। আর পুত্রের ঘর বলছেন কেন? আপনি যখন ফিরে এসেছেন, তখন সে আপনারই ঘর।

সাবাজ। আমার ঘর? সোনার চাঁদ ছেলে—প্রথম দেখা—বুকের কাছে এলো আলিঙ্গন করতে পারলুম না! জ্যেষ্ঠ পুত্র—রামের মতন গুণবান্, পুত্রবধূ—সতী সীতার মত গুণবতী—তাদের আড়াল থেকেও দেখতে সাহস করলুম না! ছোট ছেলে—মাতৃবিয়োগের পর থেকে যে এক দণ্ডও আমাকে ছেড়ে থাকতে পারত না, সে আমার মুখে গোপালের নাম শুনে পাগলের মত গোপাল ধরতে ছুটে গেল! আমি ধরতে গিয়ে পেছিয়ে এলুম! আমার ঘর?

সহবৎ। হুজুরালি! রাত্রি প্রভাতে সমস্ত গোলমাল মিটে যাবে। আমি রঙ্গলাল বাবুকে সমস্ত কথা বলেছি। আগে উজীর-কন্যার ঝঞ্ঝাট মিটে যাক্। এখনি তিনি ফিরে এসে আপনার কনিষ্ঠ পুত্রের সন্ধান করবেন।

সাবাজ। তাই ত! কোথা থেকে উজীরও সরদিয়ায় এসে জুটলো? তাই কি না এই রাত্রেই? এক দিন আগে নয়, এক দিন পরে নয়? প্রভাতেও নয়? সহবৎ! তুমি বুঝতে পারবে না, এ আমাদের নারদের নিমন্ত্রণ—মন্দির আর থাকে না।

(নেপথ্যে কোলাহল)

সহবৎ। হুজুরালি! একটু আড়ালে চলুন। আপনাকে এখানে কোন পাঠান দেখে, এটা আমার ইচ্ছা নয়।

সাবাজ। উজীর-কুমারীকে যে দিন ছেলে রক্ষা করলে, সেই দিনেই উজীর এসে অতিথি হ'ল!

[উভয়ের অন্তরালে গমন।

(অনুচরগণ সহ মুদ্দা খাঁ ও পাঠান সরদারের প্রবেশ)

মুদ্দা। যদি পারবেন না, সে কথা বললেই ত হোত; আমি নিজে রায়-গুষ্টিকে বুঝে নিতুম।

সর। পারব না। এ কথা আপনাকে বললে কে? তবে সেনাপতির দোসরা হুকুম না এলে পারব না।

মুদ্দা। রাত ত শেষ হ'তে চললো, আর হুকুম কবে আসবে? আপনাদের সেনাপতি মাঝে প'ড়ে ব্যাঘাত না দিলে আমি নিজেই এতক্ষণে সব কাজ শেষ ক'রে ফেলতুম। দু'হাজার খিলিজি পাঠান অস্ত্র-শস্ত্র হাতে নিয়ে পঙ্গুর মত দাঁড়িয়ে আছে। আপনাদের মুখ চেয়ে আমি তাদের হুকুম দিতে পারলুম না।

সর। বেশ ত, কাল দেবেন। একটা তুচ্ছ মৌজাদার মারতে এত ব্যস্ত কেন খাঁ সাহেব?

মুদ্দা। কাল তাদের হুকুম দিয়ে ফল কি? কাল রায়েরা কি আমাদের জন্য অপেক্ষা ক'রে ব'সে থাকবে?

সর। না থাকে উপায় নেই। একটা মাছি

মারতে আমরা যে এই রাত্রিতে লুকিয়ে কামান পাতবো, তা পারবো না। কাল আমাদের এক একটা সেপাই তলোয়ারের চোটে দশ দশটা মোগলের মাথা নিয়েছে। সেই আমরা এক জন নগণ্য মৌজাদারকে শাস্তি দিতে রাত্রিকালে চোরের মত মাথা গুঁজে যে এতদূরে এসেছি, এতেই আমাদের মাথা কাটা যাচ্ছে।

মুন্দা। নগণ্য আপনারা বলছেন। তারা ত আপনাদের নগণ্য বলে না। তা যদি তারা বোধ করত, তা হ'লে উজীর-কন্যাকে তারা চুরি করতে সাহস করত না।

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। সরদার এখানে আছেন ?

সর। কি খবর ?

সৈনিক। জলদি আসুন। আমরা মনসবদারকে খুঁজে পাচ্ছি না।

সর। সে কি ?

মুন্দা। আর খুঁজে পেয়েছ। তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়েছে।

সর। খবরদার খাঁ সাহেব।

সৈনিক। না—না ওঁকে কিছু বলবেন না। তাই আমাদের সন্দেহ। মনসবদার জীবিত নেই। উজীর-কন্যার শোকে মনসবদার হয়ত এ বুনো দেশের কোথাও অসাবধান হয়েছিলেন। শয়তানেরা তাঁকে সেই সুযোগে মেরে ফেলেছে।

সর। আর তোমরা ?

সৈনিক। মনসবদারের পর আপনি। আপনার হুকুম না পেলে ত আমরা কিছু করতে পারি না।

সর। দুশো কামান একেবারে বারুদ পূর্ণ ক'রে প্রস্তুত রাখ। যান খাঁ সাহেব আপনি ঘরে যান। সরদিয়াকে ভূমিসাৎ করিতে আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হবে না।

[সরদার ও সৈনিকের প্রস্থান।

মুন্দা। ইয়া আল্লা! আবার আশা! শোন ভাই সব, এই ফাঁকে যদি তোরা উজীর-কুমারীর সন্ধান করতে পারিস, তা হ'লে লোক পিছু হাজার টাকা বক্‌সিস্। সন্ধান কর্—চুপে চুপে—যেন কেয়ানী পাঠান না জান্‌তে পারে। একবার তাকে কোনও ক্রমে ঘরের ভিতর ঢোকাতে পারলে, আর দুনিয়া তার সন্ধান পাবে না। ভাই সব! আমি তোমাদের পিছনের বল ঠিক করতে চললুম।

[সকলের প্রস্থান।

সাবাজ। শুনলে সহবৎ ?

সহবৎ। ও কমবখত মুন্দা খাঁ কি করবে ? আপনার পুত্রের সহায় যে সব বীর দেখে এলুম, তারা ওরূপ দশ হাজার পাঠানের যোগ্য। কিন্তু ওরা কি এতই হীন-বুদ্ধি হবে যে, প্রচণ্ড মোগল দশ কোশ পিছনে জেনেও, এইখানে ব'সে বারুদ-গোলা-গুলোর অপব্যয় করবে ?

সাবাজ। (হাস্য) দশ ক্রোশ পিছনে তোমাকে কে বললে ? পিঠে এসে চেপেছে। হতভাগারা এতই মোহগ্রস্ত যে, তা বুঝতে পারছে না।

সহবৎ। এ সব কি বলছেন ?

সাবাজ। এই ঝাড়খণ্ডের পার্শ্বে এসে পড়েছে। মাঝে শুধু একটি জঙ্গলের ব্যবধান। কাঁসাইয়ের ঝঞ্ঝাট মিটিয়েছে! শুধু এই কলাইকুণ্ডার জঙ্গল। যদি ঘুণাক্ষরে তারা বুঝতে পারে আমরা এত নিকটে ছাউনি ক'রে আছি, তা হ'লে এইখানেই পাঠান রাজত্বের হেস্ত-নেস্ত হয়ে যায়।

সহবৎ। তা হ'লে কি হবে হুজুরালি ?

সাবাজ। যে সব কথা তোমার ভাই-বেরাদারদের মুখে শুনলুম, তাতে কি হবে আর জানতে ইচ্ছে হয় না। সহবৎ! সহবৎ! বিশ্বাস ঘাতক হব ?

সহবৎ। দোহাই দোহাই—ও কথা বলবেন না। অন্ততঃ এ গোলাম জীবিত থাকতে বলবেন না।

সাবাজ। তা হ'লে যাও, উজীর যদি সত্যই আমার বাড়ীতে অতিথি, আমি তাঁকে এক চিঠি দিই, এখনি গিয়ে তাঁকে দিয়ে এস। সেই সঙ্গে এক তলোয়ার, ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে এক গাছে পেয়েছি, সেটাকে দেখে উজীরের ব'লে বোধ হয়েছে। চ'লে এস, বিলম্ব ক'র না ?

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্দির-সম্মুখস্থ সোপান।

কলিবেগম।

(গীত)

এ মোর নূতন বীণা বেঁধেছি নূতন তারে।
জেগেছে নূতন প্রাণ ভেসেছে নূতন গান
কি এক নূতন সুরে॥
নূতন বাসনা জাগে
কি নবীন অনুরাগে!
খুলেছি হৃদয়-দ্বার, আনিতে ঘরে
কি জানি কেমন মোর প্রাণ বঁধুয়ারে॥

(রঙ্গলালের প্রবেশ)

রঙ্গ। এ কি, বেগম-সাহেব, আপনি যে একা!

কলি। বা! বা! কে-ও বাবু-সাহেব? আপনিও যে একা?

রঙ্গ। আমার কথা পরে বলছি। আপনি আগে বলুন, যাঁর হাতে আপনাকে সঁপে দিয়ে গেছি, তিনি ত আপনাকে ফেলে যাবার পাত্রী ন'ন।

কলি। তিনি আমাকে ফেলে যান নি। আর যদি আমি চিরদিনই তাঁর আশ্রয়ে থাকতে চাই, আমার বিশ্বাস, চিরদিনই আমাকে কাছে রাখবেন। এমন দয়াময়ী আমি জীবনে কখনও দেখি নি। ফেলে গেছেন আপনি।

রঙ্গ। আমি ত আপনার পিতার অনুসন্ধানে যাবার জন্য আপনার কাছে বিদায় নিয়ে গেছি বিবি-সাহেব!

কলি। আপনি আমার পিতার সন্ধান পেয়েছেন।

রঙ্গ। কেমন ক'রে বুঝলেন? আমি এ কথা ত এখনও কাউকে বলি নি!

কলি। বিস্মিত হবেন না। আপনি বিস্মিত হচ্ছেন দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি। আপনি সত্যবাদী। যখনই আপনাকে ফিরতে দেখেছি, তখনই বুঝেছি, পিতার সন্ধান না নিয়ে আপনি ফেরেন নি।

রঙ্গ। তাঁকে পেয়েছি।

কলি। পেয়েছেন, ভালই হয়েছে। আপনার আমাকে রক্ষার দায়িত্ব সঙ্গে সঙ্গে ঘুচে গেছে। মা আসুন, তাঁকে আপনি স্থাননির্দ্দেশ ক'রে দেবেন। মা নিয়ে যান, তাঁর সঙ্গে যাব। নইলে আমি নিজেই যাব বাবু-সাহেব?

রঙ্গ। আমার নিয়ে যাওয়ায় কি আপত্তি আছে?

কলি। আমার আপত্তি নেই। পূর্ব্বেই ত বলেছি, আমার পিতার আপত্তি আছে। তাঁর সঙ্গে যদি ওমরাও থাকেন, তাঁদের আপত্তি আছে। বিশেষতঃ এক জন আমীর যদি তাঁর সঙ্গে থাকেন, আপনার সঙ্গে আমার যাওয়ায়, তাঁরই বিশেষ আপত্তি হবে।

রঙ্গ। তিনি কি আপনার—

কলি। কেউ নন।

রঙ্গ। বিবি-সাহেব! বিদায়-মুখে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, অনুমতি করুন।

কলি। বলুন।

রঙ্গ। আগে বুঝেছিলেম আপনি কুমারী।

কলি। না বাবু-সাহেব, আমার স্বামী আছেন।

রঙ্গ। আছেন?

কলি। খুব আছেন। (উদ্দেশে বারংবার সেলাম করণ) তিনি দীর্ঘজীবী হউন।

রঙ্গ। তিনি কোথায়?

কলি। এ কথা কি উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করছেন?

রঙ্গ। উদ্দেশ্য অন্য কিছুই নয়। আমার সঙ্গে আপনার যাওয়ায় তাঁরই বিশেষ আপত্তি হ'তে পারে।

কলি। যে আমীরকে আমি উদ্দেশ করলুম, তাঁর সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছিল।

রঙ্গ। স্বামী থাকতে?

কলি। মূর্খ রাজপুত! পাঠান কি এতই মর্য্যাদা-হীন?

রঙ্গ। (মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে) বিবি-সাহেব বড় হেঁয়ালি! শেষ কথাটার এক বর্ণ বুঝতে পারলেম না।

কলি। বুঝে কাজ নেই, চ'লে যান। মা আসছেন। আপনাকে এত কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে, তিনি দুঃখিত হবেন।

রঙ্গ। তাই ত! আমি আপনার এত কাছে!

মাফ করুন, অন্তমনস্কে মর্য্যাদার ব্যবধান রাখতে পারি নি।

(রঙ্গলাল পিছাইতে লাগিলেন—কলিবেগম তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন)

এ কি বিবি-সাহেব! আপনি আবার কাছে আসছেন কেন?

কলি। আমি আপনার কাছে থাকলে মা দুঃখিত হবেন না। আমি তাঁর কাছে মন্ত্র পেয়েছি।

রঙ্গ। ওঃ! তা হ'লে আমার এখানে থাকতে আপনারই বিশেষ আপত্তি!

কলি। তবে থাকুন।

(ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ)

ভুবনে। কলি!

কলি। কি মা?

ভুবনে। পাঠান আবার মেদিনীপুরের দিকে চ'লে গেল। আমার স্বামীকে দেখবার যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, তা হ'লে এই উপযুক্ত সময়। কে-ও—রঙ্গলাল? তুমি বৰ্দ্ধমান গিয়েছিলে?

রঙ্গ। গেলে কি এখনি ফিরে আসতে পারতেম? বৰ্দ্ধমান এখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ।

ভুবনে। পঞ্চাশ ক্রোশ! তুমি আমাকে ত দূরের কথা কও নি? এত দূরের কথা বললে আমি কখনই তোমাকে যেতে অনুমতি দিতেম না। বেশ, তবে এখনি ফিরে এলে কেন? পথ থেকে বেরিয়ে দূরের স্মরণেই কি তোমার সঙ্কল্পচ্যুতি হ'ল?

রঙ্গ। না, পথেই বিবি-সাহেবের পিতার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে।

ভুবনে। নিশ্চিন্ত। তবে আর কি? মাকে তুমি তাঁর কাছে উপস্থিত কর।

রঙ্গ। তাঁর সঙ্গে এখনও আমার পরিচয় হয় নি। আমি লুকিয়ে তাঁর পরিচয় জেনেছি।

ভুবনে। এ রকম করবার প্রয়োজন?

রঙ্গ। যে অবস্থায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ, সে অবস্থায় তাঁর পরিচয় নেওয়া আমি ভাল বোধ করি নি। তিনি বিপন্ন। পরিচয় গোপন ক'রে পথ চলছেন।

ভুবনে। তিনি আছেন?

রঙ্গ। আছেন। দেওয়ানজী তাঁকে আমাদের কাছারী-বাড়ীতেই আবদ্ধ করেছেন।

ভুবনে। কলি! এঁর সঙ্গে যাওয়া তুমি ভাল বিবেচনা কর, না আমার সঙ্গে যাওয়া ভাল মনে কর?

কলি। কাছারীবাড়ী এখান থেকে কত দূর?

ভুবনে। ক্রোশ দুই হবে।

কলি। আমি নিজেই তাঁর কাছে উপস্থিত হওয়া ভাল মনে করি।

ভুবনে। সেটা যে হ'তে দিতে পারব না মা!

কলি। সঙ্গে দাসী দাও।

ভুবনে। রঙ্গলাল! তোমার দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

রঙ্গ। (অবনতমস্তকে) না।

ভুবনে। সঙ্কোচের সহিত বলছ কেন? তাঁর দেখা পাও নি,না দেখা করতে সাহস কর নি? সঙ্কোচ কেন মূর্খ! বল, আমি তাঁর সংবাদ জানতে ব্যাকুল হয়েছি।

রঙ্গ। নেশার মুখে তাঁকে অন্বেষণ করেছিলেম। খুঁজতে খুঁজতে যখন নেশা ছেড়ে গেল, তখন তাঁর কাছে উপস্থিত হ'তে আমার ভয় হ'ল।

ভুবনে। তাঁর খবর পেয়েছ?

রঙ্গ। তা পেয়েছি। এখন বোধ হয়, তিনি বাড়ীতে।

ভুবনে। একা?

রঙ্গ। বোধ হয়।

ভুবনে। তাঁর সঙ্গে কি তোমার দেখা করতে ইচ্ছা আছে?

রঙ্গ। ইচ্ছা ছিল—সাহস ছিল না, এইবারে তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

ভুবনে। তা হ'লে আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব ক'র না, এখনি যাও। যদি এখনও যেতে ইতস্ততঃ কর,তা হ'লে তোমাকে 'মা' বলতে যে নিষেধ করেছিলুম, তাতে আমার আর আক্ষেপ থাকবে না।

রঙ্গ। স্বামী আছে! স্বামী আছে! আর কেন, এইবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে দাদার সঙ্গে দেখা করি।

[রঙ্গলালের প্রস্থান।

কলি। সন্তানের উপর আজ এত কঠোর কেন হ'লে মা!

ভুবনে। জিজ্ঞাসা ক'র না মা! আমার উত্তর তোমার শুনতে বড়ই কঠোর হবে।

কলি। কোমলতাময়ি! একবার কঠোর হও, দেখি।

(ভুবনেশ্বরীর চক্ষে অঞ্চল দান)

শিশোদীয়া কন্যা! আমি তোমার পরলোকগত সতী-সঙ্গিনীদের তেজোদৃপ্ত মুখশ্রী তোমার মুখে প্রতিফলিত দেখতে এসেছি। তোমার চক্ষের জল দেখতে আসি নি।

ভুবনে। তোমাদের উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধের পরিচয় দিয়েছ কি?

কলি। পরিচয় দেবার সমস্ত সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল—দিই নি। অতি কষ্টে ধৈর্য্যধারণ করেছিলেম।

ভুবনে। তুমি ধন্য! আর তোমার সঙ্গ যদি এই সামান্য ক্ষণের জন্যও পেয়ে থাকি, তা হ'লে আমিও ধন্য।

কলি। বললে প্রতীকার নেই। নিরর্থক তাঁকে কষ্ট দেওয়া ব'লে বলি নি। আমার ভাগ্যে যা হবার তা হ'য়ে গেছে। মনঃপ্রাণ যখন আপনার সন্তানকে সমর্পণ করেছি, তখন ঠিক জেনো মা, যখন যেখানে যে অবস্থায় থাকি, আমি তাঁর। সাম্রাজ্যের প্রলোভনেও অন্য পুরুষ আমার ইঙ্গিত আকর্ষণ করতে পারবে না।

ভুবনে। তুমি সতীকন্যা সতী। তোমাকে আর কোনও কথা আমার বলবার নেই। অতি কঠোর সমাজ বাধা না দিলে আজ আমি তোমার মুখচুম্বন করতুম।

কলি। মা মা! তোমার গোপালের প্রসাদ খেয়েও কি এ মুখে পবিত্রতা এলো না?

ভুবনে। ওঃ! তুমি বড় বলেছ—(হস্ত দ্বারা কলির চিবুক স্পর্শ ও চুম্বন) গোপাল! গোপাল! গোপাল! এ বালিকা যে তোমারই চরণামৃত—আকাশ থেকে তোমার চরণে ঝ'রে পড়া নির্ম্মাল্য, কিন্তু বিধিলিপি—এমন রত্ন হাতে পেয়েও বুকে ধরতে পারলুম না—নিক্ষেপ করতে হ'ল!

কলি। মা! হৃদয় কাতর হয়ে আসছে। বিলম্ব করলে কাঁদব। আমাকে যত শীঘ্র পার বিদায় দাও।

ভুবনে। বিদায়—এ কথা কেমন ক'রে মুখে আনবো মা? মা! গোপালমন্দিরের চূড়ায় ব'সে তুমি সঙ্কল্প নিয়ে সতীধর্ম্ম গ্রহণ করেছ। যেখানে যে অবস্থায় থাক, আমারও যদি সতীত্বের অভিমান থাকে, আমি মুক্তকণ্ঠে গোপালকে শুনিয়ে বলছি, তুমি রাঠোর-কুলবধূ—আমার মা। তুমি কাঁদবে? আমি কাঁদছি। শুধু আমি কাঁদছি? আমার গোপাল কাঁদছে। শোন প্রিয়তমে! গোপালের ঘরের দ্বার রোধ করতে গিয়ে শুনি, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসে গোপাল মন্দির-হৃদয় কাঁপিয়ে তুলেছে।

কলি। বল কি মা, গোপালের আমার প্রতি এত করুণা?

ভুবনে। করুণা কি কলি—প্রেম! তুমি যে সতী! গোপাল সৎপুরুষ! তুমি আজ তার ঘরে অতিথি। তুমি চ'লে যাবে, বিরহভয়ে গোপাল ব্যাকুল হয়েছে। মিথ্যা বলি নি মা! প্রথমে শোনবার ভুল মনে করলুম! তখন আবার শুনলুম—আবার শুনলুম। মা! সে কি মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস! গোপাল ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদছে। তবু আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে বুক বেঁধেছি।

কলি। রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। এক জন দাসী দাও। রাত্রি থাকতে থাকতে সে আমাকে পিতার কাছে রেখে আসুক।

ভুবনে। এই যে, দাসী তোমারই সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

কলি। ও কি বলছেন মা!

ভুবনে। কিছু অন্যায় বলি নি! সন্তানের দাস্য-রস মায়ের মত কে কোথায় আস্বাদন করেছে? সূতিকা ঘর থেকে যাকে বুকে ক'রে মানুষ করেছিলেম, তুমি তাকে মনে মনে পতিত্বে অঙ্গীকার করেছ। বিধাতার ইচ্ছায় তোমাদের উভয়ের মধ্যে বাড়বানল-ভরা বিশাল সাগরের ব্যবধান। তা ব'লে তোমাকে আমি বক্ষের কাছে পেয়ে মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করব কেন? আর মুখের দিকে চেয়ো না, দ্বিরুক্তি ক'র না, আমার অনুসরণ কর।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

গোপাল-বাটীর সম্মুখ।

ভোলাই।

ভোলাই। গোপাল—গোপাল! বা! গোপাল! বা! মেরে ফেলে চ'লে যাচ্ছিলে ভাই, সে যে আমার ছিল ভাল। এ যে পিঠে হাত দিয়ে, ভাই বোলে আদর ক'রে আমার দফা রফা ক'রে গেলে! খোদার নাম নিয়ে গোপালকে আগলাতে এলুম, গোপাল পেয়ে গেলুম। কোথা থেকে কি ক'রে সড়্‌কির মুখে গোপাল-কমল ফুটে উঠলো। বিঁধতে গেলুম, কমল লাফিয়ে বুকে এলো। হা আল্লা! তার মৃণাল এমন ক'রে বুকে বিঁধে গেছে যে, কালু সরদারের সড়্‌কিও হাজার খোঁচা দিয়ে তাকে বুক থেকে তুলতে পারবে না। বাবা! গোপাল-মদে এমন নেশা? মদের সৌরভে এমন আকুল ক'রে দিয়েছে যে, ইহজন্মে আর যে ভাল ক'রে চোখ মেলে চাইব, তারও উপায় নেই।

(নন্দলালের প্রবেশ)

নন্দ। বাড়ীর কোথাও তারে দেখতে পেলুম না। বাগান-বাড়ীতে পেলুম না। একমাত্র আশা—মন্দির। কিন্তু একা এতক্ষণ, সে কি মন্দিরে আছে? এই যে মন্দিরের ফটক খোলা! তবে কি আর সে আছে? কে তুমি?

ভোলাই। চোক চাইতে পারছি না, তবে কথাতে বুঝেছি, তুমি বড় বাবু! সেলাম বড় বাবু, সেলাম।

নন্দ। কেও—ভোলাই?

ভোলাই। আজ্ঞে।

নন্দ। তুই এখানে কি করছিস্?

ভোলাই। এই ত হুজুর দেখতেই পাচ্ছ। ছোট বাবু আমাকে ফটক আগলাতে রেখে গেছে।

নন্দ। তা বুঝি এমনি ক'রে আগলাচ্ছ?

ভোলাই। আজ্ঞে এমন সুবিধার পাহারাদারী আমার জীবনে কখন ঘটে নি।

নন্দ। আঃ—মাতাল!

ভোলাই। আজ্ঞে হুজুর, শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল নই। গোপাল মদে মাতাল। উঃ! গোপাল-মদে এত নেশা?

নন্দ। ছি—ভোলাই—অমন বাপের নাম ডোবালি!

ভোলাই। আমার বাপের নাম কি হুজুর।

নন্দ। দুর বেটা, দুঃখের উপরও হাসি আনালি।

ভোলাই। কিসের দুঃখ, তোমার কিসের দুঃখ? হাসো—হাসো কেবল হাসো। আগে ছিলুম নকল ভোলাই, এখন হয়েছি খাঁটি। গোপাল-মদে আমার বাপের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়ে দিয়েছে।

নন্দ। তোর বড়-মা এর ভিতরে আছে কি বলতে পারিস?

ভোলাই। তোমার কিসের দুঃখ? বড়-মা গোপালের মা—তুমি—গোপালের বাপ।

নন্দ। যা বল্লুম, শুনতে পেলি?

ভোলাই। শুনেছি—গোপালের মা—বাবা তাঁর নাম শুন্‌বো না? সেলাম—গোপালের মা! সেলাম।

নন্দ। (স্বগত) বেটা প্রচণ্ড মাতাল হয়েছে। ওকে জিজ্ঞাসা ক'রে ফল কি?

ভোলাই। গোপাল—গোপাল—গোপাল। গোপালের বাপ, গোপালের মা—গোপাল যদি আমাকে ভাই বলে, আমিও তোমাদের ছা। তা হ'লে যা ভোলা, বাবার পায়ের কাছে গড়িয়ে যা।

নন্দ। দুর হতভাগা, দুর। আর তোর পাহারাদারী করতে হবে না, ঘরে যা। তোর পিয়ারের বাবু কোথা?

ভোলাই। ভিতরে ঢুকেছিল! তার পর কি বলব হুজুর?

নন্দ। মদ খেতে গেছে?

ভোলাই। গোপালের বাপ, কি না!—অন্তর্যামী। কথা মুখ থেকে বেরুতে না বেরুতে ধ'রে ফেলেছে।

নন্দ। হাঁ রে ভোলাই!

ভোলাই। হুজুর।

নন্দ। ছোটবাবু যে মেয়েটিকে এনেছে—

ভোলাই। ছোট-মা'র কথা বলছ হুজুর?

নন্দ। দুর হ—উঠে যা (ভোলাই নন্দলালের পা ধরিল) পা ছেড়ে দে ভোলাই। রাগে বলছি নি—উঠে যা—তোর বাপের কাছে যা। পথে কোথাও থাকিস্ নি।

ভোলাই। কেন হুজুর?

নন্দ। এখনও পাঠানের ভয় যায় নি। এখনও তাদের আক্রমণ করবার সম্ভাবনা আছে। তোকে এ অবস্থায় দেখতে পেলে তারা মেরে ফেলবে।

ভোলাই। মেরে ফেলবে? আমাকে? (উঠিয়া বসিল) আমি গোপালের পাইক—আমাকে পাঠানে মেরে ফেলবে? বল কি হুজুর? গোপালের বাপ হয়ে তুমি এই কথাটা বললে! পাঠান ত এসেছিল। কই—ভোলাকে মারতে পারলে না?

নন্দ। পাঠান এসেছিল কি রে?

ভোলাই। পাঠান ত এসেছিল—

নন্দ। পাঠান এসেছিল কি? কালু সর্দ্দারের বেটা! পাঠান এলো, তুই চুপ ক'রে ব'সে রইলি!

ভোলাই। ব'সে কি হুজুর, শুয়ে—সে কি ছোট খাট পাঠান, চোক বুজেই বুঝলুম, এমন এমন পালোয়ান! এলো, খোলা ফটক দেখে ঢুকতে গেল, আর ভোলা মিঞার একটি মর্ম্মভেদী কথা শুনে ছুড় ছুড় ক'রে পালালো। হুজুর! আমি তোমার গোপালের সঙ্গে আজ লড়াই করেছি। হেরে মরেছি—তা হোক্, হেরে হেরেও তাকে হারিয়ে দিয়েছি। শেষকালে পিঠে হাত দিয়ে, ভাই ব'লে খোসামুদি কত!—বাপ! সে কি আক্রেসিয়াব, না দুনিয়ার রাজা পালোয়ান রোস্তম?

নন্দ। তবেই ঠিক হয়েছে! এ কিছু দেখতে পায় নি। বড় বউকে ঠিক ধ'রে নিয়ে গিয়েছে। রঙ্গলাল যাকে ধ'রে এনেছিল, মুন্না খাঁ বোধ হয়, তাকেও ফিরে পেয়েছে। পাঠানের প্রতিশোধ নেবার যে চূড়ান্ত কাজ গোপাল মূর্ত্তি-চূর্ণ—তাও বোধ হয়, তারা শেষ করেছে।

ভোলাই। বাপ্! তুমি আক্রেসিয়াব না রোস্তম্? তোমার নাম উচ্চারণ করতে না করতে পাঠান পালোয়ান পালিয়ে গেল।

নন্দ। ভোলাই! সত্য ক'রে বল, তোর কোনও সঙ্কোচ করতে হবে না, সত্য বল্, তোর বড়-মা ভিতরে আছে কি না?

ভোলাই। কি ক'রে জানব হুজুর! তাঁকে ঢুকতেও দেখি নি, বেরুতেও দেখি নি! এই সবে চোক্ মেলছি। তোমার হাঁটু পর্য্যন্ত দৃষ্টি উঠেছে। দেখছি, তোমার হাঁটু কাঁপছে, না, আমার দৃষ্টি কাঁপছে?

নন্দ। মহাত্মা কালুর পুত্র হয়ে তুই এমন পশু, তা আমি জানতুম না।

ভোলাই। (দাঁড়াইয়া উঠিল) বড়-বাবু! এতক্ষণে নেশা ছুটল।

নন্দ। আমার সর্ব্বনাশ ক'রে তোর নেশা ছুটলেই কি আর না ছুটলেই কি! যা উল্লুক, এ ফটক আগ-লাবার কাজ তোর হয়ে গেছে। এখান থেকে চ'লে যা।

ভোলাই! বড় বাবু! বড় বাবু! কড়া কথায় পাক বাপের খাতির রাখে না।

নন্দ। ভোলাই! তোর বড়-মা'র চিন্তায় আমি আত্মহারা হয়েছি। আমাকে ও খাতির দেখাবার তোর প্রয়োজন নেই। যদিও এখনি তোকে আমি টুকরো ক'রে রেখে যেতে পারি, কিন্তু আমি তা করব না। তুই আমাকে এইখানে এই গোপালের ফটকে শুইয়ে রেখে যা, আমি কোড়ে আঙ্গুলটি পর্য্যন্ত তোর বিরুদ্ধে তুলব না। (ভোলাই নন্দলালের পদ ধরিল) হয়েছে হয়েছে ওঠ্। তোর সঙ্গে কথা কাটাবার আমার সময় নেই। ক্ষমা করলুম—ওঠ্। আরে গেল—হতভাগা ছাড়। তুই কালুর বেটা, কালু আমার রঙ্গলালের ওস্তাদ্—আমার ভাই।

ভোলাই। (ক্রন্দন করিতে করিতে) বড়-বাবু! অধম পাইকের পেটে গোপাল-মদ সইল না। আমি এ বয়স পর্য্যন্ত কখনও তোমার হাঁটুর ওপর চোক তুলিনি, আজ তোমার মুখের ওপর চেয়ে জবাব দিলুম! আমাকে কেটে ফেল।

নন্দ। আর কাটতে হবে না ওঠ্।

ভোলাই। বাবা শুনলেই আমাকে কেটে ফেল্‌বে।

নন্দ। আরে হতভাগা, এ কথা আমি কি তোর বাবাকে বলতে পারি?

ভোলাই। তুমি বলবে কেন, আমি নিজে বলব। বাবা যেমন শুনবে, আমি তোমার মুখের ওপর জবাব দিয়েছি, তখনি কেটে ফেল্‌বে, তার পর পুত্রশোক সামলাতে না পারে কাঁদবে।

নন্দ। খবরদার! যদি আমাকে ভালবাসিস, তা হ'লে কখনও এ কথা তাকে বলিস নে।

ভোলাই। তা হ'লে আশীর্ব্বাদ কর, গোপাল-মদ আমার পেটে সইবে।

নন্দ। গোপাল-মদ কি?

ভোলাই। আমি বলি, আর মদের তুমি পিপেটাকেই পেটে পুরে দাও।

নন্দ। দূর হতভাগা।

ভোলাই। বল সইবে। বল—

নন্দ। সইবে, সইবে।

(ভোলাই দাঁড়াইল ও সড়কি অন্বেষণ করিয়া তুলিল)

ভোলাই। তা হ'লে বড়-মা মন্দিরে আছে কি না একবার দেখে এস, আমি ছোট বাবুকে খুঁজতে চল্লুম।

চতুর্থ দৃশ্য

নাটমন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ।

ভুবনেশ্বরী।

ভুবনে। আর ভাবতে পারি না। আর ভাবতে গেলে মাথা ঠিক রাখতে পারব না। পাঠানী মা, বিদায়। তোকে ঘরে রাখতে অন্যায় সাহস আমি কিছুতেই করতে পারি না। রাখতে গেলে আমার কুঁড়ে ঘরের যা কিছু সঞ্চিত ধন এক পলকে মিলিয়ে যায়। গোপাল! রায়বংশকে কেবল রহস্য করতেই কি তুমি ওই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করেছিলে? রহস্যের পর রহস্য—এত দিনের চেষ্টায় কোনও রকমে প্রাণের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছিলুম। নিয়ে অভাবকে ভাব ক'রে দিন কাটিয়ে আসছিলুম। কিন্তু শেষে এ কি করলে? কোথা থেকে কি ক'রে এক অভাবনীয় অচিন্তনীয় পথ দিয়ে এ কি বিচিত্র অতিথি আমার ঘরে ধ'রে নিয়ে এলে? তোমার এ রহস্য আমি সহ্য করব না। কিন্তু—মনে কথা তুলতেই প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠছে। তবু পাঠানীকে বিদায় দেব। গোপাল, তোমার এক রহস্যে সদ্যোজাত শিশু কোলে ক'রে বন্ধ্যা পুত্রবতী হয়েছে। দ্বিতীয় রহস্যে এক মুসলমানী বধূ ঘরে পুরে আমি আবার বন্ধ্যা হ'তে পারব না।

(কলির প্রবেশ)

কি গো? এত দেরী ক'রে এলি যে? গোপালের সঙ্গে কি কথা কইছিলি না কি?

কলি। কথাই কইছিলুম। তুমি বললে, গোপাল অঘটন ঘটাতে পারে, পঙ্গুকে গিরি-লঙ্ঘন করাতে পারে। কিন্তু তার আগে একবার বলেছিলে, আমার ও তোমার পুত্রের মধ্যে বাড়বানল-ভরা বিশাল সাগরের ব্যবধান। তাই গোপালকে জিজ্ঞাসা করছিলুম, গোপাল! এই সাগর শুকিয়ে তুমি চলাচলের একটা সুগম পথ ক'রে দিতে পার না?

ভুবনে। তা হ'লে আমার পুত্রকে পাবার তুমি আশা রেখেছ?

কলি। সে কি মা! অবস্থার তীব্র রহস্যে স্বামীকে পাওয়া অতি অসম্ভব জানি, কিন্তু তা ব'লে আশাকে পরিত্যাগ করব কেন?

ভুবনে। না মা, যদি সতীত্বের অভিমান রাখি, তোমাকে আশা-ত্যাগের কথা বলতে পারি না। ক্ষণ-পূর্ব্বে আমি নিজের স্বামীকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলুম। সেই স্বামী আসছেন। একবার অন্তরালে যাও, অন্তরাল থেকে তাঁকে ভাল ক'রে দেখে নাও। যখন ডাকব, তখন কাছে এস।

কলি। কেমন ক'রে তাঁকে অভিবাদন করব?

ভুবনে। কেন মা, তোমাদের যেমন রীতি—সেলাম করবে।

কলি। না না। আমার স্বামীর জ্যেষ্ঠ। তোমার তিনি স্বামী। আমি গোপালকে সেলাম করেছি। বালক দেখে করেছি। তাঁকে করব না। জলদি বল, কি করব?

ভুবনে। আমি যেমন ক'রে গোপালকে প্রণাম করেছি। হাঁটু গেড়ে ভূমিতে মাথা স্পর্শ করাই আমাদের দেবতা ও গুরুজনকে অভিবাদনের রীতি।

[কলির প্রস্থান।

(নন্দলালের প্রবেশ)

নন্দ। এ তুমি কি করলে বড়-বউ? তোমাকে পাঠাবার সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চ'লে গেলুম, তুমি কি না ইচ্ছা ক'রে আমাকে বিপদগ্রস্ত করলে! তোমার জন্য গো-বেচারা গজানন আমার কাছে লাঞ্ছনা খেলে।

ভুবনে। আমি ত যাচ্ছিলুম। যাবার সময় তুমি বংশের কথা তুললে কেন? তুমি রাঠোর, তুমি শক্রভয়ে ঘর ত্যাগ করলে না, আমি শিশোদীয়া কন্যা—ত্যাগ করব? রঙ্গলাল তোমার সঙ্গে দেখা করেছে?

নন্দ। সে বেঁচে আছে?

ভুবনে। দেখা করে নি?

নন্দ। না।

ভুবনে। আমার এত অনুরোধ সত্ত্বেও সে দেখা করলে না?

নন্দ। না। দেখা? সেই মূর্খটাকে খুঁজতেই আমি আত্মরক্ষার কোনও ব্যবস্থা করতে পারলুম না।

যাক্! এখনি চ'লে এস। কি তোমার অন্যায় সাহস! এই দোর-খোলা মন্দির-বাড়ীতে একা তুমি কেমন ক'রে ব'সে আছ? পাঠানের প্রকৃতি আমি বুঝতে পারছি না। শুনলুম, অস্ত্রধারী কতকগুলো দুর্ব্বৃত্ত একটু আগে কটকের কাছ পর্য্যন্ত এসে ফিরে গেছে। বোধ হয় তারা বুঝেছিল, এর ভিতরে কেউ নেই। কেউ আছে জানলে, বোধ হয় —বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই তারা ফিরে যেত না। যতই সাহসিনী হও, শিশোদীয়-কন্যা একা তোমার এরূপ সময় সাহস ভাল হয় নি!

ভুবনে। একা কোথায়? কলি!

(কলির প্রবেশ)

নন্দ। আমি ত বুঝতে পারছি না—কে ইনি, বড়বউ?

(ব্রজনাথের প্রবেশ)

ব্রজ। বড় বাবু! বড় বাবু! শীঘ্র আমার সঙ্গে এস। এ কি! এ কি? মা? তুমি আছ? আচ্ছা বেশ করেছ—বেশ করেছ। ভেতো বাঙ্গালীর বুদ্ধিতে তোমাকে ঘর ছেড়ে চ'লে যেতে হুকুম করেছিলুম। তুমি যে যাও নি, বেশ করেছ। সঙ্গে উটি কে?

ভুবনে। মা! ইনি আমার স্বামী। আর এই আমাদের বংশের সুহৃৎ—তেজোময় ব্রাহ্মণ—ঋষি গুরু বশিষ্ঠ।

(কলির উভয়কে প্রণাম করণ)

ব্রজ। হাঁ মা? এই ইনি?

নন্দ। এই ইনি?

ভুবনে। ইনিই।

নন্দ। অভিবাদনের এরূপ রীতি তুমি কোথা থেকে শিক্ষা করলে মা?

ব্রজ। সম্মুখে মা দাঁড়িয়ে, কে শিখালে এ কথা আর কি জিজ্ঞাসা করতে হয় বড় বাবু? উজীর-কন্যা।

নন্দ। উজীর-কন্যা? (অভিবাদনোদ্যোগ)

ভুবনে। (নন্দের হস্ত ধরিয়া) সেলাম পরে ক'র! আগে নায়েব-মশায়ের কথা শোন।

ব্রজ। একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, সত্যি ক'রে বল, তোমার মর্য্যাদা অটুট আছে?

কলি। আছে জনাবালি! আমার এক রক্ষীর সঙ্গে আমি কটক যাচ্ছিলুম। এই গ্রামেরই সন্নিকটে একটা জঙ্গলে তার অপঘাত মৃত্যু হয়। আমাকে নিঃসহায় বুঝে এক দুর্ব্বৃত্ত পাঠান-সর্দার আমাকে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছিল। এঁর পুত্র—শুধু হাতে জনাবালি —বীরের কন্যা হ'য়েও এরূপ বীরত্ব আমি দেখি নি। দেখি নি, বলায় মূল্য নেই—শুনি নি। শুধু হাতে চল্লিশ পঞ্চাশ জন অস্ত্রধারী পাঠানের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করেছেন।

নন্দ। হাঁ বড় বউ! হতভাগাটা এলো না— এলো না? আমার সঙ্গে দেখা করলে না! রঙ্গলাল! রঙ্গলাল!

ভুবনে। ব্যাকুল হয়ো না। এখন এ কন্যাকে কি করব বল।

নন্দ। কি করব নায়েব ম'শায়?

ব্রজ। কি করতে চাও মা?

ভুবনে। সে কথা বলতে আমার ত অধিকার নেই ঠাকুর। তবে রাজপুতানা হ'লে বলতে পারতুম। বীর্য্যশুল্কা নারী ক্ষত্রিয় অন্তঃপুরের গর্ব্ব। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ বাপ্পারাও আফগান জয় ক'রে পাঠানপতির কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন! এ আপনাদের ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাঙ্গলা। ক্ষত্রিয়ের এ বাঙ্গলার সমাজে কতটা অধিকার আছে জানি না।

ব্রজ। মা! উজীর-কন্যাকে জিজ্ঞাসা কর, উনি কি করতে চান।

ভুবনে। আপনিই জিজ্ঞাসা করুন।

ব্রজ। মা! পিতার কাছে ফিরে যেতে চাও, না এখানে থাকতে চাও।

কলি। স্থান আমি মনে নির্দ্দেশ করি নি। পিতার কাছে পাঠিয়ে দিতে চান, সেখানে থাকব। এখানে রাখতে চান, থাকব। তবে যেখানেই থাকি, যে অবস্থাতেই থাকি, সর্ব্বদাই আমি মনে করব, আমি রাঠোর-কুলবধূ। এঁর সন্তানই আমার স্বামী।

ব্রজ। এঁর সন্তান যদি আপনাকে পত্নী ব'লে গ্রহণ করতে না চান?

কলি। পত্নী ব'লে আমাকে গ্রহণ করা তাঁর সাধ্য কি? আর কুলবধূরূপে ঘরে রাখতে আপনাদেরই বা সাহস কি? আজ যিনি বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আমীর, কাল হবেন যিনি বাঙ্গালীর দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা, সেই প্রসিদ্ধ পাঠান বীর জুনিদ খাঁ আমার পাণিপ্রার্থী।

ব্রজ। তাদের সে অবস্থা আর নেই। পাঠান স্থানচ্যুত শক্তিহীন।

কলি। তা আমি জানি। তথাপি যে শক্তি তাদের এখনও অবশিষ্ট আছে, তাতে এক জন ক্ষুদ্র মৌজাদারের ঘর ধূলিসাৎ করতে তাদের কিছুমাত্র সময় লাগবে না।

ব্রজ। তা হ'লে, এর পর যখন তুমি গৌড়ে বাদশার সিংহাসনের পার্শ্বে বসবে, তখনও কি মনে করবে তুমি রাঠোর-কুলবধূ?

কলি। মা! এঁকে বশিষ্ঠ না কি একটা বল্‌লে? তুমি যখন বলেছ, তখন আমি বুঝেছিলুম, বশিষ্ঠ কথাটার মানে জ্ঞানী। মা! তা হ'লে এই জ্ঞানী ব্রাহ্মণকে আমার অবস্থাটা বুঝিয়ে দাও।

ব্রজ। সতি! ওঁকে আর বোঝাতে হবে না। তোমার কথাতেই বুঝেছি। তুমি কি বোঝবার জন্যই এতগুলো প্রশ্ন করলুম।

ভুবনে। ঠাকুর, গোপালমন্দিরের চূড়ায় ব'সে, আমি এই বালিকাতে আজ সতীতেজের স্ফুরণ দেখেছি।

ব্রজ। তা হ'লে মা-লক্ষ্মীকে ঘরে রাখ।

ভুবনে। আপনি তা হ'লে কি করবেন?

ব্রজ। তোমার পুত্রের বৌ-ভোজের দিন মাতৃদত্ত মিষ্টান্ন আমিই সর্ব্ব প্রথম মুখে তুলব।

নন্দ। উজীর-পুত্রি! তোমাকে ভ্রাতৃবধূ ব'লে গ্রহণ করলুম। ক্ষুদ্র মৌজাদার হ'লেও আমি রাজপুত। তোমার গর্ব্বের কথাও সেই সঙ্গে গ্রহণ করলুম। তোমাকে গৃহে রাখতে যদি আমার গৃহ ধূলিসাৎ হয়, তাও স্বীকার, তবু তোমাকে আমি রাখব।

ভুবনে। তা হ'লে আপনারা অনুমতি করুন, রঙ্গলাল ডাকাতের উপর ডাকাতি করেছে, সে আনা ত ঠিক্ আনা হয় নি, মাকে তার পিতাকে দেখিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসি।

নন্দ। পিতা? বাঙ্গলার উজীর? তাঁকে কোথায় কেমন ক'রে দেখিয়ে আন্‌বে?

ব্রজ। ভয় কি বড় বাবু! তোমার কাছারী-বাড়ীতে আজ বাঙ্গলার বাদসাহীকে আবদ্ধ করেছি।

নন্দ। বিচিত্র! বিচিত্র! তা হ'লে যাও মা, এঁর সঙ্গে, পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে ফিরে এস। বাঙ্গলা বুঝি আজ রাজপুতনার অভিনয় দেখ্‌তে ব্যগ্র হয়েছে। নইলে এরূপ অভাবনীয় অচিন্তনীয় ঘটনা সকলের একত্র সমাবেশ কেউ কল্পনাতেও আন্‌তে পারে না।

ভুবনে। চল ছোট বউ, আমাদের বাপের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আসি।

পঞ্চম দৃশ্য

কাছারী বাটীর প্রাঙ্গণ

জুনিদ্ ও সুলেমান।

জুনিদ্। হুজুরালি! আমাদের দ্বারা আর বাঙ্গলার মালিকানি চলবে না।

সুলে। বুঝতে পেরেছ জুনিদ খাঁ? একটা ক্ষুদ্র মৌজাদারের নায়েব আমাদের চোখের ইঙ্গিতে বন্দী ক'রে গেল।

জুনিদ। আপনার কন্যার জন্য আমার এই দুরবস্থা?

সুলে। একটা তুচ্ছ বালিকার মোহে তোমার এই দুরবস্থা?

জুনিদ। সিংহাসনের মোহ পরিত্যাগ করতে পারি, তবু আপনার কন্যার মোহ পরিত্যাগ করতে পারি না। সৈন্য-সংগ্রহের নিমিত্ত আমি মেদিনীপুরে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে আপনার কন্যার দুরবস্থা শুনেই আমার মস্তিষ্ক একেবারে বিচলিত হয়ে গেল। খিলিজি পাঠান তিন্‌শ' বছরের এ দেশে বাস ক'রেও জাতির মহত্ত্ব বিস্মৃত হয় নি। এক অজ্ঞাত-কুলশীলা পাঠান-কন্যার মর্য্যাদা তারা নিজের ঘরের ইজ্জত মনে ক'রে তার রক্ষার সঙ্কল্পে অস্ত্র ধরেছে, আর আমি শুনে চুপ ক'রে থাকব? কালে যে এক দিন সমস্ত বাঙ্গলার অধীশ্বরী হবে, একটা ঘৃণিত তুচ্ছ কাফের তাকে চুরি ক'রে নিয়ে গেছে, এ কথা শুনে আমি কিছুতেই মস্তিষ্ক স্থির রাখ্‌তে পারলুম না। কোথা থেকে এসেছি, কি করতে এসেছি, এক মুহূর্ত্তে সে সমস্ত ভুলে গিয়েছিলুম। দুরাত্মাকে ও যে যেখানে তার আত্মীয় স্বজন আছে—সকলকে ধ্বংস করতে নিজের ফৌজকেই হুকুম করব মনে মনে স্থির করেছিলুম। হায়! কুক্ষণে সে সময় আপনার কথা স্মরণে এলো। তা যদি না হ'ত, এতক্ষণ সব কার্য্য আমার নিষ্পন্ন হয়ে যেত। দুরাত্মাদের শাস্তি

হোতো, আপনার কন্যার উদ্ধার হোতো আর বিক্রম-শালী নূতন পাঠান-সৈন্যের সাহায্যে এতক্ষণে আমার প্রভুভক্ত সহচরেরা রাজা টোডরমল্লের পৃষ্ঠদেশ ক্ষত বিক্ষত করতো। মোগল-সৈন্য হয় বন্দী, নয় সমূলে ধ্বংস হোত।

সুলে। বল, এখনও যদি মোগলকে আক্রমণ করবার তোমার সময় থাকে, তা হ'লে সাবাজ খাঁর সঙ্গে মিলিত হ'য়ে যত শীঘ্র পার তাদের আক্রমণ কর। আমি তোমার উদ্ধারের ব্যবস্থা করছি।

জুনিদ। আর আপনি?

সুলে। আমাকে মুক্ত দেখবার জন্য তুমি ব্যাকুল হয়ো না, আমি আমার প্রিয় তরবারিকে যখন স্বেচ্ছায় হস্তচ্যুত করেছি, তখন আমার মুক্তি মূল্যহীন। তুমি যদি মুক্তি চাও, বল!

জুনিদ। আপনার তরবারি আমি যদি আনিয়ে দিই?

সুলে। বৃদ্ধ বয়সে আমাকে কন্যাঘাতী দেখবে কেন?

জুনিদ। বলেন কি?

সুলে। কন্যাকে জীবিত দেখতে আর আমার ইচ্ছা নেই। জুনিদ খাঁ! যে মর্য্যাদার অভিমান মঙ্গোলী বংশের একায়ত্ত ছিল, তা সব্‌দিয়ার অনুর্ব্বর প্রান্তরে মৃত্তিকাসাৎ হয়েছে। আমার কন্যাকে এর পর তুমি রাজ্যেশ্বরী করলেও সে মর্য্যাদা আর ফিরে আসবে না। তরবারি ফিরে পেলে কন্যাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়াই আমার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য।

জুনিদ। তা হ'লে যদি পারেন, আপনি আমাকে মুক্ত করুন।

সুলে। মুক্ত হয়ে কি করবে?

জুনিদ। সর্ব্বাগ্রে আমি আপনার কন্যার উদ্ধার করব।

সুলে। আর বাঙ্গলা?

জুনিদ। তার পর বাঙ্গলা উদ্ধার করতে পারি, বহুত আচ্ছা! না পারি অন্য ব্যবস্থা। আমার পিতৃব্য সুলেমান কেরাণী পথে হাঁটতে হাঁটতে বাঙ্গলা-টাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। আমিও সেই রকম আপনার কন্যাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে হিন্দুস্থানের পথে হাঁটবো;—দেখবো, আমিও তাঁর মত কোনও একটা জায়গা কুড়িয়ে পাই কি না।

সুলে। আমি যদি তোমাকে কন্যা না দিই?

জুনিদ। হুজুরালি! আপনাকে পিতার তুল্য শ্রদ্ধা করি। আপনি আমাকে উত্তেজিত করবেন না। আমার মনের অবস্থা ভাল নয়।

সুলে। যদি না দিই?

জুনিদ। আপনার এখন কথার মূল্য কি? না দেন, ভদ্রতার খাতিরে একবার মত্রি আপনাকে জানাব। তার পর আপনার কন্যা গ্রহণ করব।

সুলে। তা ঠিক বলেছ। আমার কথার এখন মূল্য নেই। আমি স্থানচ্যুত, মোগল যুদ্ধে পরাস্ত ক'রে আমার শক্তির চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট রাখে নি। কিন্তু তথাপি জুনিদ খাঁ, আমার তরবারির মূল্য আছে।

(কালুর প্রবেশ)

কালু। খোদাবন্দ! এ তলোয়ার কি আপনার?

সুলে। জুনিদ খাঁ! তরবারি স্মরণ করতেই তরবারি এসেছে।

জুনিদ। এসেছে—আমাকে কোতল করুন। আমি জীবিত থাকতে আপনার কন্যার লোভ পরিত্যাগ করবো না। তার একটি কেশাগ্র স্পর্শ করতে দেব না।

সুলে। তরবারি কোথায় পেলে সর্দ্দার?

কালু। এক ওমরাও এটাকে এনেছেন। আপ-নার কাছে পাঠিয়ে তিনি আপনার সঙ্গে দেখার অপেক্ষায় আমাদের কাছারীবাড়ীর দেউড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন।

সুলে। তাঁকে নিয়ে এস। [কালুর প্রস্থান] এখনও বল, মুক্ত ক'রে দিই।

জুনিদ। আপনিও ত বন্দী।

সুলে। আমি এখন আমারই কাছে বন্দী—আর কারও কাছে নয়। সুলেমানের হাতে তার চির প্রিয় "আফ্‌তাফ"—ফিরে এসেছে।

জুনিদ। বলুন আপনি কন্যাকে বিনষ্ট করবেন না?

সুলে। কন্যার লাঞ্ছনা আর গোপন রইল না। অনেক কান হয়ে গেল। এর পরে কি তুমি তার সর্ব্বনাশের কথা আমাকে শোনাতে চাও? হৃদয় এখনি ভেঙ্গে আসছে! এর পরে মৃত্যু। না—না, মৃত্যুর পূর্ব্বে ভঙ্গুর দেহে বুঝি তার দুর্দ্দশার কাহিনী আমাকে শুনতে হবে। তা হবে না—তা হবে না। জুনিদ খাঁ! কন্যার দুঃখ-কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গোলী বংশের মর্য্যাদাভিমান কথাটাও দেশমধ্যে প্রচারিত হোক।

(সহবৎ খাঁর প্রবেশ)

সুলে। সহবৎ খাঁ!

সহবৎ। গোলাম হুজুরালি! আমার হুজুর আপনার কাছে এই চিঠি পাঠিয়েছেন।

সুলে। এ তলোয়ার তুমিই এনেছ?

সহবৎ। ঝাড়গ্রামের নিকট একটি গাছে আমার প্রভু এটাকে ঝুলতে দেখেছিলেন। তিনি একে দেখে বুঝেছেন এ আপনার তরবারি।

সুলে। আমি এখানে আছি, তিনি জান্‌লেন কি ক'রে?

জুনিদ। এ প্রশ্নের উত্তরে আমাদের ভাগ্যের পরিবর্ত্তন হবে না। আপনি চিঠি পড়ুন।

সহবৎ। কেও জুনিদ খাঁ? হুজুরালি, সেলাম। এ পত্র আপনিও পাঠ করুন।

জুনিদ। উজীর সাহেবের পাঠ হ'লেই আমার জানা হবে।

সুলে। তুমি যা ভেবেছিলে তাই। সাবাজ খাঁও শত্রুর অবস্থান লক্ষ্য করেছেন। তিনি পত্রপাঠ আমাদের উভয়কেই নিজ নিজ সৈন্য নিয়ে ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে মোগল শিবির আক্রমণ করতে অনুরোধ করেছেন। বলেছেন, আক্রমণের পূর্ণ সুযোগ চ'লে গেছে। তবে এখনও সুযোগ একেবারে যায় নি। এখনও আশা আছে। শত্রু ক্লান্ত, তার উপর ঝাড়খণ্ড সুরক্ষিত করবার তারা এখনও অবকাশ পায় নি। সুতরাং এখনও পাঠানের ভাগ্য পরিবর্ত্তন হ'তে পারে। এ সুযোগ ছাড়লে আর হবে না।

জুনিদ। সহবৎ খাঁ! তোমার প্রভুকে সেলাম দিয়ে বোলো আমি উঠেছি।

সুলে। সাবাজ খাঁকে আমারও সেলাম দিয়ে বোলো, আমিও উঠেছি। তবে এই একমাত্র তরবারি ভিন্ন আর আমার কিছু নাই।

সহবৎ। আমার প্রভুর সেটা অবিদিত নেই। তিনি বলেছেন, সে জন্য উজীর সাহেব যেন ব্যাকুল না হন্। তাঁর সৈন্যের অভাব হবে না।

সুলে। আমি ত তাঁর সৈন্য নিয়ে তাঁকে দুর্ব্বল করবো না।

সহবৎ। তাঁর একটি সেপাইও আপনি পাবেন না, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। প্রভু আমাদের উদার মহৎ হ'লেও আমরা সেরূপ উদার মহৎ নই। তাঁর প্রতি আপনার আচরণ তিনি ভুলতে পারেন। আমরা ভুলব না।

সুলে। তোমাদের প্রভুভক্তিতে সন্তুষ্ট হলুম। তা হ'লে জুনিদ—

জুনিদ। আমি ত আগেই উঠেছি জনাবালি।

সহবৎ। আপনি অগ্রসর হ'ন্। আমি উজীর সাহেবের ফৌজের ব্যবস্থা করি।

[প্রস্থান।

জুনিদ। জনাবালি! আমার মুক্তি?

(কালুর প্রবেশ)

সুলে। সর্দ্দার! তোমার প্রভুর ফেরবার অপেক্ষা করতে পারছি না। আমরা যে এখনি মুক্তি চাই।

কালু। খোদাবন্দ! আপনি ত কখনই বন্দী হন্ নি। নায়েব মশাই ব'লে গেছেন, যখনই আপনাদের যাবার অভিরুচি হবে, তখনই আপনারা চ'লে যাবেন।

সুলে। তা হ'লে জুনিদ খাঁ, তুমি অগ্রসর হও। আমি আমার অচেনা অজানা ফৌজের প্রতীক্ষা করি।

(জুনিদ খাঁ কিছুদুর অগ্রসর হইলে কলিবেগমের প্রবেশ)

জুনিদ। এ কি!

কলি। জুনিদ খাঁ, জল্‌দি একটু তফাৎ হও। আমার সঙ্গে জেনানা।

সুলে। তাকে বাইরেই থাকতে বল। প্রয়োজন বোধ করি, আমি তাকে ডাকবো। তুমি কাছে এস। জুনিদ খাঁ! তুমি যাও।

জুনিদ। দোহাই জনাবালি, আমার প্রতি দয়া করুন।

সুলে। মূর্খ পাঠানের স্বাধীনতা একটা তুচ্ছ বালিকার চেয়ে অনেক গুণে মূল্যবান্।

জুনিদ। আমি যাব না। যদি যাই, আপনার কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

সুলে। তবে দাঁড়াও (তরবারিতে হস্ত দান)।

জুনিদ। মোঙ্গোলী—আমি জীবিত থাকতে নয়।

সুলে। তুমি তবে মৃত।

(উভয়ের অসি-যুদ্ধ
জুনিদের হস্ত হইতে অস্ত্র পতন।)

জুনিদ। (সুলেমানের পদ ধরিয়া) দোহাই জনাবালি আমার সম্মুখে হত্যা করবেন না।

সুলে। তবে এই অস্ত্র নিয়ে চ'লে যাও।

জুনিদ। অগ্রে আমাকে হত্যা করুন।

সুলে। তা হ'লে দাঁড়াও, কন্যাকে অগ্রে হত্যা ক'রে পশ্চাতে তোমাকে হত্যা করবো। আশা করেছিলুম, তোমা হ'তে এক দিন না এক দিন বঙ্গে পাঠান-শক্তির পুনরুদ্ধার হবে। এখন বুঝেছি, হবে না। তোমারও মৃত্যু শ্রেয়ঃ। অপেক্ষা কর। এর পরে যে লোকে বলবে, এক মোঙ্গোলীর জন্য পাঠান-রাজ্যের ধ্বংস হ'ল, সে কলঙ্ক রাখবো না। যার মোহে তুমি আজ জাতি-গর্ব্ব বিস্মৃত হচ্ছ, তোমারই চোখের সম্মুখে আগে তাকে দুনিয়া থেকে সরাই। তার পরে তোমাকে সরাব। নতুবা জুনিদ খাঁ,—এখনও পর্য্যন্ত সময় দিচ্ছি, তুমি স্থানত্যাগ কর।

জুনিদ। আমি স্থান ত্যাগ করবো না।

(ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ)

কলি। এসো না মা, এসো না। এ মৃত্যুর লীলা-ভূমি। জীবনময়ী তুমি—এখানে পদার্পণ ক'র না।

ভুবনে। এ কি মা কলি, এরই মধ্যে ভুলে গেলি। মন্দিরের চূড়ায় ব'সে তোতে যে আমি সতী-শক্তির স্ফুরণ দেখেছি। এইটুকু পথ আসতেই কি তা হারিয়ে ফেল্‌লি? সতি! এক স্বামী ভিন্ন জগতের সমস্ত জীবই সতীর সন্তান। মৃত্যুও সেইরূপ সন্তান। সতী মৃত্যুকে সন্তান জ্ঞানে শিশুর মত তাকে অঞ্চলে ঢেকে ঘুরে বেড়ায়।

কলি। তবে দাঁড়াও। দাঁড়িয়ে আমার মৃত্যু দেখ।

সুলে। কে ইনি?

কলি। পরিচয় নেবার ত অবসর দিলেন না। আর পরিচয়ে প্রয়োজন নেই।

ভুবনে। আমিও আপনার কন্যা। পিতা! কি অপরাধে আমার ভগিনীকে হত্যা করছেন, এ কন্যাকে বলতে কি আপনার আপত্তি আছে?

সুলে। জুনিদ খাঁ! কিছুক্ষণের জন্য পার্শ্বের ঘরে অবস্থান কর। আর যদি যেতে ইচ্ছা কর, এই অস্ত্র নাও—এখনও সময় আছে, চ'লে যাও।

জুনিদ। আমি যাব না জনাবালি।

(অন্তরালে গমন)

সুলে। আমি নিবৃত্ত হ'তে যাচ্ছিলাম। কে মা তুমি এসে বাধা দিলে?

ভুবনে। কি অপরাধে ভগিনীকে হত্যা করবেন?

সুলে। অপরাধ? বালিকার বর্ত্তমান অবস্থাই তার অপরাধ! এ অবস্থায় ওকে আমি রাখতে পারি না।

ভুবনে। ওর কি মর্য্যাদাহানির আশঙ্কা করছেন?

সুলে। পূর্ব্বে করেছিলুম। কেমন ক'রে তোমার আশ্রয় পেয়েছে জানি না। তবে তোমাকে দেখে, আর তোমার কথা শুনে বুঝেছি, তোমার আশ্রয় পেয়ে কন্যার মর্য্যাদা শতগুণে বেড়েছে। এমন অপূর্ব্ব অমৃত-ময় কথা আমি আর কখন শুনি নি।

ভুবনে। (জোড়করে নমস্কার) এ কন্যার গর্ব্ব, না তার পিতার গর্ব্ব?

সুলে। আর ব'ল না মা, আর ব'ল না! হাত আমার অবশ হয়ে আসছে। তবু আমি কন্যাকে কাটবো, এ কন্যা জীবিত থাকলে পাঠান-রাজ্য ধ্বংস হ'য়ে যাবে।

ভুবনে। এ কন্যার সঙ্গে পাঠান-রাজ্যের কি সম্বন্ধ জানি না। তবে এটা বলতে পারি যে, এক সতী কন্যার তুলনায় সারা দুনিয়াটা মূল্যহীন। দুনিয়া ভাঙলে আবার গড়ে। পিতা! সতীত্ব ভাঙলে আর গড়ে না।

সুলে। তবু আমি কাটবো। কন্যাকে রক্ষা করি এমন স্থান আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমার বংশের ওই বালিকাই একমাত্র অবশিষ্ট। যাকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হব মনে করেছিলুম, তাকে এ কন্যা দিতে আর আমার প্রবৃত্তি নেই।

ভুবনে। পিতা! আমার ভগিনী আমাকে দিন। চির-কুমারী রেখে আমি ওর সেবা করবো।

সুলে। এইবার তোমাকে পাগলিনী বল্‌বো। ওর যদি পরিচয় গোপন থাকতো, তোমাকে দিতে পারতুম। পরিচয় প্রকাশ হয়েছে। মঙ্গোলী বংশের মর্য্যাদার তুলনায় আমিও সারা দুনিয়াটা শোলার মত হালকা মনে করি। বিশেষতঃ বাদশা পর্য্যন্ত এ কন্যাকে পাবার প্রত্যাশী। তুমি নিয়ে রাখতে পারবে কেন। কলি! ঈশ্বর স্মরণ কর।

(জুনিদের পুনঃ প্রবেশ)

জুনিদ। আল্লার দোহাই, কাটবেন না।

সুলে। এত কথা শুনেও আবার যদি তুমি কাঁদতে এসো, তা হ'লে বুঝব, জুনিদ খাঁ, তুমি মনুষ্যত্বহীন।

ভুবনে। সর্দ্দার! এই জিঘাংসু পিতার হস্ত থেকে কন্যাকে উদ্ধার করতে পারবে না?

কালু। কেন পারবো না, হুকুম করলেই পারি।

ভুবনে। তবে রক্ষা কর।

সুলে। এসো, রক্ষা কর। (উভয়ের অসিযুদ্ধ)

(কালুর পতন)

কালু। মা মা! এ যে স্বয়ং রোস্তম! আমি ত পারলুম না!

সুলে। কি মা লয়লী? আর কেউ তোর আছে?

ভুবনে। রঙ্গলাল? এই জিঘাংসু পিতার হস্ত হ'তে বালিকাকে রক্ষা কর।

(রঙ্গলালের প্রবেশ)

সুলে। কে হে তুমি?

রঙ্গ। আজ্ঞে হজুরালি, আমি।

ভুবনে। রঙ্গলাল! এই জিঘাংসু পিতার হস্ত হ'তে বালিকাকে রক্ষা কর। যদি পার, আমিই এই কন্যা তোমাকে দান করবো।

রঙ্গ। দানের লোভ কেন দেখাচ্ছ মা? বিবি-সাহেবকে রক্ষার যে আদেশ করেছ, সেই আদেশই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

ভুবনে। কেন যথেষ্ট রঙ্গলাল! তোমাকে কোলে পেয়ে একদিন বন্ধ্যা নিজেকে পুত্রবতী মনে করেছিল। শুধু স্তন্যপান করাতে পারি নি। কিন্তু সেই পালনের গর্ব্ব আজ অনুভব করলুম। বুঝলুম, তিলোত্তমার রূপ নিয়েও এ মুসলমানী তোমাকে মোহাচ্ছন্ন করতে পারে নি। আজ আমি তার পুরস্কার দেবার জন্য দাঁড়িয়েছি। এই ভীমতুল্য অস্ত্রধারী বৃদ্ধের হাত থেকে এই কন্যাকে উদ্ধার ক'রে তুমি তাকে গ্রহণ কর।

রঙ্গ। ওঁর যে স্বামী আছেন।

ভুবনে। মূর্খ! বালিকার কথার অর্থ বুঝতে পার নি। ওঁর স্বামী আছেন। রঙ্গলাল, সে আর কেউ নয়, তুমি।

কলি। দন্ত পেষণ ক'র না জুনিদ খাঁ, উনিই আমার স্বামী।

সুলে। কি বললি কম্‌বখতি?

কলি। যা বলবার বলেছি, আপনি শুনেছেন।

সুলে। সুবেদার মোনাইম খাঁর ঘরে তোকে প্রবেশ করতে দিলুম না। দিলে আমিই বাঙ্গালার মালিক হ'তে পারতুম। বাঙ্গালার ভাবী সুলতান এই যুবকেও তোকে দিলুম না। দিলে হয় ত এক দিন তোকে রাজ্যেশ্বরী দেখতে পেলুম। সেই আমার সুমুখে তুই বললি, এই ক্ষুদ্র নগণ্য হিন্দু যুবক তোর স্বামী?

কলি। যতক্ষণ রসনার কথা বলবার শক্তি থাকবে, ততক্ষণ বলবো স্বামী। যখন বনের মধ্যে নিঃসহায় বুঝে বলপূর্ব্বক পাঠান-দস্যু আমাকে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন কোথায় ছিলেন আপনি? আর কোথায় ছিলেন এই ভবিষ্যৎ বঙ্গেশ্বর? এই মহাপুরুষ একা নিরস্ত্র—পঞ্চাশ জন অস্ত্রধারী পাঠানকে বিধ্বস্ত ক'রে আমাকে রক্ষা করেছেন। না করলে এই অস্ত্র নিয়ে আপনি কন্যার গলার কাছে ধ'রে আজ এই মর্য্যাদা-রক্ষার অভিনয় দেখাতে পারতেন না। দু'দিন মাত্র কন্যার শোকে অশ্রু বর্ষণ করতেন। আর ভবিষ্যৎ বঙ্গেশ্বর দিন দুই আমার জন্য ব্যাকুলতা দেখিয়ে অন্য কোন রমণীকে সিংহাসনপার্শ্বে বসিয়ে নিশ্চিন্ত হতেন। আর আমি দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা ঘৃণিত নারকীর অন্তঃপুরে আমরণ বন্দিনী হয়ে থাকতুম। তখন সূর্য্য পর্য্যন্ত আমার অস্তিত্ব জানতে পারতো না।

জুনিদ। এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না।

কলি। তোমার বিশ্বাস না হ'লে আমার কোনও ক্ষতি নেই জুনিদ খাঁ! যে বংশের কন্যা আমি, সে বংশের এই মহান্ প্রতিনিধি যদি এ কথা বিশ্বাস না করেন, তা হ'লে আমি ক্ষতি বোধ করবো।

সুলে। ব'লে যাও—আমি বিশ্বাস করছি।

কলি। সে অদ্ভুত বীরত্ব আমি দেখেছি। কাছে ব'সে রহস্যালাপ করেছি। ওঁর চরিত্রের মহত্ব অনুভব করেছি। রূপ দেখেছি। সে রূপ হৃদয়ে লুকিয়েছি। যেখানে লুকিয়েছি, অস্ত্র দিয়ে খণ্ড খণ্ড করলেও আপনি সে স্থান খুঁজে বার করতে পারবেন না।

ভুবনে। বাবা, অস্ত্র কোষবদ্ধ করুন। পিতা ব'লে আনন্দ পেয়েছি। আপনাকেও আনন্দ আশ্রয় করতে দেখলে নিশ্চিন্ত হই। বেশী বলতে পারছি না; তবে যে কুলে জন্ম গ্রহণ করেছি, আর যে কুলে আশ্রয় গ্রহণ করেছি, সেই উভয় কুল স্মরণ ক'রে আপনাকে বলি, বিদ্বেষের দৃষ্টিতে এ যুবককে ক্ষুদ্র নগণ্য দেখে নিরর্থক অন্তর্দ্দাহনায় নিজেকে জীর্ণ শীর্ণ করবেন না।

আপনার তুলনায়, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা ক্ষুদ্র নগণ্য হ'তে পারি, কিন্তু পিতা, অতি ক্ষুদ্র তৃণের অগ্রভাগে একটি যে অতি ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দু অবস্থান করে, সে তার সেই ক্ষুদ্রতার আবরণে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড লুকিয়ে রাখে। এই জেনে অভিমান ত্যাগ ক'রে ভগিনীকে আমার এই দেবরের হাতে সমর্পণ করুন।

সুলে। রঙ্গলাল! আমার কন্যা তোমাকে দান করলুম, গ্রহণ কর।

কলি। জুনিদ খাঁ! ক্রুদ্ধ হয়ো না, সহোদরার যা ভালবাসা, সে সমস্ত আমি তোমাকে দান করবো। (জুনিদ চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।)

সুলে। কিন্তু তোমাকে যৌতুক দেবার যোগ্য আমার কিছুই নাই। এই—এই (অস্ত্র প্রদর্শন) একমাত্র অবলম্বন, বংশানুক্রমিক মঙ্গোলী মহাবীরগণের ন্যস্ত ধন—এই অসি তোমাকে প্রদান করলুম। কলি! আমার অধিকার থেকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুনে রাখ, আমা হ'তে বাঙ্গলার মঙ্গোলী বংশের শেষ। মা! এই পিতা-পুত্রীর শেষ মিলন। আজ হ'তে আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত আর স্মরণে এনো না।

[প্রস্থান।

কলি। না পিতা, যত দিন জীবিত থাকবো, তত দিন আপনি আমার সুমুখে আছেন মনে করবো।

জুনিদ। রঙ্গলাল বাবু! মতিহীন বৃদ্ধ তোমাকে এই কন্যা দিয়ে চ'লে গেল। কিন্তু এতে পাঠানজাতির মাথা হেঁট হ'ল। পাঠান তো এ অপমান সইবে না! তুমি এ কন্যাকে রাখতে পারবে?

ভুবনে। সে বিষয়ে চিন্তা আপনাকে করতে হবে না। বাবা! রাজপুত, কুলবধূকে কেমন ক'রে রক্ষা করতে হয় জানে। যদি চিতোরের ইতিহাস আপনার জানা থাকতো, তা হ'লে এমন প্রশ্ন করতেন না। আলাউদ্দীন—দেবী পদ্মিনীর লোভে চিতোর জয় করতে এসে, শুধু চিতোরের দগ্ধ-মৃত্তিকা স্পর্শ করেছিল, কোনও রমণীর অঙ্গে হাত দিতে পারে নি।

জুনিদ। বাবু-সাহেব!—তা হ'লে আমাকে হত্যা করুন।

রঙ্গ। হত্যা? আপনাকে? আমাদের গৃহে আপনি অতিথি। ছিঃ হুজুরালি, আমাকে অন্য কোন প্রকারে গালি দিন।

জুনিদ। এ কথা পাঠানেরা শুনলে নিরস্ত্র করতে আমারও ক্ষমতা থাকবে না। তাই বলছি, আমাকে হত্যা করুন।

(অস্ত্রত্যাগ)

রঙ্গ। (জুনিদের অস্ত্র কুড়াইয়া হস্তে দান) এই নিন্। এই আমার উন্মুক্ত বক্ষ। মা যদি ব্যাকুল হন, জীবনে প্রথম বুঝবো উনি আমার মা ন'ন্। স্ত্রী যদি ব্যাকুল হন, তা হ'লে বুঝবো মঙ্গোলী সাহেবের কন্যা ওঁর লোকাপবাদ। উনি রাঠোর-কুলভুক্ত হবার অযোগ্য। আপনি এই বক্ষে অস্ত্র পুরে আপনার মর্ম্মবেদনা দূর করুন।

জুনিদ। মর্ম্মবেদনা! না বাবু-সাহেব! বালিকার প্রতি অগাধ ভালবাসার কল্পনায় তার দুরবস্থার চিন্তায় যে মর্ম্মবেদনা আমার হয়েছিল, এখন তার কণামাত্রও আমাতে নাই। তোমার ব্যবহার দেখে, আর মা, তোমার মুখে রাজপুতনারীর সতীত্ব-গৌরবের কথা শুনে বুঝলুম, বালিকার পক্ষে এই রাজপুতের আশ্রয়ই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। কলি! তুমি আমাকে সহোদরার ভালবাসা দিতে এসেছ, আমাকে তাই দাও। আমার সহোদরার অভাবই পূর্ণ কর। মা! মর্ম্মবেদনা এক দিকে যেমন ঘুচে গেল, অন্য দিকে তেমনি রাশি রাশি ঘেরে এলো। বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ-সুলতানা এক জন তুচ্ছ মৌজাদারের ঘরে আবদ্ধ হয়েছে শুনলে দাম্ভিক পাঠান কখন চুপ ক'রে থাকবে না। কথা গোপন থাকবে না, তারা শুনবে আর যেমন শুনবে, অমনি আমার শত নিষেধ সত্ত্বেও বালিকার উদ্ধারের নিমিত্ত প্রবল বন্যার মত সরদিয়া গ্রাম তারা প্লাবিত ক'রে চ'লে যাবে। আমি পাঠান। ইচ্ছা না থাকলেও তাদের নেতৃত্ব আমি গ্রহণ না ক'রে থাকতে পারবো না। তার একমাত্র প্রতীকার (সহসা কটিদেশ হইতে ছোরা বাহির করিয়া বক্ষে আঘাত)—এই।

ভুবনে। (জুনিদকে ধরিয়া) জুনিদ! জুনিদ! বাপ্! এ কি করলে?

জুনিদ। ছেড়ে দাও মা, ছেড়ে দাও! বাঙ্গলার পাঠান-রাজত্ব ধীরে ধীরে লোক-অগোচরে এই কুটীরে সমাধিস্থ হোক্! (পতন ও মৃত্যু)

ভুবনে। রঙ্গলাল! এই মহিমামণ্ডিত রক্তস্তূপের সম্মুখে একবার পত্নীর হস্ত ধর। রাজপুত-পত্নী! এই-বারে তোমার মর্য্যাদা।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শিবির।

মোনাইম খাঁ, টোডরমল ও ব্রজনাথ।

টোডর। সমস্ত ফৌজ নিয়ে যেতে হবে?

ব্রজ। যদি পাঠানরাজ্যের ভিত তুলে দিতে চান, তা হ'লে সমস্ত। নইলে পাঠানের জড় মরবে না। রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করতে বহুকাল আপনাদের কষ্ট পেতে হবে।

টোডর। পাঠান ফৌজ এ দেশে আছে?

ব্রজ। আছে? আছে কি রাজা—আপনাদের বড় ভাগ্য, তারা আজ ব্রজ ঘোষালের খর্পরে পড়েছিল। নইলে আছে কি না আছে, আজ তারা আপনাদের ভাল ক'রে দেখিয়ে দিত। মোগল সৈন্যকে আর দেশে ফিরতে হ'ত না। আপনাদের বাঙ্গলা-জয়ের আশা এইখানেই শেষ হয়ে যেত। বড় ভাগ্য, মাঝখানে এই বুড়ো হাড়ের বেড়া পড়েছিল। লড়াইয়ের বারো আনা আমি জিতে দিয়েছি। বাদ-বাকিটুকু আপনারা শেষ করুন।

মোনা। রাজা! ইতো বাউরা হ্যায়।

ব্রজ। আপনিও কি আমাকে বাউরা মনে করেছেন রাজা?

টোডর। না।

মোনা। তুমি যে রকম আরব্য উপন্যাসের মত কথা বলছ, তাতে তুমি হয় পাগল, না হয় পাঠানের চর।

ব্রজ। পাগল বল্লে, কি ক'রে প্রতিবাদ করব হুজুর? তবে চর যে নই, তা এখনি বুঝিয়ে দিচ্ছি। যদি না যান, তা হ'লে এইখানেই আপনাদের বন্দী করব। তা হ'লে কেমন ক'রে এসেছি, আপনাদের দেখাতে দেখাতে আমার ক্ষুদ্র কুটীরে নিয়ে যাব। দু'ধারে আপনাদের ফৌজ দাঁড়িয়ে—আপনাদের সেলাম করবে, কিন্তু আপনাদের অবস্থা যে কি কেউ জানতে পারবে না। (ইঙ্গিত)

মোনা। বাঃ বাঃ? কি সুন্দর বলিষ্ঠ যুবক!

(রঙ্গলালের প্রবেশ)

টোডর। কি যুবক! তুমি আমাদের দু'জনকে বন্দী করতে এসেছ?

রঙ্গ। বন্দী করতে আসিনি রাজা, নিমন্ত্রণ করতে এই ব্রাহ্মণের সঙ্গে এসেছি। মৃত্যু নিমন্ত্রণ করে, জীব সে নিমন্ত্রণ খেতে এগিয়ে যায়। মৃত্যু এক জায়গায় ব'সে আছে। সম্মুখে নিমন্ত্রণলুব্ধ পথিকের প্রান্তর। জীব কখনও সেখানে একা আসে, কখন দল বেঁধে পাতা পেতে বিরাট ভোজে সারি সারি ব'সে যায়। মৃত্যু ব'সে দেখে—স্বস্থান থেকে এক পদও স্থান-পরিবর্ত্তন করে না। সেই ভোজের পরিচর্য্যা করতে কোথা থেকে কত কি এসে মৃত্যুকে সাহায্য করে। রাজা, সেই মৃত্যুর ভোজের উৎসব দেখবার জন্য আপনাদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।

টোডর। যদি না যাই?

রঙ্গ। মৃত্যুর নিমন্ত্রণ—তার আদেশ ব'লেই জানবেন।

ব্রজ। কি হুজুর? এর কথায় নিমন্ত্রণ রাখবেন, না আরও লোক ডাকব?

মোনা। এরূপ আহাম্মুখ আর কত?

ব্রজ। আজ্ঞে আরও একশ। স্ফূর্ত্তি করতে করতে আমরা হাজার তাঁবু অতিক্রম ক'রে চ'লে এলুম। আমরা সেলাম দিলুম, তারাও সেলাম দিলে; বিভিন্ন জাতীয় লোক নিয়ে আপনাদের সৈন্য। সমস্ত রাত্রির জাগরণে সকলেই ক্লান্ত; সুতরাং উষাকালে তাদের ঘুমন্ত চোখের উপর দিয়ে একশ' লোকের ফাঁকি দিয়ে আসা কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়।

মোনা। বুঝেছি বৃদ্ধ! তুমি অসামান্য বুদ্ধিমান্। কিন্তু বুঝতে পারছি না, পাঠানের উপর তোমার এত মর্ম্মান্তিক ক্রোধ হলো কেন?

ব্রজ। সে কথা এখানে জিজ্ঞাসা করবেন না! এতক্ষণ কার্য্যসিদ্ধির গর্ব্বে সব ভুলে গিয়েছিলুম। বলতে মর্ম্মভেদ হয়ে যাবে। যদি সসৈন্য আসতে চান—এখনি আসুন। পাঠান-ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সব বুঝবেন! যদি তা না করতে চান, তা হ'লে মাফ করুন হুজুর, যা বলেছি তা করব।

মোনা। আর করতে হবে না! বৃদ্ধ! আমরা তোমার কাছে পরাভব স্বীকার করছি।

ব্রজ। (বারংবার সেলাম) তা হ'লে হুজুর, এই যুবককে আমি আপনার আশ্রয়ে নিক্ষেপ করলুম। এর আত্মীয়-স্বজন আজ বিপন্ন। ক্ষুদ্র এক মৌজাদারকে সবংশে মৃত্তিকাসাৎ করতে সমস্ত পাঠান আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ! যদি ফিরে গিয়ে তাদের দেখতে পাই, তা হ'লেই এ জন্ম আমার সার্থক। নইলে—(চক্ষে বস্ত্রদান)

টোডর। কাঁদবেন না! আপনার এই অদ্ভুত শক্তিতে আমাদের বিস্মিত ক'রে কেঁদে ব্যাকুল করবেন না। কিন্তু জানতে বড় কৌতূহল হয়েছে। সামান্য মৌজাদারকে ধ্বংস করতে পাঠান—

ব্রজ। রাজা! ঈশ্বরের রাজ্যে অতি সূক্ষ্ম বীণার তারেই জীবন-মরণের গান ভেসে উঠে। যখন জানতে কুতূহলী হয়েছেন, তখন গোপন করব না। ঘটনাচক্রে উজীর-কন্যা কলিবেগম এই যুবকের প্রতি অনুরাগিণী হয়েছেন।

মোনা। কি বল্লে? আর একবার বল।

ব্রজ। হুজুর! আবার কি আপনার অবিশ্বাস হচ্ছে?

মোনা। ব্রাহ্মণ! স্বয়ং সম্রাট তাকে লাভ করলে নিজেকে ধন্য মনে করেন।

ব্রজ। তিনি আজ রতিলাল রায়ের পুত্রবধূ।

মোনা। আমি তাকে পুত্রবধূ করতে পারলে, তার জন্য সাম্রাজ্য বিনিময় করতে পারি।

টোডর। তোমরা কি?

রঙ্গ। রাঠোর।

টোডর। উজীর-কন্যা?

রঙ্গ। রাঠোর-কুলবধূ!

টোডর। কুলবধূর মন্ত্র পেয়েছে?

রঙ্গ। নইলে একমাত্র সঙ্গি-সহায় তাকে বনপ্রান্তে রেখে এখানে আসতে পারতুম না, রাজা?

ব্রজ। হুজুরালি! সেই পাঠান-কন্যার দেহের চারি পাশে এখন যে বিশাল বহ্নির আবরণ, তাকে স্পর্শ করতে গেলে, আপনার সাম্রাজ্য ভগ্নস্তূপের ভিতর থেকে হাহাকার করবে।

মোনা। নিশ্চিন্ত হও যুবক! গত যুদ্ধে আমি পুত্রহীন হয়েছি। তোমাকেই পুত্রের আদরে অভ্যর্থনা করছি। রাজা! প্রস্তুত হ'ন—আপনার অনুমানশক্তিকে আমি সেলাম করি। আপনারই সেনাপতিত্বে আজ পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধ করব।

ব্রজ। যুদ্ধের জন্য বেশী আয়াস করতে হবে না। আগেই পাঠানের গর্দ্দান গেছে। জুনিদ খাঁ এই যুদ্ধের জন্যই আত্মহত্যা করেছে, উজীর বুঝি এতক্ষণ তীর্থের পথে। মাথা-শূন্য পাঠান-সৈন্য কবন্ধের মত নৃত্য করছে। (দূরে কামানধ্বনি) ওই—ওই—আসুন—আসুন, কবন্ধধ্বংসের এমন সুবিধা আর পাবেন না, আসুন—আসুন—আসুন। সূর্য্যদেব উঠে দেখুন, ক্ষুদ্র সরদিয়া পাঠান-রাজাকে সঙ্গে নিয়ে মাটীর ভিতরে ঢুকে গেছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রতিলালের বহির্ব্বাটী।

সহবৎ।

সহবৎ। প্রভুর এ জীবন-যন্ত্রণা দেখার চেয়ে, মনে হচ্ছে, স্বজাতির কামান-নিক্ষিপ্ত গোলায় বুক দিয়ে মরা আমার ছিল ভাল! কই হুজুরালি?

(সাবাজের প্রবেশ)

সাবাজ। দেখেছ?

সহবৎ। দেখেছি। সব স্থান তন্ন তন্ন ক'রে দেখেছি, কেউ নেই। তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, হিন্দু ধর্ম্মনাশ-ভয়ে গোশালা গো-শূন্য করেছে।—বাড়ীর সব আস্‌বাব অনাদৃত ভাবে যেখানে সেখানে প'ড়ে আছে। ঘরের সকল দ্বারই একরূপ উন্মুক্ত।

সাবাজ। তবে নেই—নেই—কেউ নেই।

সহবৎ। কেউ নেই—এখানে ত নেই-ই, গ্রামে একটা এমন চোর পর্য্যন্ত নাই যে, এই অপূর্ব্ব সুযোগে এসে রায়দের সর্ব্বস্ব চুরি ক'রে নিয়ে যায়। এক চোরের কার্য্য করেছি আমি,—শুধু আপনার জন্য। যে কার্য্য কখন কল্পনাতেও আনতে পারিনি। বিধর্ম্মী হয়ে হিন্দুগৃহস্থের অজ্ঞাতসারে তার অন্দরে প্রবেশ করেছি।

সাবাজ। তুমি সন্তান—তুমি সন্তান! ঈশ্বর যদি সুযোগ দিতেন, তা হ'লে তোমাকেও আমি এই সংসারের অন্তর্ভুক্ত ক'রে দিতুম! সহবৎ, প্রেম যার নিজস্ব সম্পত্তি—তার নাম হৃদয়। জাতিধর্ম্ম নিয়ে তার নাম নয়। যে তার অধিকারী, তার নাম মানুষ।

সহবৎ। যাক, আর বিলম্ব করবেন না। আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখে আপনার পরিবারবর্গ গৃহত্যাগ ক'রে চ'লে গেছে। মন্দিরে যখন প্রবেশ করতে আপনার সাহস নাই, তখন এই স্বজনপরিত্যক্ত গৃহে আপনি প্রবেশ করুন। এই আপনার শেষ ও শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। সমস্ত পাঠান সর্দ্দার আপনার অনুসন্ধান করছে। তাদের অভিপ্রায় আপনাকে এই গ্রাম-ধ্বংসকারীদের নেতা করবে। সে দুর্ভাগ্য আসবার আগে আপনার মৃত্যু হোক। মৃত্যু—যে প্রিয়জনের মত আপনাকে সম্মান দেখাবে, সে আসুক। এসে আপনার ঘরকেই আপনার সমাধিস্তূপে পরিণত করুক।

সাবাজ। ঠিক্—ঠিক্! শান্তির লোভে ঘর ছেড়ে দূর-দূরান্তরে ছুটে গিয়েছিলুম, নিশ্চিন্ত বসব ব'লে পাহাড়ের উপর ঘর রচনা করেছিলুম। সেই দূর, হতাশার প্রচণ্ড করপেষণে নিকট হ'য়ে গেল। পৃথিবীর মর্ম্মচাঞ্চল্যের পাহাড় আমার সে আশ্রয়গৃহকে নিয়ে মাটীর ভিতর ঢুকে গেল। কিন্তু আমার সেই পুরাতন—এখনও চির-নূতন সৌন্দর্য্যে আমাকে কোলে নেবার জন্য করুণা-মাখা স্থির ইঙ্গিত নিয়ে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়েছে! যাও, সহবৎ, এইবারে তুমি চ'লে যাও। কটকে গিয়ে সেই হতভাগ্য সুলতানকে আমার সেলাম জানিয়ে ব'ল, আমি পুত্রদ্রোহী, পত্নীদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী হয়েছি, কিন্তু প্রভুদ্রোহী হই নি।

সহবৎ। যদি পৌঁছিতে পারি বলব। হুজুরালি! সেলাম। মর্ম্মতন্ত্রী ছিঁড়ে আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি। জাতির সমস্ত দোষ জেনেও আপনার পুত্রের পক্ষ অবলম্বন ক'রে আমি জাতিদ্রোহী হ'তে পারলুম না। (দূরে কামানধ্বনি) ওই তারা আপনার কাছারী বাড়ী ভূমিসাৎ করছে। যদি তাদের চোখ এড়িয়ে যেতে পারি ত এই উপযুক্ত সময়।

[প্রস্থান।

সাবাজ। বাস্তদেবতা! আমি আবার তোমার কোলে আশ্রয় নিতে এসেছি। কিন্তু মা, তুমি হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত ক'রে তোমার প্রিয়জনের—আমার পুত্র ও পুত্রবধূর পুনরাগমনপ্রত্যাশায় দূরে দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে রেখেছ। করুণার নেত্র একবার নামাও মা। ধর্ম্মত্যাগী কাঁদতে জানে না! কিন্তু তার মর্ম্মের রোদন হৃৎপিণ্ডের প্রতি পরমাণু ভেদ ক'রে ফোয়ারা তুলছে। ভাবময়ি! এ চোখ দেখো না। সে আজ আগ্নেয়গিরির উৎক্ষিপ্ত জমটাবাঁধা প্রস্তর-গোলকের মত কঠোর। কিন্তু তার স্পর্শের উত্তাপে লৌহহৃদয় বিগলিত হয়।

[প্রস্থান।

(ভুবনেশ্বরী ও কলির প্রবেশ)

ভুবনে। যাও মা, শ্বশুর-ঘরে একবার প্রবেশ না ক'রে যখন তুমি শান্তি পাচ্ছ না, তখন সে শান্তিতে বাধা দিতে আমাদের আর অধিকার নেই। যাও, তোমার পতি-গৃহের সন্ধান ব'লে দিয়েছি; একবার সেখানে ব'সে এসো। মৃত্যু দূর থেকে ঈর্ষ্যার নিনাদ করছে। সে আমাদের আসবার আগে এ ঘরকে গ্রাস করতে পারলে না। যাও, বিলম্ব করো না। তোমার ভাসুর ফিরে না আস্‌তে আস্‌তে ফিরে এস। আমি সঙ্গে যেতে পারলুম না; গেলে বুঝি আর ফিরতে পারবো না।

কলি। কেন মা, আর ফেরবার দরকার কি?—এসো না—তোমাদের চিতোরের মত অগ্নি-কুণ্ড ক'রে তার ভিতরে দু'জনে ব'সে তার নারী-গৌরবের গল্প করি।

ভুবনে। আছে—আছে। আমরা পুত্রহীন! শ্বশুরের বংশ রক্ষার প্রত্যাশা নষ্ট করতে ধর্ম্ম আমাদের বাধা দিচ্ছে। মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে যতক্ষণ তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো, ততক্ষণ তোমাকে মরতে দেব না। বিজয়লব্ধ মণি তুমি, তোমাকে রাখবার লোভ আমরা সহজে ছাড়ব না।

[কলির প্রস্থান।

(নন্দলালের প্রবেশ)

নন্দ। বড় বউ! গোপালমূর্ত্তিকে স্থানান্তরিত করতে পারলুম না। এ বয়স পর্য্যন্ত একদিনও আমি গোপালকে স্পর্শ করি নি। বিশেষতঃ বাবার গৃহত্যাগের পর এক দিনও গোপালের মুখ ভাল ক'রে দেখি নি। আজ হঠাৎ পারব কেন? নাটমন্দিরের কাছে যেতে না যেতে—মন্দিরের মাথার উপর আমার দৃষ্টি প'ড়ে গেল। দেখামাত্র, বুকের ভিতর কতকালের ছাইচাপা আগুন হাজার হাজার প্রচণ্ড শিখা নিয়ে দপ ক'রে জ্বলে উঠলো। আর এগুতে পারলুম না।

ভুবনে। আমারও তাই! আপদ্ধর্ম্ম মনে ক'রে, আমি নিজেই ব্যাকুল হ'য়ে গোপালকে কোলে করতে ছুটেছিলুম। যেতে যেতে মন্দিরের মাথার উপর

আমারও দৃষ্টি প'ড়ে গেল। দেখি, ভাঙ্গা-চূড়ার ঠিক উপরটিতে চাঁদ এসে দাঁড়িয়েছে, অমনি মনে হ'ল, চাঁদকে মাথার উপর দাঁড় করিয়ে তার সমস্ত হাসি যেন লুটে নিয়ে ভাঙ্গা মন্দির আমাদের রাঠোর নামের উপর পরিহাস সারা আকাশে ছড়িয়ে দিচ্ছে। সে মর্ম্মভেদী পরিহাসকে সম্মুখে ক'রে আর আমি এগুতে পারলুম না।

নন্দ। কোথায় কি অবস্থায় যে বাবার দেহ ত্যাগ হ'ল, কিছুই জানতে পারলুম না।

(কালুর প্রবেশ)

কালু। আর দেরী করছ কেন বড় বাবু! আমরা পা'ক্। আমরা দুষমনের গোলা দেখে পিছুবো না। তোমাদের নিরাপদে রেখে স্ফূর্ত্তি ক'রে গোলার মুখে বুক দেবো! তাতে বাধা দিচ্ছ কেন বড় বাবু?

ভুবনে। তা বললে যে আমি যাব না কালু! মরতে হয় এক সঙ্গে মরব।

কালু। বেশ, সন্তানদের উপরে তোমার যদি এতই মমতা মা! তা হ'লে—জল্দি ক'রে এস।

নন্দ। যাও বড় বউ! বৌমাকে নিয়ে এস। যদি মিছামিছি মরবার প্রয়োজন না থাকে, তা হ'লে আর বিলম্ব করা কেন?

কালু। বিলম্ব ক'র না মা, বিলম্ব ক'র না। ভোলাই!

(ভোলাইয়ের প্রবেশ)

মায়ের সঙ্গে তুই থাক।

[কালু ও ভুবনেশ্বরীর প্রস্থান।

নন্দ। ভোলাই! তোর বগলে কি?

ভোলাই। আজ্ঞে হাতে সড়কি।

নন্দ। হাতে সড়কি কি আমি দেখতে পাচ্ছি নে? বগলে কি?

ভোলাই। আজ্ঞে খুঁজে দেখি!

নন্দ। আবার মদ এনেছিস্ ভোলাই!

ভোলাই। দোহাই বড় বাবু, মদ নয়, জীবন এনেছি। নেশা ছাড়ছে, আর ভয় হচ্ছে! গোপাল আমার পিঠে হাত দিয়েছে, এখনও যেন সে মধুর পরশ পিঠে মাখানো রয়েছে। ভাই ব'লে আদর ক'রে ডেকেছে। এখনও যেন সে মধুকথা কানের ভিতর ঝঙ্কার তুলছে। কিন্তু আর থাকে না। নেশা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গোপালের ছবি আমার চোখ থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে। বড় বাবু! হুকুম কর।

নন্দ। তাই ত ভোলাই! বার বার তোর কথা শুনে আমারও যে মাতাল হ'তে ইচ্ছা হচ্ছে।

ভোলাই। বড় বাবু, হুকুম কর, ছিপি খুলে ফেলি।

নন্দ। মুসলমান হয়ে গোপালের প্রতি তুই যে ভালবাসা দেখাচ্ছিস্, হিন্দু হ'য়ে গোপালের সেবক ব'লে পরিচয় দিয়েও আমি গোপালকে যে সে ভালবাসার কণাও দেখাতে পারি নি।

ভোলাই। খুব দেখিয়েছ সড়কি দিয়ে বিঁধতে গিয়ে আমি অধম পাক যদি গোপালের আদর পাই—এতকাল ক্ষীর, ননী, ছানা খাইয়ে তুমি গোপালের ভালবাসা পাবে না? বড় বাবু! হুকুম কর। কখন খাও নি, এর একটু পেটে পড়তে না পড়তে তোমার নেশা হবে। বাদ-বাকিটুকু আমি প্রসাদ পাই।

নন্দ। তবে অপেক্ষা কর্। তোর বড়-মা ছোট-মার ফিরতে দেরি হচ্ছে কেন দেখি।

(ভুবনেশ্বরীর পুনঃপ্রবেশ)

নন্দ। একি বড়-বউ? অমন ক'রে আসছ কেন?

ভুবনে। বুঝতে পারছি না। আমাদের অনুপস্থিতিতে পাঠান বুঝি বাড়ীতে প্রবেশ করেছে।

কল্মি। (নেপথ্যে) মা! মা!

নন্দ। (ব্যস্তভাবে) এ কি ব্যাপার বড়-বউ! সত্যই ত পাঠান! কিন্তু ছোট বৌমা তার হাত ধ'রে নিয়ে আসছে যে!

(কল্মি ও সাবাজের প্রবেশ)

কল্মি। ভয় নেই মা! ইনি আমার পিতৃতুল্য। শৈশবে এঁর কোলে আমি কত নৃত্য করেছি, আমি বলতে পারি না। আপনাদের অনুমতি, ইনি হুকুম করলেই, এখনি সমস্ত পাঠান আমাদের আক্রমণ করা থেকে নিরস্ত হয়।

ভুবনে। (সাবাজের মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া গলবস্ত্রে প্রণাম)।

নন্দ। করলে কি বড়-বৌ? জীবনের জন্য ঘৃণিত বিধর্ম্মীর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে মহাত্মা রতিলাল রায়ের নাম ডুবিয়ে দিলে!

ভুবনে। প্রথমে দেখে চিনতে পারি নি।

অপরাধ—অপরাধ—অপরাধ। অনেক দিন—অনেক দিন—আমি তখন বালিকা, শ্বশুরের ঘরে নবাগত। দু'দিন শ্বশুরের ঘর করতে এসেই দেখি পাঠান গোপাল-মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গছে। সমস্ত গৃহটা মুহ্যমান। আপনি শোকে উন্মত্ত। তারপর, আর দেখি নি—আর দেখি নি।

নন্দ। আপনি! কে—কে? বাবা? বাবা? গুরু—ইষ্ট—ধর্ম্ম?

(পদতলে পতন)

সাবাজ। নন্দলাল! নন্দলাল! নন্দলাল!—

(মূর্চ্ছা)

নন্দ। (উঠিয়া) বড়-বউ! বড়-বউ! বুকে যে বিষম বেদনা ধরলো, আর ত বেশীক্ষণ বাঁচব না।

ভুবনে। আমি কি করব বল।

নন্দ। সে কি? আবার কি করবে বড়-বউ! এ বাইশ বছরের ভিতরে একদিনও এমন সৌভাগ্য আসে নি। গুরুর বাহিরের রূপ দেখে ভয় পাচ্ছ কেন? সর্ব্বরূপে সর্ব্ব অবস্থায় পিতা—পিতা। শুশ্রূষা—শুশ্রূষা কর।

সাবাজ। (উঠিয়া) না মা—আমি সুস্থ হয়েছি।

নন্দ। পিতা! পিতা! এইবারে আশীর্ব্বাদ করুন, গোপালকে বুকে ধ'রে যেন মরতে পারি। আপনারই জন্য অভিমানে আমি তার শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করতে গিয়ে ফিরে এসেছি। আর ত গোপাল অভিমান করবার উপায় রাখলে না!

সাবাজ। যাও নন্দলাল! (নন্দলালের প্রণামানন্তর বেগে প্রস্থান) যাও মা, তোমরাও যাও। আমি সুস্থ হয়েছি,—আমি সুস্থ হয়েছি।

ভুবনে। না না ছোট বউ! তুমি থাক। শ্বশুরের শুশ্রূষা করবার ভাগ্য আমি তোমাকে দিয়ে গোপাল-মন্দিরে চললুম। ভগিনি, এখন তুমি আমার অন্তর্যাতনা বুঝতে পারবে না। পিতৃলোকে আছেন জেনে বহুবার যাঁর উদ্দেশে আমি স্বামীর হাতে শ্রাদ্ধের পিণ্ড তুলে দিয়েছি, কল্পনার সে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির এ কালিমাময় প্রতিচ্ছবি আমি দেখতে পারছি না। ভোলাই! (ভোলাইয়ের প্রবেশ) তোর কাছে আমার মা রইল। মায়ের কাছে আমার মৃত-শ্বশুরের রাঠোর-গর্ব্বের পেটিকা। আগলে থাক্—আগলে থাক্।

[প্রস্থান।

কলি। ভোলাই! ভিতরে যা।

[ভোলাইয়ের প্রস্থান।

হুজুরালি! রাঠোরের অতিথিসৎকারের রীতি আমি জানি না। আমার শ্বশুর মহাত্মা রতিলালের গৃহে আপনার কিরূপ অভ্যর্থনা করব?

সাবাজ। পেয়েছি পেয়েছি। রতিলালের কুললক্ষ্মি! রাঠোর-গৃহের যোগ্য অভ্যর্থনা পেয়েছি। তবে একবার দাঁড়াও, একবার দাঁড়াও। শৈশবে এই কোলে চঞ্চলা পাঠানী বালিকার নৃত্য দেখেছি। আর আজ একবার গর্ব্ববিস্ফুরিতেক্ষণা নিশ্চলা রাঠোর কুলবধূর মূর্ত্তি দেখি।

[সাবাজের প্রস্থান ও কলির দরজা বন্ধ করণ।

তৃতীয় দৃশ্য

গর্ভ-মন্দির।

জৈনুদ্দীন।

জৈনু। গোপাল! এত রূপ ভাই আমাকে কেন দেখালে! মুষ্টির ভিখারী আমি, আমার সুমুখে বাদশার ভাণ্ডার! আমি যে কোন্ রূপ ছেড়ে কোন্ রূপ নেবো, তা বুঝতে পারছি না। চক্ষু কাল হলো। ধর গোপাল, আমাকে ধর। নইলে দুনিয়া আমার কাছ থেকে হারিয়ে যায়।

(গীত)

বদন-চাঁদ কোন কুঁদারী কুঁদিল গো
কেবা কুঁদিল দুটি আঁখি।
দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ
কেমন করে,
কেমনে ধৈরয ধ'রে থাকি।

(প্রতিধ্বনি)

গোপাল! গোপাল! আমি যে তোমাকে কাটবো বলেছিলুম। আমাকে দেখে তুমি হাসলে! এত ভালবাসা আমার জন্য তুমি ওই পদ্মপলাশ চক্ষু দুটির পলকে লুকিয়ে রেখেছিলে! চেয়ো না, অমন কোরে অপাঙ্গে ইঙ্গিত পূরে আমার পানে চেয়ো না। দোহাই!

আমি বেয়াদবী কোরে অনেক দূরে এসেছি। গুরু সাহস দিয়েছে, তাই এসেছি। নইলে আস্‌তে পারতুম না। চেয়ো না ভাই, অমন কোরে চেয়ো না। আমি তা হ'লে আর এখানে থাকতে পারবো না। এখনি তোমাকে জড়িয়ে ধরব। তবু চেয়ে আছ? তবে আর আমার দায় দোষ নেই।

(গীত)

নাসিকার আগে দোলে এ গজ-মুকুতা গো
সোনায় মুড়িত তার পাশে।
বিজুরি জড়িত যেন চাঁদের কলিকা গো
মেঘের আড়ালে থাকি হাসে।

(প্রতিধ্বনি)

এ কি? আমাকে এ কারা তামাসা করছে! মনে হচ্ছে যেন কতকগুলো মেয়ে এই ঘরের কোণে কোণে লুকিয়ে আছে। তারা আমাকে চেনে না ব'লে তামাসা করছে। দাও গোপাল, তুমি তাদের আমার পরিচয় দিয়ে দাও। ব'লে দাও ভাই, ব'লে দাও, আমরা দুটি ভাই। আমরা ও বাবা রতিলাল রায়।

নেপথ্যে। (অর্দ্ধরুদ্ধ কণ্ঠে) পেয়েছি—পেয়েছি।

জৈন্নু। না না! এ কারা কথা কইলে?

নেপথ্যে। খবর দে—খবর দে—জল্‌দি—।

জৈন্নু। এ কি গোপাল! কেঁপে উঠলে কেন ভাই?

নেপথ্যে। এই ঘরে—এই ঘরে।

জৈন্নু। এ কারা কথা কইছে! কথা শুনে এদের মতলব ত ভাল বোধ হচ্ছে না।

নেপথ্যে। আর যাবে কোথা! হুজুরকে খবর দে।

জৈন্নু। তাই ত গোপাল? তুমি যে আবার কাঁপলে! (পাদপীঠে উঠিয়া গোপালকে ধারণ) এখনও কাঁপছ! তা হ'লে ত আর সন্দেহই নেই। যারা আস্‌ছে, তারা নিশ্চয়ই দুষমন্। ভয় কি গোপাল, ভয় কি ভাই! আমি অস্ত্র ধরতে জানি। আমিও তোমার মত বালক বটি, কিন্তু আমি পাঠানী মায়ের পেটে জন্মেছি। পিতৃকুল মাতৃকুল দুই কুলই আমার অস্ত্রব্যবসায়ী। আমি শ্রেষ্ঠ অস্ত্রধারীর প্রিয়তম শিষ্য! সেই গুরুদত্ত অস্ত্র আমার সঙ্গে আছে, ভয় কি!

নেপথ্যে। ঠিক—ঠিক এই ঘরে। খবর দে, জল্‌দি—জল্‌দি।

জৈন্নু। তবু কাঁপছ! তবে এস ভাই, তোমাকে আমি আগে লুকিয়ে রাখি। ভয় কি আমার কলিজা, ভয় কি? দুষমন্ তোমাকে ছুঁতে পারবে না! তুমি বাঁশীর গোপাল, আর আমি ভাই, অসির গোপাল। তারা এসে আমাকে দেখবে—তোমাকে দেখতে পাবে না।

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দির-সংসর্গ চত্বর।

পাঠানগণ।

১ম পাঠান। আমি ভিতর থেকে কথা শুনেছি।

২য়। পাঠান। আমিও শুনেছি দোরে কান পেতে। বলছে—"পরাণ কেমন করে"। এতটুকু সন্দেহ নেই।

(মুদ্দা খাঁর প্রবেশ)

হুজুর! সন্ধান পেয়েছি।

মুদ্দা। চুপ, গোল করো না। আমিও টের পেয়েছি। আস্‌তে আস্‌তে গলার সুর শুনেছি। শুনেই বুঝেছি, এই মন্দিরেই বদমায়েস রঙ্গলাল বেগম সাহেবকে পুরে রেখে গেছে। এমন মিঠে গলা আমি উমেরে কখন শুনি নি। এই সুযোগ—রায়েরা প্রাণভয়ে সরদিয়া ফেলে পালিয়েছে। রায়েদের উপর উত্তেজিত করতে যে কথা কেরাণীসর্দ্দারকে বলেছিলুম, খোদার মর্জ্জিতে তাই সত্য হয়ে গেছে। মতিহীন রাজপুত জুনিদ খাঁকে একলা পেয়ে কাছারী বাড়ীতে পুরে শুমখুন করেছে। পাঠানরা জান্‌তে পেরে রাগে অন্ধ হ'য়ে কাছারী-বাড়ীর উপর কামান দাগ্‌ছে। কামানের শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। বুঝতে পারছ না? এই বারে তারা রায়েদের বাড়ী মন্দির কবরে দিতে আসছে। জুনিদ খাঁর ফৌজ বিবি-সাহেবের খবর জানতে না জানতে; এই বেলা সরদিয়া জনশূন্য। গাঁয়ের যেখানে যে কেউ ছিল, সব পালিয়েছে। এই বেলা—এই বেলা! এই সুযোগ গেলে আর হবে না।

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

কুটীল কুন্তল, কুসুম কাছনি
কান্তি কুবলয় ভাস রে।
কুঞ্চিতাধর, কুমুদ-কৌমুদী
কুন্দকোরক হাস রে।

১ম পাঠান। হুজুর!

মুদ্দা। জল্‌দি জল্‌দি। কল্‌জে কেটে টুকুরো হ'ল। নিয়ে আয়। বক্‌সিস্‌—হাজার—দু-হাজার—দশহাজার।

পঞ্চম দৃশ্য

গোপাল-মন্দির।

বেদীপার্শ্বে জৈনুদ্দীন।

জৈনু। আর ভয় কি! গোপাল, তোমাকে এমন জায়গায় লুকিয়ে এসেছি যে, তুমি নিজে না ধরা দিলে, এক গুরু ভিন্ন আর কেউ তোমাকে খুঁজে বার করতে পারবে না। কিন্তু গোপাল! ও রূপ দেখেও যে আঁখির পিপাসা গেল না। গোপাল! ভাই! কি কোমল অঙ্গ তোমার! একবার বুকে ক'রে এ জ্বালার বিরাম যে হ'ল না।

(গীত)

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরশ পিরীতি লাগি থির নাহি বাঁধে॥

(নেপথ্যে—দ্বারভঙ্গ-শব্দ)

তাই ত! মনে ছিল না ত! দুষমন—গোপালকে মারতে আসছে। (বেদীর উপরে উঠিয়া) মা! মা! যে স্তন্যপান করিয়ে আমাকে গোপাল দেখবার চোখ দিয়েছ, আমার হাতে গোপালের শত্রুনাশের বল দিয়ে সেই স্তন্যমাহাত্ম্য পূর্ণ কর।

(পাঠানগণের প্রবেশ)

১ম পা। উঃ! কি অন্ধকার!

২য় পা। তাই ত রে ভাই, কিছু যে দেখতে পাচ্ছি না। মশাল না এনে ত বড় অন্যায় করেছি।

১ম পা। বাইরে বেশ ফর্সা হয়েছে। এর ভিতরে যে এত অন্ধকার, তা কি ক'রে জানবো! ওরে দেখ, দুটো মাণিকের মত কি যেন জলছে!

২য় পা। ওই রায়দের ঠাকুর রে! ওই গোপাল!

(মুদ্দা খাঁর প্রবেশ)

মুদ্দা। কি রে? তোরা দেরি করছিস কেন! উঃ! কি অন্ধকার!

১ম পা। হুজুর! কিছু দেখতে পাচ্ছি না যে, কি হবে?

মুদ্দা। হা আল্লা! তবে ত সব মাটী। মশাল—মশাল। আল্লা! একটা মশাল! তাই ত অন্ধকারে জল জল করছে ও কি রে?

২য় পা। হুজুর! ওই ঠাকুরের দুটো চোখ।

মুদ্দা। বা! বা! কেয়া রে—কেয়া রে!

১ম পা। হুজুর! হুজুর! আছে—আছে। বিবি-সাহেব আছে। নিশ্বাসের শব্দ—শুন্‌তে পেয়েছি।

মুদ্দা। বিবি-সাহেব! আর বৃথা লুকিয়ে কষ্ট দাও কেন! তোমাকে না নিয়ে ত যাব না। বেরিয়ে এস। আমি এই জেলার মালেক। মেহেরবাণী ক'রে বাইরে এস। তবু আসছ না? মনে করেছ, রঙ্গলাল তোমাকে রাখতে পারবে? তবে শোন। তার বাপের এই মন্দিরের চূড়া আমরাই চূর্ণ ক'রে দিয়েছি।

১ম পা। হুজুর! ঠাকুরের চোক যেন দ্বিগুণ হয়ে জ্বলে উঠলো!

মুদ্দা। তবে র'স্‌ তো। ঠাকুরের চোক দুটোর দফা আগে রফা করি। আছাড় মেরে পুতুলটাকে মাটীতে গুঁড়িয়ে দিই।

১ম ও ২য় পা। হুজুর! হুজুর! ঠাকুর নড়ছে!

মুদ্দা। য়্যাঁ—য়্যাঁ—তাই ত—তাই ত!

১ম ও ২য় পা। পালিয়ে—পালিয়ে—এ কেয়া তাজ্জব! এ কেয়া তাজ্জব!

[উভয়ের পলায়ন।

মুদ্দা। ফেলে যাসনি—ফেলে যাস্‌নি—আমি যাব। অন্ধকার—অন্ধকার। পথ দেখতে পাচ্ছি না।

জৈনু। (লম্ফ প্রদানে অবতরণ) এই যে একেবারে লম্বাপথ দেখিয়ে দিচ্ছি। (অস্ত্রাঘাত, মুদ্দা খাঁর পতন) পর-বিদ্বেষী মূর্খ পাঠান! একদিন অকারণে তোর বাপ এই মন্দিরের চূড়া ভেঙে, আমার বাপের কলিজায় ছোরা মেরেছিল, এত দিন পরে তোকে মেরে শোধ নিলুম।

নেপথ্যে। দোহাই নন্দলাল বাবু! দোহাই! আগেই মরেছি। মরাকে মেরো না!

জৈনু। এ কি! ভাই? নন্দলাল ত আমার ভাই! তাই ত—ওই যে! বাবার মত মূর্ত্তি। কিন্তু আমি ত দেখা দিতে পারব না। পরিচয় দিতে মানা। আমি ত দেখা দেবো না।

[অন্য দিক্‌ দিয়া প্রস্থান।

(নন্দলালের প্রবেশ)

নন্দ। কই ? গোপাল—গোপাল কই ? গোপাল ! গোপাল ! কোথায় তুমি ?—এ কি ! কে তুমি ?

মুদ্দা। নন্দলাল বাবু !—আমি !

নন্দ। আমি ? (মুখ নিরীক্ষণ) এ কি ! খাঁ সাহেব ?

মুদ্দা। ক্ষমা—নন্দলাল বাবু, ক্ষমা। আজ বিশ পঁচিশ বৎসর ধ'রে আমরা পিতাপুত্রে নিরীহ তোমাদের উপর যে অত্যাচার ক'রে আস্‌ছি,—আজ তার প্রতিফল।

নন্দ। কে আপনাকে মারলে খাঁ সাহেব ?

মুদ্দা। তোমাদের গোপাল।

নন্দ। আমাদের গোপাল ! গোপাল কে ?

মুদ্দা। তোমাদের গোপালকে তুমি চিন্‌লে না নন্দলাল বাবু ! আমি চিন্‌লুম ! তুমি, কে গোপাল বললে ! ননীর মত কোমল বালক। অতি অত্যাচারে পাথরে প্রাণ এসেছে। অচল গোপাল সচল হয়েছে। অস্ত্র ধ'রে আমাকে কেটেছে !

নন্দ। পাঠান ! আপনি আমার অপেক্ষা ভাগ্যবান্। গোপাল আপনাকে না কেটে যদি আমাকে কাটতো, তা হ'লে সে আরও কাজ ভাল করতো। আমি নরাধম। হিন্দু নাম আমার প্রতারণা। আসুন—আপনি আমার কাঁদে উঠুন।

মুদ্দা। না না। আমার দিন শেষ—যেতে দাও—ক্ষমা।

নন্দ। তা হ'তে পারে না।

[মুদ্দা খাঁকে লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

মন্দিরাভ্যন্তর।

নন্দলাল।

নন্দ। বড়-বউ ! বড়-বউ ! গোপাল আমাকে কাপুরুষ দেখে হেয়জ্ঞানে নিজেই অস্ত্র ধ'রে আত্মরক্ষা করেছে। ক'রে এ পাপ মুখ দেখতে হ'বে ব'লে মন্দির ছেড়ে চ'লে গেছে।

(জৈন্নুদ্দীনকে কোলে লইয়া ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ।

ভুবনে। কেন যাবে ! যেতে দেয় কে ? এই নাও রক্তাক্ত অসি। তোমার সচল গোপালকে ধ'রে এনেছি।

নন্দ। তাই ত ! কোথা থেকে কেমন ক'রে ধ'রে আন্‌লে বড়-বউ ?

ভুবনে। দেখছ—দেখছ ? বুঝতে পারছ না ?

নন্দ। বা ! বা ! বড়-বউ ! আবার যে রঙ্গলাল বালক হ'য়ে তোমার হাত ধ'রেছে।

জৈন্নু। আমি ত পরিচয় দেবো না।

নন্দ। তোমার পরিচয় দিচ্ছি। তুমি আমার ভাই। রতিলাল রায়ের শ্রেষ্ঠ বংশধর।

ভুবনে। পরিচয় দিতে চাইলেও ত আমরা পরিচয় নেবো না। নিতে আমাদের সাহস নেই। শুধু ভাই বললে কেন গোপাল ! তুমি ভাই, বাপ, পিতামহ। আমার শ্বশুর যা করতে পারেন নি, আমার স্বামী যা পারেন নি, তাই তুমি করেছ। এরা পারলে না দেখে গোপাল ! তুমি আমার পাঠানী মায়ের গর্ভে স্থান নিয়ে সচল হয়ে এখানে ফিরে এসেছ।

জৈন্নু। দুষমন্ পাছে গোপালের গায়ে হাত দেয়, তাই আমি তাকে লুকিয়ে রেখেছি।

ভুবনে। কই লুকিয়েছ ! এই যে আমি তপ্ত বুকের প্রতি পরমাণুতে গোপালের শীতল দেহ স্পর্শ করছি।

জৈন্নু। আমি পরিচয় দেবো।

ভুবনে। আমি ত নেবো না। দিতে এলে, কানে আঙুল দিয়ে থাকবো।

জৈন্নু। (অস্ত্র নিক্ষেপ ও বাহু দিয়া ভুবনেশ্বরীর গলদেশ বেষ্টন) মা ! মা ! আমি তোমার ছেলে।

ভুবনে। জন্ম-জন্মান্তরের হারানিধি ! আর একবার বল্।

জৈন্নু। মা ! মা ! বড় ঘুম পাচ্ছে। তোমার কোলে শুয়ে ঘুমুবো।

ভুবনে। দাঁড়িয়ে দেখছ কি স্বামিন্ ! রঙ্গলালকে পুত্র বলতে পার নি। গোপাল পুত্র বুকে ধ'রে অপুত্রক নাম দূর কর।

নন্দ। আয় বাপ ! আয় ব্রহ্ম-গোপাল—বুকে আয়।

ভুবনে। এইবারে চ'লে এস।

নন্দ। চল চল। (নেপথ্যে ভীম কোলাহল ও কামানধ্বনি) বড় বউ, আর ত যাওয়া হ'ল না। (মুহুর্মুহু কামান-গর্জ্জন) ওই ফটক ভগ্নস্তূপে পরিণত হ'ল। বিরাট ধূলিরাশি আকাশমার্গে উঠে নবোদিত সূর্য্যকে ঢেকে ফেল্‌লে অন্ধকারে মন্দির-প্রাঙ্গণ ডুবে গেল।

ভুবনে। গোপাল! গোপাল!—এ কি ঘুম! গোপাল!

(কোলে গ্রহণ)

নন্দ। ওই মন্দির-দ্বারে ঘা পড়লো। ওই যাবার পথ রুদ্ধ হলো।

ভুবনে। ব'সে পড়, ব'সে পড়। (ছৈনুদ্দীনকে কোলে শয়ন করাইয়া উপবেশন) গোপালকে ঘেরে ব'সে পড়। যশোদার স্নেহ! একবার বুকে আয়। আমি আমার গোপালকে আচ্ছাদন করি।

(কোলাহল—মুহুর্মুহু কামান-গর্জ্জন ও মন্দির ভঙ্গ)

(পুনঃ কোলাহল)

নেপথ্যে। হুঁসিয়ার পাঠান! পালা পালা। (কামান-গর্জ্জন) দুষমন মোগল এসে পড়েছে। কামান দাগছে—পালা—পালা।

(রঙ্গলালের বেগে প্রবেশ)

রঙ্গ। দাদা! দাদা! দেখা করতে এসেছি। মা! মা! মোগলের কাছ থেকে সনন্দ নিয়ে দাদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। জলেশ্বরের রাণী! রাজাকে ডেকে দাও, সনন্দ চরণে রেখে ধন্য হই। ডেকে দাও মা, একবার ডেকে দাও। পাঠান পালিয়েছে। স্তূপভেদ ক'রে বাইরে এসে পুত্রকে আশীর্ব্বাদ কর।

(মস্তকে হস্ত দিয়া উপবেশন)

(কলির প্রবেশ)

কলি। এ কি ছোট বাবু! মাথায় হাত দিয়ে বসেছ যে!

রঙ্গ। সমস্ত শেষ হয়ে গেছে! মন্দিরের চিহ্নমাত্র নেই।

কলি। তা আমিও দেখছি। কিন্তু স্তূপ আছে। আর সেই স্তূপের ভিতরে আমার নবজীবনদায়িনী মা, আর তাঁর মহান্ স্বামী আছেন। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, তাঁরা গোপালকে কোলে ক'রে স্নেহসম্ভাষণে ডাকবার জন্য বিরাট আকাশের একটি কণার প্রত্যাশায় তোমার কল্পনার মুখের পানে চেয়ে আছেন।

(ভোলাইয়ের প্রবেশ)

রঙ্গ। তাই ত দেবি, সব বৃথা হ'ল! দাদার সঙ্গে দেখা করতে পারলুম না! দাদা!

কলি। ভোলাই!

ভোলাই। ছোট মা!

কলি। তোর কাছে এখনও সে বোতল আছে?

ভোলাই। আছে মা, আছে। (বোতল বাহির করিয়া) বড় বাবু প্রসাদ ক'রে দেবে ব'লে চ'লে গেল, আর এলো না। আর ত একে স্পর্শ করতে পারলুম না!

কলি। আমাকে দাও।

ভোলাই। এই নাও! এই নাও। মাটীতে পর্য্যন্ত একে রাখতে ভরসা করছি না। যখন চোখ ছিল, তখন দেখি গোপাল নিজে মন্দিরের ভিতরে-বাইরে আনন্দে নৃত্য ক'রে বেড়াচ্ছে। আর এখন নেশা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার দুই চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। আমি গোপালকে দেখতে পাচ্ছি না, তার মন্দির দেখতে পাচ্ছি না।

কলি। ছোট বাবু! যদি মা বেঁচে থাকেন? যদি তোমার ভাই এখনও জীবিত থাকেন?

রঙ্গ। এ কি বলছ! এই বিশাল স্তূপ আর আমি একা। সর্ব্বদিয়া জনশূন্য।

কলি। এই নাও ছোট বাবু।

রঙ্গ। এ নিয়ে আর কি করব?

কলি। পান কর। কাল প্রাতঃকালে যখন তুমি পান করেছিলে, তখন তোমাতে আমি আফিসিয়ারের বীরত্ব দেখেছিলুম। এখন দেখছি নেশা চ'লে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার সে অপূর্ব্ব মনুষ্যত্ব চ'লে যাচ্ছে। তুমি দেখছ সর্ব্বদিয়া শূন্য। কিন্তু আমি ত দেখছি না। ছোট বাবু! আমি দেখছি, এক লাখ লোক আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু একটু মাদকতার অভাবে সে লক্ষ জন-শক্তি আজ কার্য্যহীন। নাও, পান কর। (হস্তে বোতল দান)

রঙ্গ। (বোতল নিক্ষেপ ও কলির হস্তধারণ)

তবে এস ছোট-বউ! ও মাদকতায় আর আমার প্রয়োজন নেই। ভোলাই! দেখে আয়, স্তূপমধ্যে একটা ক্ষুদ্র পিপীলিকারও প্রবেশের পথ আছে কি না। (ভোলাইয়ের আগমন) এস শক্তি! তোমার অগ্নিময় আঁখির দীপ্তি আগে থাকতেই আমার মস্তিষ্ক মাদকতায় ভরিয়ে দিয়েছে। এইবারে এই কোমল করাঙ্গুলির প্রান্ত দিয়ে মাদকতার প্রবাহ আমার ধমনী-পথে ছুটে আসুক। হৃদয় তীব্র-জীবন-স্পন্দনে নৃত্য করুক, দেহ একবার মত্ত দেব-মাতঙ্গের মত বলীয়ান্ হোক।

কলি। আর আমার যে হৃদয়ের রাজা, তার সিংহাসন-তল থেকে বাদশা তার সিংহাসন-গর্ব্ব কুড়িয়ে নিয়ে যাক্।

রঙ্গ। দেখতে পেলি ভোলাই?

ভোলাই। এই একটা খিলেন ভেঙ্গে পড়েছে, এইখান দিয়ে একটু ফাঁক আছে।

রঙ্গ। ঠিক্—ঠিক ভোলাই, এই ত ছিল গর্ভ-মন্দিরের প্রবেশদ্বার! স'রে আয় ভোলাই, স'রে আয়।

ভোলাই। কেন ছোট বাবু?

রঙ্গ। এই পথ দিয়ে আমি মন্দিরে প্রবেশ করব।

ভোলাই। (খিলানের মুখ পরীক্ষা ও তুলিতে বলপ্রয়োগ) সে কি ছোট বাবু, এ তো হাড়ের ভার যেন।

রঙ্গ। কই দেখি। (মাটীতে বক্ষ দিয়া ও খিলানে পৃষ্ঠ দিয়া উত্তোলন) ছোট বউ! এইবারে যাও, মা আর দাদাকে খুঁজে এসো।

(মন্দির মধ্যে কলির প্রবেশ)

কলি। ছোট বাবু! মাকে পেয়েছি। কিন্তু মা তো নেই।

রঙ্গ। (হস্তদ্বয় ঈষৎ কুঞ্চিত হইল) দাদা?

কলি। হায়! তাঁকেও পেয়েছি। কিন্তু তিনিও জীবিত নেই।

রঙ্গ। চ'লে এসো—জল্দি চ'লে এস—

কলি। পেয়েছি—পেয়েছি।

রঙ্গ। কি পেয়েছ? (স্বর ক্রমশঃ গম্ভীর হইতে লাগিল)

কলি। গোপাল!

রঙ্গ। নিয়ে এসো—জল্দি নিয়ে এসো।

ভোলাই। নিয়ে এসো ছোট মা, নিয়ে এসো!

রঙ্গ। জল্দি—জল্দি।

(মূর্চ্ছিত জৈমুদ্দীনকে কোলে লইয়া কলির বহিরাগমন)

ভোলাই। গোপাল! গোপাল!—এস গোপাল!

কলি। এ কি! ছোট বাবু, এ যে তোমার ভাই!

রঙ্গ। ভাই?

কলি। আমার পাঠানী শাশুড়ীর গর্ভজাত সন্তান!

রঙ্গ। নিয়ে যাও—ছোট-বউ! গোপাললালকে নিয়ে যাও। বংশ রক্ষা কর! বংশ রক্ষা কর।

কলি। আর কেন, তুমিও এস।

রঙ্গ। ছোট-বউ! বড়-বউ আমাকে যে মাতৃ-স্নেহে শৈশবে বুকে তুলে মানুষ করেছিলেন, তুমিও সেই স্নেহে গোপাল বালককে মানুষ কর—বংশ রক্ষা কর।

কলি। আর তুমি?

রঙ্গ। ভোলারই!

ভোলাই। ছোট বাবু! কি করলে?

রঙ্গ। চির জাগন্ত প্রহরী হ'য়ে—গোপালকে, তার মাকে রক্ষা

কলি। ছোট বাবু, বেরিয়ে এস—বেরিয়ে এস।

রঙ্গ। দেবি! মাকে উদ্ধার করবার লোভে তোমার মুখ দেখে পাহাড় মাথায় তুলেছিলুম। মা নেই, তোমারও মুখ দেখতে পাচ্ছি না—পাহাড় চেপে ধরেছে—আর বেরুবার উপায় নেই! মা! মা! মা!

(স্তূপ সম্মুখে ভোলাই ও কলির বারংবার মস্তক অবনমন)

যবনিকা

ভীষ্ম

(নাটক)

[দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে মুদ্রিত]

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

উৎসর্গ

"যাঁহার সদিচ্ছা-প্রেরণায় ও আশীর্ব্বাদে এই পুস্তক রচিত হইয়াছে, সেই পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত সারদানন্দ স্বামীজী মহারাজকে ইহা উৎসর্গীকৃত হইল।"

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

মহাদেব, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, ভীষ্ম, পরশুরাম, শান্তনু, শাল্ব, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি, বিদুর, সাত্যকি, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, শিখণ্ডী, ধৌম্য, বিচিত্রবীর্য্য, কাশীরাজ, দ্রুপদ, বিরাট্, অকৃতব্রণ, বৃক, নারদ, ব্যাস, দশার্ণরাজ, সুনন্দ, বৃদ্ধতাপস, দাসরাজ, ব্রাহ্মণবেশী বসু, দৌবারিক, বসুগণ, রাজগণ, সভাসদ, দূতগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

গঙ্গা, দ্যুতি, সত্যবতী, অম্বা, অম্বালিকা, অম্বিকা, দাসরাণী, বসুপত্নীগণ, বন্দিনীগণ, সখীগণ, পুরনারীগণ, ইত্যাদি।

ভীষ্ম

প্রথম অঙ্ক

প্রস্তাবনা-দৃশ্য

বসুগণ ও বসুপত্নীগণ।

(গীত)

জাগ ধবল-তরঙ্গমালিনী।
জাগ শরণ্যে জহ্নু কন্যে পূত শ্যামতটশালিনী।
শঙ্কর-মৌলি-বিহারিণি বিমলে
দুরপ্রচারি দুষ্কৃতহারি, শুভ ঝঙ্কারি সলিলে
পুণ্য তরঙ্গে করুণাপাঙ্গে
খণ্ডিত-গিরিবর-মণ্ডিত-ভঙ্গে
এস গঙ্গে, এস কুলদায়িনী কল্লোলিনী।
ইন্দ্রমুকুটমণিরাজিত-শ্রীপদে
সুখদে শুভদে মুক্তিদে নীরদে—
এস মন্দাকিনী এস মন্দাকিনী—
পুণ্যদেশবিশেষ-বিলাসিনী।

১ম ব। উঠ মা জাহ্নবী, জাগ,
ভীতার্ত্ত সন্তান
সমবেত মোরা তব তীরে। ব্রহ্মশাপ
বিমোচিতে ধবাবিলাসিনী, একদিন
সগর-সন্তান-ভস্মে তরঙ্গ ঢালিয়া
মুক্তি দিয়াছিলে, সলিলে ত্রিতাপ হর।
ব্রহ্মশাপে অঙ্গ জর জর, অষ্ট ভ্রাতা
কাতর অন্তর, তোমারে স্মরি মা দেবি,
সুরাসুর নরের জননি!

১ম ব-প। ভীতা মোরা
পতির বিপদে। জাগো সতী, এস সতী—
সতীর মর্য্যাদা-রক্ষা, বিধির বিধানে
তার, কল্পারম্ভ হ'তে, পড়েছে তোমার
শিরে। কল্পারম্ভ হ'তে সত্যের আহ্বানে
চিন্ময় সে নারায়ণ গলিয়া গলিয়া,
বিশ্বপ্রেমে শ্রীমূর্ত্তি ঢালিয়া, রচেছেন
যে অপূর্ব্ব মধুর সংসার, মধু তুমি
তার। তোমার মহিমা, তব স্রষ্টা নাহি
জানে, বিষ্ণু বসে ধ্যানে, শিব মত্ত গানে—
জটা কল কল, ভাসিছে বাকল নিত্য
নয়নের ধারে, তবু ধরিতে না পারে,
হে জননি, বেদত্রয়ী ধারার প্রতিমা।
পতি-দুঃখে ম্রিয়মাণা মোরা। রক্ষা কর
দ্রবময়ি!

(গঙ্গার আবির্ভাব)

গঙ্গা। কে কাঁদে করুণ-কণ্ঠে তীরে?

১ম ব-প। নন্দিনী নন্দন মোরা—
বিপন্ন তোমার তীরে।
কৃপা-দৃষ্টি কর ভাগীরথি।

গঙ্গা। এ কি!
বসুগণ? এ কি সর্ব্বভুবন-ঈশ্বর!
তোমরা বিপন্ন! দারুণ বিস্ময়-কথা
শুনালে আমারে। নিজ নিজ শক্তি সাথে
হে জাগ্রত জগতজীবন, দ্রবময়ী
জ্ঞানে, রহস্য ক'র না মোরে!

১ম ব। এ কি মাতা!
রহস্য করিব কারে? যাঁর পূত-তটে
দেবতা অজ্ঞাত গুহ্য অসত্যের কণা
ব্যোমভেদী পাপমূর্ত্তি ধরে, মন্দাকিনি,
তাঁরে মোরা রহস্য করিব?

১ম ব-প। মা, মা, একে
মর্ম্ম-যাতনায় ব্যথিত সন্তান, তুমি
সে ব্যথায় হানিও না বাণ।

গঙ্গা। অপরাধ
ক্ষম লোকেশ্বর! বিশ্ব-গৃহে অষ্ট দিক
দ্বারে, অষ্টমূর্ত্তি দ্বারিরূপে জগতের
বিপদ করিছ দূর। তোমরা বিপন্ন!
দেখেও যে বসু আমি বিশ্বাসিতে নারি!

১ম ব। দারুণ বিপন্ন মাতা,
ব্রহ্মশাপে জীর্ণ কলেবর।
গঙ্গা। ব্রহ্মশাপ! কোন্ অপরাধে?
১ম, ব। সুমেরু অচল পাশে, মহাতপা
আপবের পবিত্র আশ্রম দরশিয়া
নিজ নিজ পত্নী সাথে অষ্টবসু মোরা
গিয়াছিনু ভ্রমণাভিলাষে। মৃগপক্ষী
আকুলিত, সর্ব্ব-ঋতু-পুষ্পসমাবৃত
সে অপূর্ব্ব দেবের বাঞ্ছিত স্থান, দেখি,
মুহূর্ত্তে হরিল মনঃ প্রাণ। সন্তর্পণে
সমীর প্রবেশে, সন্তর্পণে রবিরশ্মি
হাসে, রঙ্গময়ী বিলোলা চপলা, সারা
দিবানিশি বসুধারারত, অবিরত
রেণুর পরশ সম সন্তর্পণে ঝরে।
দেখিতে দেখিতে জ্ঞানহীন—কে বা মোরা,
কোথায় ভবন, কোথা হ'তে আগমন,
দণ্ডমধ্যে সব পাশরিনু। জ্ঞানমূর্ত্তি
তপোধন ছিল কোন গুহা-মাঝে ধ্যানে,
জনপ্রাণী না ছিল উদ্যানে। ইচ্ছামত
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, দেখিলাম এক স্থানে,
দাঁড়াইয়া মনোহর কল্পতরুতলে
অপূর্ব্ব শ্রীমতী গাভী সুরভী-নন্দিনী।
সুলক্ষণা কামধেনু করিয়া দর্শন,
আমার ঘরণী তাহা লভিতে করিল
আকিঞ্চন। আছে চির প্রথা, এ সংসারে
জঞ্জাল ঘটায় নারী। কর্ত্তৃ-শূন্যবনে
একাকিনী শবলা বিচরে হেরি, লুব্ধ
হ'ল মন, তাহে নারী-প্ররোচন, সবে মিলি
নন্দিনীরে করিনু হরণ। দিব্যদৃষ্টি
ঋষি, চৌর-কার্য্য জানিলেন ধ্যানে। দিলা
অভিশাপ! মহাপাপ মোচন কারণ
হে জননি, নররূপে পশিব ধরায়।
ঋষির চরণ ধরি লভিয়াছি ক্ষমা।
সপ্ত বসু ফিরিবে সত্বর। গর্ভবাসে
বন্দী রবে—তুমি স্পর্শে মুক্তি পাবে তারা।
কিন্তু মাগো,
কর্ম্মফলে ইচ্ছামৃত্যু ল'য়ে
আমারে ভ্রমিতে হবে অবনীমণ্ডলে।
গঙ্গা। মোর কূলে কেন এলে
বুঝেছি আভাসে।
নারী মূর্ত্তি ধ'রে, নরলোকে মোরে, তোমা
সবে জঠরে ধরিতে হবে।
১ম ব। তোমা বিনা
হে বিশ্বপূজিতা মাতা, আর কার গর্ভে
লব স্থান?
গঙ্গা। ভাগ্যবতী আমি যে রমণী,
হব অষ্টবসুর জননী। বল, কোথা
যাব, মর্ত্ত্যভূমে কাহারে বরিব?
১ম ব-প। এ কি
কথা সতি! তুমি জান কেবা তব পতি?
তুষার বরণ দেহ, অবতংসে চারু
শশিকলা; রত্ন-কম্ম দেহ সমুজ্জ্বল,
ঢল ঢল অঙ্গে তার তরঙ্গে বিকল
তুমি সদা—তুমি কারে করিবে বরণ
তুমি জান, পুত্র কি বা বলিবে জননি!
গঙ্গা। নিশ্চিন্ত হও হে বসুগণ!
শঙ্করের অংশে জাত মহাভীষ রাজা,
ব্রহ্মশাপে ধরাতলে শান্তনুর রূপে অবতার!
দেব-কার্য্য করিতে সাধন, আমি গঙ্গা
শান্তনুরে করিব বরণ। শুন সবে,
জন্মমাত্র সপ্তপুত্রে দিব বিসর্জ্জন।
অষ্টম নন্দনে শুধু পালিব যতনে।
১ম ব-প। জয় হ'ক
মাতা। দেবরাজ্যে বাজিল দুন্দুভি! ধীরে
সুরভি পবন বহে। আকুল জলদ,
উল্লাসে নয়ন-নীরে সিক্ত করে তব
কলেবরে—বসুগণ মুক্ত হ'ল আজি।

[গঙ্গা, সপ্তবসু ও সপ্তবসু-পত্নীগণের প্রস্থান।

১ম ব। ভৌম-নরকের ভোগ-ব্যবস্থা আমার—
দেব-দেহ প্রবেশিলে মৃত্তিকা-পিঞ্জরে।
হে বিধি করুণা কর, স্মরণে শিহরে
অঙ্গ মোর—বড়ই হতেছি ভীত আমি—
এক কর্ম্ম বিনাশিতে, কর্ম্মক্ষেত্র-মাঝে
ক্ষুদ্র তৃণখণ্ড সম, বায়ুর ফুৎকারে
কোথা হ'তে কোথা যাব উড়ে—কে রোধিবে
গতি মোর—কেবা দিবে আশ্রয় আমারে?
১ম ব-প। নাথ! দাসী যাবে সাথে।
১ম ব। তুমি যাবে?

সর্ব্বনাশী, দেবরাজ্যে প্রলুব্ধ করিয়া
দেবত্ব ঘুচালি মোর, শিরোপরে ঢেলে
দিলি কলঙ্কের ডালি লজ্জাহীনা নারী,
সঙ্গে যাবি বলিলি কেমনে ?

১ম ব-প। নারী হ'তে
জন্মে পাপ, নারী হ'তে পুনঃ তার ক্ষয়—
দুর্দ্দশা দিয়েছি আমি. দুর্দ্দশা ঘুচাব
তব, ক'র না সংশয়। নাথ, কর ক্ষমা,
সঙ্গে লই মোরে।

১ম ব। সঙ্গে লব ? শুন দ্যুতি,
প্রতিজ্ঞা আমার। যত দিন ধরামাঝে
করিব বিহার, নারীরে লব না সঙ্গী
জীবনের পথে। যাও, যতদিন নাহি
ফিরি স্বরাজ্যে আমার—বিরহে বিশ্রাম
লও, ভুঞ্জ কর্ম্মফল অভাগিনী।

[প্রস্থান।

১ম ব-প। যাও প্রভু! যেথা রও,
তুমি মম গতি।
আমা হ'তে যদি তব স্বর্গের বিচ্যুতি,
আমি ছায়ারূপে, তব সাথে
সুদীর্ঘ সে কর্ম্মপথে করিব ভ্রমণ।

(দ্যুতির গীত)

মরম-ভাঙা কথা ক'য়ো না
করমের লেখা পীড়িছে মরমে,
আর পীড়া তারে দিও না।
সঙ্গে যেতে মানা যাব না সাথে,
বাধা কি হে সখা চলিতে সে পথে—
গোপনে দেখিতে গোপনে কাঁদিতে—
তুমি শুধু ফিরে চেয়ো না।

প্রথম দৃশ্য

ভীষ্ম ও পরশুরাম।

গঙ্গাগর্ভ।

রাম। ধনুর্ব্বেদ সমস্তই শিখানু
তোমারে।
আমার ভাণ্ডারে
যেখানে যা কিছু ছিল অপূর্ব্ব রতন
করিয়া স্মরণ,
আহরণ করি আমি
তোমারে করিনু দান।
এখন যদ্যপি তুমি কর অভিলাষ
ত্রিলোক করিতে পার জয়।
জগতে নির্ভয়,
তুমি শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধারী।
ভাগ্যদোষে,
যদি কভু গুরুশিষ্যে হয় মহারণ,
শুন পুত্র, জয়ী হবে তুমি।

ভীষ্ম। প্রণমি চরণে গুরু।
জ্ঞানহীন আমি বনচারী,
নরমূর্ত্তি প্রথম নেহারি তব মুখে!
তোমারি আদেশে,
জাহ্নবীর শুভ্র জলে
নিজরূপে প্রতিবিম্ব হেরি,
বুঝেছি মানব আমি।
নরজ্ঞান পেনু তোমা হ'তে।
অস্ত্রজ্ঞান তোমার কৃপায়,
বুদ্ধিবৃত্তি সঙ্গে সঙ্গে তুমি হে জাগালে।
শুনিলাম আশিস্ বচন,
বর্ণে বর্ণে করুণার ধারা বরিষণ।
তবু শুনি অঙ্গ মোর উঠিছে শিহরি—
বল গুরু, বল মোরে,
গুরু-শিষ্যে কেন হবে রণ ?

রাম। কেন হবে, কে বলিবে ?
সাধ্য আছে কার ?
মোহভরা ধরণীর এ অজ্ঞেয় লীলা
বিধি নিজে বুঝিতে না পারে;
বিধাতা রচেছে বিশ্ব,
ধরা চলে বিধির বিধানে,
তথাপি যদ্যপি বিধি নরদেহ ধরে,
ভাগ্যদোষে ধরায় বিচরে,
সাধ্য নাই বলে পুত্র কি অদৃষ্ট তার।
লোকমুখে শুনি আমি বিষ্ণু অবতার।
ভক্তিভরে নরে
বিষ্ণুজ্ঞানে পূজে হে আমারে।
সেই আমি আত্মজ্ঞানে পূর্ণ অধিকারী,
নিজ করে কাটিয়াছি জননীর শির।

ভীষ্ম। এ কি বিপ্র, কি কথা বলিলে
এ সংসারে কিছু নাহি জানি।

দেবতা জননী—
একমাত্র দেখিয়াছি তাঁরে!
জননী আমার ধ্যান,
জননী আমার জ্ঞান,
জাগ্রতে স্বপনে
একমাত্র মাতৃদেবী সঙ্গিনী আমার।
হেন মাতা—মূর্ত্তি করুণার—
তুমি হন্তা তাঁর।
ধনু ধ'রে কলুষিত করে,
অজ্ঞান জানিয়া মোরে বিদ্যা দিলে দান!
এ বিদ্যা লব না আমি—
যা কিছু শিখেছি তব পাশে,
বিপ্রাধম! এই দণ্ডে লহ ফিরাইয়া।
কোথা তুমি মা আমার?
বড়ই বিপন্ন আমি।
না ল'য়ে তোমার অনুমতি
দারুণ দুর্গতি—দেখে যাও
ধনুর্ব্বেদ অগ্নিসম জলিছে অন্তরে।

রাম। সত্য কথা বলিনু তোমারে!
জ্যোতির্ম্ময় হেরিয়া বদন
ভেবেছিনু সত্য পাবে এখানে আদর।
সত্য কথা শুনে
প্রাণে যদি জাগে রে যন্ত্রণা—
এই-দণ্ডে বিদ্যা মোর ফিরে দে আমারে।
সম্মুখে জাহ্নবী-জল!—টল টল—
আজি দেখি পূর্ণোল্লাসে ভরা।
লহ ত্বরা, কর আচমন,
শিক্ষা মোর কর হে অর্পণ—
চ'লে যাই অন্য দেশে—

(গঙ্গার প্রবেশ)

গঙ্গা। কর কি, কর কি তুমি অবোধ
সন্তান?
আপনি করুণা করি গুরুরূপ ধরি,
যে মহাত্মা সম্মুখে তোমার,
তিনি বিষ্ণু অবতার—
আজন্ম অপাপ-বিদ্ধ দেহী নারায়ণ।

ভীষ্ম। স্বর্গাদপি গরীয়সী
জননীরে বধেছে যে জন,
তারে তুমি বল নারায়ণ!

গঙ্গা। কে বধেছে—কাহারে বধেছে?
শুদ্ধমাত্র মুহূর্ত্তের লীলা—
একমাত্র পিতৃভক্তি কারণ তাহার।
মুহূর্ত্তের স্বপ্ন আবরণ।
পুত্রের ভক্তির টানে
মুহূর্ত্তে জীবনে মাতা ফিরিল আবার।
ত্রিভুবনে কেহ না জানিল।
তপোধন সত্য যদি করিত গোপন,
বিচিত্র চরিত্র তাঁর
চিরদিন রহিত হে অজ্ঞাত তোমার।
কিন্তু পুত্র, অসত্যে হইলে প্রতিষ্ঠিত,
যদিও ভকতি তব রহিত অটল,
শিক্ষা তব হইত নিস্ফল।
ক্ষম ঋষি সন্তানে আমার;
সংসার-প্রবেশ-মুখে
প্রথমে সে পেয়েছে তোমারে।
কৃপাময়! যদ্যপি করেছ কৃপা—
সে কৃপার অপূর্ব্ব মহিমা—
বালকে বুঝিতে দাও, ব্রহ্মবাদী ঋষি।

ভীষ্ম। বুঝিয়াছি, ক্ষম ঋষিরাজ!
ধনুর্ব্বেদে সর্ব্বশেষে সত্য দিলে দান।
বেদে সত্য-সনাতন গান।
একমাত্র সত্য অস্ত্র—সত্য মোহের সংহারে।
একমাত্র অস্ত্র-সত্য মোর সার।

রাম। ক্ষমিলাম তোমারে সন্তানে
যাও বীর, লহ জ্ঞানভার।
আজি হ'তে ত্রিভুবনে তব অধিকার।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ তোমার ইঙ্গিতে
আজি হ'তে তব পদে করিবে প্রণতি।

ভীষ্ম। প্রণমি চরণে গুরুদেব!

রাম। করি আশীর্ব্বাদ,
জ্যোতির্ম্ময় অংশুমালী সম
দীপ্ততেজে ভ্রম তুমি বিশাল সংসারে।
হও বৎস, আপনার আপনি তুলনা।
আকাশে যেমন বজ্র,
সিন্ধুজলে বাড়ব অনল
প্রকৃতির গুপ্তগৃহে
সঞ্চিত রহস্য মত
অসীম অনন্ত কাল ধ'রে
লোক-চক্ষে করিতেছে লীলা,

সেই মত তব নাম
মানবের স্মৃতি-সরোবরে
চির শুভ্র কমল শোভায়
অনন্ত সৌরভে যাঁর রহুক ফুটিয়া।

ভীষ্ম। আশিস করিনু সার
সত্য হ'ক কবচ আমার।
শুন গুরু,
তোমার সমক্ষে আমি করিলাম পণ,
এ জীবনে রণে
করিব না কভু আমি পৃষ্ঠপ্রদর্শন।

রাম। প্রণমি চরণে মাতঃ
লও করে করে, সঁপে দি' তোমারে
তোমারি সঞ্চিত রত্নভার!

গঙ্গা। লহ মোর নমস্কার ঋষি।
এস পুত্র,
যাঁহার গচ্ছিত ধন তুমি,
সেই তব পুণ্যময় পিতার শ্রীকরে
তোমারে করিব সমর্পণ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গঙ্গাতীরস্থ উপত্যকা।

পরশুরাম।

রাম। পতিতপাবনি গঙ্গে! দে মা, সন্তানকে এইবারে মুক্তি দে। একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিক্ষত্রিয়া করেছি। অপরাধী নিরপরাধ—যুবা, বৃদ্ধ, শিশু—কাউকেও প্রাণে রাখি নি। তাদের মাতা, পত্নীর জ্বলন্ত নিশ্বাস আজও পর্য্যন্ত আমার দেহ দগ্ধ করছে। জাহ্নবি, তোর সন্তানকে সর্ব্ববিদ্যা দান ক'রে আমি ক্ষত্রিয়নাশের প্রায়শ্চিত্ত করেছি, তবে আর কেন মা, শান্তিবারিরূপে আমার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত ক'রে, আমাকে সে চিন্তার আগুন থেকে নিষ্কৃতি দে।

(সত্যবতীর প্রবেশ)

সত্য। হ্যাঁ গা, তুমি কে? বলতে পার, ক'দিন ধ'রে থাক্‌ছে থাক্‌ছে, গঙ্গার জল শুকিয়ে যাচ্ছে কেন? একবার ক'রে শুকিয়ে যাচ্ছে, আবার খানিকক্ষণ পরে প্রবল বেগে বান আস্‌ছে। এমন ধারাটা কেন হচ্ছে বলতে পার গা?

রাম। তুমি কে মা?

সত্য। আমি দাসরাজকন্যা সত্যবতী। আমার গাত্রে মৎস্যের গন্ধ ব'লে লোকে মৎস্যগন্ধা বলে।

রাম। তুই সত্যবতী—মা, মা—অধম সন্তানের নমস্কার নিবি?

সত্য। ও কি বল, বাবাঠাকুর, আমি শূদ্রাণী। আমাকে রক্ষা কর। কি সর্ব্বনাশের কথা বল্‌লে—পদধূলি দাও—রক্ষা কর।

রাম। তুই শূদ্রাণী? সে কি রে বেটী? তুই যে নারায়ণের জননী।

সত্য। আমি কুমারী, এ কথা বল্‌লে যে গাল দেওয়া হয় ঠাকুর?

রাম। বলেছি—ঠিক বলেছি। তুই মা, তোকে কি আমি তামাসা কর্‌ছি!

সত্য। তা তুমিই ত নারায়ণ!

রাম। তা তোর যখন আমি সন্তান, তখন আমি নারায়ণ বই কি!

সত্য। তা যা হ'ক, ও কথা আর ব'ল না।

রাম। কেন মা, তোর কি সন্তানের কথা মনে নেই?

সত্য। ওগো সে স্বপ্ন—আমার ভয় করছে—স্বপ্নে আমার এক সন্তান হয়েছিল।

রাম। ভয় কি মা? যাঁর নাম স্মরণে ভব-ভয় দূর হ'য়ে যায়, তুমি তাঁর মা। তোমা হ'তে জগৎ চরিতার্থ হয়েছে। তোমার ভয় কি?

সত্য। না না—ভয় করে। আমার বাপ-মা আছে। তারা মূর্খ। এ সব কথা কিছু বুঝবে না। এ কথা শুন্‌লে, আমাকে মেরে ফেলবে।

রাম। আমার এ গুহ্য কথা, তুমি ভিন্ন আর কেউ জানতে পারবে না।

সত্য। সে যদি স্বপ্ন না হবে, তা হ'লে আমার গায়ে মাছের গন্ধ ঘুচল না কেন? ঋষি বলেছিল, তোমার গায়ে পদ্মের গন্ধ হবে, কিন্তু কই বাবাঠাকুর, আজও ত তা হ'ল না?

রাম। ঋষি-বাক্য মিথ্যা হয় না। তবে উপযুক্ত স্থান-কাল না হ'লে, তার সত্যতার উপলব্ধি হয় না। মা, আমি যে আজ তোমার দেহে পদ্মগন্ধের আঘ্রাণ পাচ্ছি!

সত্য। তাই ত করুণাময়, এ কি করলে! এক নিশ্বাসে আমার দেহ থেকে কুৎসিৎ মৎস্যগন্ধ দূর ক'রে দিলে!

রাম। আমি কিছু করি নি মা! এ মধুরতা তোমার ভিতরে সুষুপ্ত ছিল, আমি কেবল জাগিয়ে দিয়েছি। শোন মা, জগতে অভয়বাণী প্রচার করবার জন্য যে মহাপুরুষ অবতীর্ণ হয়েছেন, তুমি তাঁর মা। আপদে অলক্ষ্যে তিনি তোমার সহায়।

সত্য। তাঁকে যে দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে ঠাকুর।

রাম। তাঁকে প্রত্যক্ষ করবার মন্ত্রও তুমি পেয়েছিলে। কালবশে তা তুমি ভুলে গিয়েছ। আশীর্বাদ করি, আজ হ'তে আবার সে মন্ত্র তোমার মনে জাগরূক হ'ক।

সত্য। জেগেছে—জেগেছে—মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে সোনার ছবি ভেসে উঠেছে। গুরু, গুরু! অনুমতি কর—আমার সন্তানকে একবার আবাহন করি।

রাম। না, এখন নয়। মায়াবশে নিজের কৌতূহল চরিতার্থ করতে কখন তাঁকে ডেকো না। যখন একান্ত প্রয়োজন বুঝ্‌বে, তখনই তাঁকে এই মন্ত্রে স্মরণ করবে। বেদব্যাস-জননি! তুমি জান না,—তুমি অনন্ত সৌভাগ্যের অধিকারিণী।

সত্য। কে তুমি গুরু—দয়া ক'রে কোথা থেকে এসে, মূর্খ দাসকন্যাকে কৃপা করলে? কোন্ অজানা দেশ থেকে এসে মমতার ভাণ্ডার খুলে দিলে?

রাম। সময়ে জান্‌তে পার্‌বে। এখন আমি তোমাকে পরিচয় দিতে পারলুম না। আমি দেবকার্য্যে এ দেশে এসেছিলুম—কার্য্য শেষ ক'রে আশ্রমে ফিরে চলেছি। মা, আমি চল্‌লুম।

[প্রস্থান।

সত্য। তাই ত—গঙ্গা শুকিয়ে যায় কেন, এ কথা ত বাবা-ঠাকুরের কাছে জানা হ'ল না! ওই আবার বান আসছে—ওই তীব্রবেগে জল ছোটার শব্দ উঠেছে।

(পশ্চাৎ হইতে শান্তনুর প্রবেশ)

শা। সর্ব্বনাশি, স্বামিঘাতিনি, নিষ্ঠুরে—এত অভিমান? (সত্যবতীর স্কন্ধে হস্ত দান) এমন কি পরুষ-বাক্য প্রয়োগ করেছিলুম প্রাণেশ্বরি, যে, ষোল বৎসর—না, না—কে তুমি?

সত্য। তুমি কে গা?

শা। আমি—আমি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যের শিখরে ব'সেও সর্ব্বাপেক্ষা ভাগ্যহীন। সুন্দরি! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমাকে আমার পত্নী-ভ্রমে স্পর্শ ক'রেছি।

সত্য। তোমার স্ত্রী কোথায়?

শা। সে কথা আর জিজ্ঞাসা ক'র না! ষোল বৎসর পূর্ব্বে তাঁকে কোন এক বিশেষ কারণে তিরস্কার ক'রেছিলুম, সেই জন্য তিনি আমাকে পরিত্যাগ ক'রে গেছেন। ষোল বৎসর পরে আমার বোধ হ'ল, আমি যেন তাঁকে দেখতে পেয়েছি। এক দেবকান্তি বালক গঙ্গাস্রোতকে রুদ্ধ ক'রে নদীগর্ভে শরচালনা শিক্ষা করছিল। একটি রমণী তীরে দাঁড়িয়ে তার খেলা দেখছিলেন। আমি কাছে যেতে-না-যেতেই তাঁরা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর অমনি দেখতে দেখতে সমস্ত বাঁধা জল বানের মত নীচের দিকে ছুটে এল। আমি আর এগুতে পার্‌লুম না। এমন সময় তোমার অঙ্গ-সৌরভে সহসা দিগন্ত আমোদিত হয়ে উঠল। সেই সৌরভে প্রলুব্ধ হ'য়ে, আমি অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে, আমার স্ত্রী মনে ক'রে তোমার গায়ে হাত দিয়েছি। পাগল মনে ক'রে আমাকে ক্ষমা কর।

সত্য। তুমি গর্হিত কাজ কর নি—আমি কুমারী।

শা। কুমারী! আমাকে বিবাহ করতে চাও?

সত্য। আমি বিবাহ ক'র্‌তে চাইলেই বা তুমি বিবাহ করবে কি ক'রে? এই ত তুমি বল্‌লে, তোমার স্ত্রী আছে। আর আমি দেখছি, তুমি তার শোকে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছ।

শা। তা বেড়াচ্ছি।

সত্য। তবে? তুমি বিবাহের কথা তুল্‌লে কি ক'রে? এই বুঝি তোমার শোকের পরিমাণ?

শা। যথার্থই আমি শোকার্ত্ত। কিন্তু সুন্দরি, আমি যে তোমার অমর্য্যাদা করেছি!

সত্য। আমি জেলের মেয়ে, আমার আবার মর্য্যাদা অমর্য্যাদা কি?

শা। জেলের মেয়ে!—তাই ত! তা হ'লে তোমার কি করতে পারি?

সত্য। কি করতে চাও?

শা। তোমার মনোমত পাত্রকে যদি তুমি বিবাহ কর, আমি সাহায্য ক'র্‌তে চাই।

সত্য। কে তুমি?

শা। আমি হস্তিনার রাজা।

সত্য। এখন দেখ্‌ছি যথার্থই তুমি পাগল

হয়েছ। হাঁ রাজা, তুমি যা'কে প্রাণেশ্বরী বলেছ, অন্তে আবার তাকে প্রাণেশ্বরী বলবে?

শা। তুমি দুকূলে রীবত্ন—আমি তোমাকে—পত্নী ব'লে গ্রহণ করলুম।

সত্য। তা হ'লে আমার বাপ-মাকে খবর দি?

শা। দাও, তোমার পিতাকে নিয়ে এস। আজ আমি পূর্ব্বপত্নীর আশা পরিত্যাগ করলুম।

[সত্যবতীর প্রস্থান।

(গঙ্গার প্রবেশ)

গঙ্গা। কি রাজা, আমাকে চিন্‌তে পারেন?

শা। অ্যাঁ অ্যাঁ—কে আপনি?

গঙ্গা। এই তুচ্ছ ষোল বৎসরের অদর্শন—এরই মধ্যে আমাকে বিস্মৃত হয়েছেন? মহারাজ! এই কি আপনার প্রেমের গভীরতা—ভালবাসার টান?

শা। অ্যাঁ অ্যাঁ! রাণি! এত দিন পরে? কি করলুম—কি করলুম?

গঙ্গা। প'ড় না প'ড় না—কিছু কর নি রাজা! আমি অন্তরাল থেকে সব দেখেছি—তোমাদের প্রেমালাপ শুনেছি। তুমি ভালই করেছ মহারাজ! এত দিন যে তুমি আমার অপেক্ষা করেছ, আমার বিরহে জর্জ্জরিত হয়েও আমাকে স্মরণে রেখেছ—এই তোমার মহত্ত্ব। তুমি নিঃসঙ্কোচে ওই রমণীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ কর। আমি সুখী বৈ দুঃখিত হব না।

শা। আর তুমি? আমার সর্ব্বকল্পনার অধিষ্ঠাত্রী—তুমি কি করবে? এ হতভাগাকে ধরা দিয়ে আবার কি পরিত্যাগ করবে?

গঙ্গা। রাজা, পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ কর। আমি দেবকার্য্য সাধনের জন্য তোমাকে স্বামিত্বে বরণ করেছিলুম।

শা। কে তুমি?

গঙ্গা। আমি মহর্ষিগণ-নিষেবিতা জহ্নুতনয়া গঙ্গা। আপনার পুত্রগণ মহাতেজা অষ্টবসু। আপব বশিষ্ঠের-শাপে তাঁরা মানবরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বসুদের সঙ্গে আমি অঙ্গীকার করেছিলুম, জন্মগ্রহণ ক'র্‌বামাত্র তাঁদের মানবজন্ম থেকে মুক্ত করব। এই জন্য ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র তাঁদের আমি জলে নিক্ষেপ করেছিলুম।

শা। দেবি! তবে কি আমি পুত্রহীন?

গঙ্গা। কিন্তু মহারাজ আপনাকে শোকার্ত্ত দেখে, আমি তাঁদের কাছে এক পুত্র ভিক্ষা করেছিলুম। তাঁরা দয়ার্দ্র হ'য়ে আপনাকে এক পুত্র দান করেছেন। এই নিন্ মহারাজ, (অন্তরাল হইতে ভীষ্মকে আনয়ন পূর্ব্বক) অষ্টবসুর অংশে জাত গঙ্গাদত্ত এই উপহার গ্রহণ করুন। হে পুত্রকাম! এই পুত্র লাভ ক'রে তুমি আজ পুত্রবান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'লে। গাঙ্গেয়! ইনিই তোমার পিতা—রাজর্ষিগণ-পূজিত, সর্ব্বলোকে বিখ্যাত, সত্যবাদী শান্তনু। দেবকার্য্য-সাধনের জন্য আমি এতকাল তোমাকে পিতৃস্নেহ হ'তে বঞ্চিত রেখেছিলুম। তোমার পিতার আশ্রয় গ্রহণ কর্‌বার পূর্ব্বে তুমি শুনে রাখ, তোমার এ দেহ ভগবানের ব্যবহারের জন্য নির্ম্মিত হয়েছে। যাও, অগ্রসর হও—তোমার পিতার পদধূলি গ্রহণ কর।

ভীষ্ম। পিতঃ! অজ্ঞান অবোধ আমি,
পিতৃমহত্ত্বের মর্ম্ম নহি অবগত।
কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রে করে গান
পিতা মহা হইতে মহান্,
জগতে সচলমূর্ত্তি বিভু নারায়ণ।
উচ্চতায় একাদশ বিরাট আকাশ
তোমার চরণ-প্রান্তে শির করে নত।
শত আচার্য্যের সম গুরুত্ব তোমার,
তুমি হে দেবতা দেবতার।
বাক্য মুখে নাহি আসে,
শক্তিহীন প্রবল উল্লাসে,
অভয় চরণ মোরে দাও হে শরণ।
গতি স্থিতি এই মোর সার।

শা। বক্ষে এস—হৃদয়ের ধন।

গঙ্গা। বল রাজা, ঋণমুক্ত আমি—

(শান্তনুর চক্ষে বস্ত্রদান)

শা। ঋণমুক্ত তুমি!
তব ঋণ জন্মে জন্মে, শুধিতে নারিব।
প্রতিদণ্ডে উত্তপ্ত নিশ্বাসে
তোমার স্নেহের কথা করিব স্মরণ।
যাও দেবি, যাও—
ক্ষুদ্র আমি, সাধ্য নাহি ধরিতে তোমারে।
কিন্তু স্মৃতি কেমনে মুছিব?
অপূর্ব্ব করুণা তব,
মধুময় প্রেমের বন্ধন
হে জাহ্নবি, কেমনে ভুলিব?

গঙ্গা। কেঁদ না কেঁদ না স্বামি,
দেবকার্য্য করহ স্মরণ।
মৃত্তিকা-পিঞ্জর মাঝে আবদ্ধ এ প্রাণ
ভুলে গেছে মুক্তির সে মুক্তকণ্ঠে গান।
ভাঙ্গে বক্ষ তরঙ্গ-প্রহারে।
এস নাথ, জাহ্নবীর তীরে পুত্রে করে ধ'রে
স্বামিপুত্র সম্মুখে রাখিয়া
গঙ্গা দিবে গঙ্গাজলে দেহ-বিসর্জ্জন।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজসভা।

(বন্দিনীগণের সঙ্গীত)

পুণ্য-প্রবাহিণী এখানে বহিছে,
পুণ্য-কাহিনী আকাশে ছুটিছে,
বিশাল ভুবনে ভরেছে গান।
পুরুরাজ-কাহিনী নন্দিত মেদিনী
সপ্ত জরবির জনক চরণ পর
আপন জীবন করিল দান॥
সেই কুলে জাত তুমি দেবব্রত
হে শান্তনু-সুত জগত-প্রাণ!
যশরশ্মি ফুরে আবরি সাদরে
করুক তোমারে হে মহান্, মহান হইতে মহীয়ান্।

(অকৃতব্রণ, ভীষ্ম, শান্তনু, সুনন্দ
ও সভাসদ্গণ)

শা। শুন সর্ব্ব পুরবাসি!
সর্ব্বগুণাকর পুত্র পেয়েছি যখন,
ক'রেছি মনন,
রাজ্যভার দিব তার শিরে,
বানপ্রস্থে করিব গমন।
বহুদিন হ'তে পুত্রহারা চ'লে গেছে দারা—
শোকে তাপে হইয়া জর্জ্জর নিরন্তর
জীবন ছিল হে মোর ব্যাধির আগার।
শান্তি আশে ভ্রমিব কাননে।
যথা জ্যেষ্ঠ দেবাপি মহান্
রাজ্য মোরে ক'রে দান
নিরজনে যোগানন্দে আছেন মগন,
সেথা তাঁর শ্রীচরণে লইব শরণ।

পৌরবের হিতাকাঙ্ক্ষী, পুরোহিত, সখা,
আদেশ করুন মোরে।
অ। শুভ ইচ্ছা মহারাজ।
বাধা দিতে ব্রাহ্মণের নাহি অধিকার।
কার্ত্তিকেয় সদৃশ কুমার—
শুনিলাম সর্ব্ববিদ্যা আয়ত্ত তাহার।
গুরু মোর মহাতেজা জামদগ্ন্য রাম,
নামের স্মরণে যাঁর পূর্ণ মনস্কাম,
ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী করিলা কুমারে।
রাজ্যভার যোগ্য মহাজন তোমার নন্দন—
ইথে কারো নাহিক সংশয়।
তবু মনে লয়, সংসার-প্রবেশ মুখে
দুরূহ এ রাজ্যভার কুমারের শিরে
নহে রাজা স্নেহ নিদর্শন—শাস্তির কারণ।
শা। কিবা মত সচিব-প্রধান?
সু। এক-মত মতিমান্।
মনোব্যথা বুঝেছি রাজন্!
জায়া যাঁর সুরতঙ্গিরণী
শান্তিরূপে হৃদিমধ্যে লভেছিলা স্থান,
গৃহ আজি তাঁর চক্ষে শ্মশান সমান।
ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধা যুক্তি মম নয়।
কিন্তু প্রভু ক্ষুদ্রজীব মোরা—
শান্তি অন্বেষণে
ভ্রমিতে সংসারপথে
নিত্য কত বাঞ্ছা জাগে মনে।
সলিলের বিম্ব সম, নানা বর্ণ ধরে,
উঠে, জাগে, আবার মিলায়—
কিন্তু প্রভু! ফললাভ বিধির ইচ্ছায়।
মম অভিপ্রায়—
কিছুদিন দেবব্রতে শিক্ষা ক'রে দান
বানপ্রস্থে করুন প্রয়াণ।
শা। করিতে নারিনু অঙ্গীকার—
বিধির ইচ্ছায় যদি
গতি স্থিতি সংযত আমার—
অঙ্গীকার কেমনে করিব?
এবে ধর করে সচিবপ্রধান,
জাহ্নবীর স্নেহভরা মধুময় দান!
ষোড়শ বরষ রাণী অতি সযতনে
রেখেছিল অঞ্চলে বাঁধিয়া
ধর করে—ধর মতিমান্।

শু। আসুন কুমার,
পুরুবংশ প্রতিনিধিরূপে
আপনারে করি আবাহন।

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌ। মহারাজ! এক জেলে আর জেলেনী একটা মেয়েকে সঙ্গে ক'রে দোরে এসে দাঁড়িয়েছে।

শা। সচিব! তোমার বিজ্ঞতার প্রশংসা করি। বিধাতার ইচ্ছা না হ'লে, মানুষের ইচ্ছায় কিছু হয় না। রাণীর অনুসন্ধানে বনে ভ্রমণ করতে করতে দৈবাধীন হয়ে কাল এক কুমারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে অঙ্গীকার করেছি। তার পর এই পুত্র পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে তার কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম। সেই বুঝি এসেছে।

দৌ। মহারাজ! তাঁর গা থেকে এক আশ্চর্য্য গন্ধ বা'র হচ্ছে!

শা। তাঁকে সম্ভ্রমের সহিত নিয়ে এস।

[দৌবারিকের প্রস্থান।

সচিব! বাধ্য হয়ে আরও কিছুকালের জন্য দেখছি আমাকে সংসারে আবদ্ধ হ'তে হ'ল! সুতরাং তোমরা কুমারকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবার বন্দোবস্ত কর।

অ। অপেক্ষা করুন মহারাজ, ভবিষ্যৎ রাজ্ঞীর সভাপ্রবেশের অপেক্ষা করুন। এই ত বুঝলেন, সমস্তই দৈবাধীন। বা! বা! এ কি বিচিত্র নারী মহারাজ! দেহের সদ্‌গন্ধে সমস্ত গৃহ পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

(দাসরাজ, দাসরাণী ও সত্যবতীর প্রবেশ)

দা-রাজ। কি রে রাজা, তুই আমার মেয়েকে বিয়ে করবি ব'লে তাকে যে ফেলে চ'লে এলি?

শা। দেবব্রত! তোমার বিমাতাকে প্রত্যুদ্গমন ক'রে নিয়ে এস।

ভীষ্ম। এস মা! নগর-প্রবেশমুখে মায়ের অভাব অনুভব ক'রে আমি প্রবল অশান্তি অনুভব করছিলুম। বিধাতা আমার মনোবেদনা বুঝে ভিন্নরূপের আবরণে তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন! যে জগদম্বিকা সর্ব্বভূতে মাতৃরূপে অবস্থান করছেন, তুমি তাঁর প্রতিনিধি! সর্ব্বকল্যাণময়ি,শরণ্যে! আমি তোমার পাদমূলে মস্তক অবনত করছি, মুগ্ধ সন্তানকে আশ্রয় দাও।

দা-রাণী। বা রে রাজা, এ যে বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথা কয় রে—এ যে মনটা একদমে ভুলিয়ে দিলেক রে!

দা-রাজ। থাম—হ্যাকা মাগী—দাঁড়া! এ কে রে রাজা?

শা। আমার পুত্র।

দা-রাজ। ওই! শুন্‌লি মাগী—আমোদ কর্‌ছিলি কি? রাজার ছেলে রয়েছে। তুই কাকে মেয়ে দিচ্ছিলি? এ মেয়ে কি তোর পাটরাণী হবে? রাজা-রাজড়ারা যেমন দু দশটা ঝী রাখে না, এও সেই রকম বিয়ে।

দা-রাণী। তাই ত রে! লিকে বল।

শা। না ধীবর, ভয় ক'র না। আমার প্রথমা মহিষী স্বর্গারোহণ করছেন। সুতরাং তোমার কন্যাই পাটরাণী হবেন। আমি প্রতিশ্রুত হচ্ছি, আর দার-পরিগ্রহ করব না।

দা-রাজ। আমার বেটীর যে ছেলে হবে, তার কি হবে?

শা। তার সম্বন্ধে কি করতে হবে বল?

দা-রাজ। তাকে রাজা করতে হবে।

শা। তা কেমন ক'রে করব ধীবর? আমার সর্ব্ব-গুণালঙ্কৃত কার্ত্তিকেয়তুল্য জ্যেষ্ঠপুত্র তোমারই সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

দা-রাজ। তা লর—যদি আমার মেয়েকে লিতে চাস্, তা হ'লে এই সব প্রজার সাক্ষাতে বল্—আমার মেয়ের ছেলেকে রাজা করতে হবে।

শা। তা আমি জীবন থাকতে বল্‌তে পার্‌ব না।

দা-রাজ। তবে আমার মেয়েকে ছুঁলি কেন রাজা? আমাদের কি ইজ্জত নেই?

শা। স্পর্শ ক'রেছি ব'লেই কি আমি বিবাহের অঙ্গীকার করেছি?

দা-রাজ। এত দয়া কেন দেখালি রাজা? আমার বেটীর কি বিয়ে হবে না।

শা। শোন ধীবর! আমি যে অবস্থায় তোমার কন্যার অঙ্গস্পর্শ করেছি, তা তোমার কন্যা অবগত আছে। তখন আমি পুত্রের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবগত ছিলুম না। এখন যখন পুত্র পেয়েছি, তখন তোমাকে যা' বলি তা শোন। যদি আমাকে তোমার কন্যাদানে অভিরুচি থাকে ত দাও। আমি তোমার কন্যাকে রাজ্যেশ্বরীর সমস্ত মর্য্যাদা দান করব। তাঁর পুত্রেরাও রাজকুমারের সমস্ত মর্য্যাদা প্রাপ্ত হবে; কিন্তু আমার

জ্যেষ্ঠপুত্র বর্ত্তমানে তাঁদের সিংহাসনদানের অঙ্গীকার করতে ধর্ম্মতঃ আমি অশক্ত।

দা-রাজা। না রাজা, দিতে পারব না। যদি এই সকলের সুমুখে দিব্যি গেলে বলতে পারিস, আমার বেটীর ছেলে ছাড়া আর কাউকেও রাজ্য দিবি নি, তা হ'লে বেটীকে তোর হাতে দিতে পারি।

শা। সুন্দরি! আমাকে ক্ষমা কর! এ ধর্ম্মবিরুদ্ধ পণে আমি আবদ্ধ হ'তে পারলুম না। সুতরাং তোমার সঙ্গে আমি যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিলুম, ধর্ম্মের নামে আমি তা হ'তে মুক্ত হলুম।

দা-রাণী। ও হতচ্ছাড়ী! করলি কি? নিজের ইজ্জত ত আগেই খুইয়েছিস্—এখন আমাদের ইজ্জতটা শুদ্ধ নষ্ট করলি?

দা-রাজা। শোন্ বেটী—শোন্—আমার জ্ঞাত-কুটুম আছে। তারা যদি এ খবর শোনে যে রাজা তোর গায়ে হাত দিয়ে, তোকে বিয়ে ক'রব ব'লে, শেষে তোকে ত্যাগ করেছে, আর এ কথা জেনে আমি তোকে ঘরে নিয়েছি, তা হ'লে সকলে আমাকে এক-ঘরে করবে—কেউ আর আমার ঘরে জলগ্রহণ করবে না। তাই বলি, এখন থেকে তুই অপনার পথ দেখ। আর আমার বাড়ীতে মাথা গলাস্ নি। নে—আয় রাণী, চ'লে আয়।

ভীষ্ম। ধীবর যেও না! ক্ষণেক অপেক্ষা কর! তোমার কি হবে মা?

সত্য। কি যে হ'ল, তা এখনও বুঝতে পারছি না! কি হবে, তা কেমন ক'রে বলব?

ভীষ্ম। আমি যদি মা রাজ্যের অধিকার পরিত্যাগ করি?

সত্য। এমন অধর্ম্মের কথা আমি কেমন ক'রে বলব। তুমি মা ব'লে আমার কাছে এলে! যে আগ্রহে তুমি আমাকে মা বলেছ—আর সেই নামের সঙ্গে আর যে একটা কি নাম জড়িয়ে দিয়েছ—তাতে তোমাতে আর আমার গর্ভের সন্তানে ত প্রভেদ দেখতে পাচ্ছি না। আমি কেমন ক'রে তোমাকে বলব, তুমি আমার গর্ভের সন্তানের জন্য রাজ্য ছেড়ে দাও?

ভীষ্ম। তুমি আমার মাই বটে। শুন দাসরাজ —আর আপনারা পুরবাসী, আপনারাও সকলে শুনুন। এই জননীর গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হবে, সেই সন্তানই আমাদের রাজ্যাধিকারী। আমি তার জন্য রাজ্যের সমস্ত অধিকার পরিত্যাগ করলুম।

শা। এ কি করলে—এ কি করলে প্রাণাধিক?

অ। এ কি ভীষণ প্রতিজ্ঞা করলে রাজকুমার?

ভীষ্ম। এস মা, এইবারে আমার সঙ্গে এস!

দা-রাণী। বা—বা! এ যে চমৎকার ছেলে রে —ফস্ ক'রে রাজ্যটা ছেড়ে দিলেক!

দা-রাজা। চমৎকার বই কি রাণি!—তুই মানুষের মত মানুষ বটে। তবে একটু অপিক্ষে কর্, একটু দাঁড়া। যা বললি—তা ভারীই বললি! তবে কি জানিস্ বাপ্, মায়া—মায়া—তুই ত রাজ্যি ছেড়ে দিলি—কিন্তু তোর ছেলে? সে বেটা যদি মাঝখান থেকে বেঁকে বসে?

ভীষ্ম। দাসরাজ! আমি ত বিবাহ করি নি!

দা-রাজা। হবে ত—বিয়ে করলেই দু'পাঁচটা ছেলেও হবে ত—

দা-রাণী। ওরে রাজা—আর কাজ নেই—ওরে বুঝ্তে পেরেছি—ক্ষান্ত দে—এমন কথা কখন শুনি নি —এক নিশ্বেসে রাজ্য ছেড়ে দিলে রে! ওরে আমার গা কাঁপছে—আর নয়।

দা-রাজা। তুই থাম্।—যদি সে ছেলে আমার নাতীর গলাটা ধ'রে সিংহাসন থেকে ফেলে দেয়?

শা। ল'য়ে যাও—অন্ধ আমি—
শূন্য চারিধার!
ল'য়ে যাও কে আছ কোথায়।
ধ'রে ল'য়ে যাও দেবব্রতে!
এ কি হ'ল?
এ কি ইচ্ছা মর্ম্মভেদী তোমার বিধাতা

ভীষ্ম। স্থির হও অন্তর আমার!
বসেছে ব্যাকুল ওই দেবতা গগনে,
ঋষিসঙ্ঘ স্থিরনেত্রে চাহে তব পানে।
ঘেরে আছে নীরবা প্রকৃতি,
বায়ু স্তব্ধ গতি—
নিশ্বাস করিয়া বন্ধ
পদতলে নিশ্চলা ধরণী।
এস সত্য-ধারা-রূপা জননী জাহ্নবী।
হৃদয়ের রন্ধ্রে, রন্ধ্রে,
শক্তিরূপে পশ মা আমার।
অটল কর মা মোরে প্রতিজ্ঞা-পালনে।
শুন দাস, প্রতিজ্ঞা আমার—
আজি হ'তে করিলাম ব্রহ্মচর্য্য সার।

আজি হ'তে ধরণীর সমস্ত রমণী
আমার জননী।
আজি হ'তে পুরুবংশে যে হইবে রাজা,
আমি তাঁর প্রজা।
আকাশ-বিহারী শুন অশরীরী।
আমি তার রাজ্যরক্ষী চির অস্ত্রধারী।

নেপথ্যে। ধন্য ধন্য শান্তনুনন্দন!

সকলে। ধন্য তুমি পুরুষ মহান্!

নেপথ্যে। হে গাঙ্গেয়!
প্রতিজ্ঞা ভীষণ!
দেবসভ্য সে কারণ
তোমারে করিল আজি ভীম নাম দান।

শা। বিচিত্রবীর্য কুমার! কার্য্য শেষ
কিছুমাত্র নাহি বলিবার—
বর দিনু, আজি হ'তে ইচ্ছা-মৃত্যু তুমি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উদ্যান।

অম্বা, শাল্ব ও সখীগণ।

অম্বা। সখি, অতিথি আজ বিদায় গ্রহণ করবেন। তোরা সকলে তাঁর উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা কর।

(সখীগণের গীত)

এস রণজয়ী, এস রণজয়ী,
সুস্বাগত পুরুষবর,
বল রণজয়ী! বল রণজয়ী,
কোন্ দেশে ছিল তোমার ঘর,
আসিলে, দেখিলে, জিনিলে, ধরিলে,
গাঁথিলে মরম মরম'পর
বিঁধিলে নয়নে নয়নাপাঙ্গ
নিরালার খেলা করিলে সাঙ্গ,
করের পরশে কাঁপিছে অঙ্গ,
এত কি কঠোর কুসুম-শর॥

শাল্ব। অম্বা! তোমার রূপগুণের কথা শুনে, তোমাকে শুধু দেখ্‌বার জন্য তোমাদের গৃহে অতিথি হয়েছিলুম। আমার শ্রম সার্থক হয়েছে। আমি আতিথ্য গ্রহণ করতে এসে, তোমার এই কোমল কর ভিক্ষা পেয়েছি।

অম্বা। আমারও আতিথ্য সার্থক হয়েছে। আমি আপনার নাম, রূপ ও গুণগ্রামের কথা শুনে, বহুদিন থেকে আপনাকে দেখ্‌বার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলুম।

শাল্ব। আমিও হয়েছিলুম। লোকমুখে শুন্‌তুম, অপূর্ব্ব রূপ-জ্যোতিতে অরণ্য আলোকিত করতে ধনুর্ব্বাণ করে তুমি মৃগয়া করতে যাও। এ বীরনারী দর্শনের লোভ আমি পরিত্যাগ করতে পারি নি। এসে আমার নয়ন-মন চরিতার্থ হয়েছে। এখন চল রাজকুমারি, তোমার বৃদ্ধ পিতার কাছে গিয়ে, তাঁর সমক্ষে তোমার পাণি প্রার্থনা করি।

অম্বা। যদি পিতা দানে অমত করেন?

শাল্ব। পাণিগ্রহণের সাহস না থাকলেও আমি এখানে আসি নি, কর দিয়ে তোমার কর স্পর্শ করি নি। কুলে, শীলে, শক্তিতে আমি কাশীরাজের চেয়ে কোনমতে ন্যূন নই। আমি তোমার কর প্রার্থনা করলে, তোমার পিতা কোনমতে আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে সাহস করবেন না। তুমি নিঃসঙ্কোচে আমার সঙ্গে এস।

অম্বা। আর যেতে হবে না, ওই পিতা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আস্‌ছেন।

(কাশীরাজের প্রবেশ)

কা-রা। অম্বা! (শাল্ব কর্তৃক অম্বার হস্তত্যাগ)

অম্বা। মহারাজ!

কা-রা। অতিথির সম্যক সম্বর্দ্ধনা করেছ?

অম্বা। যথাসাধ্য করেছি।

কা-রা। যথাসাধ্য কেন অম্বা! বল, সাধ্যের অতিরিক্ত করেছ। অতিথি গৃহস্থের বাড়ীতে এলে তাকে অন্ন-পানাদিতে তুষ্ট করতে হয়। এই হ'চ্ছে শাস্ত্রের ব্যবস্থা। কিন্তু তুমি শাস্ত্রাদেশের পারে চ'লে গিয়েছ! অতিথিকে পাণিদান করেছ।

শাল্ব। মহারাজ! তাতে আপনার কন্যার কোনও অপরাধ নেই। অপরাধ এই হতভাগ্য অতিথির।

কা-রা। যারই অপরাধ হ'ক, আমি বৃদ্ধ, কিন্তু বিপন্ন।

শাল্ব। আপনার অন্তরের কথা আমি বুঝেছি।

কা-রা। আমিও আপনার অন্তরের কথা বুঝেছি। আপনি এখনি আমাকে বলিবেন, আমি শাল্বরাজ—আমি যখন আপনার কন্যার হাতে হাত দিয়েছি, তখন আপনার বিপন্ন হবার কোনও কারণ নেই।

শাল্ব। আপনি কি আমার যোগ্যতায় সন্দেহ করেন?

কা-রা। এ কথা বল্‌লে আপনিও কি আমার কথায় শ্রদ্ধা করবেন?

শাল্ব। না, তা করব না, বরং এ কথা যে দণ্ডে আপনার মুখ থেকে বেরুবে, সেই দণ্ডেই আমি আপনাকে মতিহীন বাতুল ব'লে অশ্রদ্ধা করব এবং আপনার রাজ্যের সমস্ত রথীকে সমরে আহ্বান ক'রে, আমি সবার সমক্ষে বলপূর্ব্বক অম্বাকে নিয়ে নিজরাজ্যে রাজ্যেশ্বরীর আসনে স্থান দেব।

কা-রা। এতই যদি তোমার বলের অহঙ্কার শাল্বরাজ, তা হ'লে আমার অজ্ঞাতসারে গোপনে আমার কন্যার করধারণ করলে কেন?

শাল্ব। জানি, কাশীরাজ এমন হীনবুদ্ধি ন'ন যে, আমি তাঁর কন্যার কর প্রার্থনা করলে, তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করবেন। শাল্বরাজকে কন্যাদান করলে কাশীরাজের গৌরব শতগুণে বর্দ্ধিত হবে। এই বিশ্বাসে আমি অম্বার কর গ্রহণ করেছি।

কা-রা। অম্বা!

অম্বা। মহারাজ!

কা-রা। তুমি আমার অনূঢ়া যুবতী কন্যা। তথাপি তোমাকে এই যুবক ছদ্মবেশী অতিথির সেবার ভার কেন দিয়েছিলুম তা জান?

অম্বা। এই মাত্র জানতুম, আপনি অশক্ত ব'লে আমাকে অতিথি-সেবার অধিকার প্রদান করেছেন। এ ছাড়া যদি আপনার অন্য কোনও অভিপ্রায় থাকে, তা আমি জানি না।

কা-রা। তা জান না?

অম্বা। এই যে বললুম পিতা।

কা-রা। ভাল, তা না জান, কিন্তু এটা ত জান, তোমার অপর দুই ভগিনী অন্তঃপুরচারিণী, কিন্তু তুমি পুত্রের ন্যায় জনসঙ্ঘের মধ্যে বিচরণ করবার অধিকার পেয়েছ?

অম্বা। তা জানি, কিন্তু কেন, তা জানি না।

কা-রা। যদি না জান, তবে শোন। আর তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার গুপ্ত প্রণয়ীও এ কথা শুনুন। আমি পুত্রহীন ব'লে, সস্ত্রীক বিশ্বনাথের আরাধনা করেছিলুম। কিন্তু বিশ্বনাথ আমাকে পুত্র না দিয়ে তিন কন্যা দান করেন। আমার রাজ্যরক্ষার জন্য আমি তোমাকে পুত্রভাবে পালন ক'রে এসেছি, পুত্রোচিত শিক্ষা দিয়েছি। তাই তোমার চরিত্রবল পরীক্ষার জন্য আমি তোমার উপর এই অতিথি-সৎকারের ভার দিয়েছিলুম।

অম্বা। বড়ই ভুল করেছিলেন মহারাজ! মহেশ্বর যখন আপনাকে পুত্র দেন নি, তখনই আপনার বোঝা উচিত ছিল, আপনার কন্যা পুরুষ-হৃদয় নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে না। আপনার বোঝা উচিত ছিল, যতই আমাকে আপনি পুরুষের ন্যায় প্রস্তুত করতে চেষ্টা করুন না, তথাপি আমি নারী। পুরুষশ্রেষ্ঠ এই নরপতির প্রেমাভাষ প্রাপ্ত হয়ে আমার নারী-হৃদয় উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছে।

কা-রা। তা বেশ হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তোমার সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে, আমার রাজ্যের উত্তরাধিকারীর অভাব অনুভব ক'রে, আমারও প্রাণ উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছে—অর্থাৎ কণ্ঠায় এসেছে।

শাল্ব। সে এদিকেও এসেছে, ওদিকেও এসেছে। বয়োবৃদ্ধ মহারাজ, এখন কন্যার এই কর-প্রার্থীর উপর আশীর্ব্বাদ করুন।

কা-রা। করপ্রার্থী নও শাল্বরাজ, তুমি করগ্রাহী। এ সাহস তোমার কেন হয়েছে বলব? তুমি জান, আমি বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, তোমাকে কন্যাদানের অনিচ্ছা থাক্‌লেও বাধা দিতে পারব না।

শাল্ব। বাধা দেবার কি ইচ্ছা আছে?

কা-রা। মনে মনে আছে বই কি।

শাল্ব। বেশ, তা হ'লে আপনার দুঃখ করবার প্রয়োজন নেই রাজা! আমি আপনার কন্যাকে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য এখানে রেখে যাচ্ছি। যদি আমাকে কন্যাদান অনভিপ্রেত হয়, তা হ'লে ইতিমধ্যে যে কোন রথীকে এনে আপনি বাধা দেবার চেষ্টা করুন, আমার তাহাতে কোনও আপত্তি নেই।

কা-রা। আপনিও শুনুন শাল্বরাজ, আমি আমার

এই কন্যাকে পুত্রিকা ক'রে রাখ্ব ব'লে অভিপ্রায় করেছিলুম। অর্থাৎ আমি এই কন্যাকে এই মর্ম্মে দান করব মনে করেছিলুম যে, এই কন্যার গর্ভে যে সন্তান হবে, সে আমার উত্তরাধিকারী হবে। সে পুত্রের উপর আমার জামাতার কোনও অধিকার থাক্‌বে না। আপনি এই মর্ম্মে এই কন্যা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন কি শাম্বরাজ ?

শাম্ব। অন্ধ, খঞ্জ, কাপুরুষ ভিন্ন অন্যে কেহই এরূপ মর্ম্মে আপনার কন্যা গ্রহণ করবে না।

অম্বা। আত্মহত্যা করব, সেও ভাল, তথাপি আমিও এরূপ ঘৃণিত মর্ম্মে আত্মদান করব না।

কা-রা। বেশ, তবে অপেক্ষা করুন। আমার অম্বালিকা ও অম্বিকা নামে অপর দু'টি কন্যা আছে। যদি বিবাহ দিই, তা হ'লে তিনটি কন্যারই এক সঙ্গে বিবাহ দেব। আমি অগ্রেই হস্তিনাপুরের রাজা ভীষ্মের কাছে এই মর্ম্মে দূত পাঠিয়েছি। এখন ভীষ্ম যদি অম্বার পাণিগ্রহণেই ইচ্ছা করেন, তা হ'লে কি হবে শাম্বরাজ !

শাম্ব। ভীষ্ম ! সে কে ? ভীষ্ম হস্তিনাপুরের রাজা, এ মিথ্যা সংবাদ আপনাকে কে দিলে ? ভীষ্ম ? সেটা ত কাপুরুষ, নপুংসক। কাপুরুষ ব'লে সে ন্যায্য প্রাপ্য রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করেছে। ক্লীব ব'লে সে বিবাহ করবে না, প্রতিজ্ঞা করেছে। পুরুষ হ'লে কখনও কি এরূপ প্রতিজ্ঞা করে ? শান্তনুর মৃত্যুর পরেও ভীষ্ম রাজ্যগ্রহণ করতে সাহস করে নি। হস্তিনাপুরের প্রকৃত রাজা এখন বিচিত্রবীর্য্য—ভীষ্ম তার আশ্রিত ভৃত্য। (হাস্য) রাজা, বয়সের সঙ্গে কি আপনার এতই বুদ্ধি লোপ পেয়েছে যে, আপনি বেছে বেছে একটা ক্লীবকে জামাতৃপদে বরণ করতে নিমন্ত্রণ করেছেন ?

অম্বা। পিতা ! করুণা ক'রে এই মহাত্মার হাতে আমাকে অর্পণ করুন।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ ! ভীষ্মের কাছে গিয়ে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছি। তাই শুনে তিনি বলেছেন যে, আপনি যদি কন্যাকে বীর্য্যশুল্কা করতে পারেন, তা হ'লেই তিনি আসতে পারেন। নতুবা ভিক্ষাস্বরূপ তিনি আপনার কন্যা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন না।

কা-রা। শাম্বরাজ ! বিধাতা আপনার ইচ্ছামত আপনার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। আমি একেবারে তিন কন্যাকেই বীর্য্যশুল্কা ক'রে স্বয়ম্বরা করব !

অম্বা। রাজা ! আমি জানি, আপনি জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর। সুতরাং আমিও বীর্য্যশুল্কা হবার গৌরবলোভ ত্যাগ করতে পার্‌ছি না।

শাম্ব। এ ত আনন্দেরই কথা অম্বা ! তবে এ বীরত্বের পরীক্ষায় তোমার দুটি ভগিনী তোমার সপত্নীরূপে পরিণীতা হবে। তা হ'লে আসি মহারাজ ! আমি আর এক মূর্ত্তিতে অগণ্য রাজন্যপূর্ণ কাশীরাজের সভায় নির্দ্দিষ্ট দিবসে উপস্থিত হব।

অম্বা। মহারাজ ! আমি সে শুভদিনের অপেক্ষায় রইলুম, যে দিন প্রভাকরপত্নী ছায়ার ন্যায় আমি রাজসভা থেকে বরণ্য প্রভুর অনুগামিনী হব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষ।

(স্মৃতির গীত)

আমারে কাঁদায়ে চ'লে গেছে চ'লে গেছে সে।
(ওগো) আমারই করম দোষে॥
সে পথে চলিতে মানা,
সঙ্গে যাওয়া হ'ল না,
সাথে গেছে চোখের ধারা দূর প্রবাসে॥
তটিনী রূপ ধ'রে কাঁদিছে অবিরাম—
এস হে ফিরে এস স্বদেশে গুণধাম,
তোমারি পদতরি আকুল বুকে ধরি
উজান ব'য়ে ফিরি আপন দেশে,
যেথা তোমারি সে আছে ব'সে পথেরি পাশে।

(ভীষ্মের প্রবেশ)

ভীষ্ম। থাকে থাকে জাগে স্বপ্নকথা !
সংসারের কোলাহল করি অতিক্রম
অতি সূক্ষ্ম ষড়জ ঝঙ্কার,
থাকে থাকে ধীরে
আঘাত করে সে এই দেহ-পুরদ্বারে।

বলে "আমি সঙ্গে যাব করেছিনু পণ,
অভিলাষে সঙ্গে সঙ্গে করি আগমন।
কিন্তু তব প্রতিজ্ঞা দারুণ
বেড়ারূপে ঘেরে তোমা করিছে ভ্রমণ ;
অতিক্রমি পাদপদ্ম পরশিতে নারি।
হে প্রভু! হে হৃদয়-ঈশ্বর!
দূর হ'তে দেখি আমি,
দূর হ'তে করি নমস্কার।
দূর হ'তে চক্ষুজল নিত্য স্রোতরূপে
অলক্ষ্যে তোমার পদে ঢালি উপহার।
তুলে লও একবিন্দু, ধর হে হৃদয়ে
আকুল হিয়ার দান—
ক'র নাকো তার অপমান।
শুন নাথ!
কল্পারম্ভ হ'তে আমি আশ্রিতা তোমার।"
কেবা বলে, কেন বলে?
আমি ব্রহ্মচারী
ধরণীর যত নারী জননী আমার।
ক্ষণমাত্র যেই লই নিদ্রার আশ্রয়—
মুহূর্ত্তে ধরণী ছেড়ে
যেই আমি চলি স্বপ্নদেশে,
অমনি সে করুণা-সঙ্গীতে
ছেয়ে যায় সমস্ত গগন।
স্বপ্ন-জগতের সেই সুধাময়ী ধারা
মুহূর্ত্তে অন্তরে মোর
কোন্ দূরান্তরে ল'য়ে যায় ভাসাইয়া।
কেন যায়, কেবা যায় ল'য়ে?
স্বপ্নরাজ্যে কেবা তুমি এত শক্তিধরা—
হিমালয় সদৃশ এ অটল হৃদয়
নিমিষে টলায়ে দাও তুমি?
হে মনোজ্ঞা সঙ্গীতরূপিণী!
শুন মম বাণী—
আমি আকুমার ব্রহ্মচারী
ধরণীর যত নারী জননী আমার।
সত্য মোর একান্ত আশ্রয়
সত্য-বলে জগতে নির্ভয় আমি।
শুন দেবি—যেথা থাক করহ শ্রবণ
মম পণ—
আজি হ'তে যত দিন রব ধরাতলে
আঁখি হ'তে নির্ব্বাসিত করিনু স্বপনে।
সমাধির জ্ঞান মাত্র আজি হ'তে
আশ্রয় আমার।

(গঙ্গার প্রবেশ)

গঙ্গা। এ কি প্রতিজ্ঞা করলে পুত্র!

ভীষ্ম। কে ও মা? তুমি? এ কি আমি সত্যই তোমাকে দেখছি—না এখনও আমি স্বপ্ন দেখছি?

গঙ্গা। না পুত্র, আর ত তুমি স্বপ্ন দেখবে না। সত্যই তুমি আমাকে দেখছ।

ভীষ্ম। মা! নবপরিচিত পিতৃদেব সমক্ষে স্বহস্তে আমি গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করেছি। তোমাকে দীপ্তচক্ষে আমি বিসর্জ্জিত হ'তে দেখেছি। তুমি কেমন ক'রে আবার এলে মা?

গঙ্গা। তোমার ভীষণ প্রতিজ্ঞা আমাকে এখানে এনেছে। এই মুহূর্ত্তপূর্ব্বে তুমি স্বপ্নকে এ জন্মের মত পরিত্যাগ করলে। আর নিদ্রা তোমার চোখের পলক স্পর্শ করবে না। চিরবিনিদ্র যোগিরাজ তোমার স্বপ্নকে আশ্রয় ক'রে, স্বপ্নরাজ্যের কত অধিবাসী জীবন ধারণ ক'রে আছে, তা ত তুমি জান না। আমিও তাদের মধ্যে এক জন। বিষ্ণুচরণে উদ্ভূত হয়ে, ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে বাস ক'রে, হরজটায় নৃত্য ক'রেও আমি সন্তান-বাৎসল্য ত্যাগ করতে পারি নি। তাই স্বপ্নাবিষ্ট তোমার সঙ্গে কথা ক'য়ে মাঝে মাঝে আমি চিত্তের তৃপ্তিসাধন করতুম্। আজ তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসে দেখি, তুমি চিরজাগরণ-ব্রত গ্রহণ করেছ। তাই আমাকেও বাধ্য হয়ে এই জাগ্রতের রাজ্যে আসতে হয়েছে।

ভীষ্ম। মা! যদি জানেন, তা হ'লে অনুগ্রহ ক'রে বলুন, আমার স্বপ্নাবস্থায় ক্ষীণ করুণকণ্ঠে কে রমণী নিত্য আমার কাছে এসে ক্রন্দন করে!

গঙ্গা। জানি, কিন্তু বলব না। আর তুমিও আর কখন তা জানবার অভিলাষ ক'র না। ইচ্ছা-মৃত্যু যোগি, তা জানলে, যে জন্য তোমার কাছে এসেছি, সে কার্য্য সিদ্ধ হবে না। তোমার মানব-জীবনের কার্য্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তার পরিচয় প্রাপ্তিমাত্র তোমার মৃত্যু-ইচ্ছা হবে।

ভীষ্ম। বেশ মা, আর জিজ্ঞাসা করব না, এখন কি জন্য অধম পুত্রের কাছে এসেছেন বলুন?

গঙ্গা। তুমি আকুমার ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিজ্ঞা

করেছ। তোমার ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্ব্বের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধে অপ্রাপ্তবয়সেই প্রাণ দিয়েছে। এই জন্ম তোমার পিতৃপুরুষ পিণ্ডলোপভয়ে আবার ব্যাকুল হয়েছেন।

ভীষ্ম। ভাই বিচিত্রবীর্য্য ত বর্ত্তমান। একটু প্রাপ্তবয়স্ক হ'লেই আমি তার বিবাহের ব্যবস্থা করব।

গঙ্গা। তা ক'রতে পার; কিন্তু যে শুভ সুযোগে তুমি তোমার ভ্রাতার বিবাহ দেবে, সে শুভ সুযোগ যদি তার জীবদ্দশায় আর উপস্থিত না হয়! তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ, কন্যা বীর্য্যশুল্কা না হ'লে তাকে পৌরব-গৃহে আন্‌বে না।

ভীষ্ম। না মা, তা আনব না। এতে যদি বংশলোপে পিতৃপুরুষের পিণ্ডলোপ হয়, তার আর প্রতীকার নেই।

গঙ্গা। কিন্তু সেই শুভ সুযোগ এসেছে। আমি সেই সংবাদই তোমাকে দিতে এসেছি। তুমি জান, কিছুদিন পূর্ব্বে কাশীরাজ তাঁর কন্যার বিবাহের জন্য তোমার কাছে ভাট পাঠিয়েছিলেন।

ভীষ্ম। জানি।

গঙ্গা। তাঁরই তিন কন্যা স্বয়ম্বরা।

ভীষ্ম। কই, তা ত আমি জানি না!

গঙ্গা। কোন শক্তিমান নরপতি নিজে সেই কন্যা-ত্রয়কে গ্রহণ করবার অভিলাষে কৌশলে তোমার কাছ থেকে এ সংবাদ গোপন করেছেন। আজ এই মুহূর্ত্তে যদি তুমি কাশীরাজের রাজধানী অভিমুখে যাত্রা না কর, তা হ'লে কোনওমতে সময়ে স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হ'তে পারবে না।

ভীষ্ম। যথা আজ্ঞা জননী, এই মুহূর্ত্তেই আমি কাশীরাজ্য অভিমুখে যাত্রা করব।

তাজ নিদ্রা, জাগো যোধগণ!
ঘন অন্ধকার-ভেদি রণ-নিমন্ত্রণ।
অট্টহাসি হাসে ওই সমররঙ্গিণী।
বাজাও দামামা ভেরী,
শঙ্খরবে পূরাও গগন।
মুহূর্ত্ত ভিতরে রণসজ্জা প'রে
পুরদ্বারে সমবেত হও সব রথী।
পলের বিলম্বে কার্য্য পণ্ড হয়ে যাবে।
নমি আমি চরণে জননি!
আশীষ করহ মোরে দান।
আমি ভাগ্যবান্—

এখনও মা স্নেহবশে অধম সন্তানে
রেখেছ অমৃতপূর্ণ ছায়া-আবরণে।

গঙ্গা। যে চিরমঙ্গলময় মোরে
ইন্দ্রতুল্য সন্তানের করেছেন মাতা,
সেই সিদ্ধিদাতা ভগবান্
করুন তোমার পুত্র মঙ্গল বিধান।

[গঙ্গার প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

স্বয়ম্বর সভা।

শাল্ব, রাজগণ ও কাশীরাজ।

কা-রা। সমাগত রাজন্যবর্গ, আমি আপনাদের কাছে যা নিবেদন করছি, তা আপনারা অবহিত হয়ে শ্রবণ করুন। ভগবান্ শঙ্করের বরে আমি বৃদ্ধ-বয়সে তিন কন্যারত্ন লাভ ক'রেছি। কিন্তু লাভ করবার পর থেকেই আমি চিন্তাভারে আক্রান্ত। আমি একে বৃদ্ধ, তার ওপর রোগে একান্ত অশক্ত। তিনটি কন্যাকে উপযুক্ত বরে সমর্পণ না করতে পারলে আমার যে কর্ত্তব্যের একটা বিশেষ ক্রটী হবে, এই ভেবে আমি রোগশয্যায় প'ড়ে ব্যাকুল হয়েছিলুম। সেই অবস্থাতেই আমি মনে মনে স্থির ক'রেছিলুম, যেই আমি রোগমুক্ত হব, অমনি যোগ্য কুল থেকে উপযুক্ত পাত্র সন্ধান ক'রে, কন্যাগুলিকে সম্প্রদান করব। এই ভেবে, আমার যোগ্য কুল মনে ক'রে, হস্তিনারাজের কাছে আমি প্রথমে দূত প্রেরণ করি। হস্তিনাপতি ভীষ্ম—

শাল্ব। ভুল—ভুল—মহারাজ, আপনি ভ্রম করছেন—ভীষ্ম হস্তিনাপতি নয়।

সকলে। না, না—ভুল—ভুল—আপনার বিরাট ভুল।

শাল্ব। হস্তিনাপতি বিচিত্রবীর্য্য। ভীষ্ম তার একজন ভৃত্যমাত্র।

১ম রা। সামান্য ভৃত্য—মন্ত্রীও নয়, সেনাপতিও নয়, অমাত্যও নয়—সামান্য ভৃত্য।

সকলে। মাইনে পায় না।

কা-রা। যাক্, অত সংবাদ রাখবার আমার অবসর হয় নি। ভীষ্ম দূতমুখে আমার প্রস্তাব শুনে

বলেছিলেন, আমি যদি কন্যাগুলিকে বীর্য্যশুল্ক করি, তবেই তিনি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারেন, নতুবা ভিক্ষাস্বরূপ তিনি কন্যা গ্রহণের ইচ্ছা করেন না।

সকলে। ভণ্ড—ভণ্ড—প্রচণ্ড ভণ্ড—সে জানে, কেউ তাকে নিমন্ত্রণ করবে না।

কা-রা। তা তিনি যাই হ'ন, তাঁর কথা মত তাঁর বীরত্বে বিশ্বাস ক'রে, আমি কন্যাগুলিকে বীর্য্যশুল্কা করেছি এবং যিনি যিনি আমার কুলের উপযুক্ত বংশ-গৌরবে গরীয়ান্, সেই সেই নৃপতিকে নিমন্ত্রণ করেছি। কিন্তু যার কথায় এ কার্য্য করেছি, তিনি ভিন্ন আর সকলেই আজিকার সভায় উপস্থিত।

শাব। যাদের বুকে বল আছে, যারা যথার্থই ক্ষত্রিয়ত্বের অভিমান রাখে, তারা আপনার নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারে নি। যে বীরপুরুষ পিতৃকর্তৃক রাজ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে, পিতার মৃত্যুর পরেও রাজ্যগ্রহণ করতে সাহসী না হয়ে যে সিংহাসনে একটা বালককে বসিয়ে পৌরুষের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে, সে যে এই স্বয়ংবর-সভায়—এ বীরমণ্ডলীর মাঝে—কখনও উপস্থিত হবে না, এ আপনার পূর্ব্বেই বোঝা উচিত ছিল।

কা-রা। এখন আমার কর্ত্তব্য কি, আপনারা সকলে একবাক্যে বলুন। আপনারা সর্ব্ববাদিসম্মতি-ক্রমে আমার কন্যাগুলিকে যে ভাবে সম্প্রদান করতে বলেন, আমি সেই ভাবেই সম্প্রদান করতে প্রস্তুত আছি।

১ম রা। তা হ'লে কন্যাগুলিকে সভায় আনয়ন করুন। তাদের না দেখলে আমরা মীমাংসা করতে পারব না।

শাব। তাদেরও অভিপ্রায় জানা আমাদের সকলের কর্ত্তব্য। কাশীরাজ! রাজগণের অভিপ্রায় মত অগ্রে আপনার কন্যাগুলিকে সভায় আনয়ন করুন।

সকলে। সর্ব্ববাদি-সম্মত। কন্যা আনয়ন করুন—কন্যা আনয়ন করুন।

কা-রা। বেত্রধারিণি! কন্যাগণকে সভামধ্যে আনয়ন কর।

(সখীগণপরিবৃতা অম্বা, অম্বালিকা
ও অম্বিকার প্রবেশ)

শাব। (স্বগত) বা! বা! এ তিন কন্যাই

যে অপূর্ব্ব সুন্দরী! এর একটিরও লোভ আমি সংবরণ করতে পারছি না। ভীষ্ম কি, তার শক্তি কিরূপ—আমি জানি না! কিন্তু এই কটা রাজাকেই আমি ফুৎকারে দিগন্তে উড়িয়ে দিতে পারি। আমি এ সুবিধা কিছুতেই ত্যাগ করতে পারব না। আমি এ মেষগুলোকে সমরে পরাস্ত ক'রে তিন কন্যাই গ্রহণ করব।

কা রা। কি করব, এইবারে আপনারা অনুমতি করুন।

১ম রা। স্বয়ংবর—স্বয়ংবর—তিন কন্যার প্রত্যেককে স্ব স্ব মনোমত পতি-নির্ব্বাচনের আদেশ করুন।

২য় রা। না, না মহারাজ, কুলশীল—কুলশীল—যে কুলশীলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হবে, তাকে দান করুন।

৩য় রা। না—মহারাজ—বিজ্ঞতা—বিজ্ঞতা। বয়সে অথবা জ্ঞানে যে শ্রেষ্ঠ, তাকে দান করুন। আপনার কন্যাগুলি সুখে থাকবে।

(অবশিষ্ট সকলে—ভিক্ষা—ভিক্ষা—ইত্যাদি বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল)

শাব। স্থির হও কাপুরুষগণ! তোমাদের পুরুষত্বের মর্ম্ম তোমাদের উত্তরেই প্রতিপন্ন হয়েছে। শুনুন কাশীরাজ, আপনি যে মর্ম্মে কন্যাদান করবার জন্য আমাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করেছেন, আমি তা ভিন্ন অন্য কোনও উপায়ে আপনার কন্যাকে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করি না। আমি একমাত্র বীর্য্যশুল্কে আপনার কন্যাকে গ্রহণ করব।

অম্বা। শুন হে রাজন্যগণ!
ক্ষত্রিয় রমণী ব'লে যেই নারী
করে অভিমান,
স্বামীর বীরত্ব-গর্ব্ব
একমাত্র অলঙ্কার তার!
বীরত্ব স্বামীর রূপ, বীরত্ব যৌবন,
বীরত্ব তাহার পূর্ণ জ্ঞানের গরিমা।
বীরত্ব-বিহীন যেবা—
সে অভাগা, মদনের মূর্ত্তি যদি ধরে,
সে অপূর্ব্ব দেবরূপ
বীরাঙ্গনা-চক্ষে ধরে মর্কটের শোভা।
শুন সবে মম আবেদন,
সমরে বিজয়ী হ'য়ে

যেবা মোরে করিবে গ্রহণ
আমি তাঁর নারী।
তাঁহার চরণ স্মরি
আগে হ'তে তাঁর পদে করি আমি নতি।

শাম্ব। ধন্য তুমি নরেন্দ্রনন্দিনি!
বীর্য্যশুল্কে—
আমি তব পাণি লাভে করি আবেদন।
সমরে আহ্বান করি
কেবা কোথা আছ শক্তিধারী
সাধ্য থাকে দাও এসে বাধা।
আমি কাশীরাজ-কন্যালাভে
করিলাম বাহুর প্রসার।

(ভীষ্মের প্রবেশ)

ভীষ্ম। যদ্যপি মৃত্যুর ভয়
না থাকে তোমার,
কর রাজা বাহুর প্রসার।
নহে, এই দণ্ডে ক্ষুদ্র বাহু কর আকুঞ্চন।
বিস্ময়ে চেও না মুখপানে
ক্ষত্রবীর প্রতিদ্বন্দ্বী সনে
অস্ত্রে অস্ত্রে কর পরিচয়।
ধর অস্ত্র মহাশয়,
এখনি হউক স্থির রাজন্য-সম্মুখে
রমণীর অঙ্গস্পর্শে যোগ্য-বীর কেবা।

সকলে। ঠিক হয়েছে—ঠিক হয়েছে—ষাঁড়ের শক্র বাঘে ধরেছে।

অম্বা। এ কি এ বিচিত্র বিধি-লীলা!
দেবকান্তি তীব্রজ্যোতিমান্,
কোথা হ'তে আগমন? কে ইনি মহান্?
পীনস্কন্ধ, দীর্ঘবাহু, প্রশান্ত গম্ভীর,
গজেন্দ্র বিক্রম, সিংহগতি।
রূপসিন্ধুশিরে উচ্চ তরঙ্গের মত,
যুবতী-হৃদয়তটে করিতে আঘাত
কোথা হ'তে কে এল এ পুরুষ-প্রধান?
কোথা শাম্ব— কোথা মোর পণ?
কোথা তুমি মকর-কেতন—
শরক্ষেপ কোথা তীব্র তব?
দেখ চেয়ে বিস্ময়ে বিহ্বলা আমি নারী।
বুঝিতে না পারি, কোথা মোর ধাম,
কিবা—কিবা—কি হবে আমার পরিণাম!

ভীষ্ম। এ কি রাজা, স্থাণু মত
কি হেতু নিথর?
কর্ত্তব্য করহ স্থির—
শুনে বীর্য্যপণ—বিনা নিমন্ত্রণ,
আসিয়াছি কন্যা আমি করিতে গ্রহণ।
থাকে সাধ্য, বাধা দাও মোরে।
নহে, হেঁটমুণ্ডে যুবতীরে করিয়া প্রণতি,
দ্রুতগতি সভাস্থল কর পরিহার।

শাম্ব। বাতুল করিয়া জ্ঞান,
উত্তরে বুঝিয়া অপমান,
রে অভাগ্য,
নীরবে দেখিতেছিনু মত্ততা তোমার।
দেখিলাম, মৃত্যুপিপাসায়
পতঙ্গের প্রায়
কোথা হ'তে এলি তুই অনলের মুখে।
আয় মূর্খ মতিহীন,
এ দম্ভ অসহ্য মোর—
এখনি মিটাই তোর মৃত্যুর পিপাসা।

(অস্ত্রযুদ্ধ, শাম্বের পরাভব ও পলায়ন)

অম্বা। এ কি হ'ল?
মুহূর্ত্তে সাধের স্বপ্ন চূর্ণ হ'য়ে গেল!

ভীষ্ম। শুন কাশীরাজ!
আমি ভীষ্ম শান্তনু-নন্দন
বীর্য্যপণে তব কন্যা করিনু গ্রহণ।
শুন সর্ব্ব সভাস্থ নরপতি,
বাধা দিতে যদি থাকে মতি,
সমরে আহ্বান করি সবে।
একৈক দ্বৈরথ রণে
অথবা সমষ্টি শক্তি একত্রীকরণে,
যে উপায়ে, যে কৌশলে,
বাধা দিতে থাকে অভিলাষ,
এস এস সবারে করিনু নিমন্ত্রণ।

[অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকাকে লইয়া ভীষ্মের প্রস্থান।

১ম রাজা। এক সঙ্গে যদি, তবে আর ভয় কি? এস ভাই, সকলে মিলে আমরা ভীষ্মকে আক্রমণ করি।

সকলে। এক সঙ্গে যদি, তবে আর ভয় কি— মার্—মার্—মার্।

[রাজগণের প্রস্থান।

(নেপথ্যে)। পালা—পালা—আর যুদ্ধে কাজ নেই, পালা।

কা-রা। ধন্য আমি, বীরশ্রেষ্ঠ
জামাতা আমার।
কই শাম্ব—কোথা শাম্ব—
কোথা তুমি—কোথা মহাবীর ?
বৃদ্ধ দেখে বীরদর্প,
গোপনে প্রেমের আলাপ—
কোথা শাম্ব, কোথা হে রাজন্ ?
ধর কন্যা—সে যে ওঠে হস্তিনার রথে !
কই শাম্ব ? ওই শাম্ব।
ভীষ্মের সুতীব্র শরে
লাফে লাফে পলায়নে বাল্যলীলা করে।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজ-অন্তঃপুর।

(সত্যবতী ও বিচিত্রবীর্য্যের প্রবেশ)

সত্য। পুরদ্বারে দাও পূর্ণঘট,
সমস্ত তোরণ আজি সাজাও পল্লবে।
আসে ক্লান্ত রণজয়ী, এস, পুরনারী ;
সারি সারি, পথ-পার্শ্বে রহ দাঁড়াইয়া,
আনন্দে বাজাও শঙ্খ, কর' জয়-গান,
গৃহে গৃহে উল্লাসের তুল প্রতিধ্বনি।

বিচিত্র। কোথা আর্য্য গিয়াছিল মাতা ?

সত্য। তোমার গৌরব-লক্ষ্মী
আনিতে সন্তান !
ধরামাঝে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান্ তুমি।
শৈশবে পেয়েছ রাজ্য,
সতত দেবতা রক্ষী তার।
তবে আজ পৌরব, তোমার
আসে ভারে ভার।
নিদ্রাভঙ্গে শয্যা ত্যজি শুন হে বালক,
আজি, বিনা যুদ্ধে সার্ব্বভৌম বিশ্বজয়ী তুমি।

বিচিত্র। কেমনে মা, বুঝিতে না পারি।
বিনা যুদ্ধে বিশ্বজয় ? বড়ই বিস্ময়।
সঙ্গে সঙ্গে ভয় হৃদে জাগে,
এও কি কখন হয় ?
এ বুঝি স্বপ্নের খেলা !
বল মা, এ স্বপ্নকথা নয় ?

সত্য। না পুত্র, স্বপ্নকথা নয় ?
মুক্ত চক্ষে প্রতিদিন দেখিতেছি আমি।
সে দৃশ্য স্বপন মনে ক'রে
কত দিন উঠেছি শিহরি।
মনে করি দেখি যাহা, সে বুঝি তা নয়'।
ত্রিভুবনে কে শুনেছে কবে—
ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য নিজ অধিকার
অবহেলে করি পরিহার
বিশ্ব জয় শক্তি ল'য়ে
কে কবে রে বালকের ভৃত্যরূপে ফিরে ?
বিশ্ব-বিমোহন-রূপে
দেব-দেহ করি আবরণ
ফলমূলাশনে করে জীবন ধারণ ?
জগতে জননী সর্ব্বনারী জ্ঞানে,
ঋষি-আচরণে বাল ব্রহ্মচারী ?
সব সত্য ; কিন্তু বুঝি এটা স্বপ্নকথা,
রে বালক, আমি তার মাতা।
হেন নররাজ সন্তান আমার !
ওই শুন, বাজিল দুন্দুভি।
এস বৎস, যাই আগুসারি,
গৃহে প্রবেশিল মোর বিজয়ী সন্তান !

(মঙ্গলঘট শঙ্খ লইয়া পুরবাসিনীগণের প্রবেশ)

(অম্বা, অম্বালিকা ও অম্বিকাকে লইয়া ভীষ্মের প্রবেশ)

(গীত)

সার্থক ধনুধারণ হে জাহ্নবী-জীবন।
হে কৌরব-কুল-গৌরব শত্রুদল-নাশন ॥
তোমার তুলনা তুমি হে।
তোমার চরণ করিয়া পরশ ধন্য ভারতভূমি হে।
নিজ দর্পণে তোমারই দৃশ্য
ধরেছ নয়নে বিশাল বিশ্ব
তুমি রাজা তার তুমিই তোমার
তব হিয়া তব আসন।

ভীষ্ম। মা, আপনার আশীর্ব্বাদে কাশীরাজ-গৃহে স্বয়ংবর-সভায় সমস্ত রাজন্যবর্গকে যুদ্ধে পরাস্ত ক'রে,

রাজার এই তিন কন্যাকে জয়শ্রী-স্বরূপ বহন ক'রে এনেছি। মা, তাই বিচিত্রবীর্য্যের বধূরূপে ইহাদিগকে গ্রহণ করুন। (বিচিত্রবীর্য্যের প্রতি) গ্রহণ কর রাজা, এরা তোমার ধর্ম্মপত্নী। আমি তোমার প্রজা—এই তিন রত্ন আমি তোমাকে উপহার প্রদান কর্‌ছি।

বিচিত্র। হাঁ মা, আমি গ্রহণ করব? দাদা বল্‌ছেন, উপহার—আবার বল্‌ছেন, প্রজা। দাদা এ কথা কেন বল্‌লেন মা? আমি দাদাকে বই আর ত কাউকে জানি না। তুমি বলেছ, দাদা আমার গুরু—তবে দাদা প্রজা কেন বল্‌লেন মা?

সত্য। তোমার জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মচারী—তুমি তাঁর পরম প্রিয়—একমাত্র স্নেহের ধন—তাই তিনি তোমাকে আদর কর্‌তে নিজেকে প্রজা বলেছেন—আর এই আশীর্ব্বাদী তিনটি ফুলকে উপহার বলেছেন। জ্যেষ্ঠের পাদপদ্মে প্রণাম ক'রে তাঁর আদেশ পালন কর। বৎস! এর পূর্ব্বেই তোমাকে বল্‌ছিলুম, গুরুর আশীর্ব্বাদে বিনাযুদ্ধে তুমি আজ বিশ্বজয়ী হ'লে।

ভীষ্ম। সমস্ত পরাস্ত নৃপতি কর-স্বরূপ এই তিন কন্যা তোমার কাছে প্রেরণ করেছেন! বিশ্বজয়ী সম্রাট্‌! আমি কেবলমাত্র তোমার বিজয়লক্ষ্মীর বাহক।

(সুনন্দ ও অমাত্যগণের প্রবেশ)

সকলে। জয়, ভীষ্মের জয়—জয় হস্তিনাপতির জয়!

ভীষ্ম। মন্ত্রিবর! সত্বর রাজার বিবাহের আয়োজন করুন। সমস্ত রাজ্যমধ্যে সংবাদ প্রেরণ করুন। দেশে দেশে রাজাদের নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করুন।

সুনন্দ। যথা আজ্ঞা। অমাত্যবর্গ! আপনারা সব এখন থেকেই প্রস্তুত হ'ন। আমি এখনি আপনাদের মধ্যে যার যে কার্য্য, নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিচ্ছি।

অম্বা। (স্বগত) এ কি প্রতারণা!

এ কি এ লাঞ্ছনা!
এই ক্ষুদ্র শিশু—
যারে দেখে স্নেহ হৃদে জাগে,
তার ক্ষুদ্র কর ধ'রে,
আমারে করিতে হবে প্রেম-আলাপন?
ছি ছি—ঘৃণা! স্মরণে লজ্জায় মরি;
অপ্রেমিক ব্রহ্মচারী—
নয়নে প্রেমের চিহ্ন করিয়া গোপন
প্রতারণা ক'রে আমারে হরিল স্বয়ংবরে।
এ কি স্বপ্ন ভাঙ্গিলে শঙ্কর?

সত্য। এস মা! আমার সঙ্গে এস—পুরনারীরা তোমাদিগকে বরণ ক'রে ঘরে নেবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে। এ কি মা! তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

অম্বা। আয় বজ্র—কোথা বজ্র?

চূর্ণ কর্‌ মস্তক আমার;
পৃথিবীর অভ্যন্তরে
কোথা আছ হে অনল বিশ্বদগ্ধকারী?
একবার শিখা তুল ধরণীর শিরে
জ্ঞান-গর্ব্ব অহঙ্কার অস্তিত্ব আমার
সমস্ত পুড়াও চিরতরে।
বিলোপ করহ দেব
দীপ্ত মুখে এ প্রচণ্ড অপমান-জ্বালা!

সত্য। এ কি মা! তুমি কাঁদছ? ভীষ্ম! এ বালিকা রোদন কর্‌ছে কেন? জিজ্ঞাসা কর!

ভীষ্ম। কেন বালা, তুমি রোদন কর্‌ছ?

(অকৃতব্রণের প্রবেশ)

অম্বা। হে ভীষ্ম! আপনি ধর্ম্মপরায়ণ ও সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ। আমার ধর্ম্মানুগত বাক্য শ্রবণ ক'রে তার অনুষ্ঠান করুন। আমি পূর্ব্বে শাল্বপতিকে মনে মনে বরণ করেছি। তিনিও নির্জ্জনে পিতার অজ্ঞাতসারে আমাকে বরণ করেছেন। আমি আর অন্য পুরুষকে প্রার্থনা করি না। আপনি বুদ্ধিবলে সম্যক্‌ অবধারণ ক'রে যা কর্ত্তব্য, তার অনুষ্ঠান করুন।

ভীষ্ম। বেশ! এ কথা শাল্বরাজের সঙ্গে যুদ্ধের সময় বল নি কেন নারী? যখন রাজাদের সমরে আহ্বান ক'রে তোমাকে রথে তুলি, তখনই বা তুমি নীরব রইলে কেন?

অকৃত। সে কি বিজ্ঞপ্রধান গাঙ্গেয়! বালিকাকে এ প্রশ্ন করতে তোমার অধিকার নেই। বালিকা যা প্রার্থনা কর্‌ছে, শুধু তুমি সেই সম্বন্ধে বিবেচনা ক'রে উত্তর দাও।

ভীষ্ম। ব্রাহ্মণ—আমি বিপন্ন। আপনি, মাতা ও মন্ত্রী,—আপনারা বিচার ক'রে আমার হ'য়ে উত্তর দিন।

অম্বা। শাল্বরাজ নিশ্চয়ই আমার প্রতীক্ষা কর্‌ছেন। অতএব আমাকে তাঁর সন্নিধানে গমন কর্‌তে অনুমতি করুন। এইমাত্র শুন্‌লুম—আপনি ব্রহ্মচারী আপনি আমার প্রতি দয়া করুন।

অকৃত। হে গাঙ্গেয়! আপনি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মচারী; অতএব আর কালবিলম্ব না ক'রে এ বালিকাকে পরিত্যাগ করুন।

সুনন্দ। বালিকাকে পরিত্যাগ করুন।

সত্য। ভীষ্ম! তুমি এই সাধুদের বাক্য রক্ষা কর। বালিকাকে পরিত্যাগ ক'রে সকলের মর্য্যাদা রক্ষা কর।

ভীষ্ম। প্রভু! আপনি এই বালিকার রক্ষী হয়ে শাল্বরাজের হস্তে একে প্রত্যর্পণ করুন।

সত্য। এস মা! পৌরবকুলবধূ—আমি তোমাদের দু'জনকে নিয়ে গৃহে প্রবেশ করি।

পঞ্চম দৃশ্য

বনপথ।

শাল্ব ও বৃক।

বৃক। ওর জন্য চিন্তা ক'রো না। রাজধানীতে চল, আমি নিজে দিগ্‌বিজয়ে বেরিয়ে তোমার জন্য দু'শো রাজকুমারী রাজধানীতে এনে উপস্থিত কর্‌ছি!

শাল্ব। না, চিন্তা কিসের? চিন্তা করব কেন? যুদ্ধ কর্‌তে আমার তেমন অভিরুচিই হ'ল না।

বৃক। কেন হবে! এ কি সমানে সমানে যুদ্ধ? যে একেবারে বাহ্বাস্ফোটন ক'রে লড়াই লাগিয়ে দিলুম। তার পর কচাৎ ক'রে মাথাটি না কেটে, হাতটিতে বেশ ক'রে না রক্ত মাখিয়ে, সেই হাতে প্রাণেশ্বরীর কেশাকর্ষণ না ক'রে, একেবারে ঘরে এনে মন্ত্রপড়া সুরু ক'রে দিলুম। এ একটা রাজার অন্নদাস —ক্লীব—কোথা থেকে কি একটা বুজরুকি শিখে এসেছে! হুট ক'রে কোথা থেকে চোরের মত এল, আর ছুঁড়ীটাকে চোখের সুমুক থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল! খাপের অস্ত্র খাপে রইল, আর মনের দুঃখু মনে রইল—বাকি রইল যে প্রাণ, সেইটিই কেবল কাকতালে বেঁচে গেল।

শাল্ব। যখন শুন্‌লুম—ভীষ্ম রাজা নয়—সত্যি বল্‌ছি ভাই, তখন আমার হাত আর কিছুতেই উঠলো না।

বৃক। আমার হাত হ'লে পক্ষাঘাত হয়ে যেত। চ'লে এসো—চ'লে এসো। এতক্ষণ ভীষ্ম নিশ্চয়ই হস্তিনায় পৌঁছেছে—আর আমাদের পথে যেতে তার মুখ দেখতে হবে না। দুর্গা—দুর্গা—যার নাম শুন্‌লে যাত্রাভঙ্গ, তার সঙ্গে লড়াই? চ'লে এস—চ'লে এস। ও সখা! দেখ দেখি, কি যেন, কি যেন, কে যেন—এই দিকে আস্‌ছে না?

শাল্ব। তাই ত হে! এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে এক সুন্দরী রমণী আস্‌ছে না?

বৃক। মহারাজ! ভারী শুভ সুযোগ—ত্যাগ ক'রো না। হরণ কর—হরণ কর।

শাল্ব। হরণ করব কি রে মূর্খ! ব্রাহ্মণের যদি ব্রাহ্মণী হয়?

বৃক। আঃ! ভালা আপদ! ও দিকে ভীষ্ম; এ দিকে ব্রাহ্মণ—তা হ'লে তোমার আর বিয়ে হ'ল না মহারাজ! এ হরণেরই দিন এসেছে—ও বামুনও বোধ হয় ছুঁড়ীটাকে কোথা থেকে হরণ ক'রে আন্‌ছে।

শাল্ব। তাই ত! এ কি? এ কি?—অম্বা!

বৃক। (স্বগত) এই অম্বা! ও বাবা—হঠাৎ এখানে অম্বা আসে কেন?

শাল্ব। ও সখা—সখা! এটা কি রকম হ'ল?

বৃক। মহারাজ! আর কেন—পিছন ফিরে একটু ঘন ঘন পা চালিয়ে—অর্থাৎ সাধু ভাষায় যাকে চোঁচা দৌড় বলে, তাই ক'রে এই বনের দিকে—বুঝেছ—আর লোকালয় বড় আমাদের সুবিধে হচ্ছে না—বুঝেছ? যখন অম্বা আসছেন—তখন পশ্চাতে সিং নাড়তে নাড়তে হাম্বাও আস্‌ছেন—বুঝেছ?

(নেপথ্যে) অকৃত। শাল্বরাজ! যেয়ো না—মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা কর।

বৃক। মহারাজ, আমার প্রাতঃকালিক পীড়া হয়েছে—বুঝেছ—বুঝেছ—এর ভাবার্থ বুঝেছ?

[প্রস্থান।

(অকৃতব্রণ ও অম্বার প্রবেশ)

অকৃত। কেমন মা! ইনিই ত শাল্বরাজ?

অম্বা। ইনিই শাল্বরাজ।

অক্রূত। তা হ'লে আমি এইস্থানে থেকেই বিদায় গ্রহণ করতে পারি ?

অম্বা। আর কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করবেন না ?

অক্রূত। মা, আমি বিজয়ী পক্ষের লোক। আমাকে দেখলে তোমার সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপে রাজার সঙ্কোচ হবে। এ অবস্থায় আমার থাকা ত কোন-মতেই নীতিসঙ্গত নয়।

অম্বা। তবে আসুন—আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

অক্রূত। তোমার মঙ্গল হ'ক।

[প্রস্থান।

অম্বা। মহারাজ! আমি আপনার উদ্দেশে আগমন করেছি।

শাল্ব। আমার উদ্দেশে কেন অম্বা ? ভীষ্ম ত তোমাকে হরণ ক'রে নিয়ে গিয়েছিল ?

অম্বা। নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমার মনের কথা শুনে, তিনি আমাকে পরিত্যাগ করেছেন।

শাল্ব। তা ভালই করেছেন! তা—তুমি এখন কি করতে চাও ? গৃহে ফিরে যেতে চাও ? বল, আমি পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।

অম্বা। পথ দেখিয়ে দেবেন কি মহারাজ ? আমি আপনাকে বরণ করতে এসেছি।

শাল্ব। তা' কেমন ক'রে হবে ? বার বার কি রমণীর বরণ হয় অম্বা ? আমি তোমাকে কেমন ক'রে গ্রহণ করব ? তুমি অন্যপূর্ব্বা—একি রাজা ইতিপূর্ব্বে তোমার পাণিগ্রহণ করেছেন। তুমি তারই কাছে পুনরায় গমন কর।

অম্বা। তিনি আমার পাণিগ্রহণ করেন নি। মহারাজ! ভীষ্ম ব্রহ্মচারী। পাছে তিনি কর গ্রহণ করেন, এই ভয়ে আমি তার রথারোহণ করেছিলাম।

শাল্ব। বেশ করেছ—এখন ঘরে যাও। শাল্ব-রাজ কি ভিক্ষুক যে এক জন অতি হীন পরান্নভোজীর আঘ্রাত ফুল কুড়িয়ে নাকের কাছে ধরবে ?

অম্বা। দোহাই মহারাজ, এই ঘৃণিত বাক্য প্রয়োগে আমাকে অপমানিত করবেন না।

শাল্ব। তুমি যে ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজেকে অপমানিত করেছ, রাজকুমারি! পথের মাঝে দাঁড়িয়ে রাজধানী গমনে বাধা দিচ্ছ। নিষেধবাক্য কানে তুলছ না। তুমি যে সমস্ত কথা বলছ, আমার তা প্রতারণা ব'লে বোধ হচ্ছে।

অম্বা। আমি মস্তক স্পর্শ ক'রে শপথ করছি, আপনা ব্যতিরেকে অন্য বরকে আমি ধ্যান করি না। আমি আত্মাকে স্পর্শ ক'রে শপথ করছি, আমি অন্যপূর্ব্বা নই। শাল্বরাজ! আমি আপনার প্রসন্নতা ভিক্ষা করছি, আমাকে গ্রহণ করুন।

শাল্ব। যাও, যাও—অনঙ্গ-শর-পীড়িতা নির্লজ্জা দ্বিচারিণী, তুমি আমার আশা পরিত্যাগ ক'রে অন্য পুরুষের ভজনা কর।

অম্বা। এই বটে মোর
যোগ্য অভিধান!
সত্যই পাষণ্ড যদি দেখে দ্বিচারিণী,
তবে আর ভাষা কেন কুল-ললনার ?

(শাল্বের পথরোধকরণ)

শাল্ব। কি নারী!—রোধিলে কেন পথ ?
এখনো কি মিষ্টবাক্য শুনিবার আছে প্রয়োজন ?

অম্বা। শুনিব না, শুনাইব তোরে!
শাল্বরাজ আর তুই নহিস দুর্ম্মতি!
ঘৃণিত তস্কর!
অশক্ত দুর্ব্বল বুঝে কাশী-নরেশ্বরে
অতিথির আবরণে অঙ্গ ঢেকেছিলি।
এই কর-চুরি-অভিলাষে
পশেছিলি তাঁহার আবাসে।
অতিথি দেবতা-জ্ঞানে
শুনেছিনু মিনতি-বচন।
অতিথিরে ভিক্ষা দিতে
করেছিনু কর প্রসারণ,—
মুখে তোর করি নাই চর প্রহার!
এখনো নয়নে তোর
কামলিপ্সা তীব্রতেজে জাগে।
কত অনুরাগে তুই—
রে ঘৃণিত পুরুষত্বহীন!—
এই কুল-ললনার প্রেম যেচেছিলি।
ভীষ্ম-ভয়ে অজি ভীরু ত্যজিলি আমারে!
ধিক্ তোর বলবীর্য্যে, ধিক তোর নামে!
তোর রাজ্যে, তোর প্রেমে,
তোর বংশে, তোর নামে,
দেখ পশু, এই আমি করি পদাঘাত!

শাল্ব। তবে রে পাপিষ্ঠা কামাতুরা
কুলটা লালসামূর্ত্তি নারী—

(অকৃতব্রণের প্রবেশ)

অকৃত। সাবধান মতিহীন রাজা !
মদমত্ত নরাধম!
ললনার অঙ্গে কর-পরশের আগে
ভীষ্মের প্রচণ্ড তেজ করহ স্মরণ।

(শাম্বের পলায়ন)

অম্বা। মৃত্যু—মৃত্যু—
কেন দ্বিজ বাঁচাতে আসিলে ?
সমস্ত দেখেছ তুমি,
সমস্ত আলাপ-কথা শুনিয়াছ তুমি।
দেখে শুনে কেন দ্বিজ,
অভাগীরে বাঁচাতে আসিলে ?
ভিক্ষা দাও—হে তপস্বী করুণ-হৃদয় !
জীবন প্রচণ্ড বহ্নি—
দগ্ধ করে এ দেহের প্রতি পরমাণু।
মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও—
হে ব্রাহ্মণ ! মৃত্যু দাও মোরে।

অকৃত। না জননী, মৃত্যু কেন দিব ?
জীবন জীবের বন্ধু—যোগ্য ব্যবহারে
কর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন করে।
যেয়ো না, যেয়ো না ক্ষিপ্তা,
মরণে ক'র না আবাহন।
মৃত্যু তোরে শান্তি নাহি দিবে।

অম্বা। পায়ে ধরি,
পথ রোধ ক'র না ব্রাহ্মণ।

অকৃত। বৃথা অনুনয়,
কিছুতে দিব না যেতে বালা !

(বৃদ্ধ তাপসের প্রবেশ)

বৃ-তা ! এ কি দ্বিজাধম ! তুমি এই অবলাকে পথের মাঝে একাকিনী দেখে অত্যাচার করছ ? দূর-মপসর— দূরমপসর।

অম্বা। না—না—মহাত্মা—মহাত্মা—তিরস্কার করবেন না। ইনি এক দুর্ব্বৃত্তের অত্যাচার থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন।

বৃ-তা। তবে ত বড়ই অপরাধ করেছি। ব্রাহ্মণ, আমাকে ক্ষমা করুন।

অকৃত। আমি অনুগত শিষ্য, ঋষিবর ! আমি আপনার বাক্য স্নেহবচন ব'লেই গ্রহণ করেছি।— এখন এই অত্যাচরিতাকে দয়া ক'রে আশ্রয় দিতে পারেন ?

বৃ-তা। কে তোমার উপর অত্যাচার করেছে মা ?

অম্বা। যদি প্রতীকারে প্রতিশ্রুত হন, কন্যাকে আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হন, তবে বলি।

বৃ-তা। তোমার কথা শুনে বোধ হ'চ্ছে, শত্রু প্রবল।

অম্বা। অত্যন্ত প্রবল ! নইলে ঋষির আশ্রয় গ্রহণ করতে উদ্যতা হয়েছি কেন ? আপনারা ভিন্ন আর কেউ তাকে দমন করতে পারবে না—আমার এ মর্ম্মভেদী অপমানের শোধ দিতে পারবে না।

বৃ-তা। আমরা দুর্ব্বল ফলমূলাশী সন্ন্যাসী। আমরা কি প্রতীকার করব জননী ?

অম্বা। ও কথা বলবেন না ; আপনাদের তপস্যার বলেই, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা জ্যোতিষ্কমণ্ডলী যে যার কক্ষে অবস্থিত হয়ে আলোক প্রদান করছে। নইলে তারা এতদিন কক্ষচ্যুত হয়ে যেত। আপনারা সমস্ত সন্ন্যাসী মিলেও একটা অত্যাচারী রাজাকে দমন করতে পারবেন না ?

বৃ-তা। সহসা আমি উত্তর দিতে পারলুম না। আমি ও আমার সঙ্গী তাপসগণ সকলে মিলে আদ্যো-পান্ত ঘটনা শুনে, তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব। স্থির হও।

অম্বা। এই আশ্বাস-বাক্যই আমার প্রধান ও প্রথম আশ্রয়।

বৃ-তা। অদূরেই আমার আশ্রম, তুমি সেইখানে গমন কর। আমি তাপসদের সংবাদ প্রদান করি।

[বৃদ্ধ তাপসের প্রস্থান।

অম্বা। করুণাময় ! এইবারে আমার প্রণাম গ্রহণ করুন এবং সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচারীকে গিয়ে বলুন—এইবারে আমি সুরক্ষিতা হয়েছি।

অকৃত। রাজকুমারি ! তোমার কথা শুনে মনে আমার একটা বিষম আতঙ্ক উপস্থিত হ'ল ! এ ত শাম্বরাজের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের তোমার অভিপ্রায় নয়।

অম্বা। যে কাপুরুষ অবলার উপর হস্তক্ষেপ করতে অগ্রসর হয়, সে ত আপনার আচরণে আপনিই বিধ্বস্ত। আমিই তাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারি। তার জন্য তপস্বীর আশ্রয়, গ্রহণ করবার প্রয়োজন কি ? ভীষ্মই

আমার এই বিপদের নিদান। যুদ্ধ দ্বারাই হ'ক, কি তপঃ প্রভাবেই হ'ক, ভীষ্মকে এর প্রতিফল প্রদান করব।

অকৃত। তোমার যুদ্ধ, সে ত রহস্যের কথা! এই ক্ষুদ্র জীবনে তুমি এমন কি তপস্যা করবে যে, ভীষ্মের তপঃপ্রভাবের তুল্য হবে?

অম্বা। পৃথিবীতে যে কোন রাজা তাকে শিক্ষা দিতে পারবে, আমি তারই শরণাগত হব।

অকৃত। পৃথিবীর সমস্ত রাজা একত্র হ'লেও ভীষ্মের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। ভীষ্মের রথে যখন তুমি আরোহণ করেছ, তখন নিজেও তা' কতক বুঝতে পেরেছ।

অম্বা। ভীষ্মানুচর ব্রাহ্মণ! আমি তোমাকে প্রণাম করি, তুমি এখনি আমাকে পরিত্যাগ কর।

অকৃত। না, পরিত্যাগ করব না। অভাগিনি! তোমার অবস্থা দেখে আমি ব্যাকুল হয়েছি। ভীষ্ম আমাকে তোমার রক্ষিরূপে সঙ্গে প্রেরণ করেছেন। তোমার এ দারুণ দুরবস্থা দেখে তোমাকে ত পরিত্যাগ করতে পারব না!

অম্বা। আপনি আমার সঙ্গে থেকে কি করবেন?

অকৃত। আমি তোমাকে আশ্রয় দেব।

অম্বা। (হাস্য) যাও ব্রাহ্মণ, তুমি ক্ষিপ্ত হয়েছ।

অকৃত। যদি তোমাকে কেউ আশ্রয়দানের সাহায্য করতে পারে, সে আমি। আর যেখানে যাও, কাশীরাজ-নন্দিনী, মনোভঙ্গে দলিতা কালনাগিনীর মত তুমি কেবল আপনার বিষে আপনিই দগ্ধ হবে।

অম্বা। বলেন কি! দোহাই প্রভু, অনুমতি করুন, আমি এ কথা বিশ্বাস করি! নইলে পারছি না। ভীষ্মানুচরণ ব্রাহ্মণ! আপনি ত কোনও মতে ভীষ্মের সমকক্ষ ন'ন।

অকৃত। শুধু আমি কেন রাজকুমারি! এ বিশ্বের মধ্যে এক ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ ভীষ্মের সমকক্ষ যোদ্ধা নাই।

অম্বা। কে তিনি?

অকৃত। তিনি আমার গুরু, একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়কারী জামদগ্ন্য রাম।

অম্বা। দোহাই প্রভু! রাম কোথা ব'লে দিন। আমি তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করি।

অকৃত। সেই অভিপ্রায়েই ত তোমাকে বললুম রাজকুমারি! চল, তাপসের আশ্রমে তোমাকে রেখে আসি। তুমি তাঁদের কাছে আর কিছু প্রার্থনা ক'র না, শুধু ভার্গবের কাছে নিয়ে যাবার জন্য আবেদন কর। যাতে সহজে তুমি তাঁর আশ্রয় পাও, তারও উপায় আমি তোমাকে ব'লে দিচ্ছি। তিনি ব্রহ্মবাদী ঋষি—তিনি যদি তোমাকে আশ্রয় দেন, তবেই তোমার মঙ্গল। নইলে ত্রিভুবনে তোমার আর স্থান নাই। এস, আমার সঙ্গে এস!

ষষ্ঠ দৃশ্য

পরশুরামের আশ্রম।

পরশুরাম ও তাপসকুমারগণ।

(গীত)

হেথা ঘন বিজন বনে প্রথম জাগিল রবি।
জাগিয়া উঠিল প্রথম বহ্নি সঙ্গে জাগিল জাহ্নবী॥
ওই পারে ছিল বসিয়া তারা, এ পারে নীরব ধরা,
নিশ্চল ছিল নীল চেলাঞ্চল বদ্ধ নয়নধারা,
সহসা প্রণবে পূরে অরণ্য, চকিতে পূরিল
বিশাল শূন্য
হ'লো রে জগত-জীবন ধন্য অনলে ঝরিল হবি।
ভাসে সোমরসে সামগান, প্রকৃতি আঁকিল ছবি॥

১ম তা কু। দয়াময়! দেখুন, দেখুন—একটি স্ত্রীলোক পাগলের মত আপনার আশ্রমের দিকে ছুটে আসছে।

রাম। তাই ত হে, এ যে দেখ্‌ছি বিপন্না! হয় ত কোন দুর্বৃত্ত এই রমণীকে আক্রমণ করতে আসছে।

নেপথ্যে। রক্ষা কর—রক্ষা কর—রাম! রক্ষা কর—নরদেহধারী নারায়ণ!

রাম। ভয় নাই, ভয় নাই।

(অম্বার প্রবেশ)

অম্বা। রক্ষা কর হে ভার্গব!
অত্যাচারে প্রপীড়িতা আমি।
নহে, অগ্নি না হ'তে নির্ব্বাণ
আহুতি দাও এ অভাগীরে!

রাম। কে তুমি ?

অম্বা। ভুবনে বান্ধবহীনা আমি,
অত্যাচারে নিপেষিতা আমি !
দুরাত্মার বিষবাণে জর্জ্জরিতা আমি।

রাম। কে তোমার উপর অত্যাচার করেছে ?

অম্বা। আগে বলুন প্রভু, আশ্রয় দিলুম।

১ম তা। সে আর বল্‌তে হয় না। ভার্গবের পাদপদ্মে যে দণ্ডে এসে পড়েছ, সেই দণ্ডেই আশ্রয় পেয়েছ।

রাম। কে তুমি ? কার কন্যা ? ব্যাকুলা না হয়ে আমার কাছে তোমার মনোবেদনা প্রকাশ কর।

অম্বা। আমি কাশীরাজ-কন্যা অম্বা। আমার পিতা আমাকে ও আমার দুই ভগিনীকে বীর্য্যশুল্কা স্বয়ংবরা করেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমি শাল্বরাজকে মনে মনে বরণ করি। শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম আমাদের তিন ভগিনীকেই সভামধ্য হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। আমি ভীষ্মকে আমার মনের কথা প্রকাশ ক'রে বলি, তাই শুনে তিনি আমাকে পরিত্যাগ করেন। আমি শাল্বের কাছে গমন করলে অন্যপূর্ব্বা ব'লে তিনিও অমোকে পরিত্যাগ করেন। এই উভয় কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হ'য়ে, আমি বান্ধবহীনা হ'য়ে ক্ষিতিতলে বিচরণ কর্‌ছি।

রাম। বড়ই দুঃখের কথা রাজকুমারী। তবে আমাকে কি করতে হবে বল ? যদি শাল্বরাজের কাছে যেতে ইচ্ছা কর, তা হ'লে বল। আমি শাল্ব-রাজকে আদেশ করি। সে তোমাকে গ্রহণ করুক। যদি ভীষ্মের কাছে যেতে ইচ্ছা কর, তা হ'লেও বল। আমি ভীষ্মকে আদেশ করি।

অম্বা। ভীরু শাল্ব আপনার আদেশে আমাকে গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু ভীষ্ম যদি আপনার আদেশ মান্য না করে ?

রাম। তুমি কি মনে করছ, ভীষ্ম আমার কথা রাখবে না ?

অম্বা। মনে করা কি ভগবন্, সে নিশ্চিত রাখবে না। ভীষ্ম লুব্ধ দাম্ভিক সমরবিজয়।

রাম। হুঁ, তোমার অভিপ্রায় আমি যুদ্ধ করি।

অম্বা। ভগবন্! এই ভীষ্মই আমার দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ ! তিনি তাঁর এক অপ্রাপ্তবয়স্ক ভ্রাতার জন্য আমাকে হরণ করেছিলেন। ভীষ্ম প্রতারক, তাঁকে সংহার করুন।

রাম। কিন্তু মা ! বেদবিদ্‌গণের আদেশ ব্যতিরেকে আমি যে অস্ত্র ধরি না। আমি পূর্ব্বে পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া ক'রে এই প্রতিজ্ঞা করেছিলুম।

অম্বা। সেই সঙ্গে এ প্রতিজ্ঞাও ত করেছিলেন প্রভু যে, যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ব্রহ্মদ্বেষী হয়, আপনি তাকে বিনাশ করবেন। যদি কেহ ভীত হয়ে শরণাপন্ন হয়, আপনি জীবন থাক্‌তে তাকে পরিত্যাগ করবেন না। আর যে ব্যক্তি সমাগত ক্ষত্রিয়গণকে পরাজয় করবে, আপনি তাকেও বিনাশ করবেন।

রাম। এ গুহ্য কথা তোমাকে কে বল্‌লে ?

অম্বা। আপনার প্রিয়শিষ্য অকৃতব্রণ হোত্রবাহন। তিনি আশ্রয় দিয়েছেন ব'লেই আজ আপনাকে পেয়েছি। আমি আপনার শরণার্থিনী—ভীষ্ম সমাগত ক্ষত্রিয়বিজয়ী—এবং তিনি ব্রহ্মদ্বেষী কি না, সে পরিচয়ও আপনি অচিরে প্রাপ্ত হবেন।

রাম। নিশ্চিন্ত হও রাজনন্দিনী! অকৃতব্রণ যখন তোমাকে আশ্রয় দিয়াছেন, তখন আমারও আশ্রয় পেয়েছ—জেনে রাখ। এখন কেবল একবার বেদবিদ্‌গণের অনুমতির অপেক্ষা।

(তাপসগণের প্রবেশ)

তা। ভগবন্ ভার্গব! আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন। এই যুবতী ইতিপূর্ব্বে আমাদের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এঁর অভিযোগ আদ্যোপান্ত শুনে, বিচার বিতর্ক ক'রে আমরা স্থির করেছি যে, ভীষ্মই রমণীর একমাত্র দুঃখের কারণ। তিনি ব্রহ্মচারী হ'য়ে স্বয়ম্বর সভায় প্রবেশ করেছেন এবং যুবতীকে গ্রহণ ক'রে অপরের হস্তে প্রদান করে-ছেন। এতে তাঁর কপটতা হয়েছে। আপনি এই রমণীকে গ্রহণ করতে ভীষ্মের প্রতি নিয়োগ করুন।

রাম। আপনাদের আদেশ শিরোধার্য্য !

সপ্তম দৃশ্য

ভীষ্ম ও অকৃতব্রণ।

অকৃত। গাঙ্গেয়! আমি তোমার বধের ব্যবস্থা ক'রে এসেছি।

ভীষ্ম। কি ক'রে প্রভু ?

অকৃত। অভাগিনী কাশীরাজ-নন্দিনীর আর কেউ নেই দেখে, আমি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছি।

ভীষ্ম। আপনি আশ্রয় দিয়েছেন?

অকৃত। সত্যসঙ্কল্প ব্রহ্মচারী! তুমি আমাকে বালিকার সঙ্গে তার রক্ষিরূপে প্রেরণ করেছিলে কেন? শাম্বরাজের কাছে তাকে নিয়ে গেলুম। পাপিষ্ঠ তাকে কটুবাক্যে লাঞ্ছিত ক'রে দূর ক'রে দিলে। এমন কি, তার কোমল শরীরে আঘাত পর্য্যন্ত করতে উদ্যত হল! কি করি, তোমার নাম নিয়ে আমি পাষণ্ডের অত্যাচার থেকে তাকে রক্ষা করেছি।

ভীষ্ম। মহাত্মন্! সে ত আপনার মহত্ত্বের অনুযায়ী কার্য্যই হয়েছে।

অকৃত। কিন্তু উদ্ধার ক'রে দেখি, তার কেউ নেই। সে শাম্বকে হারালে, তোমাকে হারালে, পিতাকে হারালে। এক মুহূর্ত্তে গর্ব্বিণী রাজনন্দিনী নীচ ভিখারিণীর অবস্থা প্রাপ্ত হ'ল! যুবতী দেখতে দেখতে উন্মাদিনী। কমলদলকোমল পাণিতল দিয়ে আমার পাদস্পর্শ ক'রে অভাগিনী অবিরল বাষ্পজল বর্ষণ করতে লাগল, আর মৃত্যু-কামনা করতে লাগল। তার সে মর্ম্মভেদী অবস্থা দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারলুম না। গাঙ্গেয়—আমি ভবিষ্যৎ আর লক্ষ্য না ক'রে, তোমার প্রীতি বিস্মৃত হয়ে, বালিকাকে আশ্রয় প্রদান করলুম।

ভীষ্ম। পিতৃসখা! আপনি আমার প্রতি স্নেহ কখনই বিস্মৃত হ'তে পারেন না। আমি পিতার কাছে শুনেছি, আপনার ভক্তি ও বিশ্বাসই এক দিন পৌরব বংশকে মহাবিপদ থেকে রক্ষা করেছে। আপনারই ভক্তির টানে ত্রিপথগা জননী জাহ্নবী পৌরবের কুলবধূরূপে অবতীর্ণা হয়েছিলেন. স্নেহবশেই আপনি গুরু রামের সমীপে গমন না করে, আমাদের গৃহে মঙ্গলময় পুরোহিতরূপে অবস্থান করছেন। আপনি আমার প্রতি স্নেহবশেই বালিকাকে আশ্রয় দিবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, ব্রাহ্মণ, বালিকা আপনার আশ্রয় প্রাপ্ত হয়নি।

অকৃত। সে কি ভীষ্ম, আমি যে নিজে উপযাচক হ'য়ে তাকে আশ্রয় দিয়েছি? বালিকা বরং আমাকে তোমার অনুগত ও দুর্ব্বল বুঝে আশ্রয় গ্রহণ করতে চায় নি।

ভীষ্ম। আপনি একটু সেই অবস্থা স্মরণ ক'রে দেখুন।

অকৃত। তাই ত, এ তুমি কি বলছ?

ভীষ্ম। অম্বা যদি আপনার আশ্রয় পেত, তা হ'লে যুগপ্রলয় উপস্থিত হ'ত। আমি আপনার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারতুম না। সেই অন্যাভিলাষিণী রমণীকে গ্রহণ ক'রে বিচিত্রবীর্য্যকে প্রদান করতুম। আপনি বিশেষ চিন্তা ক'রে দেখুন।

অকৃত। না, অভাগিনী আমার আশ্রয় ত গ্রহণ করে নি।

ভীষ্ম। সে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে না।

অকৃত। কেন গাঙ্গেয়?

ভীষ্ম। কেন? তবে শুনুন ব্রাহ্মণ! আমার গুহ্য কথা শ্রবণ করুন। আমি নর-নারায়ণের আগমন-প্রতীক্ষায় এই সুদীর্ঘ ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন ক'রে ব'সে আছি। আমি সেই উভয় মূর্ত্তিকে এক রথে দেখব—এবং আমার একমাত্র পূজোপকরণ শস্ত্র-পুষ্প তাঁদের চরণে অঞ্জলি দিব। সত্যের পথ রুদ্ধ হ'লে আর ত তাঁরা এখানে আসতে পারতেন না! আমি দিবারাত্র বিনিদ্র হয়ে সেই পথের দ্বার রক্ষা করছি।

অকৃত। কিন্তু আমি যে তাঁকে গুরু রামের আশ্রয় গ্রহণ করবার উপায় ক'রে দিয়েছি। সে কি আশ্রয় পাবে না?

ভীষ্ম। আশ্রয় পেলেও আমার আর ভয়ের কোনও কারণ নাই। আপনার আশ্রয় গ্রহণ করবার পর, আপনার আদেশে সে যদি জামদগ্ন্যের আশ্রয় গ্রহণ করতে যেত, তা হ'লে আমার ভয়ের কারণ ছিল! আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন, ব্রাহ্মণ, আমি নিরাপদ।

(সুনন্দের প্রবেশ)

সু। মহারাজ! ঋষি জামদগ্ন্য আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন।

ভীষ্ম। কত দূরে মন্ত্রী? (পরশুরামের আগমন) আসুন ভগবান্—দাসের গৃহ পবিত্র করুন। আমার পরম সৌভাগ্য, রাজা বিচিত্রবীর্য্যের ভাগ্য, রাজ্যের ভাগ্য—রাজগৃহে আপনার পদধূলি পতিত হ'ল।

অকৃত। দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ঘনাবরণে সৌম্য বদনকান্তি আচ্ছাদন ক'রে গুরু ভীষ্মের কাছে আগমন করছেন—দৃঢ়প্রতিজ্ঞার আবরণে মুখকমল আবৃত ক'রে শান্তনুনন্দন গুরুকে অভ্যর্থনা করছেন। তাই ত করুণায় আর্দ্র হয়ে আমি পৃথিবীতে কি ভীষণ ঘটনার সূচনা করলুম!

(সত্যবতী ও বিচিত্রবীর্য্যের প্রবেশ)

(সকলের রামকে প্রণাম করণ ও পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান)

সত্য। দয়াময়! এই আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রহ্মচারী ভীষ্ম—আর এই আমার কনিষ্ঠ পুত্র হস্তিনাপতি বিচিত্রবীর্য্য! আমার এই পুত্রদ্বয়কে আশীর্ব্বাদ করুন!

রাম। এই তোমার পুত্র বিচিত্রবীর্য্য? এঁরই জন্য কি, রাজমাতা, ভীষ্ম কাশীরাজের তিন কন্যাকে স্বয়ম্বর সভা থেকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ ক'রে এনেছেন?

সত্য। আমি রমণী—আমি ত এর যথাযথ উত্তর দিতে পারব না প্রভু! আমার পুত্র সম্মুখে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন।

রাম। তা হ'লে মা, তুমি তোমার কনিষ্ঠ পুত্রকে নিয়ে অন্তঃপুরে গমন কর। আমাদের কথোপকথন শোন্‌বার তুমি অধিকারিণী নও।

সত্য। প্রভু! দাসেদের উপর ক্রোধ করবেন না। আমরা আপনার আশ্রিত।

রাম। কেউ কারও আশ্রিত নয় মা! আশ্রয় এক—তার নাম সত্য। রাজা যেমন প্রজার আশ্রয়—প্রজাও তেমনি রাজার আশ্রয়। আবার রাজা প্রজা রাজ্য—সমস্তই সেই এক সত্যকে অবলম্বন ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। সত্যের অপলাপ হ'লেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

সত্য। প্রভু! আমার পুত্রের কোনও অপরাধ নেই। তিনি সত্যাশ্রয়ী। সত্যাশ্রয়ী ব'লেই তিনি ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করেছেন, রাজ্যত্যাগে সন্ন্যাসী হয়েছেন।

রাম। সেইজন্যই কি তিনি কাশীরাজের কন্যার উপর অধিকার স্থাপন করতে গিয়েছিলেন? আমিও ত আকুমার ব্রহ্মচারী, রাণী! কিন্তু নারী সম্বন্ধে বিসংবাদ ঘটতে পারে, এমন ব্যাপারে আমি কখন লিপ্ত হই নি!

সু। মা! ঋষির আদেশ পালন করুন! আর এখানে মুহূর্ত্তের জন্য থাকবেন না।

সত্য। আমি থাকব না, বল কি সুনন্দ! আমার জীবণ-মরণ নিয়ে এই প্রশ্ন—আমি অন্তরালে দাঁড়িয়ে থাকব? ভীষ্ম! তুমি ব্রহ্মর্ষির প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দাও।

ভীষ্ম। ব্রহ্মর্ষি! আপনাতে আমাতে প্রভেদ আছে। আপনি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়। যেখানে বীরত্বের অভিমান নিয়ে কথা হয়, সেখানে ব্রাহ্মণ নিস্তব্ধ থাক্‌তে পারেন, কিন্তু ক্ষত্রিয় পারে না। কাশীরাজ কন্যাগুলিকে বীর্য্যশুল্কা করেছিলেন ব'লে, আমি ব্রহ্মচারী হ'য়েও ভূপালগণকে পরাজিত ক'রে তাদের গ্রহণ করেছি; গ্রহণ ক'রে আমার রাজাকে উপঢৌকন দিয়েছি!

রাম। অম্বা তোমার প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন না। তুমি কি বিবেচনায় তাঁকে হরণ ক'রে আবার বিসর্জ্জন করেছ? তিনি তোমা হ'তেই ধর্ম্মচ্যুত হয়েছেন।

ভীষ্ম। ধর্ম্মচ্যুতি হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে কাশীরাজকন্যা যত অপরাধী, আমি তত নই।

রাম। তুমি বলপূর্ব্বক তাঁকে গ্রহণ করেছিলে, সুতরাং এখন অন্য কে তার পাণিগ্রহণ করবে? তুমি হরণ করেছিলে ব'লে, শাম্বরাজ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অতএব তুমি আমার নিয়োগানুসারে অম্বাকে গ্রহণ কর! তা হ'লেই রাজকন্যা আপনার ধর্ম্মলাভে সমর্থ হবেন।

ভীষ্ম। ক্ষমা করুন ঋষি, বিচিত্রবীর্য্যকে আমি এ কন্যা দিতে পারব না।

রাম। ভীষ্ম, আমার বাক্য প্রণিধান কর।

ভীষ্ম। প্রণিধান ক'রেই আমি বলেছি। পূর্ব্বে ইনি আমাকে বলেছেন, আমি শাম্বরাজের প্রতি অনুরাগিণী হয়েছি, তার পর আমার অনুমতি নিয়ে ইনি শাম্বের কাছে গিয়েছিলেন। শাম্ব প্রত্যাখ্যান করলে কি রাখলে, তা জানবার আমার আর প্রয়োজন নেই! আমার এইরূপ একটি ব্রত আছে যে, আমি ভয়, অনুকম্পা, অর্থলোভ বা অন্য কোন অভিলাষের বশীভূত হ'য়ে কখনই ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করব না।

সু। আপনার ঐ ব্রতের জন্যই ভীষ্ম নামের গৌরব। ও নাম মানুষে দেয় নি। দেবতারা দুন্দুভি-ধ্বনির সঙ্গে আকাশ হ'তে ওই নাম আপনাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছেন। যে দিন ব্রতের সামান্য মাত্রও অঙ্গহানি হবে, সেই দিন বায়ুর ফুৎকারে ওই নাম চূর্ণ হ'য়ে, আবার আকাশে মিশিয়ে যাবে। গাঙ্গেয়! আর ধরণী ও নামের গন্ধ পর্য্যন্ত খুঁজে পাবে না।

রাম। দেখ ভীষ্ম, তুমি যদি আমার বাক্য রক্ষা

ভার্গব, অন্য দিকে ত্রিলোকবাসীর প্রিয় সত্যনিষ্ঠ চির-ব্রহ্মচারী শান্তনু-নন্দন। কেউ এ যুদ্ধ দেখ্‌তে সুখী নয়। দেবতা বিপন্ন, কার যে জয় কামনা করবেন, তা বুঝতে পারছেন না। অথচ তাঁরা এ অপূর্ব্ব দ্বৈরথ যুদ্ধ দর্শনের লোভ সংবরণ করতেও পারছেন না। যুদ্ধ হবে কি শাল্বরাজ, এ যুদ্ধ ত তুমিই বাধিয়েছ।

শা। আমিই যদি এ শোচনীয় যুদ্ধের কারণ; তবে আমার সঙ্গে এ যুদ্ধ না হ'য়ে ভীষ্মের সঙ্গে জামদগ্নের এ যুদ্ধ হ'চ্ছে কেন? অত্যাচার করলুম আমি, কিন্তু ভীষ্মের উপর অম্বার এ প্রচণ্ড ক্রোধ হ'ল কেন?

অকৃত। তা জানি না। স্ত্রী-চরিত্র দেবতারাও বুঝতে পারেন না, আমি তোমার এ প্রশ্নের উত্তর কি দেব? যদি বুঝতে চাও, আর যদি বুঝতে সাহস থাকে, তা হ'লে রাজা, অম্বাকেই তুমি এই প্রশ্ন কর না কেন?

শা। কোথায় অম্বাকে পাব?

অকৃত। কোথায় পাবে, তাও জানি না। যদি তাকে সন্ধান ক'রে অনুনয়-বিনয়ে এখনও সন্তুষ্ট করতে পার, তা হ'লে শাল্বরাজ, এখনও তুমি জগতের মহা উপকার সাধন করতে পার। মূর্খ রাজা, তোমার দুর্ব্ব্যবহারে আজ তুষার প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠেছে। চীরধারী জটাভার-বিমণ্ডিত রজোগুণবিরহিত মহাত্মা রাম, তোমাদের অত্যাচার থেকে এক নিরাশ্রয়াকে রক্ষা করতে, তাঁর পরিত্যক্ত পরশু আবার গ্রহণ করেছেন। যাও, রাজা, যাও। রামের পরশু যদি তোমার স্কন্ধে পতিত হবার অভিলাষ না কর, তা হ'লে যেমন ক'রে পার, অম্বার অনুসন্ধান কর। যে কোন উপায়ে এই অনর্থকর সংগ্রামের নিবৃত্তি কর। ঐ দুন্দুভি বাজল। ঐ শুন, ঋষিকণ্ঠের বেদধ্বনি। ঐ দেখ, দেবতার দীর্ঘশ্বাসে সমস্ত গগন পরিপূর্ণ হয়ে গেল। বুঝি, দ্বৈরথ সমরের প্রতিদ্বন্দ্বিযুগল এতক্ষণ পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছেন। যাও শাল্বরাজ, এ অনর্থের একমাত্র কারণ তুমি। তোমাকে দেখে আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হয়ে উঠছে। যদি এখনও কোনও প্রকারে অম্বাকে প্রসন্ন করতে পার, তা হ'লে শুধু তুমি সেই প্রচণ্ড তেজস্বিনী রমণীকে পাবে না, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেবতার আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হবে। [অকৃতব্রণের প্রস্থান।

শাল্ব। কোথা অম্বা, কে দিবে সন্ধান?
ওই দূরে দাঁড়ায়েছে ব্রহ্মবাদী ঋষি।
ভূমিস্পর্শী শুভ্রজটাভার—
শুভ্র শৈল-প্রাকারের তুঙ্গ শির হ'তে,
হিম-নদী বাঁধা-যেন নিথর তরঙ্গে।
সঙ্গে ওই ঋষিসঙ্ঘ বেদগানে রত,
করিতেছে ভার্গবের কল্যাণ-কামনা।
এ দিকে পাণ্ডুর বর্ণ হয়-যুক্ত রথে
শুভ্রবাসা শ্বেতোষ্ণীষ-ধারী ব্রহ্মচারী
মস্তকে পাণ্ডুর-বর্ণ ছত্র আবরণ
রণ-প্রতীক্ষায় ওই শান্তনু-নন্দন।
মধ্যে শূন্য—অজ্ঞাত অরূপ সমীরণ।
কোথা অম্বা? রমণীর হোথা কোথা স্থান?
কোথা অম্বা, কে দিবে সন্ধান?

(গঙ্গার প্রবেশ)

গঙ্গা। অম্বার সন্ধান চাও রাজা?

শাল্ব। কে মা তুমি?

গঙ্গা। পরিচয়ে কিবা প্রয়োজন?
অভিলাষ থাকে যদি অম্বার সন্ধানে,
এস মম সনে।
ভীষ্মবধ সঙ্কল্প করিয়া
একাকিনী প্রায়োপবেশনে নারী
বসিয়াছে তটিনীর তীরে;
প্রতিহিংসা চোখে জ্বলে অনলের প্রায়।
শুষ্কপ্রায় তটিনীর কায়—
জলজন্তু মরিছে উত্তাপে।
তোমার ভীষণ পাপ করহ স্মরণ।
ভীষ্মের নিধন—জেনো রাজা,
ক্ষত্রকুল বিনাশের প্রারম্ভ সূচনা।
নাশের সমস্ত পাপ—
অনাথিনী ক্ষত্রনারী তীব্র অভিশাপ—
সমস্তই তব শিরে পড়িবে রাজন্!
বিলম্ব ক'র না—এস ত্বরা,
ভীষ্মের পবিত্র রক্ত
সিক্ত না করিতে ধরণীরে,
না উঠিতে ত্রিভুবনে শোক-কোলাহল
রমণীরে তুষ্ট কর তুমি।

শাল্ব। চল মা—দেখাও তারে।
আত্মবলিদানে যদি তুষ্ট হয় নারী,
আত্মবলি দিব তার পদে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রণস্থল।

(রাম ও ভীষ্মের প্রবেশ)

রাম। সঙ্কল্প ক'রে স্বস্ত্যয়ন-কার্য্য শেষ করেছ গাঙ্গেয় ?

ভীষ্ম। আজ্ঞে প্রভু করেছি।

রাম। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করেছ ?

ভীষ্ম। করেছি।

রাম। আমিও প্রস্তুত হয়েছি। তা হ'লে আর বিলম্ব ক'র না। প্রস্তুত হয়ে রণ-প্রাঙ্গণে চল।

ভীষ্ম। আমি ত অগ্রেই প্রস্তুত হয়েছি ঋষি, কিন্তু আপনি প্রস্তুত হয়েছেন কই ?

রাম। প্রস্তুত না হ'লে তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করব কেন ?

ভীষ্ম। কই, আমি দেখতে পাচ্ছি না ব্রাহ্মণ! সেই জন্য আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমার উৎসাহ হচ্ছে না। আপনি যদি যুদ্ধে অভিলাষী হন, তা হ'লে রথে আরোহণ করুন, এবং কবচ ধারণ করুন।

রাম। (সহাস্যে) ভীষ্ম! মেদিনী আমার রথ, চারি বেদ আমার অশ্ব, বায়ু আমার সারথি, বেদমাতা গায়ত্রী আমার বর্ম্ম।

ভীষ্ম। ব্রহ্মবাদী ঋষি, আপনার সে বর্ম্ম, আপনার সে রথাশ্ব, আপনিই দেখতে পান। জগতে সেরূপ ভাগ্যবান্ কয়জন আছেন? দেবতারাও তা দেখ্‌তে পান কি না সন্দেহ। সে ইন্দ্রাদি দিক্‌পালের দর্শনীয় অপূর্ব্ব রথ কবচ, আপনি ইন্দ্রাদিকেই প্রদর্শন করুন। আমি দেহধারী, ব্রাহ্মণ নই—ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় যে রণসজ্জা সংগ্রহ করে যুদ্ধ ক'রে,ক্ষত্র-ব্রতধারী ব্রাহ্মণ আপনাকেও তাই করতে হবে। লোকে যে বলবে, রথারোহী শান্তনু-নন্দন, ভূতলস্থ ব্রাহ্মণের অঙ্গে শর নিক্ষেপ করেছে, আমি সে দুর্নাম গ্রহণ করতে জন্ম গ্রহণ করি নি। মানুষে দেখতে পায়, এমন রথে আরোহণ করুন; মানুষে দেখতে পায়, এমন কবচ পরিধান করুন; মানুষে দেখে বিস্মিত হয়, এমন সারথিকে রথের ভার প্রদান করুন। নইলে আমি যুদ্ধ করব না। আপনাকে পরাজিত জ্ঞান ক'রে সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ করব।

রাম। একান্তই দেখিবে গাঙ্গেয় ?

ভীষ্ম। একান্তই দেখিব ঋষি।

রাম। যে মনে রচেছে বিশ্ব
দেব প্রজাপতি,
যেই মনে লীলাময়ী দেবী ভগবতী,
ইচ্ছাময় বিভু নারায়ণ।
সংকল্প কারণ,
সেই মন দাও জাগাইয়া।
কল্পনায় জাগ রে স্যন্দন সুশোভন,
কল্পনায় যুক্ত হও চিন্তাশ্বের সনে,
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হও সারথি আমার।

(পট পরিবর্ত্তন)

ভীষ্ম। হের প্রভু! অদ্ভুত দর্শন,
বিস্তীর্ণ নগরোপম দিব্যাশ্ব-শোভন,
আয়ুধ কবচ হের পূর্ণ ভারে ভারে।
সুসজ্জিত হৈম অলঙ্কারে,
লাঞ্ছিত করিয়া রবি শশী
কি অপূর্ব্ব দিব্য রথ
সহসা জাগিল রণস্থলে!
হের, ধনু করে করিয়া ধারণ
অঙ্গুলিত্র তূণীর বন্ধনে
পৌরবের হিতকারী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ
সারথি বসেছে তব রথে
ধন্য আমি শুন হে ভার্গব!

(পট পরিবর্ত্তন—পূর্ব্ব দৃশ্য)

সঙ্কল্প করেছি মনে মনে,
যে রথে করিয়া আরোহণ
বৈষ্ণবাস্ত্রে সুসজ্জিত বিভু নারায়ণ
ষষ্ঠ অবতার ভৃগুপতি,
কার্ত্তবীর্য্যে সবংশে বধিলে,
একাধিক বিংশবার ক্ষত্র বিনাশিলে,—
জেগেছিল সাধ মনে
হে গুরু, হে পবিত্র ভার্গব!
রণ দিব রথারোহী সে রামের সনে।

রাম। তবে অবিলম্বে এস রণাঙ্গনে।

ভীষ্ম। প্রণমি চরণে গুরু,
কর আশীর্ব্বাদ, এ নব দ্বৈরথ যুদ্ধে
শিষ্য যেন হয় রণজয়ী।

রাম। পরম সন্তুষ্ট আমি

তব আচরণে,
ঝর ঝর অশ্রু বিন্দু ঝরিল লোচনে
হে গাঙ্গেয় !
সে সর্ব্ব আশিস্-রূপে
তোমারে করিনু আমি দান।
ধৈর্য্য ধরি সযতনে করহ সংগ্রাম।
তুমি হও জয়ী কিংবা জয়ী হয় রাম,
ভুবন হউক পূর্ণ তোমার গৌরবে।
ঋষি-বাক্যে বালিকার লইয়াছি ভার,
জয় আশীর্ব্বাদ, ভীষ্ম, করিতে নারিনু।

ভীষ্ম। আর প্রয়োজন মোর
নাহি তপোধন,
অজ্ঞাতে করেছ শিষ্যে বিশ্বজয়ী তুমি।
এবে ধর্ম্মবাক্য প্রভু, শুনাব তোমারে;
অদ্যাবধি পবিত্র শরীরে
ব্রহ্মবিদ্যা, সুমহৎ তপশ্চাচরণ,
ব্রহ্মতেজ, বেদ সনাতন—
যাহা কিছু করেছে অর্জ্জন, ঋষিরাজ,
তাহে না হানিব আমি শর।
অস্ত্র ধ'রে ক্ষত্রিয়ত্ব করিয়া গ্রহণ
ক্ষত্রতেজ যাহা কিছু করিলে ধারণ,
শুদ্ধ মাত্র তারে
বিক্ষত করিব আমি বাণের প্রহারে।

তৃতীয় দৃশ্য

নদীতীর।

অম্বা।

(নেপথ্যে মেঘ গর্জ্জন)

অম্বা। বাজ্, বাজ্, দুন্দুভি আবার বাজ্! দেবতার দুন্দুভি—আবার বাজ। আকাশে বেজে বেজে জগৎকে শুনিয়ে দে—"প্রবলকে স্তম্ভিত করতে, বান্ধবহীনা অবলাকে রক্ষা করতে, দেবতার অভয়বাণী স্বরূপ আমি আছি।" দে দুন্দুভি, শুনিয়ে দে—"ক্ষত্রকুলান্তক রামের প্রহারে দুর্দ্দান্ত ভীষ্মের নাশ হ'ল, আবার ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হ'ল।"

জাগো মা কুমারী কৃষ্ণে,
চতুর্ভুজে দেবী কপালিনী !
বালার্কসদৃশাকারা
জাগো জাগো শক্তিধরা
সংগ্রামে বিজয়প্রদা
হে বরদা, জাগো সনাতনী !
ধরিয়া কুমারী-ব্রত
অনশন করি মাত্র সার,
বান্ধববিহীনা-নারী
পূজে তোমা সুরেশ্বরী,—
একমাত্র আকিঞ্চন
দুর্দ্দম সে ভীষ্মের সংহার।

(গঙ্গার প্রবেশ)

গঙ্গা। কেন কাশীরাজ-নন্দিনী, তুমি এই কঠোর অনশন-ব্রত ধারণ ক'রে, এই ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী-তীরে ব'সে আছ ?

অম্বা। তুমি কে দেবী ?

গঙ্গা। আগে তুমি আমার কথার উত্তর দাও। যেহেতু তোমার ব্রতের উদ্দেশ্য বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

অম্বা। আমি ভীষ্মবধের সংকল্প ক'রে এই কঠোর ব্রত গ্রহণ করেছি।

গঙ্গা। এই ত দেখলুম, কুরুক্ষেত্রে ভীষ্ম ভার্গবে যুদ্ধ হচ্ছে।

অম্বা। যুদ্ধ কি তুমি নিজের চক্ষে দেখে এলে ?

গঙ্গা। নিজের চক্ষে দেখে এলুম। ভীষ্মের পরাজয়-পক্ষে ভার্গববীর্য্যই যথেষ্ট। তুমি মাঝখান থেকে, এ উগ্রতপস্যায় প্রবৃত্ত কেন ? তোমার তপস্যার উত্তাপে ক্ষুদ্র নদীর জল [illegible] হ'য়ে উঠেছে। বৎসে! তুমি তপস্যা থেকে নিবৃত্ত হও।

অম্বা। ঠিক বলছ দেবি,—ভীষ্মের সংহারে ভার্গব-বীর্য্যই যথেষ্ট ?

গঙ্গা। কেন, তুমি কি সন্দেহ কর ?

অম্বা। গুরুশিষ্যে রণ,
তাই দেবী প্রতিক্ষণ
সন্দেহ জাগিছে মোর মনে।
পাছে করি রণজয়,
করুণায় আর্দ্রচিত্ত মহাত্মা ভার্গব
হন ক্ষান্ত ভীষ্মের সংহারে !
তাই অবরুদ্ধ করিতে সে করুণার ঘর
বসেছি কঠোর তপে তটিনীর তীরে।

গঙ্গা। চিরসত্যাশ্রয়ী ভীষ্ম সাধু ব্রহ্মচারী,
তুমি লো কুমারী।
সংসারে আশ্রয়-প্রাপ্তি
একমাত্র উদ্দেশ্য তোমার।
ত্যজ এ দারুণ অভিমান—
ধর নারী, রমণীর প্রাণ!
আশ্রয় করহ বালা অপর পাদপে,
জগতে গৃহিণীরূপে কর অনুষ্ঠান।
অম্বা। এখনও শ্রদ্ধা আছে,
কেন শ্রদ্ধা যাবে?
যাও দেবী, নিজের মঙ্গল কর ধ্যান।
ভীষ্মের সংহার
একমাত্র উদ্দেশ্য আমার।
যত দিন মৃত ভীষ্মে না করি দর্শন
তত দিন নিদ্রা আমি করেছি বর্জ্জন।
এ জগতে কোন প্রলোভন
আমারে সংকল্পশূন্য করিতে নারিবে।
বিশ্বের বিধাতা যদি সাধে গো আমায়,
বিশ্ব-রত্ন চরণে লুটায়,
আপনি যদ্যপি নারায়ণ
এ কর গ্রহণে লোভ দেখায় আমারে,
তবু না নিবৃত্ত হব ভীষ্মের সংহারে।
গঙ্গা। পাপিষ্ঠা কামুকী তুই।
এক জনে সঙ্গোপনে করি আত্মদান,
ভীষ্মের অপূর্ব্ব বীর্য্য হেরি,
ফের তুই তার তরে কামাতুরা নারী।
জগতে গোপন তুই করেছিস্ প্রাণ,
ভেবেছিস্ নারী তোরে বুঝিতে নারিবে?
আকুমার ব্রহ্মচারী রাম তপোধন
বিষাক্ত অন্তর তোর না ক'রে দর্শন
তোর বাক্যে যুদ্ধ করে প্রিয় শিষ্য সনে।
যদ্যপি বুঝিত ঋষি তোর প্রতারণা,
মুখ তোর এক কথা,
মন তোর অন্য কথা কয়,
কভু ঋষি দিত না আশ্রয়।
ঘৃণাক্ষরে যদি রাম
পারিত চিনিতে তোর নাগিনীর প্রাণ,
তখনি পাপিষ্ঠা তোরে করিত বর্জ্জন।
অম্বা। ভাল দেবী,
তুমি ত চিনেছ মোরে?
প্রণমি তোমারে—
নিজ কার্য্যে করহ গমন।
পাপিষ্ঠার অঙ্গ-সমীরণে
দেব-অঙ্গে কি কারণ কলুষ মাখাও?
যাও—চ'লে যাও। দেবী তুমি—
তপস্যায় বিরচিত শরীর তোমার,
তপে বিঘ্ন দিও না আমার!
গঙ্গা। এখনও দেখ বালা
আপন অন্তরে,
এখনও ভাগ্যলক্ষ্মী রয়েছে বসিয়া
তোমারে ধরিতে বক্ষে কর প্রসারিয়া।
এখনো বুঝিয়া দেখ
কি বাসনা হৃদিমধ্যে জাগে।
সানুরাগ নেত্র যদি
এখনো দেখিতে কারে চায়,
বল বালা, এনে দি তাহায়।
অম্বা। সূর্য্য যদি পথ-ভ্রষ্ট হয়,
তুঙ্গ গিরিরাজ যদি শির করে নত,
সিন্ধু যদি পরিণত বালুকা-প্রান্তরে,
তথাপি সঙ্কল্পচ্যুতি হবে না আমার।
ভীষ্মের সংহার—দেবী, ভীষ্মের সংহার—
চিন্তামাত্র করিয়াছি সার!
জানি না, কে তুমি দেবী,
জানি না কি উদ্দেশ্যসাধনে
তপস্যায় বিঘ্ন তুমি হতেছ আমার।
স্নেহবশে যদি তুমি শান্তনু-নন্দনে
রক্ষার্থে আস গো মোর পাশে,
ফিরে যাও আপন আবাসে।
যেতে যেতে শুনে যাও—
যদ্যপি অলক্ষ্যে মোর
দেবসঙ্ঘ করে বিচরণ,
তাদের শুনায়ে দাও,
আমি রমণীত্বে দিছি বিসর্জ্জন।
মমতা, মৃদুতা, স্নেহ, মায়া
নিক্ষেপ করেছি আমি
প্রতিহিংসা-অনল-শিখায়।
ডুবায়ে দিয়েছি প্রেম-লবণাম্বু তলে।
স্বর্গের কামনা
দেবতা উদ্দেশে আমি করেছি অর্পণ।
প্রতিহিংসা মাত্র মোর ধ্যান,

প্রতিহিংসা একমাত্র জ্ঞান,
মান অপমান
সমস্তই প্রতিহিংসা করেছে আশ্রয়।
যতক্ষণ নাহি হয় ভীষ্মের নিধন,
ভার্গবের প্রচণ্ড পরশু
ভীষ্মকণ্ঠে পতিত না হবে যতক্ষণ,
ততক্ষণ অনশন—
জলবিন্দু তুলিব না মুখে—

গঙ্গা। অনশনে মৃত্যু যদি হয় ?

অম্বা। মুক্তি নাহি লব।
প্রেতিনী হইয়া আমি ভীষ্মেরে বধিব।
ওই দূরে গর্জ্জিল অশনি !
ওই, ঋষি-কণ্ঠে উঠে জয়ধ্বনি,
বাণে বাণে সমাচ্ছন্ন হইল গগন—
ত্রিভুবনে আঁধার আঁধার—
আচ্ছন্ন নয়ন দেবতার—
পরশু প্রসব করে মৃত্যুর যাতনা।
জাগে মৃত্যু চারিধার হ'তে
ঝরে মৃত্যু বরষার স্রোতে
সমাচ্ছন্ন কর মৃত্যু শান্তনুনন্দনে।
মৃত্যু—মৃত্যু—একমাত্র মৃত্যু প্রাপ্য তার।

[উত্থান।

গঙ্গা। এইমত
প্রতিহিংসা বিষদিগ্ধ প্রাণে
এইমত একনিষ্ঠা তব আচরণ
যদি নারী যাচে মোর পুত্রের মরণ,
কে রক্ষিবে সন্তানে আমার ?
শোন বালা—শেষ আবেদন—
ছলিতে চাহি না তোরে,
শোন্ আমি ভীষ্মের জননী—

অম্বা। ভীষ্মের জননী তুমি ?
অমৃতের ধারা মধ্যে তীব্র বিষকণা
কোথায় লুকায়ে রেখেছিলে ভাগীরথি ?
আজ তার তীব্রগন্ধে কোমলা কুমারী
সংসার-প্রবেশ-মুখে অনন্ত জ্বালায়
অনন্ত ধরণী-পথে ছুটিয়া বেড়ায়।
কোথা পিতা স্নেহময়—
কোথা মাতা করুণা মূরতি
কোথা আত্মীয় স্বজন ?
চন্দ্রকর-পরিহিত মলয়-সেবিত
মধু-যামিনীর সেই মধু জাগরণ ?
যাও—চ'লে যাও—
নিষ্ঠুর পুত্রের আচরণে
তব প্রতি প্রতিহিংসা জাগে !
চ'লে যাও—চ'লে যাও—
এতদিন যে কল্লোলে
কুতূহলে তুলিয়াছ অমৃত-ঝঙ্কার,
এবারে উঠিবে সেথা তীব্র হাহাকার।

(শাম্বের প্রবেশ)

শাম্ব। অম্বা !

অম্বা। কে তুমি—কে তুই ?

শাম্ব। না বুঝে চরণে অপরাধী।
মৃত্যু যদি শাস্তি মোর, মৃত্যু দাও মোরে।
নহে এস গৃহে গৃহ-শোভাকরী !

অম্বা। কে তুই—কে তুই ?
পূতিগন্ধময় নাম
রসনা তুলিতে ঘৃণা করে—
মৃত্যু—মৃত্যু !—(হাস্য)
মৃত্যু ত হয়েছে বহু দিন।
কীট-দষ্টা শব হ'তে উদ্ভূত কুক্কুর।
ছুঁসনে, ছুঁসনে মোরে—
অপবিত্র স্পর্শে মোর ব্রত ভেঙ্গে যাবে।
চ'লে যা রে দুরাত্মা পামর !
মূষিকে বধিতে আমি
তুলি নাই মৃণাল-কর।
দূর হ'—দূর হ'—
আ মরণ ! তব পাদস্পর্শ আকিঞ্চন !

[প্রস্থান।

শাম্ব। আর কি করিতে পারি, মাতঃ।

গঙ্গা। আর কিছু করিবার
নাহি প্রয়োজন।
কার্য্যসিদ্ধ হয়েছে আমার,
ব্রতভঙ্গ হয়েছে অম্বার,
আসন করেছে পরিহার।
এবে, ঘরে যাও পুরুষপ্রবর !

পাইয়া এমন নারী
মদমত্তে হারায়েছ তারে!
মুখ আর দেখায়ো না মানব-সমাজে।
হইয়া অসূর্য্যম্পশ্যা রহ গৃহমাঝে।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজ-অন্তঃপুর।

সুনন্দ ও সত্যবতী।

সু। হৃদয় প্রস্তুত কর রাণী,
শুনাতে অশুভবার্ত্তা এসেছি, জননী!
সত্য। মনেও এনো না মন্ত্রী,
গাঙ্গেয়ের অশুভের কথা!
পূতগর্ভে জনম তাহার,
শুভ ব্রত-আচারী প্রেমিক ব্রহ্মচারী!
অমঙ্গল আবরিবে তারে!
পুত্র মম যেই স্থানে রাখিবে চরণ,
সে দেশে রবে না অমঙ্গল।
সু। ভাগ্যবতী,
এ কথা বলিতে যোগ্যা তুমি।
ক্ষীণবুদ্ধি আমি
স্বচক্ষে যা' করেছি দর্শন,
হৃদয়ের প্রচণ্ড কম্পন
এখনো নারি মা নিবারিতে;
ত্রয়োবিংশ দিনব্যাপী রণ,
কি ভীষণ— কেমনে বর্ণিব?
ধনুর্ব্বেদে পারগামী দুই মহারথী
পরস্পরে পরাজিতে বদ্ধ-পরিকর।
ধরণী কাঁপিছে থর থর,
দেবতা দেখিয়া দুঃখে মুদেছে নয়ন!
সত্য। ক্লান্ত কি সন্তান মোর রণে?
সু। অস্ত্রশূন্য তূণ, ছিন্ন ধনুর্গুণ
বাণে বাণে সর্ব্বস্থানে ক্ষত কলেবর।
গাঙ্গেয় কাতর অস্ত রণে।
সারথি হয়েছে হত।
ভীম রোষে রাম আজ
করেছেন ভীষ্মে আক্রমণ।
অচলা চঞ্চলা
তীব্রবেগে গিরি হ'তে ঝরিতেছে জ্বালা,
গগনে তড়িত সম উল্কার নির্ঝর।
ছুটিতেছে কালানল প্রতি রাম-বাণে।

(১ম দূতের প্রবেশ)

কি সংবাদ?
১ম, দূ। সংবাদ ভীষণ!
সংজ্ঞাশূন্য দেবব্রত
রথ-নিপতিত—
করেছেন ভূতল আশ্রয়।
সু। আর কি শুনিবে মাতা?
সত্য। এখনো শুনিব—
শীঘ্র বল, সত্য বল—
সাবধান, ক'র না গোপন
পুত্র মম মৃত কি জীবিত?

(২য় দূতের প্রবেশ)

২য় দূ। জীবিত—জীবিত রাণী!
এখনো জীবিত তব সুত।
ভূমিতে পতন-মুখে, কোথা হ'তে
অপূর্ব্ব মূরতি অষ্ট দ্বিজ
আবির্ভূত হ'ল রণাঙ্গনে,
শূন্যে ধ'রে রেখে দিলা শান্তনু-নন্দনে!
দেবতা জাহ্নবী
অশ্বরজ্জু করিলা ধারণ।
প্রাণরক্ষা কুমারের আজি।
সূর্য্যাস্তে সমর শেষ
দেবব্রতে পরাজিতে পারে নি ভার্গব।
সু। হে দূত, সংবাদে তুমি
প্রাণ দিলে ফিরে।
বিপদ-বারণ নারায়ণ
আজিও করুণা ক'রে
রেখেছেন ভীষ্মের জীবন।
কিন্তু কাল? কি হবে মা?
কেমনে বাঁচিবে পুত্র তব?
পরম প্রেমিক মহাপতি
সর্ব্বত্যাগী কৌরবের পতি—
যদি হন পরাজিত রণে
কৌরবের ভাগ্যলক্ষ্মী ডুবিবে সাগরে।

মায়ের আশিস্ ভিক্ষা করিয়া গাঙ্গেয়
প্রেরণ করিলা মোরে তোমার সকাশে ;
কর্ত্তব্য করহ মাতঃ !

সত্য। অপেক্ষায় রহ হে ধীমান্,
শুষ্ক প্রাণ—
কি উত্তর দিব আমি বুঝিতে না পারি।

[সুনন্দ ও দূতগণের প্রস্থান।

এ কি প্রহেলিকা !
জাহ্নবী সমরাঙ্গণে—
তথাপি গাঙ্গেয় যাচে আশিস্ আমার !
সত্যব্রতধারী !
আমি হীনবুদ্ধি নারী—
সত্য কি আশিসে তব জয়ের নির্ভর ?
গুরু-শিষ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী—
জামদগ্ন্য গুরু মম—ইষ্ট-নারায়ণ !
কি করিব—কাহারে স্মরিব ?
গুরু, গুরু—
হে করুণা-মূর্ত্তি তপোধন !
সমস্যা-সঙ্কটে আমি
তব দত্ত মন্ত্রশক্তি করিনু আশ্রয়।
রাম-পরাজয়ে
রামের আশিস্-বাক্য হে মন্ত্র অক্ষর,
অন্তরে স্ফুরিত হও,
এস ব্যাস আমারে আশ্বাস দাও—
লইলাম প্রাণভয়ে শরণ তোমার।

(সত্যবতীর দীপ প্রজ্জালন ও ধূপদানে ধূপাদি দান।) *

সত্য। নারায়ণে করি নমস্কার।
নর নরোত্তমে আমি করি নমস্কার,
আর তুমি ছন্দের প্রসূতি,—
বরদা, অক্ষর-রূপা দেবী সরস্বতী !
তব পদে নমি বারম্বার।
বহ্নিমুখে হবি দিনু ঢালি,
গুরুদত্ত মন্ত্র-পুষ্প দিলাম অঞ্জলি।
যুক্ত করে করি আবাহন
এসো ব্যাস, ঋষি-পূজ্য ঋষি সনাতন।
সত্য রক্ষা তরে,
গুরু সঙ্গে প্রচণ্ড সমরে
ব্রহ্মচারী পুত্র মোর দারুণ বিপদে।
হে শরণ্য !
বিপন্না ব্যাকুল তাহে আমি।
লভিতে অভয়
যাচি তাই তোমার আশ্রয়।
এসো ঋষি, অভয় করহ মোরে দান।

(ব্যাসের আবির্ভাব)

এ কি হেরি !
কৃষ্ণরূপে প্রদীপ্ত ভাস্কর—
কে তুমি—কে তুমি নরবর ?
ঢাকি অঙ্গ চর্ম্মাম্বরে
কনক পিঙ্গল জটাভারে
আবরিয়া যেন ত্রিভুবন
হে আশ্বাস-মূর্ত্তিধারী জীবের কল্যাণ !
কোথা হ'তে কে এলে মহান্ ?
এ কি ! এ কি তোমারে দেখিয়া—
অকস্মাৎ এ কি ভাব জাগে ?
অকস্মাৎ স্বপ্ন-স্মৃতি,
উদ্বেলিত হিয়া,
অকস্মাৎ পুত্রস্নেহে আমি আত্মহারা,
পয়োধরে ছোটে ক্ষীরধারা।
জ্ঞান-হীনা নারী
কি বলিয়া সম্বোধিব বুঝিতে না পারি।

ব্যাস। পুত্র বল—পুত্র বল !
মা ! মা ! আমি তব প্রথম সন্তান।

সত্যবতী। পুত্র !
সত্য ঋষি, পুত্র তুমি ?

ব্যাস। পুত্র আমি !
তোমারি পবিত্র গর্ভে জনম আমার।
জন্মাবধি মাতৃস্নেহে আমি মা বঞ্চিত।
শ্রীচরণে স্থান দিতে
যদি মা করিলে আবাহন,
স্নেহ ভিক্ষা দাও মা সন্তানে।

(প্রণাম করণ)

সত্যবতী। এস বৎস এস প্রিয়তম,
পুলকে ব্যাকুল অঙ্গ
সলিলে আবদ্ধ হ'ল আঁখি।

---

* মুর্শিদাবাদ নিমতিতা হিন্দু থিয়েটারের জন্য এই অংশ লিখিত ও উক্ত থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে এই অংশ পুস্তকমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইল।

তোমারে জঠরে ধরি
ভুবন-ঈশ্বরী-সম গৌরব আমার!

ব্যাস। ভুবন-ঈশ্বরী তুমি
ইথে নাহি সন্দেহ জননী।
তোমার পুত্রত্বগর্ব্বে আমি গরীয়ান্;
নিখিল ভুবন-জ্ঞান আয়ত্তে আমার
অপ্রাপ্য নাহি মা কিছু তব আশীর্ব্বাদে।
জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তিধারা
তব পুত্র-হৃদিমধ্যে ত্রিবেণী-সঙ্গম।
কিন্তু এ সমস্ত জ্ঞান
হে জননী, একের অভাবে
অসম্পূর্ণ— মূল্যহীন।
অসম্পূর্ণ সন্ধ্যা যথা গায়ত্রী অভাবে—
মন্ত্র যথা প্রণববিহীন—
মাতৃ-স্নেহে বঞ্চিত হইয়া
অভাবে দরিদ্র ছিনু আমি।
আজ আমি পূর্ণ মনস্কাম।
জননী-শ্রীপাদপদ্মে লভিনু আশ্রয়।
বল মা, কি হেতু দাসে করেছ স্মরণ?

সত্যবতী। তপে বিঘ্ন হ'ল কি সন্তান?

ব্যাস। ছিলাম গভীর ধ্যানে
নিমগ্ন জননী।
রুদ্ধ করি সর্ব্ব পুরদ্বার
চারিধারে নিবেশিয়া প্রাচীর আত্মার
হৃদি মধ্যে আত্মালয়ে ব'সেছিনু আমি।
প্রবেশের কাহারও না ছিল অধিকার।
দেবতার বাক্য এসে ব্যাহত প্রাচীরে,
আবার দেবতারাজ্যে চ'লে গেছে ফিরে।
একমাত্র সূক্ষ্ম ছিদ্র মুক্ত ছিল মাতঃ,
সর্ব্বদা জ্ঞানের দ্বারে প্রহরী জাগ্রত,
তোমার আদেশবাণী লইতে সেথায়।
সেথানে বসিয়া,
শুদ্ধা বুদ্ধি, শুদ্ধা ভক্তি একত্র করিয়া
রচিতেছিলাম আমি অপূর্ব্ব স্যন্দন।
সেই রথে নর-নারায়ণ
ধরাভার করিতে হরণ
রথী সারথির রূপে
আরোহণ করিবেন মাতা—
সেই রথ-চক্রতলে
জগতের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচারী
জীবনের সমস্ত সাধন ফলে
রণরূপে উপহার করিবে প্রদান।

সত্যবতী। হে সন্তান!
আনন্দে পুরিল প্রাণ
প্রাপ্য তুমি করিলে প্রদান।
তব আগমন সনে
এ অপূর্ব্ব সমাচার লাভে
সিদ্ধ মোর সকল কামনা।
যাও এবে নিজ গৃহে ফিরে,
কার্য্য শেষে এস বৎস জননীর কাছে,
আদর রাখিব ভারে ভারে।
শীঘ্র যাও—
অপূর্ণ রেখ না সেই অপূর্ব্ব স্যন্দন।

[প্রণামান্তে ব্যাসের প্রস্থান।

হে সুনন্দ!
শীঘ্র কর যান আয়োজন।
পুত্রে মোর জয়াশিস্ দানে
আমি নিজে যাব রণাঙ্গনে।

পঞ্চম দৃশ্য

রণস্থল।

ভীষ্ম। তেইশ দিন সমভাবে যুদ্ধ করলুম! যত অস্ত্র আমার জানা ছিল, সব প্রয়োগ করলুম, তবু ব্রাহ্মণকে পরাস্ত করতে পারলুম না। আজ সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার যুদ্ধের আরম্ভ। মনে হ'চ্ছে, আজই যুদ্ধের শেষ। প্রতাপশালী জামদগ্ন্যকে সমরে পরাজয় করা যদি আমার সাধ্য হয়,তা হ'লে দেবতারা প্রসন্ন হয়ে আজ আমাকে দর্শন প্রদান করুন।

(ব্রাহ্মণবেশধারী বসুর প্রবেশ)

বসু। সাধ্য গাঙ্গেয়। রামকে পরাজিত করা একমাত্র তোমারই সাধ্য।

ভীষ্ম। কে আপনি? কাল আর সাত জন অগ্নিতুল্য তেজস্বী সহচর সঙ্গে নিয়ে আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন। আজ আবার স্মরণ মাত্র আমাকে আশ্বাস দিতে এসেছেন! হে মহাপুরুষ! আপনারা কে?

বসু। রক্ষা করেছি, রক্ষা করবো। চিরদিনই

আমরা তোমাকে রক্ষা ক'রে আসছি। যে হেতু তুমি আমাদেরই নিজ শরীর।

ভীষ্ম। আমি যে বিস্মিত হচ্ছি মহাভাগ!

বসু। বিস্মিত হবার কিছু নেই। আমি তোমাকে স্তোক বাক্যে আশ্বাসিত করতে আসি নি। রাম তোমাকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারবেন না, বরং তুমিই তাঁকে পরাজিত করবে।

ভীষ্ম। কেমন ক'রে পরাজিত করব? আমি যে সমস্ত অস্ত্র জানি, সে রামেরও ত জানা আছে?

বসু। না—এমন এক অস্ত্র তোমার বিদিত আছে, যার তত্ত্ব, রাম কি, পৃথিবীর অন্য কোন পুরুষ জানেন না, কেবল তুমি জান। একটু চেষ্টা করলেই তার প্রয়োগ-সংহার-রহস্য তোমার স্মরণে আসবে। এই অস্ত্রতত্ত্ব পূর্ব্বজন্মে তোমার বিদিত ছিল।

ভীষ্ম। আমি স্মরণে আনতে পারছি না।

বসু। আনতে পারছ না নয় গাঙ্গেয়! গুরু বধ-ভয়ে সে অস্ত্র স্মরণে আনতে সাহস করছ না। বিশ্বকর্ম্মা-বিরচিত সম্মোহন নামে প্রাজাপত্য অস্ত্র স্মরণ কর।

ভীষ্ম। স্মরণে এসেছে।

বসু। সেই অস্ত্র জামদগ্ন্যের প্রতি নিক্ষেপ কর। সেই অস্ত্র যেই ভার্গবের অঙ্গস্পর্শ করবে, অমনি গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে রাম ধরাতলে শয়ন করবেন। রাম বিনাশ প্রাপ্ত হবেন না, সুতরাং তোমাকে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হ'তে হবে না। প্রসুপ্ত অথবা মৃত উভয়ই আমরা তুল্য বিবেচনা করি। রামকে জয় ক'রে, আবার সম্মোহন অস্ত্র দিয়ে পুনরায় তাঁকে জাগরিত করবে। নিশ্চিন্ত হও কৌরব, রামের কদাচ মৃত্যু হবে না। সুতরাং বিলম্ব না ক'রে অদ্যই রণের প্রথম আবাহনেই তুমি এই অস্ত্রের সন্ধান কর।

ভীষ্ম। এত দিন পরে হে ভার্গব, আমি আপনাকে আয়ত্তে পেয়েছি। আমি ক্ষত্রিয়, রণ আমার জাতিগত ধর্ম্ম। রণে জয়লাভই ক্ষত্রিয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। তুমি ব্রাহ্মণ, যুদ্ধ তোমার জাতিগত ধর্ম্ম নয়। তুমি রণ-ধর্ম্ম অবলম্বন ক'রে ক্ষত্রিয়ের অধিকারে অনর্থক হস্তক্ষেপ করেছ। সুতরাং তোমাকে যে কোন সদুপায়ে পরাজিত করাই আমার অবশ্যকর্ত্তব্য।

বসু। অবশ্যকর্ত্তব্য গাঙ্গেয়! তুমি সামান্য মাত্রও প্রত্যবায়ের ভয় ক'র না।

ভীষ্ম। কিন্তু প্রভু, রাম ধনুর্ব্বেদশাস্ত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞ।

বসু। তুমি ভয় করছ, পাছে ভার্গব অন্য কোন অস্ত্র দিয়ে তোমার নিক্ষিপ্ত অস্ত্রের সংহার করেন। ভয় নেই গাঙ্গেয়, আমি তোমাকে বৃথা আশ্বাসে প্রতারিত করতে আসি নি! তোমাকে মুহূর্ত্তে পরাভূত করতে পারেন, এমন বহু অস্ত্র তাঁর জানা থাকতে পারে, কিন্তু সম্মোহনাস্ত্রের প্রয়োগ-সংহার রামের বিদিত নাই। যে বিশ্ব-বিমোহিনী শক্তির প্রভাবে, রাম তোমাকে প্রতিরুদ্ধ করতে পারতেন, রাম সে শক্তি হারিয়েছেন। যখন ভার্গব জনকসভা হ'তে প্রত্যাগত হরধনুভঙ্গকারী পূর্ণব্রহ্ম রামের পথরোধ করেছিলেন, সেই সময়েই ভার্গবের নারায়ণী শক্তি রাম-শক্তিতে বিলীন হয়েছে। কৌরব! রণের প্রথম আবাহনে তুমি নিঃসঙ্কোচে জামদগ্ন্যের প্রতি সম্মোহনাস্ত্র সন্ধান কর।

ভীষ্ম। যথা আজ্ঞা। আপনার আশীর্ব্বাদে অদ্যই আমি ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী বিপ্রকে ভূতলশায়ী করব।

বসু। তোমার মঙ্গল হ'ক।

[বসুর প্রস্থান।

ভীষ্ম। আমাকে কালকের নিশ্চিত পরাভব থেকে রক্ষা করলে। আজ আবার ভার্গব-বিজয়ের গুপ্তমন্ত্র আমাকে বিদিত ক'রে গেলে! হে মহাপুরুষ, তোমরা কে? বললে, আমি তোমাদের দেহস্বরূপ! তবে তোমরা আমার কাছে অপরিচিত রইলে কেন? আমি কি পুণ্য-গৌরবে তোমাদের কাছে এ অপূর্ব্ব প্রীতিলাভের অধিকারী? তোমরা এলে অযাচিত হয়ে আমার অজ্ঞাতসারে আমাকে রক্ষা করতে, কিন্তু আমি ব্যাকুল আগ্রহে যাঁর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করতে সচিবকে পাঠিয়েছি, জননী সত্যবতী এখনও ত আমাকে কোনও সাহস বাক্য প্রেরণ করলেন না!

(সুমন্ত্রের প্রবেশ)

সু। গাঙ্গেয়!

ভীষ্ম। এই যে স্মরণমাত্রেই আপনি এসেছেন। —আশীর্ব্বাদ?

সু। মা নিজেই আশীর্ব্বাদ-পুষ্প স্বহস্তে ধারণ ক'রে আপনাকে দিতে আসছেন।

(সত্যবতীর প্রবেশ)

সত্য। ভীষ্ম!
ভীষ্ম। এস মা, ব্যাকুল আমি।
ব'সে আছি আশিস্‌-ভিখারী।
করেছিনু পণ,
করিব না যুদ্ধে কভু পৃষ্ঠপ্রদর্শন ;
প্রতিদ্বন্দ্বী ভীষণ ভার্গব
ধনুর্ব্বেদে আত্মজ্ঞানে পূর্ণ অধিকারী—
ত্রয়োবিংশ দিন আমি তব আশীর্ব্বাদে
অশ্রান্ত যুঝেছি তাঁর সনে।
শ্রেষ্ঠ অস্ত্র যত ছিল করেছি সন্ধান,
রাম-অঙ্গে প্রতিস্থান
বিক্ষত করেছি শরজালে।
তথাপি নারিনু আমি জিনিতে ভার্গবে।
এস শক্তিরূপা মাতা, কর কৃপা দান,
সন্তান আশ্রয় যাচে পায়।
দেখো মা, তোমার দায়,
দেখো যেন ভীষ্ম নাম না ভুলে ধরণী।
সত্য। হে সন্তান! আমি ক্ষুদ্র নারী,
কিন্তু দয়া করি
মাতৃ-সম্বোধনে মোরে
ভুবনে দিয়েছ তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান!
প্রতিদ্বন্দ্বী ভীষণ ভার্গব সনে
তোমারে পাঠায়ে রণে
আমি কি নিশ্চিন্ত আছি, সর্ব্বস্ব আমার?
নিত্য দেবতার পদতলে
রাশি রাশি অশ্রুবিন্দু ঢেলে
করেছি যে পুষ্প উপার্জ্জন—
এই লও—ধর করে, হে প্রিয় নন্দন—
যাও রণে,
ভার্গবে সগর্ব্বে কর সমরে আহ্বান।
ভীষ্ম। দাও পুষ্প পেতেছি অঞ্জলি।
শিরে দাও শ্রীচরণ-ধূলি।

[সত্যবতীর প্রস্থান।

হে ভার্গব! হও সাবধান,
আজ রণ অবসানে
জগতের চক্ষে ভীষ্ম হবে বিশ্বজয়ী।
একাধিক বিংশবার
নিঃক্ষত্রিয়া করেছ ধরণী।
শোকাতুরা অগণ্য জননী
আঁখি হ'তে নিপতিত
চিরতপ্ত অবিশ্রান্ত রুধিরের ধারে
সে সবার করেছে তর্পণ।
আজি তার প্রতিশোধ লইব ব্রাহ্মণ!

(পরশুরামের প্রবেশ)

ভীষ্ম। হে গুরু, প্রণাম লহ মোর।
রাম। হে গাঙ্গেয়,
শুন মোর শেষ অনুরোধ।
ভ্রাতৃবধূরূপে
অম্বারে অদ্যই তুমি করহ গ্রহণ।
ভীষ্ম। বৃথা অনুরোধ, তপোধন!
অন্যাভিলাষিণী জ্ঞানে
একবার যে নারীরে করেছি বর্জ্জন,
যদি তারে উপহার
নিজ হাতে দেন নারায়ণ,
তবু সে না পাবে স্থান পৌরবের গৃহে।
রাম। তবে কর ইষ্টের স্মরণ।
প্রাণ ল'য়ে রণাঙ্গন হ'তে
ফিরে আজ নাহি যাবে শান্তনু-নন্দন!
ভীষ্ম। নিত্য তুমি যেই মৃত্যু
দিতেছ আমারে,
আজিও কি সেই মৃত্যু দিবে হে ব্রাহ্মণ?
রাম। না গাঙ্গেয়! আজ তব
মৃত্যু সুনিশ্চয়।
আগে দেখি নাই ভীষ্ম,
দেবতা আসিয়া, থাকি তব অন্তরালে
তোমার জীবন রক্ষা করে।
কল্য আমি ক'রেছি দর্শন
সে অষ্ট ব্রাহ্মণ,
রথোপরি উপবিষ্টা জননী জাহ্নবী!
আজ তারা কেহ না আসিবে।
যদি আসে, অনল-পরশে
আকাশে বিলীন হ'য়ে যাবে।
বাষ্পে পরিণত হবে জাহ্নবীর তনু।
ভীষ্ম। ত্রয়োবিংশ দিনব্যাপী রণে
অনিদ্রায়, অনশনে, চিন্তার প্রহারে
মস্তিষ্ক-বিকার তব ঘটেছে ব্রাহ্মণ!

রাম। ভুলেও না মনে দিও স্থান।
তপস্যাই একমাত্র সম্বল আমার।
তপস্যা আহার—তপ-বর্ম্মে দেহ সুরক্ষিত—
ক্ষুধা তৃষ্ণা সন্নিধানে আসিতে না পারে।
ভীষ্ম। ধনুর্ব্বেদে যদি জ্ঞান পূর্ণ তব হয়,
আমিও ত পূর্ণ জ্ঞানে আছি অধিকারী।
তুমি জান যে বাণের প্রয়োগ-সংহার,
সে জ্ঞানে আমারও অধিকার।
এ বিশ্বাস আছে গুরু, শিক্ষা দান-কালে
জ্ঞান তুমি কর নি গোপন।
রাম। না গাঙ্গেয়, খুলে দিছি
রত্নের ভাণ্ডার,
যেথানে যা অস্ত্র ছিল,
তোমারে দিয়াছি অধিকার।
তবে শুন মতিমান্,
ব্রাহ্মণের মান রাখিবারে,
কৃপা মোরে জ্ঞানযোগে করেছেন দান
পাশুপত মহাশস্ত্র দেব পশুপতি।
মানবের সে অজেয় বাণের প্রহারে
ইচ্ছামৃত্যু, ইচ্ছা তব করিব সংহার।
ভীষ্ম। অগ্রে আজ কে হানিবে শর?
রাম। তুমি বীরবর!
ভীষ্ম। তবে গুরু, শীঘ্র করহ স্মরণ
আজ তব শেষ রণ,
রণাঙ্গন শয়ন তোমার।
আঁখি মুদে রহ বসুমতী
বৃথা অস্ত্রদান তব দেব পশুপতি!
মুদ আঁখি, আকাশে দেবতা
বিশ্বে বিশ্বে সমীরণ বহ এ বারতা—
আজি ভার্গবের শেষ রণ অভিনয়।
এস পতি-পুত্র-হারা,
এস শোকাতুরা
দলে দলে যে যেখানে আছ ক্ষত্র-নারী
এস ত্বরা দেখে যাও—নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ
যুগে যুগে করেছে যে ভীম নির্য্যাতন
এত দিন পরে তীব্র প্রায়শ্চিত্ত তার।
ধর—ধর শরাসন, তপোধন!
নিক্ষেপিব বাণ সম্মোহন,
সাধ্য থাকে, তব অস্ত্রে করহ সংহার।
নেপথ্যে। (দেবগণ) রক্ষা কর—রক্ষা কর—

(নারদের প্রবেশ)

না। সংহর—সংহর শর,
হে গাঙ্গেয়! বিঁধো না ভার্গব-কলেবর।

(গঙ্গার প্রবেশ)

গঙ্গা। তপঃপরায়ণ ঋষি,
আত্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ,
গুরুতর মঙ্গল-বিধাতা,
সর্ব্বসিদ্ধি-দাতা,
ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও সন্তান আমার।
ভীষ্ম। কে আপনি অপূর্ব্ব-মূরতি?
জ্ঞান ভক্তি প্রীতি
পরশে জাগায়ে দিলে অন্তরে আমার!

(বসুর প্রবেশ)

বসু। পরম দেবতা, দেবতার
সর্ব্ব-ভক্তি-সমষ্টি আকার—
ভাগ্যবান্!
দেবর্ষি নারদ আজি ধরেছে তোমারে।
রাখ ভূমে শর শরাসন,
স্পর্শ কর ঋষির চরণ,
রাখ বাক্য তাঁর,
রাম-অঙ্গে করিও না অস্ত্রের প্রহার।
ভীষ্ম। বৃথা এলে ঋষিরাজ!
আছে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আমার,
রণক্ষেত্রে শত্রু হ'তে মুখ না ফিরাব
বাণচিহ্ন পৃষ্ঠে না ধরিব।
নারদ। রামদয়া! অনুরোধ মম—
আজি হ'তে কর ত্যাগ ক্ষত্রিয়-আচার,
ফেলে দাও অস্ত্র ভূমিতলে।
ব্রাহ্মণের মহাস্ত্র বিনয়,
পরাজয় জয়—
অপমান মানের গরিমা।
রাম। হে গাঙ্গেয়! পরাজিত আমি।
ভীষ্ম। (দ্রুতপদে গিয়া রামের পদ ধারণ)
হে গুরু, অপরাজিত!
যুদ্ধ-ফল তব পদে দিলাম অঞ্জলি।
সত্যময় তপোনিধি করহ স্মরণ
অস্ত্রশিক্ষা অবসানে
কি আশিসে করেছিলে শক্তিমান্ মোরে।

কর কৃপা, দাও পদধূলি
রণক্ষেত্রে জয়ে মোর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

রাম। পরম সন্তুষ্ট তুমি করিয়াছ রণে
যাও বৎস, আপন ভবনে,
ধরা মাঝে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রবীর তুমি।
দেবর্ষি প্রণাম লহ, লহ নতি মাতা,
আর তুমি—মুক্ত আঁখি হে বসুপ্রধান—
অসংখ্য প্রণাম তব পদে।

[রাম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(অম্বার প্রবেশ)

রাম। এলে মা, দেখিলে রণ ?

অম্বা। দেখিয়াছি ঋষি,
ভীষ্ম হ'ল ভার্গববিজয়ী।

রাম। তার পর ?

অম্বা। তার পর আমি।

রাম। তুমি! তুমি কি করিবে বালা ?

অম্বা। (হাস্য) আমি কি করিব ?—
আর কি করিব ঋষি,
আমি নিজে ভীষ্মেরে বধিব।
জামদগ্ন্য যার সনে রণে পরাজিত,
শরের চালনা দেখে দেবতা স্তম্ভিত—
আমি ভিন্ন এ জগতে
আর কে বা হ'তে পারে প্রতিদ্বন্দ্বী তার ?

রাম। ত্যজ মা দুরন্ত অভিমান।

অম্বা। ফেরাও করুণা-দৃষ্টি,
যাও তপোধন—
কর্ত্তব্যে বেঁধেছি মন,
তপস্যায় বিঘ্ন মোর ক'রনাক আর,
চ'লে যাও আপনার পথে।

[রামের প্রস্থান।

(হাস্য) এই কি বিধির ইচ্ছা—
যে প্রচণ্ড ধনুর্দ্ধর
সমবেত রাজশক্তি
ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিল ভীষণ আহবে,
শক্তিশূন্য করিল ভার্গবে,
আমি হব প্রতিদ্বন্দ্বী তার ?
সত্য কি দেবতা ?
অথবা মত্ততা ?

সত্য কি আমার বাণে
ইচ্ছামৃত্যু বিশ্বজয়ী ভূমিতে লুটাবে ?
এ সংসারে বজ্রচক্ষে
শূন্যপ্রাণে, ঘন অন্ধকারে
যে নারী বান্ধবহীনা একাকী বিচরে,
হে শঙ্কর, সে কি গো এতই অভাগিনী ?
যার কেহ নাই—
ত্রিজগতে সত্য কি তাহার কেহ নাই ?

(মহাদেবের প্রবেশ)

মহা। আছে—কেহ নাই যার,
এক জন আছে তার।
সেই আমি—বর লহ বালা।

অম্বা। হে ঈশ্বর, দেখ—দেখ—দেখ হে অন্তর
মুগ্ধা আমি—অবশ রসনা—
বিদীর্ণ করহ বক্ষঃ শূলে,
খুঁজে লও তুলে লও আবদ্ধ কামনা।
বল—বল—ভীষ্মে আমি করিব সংহার।
মুক্তি এসে সাধিছে আমায়,
জড়াইছে পায়—
তোমারে দেখেছি আমি—
মুক্তি আমি নাহি চাই, অখিলের স্বামী।
বর দাও ভীষ্মে আমি করিব সংহার।

মহা। ভীষ্মে তুমি করিবে সংহার।

অ। জয় জয় ত্রিপুরারি—
আর কারে ডরি—
পাতহ অঞ্জলি, মৃত্যুরস দিব ঢালি,
তোমারে করিব পান শান্তনুনন্দন।

মহ। কিন্তু নারী, হ'তে হবে নর—
দেহান্তর গ্রহণ করিতে হবে তোরে।

অ। এখনি করিব নাথ,
এখনি করিব দগ্ধ জর্জ্জরিত তনু।
ওঠ জেগে চিতার অনল ;
শিখায় শিখায় ধর তীব্র হলাহল,
উল্লাসে সাঁতার দিব তাহে।
দেহ পোড়াইব, পরমাণু হব—
শুদ্ধ মাত্র তীব্র বিষ
প্রাণ সঙ্গে ল'য়ে যাব পারে।
শান্তনুনন্দন,
সেই বিষে জীর্ণ হ'য়ে ত্যজিবে জীবন।

প্রেরণ করবে, সন্দেহ নাই। সাধারণের এইরূপ একটি নিয়ম প্রচলিত আছে; যিনি আগে দূত প্রেরণ করেন, সাধু লোকেরা তাঁরই পক্ষ অবলম্বন ক'রে থাকেন।

কৃষ্ণ। তা হ'লে আমরাও নিজের নিজের গৃহে গমন করি। আমরা বিবাহে নিমন্ত্রিত হ'য়ে এখানে এসেছি, আপনিও সেই জন্য এসেছেন। এখন বিবাহ সম্পন্ন হ'য়ে গেছে। সুতরাং আর আমাদের বিরাট-গৃহে থাকা কর্ত্তব্য নয়। কেন না, কুরুপাণ্ডবদের সঙ্গে আমাদের তুল্য সম্বন্ধ।

যুধি। বাসুদেব! দ্বারকা-যাত্রার পূর্ব্বে আমার একটা কথা শোন। আমি পুরোহিত মহামতি ধৌম্যকে দূতরূপে প্রেরণ করব; কিন্তু সেই সঙ্গে জননীকে আমাদের প্রকাশ-সংবাদ দেবার কি হবে?

কৃষ্ণ। আমরা সকলেই আপনার আদেশ পালনে প্রস্তুত আছি, মহারাজ!

যুধি। না, দূতের প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে আমি দুর্য্যোধনের পরিচিত কাউকে মাতৃ-সমীপে পাঠাতে ইচ্ছা করি না। অথচ এক জন আত্মীয়-পুত্রের সে স্থানে গমন কর্ত্তব্য।

দ্রু। বেশ, সে ব্যবস্থা আমিই করব। আমি আমার পুত্র শিখণ্ডীকে কুন্তীদেবীর কাছে প্রেরণ করি।

যুধি। দুর্য্যোধন কিংবা অন্য কোন কৌরব তাঁ'কে চিনতে পারবে না?

দ্রু। বিধাতাই এখন তাকে চিনতে পারবে না, তা দুর্য্যোধন! আমি তার পিতা, আমিই এখন তা'কে চিনতে গিয়ে থতমত খাই।

কৃষ্ণ। তা হ'লে শিখণ্ডীই পিতৃস্বসাকে সংবাদ দেবার উপযুক্ত ব্যক্তি।

যুধি। তবে তাকে মায়ের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে, আমরা উপপ্লব্যনগরে গমন করি।

তৃতীয় দৃশ্য

ভীষ্মের কক্ষ।

বিদুর ও ভীষ্ম।

বিদুর। পিতা! আপনাকে আজ আমি বিষণ্ণ দেখছি কেন?

ভীষ্ম। বিষণ্ণ! বিদুর, বিষণ্ণ হবার ত কারণের অভাব নেই! আমাকে যে তোমরা প্রফুল্ল দেখতে পাও, এই আশ্চর্য্য। কত বর্ষ, কত যুগ চ'লে গেল! পৌরবের কত বংশধর আমার সম্মুখে এল, আবার মিলিয়ে গেল। পিতার দেহত্যাগে চিত্রাঙ্গদকে রাজা করলুম! ভাই আমার গন্ধর্ব্বের হাতে প্রাণ দিলে। বিচিত্রবীর্য্যকে রাজা করলুম, সেও যৌবনে পদার্পণ করতে না করতে দেহত্যাগ করলে। তার পর তোমরা তিন ভাই। অতি শৈশব থেকে তোমাদেরও পালন করলুম। বিদুর! তার ভিতর থেকে আবার এক জন আমার উপর কতকগুলি শিশুপুত্রের পালনের ভার দিয়ে অকালে দেহত্যাগ করলে। তুমি ত দেখেছ, পঞ্চপাণ্ডব শৈশবে আমাকেই পিতা ব'লে ডাকত! আমি কত কষ্টে তাদের সে ভ্রম ঘুচিয়েছিলুম। সেই পঞ্চপাণ্ডবের বনবাস পর্য্যন্ত আমাকে দেখ্তে হ'ল! তাদের সঙ্গে বিরাট্-রাজ্যে যুদ্ধ পর্য্যন্ত করতে হ'ল! বিষণ্ণ যে হব, তাতে আর বিচিত্রতা কি?

বিদুর। না পিতা, বিষাদের কথা আপনি মুখেও আনবেন না। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আপনার মনে ধরণী-ত্যাগের অভিলাষ জেগেছে।

ভীষ্ম। না বাপ, সে আশঙ্কার কোনও কারণ নেই। জীবের মনে মনেও মৃত্যুকরী কামনা করা পাপ। বিশেষতঃ যে ব্রহ্মবিদ্, তার পক্ষে মৃত্যুকামনা একরূপ ব্রহ্মহত্যা। আমার মনে মরণের অভিলাষ এক মুহূর্ত্তের জন্যও জাগে নি, তুমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক।

বিদুর। তাই বলুন। সূর্য্যের প্রতিজ্ঞায় আপনি কৌরবকুল উজ্জ্বল ক'রে রেখেছেন। মহারাজ শান্তনুর সমক্ষে চিরকৌমার্য্য ব্রত গ্রহণ ক'রে, আপনি এত কাল পর্য্যন্ত কুরুকুলের রক্ষীর কার্য্য ক'রে আসছেন। জ্ঞান হ'য়ে অবধি আমি আপনাকে একদিনের জন্য বিষণ্ণ দেখি নি। চির শান্ত যোগিরাজ, আপনার বিশাল সাগরতুল্য মন চির অচঞ্চল। আমার মনে হয়, শুধু আমি কেন, কেউ কখন তাতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিক্ষোভ দেখে নি। আপনি দয়া ক'রে বলুন, আমি আপনার মুখে যে বিষাদচিহ্ন দেখলুম, তা আমার দৃষ্টিভ্রম!

ভীষ্ম। তুমি পরমতত্ত্বজ্ঞ। যদিই তুমি আমাকে বিষণ্ণ দেখ, তা হ'লে আমি না বলব কেমন ক'রে? বিদুর! আমার চিত্তবিক্ষোভের কারণ উপস্থিত

হয়েছে। লোকপরম্পরায় শুনলুম, পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীর সঙ্গে দীর্ঘ অজ্ঞাতবাসের পর বিরাটের সভায় আত্ম-প্রকাশ করেছেন।

বিদুর। তাই শুনেই কি আপনার চিত্তচাঞ্চল্য হয়েছে?

ভীষ্ম। হবার কি কারণ নাই বিদুর?

বিদুর। ক'ই—আমি ত বুঝ্‌তে পার্‌ছি না! যে দিন আপনার চিত্তের অস্থিরতার সম্যক্ কারণ উপস্থিত হয়েছিল, সে দিন যখন হয় নি, তখন আজ হবে কেন?

ভীষ্ম। কোন্ দিন?

বিদুর। যে দিন দুরাত্মা দুঃশাসন একবস্ত্র-রজস্বলা দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ক'রে কৌরব-সভামধ্যে নিয়ে এসেছিল এবং তাঁর পঞ্চস্বামীর সম্মুখে অপমান ক'রেছিল। সে দিন বিশাল-বারিধির সর্ব্বস্তরে বিক্ষুব্ধ হবার কারণ হ'য়েছিল। দুর্ভাগ্যবশে আমিও সে দিন সে সভায় উপস্থিত ছিলুম। সে দিন আমি কারও দিকে লক্ষ্য করি নি। দুঃশাসনের দিকে লক্ষ্য করি নি,—পঞ্চভ্রাতার দিকে লক্ষ্য করি নি,—সভাসদ্‌-দিগের দিকেও দৃষ্টিনিক্ষেপ করি নি। আমি শুধু আপনার পানে চেয়ে ছিলুম। অনাথশরণ আপনারই সম্মুখে আপনার কুলবধূর উপর অত্যাচার! দেখেছিলুম, তা দেখে আপনার মনে ক্রোধের সঞ্চার হয় কি না। সে দিন যখন হ'ল না, তখন আজ এই তুচ্ছ সংবাদ শুনে, আপনার চিত্ত চঞ্চল হবে কেন?

ভীষ্ম। সে দিনের কথা—আর আজকের কথা স্বতন্ত্র। বিদুর, সে দিনের ব্যাপার তুচ্ছ বল্‌লেও বলা যেতে পারে; কিন্তু অজে্‌কের এই শোনা ঘটনাকে আমি কোনওমতে তুচ্ছ বল্‌তে পারি না। ধর্ম্মরাজ নিশ্চয়ই আজ তাঁর রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির জন্য রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে দূত পাঠাবেন। ধৃতরাষ্ট্র একে অন্ধ, তাতে আবার পুত্রের উপর অত্যন্ত মমতায় হতজ্ঞান। একে দুর্য্যোধন দুর্ম্মতি, তার উপর কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন প্রভৃতি দুর্ম্মতিগুলো দিবারাত্র তাকে ঘেরে আছে। তাদের অসৎ পরামর্শ শুনলে, সে ত কখনই যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য দিতে চাইবে না!

বিদুর। কিছুতেই না।

ভীষ্ম। ধৃতরাষ্ট্রও পুত্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করতে সাহস করবে না।

বিদুর। তা করবেন না।

ভীষ্ম। তা হ'লে ত কুরুপাণ্ডবের বিষম যুদ্ধ বাধল!

বিদুর। বাধে, দুষ্ট কুরুকুল নির্ম্মূল হবে। তাতে আপনার বিষণ্ণ হবার কি আছে?

ভীষ্ম। বিষণ্ণ হবার কারণ আছে। জানি আমি, কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী। সবান্ধব দুর্য্যোধনের ধ্বংসই যদি নিয়তির বিধান হয়, তা হ'লে স্বয়ং বিধাতা দুর্য্যোধনকে রক্ষা করতে এলেও রক্ষা করতে পারবেন না। এ কথা আমি গুরু জামদগ্ন্যের কাছে শুনেছি। আমার কাছে তাঁর পরাভবে তা বুঝেছি। বিশ্বনাশী পাশুপত অস্ত্র লাভ ক'রেও ভার্গবকে আমার কাছে পরাভব স্বীকার করতে হয়েছে। তবু বিদুর, আমি বিষণ্ণ হয়েছি! কেন তোমাকে বল্‌ছি।—কে—ও?

(ধৌম্যের প্রবেশ)

ধৌম্য। এই যে কুরুবৃদ্ধ, এই যে ধর্ম্মজ্ঞ বিদুর।

ভীষ্ম। কে আপনি প্রভু?

ধৌম্য। আমি অরণ্যবাসে পাণ্ডবের পুরোহিত ছিলুম। এখন তাঁর দূতরূপে কুরু-সভায় এসেছি। গাঙ্গেয়! ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়েই এক জনের সন্তান; পৈতৃক ধনে উভয়েরই সমান অধিকার। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ সেই পৈতৃক পদে আরোহণ করেছেন। পাণ্ডুপুত্রগণ তা থেকে বঞ্চিত হলেন কেন?

ভীষ্ম। এর উত্তর আমি কেমন ক'রে দেব?

ধৌম্য। আপনি সত্যের অবতার, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচারী। আপনি উত্তর দেবেন না ত অন্যে কে দেবে? অন্যে কে এর সদুত্তর দিতে পারে?

ভীষ্ম। আমি কুরু-অন্নভোজী—আমি এর উত্তর দিতে সমর্থ নই।

ধৌম্য। বলেন কি গাঙ্গেয়, পরান্নভোজী হয়ে আপনার কি সমস্ত পৌরুষ বিনষ্ট হয়েছে?

ভীষ্ম। আপনি ব্রাহ্মণ, পাণ্ডব-পুরোহিত, বিশেষতঃ দূত। যুধিষ্ঠিরের হয়ে কৌরব-সভায় দৌত্যকার্য্য করতে এসেছেন; সুতরাং আপনার এ প্রশ্নেরও আমি উত্তর দিতে পারি না। এরূপ প্রশ্ন করবার যে অপরাধ, তা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে স্পর্শ করবে। ব্রাহ্মণ, আপনার অন্য যদি কোন বক্তব্য আমার কাছে থাকে, তা হ'লে বলুন।

ধৌম্য। আপনি জানেন যে, পূর্ব্বে রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগের পৈতৃক ধন গোপন ক'রে, তাদের সেই ধন থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। তাঁর পুত্রেরা তাঁদের

সংহার করবার জন্ত বিধিমতে চেষ্টা করেছেন; পিতার অনুমতি অনুসারে শকুনির সাহায্যে ছল ক'রে পাণ্ডবদের স্ববলবর্দ্ধিত রাজ্য অপহরণ করেছেন; সভামধ্যে পাণ্ডবদের ও পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীর নিগ্রহ করেছেন। তারপর তাঁদের মহারণ্যে নির্ব্বাসিত করেছেন। মহারণ্যেও তাঁদের প্রতি যে অত্যাচার হয়েছিল, তাও আপনার অবিদিত নেই। গাঙ্গেয়! তথাপি তাঁরা ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদের সঙ্গে সন্ধি করতে ইচ্ছুক।

ভীষ্ম। এ কথা কৌরব-সভায় বলেছেন?

ধৌম্য। বলেছি।

ভীষ্ম। তাতে কি উত্তর পেয়েছেন?

ধৌম্য। কৌরবেরা কোনওমতে সন্ধি করতে ইচ্ছুক ন'ন। তাঁরা পাণ্ডব-নিধনের জন্য বিপুল বলসংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছেন। যাতে এই অনর্থ নিবারিত হয়, সেই জন্য আমি আপনার কাছে উপস্থিত হয়েছি।

ভীষ্ম। ধৃতরাষ্ট্র নিজে কিছু বলেছেন?

ধৌম্য। তিনি পাণ্ডবদের সংবাদ পেয়েই কপট শোকে অভিভূত হলেন এই মাত্র। এমন কিছু কথা বললেন না, যাতে ভীষণ লোকক্ষয়কর সংগ্রামের নিবৃত্তি হয়।

ভীষ্ম। তা হ'লে ব্রাহ্মণ, যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।

ধৌম্য। নিবারণ হবে না?

ভীষ্ম। এক নিবারণ করতে সমর্থ আমি। নইলে দুরাত্মা দুর্য্যোধন আর কারও উপদেশ কর্ণে তুলবে না। কিন্তু প্রভু, আমি ত অযাচিত হয়ে তাকে কোনও উপদেশ দেব না। অথবা বলপ্রয়োগ ক'রে তাকে কোনও কার্য্য হ'তে নিরস্ত করব না।

ধৌম্য। এই কি আপনার ভীষ্মত্ব?

ভীষ্ম। এই আমার ভীষ্মত্ব।

ধৌম্য। যে দিন দুরাত্মা দুঃশাসন একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীকে কুরুসভামধ্যে কেশাকর্ষণে আনয়ন ক'রে, তাঁর পঞ্চস্বামীর সম্মুখে অত্যাচার করেছিল, সে দিনও কি আপনি এই ভীষ্মত্ব নিয়ে কুরুসভামধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন?

ভীষ্ম। এ প্রশ্ন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের না আপনার?

ধৌম্য। না গাঙ্গেয়, যুধিষ্ঠির এ প্রশ্ন করেন নি। এ প্রশ্ন আমি করছি।

ভীষ্ম। তবে শুনুন বিপ্র! আমার এই ভীষ্মত্ব!—জননী সত্যবতীর সম্মুখে আমার পূর্ব্ব যুগের ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা আমাকে সে সময় সভাস্থলে নিস্তব্ধ রেখেছিল। যদি প্রতিজ্ঞা টলতো, তা হ'লে আমার যত্নরচিত বিশাল বট সেই দিনেই উন্মূলিত হ'য়ে যেত। আমার প্রতিজ্ঞা টলাতে প্রকৃতি সময়ে সময়ে এক একটি প্রচণ্ড আঘাত করেছিলেন—ব্রহ্মচর্য্যনাশের জন্য কাশীরাজ-কন্যা অম্বা, যুদ্ধ হ'তে নিরস্ত করবার জন্য পরশুরামের শক্তি, বিচিত্র-বীর্য্যের মৃত্যুর পর রাজ্যগ্রহণের জন্য জননী সত্যবতীর অনুরোধ—বহুবার বহু উপায়ে প্রকৃতি আমাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ, সে দিনের মত পরীক্ষায় আমি আর কখন পড়ি নি। যার রক্তমাংসের শরীর, সে সেদিনকার দৃশ্যে ক্রুদ্ধ না হয়ে থাকতে পারে নি। কিন্তু আমি ছিলুম। কিছুক্ষণ বিলম্ব হ'লে বোধ হয়, আমাকে সত্যভ্রষ্ট হ'তে হ'ত। জনার্দ্দন আমার মনোবেদনা বুঝে সকলের অলক্ষ্যে সতীর মর্য্যাদা রক্ষা করতে কুরুসভায় প্রবেশ করেছিলেন। ব্রাহ্মণ, নারায়ণ শুধু দ্রৌপদীকে রক্ষা করতে আসেন নি, আমাকেও তিনি সেই সঙ্গে রক্ষা ক'রে গিয়েছেন।

ধৌম্য। গাঙ্গেয়! এত দিনে এ রহস্য বুঝতে পারলুম।

ভীষ্ম। না ব্রাহ্মণ, এখনও বোঝেন নি। সে দিন আমি ক্রুদ্ধ হ'লে, সর্ব্বাগ্রে যুধিষ্ঠিরকে বধ করতুম। যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করবার জন্য ভীমাদি চারি ভ্রাতা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে যুদ্ধ করত! সুতরাং প্রথমেই পঞ্চ পাণ্ডবের আমার হাতে সংহার হ'ত! তার পর কুরু-কুল—বংশে বাতি দিতে একটি ক্ষুদ্র বালক পর্য্যন্ত অবশিষ্ট থাকতো না!

ধৌম্য। গাঙ্গেয়!—মহান্ গাঙ্গেয়!—আমি বুঝতে পারি নি।

ভীষ্ম। যে বংশকে রক্ষা করবার জন্য পিতার সম্মুখে, মাতার সম্মুখে, অগণ্য আকাশচারী দেবতার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, জীবনের সমস্ত সাধ সংসার প্রবেশ-মুখে এক মুহূর্ত্তে জাহ্নবীজলে বিসর্জ্জন দিয়েছিলুম,—ব্রাহ্মণ, না লোভ, না মমতা, না ভয়—কিছুতেই আমি সে প্রতিজ্ঞা হ'তে ভ্রষ্ট হ'তে পারব না।

ধৌম্য। তা হ'লে ত কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে, আপনি কৌরব পক্ষই অবলম্বন করবেন।

(কর্ণ, শকুনি ও দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দু। পিতামহ! আমি আপনার চরণাশ্রয় গ্রহণ করতে এসেছি।

ভীষ্ম। আমি ত চিরদিনই তোমার সহায় আছি, দুর্য্যোধন। .

দু। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য দূত প্রেরণ করেছেন।

ধৌম্য। কই—যুদ্ধের কথা ত কিছুই হয়নি কুরুরাজ!

শ। পাকে প্রকারে হয়েছে! তাঁর অভিমান রক্ষা করতে না পারলে ত যুদ্ধ রহিত হবে না।

ভীষ্ম। যদি সদভিপ্রায়েই আমার আশ্রয় গ্রহণ করতে এসে থাক, তা হ'লে শুন দুর্য্যোধন, আমি যা' উপদেশ দিই, তা' মন দিয়ে শ্রবণ কর। এই সব সঙ্গীর অসৎ পরামর্শে উত্তেজিত হয়ো না। তেরো বৎসর বনবাসের পর পাণ্ডবেরা ধর্ম্মানুসারে পৈতৃক ধনে যে অধিকারী হয়েছেন, তাতে আর সন্দেহ নাই।

কর্ণ। মহারাজ! আপনি ততক্ষণ পিতামহের উপদেশের আশ্রয় গ্রহণ করুন। আমি ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণকে আমার কিছু বক্তব্য ব'লে নিশ্চিন্ত হই। শুনুন ব্রাহ্মণ, আপনি ধর্ম্মরাজকে গিয়ে বলুন, পূর্ব্বে মহামতি শকুনি রাজা দুর্য্যোধনের আদেশে দ্যূত ক্রীড়া ক'রে তাঁকে পরাজিত করেন। রাজা যুধিষ্ঠির প্রতিজ্ঞানুসারে বনে গিয়েছিলেন। ত্রিলোকে এ কথা কারও অবিদিত নাই। সুতরাং আমরা এ বিষয়ের আর বারংবার উল্লেখ করব না। এখন তিনি মূর্খের মতন প্রতিজ্ঞা উল্লঙ্ঘন ক'রে বিরাট ও দ্রুপদের সাহায্যে তাঁর পৈতৃক রাজ্য অধিকার করবার চেষ্টা করছেন। রাজা দুর্য্যোধন ধর্ম্মানুসারে শত্রুকেও সমস্ত পৃথিবী দান করতে পারেন। যদি পিতৃরাজ্য পাবার তাঁর একান্ত ইচ্ছা হয়, তা' হ'লে তিনি দুর্য্যোধনের শরণাপন্ন হ'ন। ভয় দেখালে এক পদ ভূমিও তিনি পাবেন না। মূর্খতাবশতঃ যেন তিনি দুষ্ট বুদ্ধি অবলম্বন না করেন! যদি একান্তই তাঁর যুদ্ধের দুর্ম্মতি হয়, তা হ'লে রণস্থলে আমার বাক্য স্মরণ ক'রে তাঁকে অনুতাপ করতে হবে।

ভীষ্ম। বাক্যে তুমি খুব অহঙ্কার প্রকাশ করতে পার—খুব বড় বড় কথা বলতে পার, কিন্তু কর্ণ, বিরাটের গোহরণকালে রণস্থলে অর্জ্জুন একাকী তোমাদের ছয় জন রথীকে হারিয়ে দিয়েছে—সেটা কি এরই মধ্যে ভুলে গেছ?

কর্ণ। মহারাজ, আমি এ বৃদ্ধের প্রলাপ বাক্য শুনতে আসি নি। আমি আমার বক্তব্য ব'লে নিশ্চিন্ত। এখন আপনি আপনার কর্ত্তব্য করুন।

[কর্ণের প্রস্থান।

শ। দুর্য্যোধন! সময় মিছে অতিবাহিত হ'য়ে যাচ্ছে।

দু। পিতামহ! উপদেশ শোন্‌বার আমার অবকাশ নেই। আমি যা নিবেদন করি. আপনি তা শুনুন। পাণ্ডবদের সঙ্গে আমার যুদ্ধ অনিবার্য্য। সেই যুদ্ধের সাহায্যার্থে আমি আপনাকে সর্ব্ব প্রথম বরণ করলুম। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মানুসারে আপনি আমার সহায় হ'ন।

ভীষ্ম। বেশ, তোমার বরণ গ্রহণ করলুম।

শ। নিশ্চিন্ত! এস বৎস, এখন অন্যান্য প্রতাপশালী আত্মীয় রাজাদের বরণ করতে গমন করি।

দু। আপনাকে পেয়েছি। আচার্য্য দ্রোণকে পেয়েছি, অঙ্গরাজ আমার চিরসহায়। পথে মদ্ররাজ শল্যকে ভাগ্যবশে প্রথম লাভ ক'রে বরণ করেছি। আর কি?—এখন ইচ্ছা করলে আমি ত্রিলোক জয় করতে সমর্থ। পিতামহ! প্রণাম। চলুন মাতুল! এবারে কৃষ্ণকে ধরতে দ্বারকায় গমন করি। তিনি কুরুপাণ্ডব উভয়েরই আত্মীয়। যে আগে ধরতে পারবে, সেই তাঁকে লাভ করবে।

[শকুনি ও দুর্য্যোধনের প্রস্থান।

ভীষ্ম। আপনি যা প্রশ্ন করেছিলেন, তার উত্তর ত পেলেন, ব্রাহ্মণ!

ধৌম্য। উত্তর পেয়েছি, পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি। গাঙ্গেয়! দুর্য্যোধনের সহায়তা ভিন্ন আপনার গত্যন্তর নাই। আমি তা জেনে সন্তুষ্ট মনে ধর্ম্মরাজকে এই সংবাদ দিতে চললুম।

[ধৌম্যের প্রস্থান।

ভীষ্ম। এখন বুঝতে পারছ বিদুর, আমি বিষণ্ণ হয়েছিলুম কেন?

বিদুর। পিতৃব্য! পাণ্ডবপক্ষে আপনার সমকক্ষ যোদ্ধা কে আছে?

ভীষ্ম। এক আছেন যুধিষ্ঠির!

বিদুর। যুধিষ্ঠির?

ভীষ্ম। কেন বিদুর, তুমি বিস্মিত হ'চ্ছ? তুমি কি জান না, যেখানে ধর্ম্ম সেখানে জয়?

বিদুর। কিন্তু ধর্ম্মরাজ ত আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধর্‌বেন না?

ভীষ্ম। যদি আমি সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর্‌তুম্, তা হ'লে তিনি অস্ত্র ধর্‌তে পার্‌তেন। কিন্তু বিদুর, আমি ত আজও সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করি নি।

বিদুর। আর কেউ আছে?

ভীষ্ম। আর আছে অর্জ্জুন। কিন্তু সে আমাকে পরাস্ত কর্‌তে পার্‌বে না। আর আছেন সর্ব্বসংহারী জনার্দ্দন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তিনি এ যুদ্ধে অস্ত্র ধরবেন না। তা হ'লে আমার অস্ত্রাগার থেকে আমার পঞ্চপ্রাণসদৃশ পঞ্চপাণ্ডবকে কে রক্ষা কর্‌বে বিদুর? আমি ত কার্পণ্য ক'রে যুদ্ধ কর্‌ব না।

(শিখণ্ডীর প্রবেশ)

এ কি! এ কি! কোথা হ'তে এলি?
স্বপ্ন আমি দিছি বিসর্জ্জন,
জাগরণে দীপ্ত মোর এখনো নয়ন।
নহে স্বপ্ন রে বিদুর, সত্য আমি দেখি!
সেই তীব্র প্রতিহিংসা—সেই কটাক্ষ কঠোর
দীপ্ত হুতাশনে, সহস্র লেহনে
নারীত্ব মুছিয়া নেছে—
কিন্তু রে বিদুর, দেখ চেয়ে,
প্রতিহিংসা পারে নি মুছিতে!

বিদুর। কে তুমি যুবক?

শি। মহাভাগ! এই কি হে বিদুরের গৃহ?

বিদুর। এই গৃহ। কিন্তু কেবা তুমি হে যুবক?

শি। বিখ্যাত পাঞ্চালরাজ
দ্রুপদের পুত্র আমি।
মহারাজ যুধিষ্ঠির চারি ভ্রাতা সনে
বিরাট ভবনে করেছেন আত্মার প্রকাশ,
জননী তাঁহার
অবস্থিতা বিদুরের ঘরে।
এ শুভ সংবাদ তাঁরে করাতে শ্রবণ,
রাজাদেশে আগমন মম।

বিদুর। এস বৎস! ল'য়ে যাই তোমা
যথায় পাণ্ডব-মাতা পুত্র অদর্শনে
বিষাদে করেন অবস্থান!

(শিখণ্ডী ভীষ্মের দিকে একদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল)

ভীষ্ম। কি দেখিছ, এ মুখে বালক?

শি। কে তুমি? কে তুমি?
ঋষিমূর্ত্তি কে তুমি স্থবির?
তোমারে দেখিবা মাত্র
সহসা অন্তর কেন উঠিল জ্বলিয়া?
কোন যুগান্তরে প্রচণ্ড আঁধারে
যেন কত লুকায়িত যাতনার রাশি
ঝঞ্ঝায় উড়ায়ে আনে কেবা?
ভীম তারে হৃদি কেন করে আচ্ছাদন?
এ কি দৈব বিড়ম্বন?
কে তুমি—কে তুমি বৃদ্ধ?
স'রে যাও, চ'লে যাও—
আর আমি দেখিতে না পারি!

বিদুর। কুরুবৃদ্ধ, নমস্য সবার।
চির ব্রহ্মচারী ঋষি, পূজ্য দেবতার।
বহু ভাগ্যে আজ তুমি দেখিলে তাঁহারে।
আত্মীয়-নন্দন তুমি—
তোমার মঙ্গলবাঞ্ছা কর্ত্তব্য আমার।
কর বৎস, নতি কর, মহাত্মার পদে।

শি। হে প্রভু, হে কৌরব-প্রবীণ!
আমি অজ্ঞ অন্ধ শিশু মতিহীন।
দৃষ্টিমাত্র মানস-বিকারে
কি কথা বলেছি আমি, কিছু নাই মনে।
শ্রীচরণে করি নতি, পদাশ্রিত আমি।
আশীর্ব্বাদ কর মহামতি!

ভীষ্ম। কিছু কর নাই তুমি, শিশু।
দ্রুপদ-নন্দন তুমি;
কুরু-লক্ষ্মী যাজ্ঞসেনী ভগিনী তোমার।
তুমি মম প্রিয়ধন,
আশীর্ব্বাদ করি হে তোমারে,
ক্ষত্রিয়ের অহঙ্কারে শ্রেষ্ঠ জয়ে হও তুমি জয়ী!
ল'য়ে যাও গৃহে, হে বিদুর!
ল'য়ে যাও পাঞ্চাল-নন্দনে!
চলিতে চলিতে শুন কথা,
আনন্দ-বারতা—
ঈশ্বর-প্রেরিত এই বালক সুন্দর
মুহূর্ত্তে মুছিয়া নিল বিষাদ আমার।

চতুর্থ দৃশ্য

পর্য্যাঙ্কে শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রিত।

সখীগণের গীত।

তোমার বাঁশীরে দিব হে গালি
ওহে বংশীবদন বনমালী।
ছিলাম ঘুমঘোরে ঘরে সঙ্গোপনে
সহসা বাঁশী বাজিল বনে॥
আমরা কুলবতী তাই শুনে কুলে দিছি লাজে জলাঞ্জলি॥
লাজ সরম ধরম করম স'পেছি বাঁশীর সুরে,
বল কিসে মনে বুঝিতে না পারি চলিয়া এসেছি দূরে,
আঁধারে ডরে কাঁপিছে অঙ্গ,
দেখে বাঁশী তোমার করে হে রঙ্গ,
মরমে পশিয়া হ'ল রে অনঙ্গ, বাঁশীর এ কি চতুরালী॥

(সাত্যকির প্রবেশ)

সা। তাই ত! প্রভু এখনও নিদ্রিত, এ রকম আশ্চর্য্য ব্যাপাব ত আমি কখনও দেখি নি! মাথায় একটা অত বড় বিষম ভার, পঞ্চ পাণ্ডবের রক্ষা। নিজেই এক প্রকার কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের সুচনা ক'রে এলেন। উনি, যে রকম উপদেশ ধৌম্য পুরোহিতকে দিয়ে এসেছেন, ব্রাহ্মণ কুরুসভায় সেই উপদেশের মত প্রস্তাব করলে, কৌরবেরা কখনই তাতে সম্মত হবে না। এ সমস্ত জেনে শুনে ঠাকুর কেমন ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যাচ্ছেন!

(বলদেবের প্রবেশ)

বল। কেমন হে সাত্যকি, যা বলেছিলুম, তা ফল্‌লো ত?

সা। একটু আস্তে কথা কও।

বল। বলেছিলুম দম্ভ দেখিয়ো না। দম্ভ দেখালে সন্ধি হবে না।

সা। একটু আস্তে কথা কও।

বল। সে দুর্য্যোধন মানী লোক, সে কি তোদের চোখরাঙানিকে গ্রাহ্য করে? ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ সহায়, চোখ রাঙিয়ে তার কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে আন্‌তে গেছেন! একটু বিনয় ক'রে চাইলে সে তখনি অর্দ্ধেক রাজ্য ছেড়ে দিত!

সা। আরে গেল, একটু আস্তে কথা কও।

বল। কি বল্‌ছিস্?

সা। বাসুদেব এখনও ঘুমুচ্ছেন।

বল। তাতে কি হয়েছে! আমার কথা শুন্‌লে না, তেজ দেখাতে গেল—এইবারে মর।

সা। আরে গেল, চেঁচাচ্ছ কেন, দেখছ না, ঠাকুর ঘুমুচ্ছেন।

বল। ঘুমুবে না ত করবে কি? কাজ যা কর্‌বার তা তো শেষ ক'রে দিয়েছে।

সা। তা দিক,, তুমি চুপ কর। ঠাকুরের নিদ্রাভঙ্গ ক'র না।

বল। দূর শালা। তবে ত গুরুকে খুব বুঝেছিস! তোর গুরু যখন ঘুমোয়, সে ঘুম কি চীৎকার গোলমালে কেউ ভাঙ্গাতে পারে? যদি তোর গুরু না জাগতে চায়, তা হ'লে পৃথিবীর পাহাড় এক সঙ্গে ভেঙ্গে শব্দ তুল্‌লেও তাকে জাগাতে পার্‌বে না। আবার হয় ত জগতের এক প্রান্তে একটি দীনের নীরব আহ্বানেও ব্যাকুল হ'য়ে জেগে ওঠে।

সা। গুরুকে তুমিই বুঝেছ, তুমিই বোঝ। আমার বোঝবার দরকার নেই। তুমি মেরে ফেল্‌তে ইচ্ছা কর, আমাকে মেরে ফেল। কিন্তু গুরুকে বুঝতে পারি, এমন আশীর্ব্বাদ কখন ক'র না।

বল। দেখ সাত্যকি, এই গুণেই তোকে আমি বড় ভালবাসি। আমি মাঝে মাঝে খোঁচা দিয়ে তোর কাছ থেকে একটু কৃষ্ণভক্তিরস আদায় ক'রে নিই। কিন্তু হ'লে কি হবে ভাই, আর বেশি দিন তোর কাছে রস আদায় করা হ'ল না। তোকে মর্‌তে হ'ল।

সা। কে মার্‌বে?

বল। তখন বল্‌লুম হতভাগা, একটু বিনয় দেখিয়ে সন্ধি কর। দম্ভ দেখাতে যেমন গেলি, দুর্য্যোধনও তেমনি দম্ভ দেখিয়ে তোদের দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে। দুর্য্যোধন বলেছে বিনাযুদ্ধে রাজ্য দেব না।

সা। মারবে কে?

বল। তোর গুরুই তোকে মারবে, আবার কে! আর তোকে কে মার্‌তে পারে?

সা। যাও, যাও—মাতলামী ক'র না। রাত্রে বুঝি একটু মাত্রা বেশি হয়েছিল?

বল। আচ্ছা, এখনি বুঝতে পারবি রে শালা! দুর্য্যোধন কৃষ্ণকে বরণ কর্‌তে আগে এসে উপস্থিত হয়েছে।

সা। বল কি?

সা। আপনি ওঁকে ছাড়বেন না। উনি যুদ্ধ করলে, আমি নিশ্চয় বলছি মহারাজ, আমি ওঁর রথের সারথি হ'ব।

বল। মহারাজ, কৃষ্ণকে ছেড়ে এক মুহূর্ত্তও থাকতে আমার সামর্থ্য নেই। তবে আমি বলছি, এ যুদ্ধে অর্জ্জুন কিংবা তুমি—কারও পক্ষ আমি অবলম্বন করব না। অতএব প্রস্থান কর। তুমি সকল-পার্থিব-পূজিত ভারতবংশে জন্মগ্রহণ ক'রেছ; সুতরাং ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ কর।

দু। যথা আজ্ঞা।

[দুর্য্যোধনের প্রস্থান।

সা। কি আর্য্য! মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়ালেন কেন?

বল। তাই ত সাত্যকি, হতভাগ্য এতই মদান্ধ, আমার সুমুখে বললে কৃষ্ণকে চাই না!

সা। ফল?

বল। ধ্বংস।

সা। তাই বল—দাঁড়াও—শ্রীচরণের ধূলোটা একবার দাও। ক'দিন ধ'রে তোমার সঙ্গে কলহ করছি।

পঞ্চম দৃশ্য

ভীষ্ম ও বিদুর।

ভীষ্ম। হে বিদুর!
মৃত্যুমূর্ত্তি দেখিনু বালকে।
গৃহমধ্যে প্রবেশিয়া স্বপ্নোত্থিত মত
চাহিল শিখণ্ডী মোর পানে।
নয়নের পলকে পলকে
দহিতে আমারে যেন
ছুটিয়া আসিল বহ্নিশিখা।
মরম-বেদনা মম
সঙ্গে তার জাগিয়া উঠিল।
তথাপি এখনো যুবা বোঝেনি স্বরূপ।
কেবা সে—কেন সে হেথা,
কোন্ রাজ্যে ছিল তার ঘর,
নারী কিম্বা নর—
কি সম্বন্ধ ছিল তার গাঙ্গেয়ের সনে।
দেখিয়া জাগিল স্মৃতি
তৃণ হ'তে যেন হুতাশন।
মুহূর্ত্তে ভুলিল, তৃণ ভস্ম হ'ল
অনুতাপে দগ্ধ হ'ল পাঞ্চাল-নন্দন।
কিন্তু হে বিদুর!
অভিমান-সাগরের জলে
তীব্র হলাহল, উঠেছে তরঙ্গরূপে।
অতিক্ষীণ স্মৃতির পরশে
বিক্ষুব্ধ হয়েছে একবার।
কি বিক্ষোভ, সাক্ষী তুমি তার।
পুনঃ দরশনে স্মৃতি জাগিবে যখন,
সমুত্থিত সে ভীম তরঙ্গ
আর কি নিথর হবে?
এ শৈল না চূর্ণ করি আর কি মিলাবে!

বিদু। বিচিত্র স্বপন মত
হেরিতেছি পিতা।
মৃগশিশু করিয়া দর্শন
জীবন আশঙ্কা আজি করে মৃগপতি।

ভীষ্ম। এ সংসারে বিচিত্র
কিছুই নাহি তাত!
মৃগ-শিশু যদি মরে,
সিংহ তারে না করে নিধন,
কাল জয়ী সর্ব্বত্র সর্ব্বদা,
মৃগ মরে কালের প্রহারে
মৃগ দেখে সিংহমূর্ত্তি তার।
কালবশে সিংহ মরে
মৃগমূর্ত্তি কারণ তাহার।
জগতে অজেয় আমি
ইচ্ছামৃত্যু শান্তনু-নন্দন।
আমার এ ভাগ্যকথা
স্বকর্ণে শুনেছে দেবগণ।
আনন্দে আশিসরূপে
শিরোপরে পুষ্পবৃষ্টি করেছে সকলে।
তারা জানে, ভীষ্ম হত্যাকারী নহে তারা।
ইচ্ছা তার মরণের বাণ
স্বজীবনে ইচ্ছা যদি করে হে সন্ধান
তবেই গাঙ্গেয় হত হইবে সমরে।
তথাপি বালক দেখে হয়েছি চিন্তিত,
নহি ভীত হে বিদুর,
শিখণ্ডীর মূর্ত্তি হেরি পুলকিত আমি।

বিদুর। বিচিত্র কাহিনী!
এই ক্ষুদ্র বালকের সনে
মহামতি শান্তনু-নন্দনে
কি বিচিত্র কর্ম্মের বন্ধন
জানিতে বাসনা জাগে মনে।
ধর্ম্ম অব্যাঘাতে যদি
শুনিবার হই অধিকারী,—
এ বিচিত্র ইতিহাস, দয়া ক'রে
শুনাও আমারে প্রভু।

ভীষ্ম। শুনিবার তুমি অধিকারী,
হে ধর্ম্মজ্ঞ!
অবকাশে শুনাব সমস্ত কথা।
এখনো মৃত্যুর ইচ্ছা জাগে নি আমার
বালকে দেখিয়া শুধু
মৃত্যু-কথা উঠেছিল মনে।
এইমাত্র শুনে রাখ জন্মান্তর হ'তে
অনুস্মৃতি করিতেছে বধার্থে আমার।
পূর্ব্বে নারী, এ জনমে নর।
নর হয়ে জন্ম যদি বৃথা জন্ম তার,
বধিতে সে নারিবে আমারে।
যদি নারী হয়ে হয় নর
শুন হে বিদুর মৃত্যুশর সে আমার।

(শিখণ্ডীর প্রবেশ)

শি। হা হা হা! চিনেছি তোমারে।
দরশন মাত্র মনে যে স্মৃতি জাগিল,
আর না মিলাল,—
ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে
মুহূর্ত্তে সে পরিণত হইল তরঙ্গে,
সর্ব্ব ইতিহাস কথা শুনাল আমায়।
হে গাঙ্গেয়, চিনিতে কি পার মোরে?

ভীষ্ম। তুমি নিজে বল,
কেবা তুমি যুবা?

শি। কেবা আমি? কেবা আমি?
জনমের মমতা মোরে ধীরে ধীরে বলে
বংশের দুলাল তুমি।
হে শিখণ্ডী পাঞ্চাল-নন্দন!
দীর্ঘবর্ষ প্রায়োপবেশনে
তব পিতা শিব-আরাধনে
করেছে যে তপস্যা সম্বল
তুমি তার ফল—
দ্রুপদ দ্রুপদ-পত্নী নয়নের মণি।
কিন্তু জাগে ওই দূরে
মৃত্যুর প্রাকার পারে
প্রজ্বলিত চিতানল পাশে—
ওই দূরে বিমুগ্ধা তটিনীতীরে—
নিশ্চল-স্তিমিত নেত্রা —
অন্ধকার প্রাচীর-বেষ্টনে
ঘন-স্তব্ধ নভঃ আচ্ছাদনে
মাঝে মাঝে রহস্যকারিণী
ওই হাসে সৌদামিনী
নবরূপধারী, কিন্তু হায়
এখনো হৃদয় মোর নারী।
বড় জ্বালা—বড় জ্বালা
হে গাঙ্গেয়! আর আমি বলিতে না পারি।

ভীষ্ম। বলিবার যদি থাকে প্রয়োজন,
নির্ভয়ে শুনাও ভাই?

শি। কি বলিব,—
ইচ্ছা-মৃত্যু শান্তনু-নন্দন।
পূর্ব্ব কথা করহ স্মরণ।
রমণীর প্রতিহিংসা প্রচণ্ড বাসনা,
পার হ'য়ে বৈতরণী এসেছে হেথায়।
ত্রিভুবনে একাকিনী
পরিত্যক্তা রাজার নন্দিনী
যাতনার তীব্র শরে
সর্ব্ব অঙ্গে পাইয়াছে যে প্রচণ্ড জ্বালা,
হে কৌরব, সেই জ্বালা
সর্ব্ব অঙ্গে তোমারে করাব আমি পান।
রামজয়ী ভুবনে অজেয় ব্রহ্মচারী
কুরু-পাণ্ডবের রণে
তোমার নিধনে—শুনে রাখ,
একমাত্র মৃত্যুশর আমি।

ভীষ্ম। যতক্ষণ রব অস্ত্রধারী
প্রতিদ্বন্দ্বী যদ্যপি সংহারী নিজে আসে
তারো সাধ্য নাই বধে মোরে রণে।

শি। বৃথা তবে মম আগমন?

ভীষ্ম। বৃথা তব আগমন।

শি। শিববাক্য হইবে লঙ্ঘন?

ভীষ্ম। কভু না কভু না যুবা,
চির সত্য শঙ্কর-বচন।

শি। তোমার মরণ-বর
দিয়াছেন শঙ্কর আমারে।
ভীষ্ম। তবে তুমি নররূপে নারী?
শি। পূর্ব্বে ছিনু, আর নারী নহি
নরবর। জন্মেছিনু নারীরূপে,
মহান্ শঙ্কর
করুণা করিয়া মোরে করেছেন নর।
ভীষ্ম। চ'লে যাও সম্মুখ হইতে নারী।
আমি চির ব্রহ্মচারী,
মাতা মম দেবতা জাহ্নবী।
হেরিনু মানবীমুখ প্রথম জীবনে,
দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে
মৃত্যু ইচ্ছা জেগেছে আমার।
চলে যাও শিখণ্ডিণী।
হে বিদুর! সযতনে
স্বদেশে বালারে তুমি দাও পাঠাইয়া।
হও নর শঙ্করের বরে, তবু তুমি
নারীভিন্ন নহ অন্য আমার নয়নে।
শি। জেগেছে জেগেছে দেবব্রত?
স্বয়ম্বর সভামধ্যে
আচম্বিতে উপনীত তরুণ তপন।
যে প্রচণ্ড হুতাশন
জেলে ছিলে হৃদয়ে আমার,
একজন্ম অশ্রুজলে হ'ল না নির্ব্বাণ।
ক্রোধ কেন হে মহান্?
কাশীরাজ-গৃহ হ'তে যাচিকা হইয়া
এ ব্রহ্মচারীরে তার মুখ দেখাইতে
পশে নাই তব গৃহে কাশীরাজ-সুতা।
আজি আমি অজ্ঞ অন্ধ দ্রুপদ-নন্দন
বিধাতা প্রেরিত হয়ে
আসিয়াছি তোমার সদন।
বিধির ইচ্ছায়
মুহূর্ত্তে হইনু জাতিস্মর—পূর্ব্বজন্ম—
বিগত কল্পের মত উঠিল জাগিয়া।
জেগেছে যখন, কর আকর্ণন
তোমারে ফিরিয়ে দিব
তোমার সমস্ত জ্বালা অস্তগামী রবি।
বি। চ'লে এস পাঞ্চাল-নন্দন!
এ তরুণ দেহকান্তি
সঙ্গোপনে লুকায়েছে নিয়তির হাসি।
বিশ্ব যাঁর চরণে লুটান
মায়া হেরে যাঁরে ভয়ে সুদূরে পলায়
রে শিশু! তুই কি তারে করিবি সংহার?
হে বিশ্বজননী মায়া!
একি তব রহস্য দারুণ?

[শিখণ্ডী ও বিদুরের প্রস্থান।

ভীষ্ম। স্মিতাননে, মধুরতা
চারু আচ্ছাদনে,
রে নিয়তি আমারে বধিতে
গোপনে করিলি তীব্র বাণের সন্ধান।
চ'লে যা বিষাদরাশি—
চলে যা জীবনে ইচ্ছা
নিয়তিরে রুদ্ধ করিবার—
দুর্ব্বহ কর্ম্মের ভার পীড়নে পীড়নে
অনুতপ্ত করেছে আমারে।

(দুর্য্যোধন ও রাজগণের প্রবেশ)

দু। পিতামহ!

ভীষ্ম। এস ভাই। আসুন নৃপতিবর্গ।

দু। আমাদের উত্তর যুধিষ্ঠিরের মনোমত হয় নি। তিনি কৃষ্ণের পরামর্শে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করাই স্থির করেছেন। এরূপ অবস্থায় আমাদেরও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য। একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা কুরুক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করবার জন্য সমবেত হয়েছে। উপযুক্ত সেনাপতির অভাবে তারা পিপীলিকাগণের ন্যায় ছিন্ন-ভিন্ন না হয়, তাই এই সমস্ত নৃপতি সঙ্গে আপনার কাছে এসেছি।

ভীষ্ম। আমি কি করব, কুরুরাজ, আমাকে আদেশ কর।

দু। যাঁরা হিতাভিলাষী নিষ্পাপ সুনিপুণ ব্যক্তিকে সেনাপতি করেন, তাঁরাই যুদ্ধে জয়লাভ করেন। পিতামহ! আপনি অসুর-গুরু শুক্রের তুল্য নিষ্পাপ, আমার চিরহিতৈষী, ধর্ম্মপরায়ণ। জগতে এমন কোন বীর নাই যে, আপনাকে সংহার করতে সমর্থ। এই রাজগণের অভিপ্রায়মত আপনাকে নিবেদন করি যে, আপনি এই একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার সেনাপতি হউন।

ভীষ্ম। আপনাদের সকলেরই এই মত?

সকলে। সর্ব্ববাদিসম্মত।

ভীষ্ম। শুন দুর্য্যোধন, আমি পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ

ক'রে তোমার সৈন্যের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করলুম। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও শুনে রাখ, নৃপতিগণ, আপনারাও শুনুন—কৌরবের ন্যায় পাণ্ডবেরাও আমার প্রিয়পাত্র, সুতরাং তাঁদের সৎপরামর্শ প্রদান করাও আমার কর্ত্তব্য। যদি সম্মত হও, তবে আমাকে সেনাপতিরূপে বরণ কর।

দু। আমার তাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই পিতামহ!

১ম রা। এ সব সাধুযোগ্য কথায় কোন ক্ষত্রিয়ই প্রতিবাদ করবে না।

ভীষ্ম। কেশব, বলদেব কোন্ পক্ষ অবলম্বন করেছেন দুর্য্যোধন?

দু। বলদেব কোন পক্ষই অবলম্বন করবেন না। কেশব পাণ্ডবপক্ষে, তবে তিনি অস্ত্র ধরবেন না প্রতিজ্ঞা করেছেন।

ভীষ্ম। তা হ'লে আরও শোন। পাণ্ডবপক্ষে এক মহাবীর অর্জ্জুন ভিন্ন আমার সমকক্ষ যোদ্ধা আর নাই। তবে সে প্রকাশ্যে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে না। আমি অস্ত্রবলে সুর অসুর গন্ধর্ব্ব রাক্ষসপরিপূর্ণ বিশ্বকে প্রাণিশূন্য করতে পারি। আমি পাণ্ডব-পক্ষের সমস্ত যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করব, এমন কি কেশব অস্ত্র ধরলে তার সঙ্গেও যুদ্ধ করব, কেবল একজনের সঙ্গে করব না।

দু। কে সে পিতামহ?

ভীষ্ম। তিনি দ্রুপদ-পুত্র শিখণ্ডী।

দু। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না কেন?

ভীষ্ম। কেন সময়ান্তরে বলব।

১ম রা। শিখণ্ডী! সেই বালিকামুখ বালক? হে নারায়ণ, তার সঙ্গে আপনাকে যুদ্ধ করতে হবে না। তাকে আমরাই পথের মাঝে শেষ ক'রে দেব।

ভীষ্ম। আমি বলছি, যদি পাণ্ডবগণ আমাকে বিনষ্ট না করে, তা হ'লে আমি প্রতিদিন তাদের দশ-হাজার ক'রে সৈন্য সংহার করব। এইরূপে ক্রমে তাদের নিধন করব! শুন দুর্য্যোধন, এই আমার পণ।

দু। যথেষ্ট পিতামহ, যথেষ্ট।

১ম, রা। যথেষ্ট। আপনি দশ সহস্র ক'রে সংহার করবেন, অবশিষ্ট আমরা ধ্বংস করব।

দু। দুশো পাঁচশো ক'রে যা পারি! আপনি দশ সহস্র ক'রে সংহার করলে, আমরাও আপনাকে বেশী দিন ক্লেশ স্বীকার করতে দেব না! তা হ'লে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে দামামা দিই?

ভীষ্ম। যাও, ঘোষণা কর। আমি অকপটে বিনা কার্পণ্যে যত দিন জীবিত থাকব, তোমার পক্ষ অবলম্বন ক'রে যুদ্ধ করব।

[ভীষ্ম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ভীষ্ম। ধন্য তুমি কর্ম্মভূমি,
ধন্য তব তরুফল উদ্ভব-মহিমা।
হে পাণ্ডব,
চিরপ্রিয় হৃদয়ের ধন,
ত্রয়োদশ বর্ষ অদর্শন—
দেখিতে ব্যাকুল নেত্রে বসেছিনু আমি।
কুরুকুল জয়লক্ষ্মী পাঞ্চালীর সনে
যদি ভাই এলি স্বভবনে,
কি মমতা লভিবারে পিতামহ পাশে!
হে প্রিয়, হে শিশু পিতৃহীন—
আলিঙ্গনপ্রার্থী ওই মুক্ত হৃদিস্থলে
অজস্র অজস্র তীক্ষ্ণ সায়কসন্ধান
দিবে কি না পিতামহ স্নেহ-উপহার!
হে বিশ্বজননী মায়া!
এত দিনে বুঝিয়াছি করুণা তোমার।
মৃত্যু নহে—শিখণ্ডিনী পদছায়া তব।
হে অজ্ঞাত দেবতা বান্ধব!
রাম সনে রণে সমর-প্রাঙ্গণে,
আমারে পতন হ'তে ধরেছিলে সবে।
যদি, এখনও থাকে হে করুণা, যদি থাকে
এখনো তাদৃশ সূত্রে প্রীতির বন্ধন,
অদ্য রাত্রে বার্ত্তা মোরে করহ প্রেরণ,
জীবন-সন্ধ্যায়, আলোকিত সুবর্ণ কান্তারে
দেখাও আমারে দেব,
দয়া ক'রে দেখাও আমারে
আমার গন্তব্য কোথা স্থান!
এ কি! এ কি!
লুপ্ত স্মৃতি জাগে রে আমার!
উল্লাসে সহস্র রন্ধ্রে উঠেছে ঝঙ্কার
কম্পিতা মেদিনী পদতলে
শুষ্কবক্ষে রুদ্ধশ্বাসে
কি যেন কি যেন কথা বলে।
বুঝিতে না পারি,
ধীরে এস ধীরে এস নারী,
শুনে রাখ পণবদ্ধ ব্রহ্মচারী আমি।

(দ্যুতির প্রবেশ)

দ্যুতি। নহি নারী আমি নরোত্তম।
মৃত্তিকা-পিঞ্জরে নহে আমার জনম।
কারায় হইয়া বদ্ধ ভুলেছ আপন ;
তাই, আজি কালবশে
তোমার সকাশে
বার্ত্তারূপে মম আগমন।
বাহির হইতে নারী আজি রূপ ধ'রে
তোমারে শুনাতে বার্ত্তা আসিয়াছি স্বামী।

ভীষ্ম। স্বামী !

দ্যুতি। স্বামী।
সম্মুখে দাঁড়ায়ে তব দাসী।
ধরাপ্রবাসী অভিশাপে
নররূপে জনম তোমার,
সপ্তবসু সপ্তস্বরে
সপ্তদিকে তুলিয়াছে গান,
সপ্তদেবী তাদের রাগিণী।
অষ্টম নীরব বহুদিন
অষ্টম অভাবে
অশ্রুজলে
দিগন্ত ভাসাই ব'সে আমি বিরহিণী।

ভীষ্ম। হয়েছে স্মরণ,
তথাপি গো যতক্ষণ এ দেহ ধারণ
আমি নর, তুমি দেবী—নমস্যা আমার।
দাঁড়ায়ো না আর
মনন হয়েছে যাব ফিরে।
অবশিষ্ট মাত্র দরশন
একরথে নরনারায়ণ।
যাও দ্যুতি, কহ গিয়া প্রিয় ভ্রাতৃগণে
মিলিব তাদের সনে উত্তর অয়নে।

[ভীষ্মের প্রস্থান।

দ্যুতির গীত।

সেই দিন শেষে রবির দেশে
মোর পাশে তুমি ছিলে গো।
জলন্ত পরশে, রেখেছি স্মরণে
তুমি যে গিয়েছ ভুলে গো॥
বিপুল আঁধারে ভরিল বিশ্ব,
চকিতে সুদূরে মরিল দৃশ্য,
সারা নিশি ব'সে রচিনু তটিনী,
নীরবে নয়ন-জলে গো॥
সেই জলে আমি ঢেলেছি অঙ্গ
পুনঃ পেতে তব মধুর সঙ্গ
ভুলে বুঝি বিধি, মিলায়েছে নিধি
তুলে দেছে মোরে কূলে গো॥

[দ্যুতির প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কুরুক্ষেত্র।

শকুনি, কর্ণ, দুঃশাসন ও রাজগণ।

(নেপথ্যে—জয় কৌরবের জয় ! শকুনির জয় !)

শ। ও কি হ'ল ? যুদ্ধের প্রারম্ভেই জয়ের নাম কর্‌তেই শিয়াল চেঁচায় কেন ?

কর্ণ। চেঁচাবে না—মহারাজ বেছে বেছে এক অতি বৃদ্ধকে সেনাপতি করলেন, তাতে শৃগালের উল্লাস হবে না ত কার হবে ?

শ। তাই ত হে, এ কি হ'ল—বুক যে ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল !

দুঃ। ও মামা ! শুধু শিয়াল নয়, তোমার নামের ওই পাখীগুলো আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের সৈন্যের মাথার উপর উড়ে বেড়াচ্ছে। চারদিকে অমঙ্গল-চিহ্ন। মেঘশূন্য আকাশ থেকে অনবরত কর্দ্দম ও রুধিরবৃষ্টি হচ্ছে ! এ কি ?

শ। তাই ত অঙ্গরাজ, এ কি হচ্ছে, যুদ্ধের প্রারম্ভে এ কি সব অমঙ্গল চিহ্ন ! দেখ দেখ, আকাশে অগণ্য উল্কা-বৃষ্টি।

কর্ণ। ও সব আমার পূর্ব্বে থেকেই অনুমানে দেখা আছে। মাতুল, ও সব তুমি দেখ, দুর্দ্ধর্ষ অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করা বৃদ্ধ পিতামহ কিংবা বৃদ্ধ দ্রোণের ক্ষমতা নয়। অর্জ্জুনকে সংহার কর্‌বার একমাত্র যোগ্য রথী আমি। মহর্ষি জামদগ্ন্যের কাছে যখন আমি শিক্ষা শেষ করি, সেই সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন—কর্ণ ! তুমি আমার সমান যোদ্ধা হ'লে। সুতরাং শোন মাতুল, আমার তুল্য যোদ্ধা দ্বিতীয় নাই।

দুঃ। যা হ'বার তা হ'য়ে গেছে। অঙ্গরাজ এখন অনুশোচনা বৃথা। এখন যাতে আমার দাদার মঙ্গল হয়, তার উপায় বিধান কর।

কর্ণ। সে বিষয়ে আমাকে আর বিশেষ ক'রে বলছ কেন ভাই! মহারাজ দুর্য্যোধন আমার সখা। তার মঙ্গলে আমার মঙ্গল জেনে রাখ। যে কয়দিন বৃদ্ধ যুদ্ধ করতে পারেন করুন, তার পর আমি আছি। দুঃশাসন! আমার কাছে এক অস্ত্র আছে। এই দেখ, এর নাম একঘ্নী। এই অস্ত্রে এক জন মাত্র নিহত হবে। এ যার প্রতি প্রয়োগ করব, সে অমর হ'লেও প্রাণে বাঁচবে না। দেবরাজ ইন্দ্রকে কবচ কুণ্ডল ভিক্ষা দিয়ে আমি এই অস্ত্র লাভ করেছি। অর্জ্জুনকে সংহার করবার জন্য আমি একে তুলে রেখেছি। অর্জ্জুনের সংহার হ'লে আর কি পাণ্ডব কুরুসৈন্যকে পরাস্ত করতে পারবে? অর্জ্জুনের মৃত্যুবাণ আমার হাতে। ভয় কি দুঃশাসন!

দুঃ। তবে আর কি? তবে আর আমাদের যুদ্ধ-জয় কে রোধ করে? ডাকুক শৃগাল, পড়ুক বজ্র, ঝরুক রক্তবৃষ্টি—এ যুদ্ধে নিশ্চয়ই আমাদের জয়। অর্জ্জুন স'লে পাণ্ডবেরা সবংশে ধ্বংস হবে—এ আমি দিব্য-চক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

কর্ণ। অর্জ্জুনকে একবার মারতে পারলে, বাদ বাকী চা'র ভাইকে চার দিনে সংহার করব।

(যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

শ। অঙ্গরাজ! আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ!

ক। কি মাতুল?

শ। উৎপাত-চিহ্ন দেখলুম কেন, এতক্ষণে তার কারণ বুঝতে পারলুম।

ক। কি কারণ মাতুল?

শ। ওই দেখ—ওই দেখ—যুধিষ্ঠির রথ থেকে অবতীর্ণ হয়ে দীনবেশে আমাদের দিকে আসছে।

দুঃ। তাই ত—তাই ত—মামা, এ কি! এত দম্ভ ক'রে পাণ্ডব যুদ্ধ-ঘোষণা করলে, এখন রথ ছেড়ে—অস্ত্র ছেড়ে আমাদের কটকের দিকে আসছে কেন? সঙ্গে সঙ্গে ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেব—ওই তাদের পশ্চাতে দূরে কৃষ্ণ। ব্যাপার কি অঙ্গরাজ?

কর্ণ। ব্যাপার আর বুঝতে কি বাকী থাকে দুঃশাসন? যুধিষ্ঠির মনে করেছিল, ভয় দেখিয়ে আমাদের কাছে থেকে রাজ্যের অংশ গ্রহণ করবে। যখন দেখলে আমরা ভয় পেলুম না—এক সূচ্যগ্র তুমিও তা'কে দান করলুম না, তখন কি করে, মানের দায়ে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এখন আমাদের সৈন্য-সমাবেশ দেখে ভয়ে বোধ হয় সন্ধি করতে আসছে!

দুঃ। বোধ হয় কেন, নিশ্চয় তাই। কারও হাতে অস্ত্র নেই। আপনারা সকলে দেখতে পাচ্ছেন?

১ম রা। ঠিক দেখতে পাচ্ছি। রাজা যুধিষ্ঠির ভয় পেয়েছেন।

দুঃ। ওই দেখ ভীমার্জ্জুন সম্মুখে এসে তার পথ-রোধ করেছে।

কর্ণ। তারা জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে আসতে দিচ্ছে না।

শ। ঠিক বলেছ অঙ্গরাজ, রাজা যুধিষ্ঠির সন্ধি করতে আসছে!

কর্ণ। কৃষ্ণের প্রেরণায় সন্ধি ক'রতে আসছে। ভাইদের ইচ্ছা নয়। ওই দেখ চতুর চূড়ামণি দূরে দূরে আসছে—ভীমর্জ্জুনকে লুকিয়ে আসছে।

সকলে। সন্ধি করতে আসছে—সন্ধি করতে আসছে। জয়—রাজা দুর্য্যোধনের জয়।

দুঃ। আপনারা যত শীঘ্র পারেন, নিজের নিজের শিবিরে গিয়ে অবস্থান করুন। কি ঘটনা ঘটে, আপনারা সকলে সত্বরেই জানতে পারবেন।

[রাজাদের প্রস্থান।

কর্ণ। ও মাতুল, নিকটে থাকলে দেখার মজা হবে না। এস একটু দূরে স'রে পাণ্ডবদের কার্য্যকলাপ দেখি।

শ। ঠিক বলেছ—কিন্তু হতভাগ্যদের যে দুই একটা মিষ্টি কথা শুনাতে হবে, তার কি?

কর্ণ। ঠিক শোনাব, যথাসময়ে শোনাব মামা, তুমি ব্যস্ত হয়ো না।

[সকলের প্রস্থান।

(যুধিষ্ঠিরাদির প্রবেশ)

অর্জ্জুন। সপ্ত অক্ষৌহিণী আপনার আদেশের অপেক্ষায় অস্ত্র হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে! তাদের যুদ্ধের আদেশ না দিয়ে এ আপনি কি করছেন দাদা?

ভীম। দাদা, আমাকে আগে হত্যা কর। জীবন থাকতে আমি তোমাকে আর এক পাও এ মুখে এগুতে দেব না। তুমি কি আমাদের সমস্ত নষ্ট করবে? রাজ্য নষ্ট করেছ, মান নষ্ট করেছ, পাঞ্চালীকে রাজ-সভায় দাসীর বেশে আনিয়ে আমাদের মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত

নষ্ট করেছ। এতেও কি তোমার তৃপ্তি হয়নি ধর্ম্মরাজ? যুদ্ধ ক'রে সুখে ক্ষত্রিয়ের মরণ মরব, তাতেও তুমি বাদ সাধ্‌ছ?

নকুল। শত্রু দূরে দাঁড়িয়ে আপনার আচরণ দেখে হাস্‌ছে।

সহ। দোহাই প্রভু, যাওয়া যদি আপনি বন্ধ না করেন, অন্ততঃ একবার বলুন, কেন আপনি এই দীন-বেশে কৌরবশিবিরাভিমুখে চলেছেন?

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। হাঁ, হাঁ, বাধা দিও না ভীমসেন, বাধা দিও না ধনঞ্জয়! পথ ছাড়—মহারাজকে নির্ব্বিঘ্নে পথ চল্‌তে দাও।

ভী। এ কি বল্‌ছ কৃষ্ণ?

কৃ। ঠিক বল্‌ছি—বাধা দিও না।

অ। একটা কথা শুন্‌তেও কি আমাদের অধিকার নেই?

কৃ। না। থাকলে, ধর্ম্মরাজ বল্‌তেন।

ভী। যাও, তবে কোথায় যাবে যাও। ওই পাপিষ্ঠ দুঃশাসন, ওই দুরাত্মা কর্ণ, ওই মহাপাপ শকুনি—হাস্‌তে হাস্‌তে আমার দিকে আস্‌ছে।

কৃ। আসুক।

ভী। এখনি বাক্যবাণে আমাকে জর্জ্জরিত করবে।

কৃ। করুক।

ভী। আমি চল্‌লুম।

কৃ। না, যেতে পাবে না। চার ভাইকেই ধর্ম্ম-রাজের সঙ্গে যেতে হবে।

(দুঃশাসনাদির প্রবেশ)

শ। বা! ধর্ম্মরাজ বা!—

কর্ণ। অদ্ভুত বীরত্ব দেখাচ্ছ ধনঞ্জয়!

দুঃ। কি ভীমসেন—(বক্ষঃ দেখাইয়া) এটাকে চিরে রক্ত খাবার প্রতিজ্ঞা করেছিলে না?

কৃ। চলুন মহারাজ, আমরা আপনার অনুসরণ করি।

দুঃ। শুধু পাঁচ ভাই কেন হে?—পঞ্চবীরের প্রাণ-পুত্তলি পাঞ্চালী কই? তাকে সঙ্গে আনলেই ভাল হ'ত।

শ। আমরা মাতুলের জা'ত—আমরা চোখ বুজে থাক্‌ব—সঙ্গে নিয়ে এস যুধিষ্ঠির, পাঞ্চালীকে সঙ্গে নিয়ে এস। অনেক কষ্টে তা'কে উপার্জ্জন করেছিলুম হে—পাশা ফেল্‌তে হাতের নড়া ব্যথা হয়েছিল, নিয়ে এস ভীমসেন!

দুঃ। তোমার দাঁত কিড়িমিড়ি রোজই দেখ্‌ছি। একবার পাঞ্চালীকে দেখাও। আমার বুক, দাদার উরু—পাঞ্চালী কই—পাঞ্চালী কই?

কর্ণ। এখন কি কর্ত্তব্য মাতুল?

দুঃ। আবার কর্ত্তব্য কি! চল, আমরা দাদাকে এ সংবাদ দিয়ে আসি—আর ব'লে আসি, কোন রকমে যেন তিনি সন্ধি না করেন।

কর্ণ। সন্ধি প্রাণান্তেও করতে দেব না। প্রথমেই আমি দূত-মুখে যুধিষ্ঠিরকে নিষেধ করেছিলুম, তা' যখন সে শোনে নি, যখন দম্ভভরে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে এসেছে, তখন কখনই সন্ধি হ'তে দেব না। পাণ্ডবকুল নির্ম্মূল না ক'রে আর আমরা নিবৃত্ত হব না।

শ। তা হ'লে দুঃশাসন যা বললে, তাই করি এস। এস, দুর্য্যোধনকে ব'লে আগে থাক্‌তে সাবধান ক'রে রাখি।

কর্ণ। তাই চল—বিনা রক্তপাতে এ বিবাদের মীমাংসা হ'তে দেব না। না, না, এ কি হ'ল? সকলে মিলে পিতামহের শিবিরাভিমুখে চলেছে যে!

দুঃ। যেখানেই যাক্, সন্ধি হ'তে দিও না। দুরাত্মা ভীম আমার বক্ষোরক্ত পান করবে প্রতিজ্ঞা করেছে, দাদার উরুভঙ্গের বিভীষিকা দেখিয়েছে! ঐ দুরাত্মাকে বিনাশ কর্‌তে না পার্‌লে, কিছুতেই আমার রাগ যাবে না।

কর্ণ। কারও যাবে না। আমিও যতক্ষণ অর্জ্জুনকে বিনাশ কর্‌তে না পার্‌ছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার আর নিদ্রা হবে না। যুদ্ধ চাই—রক্ত চাই—পাণ্ডবশোণিতে তৃষিতা ধরণীর তৃপ্তি চাই।

শ। পিতামহকে কিছুতেই বিশ্বাস নেই। তিনি আমাদের চেয়েও পাণ্ডবদের ভালবাসেন! আমাদের কৌশলে, বড় অনিচ্ছায়, তিনি আমাদের পক্ষাবলম্বন করেছেন। চল, আগে থাকতেই আমরা দুন্দুভি-ধ্বনিতে ও মাগধীদের রণ-সঙ্গীতে যুদ্ধের ঘোষণা ক'রে আসি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কুরুক্ষেত্র।

রণ-সঙ্গীত।

ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরাদি।

যুধি। হে দুর্দ্ধর্ষ পিতামহ! আমি আপনাকে আমন্ত্রণ করতে এসেছি। আপনার সঙ্গে সংগ্রাম করব। আপনি অনুগ্রহ ক'রে যুদ্ধের অনুমতি দান করুন, আর আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।

ভীষ্ম। রাজন্! তুমি যদি আমার কাছে অনুমতি গ্রহণ করতে না আসতে, তা হ'লে আমি তোমাকে অভিশাপ দিতুম—তোমার পরাজয় হ'ক। এখন আমি তোমার প্রতি প্রীত হয়েছি, তুমি বর গ্রহণ কর। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমার নিবেদন শোন, আমি দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বনে যুদ্ধ করব ব'লে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছি। সুতরাং তোমার হ'য়ে আমি কোনমতেই যুদ্ধ করতে পারব না। তুমি অন্য যে কোন বর প্রার্থনা কর।

যুধি। পিতামহ! আপনি কৌরবপক্ষের হ'য়ে যুদ্ধ করুন, আর আমার হিতার্থী হয়ে আমাকে মন্ত্রণা প্রদান করুন। আমি এই বর আপনার কাছে প্রার্থনা করি।

ভীষ্ম। তথাস্তু।

যুধি। আপনি অপরাজেয়।

ভীষ্ম। আমাকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারে, এমন ব্যক্তি আমি দেখি নি। ইন্দ্র আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলে, তিনিও আমাকে পরাজয় করতে পারেন না।

যুধি। তা হ'লে আপনি কেমন ক'রে যুদ্ধে নিহত হবেন, সেই উপায় আমাকে ব'লে দিন্।

ভীষ্ম। এ যে বড় কঠিন প্রশ্ন মহারাজ!

যুধি। আমি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে আমার পক্ষের মঙ্গল কামনায় এই প্রশ্ন করছি।

ভীষ্ম। অস্ত্র হাতে থাকলে আমার পরাজয়েরও ত কোনও উপায় দেখতে পাই না মহারাজ!

যুধি। তবে কি বাতাহত মেঘের ন্যায় আমার সমস্ত সৈন্য আপনার বাণে ছিন্ন-ভিন্ন হবে?

ভীষ্ম। ধর্ম্মরাজ! এখনও আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় নি, সুতরাং এখন আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলুম না।

কৃষ্ণ। প্রয়োজন নেই—উত্তর আপনি পেয়েছেন ধর্ম্মরাজ! এখন পিতামহকে প্রণাম ক'রে, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ন।

ভীষ্ম। এই যে কেশব তোমার সঙ্গে রয়েছেন। তবে আর জয়ের জন্য ব্যাকুল হয়েছ কেন? যাও, তোমরা ধর্ম্মানুযায়ী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। আমার সমস্ত সৈন্য প্রস্তুত হ'য়ে আমার আদেশের অপেক্ষা করছে।

অর্জ্জু। পিতামহ! আপনার অঙ্গে আমি কেমন ক'রে অস্ত্র নিক্ষেপ করব?

ভীষ্ম। ক্ষত্রিয় রণক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী ব'লেই জানে। তখন সে তার অন্য সমস্ত সম্পর্ক বিস্মৃত হয়! তুমি শৈশবে আমাকেই পিতা ব'লে ডাকতে; আমি অতি কষ্টে তোমাকে বুঝিয়েছিলুম, যে, আমি তোমার পিতামহ। সে আদরের নিধি তুমি—সর্ব্বগুণালঙ্কৃত ধনঞ্জয়! আমিই বা তোমার অঙ্গে কেমন ক'রে বাণ নিক্ষেপ করব? যাও, এই মোহকর দুর্ব্বলতায় ক্ষাত্রধর্ম্ম থেকে যেন কোনও রকমে বিচ্যুত হ'য়ো না।

যুধি। তবে অনুমতি করুন, আমরা শ্রীচরণে প্রণাম ক'রে বিদায় গ্রহণ করি।

কৃষ্ণ। পিতামহ! আমরা বালক—যুদ্ধের দুরূহ সমস্যা মীমাংসা করতে অক্ষম! আপনি বৃদ্ধ, বিজ্ঞ, তপস্বিপ্রধান, জগতে শ্রেষ্ঠ রণবিশারদ। আপনি আমাদের জয়াশীর্ব্বাদ করুন। এমন কথা বলুন, যা স্মরণ করলে এই ধর্ম্মযুদ্ধে, আমাদের জয় হয়।

ভীষ্ম। কেশব! আমি মহাত্মাদের মুখে এই আপ্ত বাক্য শুনেছি,—যেখানে কৃষ্ণ সেখানে ধর্ম্ম, যেখানে ধর্ম্ম, সেখানে জয়।

জয়োঽস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।

যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্ম্মো যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ॥

হে পাণ্ডুপুত্রগণ! শুন, তোমাদের জয় কা'রও আশীর্ব্বাদ-বাক্যের অপেক্ষা রাখে না। ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে আমি প্রাণপণ ক'রে দুর্য্যোধনের জন্য যুদ্ধ করব। সেই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অব্যাহত রেখে আশীর্ব্বাদ করি—এই যুদ্ধে তোমাদের মঙ্গল হ'ক।

কৃষ্ণ। পিতামহ! আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য প্রণাম।

[যুধিষ্ঠিরাদির প্রস্থান।

(দুর্য্যোধনাদির প্রবেশ)

দু। পিতামহ! প্রণাম করি।

ভীষ্ম। এস ভাই ; সূর্য্যোদয়ের আর বিলম্ব নাই। পূর্ব্বাকাশে অরুণাগম সূর্য্যোদয়ের সূচনা করছে। ভগবান্‌কে স্মরণ ক'রে এই শুভমুহূর্ত্তে যুদ্ধারম্ভ করতে রথিগণকে আদেশ কর।

দু। তা তো করব, কিন্তু যুদ্ধের প্রারম্ভেই একটা বিষম সংশয় উপস্থিত হয়েছে।

ভীষ্ম। কি সংশয়, বল ?

দু। আমার মনে হচ্ছে, আপনি পাণ্ডবের বিপক্ষে কৃপালু হ'য়ে যুদ্ধ করবেন—আপনি আমার হয়ে মনোযোগ-সহকারে যুদ্ধ করবেন না।

ভীষ্ম। মনে তোমার সহসা এরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হ'ল কেন ?

দু। শুধু আমার নয় পিতামহ, আমার প্রিয়সখা অঙ্গরাজেরও মনে এই আশঙ্কা উপস্থিত হয়েছে।

ভীষ্ম। দুর্য্যোধন! তুমি এই নীচজাতি সূতপুত্র কর্ণের কথায় সহসা এরূপ উত্তেজিত হয়ো না।

কর্ণ। দেখুন পিতামহ! আপনি আমাকে এরূপ অযথা তিরস্কার করবেন না। আপনি যখনই অবকাশ পান, তখনই আমার প্রতি তীব্র ভাষা প্রয়োগ করেন।

সূতো বা সূতপুত্রো বা যোঽহং সোঽহং ভবাম্যহম্।
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তন্তু পৌরুষম্॥

সূতই হই, সূতপুত্রই হই, আমি যে হই না কেন, আমি স্বধর্ম্ম কখন পরিত্যাগ করি না। আমি দৈবাধীন কৌলীন্যগর্ব্ব না ক'রে, নিজের পৌরুষের গর্ব্ব করি। আমি মহারাজ দুর্য্যোধনের শ্রেষ্ঠ-হিতৈষী ব'লেই নিজেকে মনে করি।

দু। রাজা যুধিষ্ঠির আপনার কাছে এসেছিলেন কেন ?

ভীষ্ম। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ ব'লে এসেছিলেন। আমি গুরুজন, এই জন্য ধর্ম্মানুসারে তিনি আমার কাছে যুদ্ধের অনুমতি নিতে এসেছেন।

দু। বেশ, তা আসুন, তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। এখন আপনাকে যা' নিবেদন করতে এসেছি, তা' শুনুন। আপনি কৌরবসৈন্যের সেনাপতি। সুতরাং আমার মঙ্গল সম্বন্ধে আপনাকে প্রশ্ন করতে আমার অধিকার আছে।

ভীষ্ম। শুধু প্রশ্ন কেন কুরুরাজ, আমার প্রতি আদেশ করতেও তোমার অধিকার আছে।

দু। তা হ'লে আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনি কতদিনে পাণ্ডবগণকে সসৈন্যে সংহার করতে পারবেন ? আচার্য্য মহামতি দ্রোণকে আমি এই প্রশ্ন করেছি। তিনি অকপটে আমাকে বলেছেন, "আমি অতি বৃদ্ধ ক্ষীণপ্রায়, তথাপি আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যদি আমার মৃত্যু না হয়, তা হ'লে আমি একমাসে পাণ্ডবদের সসৈন্যে সংহার ক'রব।"

ভীষ্ম। আমিও অতি বৃদ্ধ, তার উপর আচার্য্য দ্রোণের অপেক্ষা অধিক বীরত্বের গৌরব করি না। আমিও বলছি, যদি আমার মৃত্যু না হয়, তা, হ'লে একমাসের মধ্যে সসৈন্যে পাণ্ডবকে সংহার করব।

কর্ণ। তবে ত ভারি যুদ্ধ করবেন পিতামহ। প্রবল একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিনায়ক হ'য়ে, দুর্ব্বল সপ্ত অক্ষৌহিণীকে একমাসে ধ্বংস করবেন, রাম-বিজয়ীর এ গর্ব্ব না করাই ছিল ভাল। মহারাজ, আমি পাঁচদিনে সংহার করব।

ভীষ্ম। রাধেয়! তুমি জাতির অনুরূপ গর্ব্ব করেছ। তুমি অর্জ্জুনকে কখন বাসুদেবের সঙ্গে এক রথে দেখ নি, তাই এই বালকোচিত মতিহীনের মত কথা কইতে সাহস করলে। সূতপুত্র! একবার সে যুগল মূর্ত্তি একরথে দেখলে, আর তোমার মুখ দিয়ে এরূপ বাক্য নির্গত হবে না।

কর্ণ। সে আপনি মাসখানেক ধ'রে দেখুন।

ভীষ্ম। একক অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধেই তোমাদের বীরত্বের মূল্য তোমরা বুঝতে পেরেছ। ঘোষযাত্রায় গন্ধর্ব্বের সঙ্গে যুদ্ধে যখন দুর্য্যোধনের স্ত্রীপুত্রগণকে গন্ধর্ব্বেরা কেড়ে নিয়েছিল, তখন তুমি কোথায় ছিলে ? বিরাট-রাজ্যে গোধন-হরণ কালে, যখন অর্জ্জুন দুর্য্যোধনাদিকে নিদ্রিত ক'রে, তাদের বস্ত্রহরণ করেছিল, তখনই বা তুমি সে প্রান্তরের কোন্ তরুতলে নিদ্রিত ছিলে ?

কর্ণ। তিরস্কার শুনতে আসি নি পিতামহ, আমি রাজা দুর্য্যোধনের মঙ্গলার্থী হয়ে আপনার কাছে এসেছি। যদি আপনি পাণ্ডবনিধনে কার্পণ্য করেন, তা হ'লে এখনও সময় থাকতে সগৌরবে যুদ্ধ হ'তে অবসর গ্রহণ করুন।

ভীষ্ম। সেনাপতি হবে কে ?—তুমি ?

কর্ণ। আমিই সেনাপতি হব।

ভীষ্ম। তুমি! তবে কিছু অপ্রিয় সত্য শুন রাধেয়! আচার্য্য দ্রোণ অতিরথ। কৌরবপক্ষে আমি

ভিন্ন তাঁর সমতুল্য যোদ্ধা আর কেউ নেই। তিনি ছাড়া আমাদের বীরগণের মধ্যে অনেক রথী আছেন। দুর্য্যোধন রথী, দুঃশাসন রথী, এমন কি এই নীচ সুবল-নন্দন শকুনি, তাতেও রথিত্বের অনেক লক্ষণ আছে। কিন্তু রাধেয়! তোমাতে তা নেই! সহজাত কবচ-কুণ্ডল-হীন, প্রতারণায় ধনুর্ব্বেদ-শিক্ষাকারী দাম্ভিক অঙ্গরাজ, তুমি অর্দ্ধরথী, পাঁচদিনে তুমি গাণ্ডীবীকে সংহার করবে! পাঁচদণ্ড তার বাণের মুখে দাঁড়িয়ে থাকবার তোমার শক্তি নাই।

কর্ণ। তবে শুন রাজা দুর্য্যোধন! আমি প্রতিজ্ঞা করলুম, এই আত্মশ্লাঘাকারী মহাত্মা পরশুরামের কৃপায় পরশুরাম-বিজয়ী কুরুবৃদ্ধ যত দিন জীবিত থাকবেন, তত দিন এ যুদ্ধে আমি অস্ত্র ধরব না। বৃদ্ধ ম'লে আমি আবার অস্ত্র ধ'রে তোমার হয়ে পাণ্ডব-সৈন্য সংহার করব।

[কর্ণের প্রস্থান।

দুঃ। কি করলেন পিতামহ! আমার একমাত্র অন্তরঙ্গ সখা, সর্ব্বদা আমার হিতৈষী কর্ণের সাহায্য থেকে আমাকে বঞ্চিত করলেন!

ভীষ্ম। সে তোমার হিতৈষী? না দুর্য্যোধন, মুখে কার্য্যে অঙ্গরাজ তোমার হিতৈষিতা করে বটে, কিন্তু ফলে সে হিতৈষী নয়। মূর্খ রাজা, শুনলে না—সত্যবাদী কর্ণ আমার মৃত্যুঘোষণা ক'রে গেল! যাও, এ সঙ্কল্প ক'রে অস্ত্র ধরেছি, যত দিন পর্য্যন্ত অস্ত্র ধরতে অসমর্থ না হব, তত দিন পর্য্যন্ত অস্ত্র পরিত্যাগ করব না। প্রতিদিন দশ সহস্র সৈন্য সংহার করব। যত দিন যুদ্ধ করব, এক দিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও যুদ্ধে কৃপণতা করব না। পাণ্ডবদিগের সংহার করা যদি আমার সাধ্য হয়, তাদের সংহার করতে ইতস্ততঃ করব না।

দু। পিতামহ! এ হ'তে করুণার কথা আমি প্রত্যাশা করিনি। আপনি আমাকে ক্ষমা ক'রে যুদ্ধারম্ভ করুন।

[দুর্য্যোধনাদির প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বলদেব ও সাত্যকি।

বল। কি রে সাত্যকি, কি রে ভাই, মুখ বিমর্ষ ক'রে দাঁড়িয়ে কেন?

সা। যাও, যাও—তোমার ওপর আমার অশ্রদ্ধা হ'য়ে গেছে।

বল। আরে দূর, ও কথা কি বলতে আছে রে ছোঁড়া! কেশব আমার চরণে মাথা নোয়ায়, আর তুই কি না বললি, অশ্রদ্ধা হয়েছে! ফের বললে তোর কান ম'লে দেব। শালা, ও কথা বললে কেশবের অমর্য্যাদা হয়, তা জানিস?

সা। তুমি যে বলালে, তা হ'লে বলব না কেন?

বল। আমি কি বলালুম?

সা। যে দিন রাজা দুর্য্যোধন তোমাদের দুই ভাইকে বরণ করতে যায়, সে দিন তুমি কি বলেছিলে!

বল। কি বলেছিলুম?

সা। এই ত, চব্বিশ ঘণ্টাই মধুপানে মত্ত—তোমাতে কি পদার্থ আছে?

বল। সে কি রে সাত্যকি, আমাতে পদার্থ নেই?

সা। কই? দেখতে ত পাচ্ছি না!

বল। দূর মূর্খ! আজও পর্য্যন্ত তুই আমাকে চিনতে পারলি নি! তা হ'লে তোর কৃষ্ণভক্তির বহর কই?

সা। কেন, তুমি কি?

বল। আমি কি? আমি কি? হাঁ রে শালা, আমি কি? আবার কি? আমি হলধর, আমি বলদেব—আমি সঙ্কর্ষণ—আমি আছি তাই তোদের কেশব আছে। কেশবেরও দেহ কি মাটীতে গড়া রে হতভাগা! তার পায়ের নখটি থেকে আরম্ভ ক'রে মাথার চূড়ার শিখিপুচ্ছটি পর্য্যন্ত সমস্তই চিন্ময়! চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম। আমি হলধর। চিন্ময় বাসুদেবের চিত্তক্ষেত্রে দিবারাত্র নিদ্রাশূন্য হয়ে হল-চালনা করছি। সেই জন্যই না তোদের কেশব লীলা করছে! নইলে তোদের লীলা কে দেখাত রে? আমি সঙ্কর্ষণ, প্রাণের সমস্ত তন্ত্রী দিয়ে সেই বিরাট পুরুষকে আকর্ষণ করেছি, তার চিন্ময় দেহকে মৃন্ময়ের আভাস দিয়েছি। ওরে ভাই, সে কি অল্প ক্ষমতার কাজ? তাই আমি বলিশ্রেষ্ঠ

বলদেব। মুনি ঋষি ধ্যান ক'রে যাকে ধর্‌তে পারে না, সূর্য্য চন্দ্রের কিরণ যার কাছে পৌঁছতে পারে না, তোরা তাকে নিত্য চোখের উপর দেখ্‌ছিস—দেখে কখন আনন্দ, কখন অভিমান কর্‌ছিস্‌, মা যশোদা তাকে এক দিন দড়ি দিয়ে বেঁধেছিল, রাখাল-বালকেরা তার ঘাড়ে পিঠে চেপেছিল রে! আমি যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য আকর্ষণ ছেড়ে দিই, তা হ'লে বাসুদেব যে বিরাট—আবার সেই বিরাট; ভাব দেখি ভাই, আমাতে কত বল। দিবারাত্রি মধুপান করি কেন, তা বুঝ্‌লি?

সা। গায়ের ব্যথা মার।

বল। ব্যথা মার্‌ব কি রে শালা! আমার কি গা' আছে যে, তাতে ব্যথা লাগবে? আমি মধুপানে সমস্ত মত্ততা—আমার কাছে ধ'রে রেখে দিয়েছি। তাই বাসুদেব দিবানিশি অপ্রমত্ত।

সা। তা এ মত্ততা তোমার বাসুদেবকে দেখাও আর্য্য, আমার আজ আর তা দেখ্‌বার হৃদয় নেই!

বল। কেন সাত্যকি?

সা। আজ অষ্টাহ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ চলছে তা জান?

বল। তা আর জান্‌তে হবে কেন সাত্যকি? সে ত দেখতেই পাচ্ছি—প্রকৃতির আকারে দেখ্‌তে পাচ্ছি, ইঙ্গিতে দেখ্‌তে পাচ্ছি। অসংখ্য বীরের দেহে প্রান্তর আচ্ছন্ন হয়েছে, তাতে বুঝ্‌তে পার্‌ছি ভাই।

সা। এ সব নরদেহ কাদের তা বুঝ্‌তে পেরেছ?

বল। কাদের?

সা। সমস্ত পাণ্ডবসৈন্যের দেহ।

বল। সমস্ত?

সা। সমস্ত। কুরুপক্ষীয় অতি অল্প সৈন্যই হত হয়েছে। কুরুপক্ষের সেনাপতি স্বয়ং পিতামহ ভীষ্ম। তিনি এমন বীরত্বের সহিত,—এমন রণকৌশলের সহিত কৌরবদিগকে রক্ষা ক'রে যুদ্ধ করছেন যে, পাণ্ডবপক্ষীয় কোনও বীর, তাঁর সৈন্যব্যূহ ভেদ ক'রতে পার্‌ছে না।

বল। সেই জন্যই কি তুমি বিমর্ষ?

সা। সে জন্য তত নয়, কেন না রণক্ষেত্রে দেহ-ত্যাগ—ক্ষত্রিয়ের এর চেয়ে গৌরবের মরণ আর কি আছে? বিমর্ষ তোমার জন্য। আর্য্য, তোমার বাক্য মিথ্যা হ'ল?

বল। আমি কি বলেছি?

সা। তাই ত বলি, তুমি সদা প্রমত্ত—কথায় কথায় আত্মবিস্মৃত—তোমার কথার মূল্য কি?

বল। আরে মর্‌—বল্‌ না? নতুন ক'রে মনে করি।

সা। দুর্য্যোধন বলেছিল কৃষ্ণকে চাই না! তাই শুনে তুমি বলেছিলে, এমন কথা যে দুর্ম্মতি বলে, তার ধ্বংস অনিবার্য্য। কেমন, মনে ক'রে দেখ দেখি, এ কথা তুমি বলনি?

বল। এ কথা বল্‌তে পারি, ভাই! কিন্তু দুর্য্যোধনকে অভিশাপ দিই নি। সে শিষ্য, তাকে অভিশাপ দেওয়া ত সম্ভব নয়। যা বলি, যা করি সাত্যকি, দুর্য্যোধনের উপর আমার স্বাভাবিক একটা মমতা আছে।

সা। তা হ'লেই ত তোমার কথা মিথ্যা হ'ল।

বল। দেখ সাত্যকি, যে কৃষ্ণকে ত্যাগ করে, তার ধ্বংস ভিন্ন ত অন্য গতি নাই! তার পরিণাম ত অন্যের কথার অপেক্ষা রাখে না।

সা। সুধু কি চাইনি ব'লে সে কেশবের অপমান করেছে? সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে কেশব কুরু-সভায় গমন করেছিলেন। পাষণ্ড কৌরব সন্ধি করা দূরে থাক, কেশবকে অসহায় মনে ক'রে তাঁকে বাঁধতে এসেছিল।

বল। সাত্যকি, আর বলিস্‌ নি! আমি তোর মনের কথা বুঝেছি। তুই দুর্য্যোধনের উপর আমার প্রচণ্ড ক্রোধোদ্রেকের চেষ্টায় আছিস্‌। কিন্তু সাত্যকি, কেশব যখন পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করেছেন, তখন কৌরবের ধ্বংসে আর আমার ক্রোধের প্রয়োজন হবে না। আমি এই জন্যই এই কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে নির্লিপ্ত। আমি এসেছি কেন জানিস্‌? শুনলুম, শান্তনু-নন্দন এমন অদ্ভুত যুদ্ধ কর্‌ছেন যে, তাতে কেশবকে পর্য্যন্ত বিব্রত হ'তে হয়েছে।

সা। এমন যুদ্ধ দেবতা-গন্ধর্ব্বে দেখে নি। আজ অষ্টাহ যুদ্ধ, এই অষ্ট দিবসে ভীষ্ম প্রতি রণ-শেষে দশ সহস্র ক'রে সৈন্য সংহার করছেন। ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, প্রতিদিন দশসহস্র ক'রে সৈন্য সংহার ক'রে পাণ্ডবগণকে সসৈন্যে বিনাশ কর্‌বেন।

বল। দেখ্‌ শালা, আমি মাতাল—না তুই মাতাল? সত্যব্রত শান্তনুনন্দন কখন এমন প্রতিজ্ঞা কর্‌তে পারেন না।

সা। করেছেন—আর পারেন না!

বল। ফের বল্‌লে তোকে মেরে ফেল্‌ব। সত্যব্রত ভীষ্ম জানেন, যে পক্ষে কৃষ্ণ, সেই পক্ষে জয়। এ জেনেও কি তিনি ওরূপ প্রতিজ্ঞা করতে পারেন?

সা। ভাল, আজও ত যুদ্ধের অবসান হ'ল—সত্য কি মিথ্যা এখনি ধর্ম্মরাজের কাছে শুনতে পাবে। (নেপথ্যে দুন্দুভিধ্বনি।) ওই শুন, কৌরব-পক্ষের উল্লাস—আজিও বুঝি ভীষ্ম রণাবসানে দশ সহস্র পাণ্ডবসৈন্য সংহার করলেন। তাই ত আর্য্য, এ কি হ'ল? যে রথে নারায়ণ সারথি, নর রথী, সে রথ নিত্য নিত্য পরাজয়ের অপমান বহন ক'রে ফিরে আসবে! পাণ্ডবদের জন্য এখন যত চিন্তা না হ'ক, তোমাদের মর্য্যাদার জন্য যে আমি ব্যাকুল হলুম।

(কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অ। এ কি হ'ল বাসুদেব? প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, পিতামহকে আজ এক মুহূর্ত্তের জন্য অবসর দেব না। তুমি সাক্ষী, সকাল থেকে যুদ্ধারম্ভ ক'রে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবিরাম বাণ নিক্ষেপ করেছি। সব্যসাচী আমি—যুদ্ধে উভয় হস্তই আমার সমভাবে কার্য্য করে। সেই দুই হস্ত সমভাবে পিতামহের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করেছে। সঙ্কল্প করেছিলুম, আজ আর পিতামহকে কোনওক্রমে সৈন্যসংহার করতে দেব না। তবু পিতামহকে নিরস্ত করতে পারলুম না! কেন পারলুম না, আর কোন্ সময়ে পারলুম না—আমাকে বল?

কৃষ্ণ। পিতামহ যুদ্ধে কখন ক্লান্ত হন নি, কিন্তু সখা, তুমি হয়েছিলে। এক লহমার জন্য তুমি একবার মাথার ঘাম মুছেছিলে, সেই অবকাশে বৃদ্ধ তোমার দশ সহস্র সৈন্য নিধন করেছেন।

অ। কেশব! শুনে আমার অস্ত্রক্ষত দেহ পুলকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল! আমি আজ ভাগ্যবশে এমন বীরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছি, যে বীর চক্ষের পলক পড়তে যত সময় লাগে, সেই সময়ের জন্য আমি একটু অন্যমনস্ক হয়েছি ব'লে, আমার দশ সহস্র সৈন্য সংহার করলেন! কেশব! তুমি আদেশ কর, আমি অস্ত্র পরিত্যাগ করি। মেদিনী ত সামান্য ভূমি—আমাদের এই তুচ্ছ স্বার্থ—এর জন্য মেদিনীকে এমন অমূল্য নিধি থেকে বঞ্চিত করতে হবে! রাজ্য চাই না, ত্রিলোকীর ঐশ্বর্য্য কামনা করি না, তুমি আমার এমন অমূল্য পিতামহকে জীবিত রাখ।

বল। ঠিক বলেছ ধনঞ্জয়, তোমার মহত্ত্বেরই অনুরূপ কথা বলেছ। গোবিন্দ, পিতামহকে জীবিত রাখ।

কৃষ্ণ। এ কি দাদা! আপনি এখানে কখন এলেন?

বল। এই ক্ষণপূর্ব্বে এসেছি।

কৃষ্ণ। কেন এলেন?

বল। কেন এলুম, এ কথা জিজ্ঞাসা করলি কৃষ্ণ?

কৃষ্ণ। না দাদা, এ সময় আপনার এখানে আসা ভাল হয় নি!

বল। কেন?

সা। আবার কেন? কেশব যখন বলেছেন ভাল হয় নি, তখন নিশ্চয় ভাল হয় নি।

বল। তুই থাম। কেন কৃষ্ণ?

সা। কেন, আমি বল্‌ছি। তোমার আসার মূল্য কি?

বল। সাত্যকি, তুই মলি।

সা। তুমি নিরপেক্ষ। তুমি ত আর আমাদের হয়ে যুদ্ধ করবে না।

বল। কেন কৃষ্ণ?

কৃষ্ণ। ওই ত সাত্যকি বল্‌লে! আপনি নিরপেক্ষ। আপনি এখানে এলে, কৌরবেরা সন্দেহ করতে পারে যে, আপনি আমাদের হিতার্থে এখানে এসেছেন।

বল। তারা আমার চরিত্রের উপর সন্দেহ করবে?

কৃষ্ণ। সন্দেহ করবার কারণ হবে। আমরা এখনি ভীষ্মবধের পরামর্শ করব।

বল। কেমন ক'রে ভীষ্মকে বধ করবে? এই ত শুনলুম, ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, প্রতিদিন দশ সহস্র সৈন্য সংহার ক'রে পাণ্ডবদের সসৈন্যে বিনাশ করবেন। সে সত্যনিষ্ঠের প্রতিজ্ঞা। তা হ'লে কেমন ক'রে তুমি সেই সময়ে অজেয় ব্রহ্মচারীকে বধ করবে?

কৃষ্ণ। ভীষ্ম ত এরূপ প্রতিজ্ঞা করতে পারেন না দাদা!

বল। কেন, এই ছোঁড়া ত এই কথা বল্‌লে!

সা। শোন, শোন—আমার দিকে অমন ক'রে কট্‌মট্ ক'রে চায় না।

কৃষ্ণ। সাত্যকিও শুনেছে। তবে সে সম্পূর্ণ প্রতিজ্ঞার কথা শোনে নি। গঙ্গানন্দন বলেছেন, "যদি আমি যুদ্ধে হত না হই, তা হ'লে পাণ্ডবদের সসৈন্যে সংহার করব।"

বল। কি রে শালা ?

সা। যাও, যাও—তুমি বেঁচে গেলে। তোমাকে কি আমি ছাড়তুম ? আজ যদি কেশব ভীষ্মবধের কথা মুখে না তুলতেন, তা হ'লে কাল প্রাতঃকালে তোমাকে আমি রণক্ষেত্রে দাঁড় করাতুম। বলিশ্রেষ্ঠ তোমাকে দিয়ে আমি কুরুকুল নির্ম্মূল করাতুম।

কৃষ্ণ। দাদা! সেই অজেয় ব্রহ্মচারী, সেই নিরপরাধ নির্ব্বিরোধ, কুরু-পাণ্ডব উভয় কুলেরই হিতৈষী মহাপুরুষের দেহ-নাশের পরামর্শ করতেই হবে। পাপসংসর্গে তাঁকেও মলিন হ'তে হয়েছে। তাই দেবব্রত গঙ্গানন্দনকে আমরা বধ ক'রে মুক্তিদান করব। সুতরাং আপনি আর মুহূর্ত্তের জন্যও এখানে দাঁড়াবেন না!

বল। আমি চললুম। আমি দেখছি সমস্ত রাজার বিনাশকাল নিকটবর্ত্তী হয়েছে। এ মাংস-শোণিতময় সংগ্রাম আমি দেখতে পারব না। পাণ্ডবগণের ন্যায় দুর্য্যোধনও আমার প্রিয়পাত্র। তুমি অর্জ্জুনের প্রতি মমতাবশে তার প্রতি অকরুণ হয়েছো। অথচ তোমা ব্যতিরেকে অন্য লোককে আমি অবলোকন করি না। সুতরাং আর আমি এখানে থাকব না। যত দিন না এই যুদ্ধের শেষ হয়, তত দিন আমি তীর্থভ্রমণে যাত্রা করলুম।

সা। যেখানেই যাও, যে সঙ্কল্পেই যাও, শুন আর্য্য, আমাকে তুমি এড়িয়ে যেতে পারবে না। যদি প্রয়োজন বুঝি, যেখানেই থাক, স্মরণমাত্রেই তোমাকে আমার কাছে উপস্থিত হ'তে হবে। এই ভীষ্মযুদ্ধে আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র হচ্ছ তুমি। যদি জনার্দ্দনের সঙ্গে একরথে উপবিষ্ট হয়েও তৃতীয় পাণ্ডব শত্রুসংহারে অকৃতকার্য্য হন, তা হলে বলিশ্রেষ্ঠ, তোমাকে দিয়েই আমি পাণ্ডব-রিপুকুল নির্ম্মূল করাব।

বল। সাত্যকি! এই সামান্য মাত্র সময়ের কথোপকথনে কেশবের এক ইঙ্গিতে বুঝেছি, এ যুদ্ধে আমাকে আর প্রয়োজন হবে না।

অর্জ্জুন। কেশব, ক্ষান্ত হও—এরূপ লোক-বিগর্হিত কাজে আর আমাকে উত্তেজিত করো না। মহানুভব গুরুজন গঙ্গাদত্ত চিরপবিত্র শান্তনুনন্দন! তাঁর পিতৃতুল্য স্নেহেই আমি বর্দ্ধিত হয়েছি। কেশব, তাঁরে বিনাশ না করে যদি ইহলোকে আমাকে ভিক্ষান্ন ভোজন ক'রতে হয়, তাও শ্রেয়ঃ। এমন পিতামহকে বধ করলে ইহকালেই আমাকে রক্তলিপ্ত অন্ন ভোজন করতে হবে।

কৃষ্ণ। যুদ্ধারম্ভে তোমার সমস্ত মোহ দূর করে দিয়েছি আবার তুমি ক্লীবত্ব অবলম্বন করলে ধনঞ্জয়? হৃদয়ের দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ ক'রে ভীষ্মনাশে বদ্ধপরিকর হও।

(যুধিষ্ঠির ও দ্রুপদাদি রাজগণের প্রবেশ)

যুধি। কৃষ্ণ! পিতামহের বধোপায় যদি কিছু থাকে, আমাকে বল; যদি না থাকে, তা হ'লেও বল। আমি চারি ভাই ও দ্রৌপদীকে নিয়ে আবার বনগমন করি। এরূপ ভাবে স্বজনক্ষয় আর আমি দেখতে পারি না। অর্জ্জুন মনোযোগ দিয়ে যুদ্ধ করছে না। কেবল বৃকোদরের উপর আমার নির্ভর। কিন্তু পিতামহের সঙ্গে যুদ্ধে একক বৃকোদর আমার কি সাহায্য করবে?

দ্রু। এরূপ যুদ্ধ আর এক দিন হ'লে আর পাণ্ডবের যুদ্ধজয়ের আশা থাকবে না।

বি। এরই মধ্যে আমি একরূপ নির্ব্বংশ হয়েছি। আমার পুত্র উত্তর ও শ্বেত উভয়েই প্রাণবিসর্জ্জন দিয়েছে। মৎস্যরাজ্যের প্রতিনিধি এখন একরূপ আমি।

দ্রু। যদি বুঝতে পারেন বাসুদেব, ভীষ্মের সংহার হবে না, তা হ'লে এই আত্মীয় রাজাদের বংশলোপ ক'রে ফল কি?

যুধি। বল কৃষ্ণ, শীঘ্র আমাকে, ভীষ্মবধের উপায় বল?

(শিখণ্ডীর প্রবেশ)

শি। উপায় ত আমি—সর্ব্বদাই আপনাদের সন্নিকটে উপস্থিত রয়েছি মহারাজ! আমি ভিন্ন আর কেউ সে দুর্দ্ধর্ষ বীরকে সংহার করতে পারবে না। স্থিরবুদ্ধি বাসুদেব! আপনি আমাকে ভীষ্মবধের আদেশ করুন। এই সমস্ত বীর্য্যাভিমানী রাজার মত বালক ব'লে আপনিও আমাকে উপেক্ষা করবেন না। আমি ভিন্ন আর কেউ ভীষ্মকে বিনাশ করতে পারবে না।

কৃষ্ণ। অপেক্ষা কর শিখণ্ডী, আমি এখনি তোমার আবেদনের উত্তর দিচ্ছি! সাত্যকি! শীঘ্র ধৌম্য

পুরোহিতের শিবিরে যাও। যদি তিনি শিবিরে থাকেন, তা হ'লে তাঁকে আমার প্রণাম জানিয়ে মহারাজের শিবিরে পদধূলি দিতে বল।

(ধৌম্যের প্রবেশ)

ধৌম্য। স্মরণমাত্রেই এই যে আমি এসেছি কেশব!

কৃষ্ণ। গূঢ় সংবাদ যা জান্‌তে গিয়েছিলেন, তা জেনেছেন?

ধৌম্য। জেনেছি, জেনেই আমি তোমাকে সংবাদ দিতে আসছি।

কৃষ্ণ। সংবাদ সত্য?

ধৌম্য। সত্য। তিনি প্রথম দিবসেই ভীষ্মের সঙ্গে কলহ ক'রে অস্ত্রত্যাগ করেছেন। কৌরবেরা অতি যত্নে এ সংবাদ গোপন রেখেছে। এমন কি, দু এক জন আত্মীয় অন্তরঙ্গ ছাড়া, কৌরবসৈন্যের মধ্যেও কেউ এ রহস্য জানে না।

কৃষ্ণ। সংবাদদানে আমাকে নিশ্চিন্ত করলেন ব্রাহ্মণ।

অ। এ কার কথা বল্‌ছ সখা?

কৃষ্ণ। অপেক্ষা কর সখা, এখনি সব জান্‌তে পারবে। (ধৌম্যের প্রতি) আমাদের আবেদনটাও কি তাকে শুনিয়েছিলেন?

ধৌম্য। শুনিয়েছিলুম। তাতে তিনি আপনাকে প্রণাম জানিয়ে বলেছেন, আপনার আবেদন রক্ষা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব! তিনি প্রতিজ্ঞা ক'রে একবার যখন কৌরবপক্ষ গ্রহণ করেছেন, তখন তাদের পরিত্যাগ ক'রে পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন কর্‌তে পারবেন না।

অ। এ কোন্ বীরের কথা বল্‌ছেন তপোধন?

ধৌ। মহাবীর কর্ণ। তিনি মহামতি ভীষ্মের সঙ্গে কলহ ক'রে প্রতিজ্ঞা করেছেন, যত দিন ভীষ্ম এ যুদ্ধের সেনাপতি থাক্‌বেন, তত দিন তিনি অস্ত্র ধরবেন না।

অ। কর্ণকে রণক্ষেত্রে না দেখে পূর্ব্বেই আমি বিস্মিত হয়েছিলুম। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতির কারণ বুঝতে পারি নি। মহাবীর কর্ণ কি কৌরব-সঙ্গ ত্যাগ করেছেন?

ধৌ। একেবারে ত্যাগ করেন নি। যত দিন ভীষ্ম জীবিত থাক্‌বেন, তত দিন তিনি যুদ্ধ কর্‌বেন না। যদি ভীষ্মের নিধন হয়, আবার তিনি অস্ত্র গ্রহণ কর্‌বেন।

যুধি। তা'তে কি হ'ল কৃষ্ণ? ভীষ্মবধ না হ'লে ত আমরা গেলুম।

কৃষ্ণ। নিশ্চিন্ত হ'ন মহারাজ! ভীষ্মবধের উপায় হয়েছে। যাও শিখণ্ডী, শিবিরে অন্য রাত্রির মত সুখনিদ্রায় বিশ্রাম গ্রহণ কর। কাল তুমি যুদ্ধের সেনাপতি!

শি। যথা আজ্ঞা বাসুদেব!

কৃষ্ণ। আর সাত্যকি, তুমি শিখণ্ডীর রথের সারথি হও। আমার বোধ হচ্ছে, কাল প্রভাতে সূর্য্যোদয়ে জগতের লোক এক চিরস্মরণীয় যুদ্ধের আয়োজন দেখ্‌বে। এ যুদ্ধের পরিণাম দেখতে সমস্ত গগন দেবদানব-গন্ধর্ব্বে পরিপূর্ণ হবে। সাত্যকি সে অদ্ভুত যুদ্ধে শিখণ্ডীর রথে সারথ্য করবার একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি তুমি। যাও, তোমরা উভয়েই নিজ নিজ শিবিরে রাত্রির মত বিশ্রাম নাও।

শি। আমারে বিস্মিত নেত্রে
কি দেখ সাত্যকি?
পথলগ্ন ক্ষুদ্র বালুকণা
হে কৃষ্ণ, হে দেবকী-নন্দন!
হে সর্ব্বজ্ঞ বিভু সনাতন,
দীনচক্ষু অশ্রুপূর্ণ আজি—
বলিতে অনেক কথা, অবসাদে
বাক্যরুদ্ধ মম।
তুমি, মহান্ হইতে মহীয়ান,
তুমি অণু হ'তে ক্ষুদ্র পরমাণু
তাই এ ক্ষুদ্র জনে শ্রীচরণে
কৃপায় করিলে অঙ্গীকার।

[সাত্যকি ও শিখণ্ডীর প্রস্থান।

অ। এ কি বল্‌ছ কেশব! পাণ্ডবপক্ষে এত রথী বর্ত্তমান থাক্‌তে এই ক্ষুদ্র সমরানভিজ্ঞ বালক সেনাপতি হবে?

কৃষ্ণ। বেশ, আক্ষেপ কেন ধনঞ্জয়? কা'ল তোমাদের সমস্ত রথীকে সেনাপতিত্ব গ্রহণে আহ্বান করছি। কিন্তু যিনি সেনাপতি হবেন, তাঁকে এই সঙ্কল্প ক'রে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'তে হবে, যেন কাল্‌কের সূর্য্যাস্তের পর মহাবীর ভীষ্মকে আর যুদ্ধের জন্য অস্ত্র ধরতে না হয়।

যুধি। না কেশব, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক। মহাবীর শিখণ্ডীই কাল যুদ্ধের সেনাপতি।

কৃষ্ণ। মহারাজ! আপনার ব্যাকুলতাতে আমিও ব্যাকুল হয়েছিলুম। কিন্তু আপনার ব্যাকুলতাকে দূর করবার কোন উপায় দেখ্তে পাই নি। তাই এ কয়দিন নীরবে আপনার সৈন্যসংহার দেখ্ছিলুম। কোনও প্রতীকার করতে পারছিলুম না। তপোধন ধৌম্য আজ আমাকে নিশ্চিন্ত করেছেন। যখন জান্তে পেরেছি, মহাবীর কর্ণ কাল যুদ্ধে অস্ত্র ধরবেন না, তখন আপনি ভীষ্মসংহারে নিশ্চিন্ত হন।

যুধি। আসুন রাজন্যগণ, কেশবের কৃপায় আজ আমরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে বিশ্রাম গ্রহণ করি।

দ্রু। তোমাদের মঙ্গলের জন্য রণচণ্ডীর মন্দিরে বিরাট তাঁর পুত্রগণকে বলি দিয়েছেন। আমিও দেবার জন্য প্রস্তুত ধর্ম্মরাজ।

[ধৌম্য, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অর্জ্জুন। বারংবার আমাকে প্রহেলিকা শোনাচ্ছ কেন গোবিন্দ?

কৃষ্ণ। বিস্মিত হ'য়ো না সখা, নিশ্চিন্ত হবার কারণ কাল রণক্ষেত্রেই জান্তে পারবে।

অর্জ্জুন। দেখ কৃষ্ণ, তুমি যখন পাণ্ডবসখা, পাণ্ডবের পরাজয় যখন তোমার নামকে আঘাত করবে, তখন কুরুক্ষেত্রে আমার অস্ত্রধরা কেবল উপলক্ষ। পাণ্ডব তোমার, পাণ্ডবের জয় পরাজয় তোমার। পাণ্ডব তোমাকে ছেড়ে যখন একদণ্ড বেঁচে থাকবে না, তখন তুমি নিজেই যুদ্ধের ব্যবস্থা কর। আমাকে নিষ্কৃতি দাও।

কৃষ্ণ। ক্রোধ ক'র না সখা। বেশ, কারণ শুন্তে চাও—শোন। মহারাজ যখন পিতামহের কাছে তাঁর বধোপায় জান্তে যান, তখন পিতামহ কি বলেছিলেন, তোমরা ত শুনেছ। যতক্ষণ তাঁর হাতে অস্ত্র থাকবে, ততক্ষণ কেউ তাঁকে সমরে পরাজিত করতে পারবে না। সুতরাং কা'ল যেমন ক'রে হ'ক তাঁকে অস্ত্রশূন্য করতে হবে। মহামতি ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা তোমার অবিদিত নাই। আর শিখণ্ডীরও জন্মবৃত্তান্ত তুমি জেনেছ। কাল তোমার একমাত্র কার্য্য—যে কোন উপায়ে শিখণ্ডীকে ভীষ্মের সম্মুখে উপস্থিত করা। তাকে দেখবামাত্র পিতামহ অস্ত্র পরিত্যাগ করবেন! কর্ণ যদি কাল যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতেন, তা হ'লে তোমার সমস্ত অমানুষিক শক্তি একত্র করলেও শিখণ্ডীকে ভীষ্মের কাছে উপস্থিত করতে পারতে না।

অ। কেন বাসুদেব?

কৃষ্ণ। মহাবীর কর্ণ ইন্দ্রদত্ত একঘ্নী অস্ত্রের অধিকারী।

অ। কেশব! আমাকে ক্ষমা কর।

কৃষ্ণ। নাও, আজকের মত তুমিও একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করবে এস।

ধৌ। বাসুদেব। একটু অপেক্ষা। বিশ্রামের একটু বাধা পড়েছে।

কৃষ্ণ। কি প্রভু?

ধৌ। আজও পর্য্যন্ত ভীষ্ম পাণ্ডবদের একজনকেও সংহার করলেন না দেখে, কৌরবেরা ব্যাকুল হয়েছে। গুপ্তচরের সাহায্যে আমি জান্তে পারলুম, কর্ণের অনুরোধে আজ রাত্রেই রাজা দুর্য্যোধন আপনাদের নিধন বর প্রার্থনা করতে ভীষ্মদেবের শিবিরে উপস্থিত হবেন।

কৃষ্ণ। অতি প্রয়োজনীয় সংবাদ শোনালেন প্রভু। এ কথা না শুনলে আমার কাল্কের ভীষ্মবধের সমস্ত আয়োজন বৃথা হ'ত। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

ধৌ। জয় হ'ক বাসুদেব, তোমার জয় হ'ক।

[ধৌম্যের প্রস্থান।

কৃষ্ণ। সখা, রাজা দুর্য্যোধন তোমাকে নাকি একটা বর দিতে চেয়েছিলেন?

অ। চেয়েছিলেন। যে দিন গন্ধর্ব্বযুদ্ধে আমি গন্ধর্ব্বগণকে পরাজিত ক'রে কুরু-মহিলাদের সঙ্গে দুর্য্যোধনের উদ্ধারসাধন করি, সেই দিন মনের আবেগে তিনি আমাকে বর দিতে চেয়েছিলেন। আমি গ্রহণ করি নি। কিন্তু তাঁর অত্যন্ত আগ্রহ আমি উপেক্ষা করতে পারি নি। আমি বাধ্য হয়ে বলেছিলুম, যদি প্রয়োজন হয়, ভবিষ্যতে গ্রহণ করব।

কৃষ্ণ। সেই বর গ্রহণ করবার সময় এখন এসেছে।

অ। দুর্য্যোধনের কাছে দীনভাবে ভিক্ষা গ্রহণ করব?

কৃষ্ণ। আপদ্ধর্ম্ম ভাই, আপদ্ধর্ম্ম। সভামধ্যে

পাঞ্চালীর অপমান স্মরণ কর, ভীমসেনের প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর।

অ। কি করতে হবে?

কৃষ্ণ। চিরবিক্ষোভশূন্য পিতামহ, গ্রহদুর্বিপাকে কর্ণের নাম শোনামাত্র বিক্ষুব্ধ হন। দুর্যোধন তাঁর কাছে কর্ণের নাম করলেই তিনি ক্রোধে আত্মহারা হয়ে যাবেন। হয় ত তোমাদের পঞ্চভ্রাতার সংহারে প্রতিজ্ঞা করবেন। তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে হবে। তোমাদের মৃত্যুর জন্য পঞ্চবাণ কৌশলে হস্তগত করতে হবে। নাও এস। কি কৌশলে হস্তগত করা সম্ভব, তোমাকে বলতে বলতে পিতামহের শিবিরে গমন করি।

অ। তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র,—চল বাসুদেব চল।

চতুর্থ দৃশ্য

অরুণোদয়।

ভীষ্ম।

ভীষ্ম। ক্ষাত্র ধর্ম্মকে ধিক্। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে যে গুরুর জয় উচ্চারণ ক'রে শয্যাত্যাগ করতে হয়, ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের অনুরোধে আমি সেই গুরুকে পরাজয় স্বীকার করিয়েছি। দেবর্ষি নারদের আদেশে সমরে চির অজেয় ভার্গব সহাস্য মুখে অস্ত্রত্যাগ করলেন, কিন্তু আমি সে দেবর্ষির আদেশ রক্ষা করতে পারলুম না। তার ফলে আজ আমার এই দুরবস্থা। সেই রামজয়ী ক্ষত্রিয় আমি, এই বৃদ্ধ বয়সে এক দুর্ম্মতি যুবকের অন্নভোক্তা। পরান্নভোক্তার হীনতায় আজ আমি কতকগুলি স্নেহভাজন বালকের সঙ্গে যুদ্ধ করছি! আমার পঞ্চ প্রাণ, আজ আমার যুদ্ধে ব্যাকুল হয়েছে। হে ভার্গব! এখন বুঝতে পারছি, তুমি আমাকে জয় দাও নি। জয়ের নামে চির মর্ম্মভেদী পরাজয় আমাকে প্রদান করেছ।

(পরশুরামের প্রবেশ)

রাম। দেবব্রত!

ভীষ্ম। এস গুরু, এস তপোধন!
এ অভাগ্যে আজিও কি
রেখেছ স্মরণে?
অকৃতজ্ঞ শিষ্যে প্রভু
আজিও কি দৃষ্টি কর করুণ নয়নে?

রাম। তুমি চির ভাগ্যবান্,
ব্রহ্মর্ষি সমান—
ভাগ্য নিজে ভাগ্য ধরে তোমারে দেখিয়া।
আক্ষেপ ক'র না মতিমান।
অকৃতজ্ঞ কভু নহ তুমি।
সত্যনিষ্ঠ ব্রহ্মচারী!
তবে শুন অন্তরের কথা!
কর্ম্মবশে ব্রাহ্মণসন্তান
শম দম শৌচ ক্ষমা ঋজুতা বিজ্ঞান,
স্বধর্ম্ম করিয়া পরিহার,
ত্যাগ করি তপস্যা আচার,
ধরেছিল ক্ষত্রিয়ের ব্রত।
কার্য্য ছিল ক্ষত্রদনে রণ।
নিহত করিয়া দ্বিজ ক্ষত্র অগণিত
সে কার্য্য করিল সমাপন।
তথাপি মোহের বশে
ক্ষাত্র ধর্ম্ম ত্যজিতে নারিনু।
সত্য বলে বলীয়ান্ বীর
তোমার পবিত্র-কর-বিনিক্ষিপ্ত বাণে
তাহার ক্ষত্রিয়-তনু
বিচ্ছিন্ন হয়েছে তার বিপ্র দেহ হ'তে।
হে গাঙ্গেয়, তোমার কৃপায়
ধন্য আমি—মুক্ত আমি।
জীবন্মুক্তি মোরে তুমি দিয়েছ দক্ষিণা।
অকস্মাৎ মম আগমন
শুন তবে হেথা কি কারণ।
বসেছিনু যোগাসনে সরস্বতী-তীরে
সহসা আকাশ-বাণী পশিল শ্রবণে।
বিষাদে গাহিল সরস্বতী
"কাঁদ লো প্রকৃতি
কুরুক্ষেত্র রণে
ভীম যুদ্ধে পাণ্ডবের সনে
গাঙ্গেয়ের হইবে পতন।
কাঁদো বসুমতি!
যে পবিত্র পদস্পর্শে
এতকাল ছিলে ভাগ্যবতী,
সে ভাগ্য ঘুচিল তোর।
দেহ ফেলে রণস্থলে,
স্বরাজ্যে চলিল দেবব্রত।"
শ্রুতিমাত্র ব্যাকুল অন্তরে
যোগভঙ্গে আসিয়াছি তোমারে দেখিতে।

এসেছি দেখিতে
হেন শক্তিধর কেবা এসেছে ধরায়
ভার্গববিজয়ী যিনি
তাঁহারে করিবে পরাজয়।

ভীষ্ম। দেখিতে হবে না প্রভু,
একবার কৃপাদৃষ্টে দেখেছিলে তারে।
কোন্ দূর অতীত দিবসে,
তারি বলে বলীয়ান্
সে আজ ভীষ্মের প্রাণ বধিতে এসেছে।

রাম। কে সে দেবব্রত?

ভীষ্ম। অম্বা!

রাম। সে কি কথা,
অম্বা যে মরেছে বহুদিন?

ভীষ্ম। হে সর্ব্বজ্ঞ, জান ত হে তুমি
জীব নিত্য ব্রহ্মের স্বরূপ,
কভু নাহি মরে—
চিরদিন লীলায় বিচরে ধরাধামে।
জন্ম মৃত্যু, মৃত্যু পরে
পুনর্জ্জন্ম তার
এই প্রভু জীবের সংসার!
কালি অম্বা, শিখণ্ডী সে আজি।

রাম। বুঝিয়াছি।
হে গাঙ্গেয়, বধ্য তুমি তার!

ভীষ্ম। এই লিপি বিধাতার।

রাম। সে ত নারী হয়ে নর।
ক্লীব হস্তে নিহত হইবে তুমি?
জানি আমি প্রতিজ্ঞা তোমার
ক্লীবের সমরে তুমি অস্ত্র না ধরিবে।
তাই ব'লে, নিরস্ত্র তোমারে
বাণাঘাতে সে বালক করিবে সংহার?
এই কি হে লিপি বিধাতার?
না, না—সম্মুখে তোমার বিধি আমি,
তুমি শিষ্য আমি গুরু—
শুন দেবব্রত,
সর্ব্বাঙ্গ যত্তপি বিঁধে শিখণ্ডীর বাণে
সাধ্য নাই সে তোমারে মৃত্যু করে দান।
সমরে পড়িবে—যবে
নররূপী শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধারী—
অথবা মুরারি—অথবা ত্রিশূলী শম্ভু—
কিম্বা কালরূপা মহাকালী—
যখন তাঁদের কেহ
অস্ত্রবিদ্ধ করিবে তোমারে!
শুন, এই মম শুভ আশীর্ব্বাদ।

ভীষ্ম। ধন্য আমি!
মরণের আশীর্ব্বাদে
অমরত্ব মোরে গুরু করিলে প্রদান!

রাম। আরো শুন—
হরি-শয্যা যথা মহোদধি
হর-শয্যা তুঙ্গ হিমালয়,
সেইমত তোমার শয়ন
শরশয্যা অভিধানে
বিদিত হইবে ত্রিভুবনে।
সেই শয্যাপাশে
তীর্থপুণ্যলাভ অভিলাষে
দেবর্ষি মহর্ষি সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব চারণ
দেবতা শঙ্কর নারায়ণ—
হে আদর্শ ব্রহ্মচারী—
সকলে করিবে আগমন।

ভীষ্ম। সর্ব্ব বাঞ্ছা পূর্ণ মোর,
লহ প্রণিপাত।
অনুমতি কর, গুরু,
কল্য আমি আনন্দে প্রবেশি রণাঙ্গনে।

রাম। যাও বীর—
যাও মহীয়ান্,
অপূর্ব্ব সমর কা'ল দেখাও জগতে!

[উভয়ের প্রস্থান।

(দুর্য্যোধন ও কর্ণের প্রবেশ)

কর্ণ। এই বেলা বল—সাহস ক'রে বল। পিতামহ বিশ্রাম গ্রহণ করবেন, আর বলা হবে না।

দু। যদি পিতামহ ক্রুদ্ধ হন?

কর্ণ। তাই ত আমি চাই! পিতামহ ক্রুদ্ধ হ'লেই ত আমি নিশ্চিন্ত হই। শোন সখা, এরূপ ভাবে যুদ্ধ চললে একমাস কেন, এক বৎসরেও পাণ্ডবের ধ্বংস হবে না। শান্তনুনন্দন সত্বর এই মহাসমর থেকে অপসৃত হ'ন। আমি শপথ করছি পিতামহ অস্ত্রত্যাগ ক'রে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হ'লেই, আমি তাঁরই সম্মুখে সমুদায় পাণ্ডব ও পাণ্ডব-সহায়কে সংহার করব। শান্তনুনন্দন কেবল রণাভিমানী। তাঁর সেরূপ ক্ষমতা নেই। তিনি কেমন ক'রে পাণ্ডবগণকে পরাস্ত

করবেন ? যাও, সখা, আমি অন্তরালে দাঁড়াই। পিতামহ বিশ্রাম গ্রহণ না করতে করতে তাঁকে ডাক, ডেকে অস্ত্র পরিত্যাগ করতে অনুরোধ কর।

[কর্ণের প্রস্থান।

দু। পিতামহ !

(ভীষ্মের প্রবেশ)

ভীষ্ম। কেও, মহারাজ দুর্য্যোধন ? কেন ভাই, এরূপ অসময়ে এরূপ ব্যাকুলভাবে এলে ?

দু। পিতামহ, আপনাকে আমি কিছু কঠোর বাক্য বলতে এসেছি।

ভীষ্ম। সর্ব্বদা সব কথা শোনবার জন্য প্রস্তুত আছি, বল মহারাজ, বল ?

দু। আপনি পাণ্ডবদের সঙ্গে দয়া ক'রে যুদ্ধ করছেন। আপনি তাদের বধ করতে পারিবেন না।

ভীষ্ম। আমি ত তোমাকে বারংবার বলেছি দুর্য্যোধন, পাণ্ডবগণ ইন্দ্রাদিরও অজেয়।

দু। অজেয়ই যদি বুঝেছেন, তবে এ সেনাপতিত্ব গ্রহণের কি প্রয়োজন ছিল পিতামহ ? দেখুন আপনার জন্যই আমার চিরহিতৈষী কর্ণ অস্ত্রত্যাগ ক'রে নিরপেক্ষ ভাবে অবস্থিতি করছেন, আপনার কঠোর বাক্য প্রয়োগের জন্যই আমি সেই মহাবীরের সাহায্য থেকে বঞ্চিত রয়েছি। পাণ্ডবকে অজেয়ই যদি বুঝেছেন, তা হ'লে আপনি অস্ত্র পরিত্যাগ করুন। পাণ্ডব যদি না ম'ল, তা হ'লে নিত্য দশসহস্র ক'রে কতকগুলো ক্ষুদ্র নগণ্য প্রাণিবধে আমার প্রয়োজন নাই।

ভীষ্ম। মহারাজ ! আমি নিজের জীবনে মমতাশূন্য হ'য়ে তোমার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করছি, তথাপি তুমি আমাকে কঠোর—অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করলে। মোহপ্রভাবে তুমি বাচ্যাবাচ্য জ্ঞানরহিত হয়েছ।

দু। আমি ত আপনার আদেশ নিয়েই বলেছি পিতামহ। পাণ্ডবদের আজও পর্য্যন্ত পরাজয় হ'ল না দেখে আমি উন্মনা হয়েছি। তাই আমি সানুনয়ে আপনাকে নিবেদন করছি, যদি পাণ্ডববধ আপনার সাধ্য হয়, তা হ'লে আপনি তদনুরূপ বীর্য্যসহকারে যুদ্ধ করুন। যদি অসাধ্য হয়,তা হ'লে কর্ণকে অনুজ্ঞা করুন। তিনি সমরে সবান্ধব পাণ্ডবগণকে সংহার করবেন।

ভীষ্ম। (নীরবে পরিভ্রমণ ও অন্তরালে অবস্থিত কর্ণকে দর্শন) যাও মহারাজ, শিবিরে ফিরে যাও—নিদ্রায় বিশ্রাম গ্রহণ কর। আমি অস্ত্র ত্যাগ করব না।

দু। নিদ্রা যাব পিতামহ ?

ভীষ্ম। যাও। কাল আমি মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হব। হয় আমার নিধন, নয় সবান্ধবে পঞ্চপাণ্ডবের সংহার।

দু। পিতামহ—চির সত্যাশ্রয়ী পিতামহ ! আমি এখন জেগে আছি—না ঘোর নিদ্রায় স্বপ্ন দেখছি ? আমি যে মাথা ঠিক রাখতে পারছি না।

ভীষ্ম। যদি না মরি, তা হ'লে (অন্তরালে রক্ষিত তূণ হইতে বাণগ্রহণ) তা হ'লে দুর্য্যোধন—চেয়ে দেখ—এই মন্ত্রপূত পঞ্চবাণ—শোন—আমি প্রতিজ্ঞা করছি, এই পঞ্চবাণে পঞ্চপাণ্ডবের প্রাণ গ্রহণ করব।

দু। কটু ব'লেছি পিতামহ, আমাকে চরণাশ্রয় দিয়ে অভয় প্রদান করুন।

ভীষ্ম। আরও শোন—আমার হাতে অস্ত্র থাকলে, আমি দেবাসুরেরও অজেয়, অবধ্য। কিন্তু তোমাকে পূর্ব্বে বলেছি, এখনও বলছি, শিখণ্ডী যদি প্রতিযোদ্ধা হয়ে আমার সম্মুখে আসে, আমি তৎক্ষণাৎ অস্ত্র পরিত্যাগ করব। যাও, তোমরা সমস্ত কৌরববীর একত্র হয়ে যাতে শিখণ্ডী আমার সম্মুখে উপস্থিত হ'তে না পারে, তার উপায় বিধান কর।

দু। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। শিখণ্ডীকে যদি আমরা বাধা দিতে না পারি, তা হ'লে আমাদের মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

ভীষ্ম। যাও—রাত্রির মত বিশ্রাম গ্রহণ কর। শুন মহারাজ, কা'ল আমি যে যুদ্ধ করব, যতদিন পৃথিবী থাকবে, ততদিন লোকে আমার সেই মহাযুদ্ধ কীর্ত্তন করবে।

দু। তা হ'লে আজ আর নিদ্রা যাব না পিতামহ ! পাণ্ডবের নিধন দেখে আমরা শতভ্রাতায় আপনার চরণ-বন্দনা ক'রে আপনার পদপ্রান্তেই মাথা দিয়ে নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করব (ভীষ্মের প্রস্থান) সখা—সখা অঙ্গরাজ !

(কর্ণের প্রবেশ)

কর্ণ। কি হ'ল, কি হ'ল সখা ?

দু। তোমার আর অর্জ্জুন-বধের অপেক্ষা রইল না।

কর্ণ। এ কি সত্য বলছ মহারাজ ?

দু। পিতামহ প্রতিজ্ঞা করেছেন, কাল পঞ্চবাণে পঞ্চপাণ্ডবকে বধ করবেন।

কর্ণ। আমার অপেক্ষার প্রয়োজন নেই সখা। তোমার মঙ্গল হ'ক, তোমার মঙ্গল হ'ক।

পঞ্চম দৃশ্য

কৌরব শিবির।

শকুনি ও দুঃশাসন।

দুঃ। তাই ত মামা! আজ ত আর মুহূর্ত্তের জন্যও চোখে নিদ্রা আসবে না। কি করি?

শ। আজ কোনও রকমে রাত্রি যাপন কর। উল্লাস যা করবার তা কাল—পাণ্ডব-নিধনের পর।

দুঃ। আরে রেখে দাও মামা—'কাল'! এ ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা! মেদিনী উল্টে যাবে, তবু সে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হবে না। মামা, ভীম আমার বুক চিরে রক্তপানের প্রতিজ্ঞা করেছে। যদিও জানি, সে পারবে না, তবু মনে হ'লেই বুকের রক্ত জল হয়ে যেত। কালকেও ভীমের রক্ত সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়ে পাঞ্চালীর হাত ধ'রে তাণ্ডব নাচের আমোদ করব! আজ মামা, আজ আমোদের ব্যবস্থা কর মামা—আমোদের ব্যবস্থা কর।

শ। ব্যাকুল হয়ো না দুঃশাসন!

দুঃ। ব্যবস্থা কর মামা—ব্যবস্থা কর।

(রাজগণের প্রবেশ)

১ম রা। কি শুনছি মামা? কাল নাকি পঞ্চ-পাণ্ডবের ভবলীলা সাঙ্গ করবার ব্যবস্থা হয়েছে?

দুঃ। ঠিক শুনেছেন—সমরে অজেয় পিতামহ কাল পাণ্ডব-সংহারের প্রতিজ্ঞা করেছেন।

১ম রা। তবে আর কি! পাণ্ডব ধ্বংস হ'ল!

দুঃ। উল্লাস করবার ব্যবস্থা কর মাতুল—এ রাত্রিতে আমরা আর কেউ নিদ্রা যাব না। নট নর্ত্তকী মাগধা—সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত বন্ধুগণের পরিতোষের জন্য সাগর প্রমাণ সুরার ব্যবস্থা কর।

(কর্ণের প্রবেশ)

কর্ণ। অপেক্ষা কর, এখনও পর্য্যন্ত সে উল্লাসের সময় আসে নি।

দুঃ। তুমি কি মনে করেছ, পিতামহ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রবেন?

কর্ণ। জীবনে শান্তনু-নন্দন প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করেন নি। জীবন থাকতে, কাল তিনি পাণ্ডব-নিধন না ক'রে যুদ্ধক্ষেত্র হতে ফিরে আসবেন না। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তবে পিতামহের প্রতিজ্ঞা রক্ষার সাহায্য করতে তোমাদেরও কতকগুলো কর্ত্তব্য আছে। সে কর্ত্তব্য শেষ না করে তোমরা কেহ উল্লাস করতে পারবে না।

দুঃ। কি কর্ত্তব্য অঙ্গরাজ?

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

কর্ণ। সংবাদ শুভ মহারাজ?

দু। শুভ।

কর্ণ। সকলকে অবস্থার কথা বলেছ?

দু। সকলকেই বলেছি—কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ, ভগদত্ত, ভূরিশ্রবা—সমস্ত মহারথী প্রাণপণে সাহায্যের অঙ্গীকার করেছেন।

দুঃ। কি অঙ্গরাজ, এই ত শুনলে? এখনও কি আমাদের উল্লাস করতে নিষেধ কর?

দু। রাজন্যবর্গ, আপনারা শুনুন। মহাবীর ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করেছেন, কাল তিনি পাণ্ডবপক্ষীয় জয়াভিলাষী সমস্ত ক্ষত্রিয় সংহার করবেন। কিন্তু সেই সঙ্গে একটি উপদেশ দিয়েছেন। বলেছেন, যেন কোনও মতে দ্রুপদ-নন্দন শিখণ্ডী তাঁর সম্মুখে উপস্থিত না হয়। সুতরাং আমরা যদি সকলে একত্র হয়ে শিখণ্ডীকে বিনাশ অথবা আবদ্ধ করতে পারি, তা হ'লেই কাল রণক্ষেত্রে পঞ্চ পাণ্ডবের নাশ বিধাতা পর্য্যন্ত রোধ করতে পারবেন না।

দুঃ। এই তুচ্ছ কার্য্যও যদি করতে পারব না, তবে আমাদের জীবনের মূল্য কি?

সকলে। আমরা ঠিক বিনাশ করব মহারাজ! নিশ্চয় বিনাশ করব।

কর্ণ। আচার্য্য? আচার্য্য কি বললেন মহারাজ?

দু। আচার্য্য বললেন,—সেনাপতির আদেশ ব্যতিরেকে স্থানত্যাগ করতে আমার অধিকার নাই। তবে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যদি শিখণ্ডী আমার সম্মুখে পতিত হয়, জীবন থাকতে তাকে আমি অতিক্রম করতে দেব না।

দুঃ। প্রয়োজন নেই—শিখণ্ডীকে রোধ করতে আচার্য্য দ্রোণের প্রয়োজন নেই।

১ম, রা। আমরা এক এক জনেই যথেষ্ট।

কর্ণ। না দুঃশাসন, না ভাই—ভগবৎকৃপা, ভোগের আগে অপব্যয় ক'র না। পাণ্ডব বধের অপেক্ষা কর।

দু। কেন সখা, তুমি কি আমার সৌভাগ্যে সন্দেহ করছ?

কর্ণ। নিজের অপরাধে সন্দেহ করছি সখা! মহাত্মা পিতামহের উপর ক্রোধ ক'রে আমি যে অস্ত্র ত্যাগ করেছি। আমি অস্ত্রধারী থাকলে শিখণ্ডীকে বাধা দিতে অন্য অস্ত্রধারীর প্রয়োজন হ'ত না।

দুঃ। আমরা এত রথী একত্র হয়েও সেই ক্ষুদ্র বালকটাকে বাধা দিতে পারব না!

কর্ণ। তাই জন্যই ত বল্‌ছি ভাই, কাল পাণ্ডব-নিধনের পর উল্লাস কর।

শ। মহারাজ! ধনঞ্জয় তোমার শিবিরাভিমুখে আগমন করছেন।

দু। ধনঞ্জয়! আপনার দৃষ্টিভ্রম নয় ত?

শ। না মহারাজ, ঠিক দেখছি।

কর্ণ। তৃতীয় পাণ্ডব বটে! আসুন রাজগণ, আমরা রাত্রির মত নিজ নিজ শিবিরে বিশ্রাম গ্রহণ করি। তৃতীয় পাণ্ডবের কুরুশিবিরে আগমন, এর চেয়ে বিচিত্র দৃশ্য আর নেই। আমাদের এখানে অবস্থান কর্ত্তব্য নয়।

[কর্ণ ও রাজগণের প্রস্থান।

দু। যাও দুঃশাসন, শীঘ্র যাও—তৃতীয় পাণ্ডবকে প্রত্যুদ্গমন করে, সসম্ভ্রমে এখানে নিয়ে এস। মাতুল! শীঘ্র তৃতীয় পাণ্ডবের অভ্যর্থনার সম্যক্ আয়োজন করুন। দেখবেন যেন মর্য্যাদার বিন্দুমাত্র ত্রুটি না হয়। (শকুনির প্রস্থান) অর্জ্জুন! আমার কাছে? চক্ষে দেখেও কেমন ক'রে বিশ্বাস করি? তাই ত, তৃতীয় পাণ্ডবই ত বটে!

(দুঃশাসন ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

দু। সুস্বাগত, সুস্বাগত ধনঞ্জয়! এস ভাই এস। (দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক ধনঞ্জয়ের সম্বর্দ্ধনা) মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কুশল? ভীমসেন, নকুল, সহদেব—তোমাদের পুত্র আত্মীয়—এরাও সকলে কুশলে আছেন? এস ভাই, উপবেশন ক'রে আমাকে কৃতার্থ কর।

(অর্জ্জুনাদির উপবেশন)

(মাগধীগণের গন্ধ চন্দনাদি লইয়া প্রবেশ, গীত ও অর্জ্জুনকে মাল্যাদি প্রদান।)

অ। মহারাজ! আমি আপনার নিকটেই এসেছি।

দু। কি প্রয়োজনে এসেছ, বল ভাই?

অ। ঘোষযাত্রার সময়ে আপনি আমাকে এক বর দিতে চেয়েছিলেন। আমি সে সময় কর্ত্তব্য করেছিলুম মনে ক'রে বর গ্রহণ করতে চাই নি। তথাপি আপনি আমাকে বর দিতে একান্ত অনুরোধ করেন। আপনার আগ্রহাতিশয্যে আমি বলেছিলুম, আমি প্রয়োজন মত ভবিষ্যতে বর গ্রহণ ক'রব। মহারাজ! আপনার কি তা স্মরণ আছে?

দু। তোমার সে আচরণ যে চিরস্মরণীয় ভাই!

অ। সেই পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি মত আমি আজ বর গ্রহণ করতে এসেছি।

দু। ধনঞ্জয়! তোমারই বাহুবলে অভিমানী দুর্য্যোধনের মর্য্যাদা রক্ষা হয়েছিল। সেই একদিনের আচরণেই তুমি আমার সমস্ত আত্মীয়ের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মীয়। একদিন গন্ধর্ব্বেরা বুঝেছিল, যখন মর্য্যাদা বিপন্ন হয়, সেই মর্য্যাদা রাখতে কুরু ও পাণ্ডবে একশো পাঁচ সহোদর! তুমি আমার সেই সব সহোদরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। ধনঞ্জয়, কি বর গ্রহণ ক'রবে কর। চাইতে কুণ্ঠিত হ'য়ো না। যদি রাজ্য গ্রহণ করতে চাও, বল? আমি এখনি সমস্ত রাজ্য তোমাকে অর্পণ ক'রে বনগমন করি!

অ। না মহারাজ, রাজ্য চাই না। যথারীতি যুদ্ধে রাজ্য যদি আমাদের প্রাপ্য হয়, তা হ'লেই তা গ্রহণ করব। মহারাজ! আপনি বাগদান করেছিলেন। কিছু না নিলে ঋণে আবদ্ধ থাকবেন। আমার সেটা কর্ত্তব্য নয়। তাই আমি আপনার নিকটে এসেছি। আপনি আপনার মুকুট আমাকে প্রদান করুন।

[মুকুট দান, অর্জ্জুনের গ্রহণ, অভিবাদন ও প্রস্থান।

দুঃ। এ কি রকম হ'ল দাদা, বুঝতে পারলুম না যে!

দু। বোঝবার প্রয়োজন নেই! সাবধান, জনপ্রাণী যেন পার্থের অনুসরণ না করে। যে যার শিবিরে সকলে আবদ্ধ থাক। প্রাতঃকালেই মহাযুদ্ধের সূচনা। দুঃশাসন! পিতামহ বলেছেন, কা'ল তিনি যা যুদ্ধ করবেন, যত দিন পৃথিবী থাকবে, তত দিন লোকে সে যুদ্ধের কীর্ত্তন করবে। সুতরাং বুঝতেই পারছো, কালকে যা যুদ্ধ হবে, তা দেব গন্ধর্ব্বেরও কখন নয়নগোচর হয় নি। আজ রাত্রিতে সংযত হয়ে সে যুদ্ধ দর্শনের প্রতীক্ষা ক'র।

ষষ্ঠ দৃশ্য

ভীষ্মের শিবির।

ভীষ্ম।

ভীষ্ম। স্বেচ্ছাবশে
দাসত্ব করিয়া অঙ্গীকার,
কি প্রতিজ্ঞা করিলাম আমি ?
আমা হ'তে পাণ্ডব নিধন ?
রণ-যজ্ঞে ক্ষাত্র-অভিমানে
বিশ্বে শ্রেষ্ঠ পঞ্চপ্রাণ আহুতি আমার ?
আর নয় !—জরা-জর্জ্জরিত বুদ্ধি
পাপসঙ্গে চিত্ত কলুষিত,
পিতা, পিতা—মহাত্মা শান্তনু !
এতকাল পরে
তব বর মৃত্যুশররূপে
কালানল-জ্বালা ল'য়ে বিঁধিল আমারে।
স্বহস্তে রচিনু যে কানন,
আমিই করিব ধ্বংস তার !
দেবতার লোভনীয় পবিত্র সুন্দর
সেই পঞ্চ দেবতরু,
তার মাঝে রোপিনু যতনে,
হৃদয়ের রক্তবিন্দু করিয়া মোক্ষণ
সেচনে যাদের আমি করিনু বর্দ্ধন,
হানিব কুঠার মূলে তার ?
বাল্য হ'তে নিশ্চিন্ত অন্তর।
বার্দ্ধক্যে বিদায়-মুখে
ভুলো না রে মর্য্যাদা আপন।
এই ক্ষাত্র ব্রত—এই তার পুণ্য-উদ্‌যাপন।
চির স্থৈর্য্য হোমানল
মণিশ্রেষ্ঠ তার মুখে জলন্ত অঙ্গুলি।
নিষ্প্রভ হয়েছে দীপ-শিখা,
আলোক হয়েছে বিমলিন,
এরা কি চিত্তের প্রতিচ্ছবি ?
কোথা, কোথা বাসুদেব ! পাণ্ডবজীবন !
পরীক্ষায় ফেল' না আমাকে
তুমি সত্য—আমি চির-সত্যব্রতধারী।

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। পিতামহ !

ভীষ্ম। কেও—আবার। আবার কেন এলে মহারাজ ? সমস্ত প্রয়োজন ত তোমার সাধন হয়েছে। সন্দেহ করছ, আমি পাণ্ডবকে নিধন করতে পারব না ? না মহারাজ, সন্দেহ ক'র না—এই আমার পঞ্চপ্রাণনাশী পঞ্চাস্ত্র। আমি সঙ্গে সঙ্গে রেখেছি। পাছে কাল রণযাত্রায় গ্রহণ করতে ভুলে যাই, পাছে মায়াবশে ফেলে যাই, পাছে চোরে অপহরণ করে, তাই বিনিদ্র হয়ে ধ'রে আছি। যাও রাজা, সন্দেহ ক'র না ! সাবধান ! তৃতীয়বার এলে এই পঞ্চের সঙ্গে আর একবাণ আমার তূণ থেকে উত্থিত হবে। তা হ'লে কুরুপাণ্ডব দুই কূলই নির্ম্মূল হয়ে যাবে ! যাও—চ'লে যাও।

অর্জ্জুন। পিতামহ ! আমার বড় ইচ্ছা হয়েছে—আমি ওই পঞ্চবাণে পঞ্চপাণ্ডবের সংহার করি। আমাকে দয়া ক'রে ওই পাঁচটি বাণ ভিক্ষা দিন্।

ভীষ্ম। আমাকে আবার লোকচক্ষে কাপুরুষ প্রতিপন্ন করতে চাও ? বেশ, নাও। এই পঞ্চবাণ প্রয়োগে তুমি পাণ্ডব নিধন ক'রলে জগতে কেউ বিশ্বাস করবে না—পঞ্চপাণ্ডবের সংহর্ত্তা তুমি ! লোকে বলবে, দুর্ব্বল ভীষ্ম নিজে সংহার করতে লজ্জিত হয়ে, দুর্য্যোধনের হাতে বাণ দিয়ে, তাকে উপলক্ষ্য ক'রে, পাণ্ডবসংহার করেছে।

অর্জ্জুন। তা বলুক, আমি ছুড়লে মরবে ত ?

ভীষ্ম। নিশ্চয়। তুমি কেন দুর্য্যোধন, ক্ষুদ্র বালকেও যদি পাণ্ডবের অঙ্গে এই বাণ নিক্ষেপ করে, তা হ'লেও তাদের মৃত্যু।

অর্জ্জুন। পিতামহ ! তা হ'লে প্রণাম। আর আমি শিবিরে এসে আপনাকে জ্বালাতন করব না।

(অর্জ্জুনের প্রস্থান ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। যদি একটু আধটু জ্বালাতন করি তা সমরক্ষেত্রেই করব পিতামহ !

ভীষ্ম। কে তুমি ? তুমি ! বাসুদেব ! পাণ্ডব সখা—তুমি ? আমি যে বহুদিন স্বপ্ন পরিহার করেছি বাসুদেব ! অথচ আমি তোমাকে দেখছি ! বল কৃষ্ণ বল—তুমি এসেছ ?

কৃষ্ণ। লোভে এসেছি পিতামহ ! আপনার চিরপ্রিয় পাণ্ডব ; আপনার কাছে পঞ্চ আশীর্ব্বাদ-পুষ্প উপহার পেলে ; আমি কি অপরাধ করেছি যে, আমি একটা পেলুম না ! হাঁ পিতামহ ! আমি কি তোমার কেউ নই ?

ভীষ্ম। তুমি যে আমার সব বাসুদেব! আমার সত্য, আমার ধর্ম্ম, আমার জয় পরাজয়, মান অপমান, সমস্তই তুমি। তা হ'লে আমার বাণ নিয়ে গেল কে?

কৃষ্ণ। সখা ধনঞ্জয়!

ভীষ্ম। আমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করালে?

কৃষ্ণ। শুধু পঞ্চভ্রাতৃনাশের প্রতিজ্ঞা করলেন কেন পিতামহ? যে রথের রথীকে আপনি বিনাশ কর্‌বার সঙ্কল্প করেছেন, একবার দেখলেন না কেন, সে রথের সারথি আমি?

ভীষ্ম। তাও কি ভাবি নি বাসুদেব! পঞ্চবাণ উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গেই আমি তোমার ওই শ্যামরূপ স্মরণ করেছি, নইলে তোমার সাধ্য কি দেবকীনন্দন, তুমি আজ আমার শিবিরে প্রবেশ কর?

কৃষ্ণ। স্মরণ করবার সময়ে এটাও স্মরণ করলেন না কেন, পাণ্ডব না থাক্‌লে আমি কি নিয়ে পৃথিবীতে থাকব? বলুন পিতামহ বলুন—পাণ্ডবদের সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও ধরণী থেকে বিদায় দেবেন, আমি এখনি পঞ্চবাণ ফিরিয়ে এনে আপনাকে প্রত্যর্পণ করি।

ভীষ্ম। পাণ্ডবসখা! তুমি শুধু পাণ্ডবের রক্ষা কর নি! আমি ক্রোধের বশে আত্মহারা হ'য়ে ধর্ম্ম-রাজকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলুম, সুতরাং তুমি আমাকেও রক্ষা করেছ!

কিন্তু বাসুদেব,
জীবনে প্রথম মোর ভঙ্গ হ'ল পণ।
জীবনে প্রথম
দেবদত্ত আশিস-বচন
ভীষ্ম নাম আহৃত আমার।
নাম গেল—
সঙ্গে সঙ্গে জীবনের গেল প্রয়োজন।
এ প্রতিজ্ঞা বিফল করিলে তুমি।
হে চক্রী, তোমারি গর্ব্ব হৃদয়-আসনে
এতকাল অতি যত্নে ধরেছিনু আমি।
সে গর্ব্ব ভাঙিয়া
শুভ্র সত্য নীলাঙ্গে ঢাকিয়া
আমারে ছলিয়া যাবে, ভেব নাকো মনে।
নির্ব্বাণ উন্মুখ দীপে দীপ্ত প্রজ্বলন!
শুন মোর পণ, কাল রণাঙ্গনে
দেবতা গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ চারণ-সম্মুখে
আমিও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব তোমার।
যাও—বৃদ্ধ হ'তে অতিবৃদ্ধ হে চির কিশোর
সঙ্গোপনে পাইয়াছি, লহ নতি মোর!

কৃষ্ণ। আমিও প্রণতি করি
সত্যব্রত ভীষ্মের চরণে!

সপ্তম দৃশ্য

পাণ্ডব-শিবির।

শিখণ্ডী ও সাত্যকি।

সা। ভাগ্যবান্ পাঞ্চাল-নন্দন!
কর আকর্ণন,
আজি এই কুরুক্ষেত্রে
নব সূর্য্যোদয়ে
সমরের দশম দিবসে
যে প্রচণ্ড হইবে সংগ্রাম,
সে সমরে তুমি সেনাপতি।
আজ তুমি অগণিত নৃপগণ মাঝে
শ্রেষ্ঠ রথী পূজ্য রথা। মহত্ত্ব-গৌরবে
গাণ্ডীবী করিলা তব পূজা;
বহু পুণ্য পূর্ব্বজন্মে ক'রেছ সঞ্চিত,
তাই আজি পুণ্যক্ষেত্রে
পুণ্যময় কেশব সম্মুখে,
জগতে অজেয় রথী
গাঙ্গেয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী তুমি!

শি। সত্য হে ধীমান্!
যথার্থই আমি
পূর্ব্বজন্মে বহু পুণ্য ক'রেছি সঞ্চয়।—
সেই হেতু আজি মহারণে
জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রথী বিদ্যমানে
আমি সেনাপতি!—
সমরের অভিজ্ঞতা
বর্ষ পূর্ব্বে কিছুমাত্র ছিল না আমার।
বর্ষ পূর্ব্বে সমরের ক্ষীণ আবাহনে
প্রবল কম্পনে
ব্যাকুল হইত মম হিয়া।
সেই আমি বর্ষপরে
ক্ষত্রধ্বংসী ভীষণ সমরে
শ্রেষ্ঠ রথে পদ স'পিয়াছি।

যাহার সারথ্য কর্ম্ম
আপনি যাচেন নারায়ণ—
হেন বীর সাত্যকিরে সারথি ক'রেছি—
চ'লেছি উল্লাসে মহারণে।
পূর্ব্বজন্ম পুণ্যরাশি সত্য হে ধীমান্!
আছে জ্ঞান।
সা। আছে জ্ঞান?
শি। বর্ণে বর্ণে আছে জ্ঞান
কোথা ছিল অবস্থান,
প্রতি পদক্ষেপে জাগিছে স্মরণে।
কোথা হ'তে কোথায় প্রয়াণ।
সা। কেবা তুমি মহাভাগ?
শি। কেবা আমি?
প্রশ্ন তুচ্ছ, উত্তর কঠিন—
চিরদিন মীমাংসার পারে।
জগতের সৃষ্টিকাল হ'তে
এক ওই মহাপ্রশ্ন ভেসেছে আকাশে।
তরঙ্গের প্রত্যেক উচ্ছ্বাসে
উঠিতেছে উত্তর তাহার।
উত্তরের প্রহারে প্রহারে
আহত হইয়া প্রশ্ন
সমস্যায় হ'য়েছে আবৃত।
কেবা আমি?—আগে বল কেবা তুমি?
হে কেশব চিরাত্মীয় গাণ্ডীবীর প্রিয়,
পার কি বলিতে কেবা তুমি?
যার সনে রণে ডরে অশরীরী অরি,
সে আজ আমার রথে অশ্বরজ্জুধারী!
হে সাত্যকি,
এ দুর্ভাগ্য কি হেতু তোমার?
সা। দুর্ভাগ্য—এ কথা তোমা
কে ব'লেছে বীর?
শি। (হাস্য) বীর?
কি বলিলে মহাভাগ,
বীর কি আমার বিশেষণ? তাই হবে—
নহে কেশব-প্রেরিত হ'য়ে
এ প্রচণ্ড সমর-সাগরে
পাণ্ডবের অদৃষ্ট-তরণী পরে
কেন করে ধর্ম্মরাজ কর্ণধার মোরে?
এত সৈন্য অগণন,
এত অশ্ব, এত গজ—
অগণিত বিচিত্র স্যন্দন—
নিদ্রাবশে স্বপ্নদেশে দেখি নাই ভ্রমে।
আজ আমি সে রণে সেনানী।
কেবা আমি শিনি-বংশধর?
আমি—আমি।
কালস্রোতে কর্ম্মের ফুৎকার
ক্ষুদ্র বিম্ব নিয়তি-আকার
ক্ষণ তরে ভাসিয়াছি ভীষ্মের সংহারে।
সা। অপূর্ব্ব জ্ঞানের কথা।
একি শুনি তব মুখে—
হে বালক পাঞ্চাল-নন্দন?
শি। কোথা পাব জ্ঞান?
না সাত্যকি! জ্ঞানশূন্য আমি।
যুগব্যাপী ব্রতের সাধনা—
একপদে করিয়াছি শিব আরাধনা।
সমীর আহার,
কভু বিগলিত পক্কপত্র সার,
অপূর্ব্ব সুন্দর তনু
কঙ্কালে করেছি পরিণত।
অর্দ্ধ অঙ্গ দ্রব আমি করিয়াছি জলে।
সে এবে কুম্ভীরপূর্ণা কুটিলা তটিনী
তটভঙ্গে নৃত্যরঙ্গে চলে।
গঙ্গা এলো ভুলাতে আমারে,
এলো ঋষি সর্ব্বসিদ্ধি করে,
মুক্তি আসি আমারে সাধিল।
সে সমস্ত করি পরিহার,
শঙ্করে চাহিনু বর ভীষ্মের সংহার।
শূলী দিলা আশীর্ব্বাদ—ভীষ্মের সংহার।
ভীষ্মের সংহার চিন্তা সার
রুদ্ধ হৃদিদ্বার।
সর্ব্বজ্ঞান করেছি দাহন চিতানল।
ওই উঠে তীব্র ধ্বনি সমর-আহ্বান,
নবোত্থিত রবিমুখ ম্লান,
ওই শুন দেব-কণ্ঠে সকরুণ গীতি,
শুন হে যাদব,
আজ রণশেষে দশম দিবসে
আবরিয়া মোর শরজালে,
ভীষ্ম-নাম, কুরু-সূর্য্য যাবে অস্তাচলে।

(নেপথ্যে দুন্দুভি)

সা। এ কি শিখণ্ডী? যুদ্ধের প্রারম্ভেই সমস্ত কৌরব রথী আমাদের কটক লক্ষ্য ক'রে ছুটে আস্‌ছে কেন?

শি। কেন, বুঝতে পারছ না? অন্তরাত্মার প্রেরণা। কৌরব শুনেছে, আজ আমি পাণ্ডব-সৈন্যের সেনাপতি। কৌরব বুঝেছে, আজ যুদ্ধে গঙ্গানন্দনের জীবনসংশয়। এই জন্য আমিই আজ সকল কৌরবের লক্ষ্যস্থল। চল সাত্যকী রথে আরোহণ ক'রে আমরাও ওই রথীদের সম্মুখীন হই। ওকি বীর, নিশ্চেষ্ট হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

সা। দাঁড়িয়েছি বটে, কিন্তু আমি নিশ্চেষ্ট নই। আমি ভাবছি। দেখ দেখি পিতামহ কোথায়?

শি। ওই দুর্য্যোধনকে দেখছি, দুঃশাসনকে দেখছি—ওই অশ্বত্থামা, ভুরিশ্রবা, ভগদত্ত,—জয়দ্রথ—ওই দূরে আচার্য্য দ্রোণ—রণ দেখে অনুমান করছি, কিন্তু তাঁকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না! কিন্তু কই, পিতামহকে ত কোথাও দেখতে পাচ্ছি না?

সা। তাঁকে আজ সহজে দেখতে পাবে না। তাঁকে কৌরব আজ একাদশ অক্ষৌহিণীর প্রাচীরে বেষ্টন করেছে। তাই ভাবছি। ভাবছি শিখণ্ডী, পাণ্ডবপক্ষে অগণ্য যোগ্য ব্যক্তি থাক্‌তে আমাকে তোমার রথের সারথি হ'তে গুরু আদেশ কর্‌লেন কেন?

শি। দাঁড়িয়ে ভাবতে ভাবতে যে ওরা ঘিরে ফেল্লে!

সা। না শিখণ্ডী, ওরা ঘির্‌বে না—তোমাকে ঘির্‌তে পার্‌বে না—এখনি আমি ওদের স্কন্ধে ভাবনার সমস্ত ভার দিয়ে, তোমাকে চক্ষের নিমেষে এখান থেকে অন্তর্হিত কর্‌ছি। বুঝতে পারছ; ভীষ্মের সম্মুখে রথ উপস্থিত করাই আজকের যুদ্ধের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রণকৌশল।

শি। এ ভাবের রণকৌশল আর অধিকক্ষণ দেখিও না সাত্যকি! কৌরব এলো!

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম। সাত্যকি, শিখণ্ডীকে নিয়ে শীঘ্র ধনঞ্জয়ের রথের অনুগমন কর। সাবধান, লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ো না। সমস্ত কৌরব সেনানী তোমাদের আবদ্ধ করবার উদ্‌যোগ কর্‌ছে। সাবধান, সে জালের মধ্যে যেন রথ নিক্ষেপ ক'র না। আর কোনওমতে আচার্য্যের কটককে স্পর্শ ক'র না। শুনে রাখ—মহারাজের এই আদেশ। যাও, আর মুহূর্ত্ত কাল বিলম্ব ক'র না। দুর্য্যোধন এই দিকে আসছে, আমি তাঁকে বাধা দিতে চল্‌লুম।

সা। এস শিখণ্ডী। কি কৌশলে এই সৈন্যসাগর ভেদ ক'রে অক্ষত শরীরে তোমাকে ভীষ্মের সম্মুখে উপস্থিত করি, দেখবে এস।

শি। সে আমার দেখা আছে।

সা। দেখা আছে?

শি। কৌশলের অহঙ্কার ক'র না যাদব! কাষ্ঠের সারথি পেলেও আমি আজ ভীষ্মের সম্মুখে উপস্থিত হব।

সা। অজ্ঞ যুবক, কৃষ্ণের আদেশ না হ'লে, তুমি কি মনে করেছ, আমি এই হীন রথীর সারথ্যের অঙ্গীকার কর্‌তুম?

শি। কৃষ্ণ আদেশ করতে বাধ্য। কি সাত্যকি, কথা শুনে মনে ক্রোধের সূচনা হ'চ্ছে নাকি?

সা। যদি না বুঝতুম্ মূর্খে কথা কচ্ছে, তা হ'লে ক্রোধ হ'ত।

শি। মূর্খ তুমি।

সা। কেশবের অনুজ্ঞা কেশবের কাছে ফিরে যা'ক্। আমি তোকেই সংহার করি।

(অস্ত্র লইয়া আক্রমণ, শিখণ্ডীর আত্মরক্ষা)

শি। কি বীর, বুঝলে?

সা। বুঝলুম।

শি। না, এখনও বোঝ নি—তোমার মুখ দেখে আমি তা' বুঝতে পারছি। শুন সাত্যকি, শুনে বোঝ! আমি রণকৌশল কিছু জানি না। যিনি সর্ব্বকৌশল জানেন, সেই ইচ্ছাময় আজ আমার ভিতর দিয়ে কার্য্য কর্‌ছেন। কৃষ্ণের দেহ এক চতুর্দ্দশ ভুবন-জয়ী ঋষির তপস্যায় রচিত হয়েছে। আমিও ভীষ্মবধের সঙ্কল্পে যুগব্যাপী তপস্যা করেছি। সেই বিরাট তপস্যা আজ আমার ক্ষুদ্র তপস্যাকে সাহায্য করতে এসেছে। বিধি বাধা দিতে এলেও আজ আমাকে আবদ্ধ ক'র্‌তে পারবে না। সাত্যকি, আমার মুখপানে চেয়ো না। আমি ভীষ্মকে বধ করব না। বধ কর্‌বে—আমার তপস্যা। জেনে, ক্ষুদ্র অভিমান ত্যাগ কর। কা'রও সাহায্যের অপেক্ষা রেখো না। নাও, আমাকে রথে তুলে নিয়ে এই কুরুসৈন্যসাগরে ঝাঁপ দাও। এস

সারথি, একবার দেখি, কে আমাদের গতি রোধ করে ?

সা। তুমি বীরশ্রেষ্ঠ, তোমার রথের সারথ্যকর্ম্ম ক'রে আমি ধন্য। নাও চল!

(কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। অকুতো সাহসে শিখণ্ডী সৈন্য-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছে, অকুতো সাহসে সাত্যকি সেই পথ ভেদ ক'রে চ'লেছে। দেখছ কি গাণ্ডীবী, এখন তোমার আর কোন কার্য্য নেই তুমি যে কোন উপায়ে পার, শিখণ্ডীকে রক্ষা কর। ভীমসেন দুর্য্যোধনের মুখাবরোধ করেছে। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের সঙ্গে সংগ্রামে নিযুক্ত হ'য়েছে। কিন্তু অপরাজেয় ভীষ্মের গতিরোধ করতে কেউ নেই। সযত্নে সমস্ত কৌরববীর তাঁর পৃষ্ঠ রক্ষা করছে, আর ভীষ্ম কালান্তকের ন্যায় বাণে বাণে পাণ্ডব সৈন্যক্ষয়ে নিযুক্ত হয়েছেন। অন্য ক্ষুদ্র বীরের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে সময় নষ্ট ক'র না। এই সৈন্য-সাগর ভেদ ক'রে অগ্রসর হও, শিখণ্ডীকে যে কোন উপায়ে ভীষ্মের সম্মুখে উপস্থিত কর।

অ। কিন্তু কেশব, আমি যে পিতামহকে দেখতে পাচ্ছি না।

কৃষ্ণ। আক্ষেপ ক'র না সখা, নিশ্চিন্ত হও। তোমাকে পিতামহকে দেখ্‌তে হবে না। পিতামহই তোমাকে দেখবেন। মনে রেখো, আজ পিতামহের সংহার-মূর্ত্তি! ভীষ্মের যুদ্ধে কার্পণ্য নেই। আর এ-ও মনে রেখো, আদর্শ ক্ষত্রিয় জানেন, তোমাকে পরাজিত না করতে পার্‌লে কৌরবপক্ষের জয় হবে না।

অ। কেশব, কেশব! সম্মুখে পিতামহ।

কৃ। সম্মুখে পিতামহ—শিখণ্ডীকে গোপন ক'রে পিতামহ তোমাকে আক্রমণ করতে আস্‌ছেন। পৃথিবী রসাতলে গেলেও ভীষ্মের এখানে আগমন আজ রোধ হ'ত না। ধনঞ্জয়, আজ তা হ'লে ভীষ্মের ভীষ্মত্ব নষ্ট হ'য়ে যেত। অতি সাবধানে তুমি পিতামহের সঙ্গে যুদ্ধ কর।

(ভীষ্মের প্রবেশ)

ভীষ্ম। এতক্ষণে ধরেছি দু'জনে
একরথে নরনারায়ণ;
এত দিন পরে বাণ-পুষ্প উপহারে
জীবনধারণ ব্রত করিব সাধন।
এই লও—বৃদ্ধ পিতামহ ক'রে মোরে
দিয়াছ আমারে
শুদ্ধমাত্র আশিষের প্রিয় অধিকার।
এই লও (বাণক্ষেপ করিয়া) পুষ্পউপহার।

অ। ধর ধর পিতামহ!
আমিও অঞ্জলি করি দান। (বাণক্ষেপ)

ভীষ্ম। তারপর শুন ধনঞ্জয়!
ডাক বিশ্বে কে আছে কোথায় ?
দেবেন্দ্রে আহ্বান কর
কোটীবজ্রে কর আবাহন।
আসুক দানবজয়ী কে কোথা দেবতা!
আসুন ত্রিশূলী,
ভীম অস্ত্র পাশুপত-দাতা।
সবারে শুনায়ে আজি
বিশ্বস্তরে বিঁধিবারে হানিলাম বাণ।
শক্তি থাকে রক্ষা কর তুমি।

(বাণযুদ্ধ)

কৃষ্ণ। কি কর কি কর পার্থ!
কাট বাণে গাঙ্গেয়ের শর।
বিদ্ধ হ'ল কলেবর।

ভীষ্ম। জীবধ্বংস করেছ সূচনা
সামান্য যাতনা ভোগে
কাতর কি হেতু জনার্দ্দন।
এই লও পুনঃ পুষ্প করহ গ্রহণ।

কৃষ্ণ। কি কর, কি কর ধনঞ্জয়!
পিতামহ তীব্রশরে
মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিছে আমারে

অ। হানিতেছি শর,
যথাশক্তি বাণের প্রহারে
নিবারণ করিতেছি; পিতামহ শরে
তথপি কেমনে বিদ্ধ তুমি
হে কেশব, বুঝিতে না পারি।

ভীষ্ম। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী প্রাণী
ভীমার চণ্ডীর মন্দিরে
বলি দিতে এনেছ নির্দ্দয়!
বালক অর্জ্জুন-রথে করি অরোহণ
অশ্ব-রজ্জু করিয়া ধারণ
হাস্যমুখে সে সংহারে, সাক্ষী রবে তুমি ?
এই লও পুন উপহার।
কোমলাঙ্গ বিঁধিয়া তোমার

সেই সব ক্ষত্রিয়ের মৃত্যুর যাতনা
প্রতিলোমকূপে
তোমারে করাব আমি পান!

কৃষ্ণ। হে বিজয়, কোথায় সে
প্রতিজ্ঞা তোমার ?
সঞ্জয় সম্মুখে
সমস্ত নৃপতি সাক্ষী ক'রে
তুমি না করিয়াছিলে পণ
একদিনে করিবে হে ভীষ্মের নিধন ?
কোথা তব সে প্রতিজ্ঞা ?
এই মৃদু রণ দেখাইতে
আমারে করিলে তুমি রথের সারথি ?

অ। জানি বিশ্বে পিতামহ
শ্রেষ্ঠ শক্তিধর।
জেনেও কেশব আমি করেছিনু পণ,
তুমি হে কারণ,
তব প্রেম মুহূর্ত্ত স্মরণে
ভেবেছিনু সর্ব্বত্র অজেয় আমি রণে ;
যদি আমি ক'রে থাকি পণ
হে চির পাণ্ডব-সখা, অপরাধী তুমি।

কৃষ্ণ। আর আমি সহিতে না পারি—
বাণে বাণে সর্ব্ব অঙ্গ বিক্ষত আমার।
আর নয়, সংহার সংহার—
হে চক্র, প্রবুদ্ধ হও—
আশ্বস্ত হও হে ধনঞ্জয়—
আমিই করিব আজি ভীষ্মের নিধন।

(রথ হইতে অবতরণ)

অ। কর কি, কর কি, জনার্দ্দন,
ভঙ্গ হ'ল পণ।

কৃ। হ'ক ভঙ্গ পণ
সর্ব্ব অগ্রে ভীষ্মের নিধন—
তার পর তৃণ সম
সমস্ত কৌরবগণে কাটি সুদর্শনে
নিষ্কণ্টক করিব ধরণী।
মুহূর্ত্তের ভীষণ আহবে
চিন্তাশূন্য করিব পাণ্ডবে।

ভীষ্ম। সার্থক জীবন—
দেবদেব কমলনয়ন—হান সুদর্শন
বধ মোরে—ক'র না হে চক্রের সংহার।
সর্ব্বগতি আয়ত্ত আমার
নরদেহে আজি ধন্য আমি।
ত্রৈলোক্য সম্মান
দেবকণ্ঠে উঠিয়াছে গান
ধরণী-কম্পনে হের প্রকাশে উল্লাস
শুন শ্রীনিবাস,
ধর্ম্মক্ষেত্রে রাতুল চরণ করি দান
ধরিত্রীর রাখিলে সম্মান তুমি,
মুক্ত হ'ল ধরণীনিবাসী।

অ। চ'লে এস জনার্দ্দন,
ধরি শ্রীচরণ
শীঘ্র কর চক্রের সংহার।
আজ আমি পিতামহে বধিব জীবনে।

[কৃষ্ণের রথারোহণ

(শিখণ্ডীর প্রবেশ)

শি। আপনি কি হেতু ধনঞ্জয়—
পিতামহে সংহারিব আমি।

ভীষ্ম। কার্য্য শেষ।
এই লও ধনঞ্জয়—
অস্ত্রত্যাগ করিলাম আমি।
করিতে আমারে জয়
লইয়াছ ক্লীবের আশ্রয়—
এই আমি জীবনে প্রথম
রণস্থলে করিলাম পৃষ্ঠ প্রদর্শন।
চালাও সারথি, রথ—
দিব্যনেত্রে দেখিতেছি আমি—
ওই দূরে জননী আমার
একান্তে বসিয়া নিজ তীরে
সন্তানের শেষ ক্ষণ করিয়া স্মরণ
আনতবদনে ; অবিরাম অশ্রু বরিষণে
আপনি আপন অঙ্গে
রচিছেন তীব্র প্রবাহিনী।
এ দৃশ্য দেখিতে নারি
সম্মুখে চালাও রথ—
যতক্ষণ জীবনের না হবে বিরাম,
রণক্ষেত্রে ঘুরাও আমারে।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। শিখণ্ডী, সত্বর যাও—
শীঘ্র কর বাণের সন্ধান—
[শিখণ্ডীর প্রস্থান।
রথে ব'সে কি চিন্তা করিছ সখা—
সঙ্গে সঙ্গে চালাব স্যন্দন
শিখণ্ডীরে কর আবরণ।
পিতামহ মরিবে না শিখণ্ডীর বাণে।
শিখণ্ডীরে সম্মুখে রাখিয়া
মৃত্যুবাণ তোমারে হানিতে হবে।

পট পরিবর্ত্তন।

শরশয্যায় ভীষ্ম। পার্শ্বে পরশুরাম।

রাম। বসুমতী হতেছে কম্পিত,
দেবসঙ্ঘ মর্ম্মাহত,
মরম-পীড়িতা গঙ্গা হিমাদ্রি-নন্দিনী।
ত্রিলোকে উঠেছে ধ্বনি
ভীষ্মের সমরাঙ্গনে হইল পতন।
মহাত্মন্! আছ কি জীবিত?
ভীষ্ম। আছি।
রাম। আছ?
ভীষ্ম। এখনও আছি;
আছি বিপ্র,
জননীর আশীর্ব্বাদ আশে।
রাম। নিশ্চিন্ত করিলে তুমি।
দেখি তব মুদ্রিত নয়ন
মানস-বিলাসী ঋষিগণ
তব অন্বেষণে
হংসরূপে চলেছে দক্ষিণে।
করে রবি দক্ষিণে গমন।
হে গঙ্গা-নন্দন!
এ হেন দারুণ দিন শেষে
বিদ্ধ তুমি সর্ব্বকলেবরে!
মৃত্যু এসে দাঁড়াল দুয়ারে।
তাই আমি আসিয়াছি জাহ্নবী আজ্ঞায়,
সুধাতে তোমায়,
হে মহর্ষি, জগতের ভয় কর দূর—
মৃত্যুরে আদেশ কর ফিরিতে পশ্চাতে।
যত দিন নাহি ফিরে
দিবাকর উত্তর অয়নে,
দেবতা গন্তব্য পথ
যত দিন মুক্ত নাহি হয়,
তত দিন রহ শুয়ে এ শর-শয্যায়।
নহে তব তীব্র তপস্যায়
সুরক্ষিত পুণ্যময়ী এই আর্য্যভূমি
কলির প্রহার বশে
রসাতলে করিবে প্রবেশ;
উদ্ধারের আর তার না রবে উপায়।
ভীষ্ম। কে আপনি?
রাম। তব সখা অভিলাষী
মানস-প্রবাসী,
ঋষিগণ প্রতিনিধি জামদগ্ন্য রাম।
সে সবে আশ্বাস দাও মানসে শুনাও—
বল আমি রয়েছি জীবিত!
ব্যাকুল মহর্ষিগণে আন ফিরাইয়া।
ভীষ্ম। সর্ব্ব অঙ্গ বিদ্ধ মোর
তুমি সঙ্গে বদ্ধ মম কর,
হে মহর্ষি, বাক্যে আমি করিনু প্রণাম।
কহ গিয়া জননীরে,
আশ্বস্ত করহ ঋষিগণে।
যতদিনে উত্তরে না ফিরিবে তপন,
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী
পুণ্যরণে ব্রতী মহাজন
যত দিন আত্ম-বলিদানে
রক্তের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে
ধৌত না করিবে কুরু সমর-প্রাঙ্গণ
তত দিন রাখিব জীবন।
আশ্বস্ত হও মা বসুন্ধরা
রণাঙ্গনে তব বক্ষে করিয়াছি দান
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত কৃষ্ণ-অভয়চরণ।
পুণ্য বাণী করহ শ্রবণ
দেখিতে দুষ্কৃতধ্বংস সাধু পরিত্রাণ,
দেখিতে এ আর্য্যভূমে ধর্ম্মের স্থাপন
সাক্ষিরূপে ধ'রে আমি রাখিনু জীবন।
রাম। হে ত্যাগের একাদর্শ,
পুরুষপ্রধান
কণ্ঠ রুদ্ধ, বাক্য অবসান—
আর কি বলিব আমি।

ধর্ম্ম তুমি মর্ম্ম ধরণীর,
আত্মা তুমি সর্ব্ব মহর্ষির
বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে
এক বিন্দু মুক্ত অশ্রুনীর
এই পুণ্য শয্যাতলে দিলাম অঞ্জলি।

[রামের প্রস্থান।

(যুধিষ্ঠিরাদি ও দুর্য্যোধনাদির প্রবেশ—
সকলে নতজানু হইয়া ভীষ্মকে প্রণাম করিলেন)

ভীষ্ম। এস মহারথগণ, এস। আমি তোমাদের দেখে পরম সন্তুষ্ট হলুম। হস্তপদ বদ্ধ—হাত তুল্‌তে পারলুম না। তোমরা সকলে আমার বাক্যের আমন্ত্রণ গ্রহণ কর। ভাই সব, আমার মাথাটা ঝুল্‌ছে, তোমাদের মুখ আমি ভাল ক'রে দেখতে পাচ্ছি না। আমাকে একটা উপাধান দাও। (দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক বালিশ প্রদান) না ভাই, এ উপাধান ত বীর-শয্যার যোগ্য নয়। ধনঞ্জয়—ধনঞ্জয়—কোথায় ধনঞ্জয় ?

(ধনঞ্জয়ের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। এই আপনার ভৃত্য পিতামহ! কি কর্‌তে হবে দাসকে আজ্ঞা করুন।

ভীষ্ম। মাথাটা ঝুল্‌ছে—একটা উপাধান দিয়ে মাথাটা তুলে দাও। (অর্জ্জুন ভূমিতে বাণ বিদ্ধ করিয়া ভীষ্মের মস্তক তুলিয়া দিলেন।) হাঁ—এই আমার উপযুক্ত উপাধান। শোন ধনঞ্জয়, তুমি যদি আজ আমাকে আমার মনোমত উপাধান না দিতে পার্‌তে, আমি ক্রুদ্ধ হয়ে তোমাকে শাপ দিতুম। ধনঞ্জয়—ভাই শিখণ্ডীর পশ্চাতে থেকে তুমি যে সমস্ত বাণ নিক্ষেপ করেছ, তাতে আমার শরীর দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। মর্ম্মস্থান সকল ছিন্ন ভিন্ন—মুখ শুষ্ক—আমি নিতান্ত আকুল হয়েছি—বড় পিপাসা।

দুর্য্যো। (পানীয় সংগ্রহ করিয়া) পিতামহ! এই সুশীতল জল এনেছি, পান করুন।

ভীষ্ম। দুর্য্যোধন! তুমি আমার অবস্থা বুঝতে পারছ না। আমার এ জীবন আর ইহলোকের জীবন নয়। আমি শরশয্যায় শুয়ে মনুষ্যলোকের বাইরে চ'লে এসেছি। যে জলে তোমরা তৃপ্ত হও, সে জলে আমার তৃষ্ণা নিবারণ হবে না। ধনঞ্জয়—ধনঞ্জয়—শীঘ্র আমার তৃষ্ণা নিবারণ কর।

(অর্জ্জুন ভূমিতে বাণ নিক্ষেপ করিলেন।
ভূমি হইতে জল উত্থান)

অ। পিতামহ! পাতাল থেকে ভোগবতী প্রস্রবণ-রূপে আপনার তর্পণের জন্য উত্থিত হয়েছেন—পান করুন।

ভীষ্ম। আঃ! কি তৃপ্তি! দুর্য্যোধন, দেখ তোমার সহায়তার জন্য যে সমস্ত রাজা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁরাও দেখুন। অর্জ্জুনের এই অমানুষিক শক্তি—ভাই সব, আমার শেষ অনুরোধ শোন, কেশব-সখা ধনঞ্জয়ের সঙ্গে যুদ্ধ না ক'রে তার সঙ্গে সন্ধি কর। পাণ্ডবদের অর্দ্ধ-রাজ্য প্রদান কর।

দুর্য্যো। পিতামহ! যখন আপনি উপযুক্ত সেবক লাভ করেছেন, তখন আমাদের অনুমতি করুন, আমরা শিবিরে গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করি।

ভীষ্ম। এস ভাই! আমি আনন্দে অনুমতি দিচ্ছি! পদতলে তুমি কে হে ?

কর্ণ। যে প্রতিদিন আপনার নয়নপথে অতিথি হ'ত, আর আপনি যাকে সর্ব্বদা দ্বেষ করতেন, আমি সেই রাধেয়।

ভীষ্ম। পদতলে নয়—তুমি একবার আমার হৃদয়ের কাছে এস। শোন কর্ণ, এইবারে আমার অন্তরের কথা শোন। আমি তোমাকে কখন দ্বেষ করি নি! কুরুপাণ্ডবকে আমি যেমন ভালবাসি, তোমাকেও সেইরূপ ভালবাসি! কেন ভালবাসি,—ভাই সব, কিয়ৎক্ষণের জন্য অন্তরালে গমন কর। (সকলের প্রস্থান) কর্ণ, তুমি রাধা-নন্দন নও— কুন্তী-নন্দন।

কর্ণ। পিতামহ—পিতামহ! আপনি শরশয্যায় —অন্তগমনমুখে ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় এ বিস্ময়কর মূর্ত্তি বিকাশে আমার মস্তিষ্ক বিচলিত করবেন না। আমি দুর্য্যোধনের সাহায্য করবার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ, রক্ষা করুন পিতামহ, আমাকে রক্ষা করুন।

ভীষ্ম। আরও শোন—এই ভূতলে তোমার সমকক্ষ একজনও নাই; জগতের শ্রেষ্ঠ বীরত্ব নিয়ে তুমি জন্মগ্রহণ করেছিলে। তোমার হৃদয়গত নারায়ণ তোমার পৈতৃক সম্পত্তি; তোমার দানের তুলনা তুমি। কিন্তু এই অপূর্ব্ব গুণসমষ্টি পেয়েও লঘুসঙ্গে তোমার প্রভা অর্দ্ধবিলুপ্ত হয়ে গেছে। জানি, তুমি দুর্য্যোধনের সঙ্গ পরিত্যাগ করতে পারবে না, তাই কুলভেদ ভয়ে আমি তোমাকে সময়ে সময়ে কটুবাক্য প্রয়োগ করতুম। শুনে রাখ আদিত্য-নন্দন! কেশব-ধনঞ্জয়ের ন্যায় আমি তোমাকে অন্তরে শ্রদ্ধা করি!

কর্ণ। এর চেয়ে যে আপনার তিরস্কার ভাল ছিল পিতামহ! এ মধুর বাক্যে আমার বক্ষে আপনি শেল বিঁধছেন কেন? মহাত্মন্! আমি যত দিন বেঁচে থাকব, তত দিন মনে রাখব, আপনার কঠোর বাক্যে মূর্খের মতন আত্মহারা হ'য়ে অস্ত্র ত্যাগ ক'রে আমিই আপনাকে হত্যা করেছি। নইলে ভোগবতীর জল এনে তৃতীয় পাণ্ডবকে আজ আপনার তর্পণ করতে হ'ত না।

ভীষ্ম। যাও ভাই! যখন কিছুতেই তুমি অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে নিরস্ত হবে না, তখন তোমাকে বলি, অহঙ্কার ত্যাগ ক'রে, শুধু বীরতা অবলম্বন ক'রে যুদ্ধ কর। তোমার মঙ্গল হ'ক।

[কর্ণের প্রস্থান।

(কৃষ্ণের প্রবেশ ও ভীষ্মের পদতলে উপবেশন)

ভীষ্ম। পদতলে তুমি আবার কে হে! কোমল কর-পল্লবে আমার চরণ স্পর্শ ক'রে সর্ব্বশরীরের শীতলতা ঢেলে দিলে, সকল জ্বালা জুড়িয়ে দিলে, তুমি কে হে?

কৃষ্ণ। পিতামহ! সকলের সঙ্গে দেখা করলেন, আমি কি অপরাধ করেছি যে, আমাকে দেখতে চাইলেন না।

ভীষ্ম। কেও? কেশব! তুমি বাইরে! আমি যে তোমাকে হৃদয়ে লুকিয়ে রেখে দিবারাত্র দেখছি। তুমি বাইরে কেমন ক'রে এলে! আমি তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছি ব'লে কি তুমি রাগ ক'রে বাইরে চ'লে এসেছ? হাত ধর কৃষ্ণ, হাত ধর—অনন্তকাল-ব্যাপী জীবন-যুদ্ধে আমি ক্লান্ত হয়েছি! হাত ধর, আমি তোমার নামের উপর বিশ্রাম করি। না না—এই যে অন্তরে বাহিরে তুমি! এই যে তরুলতায় তুমি, ধরণীর প্রতিপরমাণুতে তুমি, জলে তুমি, স্থলে তুমি, অনিলে তুমি, অনলে তুমি। প্রতি শর-মুখে তুমি, অনন্ত কোমলতা মাখিয়ে এই যে তুমি আমার সর্ব্বদেহ আবৃত ক'রে অবস্থান করছ। বাসুদেব, বাসুদেব, বাসুদেব—আমাকে বিশ্রাম দাও—বিশ্রাম দাও।

ওঁ তৎসৎ।

স্মরামি ব্রজামি নমামি ব্রহ্মচরণ-মধু-পায়ী।
হে কর্কশ-শর-শয়নশায়ী।
কৃপাকণাদান নরদেহ ধারণ,
পীতবসন-বনমালী-পদাঙ্কন,
অমর-সাধন অমর-জয় পণ,
অমর জীবন সুধাদায়ী।
যুগ যুগ ধৃত বিহিত স্বতঃব্রত
বিশ্ব-পরিবৃত ধ্বান্ত-নিরাকৃত
শান্ত সমাহিত সুস্থিত সংযত সাধু-ধৃত-পথ অনুযায়ী।
অনুরাগ-বিরাগ-প্রয়াগ-বিধায়ী।

যবনিকা।

পলিন

(নাটক)

[দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে মুদ্রিত]

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

আলমামুন	...	...	...	তুর্কীর সুলতান।
মুর্ত্তাজা	...	...	...	ঐ প্রধান উজীর।
মোবারক	...	...	...	উজীর-পুত্র।
হাসান	...	...	...	সুলতানের দেহরক্ষক।
ওমার	...	...	...	রাণী আইরিণীর পুত্র।

উদ্যানরক্ষক, প্রহরী, বান্দা, ওমরাহগণ, সিস্তানসর্দ্দার।

স্ত্রী

আইরিণ	...	...	সিস্তানের রাণী।
রেবেকা	...	...	আলমামুনের কন্যা—রুম-রাজকুমারীর গর্ভজাতা।
রুমা	...	...	আলমামুনের প্রথমা পত্নী—পলিনের গর্ভধারিণী
পলিন বা পুরুষবেশে আসাদ—		...	আলমামুনের প্রথমা পত্নীর গর্ভজাতা কন্যা এবং সিস্তানের রাণী আইরিণ কর্ত্তৃক পুরুষবেশে পালিত।

সখীগণ, সিস্তানরমণীগণ, নর্ত্তকীগণ, বাঁদী।

পলিন

প্রস্তাবনা

গীত।

ক'য়ে থাক যদি ব্যথার কথা, খুলে থাক যদি প্রাণ।
নয়নের জলে ভিজায়ে হৃদয় ক'রে থাক যদি দান॥
(যদি) এমনি মধুর চাঁদের আলোকে,
কম্পিত হৃদে পলকে পলকে,
অধরে অধর-পরশ মাখান সুধা ক'রে থাক পান।
তবে সুধীবর এসো হে,
ধীরে ধীরে পাশে বসো হে,
এমন তরল চাঁদিনী যামিনী না হ'তে অবসান।
প্রাণে প্রাণে ভরি লহ উপহার এ নব-মিলন গান॥

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রাসাদসংলগ্ন সুসজ্জিত উদ্যান,

দূরে নীলপাহাড়।

উদ্যান-রক্ষক।

রক্ষক। তাই ত, ব'সে ব'সে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছি ত! যাঃ—করেছি কি! পূর্ব্ব দিক্ যে ফরসা হয়ে গেছে! আর ঘুমুবার অপরাধ কি! চির-কালটাই সারারাত সমভাবে জাগছি। মানুষের দেহ ত, আর কত সয়! আর জেগেই বা কি, ঘুমিয়েই বা কি? মিছে জাগা! আমাদের বাদশার রাজ্য থেকে যখন চোরের নাম উঠে গেছে—তখন মিছে জেগে লাভ কি? দুনিয়ার ভেতরে এমন বুকের পাটা কার যে, বাদশার বাড়ীর দোরে, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বাগিচায় চোর হয়ে প্রবেশ করে!

নেপথ্যে। কে ওখানে?

রক্ষক। এ কি—বাদশা! এই ভোরে! আমাকে দেখ্তে পেলেন নাকি? দেখতে পেলেই ত গিয়েছি!

(আলমামুনের প্রবেশ)

আল। কে ওখানে? (রক্ষকের অভিবাদন) তুই-ই এখানের পাহারাদার?

রক্ষক। আজ্ঞে জাঁহাপনা।

আল। ওখানে কে? আরে আহাম্মোক ও দিকে চাচ্ছিস কি? নীচে নয় উল্লুক—উপরে ওই নীলপাহাড়ের গায়। দেখতে পাচ্ছিস না, কে যেন একটি বালক দাঁড়িয়ে রয়েছে!

রক্ষক। হাঁ জাঁহাপনা, এক ছোকরা।

আল। ছোকরা ওখানে কেমন ক'রে গেল? কাঁপছিস কি? খাড়া রও, সচ্ বোলো!

রক্ষক। গোলাম জানে না!

আল। এ দিক দিয়ে যায় নি?

রক্ষক। কই না জাঁহাপনা!

আল। ঠিক?

রক্ষক। গোলাম ত পাহারা দিচ্ছে।

আল। হাসান!

(হাসানের প্রবেশ)

হাসান। ব্যবস্থা ক'রে এসেছি জাঁহাপনা—এতক্ষণ সমস্ত সহর সৈন্য-পরিবেষ্টিত হয়েছে।

আল। বেশ করেছ, এখন একবার দেখ ত নীল-পাহাড়ের ওপরে কে উঠেছে—আর কোথা দিয়ে উঠেছে। যদি এই পথ দিয়ে গিয়ে থাকে, তা হ'লে —এই কম্বখ্তকে কোতল কর। যদি অন্য পথ দিয়ে গিয়ে থাকে, তা হ'লে সেই পথের পাহারাদারকে আমার কাছে নিয়ে উপস্থিত কর। উল্লুকেরা জানে না যে, ওখান থেকে আমার অন্দর দেখা যায়।

হাসান। আর যে উঠেছে, তার সম্বন্ধে কি করব?

আল। তুমি শুধু তাকে ধ'রে আমার কাছে নিয়ে আসবে। হয় সে উন্মত্ত, নয় সে মৃত্যুকামী। নইলে

আলমামুনের সহরে এসে তার অন্দর দেখতে সাহস করে, এমন সাহসী দুনিয়ায় আছে। যাও দেরী ক'র না, দেরী করলে স'রে পড়তে পারে। আর এই বান্দাকে আটক কর।

[রক্ষক ও হাসানের প্রস্থান।

দুনিয়ার অধীশ্বরত্ব পেয়েও আমি দুঃখের হাত থেকে নিস্তার পেলুম না। সকলেই জানে, আমার মতন সুখী সম্রাট্ আর নেই। আমার রাজ্য সেই সুদূর ইস্পানীদের দেশ থেকে হিন্দুস্থানের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আমার রাজধানীতে জগতের জাতি সমবেত হয়েছে। সহস্র ক্রোশ দূরে ভীম অরণ্যের ভিতর আমার নাম নিয়ে সালঙ্কারা রমণী দস্যুদলের লোলুপ দৃষ্টির সম্মুখ দিয়ে হাসতে হাসতে চ'লে যায়। শীকারের উপর লাফ দিতে গিয়ে হিংস্র সিংহও যদি আমার নামের দোহাই শুনতে পায়, তা হ'লে সেও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে শীকার ফেলে পলায়ন করে। কিন্তু আমি জানি, সেই আমার মতন দুঃখী দুনিয়ায় আর নেই। কেন নাই, তা আমি নিজের কাছে বলতেও সাহস করি না। পাছে প্রকৃতি শুনতে পেয়ে চার ধার থেকে তীব্র রহস্যে আমার মর্ম্মে শেল বিদ্ধ করে। কি খবর ?

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। মোবারককে কোথায় পাঠিয়েছিলেন জাঁহাপনা ?

আল। মোবারক ফিরে এসেছে ?

উজীর। ফিরে এসেছে,—কিন্তু সে অকৃতকার্য্য হয়েছে ব'লে জাঁহাপনার সঙ্গে দেখা করতে সাহস করছে না। সে আমার কাছে বিদায় গ্রহণ করতে চায়।

আল। বিদায় নেবার কিছু প্রয়োজন নেই। আমি যাকে পৃথিবী অন্বেষণ ক'রে খুঁজে পাই নি, তার অন্বেষণে অকৃতকার্য্য হ'য়ে তার লজ্জার বিষয় কিছুই নেই।

উজীর। কাকে অন্বেষণ জাঁহাপনা ?

আল। কাকে ?—কি বলব উজীর—বলতে আমার হৃদয়-বলে কুলিয়ে উঠছে না।

উজীর। বিশ্ববিজয়ী আলমামুন, শত শত দর্পী সাম্রাজ্যপতির মস্তক-অবনতকারী আলমামুন—তাঁর হৃদয়-বলে কুলিয়ে উঠছে না! সে নামের কি এতই শক্তি জাঁহাপনা ?

আল। তার কথা মনে করতেই আমার চোখের সম্মুখ দিয়ে আমার বিশাল সাম্রাজ্য অন্ধকার-সাগরে বিলীন হয়ে যায়! তখন মনে হয় উজীর, আলমামুনের চেয়ে পথের ভিখারীও বুঝি সুখী।

উজীর। সম্রাট্! দুনিয়ার মালিকের সুখের অংশভাগী ব'লে এতকাল আমি নিজেকে পরম ভাগ্যবান্ স্থির করেছিলুম, এখন বুঝলুম সেটা ভ্রম। এখন দুঃখের অংশভাগী হবার জন্য আমি ব্যাকুল হয়েছি। আমার প্রতি করুণা করুন।

আল। আমার স্ত্রী।

উজীর। সে কি জাঁহাপনা—তিনি ত প্রাসাদে অবস্থান করছেন। রুম রাজকুমারীকেই আমরা সাম্রাজ্ঞী ব'লে জানি।

আল। সে আমার ঐশ্বর্য্যের সহচরী—দিগ্বিজয়ে পৃথিবীর বড় বড় রাজা ও সম্রাটদের হারিয়ে, তাদের রাজ্য লুট ক'রে যে সমস্ত অমূল্য রত্ন সংগ্রহ ক'রে আমি ইস্তাম্বুলে এনেছি, সাম্রাজ্ঞী তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কিন্তু উজীর, এ তা নয়—এ আমার দুঃখের সঙ্গিনী—আমার সহধর্ম্মিণী।

উজীর। তা তো কৈ এক দিনও আপনার মুখে শুনি নি!

আল। কেমন ক'রে শুনবে! তোমরা আমার ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে, আমার ধরণী-সীমান্তগামী রাজ্যের সঙ্গেই পরিচিত। আমার পূর্ব্বজীবনের সঙ্গে—আমার জন্মভূমির একটি ক্ষুদ্র পল্লীর একটি অর্দ্ধভগ্ন কুটীরের সঙ্গে—ত পরিচিত নও।

উজীর। সম্রাট্, তা নই।

আল। সেই কুটীরবাসী এক যুবক সেই পল্লীর এক দরিদ্রকন্যাকে বিবাহ করেছিল।

উজীর। তার পর ?

আল। উভয়েই দরিদ্র—কপর্দ্দকশূন্য। যুবক-যুবতী পরস্পরে শুধু প্রেমের যৌতুক দানে আবদ্ধ হয়েছিল। উজীর! পল্লীর সে দাম্পত্যজীবনের সুখ এখন যদি আমার সাম্রাজ্য বিনিময়েও কেউ আমাকে ফিরিয়ে দেয়, আমি তাও দিতে প্রস্তুত আছি।

উজীর। পেতে বাধা কি ?

আল। বাধা অদৃষ্ট। তাকে সুখী করবার জন্য আমি অর্থোপার্জ্জনে বিদেশে যেতে তার কাছে বিদায় প্রার্থনা করি। তাতে সে আমাকে বলেছিল—"আমি রাজ্যৈশ্বর্য্যের প্রয়াসিনী নই। তুমিই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

সুখ।" কুক্ষণে আমি সে কথায় অবিশ্বাস করেছিলুম। আমি রমণীহৃদয়-মাহাত্ম্য বুঝতে না পেরে অর্থে তাকে সুখী করতে গৃহত্যাগ করলুম। পথে দস্যু কর্তৃক ধৃত হলুম, এক ক্ষুদ্র সর্দারের কাছে বিক্রীত হলুম, ক্রমে অদৃষ্টের প্রসন্নতায় সর্দারী লাভ করলুম। ক্রমে সর্দারী থেকে রাজ্য, রাজ্য থেকে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুকুট, সম্রাটের কন্যা, গর্ব্বিত অসংখ্য জাতির স্বাধীনতা,—সব পেয়েছি, কিন্তু আমার সে স্ত্রীকে—উজীর, শুধু স্ত্রী নয়—তার গর্ভস্থ সন্তান—আমি তাকে গর্ভবতী ফেলে চ'লে এসেছি।

উজীর। মোবারককে কি তাঁর সন্ধানেই পাঠিয়েছিলেন?

আল। সে বুদ্ধিমান্ জেনে, অথবা ভবিষ্যতে আমার রাজ্যের উত্তরাধিকার গ্রহণের সে যোগ্য কি না, তাই বুদ্ধির পরিচয় নিতে, তাকে পাঠিয়েছিলুম।

উজীর। বালক, তার বুদ্ধির মূল্য কি? আমাকে পাঠান।

আল। তুমি! এই বৃদ্ধ বয়সে! আমি নিজেই অনুসন্ধানে যেতে সাহস করি না!

উজীর। আপনার সাহস আপনার কাছে, আমি সে সম্বন্ধে কি বলব? কিন্তু সাম্রাজ্য-জয়ে সহায়তা ক'রে, আপনাকে অসুখী দেখে কার্য্য অসম্পূর্ণ রেখে যাব! আপনার সুখের নিদানের অনুসন্ধানে যাব, তাতে কি বয়সের বাধাকে ভয় করি সম্রাট্?

আল। উত্তেজিত হ'য়ো না উজীর! আগে তোমার পুত্রের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনতে দাও।

উজীর। বেশ, আপনি শুনুন। আমার কিন্তু কথাও যা, কাজও তা। আমি যাবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়েছি। আপনি কি মোবারককে দিয়ে এই প্রথম সন্ধান নিতে পাঠিয়েছেন?

আল। না, অনেকবার সন্ধান করিয়েছিলুম।

উজীর। সন্ধান পান নি?

আল। প্রথম প্রথম সন্ধান পেয়েছিলুম।

উজীর। আপনি নিজে কখন যান নি?

আল। না, লোক দিয়ে তাকে আনতে পাঠাতুম। আমার বিশ্বাস ছিল, আমার ঐশ্বর্য্যের কথা শুনলে আমার স্ত্রী প্রলুব্ধা হয়ে আমার কাছে আসবে। প্রথম সর্দারী হবার লোভ দেখিয়ে আমি সওগাত দিয়ে তার কাছে লোক পাঠিয়েছিলুম। স্ত্রী আমার সওগাত গ্রহণ করে নি, আসেও নি। আমারও প্রলোভন দেখাবার জেদ হ'ল। আমি তার পর ক্রমে ক্রমে সুবেদারনী ও রাণী হবার লোভ তার সম্মুখে উপস্থিত করলুম।

উজীর। আপনি কি নিজে গিয়েছিলেন, না লোক পাঠিয়েছিলেন?

আল। আমি নিজে আর কই গেলুম উজীর! আমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল! উঃ! রমণীর এত অভিমান! পর্ণকুটীরবাসিনী ভিখারিণী—রাণী হবার জন্য নিমন্ত্রণ করলুম—তবু এলো না!

উজীর। বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল, তাতে আর সন্দেহ নেই।

আল। তার পর রোম-সাম্রাজ্য জয় ক'রে যখন সম্রাট্‌কুমারীকে জয়ের নিদর্শনস্বরূপ সঙ্গে আনি, তখন ছদ্মবেশে আমার কুটীরপার্শ্বে একবার উপস্থিত হই।

উজীর। গিয়ে দেখেন কুটীর পরিত্যক্ত?

আল। পরিত্যক্ত—আমার বাসস্থান শৃগালের লীলাভূমি হয়েছে।

উজীর। আপনি তাকে হারিয়েছেন।

আল। হারিয়েছি উজীর—হারিয়েছি!

উজীর। আমার স্থির বিশ্বাস, ইহজীবনে আর তাঁকে পাবেন না। এখন সে মহিমময়ীর কিছু অবশিষ্ট আছে কি আপনি বলতে পারেন? পুত্র কিংবা কন্যা?

আল। অবশিষ্ট আছে জেনেছি, কিন্তু পুত্র কিংবা কন্যা, তা জানতে পারি নি।

উজীর। এ কি তিনি জানতে দেন নি?

আল। না উজীর, অতি যত্নে সে আমার লোকেদের কাছ থেকে তার অস্তিত্ব গোপন ক'রে রেখেছিল।

উজীর। তাঁর গ্রামের লোক, তারাও কি জানে না?

আল। তারাও জানে না। কিংবা কি তার আশ্চর্য্য শক্তি, তারা জানলেও বলে না।

উজীর। আপনার গ্রাম?

আল। তা বলবো না। তোমার পুত্রকে বলেছি। কিন্তু সেই সঙ্গে তাকে বলেছি, অন্য কেউ যদি জানতে পারে, তখনি তার শিরশ্ছেদ করবো! আমার এই কথা শুনে যদি তুমি অনুসন্ধান করতে সাহস কর—কর।

উজীর। এই কথাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

আল। তুমি কি যথার্থই অনুসন্ধানে বেরুবে?

উজীর। এই আমি বেরুলুম।

আল। সন্ধান পাবে তোমার বিশ্বাস?

উজীর। সন্ধান পেয়েছি।

আল। (হাস্য)

উজীর। আমার উজীরী বুদ্ধিতে চিরকাল যেমন বিশ্বাস স্থাপন ক'রে এসেছেন, এতেও তেমনি করুন।

আল। তোমার বীর পুত্রকে আমি উত্তরাধিকারের প্রলোভন দেখিয়ে, কন্যা রেবেকার প্রলোভন দেখিয়ে সন্ধান নিতে পাঠিয়েছিলুম।

উজীর। তার মা অতি যত্নে আপনার কাছ থেকে তার সন্তানটিকে লুকিয়ে রেখেছে। সে কৌশল ভেদ করবে আমার ছেলে ?

আল। আমার মুলুকের ভেতরে এমন সাহস কার যে, তাকে আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে !

উজীর। সে আপনার মুলুকে নেই।

আল। তবে কি সে হিন্দুস্থানে ?

উজীর। রমণী বোধ হয় অতদূর যেতে সাহস করেন নি।

আল। তবে আমার মুলক নয়, দুনিয়ার এমন স্থান কই ?

উজীর। আপনি ভুলে গেছেন—আছে ! ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য সিস্তানকে আপনি আজও বশে আনতে পারেন নি।

আল। উজীর ! আর যুদ্ধ করতে হবে না ব'লে নিশ্চিন্ত হয়েছিলুম, এখন বুঝলুম, নিশ্চিন্ত হ'তে এখনও আমার বিলম্ব আছে। আমি সপ্তাহ মধ্যেই সিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবো। জীবন পণ—যদি না ফিরি, আমার কন্যা রেবেকার উপযুক্ত পাত্র নির্ব্বাচন ক'রে তার হাতে সাম্রাজ্যের ভার সমর্পণ করো।

উজীর। ব্যাকুল হবেন না সম্রাট্, আমাকে অনুসন্ধানের অবসর দিন। আমি অপারগ হ'লে, আপনার যা অভিরুচি করবেন। এখন বলুন, তাদের চেনবার কোনও নিদর্শন আছে ?

আল। যদি থাকে।

উজীর। কি সে ?

আল। পিতৃদত্ত তাম্রের এক অঙ্গুরি ! তাতে অতি সূক্ষ্ম অক্ষরে লেখা আছে, "এয়সা দিন নেহি রহেগা"। পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে সেইটি আমার ·শিষ্ট ছিল। বিবাহ দিবসে তা আমি আমার স্ত্রীকে ·েক দিয়েছিলুম।

·জীর। তিনি আপনার কাছে আসবেন কেন সম্রা· ঐশ্বর্য্যের সারভাগ আগে তাঁকে দান ক'রে শেষে কি না অসারের প্রলোভন দেখিয়ে তাঁকে নিরস্ত করতে গিয়েছিলেন ! ব্যস্ত হবেন না—আমা· অনুরোধ, আমার অনুসন্ধান কাল পর্য্যন্ত আপনি ধৈর্য্যধারণ করুন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ-কক্ষ।

সখীগণ।

(গীত)

তুমি এস, ধীরে উঠে বস, অরুণ পূরব আসনে।
নিজে এস, সাথে লয়ে এস, সুরভিত মধু পবনে ॥
কঠোর শিশির অন্ত—
উড়িল আকাশে আবাহনে পাখী,
নবীন অরুণ অলোক মাখি,
কোমল করুণ শান্ত (এস বসন্ত, এস বসন্ত)
সাথে লয়ে এস স্বগণে ;
নিভৃত কুঞ্জ বিহগপুঞ্জ কূজিত নূপুর চরণে ॥

(রেবেকার প্রবেশ)

রেবেকা। তাই ত ! আমি এ কি দেখলুম ! উষার রক্তিম আলোক-ধারা নীলাচলের শিখরে প'ড়ে কি কমনীয় মূর্ত্তি ধ'রে ঘুমন্ত চক্ষুকে প্রস্ফুটিত ক'রে দিলে !

১ম, স। এ কি বাদসাজাদী, আজ তোমার মুখ এমন মলিন কেন ?

রেবেকা। তোরা কি কেউ তাকে দেখেছিস্ ?

১ম, স। কাকে রাজকুমারী ?

রেবেকা। কাকে ?—কি বলব কাকে ! অভাগী বাঁদী, এমন মধুর উষায় তোরা বৃথা জেগে রইলি—কেউ দেখতে পেলি নি !

১ম স। কি দেখব রাজকুমারী ?

রেবেকা। কি দেখবি ? কি দেখতে দুনিয়ায় এসেছিস ?

১ম স। যা দেখতে এসেছি, তা ত তোমার প্রশ্নেই উত্তর হয়েছে। আমরা বাঁদী—আমরা এ দুনিয়ায় শুধু সৌন্দর্য্য দেখতে এসেছি। ভাগ্যবশে আপনার আশ্রয় পেয়েছি। সেই সঙ্গে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ, সেই প্রাসাদ-সংলগ্ন দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ উদ্যান, আর সেই উদ্যান-মধ্যে দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী রেবেকাকে দেখেছি।

এর চেয়ে আর বেশী কি দেখবার আছে জানি না যে শাজাদী!

রেবেকা। দেখবার আছে, কিন্তু দেখতে পেলি নি। দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য দেখা দিতে আজ নব বসন্ত-প্রভাতে চোখের উপরে ফুটে উঠেছিল, তবু তোরা দেখতে পেলি নি।

১ম স। কোথায় শাজাদী?

রেবেকা। নীল কাদম্বিনীর বক্ষোভেদ ক'রে চঞ্চল রজতপুষ্পমালার ন্যায় নীলাচলের পার্শ্ব হ'তে একবার মাত্র দেখা দিয়ে, আমার ভূস্বর্গকে, আমার এই জগৎ-প্রসিদ্ধ সৌন্দর্য্যকে রহস্য-কটাক্ষে একবার মাত্র দেখে মিলিয়ে গেল!

১ম স। সত্য শাজাদী?

রেবেকা। নববসন্তে ঊষার আলোক মুখে মাথাব ব'লে, আমি শয্যা থেকে উঠে বাতায়নে মুখ বাড়িয়েছি, এমন সময় অলক্তকরাগরঞ্জিত নীলাচল শিখরের উপর আমার দৃষ্টি পতিত হ'ল। মুগ্ধ হয়ে একদৃষ্টে সেই মহান্ দৃশ্য দেখছি—এমন সময় পুষ্পধনুর মত এক অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি সহসা কোথা থেকে তার উপরে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে একবার অরুণ রঙে মুখ মাখিয়ে আমার দিকে মুহূর্ত্তের জন্য চেয়ে চকিতের ন্যায় মিলিয়ে গেল। আহা, কি দেখলুম!

১ম স। বল কি শাজাদী!

রেবেকা। কিন্তু আর দেখতে পেলুম না। দেখবার আশায় কতক্ষণ চেয়ে রইলুম, কত চোখ মুছলুম—আর দেখতে পেলুম না।

১ম স। দেখেছ, সেটা কি ঠিক শাজাদী?

রেবেকা। তুই কি বলতে চাস সেটা মিথ্যা?

১ম স। কতক্ষণ দেখেছিলে?

রেবেকা। কতক্ষণ কি, সে ত এখনও দেখছি!

১ম স। তা ত দেখবেই—যতক্ষণ না এ দু'টি খঞ্জননয়নে অঞ্জন লাগিয়ে দেব, ততক্ষণই দেখবে।

রেবেকা। বলছিস্ কি?

১ম স। নাও চল—স্নান ক'রে চোখ থেকে বসন্তের ঘুম ধুয়ে ফেল—চোখে নবানুরাগের অঞ্জন প'রে অত আকাশপানে চেয়ো না।

রেবেকা। তুই মনে করছিস কি এ স্বপ্ন?

১ম স। শুধু আমি কেন রাজকুমারী—যে শুনবে, সেই মনে করবে? তোরা কি মনে করলি সই?

সকলে। স্বপ্ন—স্বপ্ন।

রেবেকা। তাই ত, এ কি স্বপ্ন!

সখীগণের গীত।

অকরুণ যৌবন, যামিনী অকরুণ
অকরুণ ভারে হিয়া চেপেছে।
বসন্ত অকরুণ, অকরুণ স্বপনে,
অকরুণ করে তুলি ধরেছে॥
অকরুণ কুসুমে অকরুণ সমীরণ বহে,
অকরুণ পঞ্চমে অকরুণ কোকিল গাহে।
অকরুণ অরুণ অকরুণ অচলে
অকরুণ উল্লাসে ঢলেছে।
(ও গো তাই গো ধনি)
অকরুণ মদন অকরুণ ফুলবাণে
তোমার কোমল হিয়া বিঁধেছে।

তৃতীয় দৃশ্য

নীল পাহাড়।

আসাদ।

(গীত)

স্বপ্নবশে কোন্ দিবসে কোন্ দরিয়ার কূলে।
ব'সে ব'সে স্রোতের পাশে,
কি আলসে ঝাঁপ দিয়েছি জলে॥
কেউ বুঝলে না গো, দেখলে না গো শুনলে না গো গান,
ভিজলো নাকো নয়ন কারো গললো নাকো প্রাণ,
আশা দিতে কেউ কথা গো কইলে নাকো ভুলে॥
মিলতে আঁখি চেয়ে দেখি ভেসে গেছি কোন্ দেশে—
সে দেশে নূতন চাঁদ, নূতন হাসির নূতন ফাঁদ,
নূতন ধারা ভাসছে তারা নূতন আকাশে।
তারা তুলে নিলে গো! তুলে নিলে গো (আমায়)
মিশিয়ে দলে দলে॥

(গীতের অনুকরণ করিয়া পশ্চাৎ
হইতে হাসানের প্রবেশ)

আসাদ। বা! বা! তুমি ত বেশ গাইতে পার। মিয়া! দুবে

হাসান। পারি বইকি। গাইতেও পারি, আবা বাজাতেও পারি।

আসাদ। বা! বা! তুমি ভাই বেশ মানুষ— বাজাতেও পার? বেশ, নিজে বাজিয়ে একটা গান গাও ত মিয়া!

হাসান। এই যে তারই ব্যবস্থা করছি। নে ছোঁড়া, পিঠ পাত্।

আসাদ। কেন?

হাসান। বাঁয়া হবি, আমি তোর পিঠে ঠেকা দেবো।

আসাদ। আরে দূর, তবে ত তুই ভারি বাজিয়ে। বাঁয়াতে ঠেকা দেওয়া ছাড়া বুঝি তোর বিদ্যা নেই! নে, তুই ধ্রুপদ গা, আমি পাখোয়াজ বাজাই।

হাসান। বাজনা কই!

আসাদ। কেন, তোর গাল। এই দেখ না কেমন বাজে। এই শোন্—এই ধামারের বোল।

হাসান। তাই ত! ছোঁড়াটা সত্যি সত্যিই যে দেখছি আমাকে ঠেঙ্গিয়ে দিলে। ছোঁড়াটাকে শাসন করতে এলুম, এসে নিজেই অপদস্থ হলুম। আমি দিগবিজয়ী বাদশার দেহরক্ষী— বাদশার হাজার লড়াই জয়ের খবরাদার। এ আমি কি করলুম! কেমন ক'রে নষ্ট মান আবার ফিরিয়ে পাই?

আসাদ। কি রে, ভাবছিস্ কি?

হাসান। অথচ এর ওপর অত্যাচার করতে বাদশা নিষেধ করেছেন। আমারও ত ছোঁড়াটার গায়ে হাত দিতে মন কেমন করছে। কিন্তু কিছু শিক্ষা না দিলেও ত মান থাকে না। বাদশা যদি কোনও রকমে ঘুণাক্ষরে আমার এ লাঞ্ছনার কথা জানতে পারেন, তা হ'লে ইস্তাম্বুলেই থাকা আমার ভার হবে।

আসাদ। কি, মনে মনে বোল মুখস্থ করছিস নাকি?

হাসান। বালক, তোর সাহসকে বলিহারি!

আসাদ। ওঃ! ভাগ্যি বললি, নইলে আমার তালে ভুল হয়ে যাচ্ছিল। নে, এইবারে সুর ফাঁকতালের বোল শোন্!

হাসান। (ঈষৎ পিছাইয়া) আমি কে তা জানিস।

আসাদ। যেই হ'না, বাজনার বোল শুনবি, তাতে কি? নে গাল বাড়িয়ে দে। এয়সা দিন নেহি রহেগা! আমার হাতে লয় এসেছে। এ লয় গলে আর আসবে না।

হাসান। কোথায় এসেছিস জানিস্?

আসাদ। পাহাড়ে।

হাসান। কার পাহাড় তা জানিস্।

আসাদ। কার পাহাড়?

হাসান। সাহান সা বাদশা আলমামুনের।

আসাদ। (হাস্য) বোকা তুই, বড় বেসুরো বলছিস্। নে কান বাড়িয়ে দে—ম'লে সুরটো ঠিব ক'রে দি। খোদারই পাহাড়, খোদারই পর্ব্বত, খোদারই দরিয়া, খোদারই দুনিয়া—এই ত আজন্ম শুনে আসছি। এখানে এসে তোর মুখে নতুন শুনলুম।

হাসান। কেয়া বেয়াদব। এতক্ষণ কিছু বলি নি ব'লে—আমাকে 'তুই'!

আসাদ। তুই আমাকে 'তুই' বললি কেন বান্দা!

হাসান। তবে রে বজ্জাৎ!

(ওমারের প্রবেশ)

ওমার। হাঁ, হাঁ, ও যে বালক—কর কি ভাই!

হাসান। তুমি কে?

ওমার। আমি বিদেশী—তুমি কে?

হাসান। আমি কে, এখনি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এ বালক, তাই এ নিস্তার পেয়ে গেল। তুই এ পাহাড়ে কেন উঠেছিস্?

ওমার। আমি তোমার বীরত্ব দেখতে উঠেছি।

হাসান। এখানে উঠে কেউ প্রাণ নিয়ে নামে নি, তা জানিস্?

ওমার। এখনও ত নামি নি, তবে কেমন ক'রে জানব!

আসাদ। তুইও ত উঠেছিস, তুই প্রাণ নিয়ে নামবি কেমন ক'রে?

ওমার। কেন ভাই, আমরা কি কিছু বিশেষ অপরাধ করেছি?

হাসান। যেমন তেমন অপরাধ, মাথাটি দিয়ে বাড়ী যেতে হবে।

আসাদ। তা হ'লে বাড়ীর লোক যখন জিজ্ঞাসা করবে, মাথা কোথায় রেখে এলি, তখন তাদের কি বলব?

ওমার। চুপ কর না আসাদ। একটা গোলামের সঙ্গে কথা কাটাকাটি ক'রে কথার মান মর্য্যাদা নষ্ট কর কেন!

আসাদ। তোর বাদশাকে আর একটা এই রকম

পাহাড় তৈরী করতে বল, তবে বিশ্বাস করবো এ পাহাড় তার।

হাসান। তবে রে বদমাস্! (অস্ত্র বাহির করণ)

ওমার। ছি ছি—বান্দা! ও বালক—করিস কি!

হাসান। তবে রে কমবখত, তোকেই আগে জাহান্নমে পাঠাই (অস্ত্রাঘাতের উদ্যোগ।)

[ওমার হাসানের মণিবন্ধে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। হাসানের অস্ত্র হস্তচ্যুত হইল। হাসান মূর্চ্ছিতপ্রায় হাত ধরিয়া ভূমিতে বসিল। ওমার হাসানের অস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন]

ওমার। আসাদ। বান্দার কাছেই অপেক্ষা কর, আমি ততক্ষণ সহরের তত্ত্ব নিয়ে আসি। হুঁসিয়ার বান্দা! এ বালকের ওপর যদি কোনও অত্যাচার কর, তা হ'লে তুই যার গোলাম, সেই বিশ্ববিজয়ী বাদসার ওপর পর্য্যন্ত আমার ঘৃণা হয়ে যাবে। যতক্ষণ না ফিরি, ততক্ষণ তোকেই এর দেহরক্ষী নিযুক্ত করলুম।

[ওমারের প্রস্থান।

আসাদ। ওঠ ভাই।

হাসান। না, আর উঠবো না।

আসাদ। দুঃখ ক'র না ভাই—এয়সা দিন নেহি রহেগা। আজ আমাদের দুঃখের প্রথম দর্শন। হয় ত একদিন আনন্দের মধুর মিলনে পরিণত হবে।

হাসান। তা ত হবে, কিন্তু তত দিন টেঁকে থাকলে ত!

আসাদ। কেন, তোমাকে কি বড়ই আঘাত লেগেছে?

হাসান। আঘাত! সে কথা আর তোকে কি বলব ভাই! হাসান শক্তিতে এক বাদশা ছাড়া আর কারও কাছে মাথা হেঁট করে নি। কিন্তু এ কি? বাদশার সহরে এসে, মহলের দেউড়ীতে ব'সে কে তোরা আমাকে এমন ক'রে অপদস্থ করলি! বাদসা আমাকে প্রাণে রাখবেন না। তাঁর হুকুমে আমি তোকে গ্রেপ্তার করতে এসেছি।

আসাদ। বেশ, আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চল!

হাসান। না, তা তোমাকে নিয়ে যাব না। আমার ভাগ্যে যা থাক, আমি যখন তোমাদের কাছে হেরেছি, তখন কিছুতেই তোমাকে বাদশার কাছে নিয়ে যাব না।

আসাদ। আরে ভাই, এয়সা দিন নেহি রহেগা! আজ হার, কাল জিত। তুমি চলো।

হাসান। নোহ—

আসাদ। আলবৎ।

হাসান। হাম জান দেগা।

আসাদ। নয় দেনে নেই দেগা।

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। হাসান!

হাসান। হুজুর, আমি হেরে গেছি, আমার মাথা নিন।

উজীর। তুমি বাদশার জীবনরক্ষার বর্ম্ম। এ ক্ষুদ্র বালকের কাছে তোমার হারই জিত। তুমি চ'লে যাও। বাদশা যদি এ বালকের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তুমি ব'ল, উজীরের জিম্মায় রেখে এসেছি। যাও, আর এখানে থেকো না। (হাসানের প্রস্থান) কি ভাই, এয়সা দিন নেহি রহেগা?

আসাদ। নেহি রহেগা।

উজীর। কে তোমাকে এ কথা বলেছে!

আসাদ। তা আপনাকে বলবো কেন?

উজীর। আমি বলব? আপাদমস্তক দেখছ কি—আমি জীবনে এই তোমাকে প্রথম দেখলুম। প্রথম দেখা কেন, সূর্য্যোদয়ে পাখীর কলঝঙ্কারের সঙ্গে প্রথম তোমার কথা কানে প্রবেশ করেছে।

আসাদ। তবে বলতে পারবেন না।

উজীর। যদি পারি? আমাকে সন্দেহের চক্ষে দেখো না। আমি দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটের উজীর, আমি তোমার সঙ্গে প্রতারণা করছি না।

আসাদ। বেশ বলুন।

উজীর। তোমার আণ্টী (আসাদের পলায়নোদ্যোগ) পালাবে কোথায় ভাই? তোমাকে খুঁজতে দুনিয়ার সীমান্ত পর্য্যন্ত যাব সঙ্কল্প ক'রে এই বৃদ্ধ বয়সে ঘর থেকে বেরিয়েছি। যেন আগে থাকতে জেনে, করুণা ক'রে তুমি আমার গৃহের দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছ। এখন পালাতে চাইলে ছাড়বো কেন?

আসাদ। ছাড়বেন না?

উজীর। এ জীবন থাকতে না। বিশেষতঃ তুমি কে যখন বুঝতে পেরেছি।

আসাদ। আমি কে?

উজীর। আমার ভাই।

আসাদ। আমি ত আর এখানে থাকবো না।

উজীর। না থাকো—কোথায় যাবে চল ?

আসাদ। আপনি—উজীর—আপনি আমাকে কেন ভাই বল্‌লেন ?

উজীর। তুমি ভাই ব'লেই বলেছি। আমি মিথ্যা কই নি—আমি তোমাকে ছাড়বো না।

আসাদ। আমি কোথায় যাব জানি না।

উজীর। বেশ, ঈশ্বর যখন যেখানে আমাদের নিয়ে যাবেন, সেইখানে যাব ; যেখানে আমাদের যে দিন রাখবেন, সেইখানে আমরা থাকবো। এস ভাই! তোমার মতন আনন্দদায়ী ভাইকে পেয়ে এই বৃদ্ধ বয়সে আবার আমি সেই মধুর বাল্যজীবনের আস্বাদ গ্রহণ করি।

আসাদ। আমি যে স্বাধীন নই হুজুরালি ?

উজীর। স্বাধীন নও—তবে কি ক্রীতদাস ?

আসাদ। ক্রীতদাস।

উজীর। ক্রীতদাস! দুনিয়ায় এমন ধনবান্ আছে, যে তোমাকে কিনতে পারে ?

আসাদ। তা জানি না হুজুরালি—কিন্তু তিনি আমাকে কিনে রেখেছেন।

উজীর। বেশ, আমি তোমাকে আশ্রয় দিচ্ছি!

আসাদ। বিজ্ঞ হয়ে আপনি এ কি কথা বললেন হুজুরালি ? আমি এখানে এসেছি সত্য, কিন্তু তাঁর অধিকার আমার সঙ্গে এসেছে। আমি ত মুক্ত নই। আমাকে মুক্তি দিয়ে আশ্রয় দিতে চান, আমি নিতে প্রস্তুত আছি। অমুক্ত অবস্থায় আমি কেমন ক'রে আপনার কাছে থাকি হুজুরালি ?

উজীর। বেশ, তোমার মনিবকে আমায় একবার দেখাও।

আসাদ। তিনি রমণী—আমি তাঁকে কেমন ক'রে দেখাব!

উজীর। তা না পার—কে তিনি বল ?

আসাদ। সিস্তানের রাণী আইরিণ।

উজীর। আমি যে প্রতিজ্ঞা করলুম বালক!

আসাদ। ক্ষুদ্র বালক বোধে আমাকে আয়ত্ত করতে আস্‌বেন না। আমার পশ্চাতে বিপুল বল আছে। যদি সে বলকে ক্ষুব্ধ ক'রে আমাকে গ্রহণ করতে চান, তাতেও আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হবে না। সেই তেজস্বিনী রাণীর অলঙ্ঘ্য আদেশ আমি নতশিরে বহন ক'রে এনেছি। আমার পৃষ্ঠবল বিধ্বস্ত হ'লেও, জীবিত আমি আপনার কাছে উপস্থিত হ'তে পারবো না।

উজীর। যাও ভাই, তবে তুমি চ'লে যাও—তুমি আমার অধীন নও। কিন্তু সিস্তানে ফিরে রাণী আইরিণকে বলো, তার একটা ক্ষুদ্র বালক-বান্দা দুনিয়ার বাদসার আদেশ অমান্য ক'রে নীল পাহাড়ে উঠে, তাঁর অন্দরের আবরু নষ্ট করেছে। বান্দার এই বিষম অপরাধের শাস্তি তাঁকে ভোগ করতে হবে। তাঁকে গিয়ে ব'লো, সত্বরেই বাদশার এক লক্ষ ভুবনবিজয়ী সৈন্য তাঁর ক্ষুদ্র সিস্তানকে অবরোধ করবে।

আসাদ। যো হুকুম—সেলাম—

উজীর। সেলাম।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

মন্ত্রণা-কক্ষ।

আলমামুন ও মোবারক।

আল। কোনও সন্ধান পেলে না ?

মোবা। আজ্ঞা জাঁহাপনা, সন্ধান পাওয়া ত দূরের কথা—কোন নির্দ্দেশও পেলুম না।

আল। কোথায় কোথায় সন্ধান করেছ ?

মোবা। আপনার বিস্তৃত রাজ্যের মধ্যে এমন স্থান নেই, যেখানে আমি যাই নি। আপনার অধীন রাজা, সরদার—তাঁরাও এ অনুসন্ধানের সহায়তা করেছেন। কিন্তু কেউ কোন খবর দিতে পারলে না।

আল। সিস্তানের সেই ক্ষুদ্র পল্লীতে গিয়েছিলে ?

মোবা। সেই আরণ্য গ্রামের ঘর ঘর তল্লাস করেছি।

আল। তারা সেই দরিদ্র যুবক সম্বন্ধে একটা কথাও বললে না ?

মোবা। তা বলেছে। সেই দরিদ্র যুবকের কথা এখনও পর্য্যন্ত পল্লীবাসী স্মরণ করে। তার শৌর্য্য-বীর্য্যের গল্প নিয়ে এখনও পর্য্যন্ত উল্লাস করে। আমাকে তারা সেই গ্রামে তার অনেক বীরত্বের স্মৃতিচিহ্ন দেখিয়ে মুগ্ধ করেছে। কোথায় সে খরস্রোতা নদীর জল থেকে এক জন মগ্ন বিদেশীকে উদ্ধার

করেছিল, কোথায় প্রচণ্ড দস্যুদলের আক্রমণ থেকে গ্রামবাসীদের রক্ষা করেছিল, কোথায় নিরস্ত্র মল্ল যুদ্ধে একটা ব্যাঘ্র হত্যা ক'রে, তার মুখ থেকে এক দুঃখিনীর সন্তানকে কেড়ে এনেছিল, তা সব আমাকে দেখিয়েছে। কিন্তু জাঁহাপনা, ওই পর্য্যন্ত। আর তার কোন সংবাদ তারা দিতে পারে না। এখন শুধু তার নাম নিয়ে আক্ষেপে মনোবেদনা প্রকাশ করে।

আল। যাক্, তার স্ত্রীরও কোন সন্ধান পেলে না?

মোবা। তার স্ত্রী একরাত্রে তার সন্তানটিকে নিয়ে কোথায় যে চ'লে গেছে, গ্রামবাসী আজও পর্য্যন্ত তা ঠিক করতে পারে নি। তাদের শক্তির অনুযায়ী তারা তার খোঁজ করেছিল, গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে তার তত্ত্ব নিয়েছিল, কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারে নি। কেউ মনে করে, তারা দস্যু কর্তৃক অপহৃত হয়েছে, কেউ মনে করে, অরণ্যের মধ্যে ব্যাঘ্রমুখে তারা জীবন দিয়েছে। (আলমামুনের চক্ষে রুমাল দান) জাঁহাপনা! একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

আল। কি জিজ্ঞাসা করবে, বুঝতে পেরেছি। সেই দরিদ্র যুবকের সঙ্গে বাদশার এমন কি সম্বন্ধ যে, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওমরাও-পুত্রকে তার সন্ধানে দুনিয়া ঢুঁড়তে হয়।

মোবা। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটের আদেশে আমি উদ্দেশ্যহীন জীবন নিয়ে আমরণ পরিভ্রমণ করতে পারি। জাঁহাপনা, সে জন্য নয়—আমি যত দিন আপনাকে দেখছি, তার ভিতরে এক জনের নাম স্মরণমাত্রেই আপনার চক্ষু হ'তে এরূপ মুক্তাবিন্দু পতিত হ'তে দেখি।

আল। মোবারক। সেই দরিদ্র যুবকই আমার এই অনন্ত সুখের প্রতিদ্বন্দ্বী। দুনিয়ার অসংখ্য বীর রাজাকে আমি যুদ্ধে পরাস্ত করেছি। কেবল সেই যুবককে পারি নি। যত দিন তাকে পরাস্ত করতে না পারছি, তত দিন আমার সাম্রাজ্যজয় অসম্পূর্ণ। রোমকে পরাস্ত ক'রে, তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন বাদশা-দুহিতাকে লুণ্ঠনের ফলস্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছিলুম। মোবারক, তাতে আমার দারিদ্র্য দূর হ'ল না। যত দিন না তার স্ত্রীকে এনে এই রাজপ্রাসাদে স্থান দিতে পাচ্ছি, তত দিন আমার অভাবের পূরণ হবে না। যদি না পারি, তা হ'লে শুনে রাখ মোবারক, যখনই তুমি দুনিয়ার এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাসাদের দিকে ভবিষ্যতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে, তখনই মনে করবে, এই প্রাসাদের ভিতরে আলমামুন ব'লে একজন লোক বাস করত, তার তুল্য দুঃখী এ দুনিয়ায় কোন কালে কেহ ছিল না।

মোবা। এবারে গোলাম কি করবে, অনুমতি করুন।

আল। আর তোমাকে সে অসম্ভব কার্য্যে প্রেরণ করিতে পারি না। তুমি যে আমার আজ্ঞা যথাযথ পালন করেছ, জীবনের মমতা পরিত্যাগ ক'রে, সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন ক'রে, সেই যুবক ও তার পত্নীর সন্ধান করেছ, এইতেই আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার মত বীর যুবকই আমার কন্যা রেবেকার যোগ্য পাত্র। আমি সহরে—

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। সঙ্কল্প করবেন না জাঁহাপনা।

আল। তুমি এখনি ফিরলে যে উজীর?

উজীর। কেন, পরে বলছি। মোবারক, যদি পুরুষের অভিমান রাখ, কিংবা রাজকুমারীর পাণি-গ্রহণের অভিলাষ রাখ, তা হ'লে আগে জাঁহাপনার অপমানের শোধ নাও।

আল। আমার অপমান— কে করলে উজীর?

(হাসানের প্রবেশ)

একা আস্‌ছিস যে হাসান? যে বালককে গ্রেপ্তার করতে তোকে পাঠালুম, সে বালক কই?

হাসান। আমি তাকে গ্রেপ্তার করতে পারি নি।

আল। গ্রেপ্তার করতে পারিস্ নি—দ্বারভরা প্রহরী থাকতে আমার সহরে এসে চোর আমার অন্দরের আবরু নষ্ট ক'রে চ'লে গেল!

হাসান। আমাকে কোতল করুন জাঁহাপনা।

আল। কোতল ত তোকে করবই। তবে যদি সুখে মরতে চাস, তা হ'লে সমস্ত ঘটনা আমাকে খুলে বল্।

উজীর। আমার মুখে শুনুন জাঁহাপনা। হাসানের অপরাধ নেই। ও সেই বালককে আমার কাছে জিম্মা রেখে চ'লে এসেছিল। আমি তাকে আটকে রাখতে পারি নি।

হাসান। না জাঁহাপনা, আমি জিম্মা রাখি নি। উজীর গোলামের প্রতি দয়া করে আপনাকে ওই কথা বলেছেন। আমি সে বালকের কাছে পরাস্ত হয়েছি।

আল। সেই বালক তোমাকে হারিয়ে দিলে ?

হাসান। আজ্ঞে জাঁহাপনা, দিলে! অকুতোভয় বালক আপনার নাম, আমার বল কিছু গ্রাহ্য করলে না।

আল। আশ্চর্য্য কথা!

হাসান। তার পশ্চাতে বিপুল বল আছে। সে নীল-পাহাড়ের উপর জাঁহাপনার অধিকার স্বীকার করতে চায় না। আজ প্রভাতে নবোদিত সূর্য্যের সম্মুখে এক জন অপরিচিত বিদেশীর কাছে জাঁহাপনার বিপুল মান খর্ব্ব করেছি। জাঁহাপনা, এখনি এ গোলামকে কোতল করুন।

আল। এ প্রহেলিকা যে বুঝতে পারছি না উজীর!

উজীর। এখন বোঝাতে পারবো না—হাসান মিথ্যা কয় নি—তার পশ্চাতে বিপুল বল আছে। আমিও সে বালককে আবদ্ধ করতে পারি নি। তাই মোবারককে বলছি—আমার অপমানে জাঁহাপনার অপমান হয়েছে। পুত্র যদি এই বৃদ্ধ পিতৃ কর্ত্তৃক জাঁহাপনার এ অপমানের শোধ নিতে না চায়, তা হ'লে আপনি হাসানের সঙ্গে আমাকেও কোতল করুন।

মোবা। কার বিরুদ্ধে আমাকে অস্ত্র ধরতে হবে হুকুম করুন।

উজীর। সিস্তানের রাণী। আমি আগে থাকতেই তার বিরুদ্ধে সমর-ঘোষণা ক'রে এসেছি।

আল। সিস্তানের রাণী! রাজা বল।

মোবা। আজ্ঞা না জাঁহাপনা—রাণী। সিস্তান এখন এক রাণীর অধিকারে। জাঁহাপনা! আদেশ করুন। সেই উদ্ধতা রমণীকে বন্দী ক'রে আপনার কাছে এনে দি।

হাসান। জাঁহাপনা, গোলামকে শাস্তি দিন!

আল। তোমার যে অপরাধ, তার উপযুক্ত শাস্তি ত আমি দেখতে পাচ্ছি না। তুমি দিগ্বিজয়ে আমার পার্শ্বচর, মৃত্যু তোমার আশে পাশে কতকাল ঘুরেছে, সুতরাং মৃত্যু তোমার শাস্তি নয়। তুমি যার কাছে হেরেছ, হেরে তোমার দাম্ভিক প্রভুকেও হারিয়েছ, যদি পার, আজ হ'তে তুমি সেই বান্দা কের দাসত্ব গ্রহণ কর!

হাসান। বান্দার বান্দা হব ?

আল। মূর্খ! সে বান্দা আমাকে বান্দা ক'রে যত দিন না তাকে আয়ত্তে এনে শাস্তি দিতে পাচ্ছি, তত দিন সে বালকের কাছে আমি পরাজিত। সে বালক আমার অন্দর দেখে, রেবেকাকে দেখে চ'লে গেছে।

হাসান। তার বান্দা হ'লে যে আমাকে আপনার দুস্‌মন হতে হবে জাঁহাপনা!

আল। আলমামুনকে ভয় দেখাচ্ছ নাকি হাসান ?

হাসান। বেশ, জাঁহাপনার আদেশ শিরোধার্য্য।

[হাসানের প্রস্থান।

উজীর। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আজও পর্য্যন্ত আমার সে দুর্ভাগ্য ঘটে নি।

আল। তা হ'লে আমি বুঝেছি, তুমি আমার সুখের নিদানের সন্ধান পেয়েছ।

উজীর। পেয়েছি—কিন্তু জাঁহাপনা আয়ত্ত করতে পারি নি।

আল। সেই বালক ?

উজীর। সেই বালক।

আল। উজীর, আমার দ্বারসমীপে এসে বালক তোমার হাত এড়িয়ে চ'লে গেল? আয়ত্ত করতে পারলে না ?

উজীর। হাসান পারলে না, আমি পারলুম না! আপনি যদি পারেন, তা হ'লে বুঝবো, আপনার দিগ্‌বিজয়ী নাম সার্থক। নতুবা বুঝবো, জাঁহাপনা, গৌরবের নাম নিয়ে এত দিন আপনি জগৎকে প্রতারিত করেছেন!

আল। বল কি!

উজীর। আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে অশক্ত হয়ে মর্য্যাদা হারিয়েছি। এখন আপনার পালা। সেই বালককে আয়ত্তে এনে নিজের গৌরব রক্ষা করুন। কিন্তু আপনি রক্ষা করতে পারবেন কি না আমার সন্দেহ।

আল। কারণ?

উজীর। সিস্তানের রাণীর ক্রীতদাস।

আল। আলমামুনের পুত্র ক্রীতদাস!

উজীর। তাই ত দেখলুম।

আল। কোথায় দেখলে ?

উজীর। আপনার সহরে—হাজার হাজার মুলুকের বিভিন্ন বর্ণের ক্রীতদাসে যাঁর প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ পূর্ণ, সেই প্রাঙ্গণে সে ক্রীতদাসের লীলা দেখিয়ে চ'লে গেল। বারো বৎসর সিস্তানের অবরোধ কার্য্যে আপনি রাজার যা

হাসান। তারা বাদশার আক্রমণের বেগ মুহূর্ত্তের জন্য সহ্য করতে পারে নি—নদীস্রোতের মুখে বেতগাছের মতন আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে মাথা নুইয়েছে—আর এরা প্রাসাদ-সম্মুখস্থ নীল পাহাড়ের মতন আজও পর্য্যন্ত বাদশার দম্ভের ওপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

১ম আ। এইবারে ত মাথা হেঁট করলে!

হাসান। করলে কি না, তা শেষ না দেখলে কেমন ক'রে বলব!

১ম আ। সে আমাদের আগে দেখা আছে। জঙ্গলী—সে শুধু বাদশার দয়াতে এতকাল স্বাধীন আছে?

হাসান। কি, বাদশা জঙ্গলীর কৃপায় এত দিন স্বাধীন আছে!

১ম আ। কি বললে হাসান—এ কি! হাসান কি বললে? বাদশার গোলাম হয়ে বাদশার নামের অপমান করলে!

সকলে। কি বললে! (কর্ণে অঙ্গুলি)

হাসান। কে বলে আমি বাদশার গোলাম?

১ম আ। গেল—গেল—বাদশা শুনলেই গেল—

সকলে। গেল, গেল—

হাসান। চোপরাও—কোন্ কমবখতে বলে আমি 'গেল'!

সকলে। মাথা খারাপ হয়ে গেছে—মাথা খারাপ হয়ে গেছে—

হাসান। এখনও বলছি হুঁসিয়ার—

১ম আ। চুপ চুপ—বাদশা—বাদশা—

হাসান। তোদের বাদশা, আমার কি!

সকলে। গেল—গেল—কাঁচা মাথা—কাঁচা মাথা—

(আল্‌মামুনের প্রবেশ)

আল। আমীরগণ! আপনারা উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে, আপন আপন আবাসে প্রস্তুত থাকুন। আপনাদের দরবারে হাজির হবার পরোয়ানা না যাওয়া পর্য্যন্ত, অথবা দোসরা পরোয়ানা না পাওয়া পর্য্যন্ত কেউ আবাস ত্যাগ করবেন না।

১ম আ। যো হুকুম জাঁহাপনা।

[আমীরগণের প্রস্থান।

আল। বেইমান! তুমি আমার অনুগত সামন্তের সম্মুখে আমার মর্য্যাদা নষ্ট করছ!

হাসান। হুঁসিয়ার সম্রাট্, আমি বেইমান নই।

আল। কেয়া গোলাম! (অস্ত্র বাহির করণ)

হাসান। আপনি ভুলে গেছেন, আমি এখন সিস্তানের গোলাম, আপনার নই।

আল। ওঃ! কি দারুণ বিস্মৃতি! হাসান, মাপ কর।

(আসাদের প্রবেশ)

আসাদ। জাঁহাপনা, আমাদের রাণী ভেট পাঠিয়েছেন।

আল। বালক! তোমার সঙ্গে আমি কথা কইতে ইচ্ছা করি।

আসাদ। হাসান! (স্থানত্যাগের ইঙ্গিত। হাসানের প্রস্থান) কি বলবেন জাঁহাপনা?

আল। তোমাদের রাজ্যে কি বাঁদী নেই?

আসাদ। না জাঁহাপনা, বাঁদী বান্দা কিছু নেই—সব স্বাধীন।

আল। কিন্তু তুমি আমার উজীরের কাছে বলেছ, তুমি ক্রীতদাস।

আসাদ। তা বলেছি।

আল। তবে বান্দা নেই বলছ যে?

আসাদ। পয়সা দিয়েই কি সব সময় কিনতে হয় জাঁহাপনা! আর কি কেনবার মূল্য নেই?

আল। আছে—প্রেম।

আসাদ। আমিও তাইতে কেনা।

আল। আমি যদি তোমায় চাই?

আসাদ। আমার মনিব ছাড়বে কেন?

আল। আমার দুনিয়া বিনিময় করলেও ছাড়বে না?

আসাদ। আমার মনিব ইচ্ছা করলে দুনিয়া জয় করতে পারেন।

আল। এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।

আসাদ। কেন, আপনার উজীর ত লক্ষ সৈন্য নিয়ে সিস্তানে যাবার প্রতিজ্ঞা করেছেন। সেনাপতি হয়ে আপনি যাবেন, তা হ'লেই বুঝতে পারবেন।

আল। তোমার কে আছে?

আসাদ। মা আছে, বাপ ম'রে গেছে।

আল। মা আছে!

আসাদ। চমকে উঠলে কে জাঁহাপনা?

আল। তা হ'লে তোমাকে পাবার প্রত্যাশা আছে।

আসাদ। মা স্বর্গে আছে।

আল। তা হ'লে মাও তোমার নেই!

আসাদ। কে বলে নেই? আমার মা—আমার মা—আমার সে স্নেহময়ী মা! ঠিক আছে—সঙ্গে সঙ্গে আছে—প্রতি মুহূর্ত্তে আমি তাঁর স্নেহ অনুভব করছি। আমার বাপ নেই—

আল। সেও কি দুনিয়ায় নেই?

আসাদ। তা জানি না—আর জানবারও ইচ্ছা রাখি না। আমি জন্ম অবধি তাঁকে দেখি নি।

আল। আমি যদি অনুসন্ধান ক'রে তাকে দেখাই।

আসাদ। কেন, দরকার কি! মরা বাপকে দেখে কি করবো?

আল। মরা বাপ তোমাকে কে বললে?

আসাদ। আমার মাই বলেছে। আমি ছেলেবেলায় দেখতুম, সব ছেলের বাপ আছে, কেবল আমারই বাপ নেই। আমি মাকে বাপের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম। মা বলেছিল, "তোমারও বাপ আছে। সে বিদেশে আমাদের জন্য পয়সা রোজগার করতে গেছে। সে আসবে—অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের তাদের বাপ যেমন বুকে তুলে আদর করে—তোমাকেও তেমনি আদর করবে।"

আল। তার পর?

আসাদ। তার পর আর বলতে ইচ্ছা করে না—বাপের মৃত্যু-কথা জাঁহাপনা, বড় সুখের কথা নয়।

আল। বাপ ম'রে গেছে কত দিন আগে জেনেছ?

আসাদ। আমি রোজ বাপকে দেখবার জন্য পথপানে চেয়ে থাকতুম। এমনি ক'রে একদিন চেয়ে আছি, মা কোথা থেকে পিছনে এসে পিটে চাপড় মেরে বললে—"কাকে খুঁজছিস—সে ম'রে গেছে? সে এক বাদশাজাদী প্রেতনীকে নিকে ক'রে তার পূর্ব্বজীবন হারিয়ে ফেলেছে। আর সে আসবে না! যদি সে আসে, সে আর আগেকার সে নয় তার প্রেতমূর্ত্তি—তাকে দেখতে নাই।"—

আল। তার পর?

আসাদ। তার পর মা আমাকে সেই পথ থেকে কোলে তুলে পথ ধ'রে চ'লে গেল—আর বাড়ীতে ফিরলো না! কত দূর মা আমাকে নিয়ে গেল! কিন্তু মা আমার বাপের শোক সইতে পারলে না! চলতে চলতে পথের মাঝখানে মা দেহত্যাগ করলে—ক'রে স্বর্গে চ'লে গেল। চারিদিকে জঙ্গল—চারিদিকে অন্ধকার—চারি দিকে বাঘ-ভালুকের মেলা—মাঝখানে সাত বছরের আমি—আর আমার তীর্থযাত্রী মা—কোথা থেকে খোদা সেই বিজন বনে এই রাণীকে পাঠিয়ে দিলে!—রাণী ঘোড়ায় চ'ড়ে সেই বনে বাঘ শীকার করতে এসেছিল। মা যাবার সময় রাণীকে কাছে ডেকে কানে কানে কি বললে, আর আমাকে বললেন, আজ থেকে তুই এর ক্রীতদাস! রাণী আমাকে কোলে তুলে নিলে—তার পর ঘোড়ায় চাপিয়ে এক বাঁশি বাজালে—চারিদিক্ থেকে লোক জড় হ'য়ে মাকে ঘেরে ফেল্‌লে! রাণী আমায় নিয়ে ছুটে চ'লে গেল!

আল। আর মাকে দেখ নি?

আসাদ। রাণী আর দেখতে দিলেন না! কেবল আমাকে বললে, "আসাদ, যদি আমার নাম আইরিন হয়, তা হ'লে তোর মরা বাপের শ্রাদ্ধ করব।" জাঁহাপনা, আর কিছু আপনার শোনবার আছে?

আল। না, আর শোনবার কি আছে?

আসাদ। কিন্তু জাঁহাপনা, আমার এখনও বলবার আছে। আমার জন্য রাণী ছেলেকে রাজ্য দিলে না। যত দিন আমার মরা বাপের শ্রাদ্ধ না হবে, তত দিন সে রাজ্য পাবে না।

আল। যদি শ্রাদ্ধ না হয়?

আসাদ। তা হ'লে সে রাজ্য আমার।

আল। ভাল, যে দিন তোমার মরা বাপের শ্রাদ্ধ হবে, সে দিন কি তুমি আমাকে নিমন্ত্রণ করবে?

আসাদ। সে কথা, রাণীকে না জিজ্ঞাসা ক'রে কেমন ক'রে বলব।

আল। জিজ্ঞাসা করবে?

আসাদ। করব।

আল। বহুত আচ্ছা—সেলাম।

[আসাদের প্রস্থান।

আল। সাম্রাজ্য? না! মৃত্যু? না! ধর্ম্ম? না! তবে কি বিনিময়ে, একবার মাত্র তোমার অভিমানানত নয়নের ঈষৎ কৃপাদৃষ্টি ভগ্ন কুটীরদ্বারের একটা ধূলিকণার সঙ্গে মূল্যে তুল্য হবে না! মৃত্যুতেও যে তোমাকে লাভ করব, আমার সে আশা নাই। তুমি আছ স্বর্গের কোন্ উচ্চশিখরে, আমি যাব নরকের কোন্ নিম্ন গহ্বরে। ধর্ম্ম! পতিসোহাগিনী ভিখারিণী সতীকে অসহায় রেখে বনে ফেলে চ'লে এসেছি,

—অহঙ্কারে আত্মহারা হ'য়ে সত্যলঙ্ঘন করেছি—আমার আবার ধর্ম্মগৌরব করবার কি আছে? তবু কি তোমায় পাব না? সতী, যেখানেই থাক, জানি আমি, অন্ততঃ ভ্রুকুটীভঙ্গে আমাকে শিক্ষা দিবার জন্য তুমি কোন লোকান্তরালে আমার অপেক্ষায় লুকিয়ে ব'সে আছ। তোমার প্রেমাকর্ষণ এ নিস্পন্দ অসাড় দেহেও আমি যেন একটু একটু অনুভব করতে পারছি। শরীরী হও, অশরীরী হও—যদি তোমার ভগ্ন কুটীরদ্বারে অবনত-জানু হ'য়ে দর্শন ভিক্ষা করি, করুণাময়ি, তা হ'লে কি দেখা পাব না?

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। কি জাঁহাপনা, দেখা হ'ল?

আল। দেখা হ'ল, কিন্তু কেমন ক'রে পাব উজীর! রাজ্য সম্মুখে সওগাত ধরলুম, ছুঁলে না—পিতাকে দেখাতে চাইলুম, কথা কানে তুললে না।

উজীর। নিদর্শন দেখলেন?

আল। নিদর্শন! তার স্ফুরিত অধরের প্রতি কথা, তার চঞ্চল নয়নের প্রতি ভঙ্গী, তার কোমল বাহুর অঙ্গুলিসঞ্চালনটি পর্য্যন্ত—কি বলব, বালকের কোমল কান্ত মূর্ত্তির প্রত্যেক অংশই—সে অভাগিনীর সৌন্দর্য্যের নিদর্শন। আর অন্য নিদর্শনের কথা কি বল—আলমামুনের সমস্ত দম্ভ বালক যেন আমার অজ্ঞাতসারে আয়ত্ত করেছে। উজীর, আমি তার সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় পরাস্ত হয়েছি।

উজীর। শুনে সন্তুষ্ট হলুম সম্রাট্! আমি আমার পরাভবের সঙ্গী পেলুম। তবে কি অপরাধে দরিদ্র হাসান নির্ব্বাসিত হ'ল জাঁহাপনা?

আল। প্রভুভক্তির গুণে হাসানের নির্ব্বাসন, তার স্বগৃহ-গমনে পরিণত হয়েছে। আমার বিশ্বাস, রাজ্য দিতে চাইলেও আর সে বালকের সঙ্গ ত্যাগ করবে না। কিন্তু কেমন ক'রে তাকে ফিরিয়ে পাব?

উজীর। তাকে ফিরিয়ে পেতে চান?

আল। না পেলে আমার বাসনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমি বিশ্বজয় করেও এ রত্নের লোভ পরিত্যাগ করিতে পারছি না!

উজীর। যদি পেতে চান, অদৃষ্টস্রোতে গা ভাসাতে হবে! অদৃষ্ট আপনাকে ক্ষুদ্র কুটীর থেকে টেনে এনে দুনিয়ার রাজমুকুটের উপর প্রতিষ্ঠিত আসনে স্থান দিয়েছে: অদৃষ্ট আপনাকে যে দিকে নিয়ে যাবে, সেই দিকে যেতে হবে। সাবধান, এতটুকু বল প্রয়োগ করবেন না! বিশ্বজয়ের দম্ভে আঘাত দিতে প্রকৃতি পুত্ররূপে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে এসেছেন। জয়-পরাজয়ের সমান ফল, একটু বলপ্রয়োগ করলেই মৃত্যু।

(মোবারকের প্রবেশ)

মোবা। জাঁহাপনার আদেশমত দরবার-গৃহ সজ্জিত হয়েছে। সিস্তানী দূত আগমনের জন্য প্রস্তুত।

উজীর। মোবারক।

মোবা। আদেশ পিতা—

উজীর। তুমি বাদসাজাদার আশা পরিত্যাগ কর।

আল। সে কি? কেন—কিসের জন্য? আমি মোবারককে রেবেকা-দানে সঙ্কল্প করেছি!

উজীর। কি মোবারক, উত্তর দিচ্ছ না কেন?

আল। উত্তর দেবার কোনও প্রয়োজন নেই।

উজীর। আমি জানি, তুমি পিতৃভক্ত সন্তান।

আল। তা হোক—আমি রাজা—

উজীর। আমি পিতা।

মোবা। পিতা, প্রত্যাশা পরিত্যাগ করলুম।

[প্রস্থান।

উজীর। খোদা তোমাকে সুখী করুন।

আল। তা হবে না—মোবারক! আমি পুত্র পরিত্যাগ করব, তবু সঙ্কল্পচ্যুত হব না! সিস্তানীকে কন্যা দেব না। মোবারক—

উজীর। হুঁসিয়ার সম্রাট্! অদৃষ্টের উপর শক্তিপ্রয়োগ করবেন না! মৃত্যু—বিশ্বজয়ী আলমামুন! সতীর দীর্ঘশ্বাসের আবরণে মৃত্যু আপনাকে গ্রাস করতে আসছে। সাবধান!

তৃতীয় দৃশ্য

বনলতা ও বনপুষ্প-আবরণে দরবার-গৃহ।
আমীর ও ওমরাওগণ।

নর্ত্তকীগণ—গীত।

কহত কহত সখী বোলত বোলত দেখি,
আমারি পিয়া কোন্ দেশে।
স্মরিয়া স্মরিয়া লেহ, এ তনু জর জর,
শুনিতে কুশল সন্দেশে॥

আমারি আঁখি দিয়ে সে মুখ দেখেছে কে,
আমারি মন নিয়ে কে সে রূপে মজেছে,
আমারি হিয়া নিয়ে কে বল নিশিদিন,
মরম পরশ দিয়ে আঁখি জলে ভাসে ॥

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

(এক দিক্ হইতে আলমামুন ও উজীর,
অপরদিক্ হইতে মোবারকের প্রবেশ)

আলমামুনের গদীতে উপবেশন,
বাম পার্শ্বে উজীর।

মোবা। জাঁহাপনা! আদেশ হয়ত সিস্তানী দূতকে দরবারে আনয়ন করি।

আল। নিয়ে এস। (মোবারকের প্রস্থান) উজীর, সিস্তানের পত্র দূতকে কি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে ?

উজীর। না জাঁহাপনা, আপনার আদেশ না পেলে ত ফিরিয়ে দিতে পারি নি!

আল। চিঠি আপনার কাছে আছে ?

উজীর। এই জাঁহাপনা।

আল। আমাকে দিন। (পত্র গ্রহণ) ওমরাওগণ! আমীরগণ! আপনারা শুনুন। সিস্তানের রাণী এই পত্রে তাঁর পুত্রের জন্য আমার দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী কন্যা রেবেকাকে প্রার্থনা করেছেন। শুধু আমার কন্যা ব'লে প্রার্থনা করেন নি—আমার কন্যা শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ব'লে প্রার্থনা করেছেন। আপনারা সকলে পত্রের মর্ম্ম শুনলেন ?

সকলে। শুনলুম, জাঁহাপনা।

আল। দূতের সম্মুখে এর উত্তর দেওয়া হবে। আপনারা উত্তরের অপেক্ষা করুন।

(মোবারক, ওমার ও আসাদের প্রবেশ)

ওমার ও আসাদের আলমামুনকে অভিবাদন,
সওগাত দান ও নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন।

আল। দূত! আপনার পত্রের মর্ম্ম দরবারকে শুনিয়েছি। এইবারে তার উত্তর শোনাব।

ওমার। বলুন!

আল। আমি জঙলী রমণীর পুত্রকে কন্যা দিতে ইচ্ছা করি না। দেওয়া ঘৃণা মনে করি।

ওমার। রাণীকে চিঠি দিন।

আল। চিঠি এখানে দেব না—সেই বন্য রমণীর বেয়াদবির জন্য চিঠির উত্তর একেবারে সিস্তানের অধিত্যকায় প্রদান করব। উজীর! দূতকে আর এই বান্দা বালককে যথাযোগ্য খেলাত দিবার ব্যবস্থা করুন।

উজীর। যো হুকুম।

আল। বান্দা! তুমি নীলপাহাড়ের উপর উঠেছিলে ?

আসাদ। উঠেছিলুম জাঁহাপনা!

আল। আপনি সক্ ক'রে উঠেছিলে, না কারও আদেশে উঠেছিলে ?

আসাদ। বান্দার আবার সক্ কি জাঁহাপনা?

আল। বেশ, তা হ'লে শুনুন দূত, আপনাদের রাণীকে এই বান্দা বালকের বেয়াদবির জবাবদিহি করতে হবে।

ওমার। বহুত আচ্ছা, হুজরালি।

আল। আপনার কিছু বলবার আছে ?

ওমার। আলবৎ আছে।

আল। বলবার থাকে নিঃসঙ্কোচে বলুন।

ওমার। অসভ্য রমণী সভ্য সম্রাটের কথায় বিশ্বাস করেন না। বারো বার আপনি সিস্তান-জয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন, সুতরাং আপনার ত্রয়োদশবারের প্রতিজ্ঞার মূল্য রাণীর অবিদিত নাই। রাণী জানেন, আপনি কন্যা দিতে অস্বীকার করবেন। সুতরাং আগে থাকতে কন্যা-প্রাপ্তির ব্যবস্থা না ক'রে তিনি দূত পাঠান নি। তবে তার পূর্ব্বে তিনি জানতে চান, আপনার কন্যা গ্রহণযোগ্য কি না! আপনার কথামত তিনি শ্রেষ্ঠ সুন্দরী কি না!

আল। কি ক'রে জানাব ?

ওমার। আমি আপনার কন্যাকে দেখতে চাই।

আল। তুমি ক্ষুদ্র দূত, তোমাকে আমি কন্যা দেখাব কি ? তোমার দৃষ্টির মূল্য কি ?

ওমার। তবে শুনুন সম্রাট্, আমিই সিস্তানরাজ —ওমার।

আল। শুধু বেশ পরিবর্ত্তনেই আমি তোমাকে সিস্তানপতি ব'লে স্বীকার করতে পারি না। নিদর্শন কই ?

ওমার। আমার নিদর্শন আমার কথা। এখনি সম্রাট্ আমার অস্তিত্বের নিদর্শন দেখাচ্ছি। কাল দূতের পোষাক তোমার অপমানে আমাকে প্রতিশোধ

নিতে বাধা দিয়েছিল। প্রস্তুত হও আলমামুন, তোমার বারো বার সিস্তান আক্রমণের প্রত্যুত্তর আজ আমি দিতে এসেছি।

আল। কমবখতকে এখনি গ্রেপ্তার কর।

(ওমরাওগণের ওমারকে আক্রমণের চেষ্টা)

উজীর। দোহাই সম্রাট্, রাজমর্য্যাদা লঙ্ঘন করবেন না।

আল। কিছু না—গ্রেপ্তার কর।

আসাদ। তৎপূর্ব্বে সম্রাট্, তুমি ঈশ্বর স্মরণ কর। দুনিয়ার ভেড়ার পালের সঙ্গে লড়াই ক'রে আপনাকে অজেয় মনে ক'র না। সিস্তানীর বাঘনখ কখন দেখ নি—সিস্তানের বালক রমণী বৃদ্ধ যে কেউ যদি ইচ্ছা করে, এক লহমায় তোমার হাজার পলটনকে জাহান্নমে পাঠাতে পারে। আমার রাজার গায়ে কেউ হাত দেবার আগে তোমাকে দুনিয়া ছাড়তে হবে।

আল। কমবখত! আমিও অস্ত্রের খেলা জানি!

ওমার। জান?

আল। আলবৎ জানি—(বাঘনখ বাহির করণ)

ওমার। তা হ'লে বিশ্ববিজয়ী সম্রাট্ আলমামুন—তুমি সিস্তানী!

উজীর। জাঁহাপনা! মর্য্যাদা!

মোবা। ক্ষান্ত হন সম্রাট্, আপনার বিধি আপনি লঙ্ঘন করবেন না—দূত অবধ্য।

আল। আসুন সিস্তানরাজ, আপনাকে কন্যা প্রদর্শন করি।

পঞ্চম দৃশ্য

রেবেকা।

সখীগণের গীত।

মরমে মরম বাধা মনের কথা ঢেলে দিব মনে।
তোমায় আমায় বাঁধন দেবো সঙ্গোপনে
দু'জনের কেউ যেন না জানে।
তোমার ঘরে থাকবে তুমি আমি আমার ঘরে
কেউ জানবে নাকো শুনবে নাকো
(যেমন) লুকিয়ে থাকে চোরে।
যেমন হারিয়ে যাবে প্রাণ
দু'জনে দু'দিক্ থেকে তুলবো দুখের গান।
কুড়িয়ে নিয়ে কাড়াকাড়ি আদান প্রদান
আমি রাখবো যতনে, তুমি রাখবে যতনে,
আমি তোমার প্রাণে তুমি আমার প্রাণে॥

[প্রস্থান।

রেবেকা। কই, আর ত দেখতে পেলুম না? নীলাচল-শিখরে, কাঞ্চন জলদকুসুম-রঞ্জিত নীল আকাশ-সরোবরে, সেই যে একটি কাঞ্চন-কমল একবার আমার চোখের উপর প্রস্ফুটিত হয়েছিল, সেটিকে ত আর দেখতে পেলুম না! দেখবার আশায় অনুক্ষণ চেয়ে আছি—কোথায় আছ, আর একটিবার শৈলশিখরে উঠে রূপ-পরিমলে আমার পিপাসু লোচনকে তৃপ্ত কর।

(মোবারকের প্রবেশ)

মোবা। বাদশাজাদী!

রেবেকা। কে-ও, মোবারক! তুমি এমন সময় এখানে কেন?

মোবা। প্রবেশ ক'রে কি অপরাধ করলুম শাজাদী?

রেবেকা। আমাকে না জানিয়ে সহসা এখানে প্রবেশ করা উজীরপুত্রের যোগ্য কার্য্য হয় নি।

মোবা। আজ আমি তোমায় দেখতে আসি নি—তোমায় বলতে এসেছিলুম—বাদশার আদেশে—কিন্তু শাজাদী, বলতে এসে খোদার দয়ায় দেখতে পেলুম। দেখে সন্তুষ্ট হলুম—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলুম!

রেবেকা। কি দেখলে?

মোবা। তুমি কি দেখলে সাজাদী নীলপাহাড়ের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে এই এতক্ষণ চেয়েছিলে, তুমি কি কিছু দেখতে পেলে?

রেবেকা। মোবারক! দেখার জন্য বাদশাজাদীকে কি কারও কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে?

মোবা। অন্ততঃ আমার কাছে তোমার দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু তাও আর তোমাকে দিতে হবে না। বাদশাজাদী! আমি তোমাকে পাবার প্রত্যাশা পরিত্যাগ করেছি। পাছে এ কথা শুনলে তোমার মর্ম্মবেদনা হয়, তাই আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে করতে আসছিলুম। করুণাময় আমার প্রার্থনা শুনেছেন। দেখে সন্তুষ্ট হলুম রেবেকা, তুমি অন্যের প্রতি আসক্ত।

রেবেকা। আমার শৈলদর্শনের আগ্রহ তোমার ঈর্ষার কারণ হ'ল না কি ?

মোবা। বাদশাজাদী! রমণীসুলভ প্রতারণায় আমাকে মুগ্ধ করতে এস না। আমি তোমাকে মিথ্যা বলি নি—আমি তোমার প্রত্যাশা ত্যাগ করেছি। এখন তুমি স্বচ্ছন্দে তোমার প্রিয়বস্তুকে আত্মসমর্পণ করতে পার।

রেবেকা। আর তুমি কোন্ নূতন প্রিয়বস্তুর লোভে আমার আশা ত্যাগ করলে মোবারক ?

মোবা। রেবেকা, আমার এ প্রেম প্রতিগ্রাহী নয়। আমি রাজ্যলোভে তোমাকে ভালবাসি নি। খোদার দোহাই, তুমি সুখী হও, তুমি সুখী হ'লেই আমি সুখী। আর আমি অধিকক্ষণ থাকব না—বাদশার হুকুম তোমায় শোনাতে এসেছি। সিস্তানরাজপুত্র তোমাকে দেখতে আসছেন, তুমি তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য প্রস্তুত থাক।

[মোবারকের প্রস্থান।

রেবেকা। মোবারক—মোবারক—দোহাই মোবারক, আমাকে অবিশ্বাসিনী জ্ঞান ক'র না! তাই ত, কি করি?—সে আসছে!—যাকে আর একটিবার দেখবার জন্য আমি ব্যাকুল হয়েছি, সে আমাকে দেখা দিতে আসছে! কিন্তু মোবারক! দোহাই মোবারক—দেখা,—শুধু দেখা—একবার সেই নীল নলিনাভ নয়ন—দেখা! না, তাই কি? শুধু দেখার জন্যই কি? তারে দেখলে কি আমার সকল তৃষ্ণার নিবারণ হবে? সে নয়নের বঙ্কিম সাগ্রহ দৃষ্টি শুধু কি রেবেকার চোখে প্রতিফলিত হয়েই মিলিয়ে যাবে? সে কি কিছু ছোঁবে না—কিছু নেবে না? মোবারক! মোবারক! কেন তুমি আমার আশা পরিত্যাগ করলে? তুমি কি বুঝেছ, আমি তোমার হব না? কেমন ক'রে বুঝলে? কই মোবারক, আমি ত তোমায় কিছু বলি নি! কিন্তু আমি—কই আমি—আমার অস্তিত্বের মূল্য গেছে। এক চঞ্চল চাহনির অন্বেষণে কোন্ দূরদেশে চ'লে গেছে। তোমরা বলছ সে আসছে—কিন্তু কই—কই—কোথায় সে—কোথায় সে ?

[প্রস্থান।

(বান্দা ও বাঁদীর প্রবেশ)

আসন রক্ষা করিতে করিতে গীত।

বান্দা। বিরহিণী চলে গুটি গুটি।
বাঁদী। বিরহী তার আশে, নয়ন-জলে ভাসে
পায়ে পায়ে ভিজে মাটী।
উভয়ে। বলে কোথা সে, কোথা সে
কোন দূর দেশে।
কেন সে গেল সে কি আশে, ব'সে ব'সে
ভেবে ভেবে দেহ হ'ল মাটী
বান্দা। তুই নিয়ে আয় তুই নিয়ে আয়,
বাঁদী। আমি অবলা জাতে,
বান্দা। পঙ্গু আমি চৌরঙ্গী বাতে, আয় কাঁধে
ভর দিয়ে করে নি লাঠি।
উভয়ে। পরস্পরে দিয়ে ভর গুটি গুটি হাঁটী।

[প্রস্থান।

(আলমামুন ও ওমারের প্রবেশ)

আল। এইখানে ক্ষণেকের জন্য বিশ্রাম কর রাজকুমার।

ওমার। তাই ত, কি দেখব জানি না! শুনেছি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। কেমন ক'রে ভুবনপ্রসিদ্ধা কান্তিময়ী ললনাকে কথার আঘাতে ব্যথিত করব? তথাপি আমাকে বলতে হবে। মা! তুমি জান, জগতের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী কে—কিন্তু দুনিয়া জানে রেবেকা। তোমার কথায় প্রত্যয় ক'রে আমাকে দুনিয়ার বিশ্বাসের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। তোমার কৃপা ভিন্ন তোমার মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারব না। বল্লেই বাদশা সে সুন্দরীকে দেখতে চাইবে—কিন্তু আমি ত জানি না—তুমি জান—আমি ত জানি না।

(সহসা পশ্চাতে রেবেকার আবির্ভাব)

রেবেকা। সিস্তানরাজ!

ওমার। (দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইলেন)

রেবেকা। (স্বগতঃ) এ কে? এ ত নয়! এ ত সে নয়!

ওমার। রেবেকা—রেবেকা—রেবেকা!

(মোবারকের প্রবেশ)

মোবা। সিস্তানরাজ! (স্বগতঃ) হা খোদা! আমাকেই এই উন্মত্ততার সাক্ষী ক'রে পাঠালে ?

ওমার। রে-বে-কা!

মোবা। সিস্তানরাজ! অসহ্য—অসহ্য—না না অসহ্য কেন—পিতার আদেশ, রেবেকার সুখ—কেন অসহ্য? আমি দেখব না ত দেখবে কে? ধর হৃদয়, ধৈর্য্য ধর সিস্তানরাজ! সম্রাট্—স্নানাগারে—

ওমার। আহা! স্নান—স্নান—তা—তা—

মোবা। স্নানাগারে—

ওমার। অ্যাঁ—অ্যাঁ—তা স্নান কর।

মোবা। সম্রাট্ স্নানাগারে আপনার অপেক্ষা করছেন।

ওমার। কি—কে—কে—তুমি—কি চাও?

মোবা। আমি কিছু চাই না—সম্রাট্ আপনাকে দেখতে চাইলেন।

ওমার। হাঁ হাঁ—সেলাম—চলুন—

(উজীর ও আলমামুনের প্রবেশ)

আল। আর যেতে হবে না। মোবারক! তুমি শাজাদীর হাত ধ'রে নিয়ে যাও।

মোবা। দোহাই জাঁহাপনা, ওই আদেশ করবেন না—আমি অতিথিকে হত্যা করতে পারব না। অতিথি আপনার কন্যার রূপ দর্শনে জ্ঞানশূন্য।

[মোবারকের প্রস্থান।

উজীর। মোবারককে কেন জাঁহাপনা!

আল। বেশ ভাই, তুমিই রেবেকাকে চ'লে যেতে সাহায্য কর।

উজীর। আসুন শাজাদী—

[উজীর ও রেবেকার প্রস্থান।

ওমার। (স্বগতঃ) তাই ত মা, কি বলব—এই ঘনকম্পিত হৃদয়ে, এই উছলিত রূপরাশিতে নিমগ্ন হয়ে—কেমন ক'রে বলব?

আল। কি সিস্তানরাজ!

ওমার। দোহাই মা, কোপ-দৃষ্টিতে চেয়ো না! বলব—অবশ্য বলব। কি বলছেন সম্রাট্?

আল। আমার কন্যাকে কেমন দেখলেন?

ওমার। আপনার কন্যা—আপনার কন্যা—সম্রাট্! আমাকে আর জিজ্ঞাসা করবেন না।

আল। অবশ্য করব।

ওমার। আপনি যে কোন ভাগ্যবান্‌কে এ কন্যা প্রদান করুন! আমি—আমি—প্রার্থনা প্রত্যাহার করছি।

আল। কেমন দেখলেন?

ওমার। পরমা সুন্দরী।

আল। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী কি না?

ওমার। (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) না।

আল। না?

ওমার। না।

আল। আপনি এ হ'তে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী দেখেছেন?

ওমার। না।

আল। তবে কেমন ক'রে এ মিথ্যা কথা কইলেন?

ওমার। মায়ের আদেশে ক'য়েছি—

আল। আপনি কি মায়ের চক্ষু দিয়েই দুনিয়া দেখেন?

ওমার। এতকাল দেখে এসেছি, কিন্তু সম্রাট্, আজ দেখি নি—আপনার কন্যাকে দেখে আমি আত্ম-হারা হয়েছি। আমার মনে হয়, আপনার কন্যা বিধাতার চরম কল্পনা। প্রকৃতি রেবেকাসুন্দরীর অঙ্গসৌষ্টব পূর্ণ করতে তার ভাণ্ডারে যেখানে যা অলঙ্কার ছিল, সব দিয়েছে—দিয়ে নিঃস্ব হয়েছে। তথাপি বলব—না—আপনার কন্যা শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নয়। মা বলেছেন, আমি এক কন্যা দেখেছি, তা হ'তে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী এ দুনিয়ায় থাকতে পারে না। রমণীরূপের সাক্ষী রমণী—পুরুষ নয়।

আল। আমায় দেখাতে পারেন?

ওমার। আমি ত জানি না, আমি কেমন ক'রে দেখাব?

আল। তবু মায়ের কথায় এত বিশ্বাস?

ওমার। এত বিশ্বাস!

আল। যদি দেখতে চাই?

ওমার। মায়ের আদেশ দুনিয়া ঢুঁড়তে হবে।

আল। তাতে যদি না পান?

ওমার। মা ধর্ম্মতঃ দেখাতে বাধ্য।

আল। সিস্তানরাজ, তোমার মহত্ত্বের কাছে আমি মস্তক অবনত করি—আমি দেখব।

ওমার। এক বৎসর সময় দিন।

আল। যদি কথা মিথ্যা হয়?

ওমার। আমি আপনার গোলাম হব, যদি সত্য হয়?

আল। আমি, আমার কন্যা, আমার সাম্রাজ্য—সব তোমার।

ওমার। তা হ'লে বিদায় দিন।

আল। (বংশীধ্বনি) (প্রহরীর প্রবেশ) সিস্তান-রাজকে গুপ্তপথ দিয়ে তাঁর আবাসস্থানে রেখে এস।

[ওমার ও প্রহরীর প্রস্থান।

আল। উজীর!

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। জাঁহাপনা! সর্ব্বনাশ হয়েছে—আপনার অভাগিনী কন্যা আপনার পুত্রকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে।

আল। আবদ্ধ কর—অভাগিনীকে এখনি আবদ্ধ কর।

উজীর। কোথায় আবদ্ধ করব?

আল। গুলমার্গ দুর্গে—দিবারাত্রি দশহাজার সৈন্যকে প্রহরায় নিযুক্ত রাখ। হুঁসিয়ার! পিপীলিকা পর্য্যন্ত সে দুর্গে প্রবেশ করতে না পারে। বিলম্ব ক'র না—আবদ্ধ কর, আবদ্ধ কর। পৃথিবী জয়ী দাম্ভিক আলমামুন এরূপ বিপদে কখন পড়েনি। আবদ্ধ কর—আবদ্ধ কর।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

লালমহল্লা।

হাসান।

হাসান। তাই ত! এ কি। এ আমি বালকরূপী কোন্ মহাশক্তিমানের ভৃত্যত্ব করতে এসেছি? বালকের শক্তিকথা এক দিনে সহরময় রাষ্ট্র হয়ে গেছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বলাবলি করছে, সিস্তান-রাজের সঙ্গে এক বান্দা বালক এসেছে, তার কাছে হাসান হেরেছে, উজীর হেরেছে, বাদশা হেরেছে। তাই ত, তুমি বালকবেশে কোন্ রাজার রাজা?

(আসাদের প্রবেশ)

আসাদ। হাসান!

হাসান। কি হুজুর!

আসাদ। আবার?

হাসান। না, তুমি হুজুর। আর বারণ করলে আমি শুনব না। কিন্তু হুজুর, বৃদ্ধ হয়েছি—বান্দা আমি—কোন্ দিন আছি না আছি তার ঠিক নেই—আমি জানতে চাই, আমার প্রভু কে?

আসাদ। একান্ত জানতে চাও?

হাসান। না জানতে পারলে, ম'লেও সুখী হ'ব না।

আসাদ। বেশ, বলব। আমার বলবার সময় এসেছে। আর যদি বলতে হয়, তোমার মতন অকৃত্রিম বন্ধু ছাড়া আর কাকে বলব? কিন্তু তৎপূর্ব্বে ভাই, আমার একটি কাজ করতে পার?

হাসান। কি কাজ বল।

আসাদ। তুমি শাজাদীকে দেখেছ?

হাসান। তোমার মতন সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছি।—শৈশবে কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ করেছি।

আসাদ। আমাকে দেখাতে পার?

হাসান। সে কি? কাকে দেখাব? কেমন ক'রে দেখাব!

আসাদ। পার না?

হাসান। তুমি দেখতে চাইলে! বেশ, একবার আমি ঘুরে আসি। এসে পারি কি না পারি, বলব।

আসাদ। বেশ, তুমিও ঘুরে এস, আমিও ততক্ষণ একটা ফন্দী ঠাওরাই—ঠাওরে আমিও পারি কি না পারি, তোমাকে বলব।

[হাসানের প্রস্থান।

(ওমারের প্রবেশ)

ওমার। আসাদ!

আসাদ। এই যে প্রভু, এসেছেন?

ওমার। এসেছি, কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য। আমি তোমাদের রেখে এখনি এ সহর পরিত্যাগ করব।

আসাদ। আপনার মুখ এত মলিন হ'ল কেন প্রভু?

ওমার। মলিনতা তোমার চোখের ভ্রম।

আসাদ। না প্রভু, বড় মলিন! গরীব বান্দার গরীব চোক দুটির এত নিন্দা করবেন না; আপনি দেখেছেন?

ওমার। দেখেছি।

আসাদ। বলেছেন?

ওমার। বলেছি।

আসাদ। কি বললেন?

ওমার। বললুম, "বাদশা, আপনার এ কন্যা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নয়।"

আসাদ। কি দেখলেন ?

ওমার। কি দেখলুম—কি দেখলুম—আসাদ, এ জীবনে কখনও সুন্দরী ললনা দেখা আমার ভাগ্যে ঘটে নি। কিন্তু প্রথমেই আমি যে মূর্ত্তি দেখেছি, তা হ'তে সুন্দরী দুনিয়ার আর কোথায় কেমন ক'রে থাকতে পারে, আমি জানি না।

আসাদ। আপনি ঠিক দেখেছেন—আপনার দৃষ্টির প্রশংসা করি। আমিও দেখেছি।

ওমার। তুমিও দেখেছ ?

আসাদ। দেখেছি—এ সহরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে দেখেছি—নীলাচলে উঠে নগর দেখতে বাদশা-জাদী আমার চক্ষে পড়েছে।

ওমার। কি রকম দেখেছ আসাদ ?

আসাদ। এ হ'তে সুন্দরী দুনিয়ার আর কোথায় কেমন ক'রে থাকতে পারে, আমিও বলতে পারি না। তবে আছে।

ওমার। আছে আসাদ ? কোথায় আছে আসাদ ?

আসাদ। আপনি আপনার জননীর কথায় বিশ্বাস করেন না ? তিনি বলেছেন আছে; সুতরাং নিশ্চয় আছে। আমি এত দিন দেখি নি—দেখতে সাহস করি নি—আজ দেখ্‌বো।

ওমার। আজ দেখ্‌বে ?—সে কি এত নিকটে আছে ?

আসাদ। (স্বগত) তাই ত! মনের আবেগে এ কি ব'লে ফেললুম ?

ওমার। কোথায় আছে আসাদ, আমি যে তার অন্বেষণে দুনিয়া ঘুরতে চলেছি।

আসাদ। তবে ঘুরেই আসুন।

ওমার। যদি জান, নিকটে আছে, তা হ'লে মিছামিছি আমাকে দুনিয়া ঘোরাবে কেন ?

আসাদ। আমার ইচ্ছা! অবাক হয়ে দেখছেন কি ?—আমি যদি দেখি, তা হলেই বা আপনাকে বলব কেন ? যদি আমি তাকে দেখে ভালবাসি, তা হ'লে কি প্রভুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব ?

ওমার। (হাস্য) তুমি ভালবাসবে ?

আসাদ। কেন, আমার কি ভালবাসতে নিষেধ আছে হুজুরালি ?

ওমার। তুমি যাকে ভালবাসবে, সে পৃথিবীতে আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভালবাসার সামগ্রী!

আসাদ। যদি রেবেকাকে ভালবাসি ?

ওমার। ভাল কি বেসেছ আসাদ ? তোমার কথার ভাবে বোধ হচ্ছে, বাদশাজাদী তোমার চিত্ত আকর্ষণ করেছে।

আসাদ। মনে করুন করেছে, তা হ'লে আপনি কি করবেন ?

ওমার। আমি—আমি ?—বারংবার কেন এ প্রশ্ন করছ আসাদ ?

আসাদ। আপনার কথার ভাবে আমার বোধ হচ্ছে—রেবেকা আপনারও চিত্ত আকর্ষণ করেছে।

ওমার। যদিই আকৃষ্ট হয়, তাতে আমার চিত্তের অপরাধ নেই। কিন্তু আসাদ, আমি ত তাকে পাব না!

আসাদ। কেন প্রভু ?

ওমার। আমি মায়ের আদেশ পালন করতে তার পিতার মর্ম্মে আঘাত দিয়েছি। আমি ত পাব না!

আসাদ। কেন পাবেন না—আমি যদি পাইয়ে দি!

ওমার। যদি তুমি বাদশাকে দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী দেখাতে পার, তা হ'লে পেতে পারি, নতুবা নয়।

আসাদ। তা হ'লে গরীব "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীর" কি হবে ?

ওমার। তার কি হবে জানি না—কিন্তু যদি দেখাতে পার, তা হ'লে আলমামুনের সাম্রাজ্যের সঙ্গে রেবেকাকে তোমার ক'রে দিই—না পারলে আসাদ, আমাকে সম্রাটের গোলামী গ্রহণ করতে হবে।

আসাদ। এই কি প্রতিজ্ঞা ?

ওমার। এই প্রতিজ্ঞা।

আসাদ। এখন কি করবেন ?

ওমার। কি করব বল ?

আসাদ। সিস্তানে ফিরে যান। আর মুহূর্ত্তমাত্র এখানে থাক্‌বেন না।

ওমার। আর তুমি ?

আসাদ। আমি সে সুন্দরীকে দেখতে চললুম।

ওমার। তাই ত! এ কি! বালক বলে কি ? —এত নিকটে!—আসাদ—আসাদ!—তাই ত, কি

দেখলুম!—বালকের চোখের এত মধুরতা! হৃদয়-বিকম্পী কটাক্ষের এত মাদকতা আর কখনও ত অনুভব করি নি!

[ওমারের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষ।

আসাদ।

আসাদ। দরিদ্রার কন্যা—সাহস ক'রে তোমার মুখের পানে চাইতে পারি নি—সাহস ক'রে তোমাকে ভালবাসতে পারি নি। কি জানি—ভিখারিণীর মূল্য, হীন ভালবাসায় পাছে গর্ব্বের লাঘব হয়। আর ভয় করব না—তোমাকে ধরতে হাত বাড়াব—ও দিকে বিষম প্রতিদ্বন্দ্বী বাদশাজাদী তোমাকে ধরতে হাত বাড়িয়েছে। তা হ'ক,—আমি মাতৃহীন, পিতৃহীন, সহায়হীন, সম্পত্তিহীন, স্থানহীন—এতকাল স্বরূপ গোপন ক'রে, দুনিয়াকে—এমন কি নিজেকেও—প্রতারিত ক'রে আসছি। তা হ'ক—এমন দিন নেহি রহেগা। আমার ভালবাসা তোমার। আমার প্রণয়িনীর যৌতুক তুমি। কি খবর হাসান?

(হাসানের প্রবেশ)

হাসান। খবর ভাল নয়। বাদশাজাদীকে বন্দিনী ক'রে সম্রাট্ গুলমার্গ দুর্গে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

আসাদ। কেন বল দেখি?

হাসান। কেন, কেউ বলতে পারছে না। শুনলুম, দশ হাজার সৈন্য দিবারাত্রি কেল্লা পাহারা দিতে নিযুক্ত হয়েছে। এই রাত্রেই রওনা হচ্ছেন। সঙ্গে দশ হাজার সৈন্য।

আসাদ। কেউ বলতে পারলে না ব'লে কি তুমিও কারণ বলতে পার না?

হাসান। আমি নির্ণয় করেছি। কারণ, তুমি নীল পাহাড়ের উপর যে সময়ে উঠেছিলে, সেই সময় দুর্ভাগ্যক্রমে শাজাদী তোমাকে দেখে ফেলেছে, দেখে উন্মত্ত হয়েছে।

আসাদ। দুর্ভাগ্য কেন হাসান?

হাসান। বাদশা জানেন তুমি বান্দা।—সুতরাং দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কি বলব? পাছে কোনও উপায়ে তোমাদের মিলন হয়, তাই বাদশা তাকে এমন জায়গায় বন্দী ক'রে রাখছেন যে, দুনিয়ার কোন শক্তিশালী বীরও তোমাদের দুজনের মিলন সংঘটন করতে পারবে না।

আসাদ। অথচ মিলন চাই।

হাসান। কে মেলাবে হুজুর?

আসাদ। গুলমার্গ কেল্লা কোথায়?

হাসান। এখান থেকে শত ক্রোশ দূরে। এক গভীর বিশাল হ্রদমধ্যস্থ পর্ব্বতের উপরে।

আসাদ। তুমি সে দুর্গ দেখেছ?

হাসান। আমিই সেই দুর্গ জয় করেছিলুম। সে অভেদ্য দুর্গ জয়ের যশঃ আমারই একায়ত্ত। যে পর্ব্বতের উপর সেই দুর্গ, সেই পর্ব্বত জল থেকে একেবারে পাঁচশো হাত সোজা হয়ে উঠে আকাশে যেন মিলিয়ে গেছে। বহু চেষ্টায়, বহু দিনের অবরোধেও বাদশা সে কেল্লা জয় করতে পারে নি। আমি জয় করেছি। ঘোর অন্ধকারময় রাত্রে সাঁতার দিয়ে সেই প্রাচীরমূলে উপস্থিত হই। তার পর শুধু এই হস্তপদের সাহায্যে সেই পর্ব্বতগাত্রে আরোহণ করি। কেউ স্বপ্নেও জানতো না যে, মানুষ সে পথে কখন উঠতে পারবে। সুতরাং সেদিকে প্রহরী ছিল না। আমি দুর্গে প্রবেশ ক'রে নিদ্রিত প্রহরীর পার্শ্ব দিয়ে গিয়ে দুর্গের দ্বার খুলে দি।

আসাদ। বা! বা! হাসান! আর একবার উঠতে হবে!

হাসান। তখন আমি যুবক, এখন আমি বৃদ্ধ।

আসাদ। বেশ, উঠতে না পার, উঠা দেখতে পারবে না?

হাসান। তুমি কি বল?

আসাদ। তুমিই বৃদ্ধ, আমি ত বৃদ্ধ নই হাসান!

হাসান। স্বপ্নেও ওঠার কথা মনে ক'র না। দোহাই বালক, মৃত্যু—ভীষণ মৃত্যু আলিঙ্গন করতে যেও না।

আসাদ। তবে তুমি থাক, আমি শাজাদীকে দেখবো, সুতরাং উঠবো।

হাসান। বেশ চল, পর্ব্বতের তলদেশে তোমাকে উপস্থিত করিয়ে দিই। কিন্তু দোহাই বালক—চলবার আগে আর একবার মতিস্থির কর।

(আইরিণের প্রবেশ)

আই। তবে কি তুই বলতে চাস বান্দা, আমার এ সন্তান এতই হীন যে, তাকে ভালবাসার অপরাধে বাদশাজাদী আজীবন বন্দিনী হয়ে থাকবে ?

আসাদ। মা, মা—এসেছ ?

আই। আসব কি—আসাদ—আছি।—তোমাদের এখানে রেখে আমি কি অন্যত্র গিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি ? আমার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর—আমি আল-মামুনের কন্যাকে পুত্রবধূ করব ব'লে পুত্রকে এখানে পাঠিয়েছি। তুমি কি মনে করেছ, অপারগ হ'লে আমি সিস্তানে আর ফিরে যাব! ভয় নেই, আমি পরাস্ত হ'তে এ রাজ্যে অভিযান করি নি—তবে আমি তোমাদের শক্তি দর্শনের অপেক্ষা করছি। তোমরা না পারলে আমি। এখন আমার সঙ্গে এস, দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী তোমাকে একবার দেখিয়ে দিই।

হাসান। এ বান্দা কি করবে হুজুর ?

আই। এ বান্দা কার ?

আসাদ। আমার।

আই। শক্তি কি ?

হাসান। আপনার কাছে শক্তির অহঙ্কার কি করব মা ? আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, দুনিয়ার সমস্ত শক্তি আপনা হ'তে উদ্ভূত হয়েছে।

আই। যা আদেশ করব, তা করতে পারবে ?

হাসান। আপনি আদেশ করতে পারলেই পারব।

আই। অবশ্য মনুষ্যে যা না পারে, এমন আদেশ তোমাকে করব কেন ? কিন্তু যখন আদেশ করব, তখন অপারগ হ'লে তোমার মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি অপরাধী। পার আমার সঙ্গে এস—না পার, বৃদ্ধ, এই স্থান থেকেই বিদায় গ্রহণ কর।

হাসান। না মা, থাকবো।

আই। বেশ,—তা হ'লে তুমিও প্রভুর সঙ্গে দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী দেখবার অধিকারী। স্বর্গের তোরণ মুক্ত হও—দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য তড়িল্লতাব-লম্বনে একবার চিরতৃষিতের দৃষ্টিপথে অবতীর্ণ হও।

(পট পরিবর্ত্তন)

(কমলদলস্থা প্রতিবিম্বিতা সুন্দরীর আবির্ভাব)

হাসান। ইয়া আল্লা, এ কি !

আসাদ। মা—মা—

আই। হুঁসিয়ার! স্বর্গের স্বপন ভাঙ্গিয়ে দুনি-য়ার মর্ম্মবেদনাময় জাগরণে আর তাকে টেনে এন না।

হাসান। এ কি দেখলুম মা ? দেখে বৃদ্ধের লৌহময় দেহের সমস্ত স্নায়ু স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। এ কি দেখালে মা ?

আই। এখন আর আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রো না। বৃদ্ধ! যদি এই দৃশ্য আর কখনও দেখবার অভিলাষ রাখ, তা হ'লে এই বালককে সঙ্গে নিয়ে বন্দিনী শাজাদীর উদ্ধার সাধন কর।

হাসান। যদি উদ্ধার করতে পারি ?

আই। তা হ'লে দেখতে পাবে। নতুবা এই দৃশ্যের যবনিকা তোমাদের দৃষ্টিপথে জন্মের মত নিক্ষিপ্ত হ'ল।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

নগরপ্রান্ত—শিবির।

ওমার।

ওমার। কি বললে আসাদ, এত দিন দেখি নি—দেখতে সাহস করিনি—আজ দেখবো! আমিও ত এত দিন দেখি নি! দেখতে সাহস করি নি ব'লে দেখি নি নয়,—দেখতে জানি নি ব'লে দেখি নি। মা বালক সহচর ক'রে যে দিন থেকে তোমাকে আমায় উপহার দিয়েছে, সেই দিন থেকে বালক-বোধেই তোমাকে দেখে আসছি। তুমি ভৃত্যবেশে আমার পাশে পাশে বেড়িয়েছ—ভৃত্যবেশে অকৃত্রিম প্রভু-ভক্তিতে আমাকে আপ্যায়িত করেছ—মৃগয়াবসানে ঘনারণ্যের নির্জ্জন পাদপতলে কত দিন তুমি আমার পার্শ্বে ব'সে আমার ক্লান্তদেহের অবসাদ দূর করেছ! কত ঘনান্ধকারময়ী রজনী শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট তোমার মধুর স্বর-ঝঙ্কারের অন্তরাল দিয়ে আমার অলক্ষ্যে আত্মহারাবৎ কালতরঙ্গে মিশিয়ে গেছে। পুষ্পমালার নির্ব্বাক্ প্রসঙ্গের মত কত দিন তোমার ধীরতরঙ্গিত কান্ত সৌন্দর্য্য আমার ললাটের স্বেদজলে পরিমল মাখিয়ে আমাকে ধীরে ধীরে মোহঘুমে আবৃত করেছে। কিন্তু কই, একদিনও ত বুঝতে পারি নি—একদিনও ত তোমার দেখতে পাই নি ? সরল দর্শন কোমল

কটাক্ষের অলঙ্কারে শোভিত ক'রে তুমি একদিনও ত আমার পানে চাও নি—একদিনও ত কোমল দীর্ঘশ্বাসে আমার মর্ম্মস্পর্শ কর নি? আসাদ—আসাদ! আর একবার আমার পানে চাও। অপাঙ্গপ্রেরিত জ্যোতি-ধারায় সিক্ত ক'রে এ অযোগ্য দৃষ্টিহীনের চক্ষে দৃষ্টিশক্তি প্রদান কর।

(মোবারকের প্রবেশ)

মোবা। কে তুমি?

ওমার। তুমি কে?

মোবা। এই যে অসভ্য বন্য সরদার, আমি তোমাকেই খুঁজছিলুম।

ওমার। (অস্ত্র বহিষ্করণ) খুঁজতে হবে কেন, আমি ত এখানে তোমাদের বুকের ওপরে পা দিয়ে বিচরণ করছি।

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। কি কর, কি কর মূর্খ পুত্র। কার সঙ্গে শত্রুতা করতে এসেছ! (অস্ত্র বহিষ্করণ)

মোবা। কেন? আততায়ীর সঙ্গে। আপনার আদেশে এই বর্ব্বরের জন্য আমি শাজাদীর আশা পরিত্যাগ করেছিলুম। কিন্তু নগরবাসী বুঝেছে, এই রাজকুমারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাস্ত হব ব'লে, ভয়ে আমি শাজাদীর লোভ ত্যাগ করেছি! আপনার পুত্র হয়ে আমি আজীবন সে অপবাদ বহন করব, আর এ ব্যক্তি শুদ্ধ শাজাদীকে দেখে, প্রতারণা ক'রে পালিয়ে যাবে!

ওমার। বর্ব্বর হ'লেও আমি আপনাকে এ অপবাদ বহন করতে বলতে পারি না।

উজীর। আমিও বহন করতে বলতুম না, যদি জানতুম, তোমাদের এক জনের মৃত্যুতে সে অপবাদ দূর হয়ে যেত!

মোবা। কেন দূর হবে না?

উজীর। শাজাদী তোমাদের উভয়কেই প্রত্যাখ্যান করেছে। রাজকুমারীর প্রণয়পাত্র তোমাদের উভয়ের মধ্যে কেউ নয়।

মোবা। আমি জানতুম—আমি।

ওমার। আমিও জানতুম—আমি।

উজীর। কিন্তু আমি জানি, আর এক জন। সে ব্যক্তি এত শক্তিশালী যে, তার ভয়ে বাদশা কন্যাকে রাজধানীতে রাখতে সাহস করছেন না। বিপুল সৈন্য সঙ্গে দিয়ে তাকে গুলমার্গ দুর্গে প্রেরণ করেছেন। মোবারক! এই রাজার সম্মুখে আমি মুক্তকণ্ঠে বলছি যে, তোমার মত পুত্রলাভে আমি গৌরবান্বিত। তোমার বীরত্ব, তোমার মহত্ত্ব আমার অবিদিত নেই—বাদসারও অবিদিত নেই। তাই বাদশা তোমাকে কন্যাদানের জন্য অভিলাষ করেছিলেন। কিন্তু তুমি যে আমার আদেশে দুনিয়ার এ শ্রেষ্ঠরত্ন-লাভ পরিত্যাগ করবে—নিজের মর্ম্ম ছিঁড়ে প্রণয় বিসর্জ্জন দেবে, তা বুঝতে পারি নি—সম্রাট্ও পারেন নি। তিনি তোমার আচরণে বিস্মিত—তোমাকে কন্যাদানের জন্য এখনও লালায়িত। কিন্তু অভাগিনী অন্যের প্রেমাসক্ত হয়ে পিতৃ-আদেশে বন্দিনী। সুতরাং এক অভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে নিজের অভাগ্য শতগুণে বর্দ্ধিত ক'র না। যদি তোমার পূর্ণ মহত্ত্ব দেখিয়ে তোমার পিতাকে পূর্ণসুখে সুখী করতে চাও, তা হ'লে রেবেকার উদ্ধারসাধন ক'রে এই রাজকুমারকে প্রদান কর।

মোবা। তা হ'লে ত বাদশার সঙ্গে শত্রুতা করতে হবে?

ওমার। কিছু করতে হবে না।

উজীর। তা কেমন ক'রে বলব সিস্তানরাজ? আপনি ত দরবারে সম্রাটের প্রতিজ্ঞা শুনেছেন!

ওমার। তবু করতে হবে না, জনাবালি, বিশ্বাস করুন—অন্তঃসারশূন্য গর্ব্বে আপনাকে সন্তুষ্ট করছি না। আমি বিনা যুদ্ধে এই দাম্ভিক সম্রাট্কে বশীভূত করব—তাঁর কন্যা গ্রহণ করব। কিন্তু জনাবালি, আমি তাঁকে বাদশার সম্মুখে প্রত্যাখ্যান করেছি। সৌন্দর্য্যে ভূষিত হ'লেও, আমি আর তাকে গ্রহণ করব না। আমি আর এক সুন্দরী দেখেছি! শাজাদীর রূপ-মোহের আবরণ তার দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ছিন্ন হয়ে গেছে! এক অপূর্ব্ব প্রেমশক্তি ছিন্নাবরণের অন্তরাল দিয়ে ধীরে ধীরে আমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ ক'রে, আমার হৃদয়কে আয়ত্ত ক'রে ফেলেছে। প্রেমের প্রভাব এতকাল বুঝতে পারি নি—ক্ষণপূর্ব্বে বুঝেছি! তার মুহূর্ত্তের স্পর্শ যুগের যাতনা আমার হৃদয়মধ্যে ঢেলে দিয়ে গেছে। এই অসহ্য যাতনা চিরদিনের জন্য বহন করতে, আপনার আদেশে আপনার এই মহানুভব পুত্র, তাঁর হৃদয়ের সার সর্ব্বস্ব আমাকে দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন—আমি কি তা গ্রহণ করতে পারি? এস বন্ধু, তোমার প্রণয়িনীকে মুক্ত

করবার উপায় অন্বেষণ করি। না পারি, এই রকমে হাত ধরাধরি ক'রে দু'জনে দুনিয়া পর্য্যটন করব।

ওমার। পিতা!

উজীর। যাও মোবারক! পিতা পুত্রের জন্য মহৎ সঙ্গ কামনা করে—মহৎ সঙ্গ লাভের জন্য কত লোক দুনিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুমি বিনা আয়াসে ঘরের পাশে তাকে কুড়িয়ে পেয়েছ। ভাগ্যবান! এখনি তুমি তা গ্রহণ কর।

মোবা। সিস্তানরাজ!

ওমার। এখন প্রথম কার্য্য শাজাদীর উদ্ধার, কি বল সখা?

উজীর। উল্লাসে, বিস্ময়ে, ব্যাকুলতায়—তোমার সখার স্বর বন্ধ হয়ে গেছে। আমি বলছি, অবশ্য উদ্ধার করবে। তবে আমি সম্রাটের গোলাম—আমি তাঁর দুসমণের সাহায্য করবার অধিকারী নই।

[প্রস্থান।

মোবা। সত্য সত্যই আপনি আমাকে গ্রহণ করলেন সিস্তানরাজ?

ওমার। (বংশীধ্বনি)

(ছদ্মবেশী সৈনিকগণের প্রবেশ)

ওমার। এই যে ধ'রে আছি সখা! সমস্ত পাহাড়ী সরদারদের খবর দাও—তিন দিনের মধ্যে যেন তারা গুলমার্গ দুর্গের পাদদেশে সমবেত হয়। আমাদের পৌঁছিবার পূর্ব্বে যদি দুর্গমধ্যে প্রবেশ করতে পার, উত্তম—না পার, আমার পৌঁছিবার অপেক্ষা। কিন্তু হুঁসিয়ার—দুর্গাধিকারের পূর্ব্বে কেউ যেন তোমাদের অস্তিত্ব বুঝতে না পারে। সত্বর চ'লে যাও—সকলকে জানাও—জীবনমরণ সংগ্রাম।

চতুর্থ দৃশ্য

গুলমার্গ দুর্গের সন্নিকটস্থ হ্রদ।

আসাদ।

আসাদ। কি বললে রাণী? আমি বাদশাজাদী? শুধু তাই নয়, বাদশার সহধর্ম্মিণী আমার মা? আমার নিষ্ঠুর পিতা আমার মাকে কুটীরে পরিত্যাগ ক'রে, দুনিয়ার মালিকানি ভোগ করছে? লড়ায়ে লুণ্ঠিত মণিমাণিক্য-খচিত শ্রেষ্ঠ রত্নরাজিরঞ্জিত বাদগৃহে, আর আমি গোলামবেশে, মর্য্যাদা-নাশভয়ে পুরুষবেশে, পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি? পতি-পরিত্যক্তা রমণীর সমস্ত যন্ত্রণা নীরবে হৃদয়ে আবদ্ধ ক'রে, সেই উত্তপ্ত বুকে আমাকে রেখে পালন করেছ! মা! তোমার অকৃত্রিম সন্তানস্নেহ কি বৃথা যাবে? অজ্ঞাতসারে তোমার প্রাণের জ্বালার প্রতি স্পন্দনে আমি অভ্যস্ত হয়েছি। দুনিয়ার কোন্ বিভীষিকা আমাকে ভয় দেখাতে পারে? আমি কি তোমার অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারব না?

(হাসানের প্রবেশ)

কি খবর?

হাসান। খবর ভাল নয় হুজুর—আমাদের আসবার একঘণ্টা বিলম্বে সমস্ত সুবিধা নষ্ট হয়ে গেছে। একঘণ্টা আগে দশ হাজার পল্টন শাজাদীকে নিয়ে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করেছে। আমি উপস্থিত হয়ে দেখি, কেল্লার ফটক প'ড়ে গেছে। এক ঘণ্টা পূর্ব্বে উপস্থিত হ'তে পারলে, আমরা পল্টন পৌঁছিবার আগে কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করতে পারতুম।

আসাদ। এখন?

হাসান। কেল্লার ফটক প'ড়ে গেছে—এখন লক্ষ সৈন্য চেষ্টা করলেও সে ফটক খুলতে পারবে না।

আসাদ। তবে এসে কি হ'ল?

হাসান। বৃথা আসা—

আসাদ। তুমি?

হাসান। আমি? কি বলব প্রভু, পূর্ব্বের 'আমি'র আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তার সাক্ষী তুমি। তোমার প্রভুর এক মুষ্ট্যাঘাতে আমি অবসন্ন হয়েছি।

আসাদ। তা হ'লে শাজাদীর উদ্ধার হবে না? আমাকে ভালবাসার অপরাধে চিরদিন সে এই ভয়ঙ্কর দুর্গে বন্দী হয়ে থাকবে?

হাসান। তা আমি আর কি বলব, হুজুর! পূর্ব্বেই বলেছি, এই দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করবার যশের আমিই একমাত্র অধিকারী। বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমিও তোমার মতন এক দিন এইখানে দাঁড়িয়ে এই দুর্গের পানে এমনি সতৃষ্ণ নয়নে চেয়েছিলুম। সম্মুখে কি দেখছ?

আসাদ। কি বিচিত্র! কি বিশাল—কি মহান্! বিচিত্র বিশাল নীল জলাশয়ের উপরে, বিচিত্র মহান্

নীল শৈল যেন আকাশ-ধরণীর সংযোগস্থল হয়ে অবস্থান করছে।

হাসান। আমিও এক দিন এই বিচিত্র বিশালতার মর্ম্ম গ্রহণ করতে এইস্থানেই দাঁড়িয়েছিলুম। সম্মুখে এই হ্রদ, হ্রদমধ্যে এই পাহাড়, পশ্চাতে এই বিশাল অরণ্য, আমি এই তিনের মধ্যে দাঁড়িয়ে দারুণ চিন্তামগ্ন—প্রতিজ্ঞা এই দুর্গজয় করতে হবে। আজ আমার দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় পেয়ে আকাশে চাঁদ উঠে হাসছে, জলে চাঁদ ডুবে আমাকে ইঙ্গিতে রহস্য করছে। কিন্তু সে দিন আমার শক্তিভয়ে আকাশে চাঁদ উঠতে সাহস করে নি—আমার চতুর্দ্দিকে অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার বিরাজ করেছিল।

আসাদ। না হাসান, না ভাই, সে জন্য নয়। সে দিন দুর্ভাগ্যক্রমে চাঁদ তোমার সেই অমানুষিক বীরত্ব দেখতে পায় নি, তাই আজ দেখে ধন্য হবে ব'লে আগে থাকতে আকাশে উঠেছে!

হাসান। দোহাই হুজুর, এ কাজ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। কোন অলক্ষ্য দৈবশক্তির সহায়তা না পেলে আমি কখনই উঠতে পারতুম না! তবে ভাই, এ কথা বলছি, যদি আমার পূর্ব্বের মতন শক্তি ও সাহস থাকত, তা হ'লে আজই শাজাদীকে উদ্ধার করবার শ্রেষ্ঠ দিন। কেন না, একশ ক্রোশ পথ পর্য্যটন ক'রে, সমস্ত সেপাই—শাজাদীর সমস্ত সঙ্গী—ক্লান্ত হয়েছে।

আসাদ। আমাদের অবস্থাতেই তা বুঝতে পার'ছ।

হাসান। যদি শাজাদীর উদ্ধার হয়, তবে সে আজ—আজ গেলে আর নয়!

আসাদ। আজ কি সহায়তা পাব না?

হাসান। কার সহায়তা হুজুর?

আসাদ। দেবতার।

(ওমারের প্রবেশ)

ওমার। অবশ্য পাবে—তোমার সতী জননীর আশীর্ব্বাদরূপ রজ্জু পর্ব্বতগাত্রে নিবদ্ধ আছে। আসাদ! আমি সেই রজ্জু ধ'রে তোমার গর্ব্বরক্ষার জন্য দুর্গে প্রবেশ করতে চল্লুম। (জলে পতন)

আসাদ। তা হবে না—প্রভু! আমার জন্য তোমাকে মরতে দেব না। মরতে হয় একসঙ্গে মরব—একসঙ্গে মরব। (জলে পতন)

হাসান। হা আল্লা! এ কি! এমন উন্মত্ত সাহসী আমি আর ত কখন দেখি নি! ধন্য তোমাদের সাহস—ধন্য তোমাদের সাহস! তবে তোমরা মরতে জান, আর আমি কি কেবল দাঁড়িয়ে দেখতে জানি? এ সময় যদি তোমাদের সঙ্গে না মরব, তবে আর সুখে মরবার সময় পাব কখন? ঈশ্বর! বিশ বৎসর পূর্ব্বে তোমার নাম নিয়ে আমি আর একবার এই হ্রদে ঝাঁপ দিয়েছিলুম! তখন ক্ষুদ্র শক্তিতে আমার কিছু অহঙ্কার ছিল। এখন আমি বৃদ্ধ—আমাতে সে শক্তির কথা নেই। এখন শুধু তোমার নাম সম্বল—তোমার নাম হজরৎ!—তোমার নাম!—(জলে ঝম্প প্রদান)

পঞ্চম দৃশ্য

গুলমার্গ দুর্গমধ্যস্থ কক্ষ।

রেবেকা ও সখীগণ।

(সখীগণের গীত)

ভালবেসে শুধু ভালবেসে, শুধু মুখখানি দেখে তার।
আপনার ঘরে আপনি বন্দিনী, ওগো রাণী,
কেন মুখখানি ক'রে ভার॥
তোমারে বাঁধিতে তোমারি প্রাণ,
তোমারে বিলাতে তোমারি দান,
মান অপমান সমানে সমান,
আপনার লাজে আপনি বেড়েছ করেছ গলার হার।
প্রেম সার প্রেম ভার, তুমি কার কে তোমার,
কেন মিছে আঁখিজল সার॥

রেবেকা। যা বাঁদীরা, সব চ'লে যা, আমার শরীর-মন অবসন্ন হ'য়ে পড়েছে। আমাকে কিছুক্ষণের জন্য একা থাকতে দে, বিশ্রাম করতে দে। (সখীগণের প্রস্থান) আর দেখা হ'ল না, বুঝি আর দেখা হবে না। আমি বন্দিনী, শুধু দেখবার অপরাধে, শুধু ভালবাসার অপরাধে আমি বন্দিনী। আর দেখা হ'ল না, বুঝি আর দেখা হবে না।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

হ্রদমধ্যস্থ গুলমার্গ পর্ব্বত।

ওমার ও আসাদ।

ওমার। তাই ত আসাদ! দূর থেকে এক রকম দেখেছিলুম, কিন্তু পর্ব্বতের তলে এসে একে আর এক রকম দেখছি। এ শৈল যে এত মহান্, তা ত দূর থেকে অনুভব করতে পারি নি!

আসাদ। আমিও ত পারি নি প্রভু! এইটুকু সন্তরণে আস্‌তে আমার হাত-পা অসাড় হয়ে গেছে।

ওমার। আসাদ! আমি দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী খুঁজে পেয়েছি।

আসাদ। কোথায় প্রভু?

ওমার। চাঁদের আজ এত শোভা কেন আসাদ?

আসাদ। ধরণীর চলন্ত চাঁদ আজ নিশ্চল শৈলজলদে ভেসে উঠেছে। কিন্তু পাদমূলে বিশাল হ্রদ তরঙ্গে তরঙ্গে এমন উল্লাস দেখাচ্ছে কেন প্রভু?

ওমার। যা কখন সে আর দেখবে না—তা দেখেছে, চাঁদের কিরণে প্রস্ফুটিত কাঞ্চন-শতদল নীলতরঙ্গে ভেসে উঠেছে। আসাদ! একবার চাঁদের পানে চাও, তার পর শীতল কিরণ মুখে মেখে সেইরূপ স্নিগ্ধ কটাক্ষে একবার এই দৃষ্টিহীনের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ কর! এ অপরূপ রূপ—এ মধুর হৃদয় এতকাল আমার কাছে কি অপরাধে লুকিয়ে রেখেছিলে প্রাণেশ্বরি!

আসাদ। নীরস শৈলতলে—নির্ম্মম হ্রদজলে—মৃত্যুর কোলে উপবেশন ক'রে, এ আমি কি শুনছি? আর কি শোনবার স্থান ছিল না? কি করলে প্রভু! আমি যে বাঁদী—এ কি করলে রাজা?

ওমার। আর প্রভু কেন—প্রভু দাস হয়েছে আসাদ!

আসাদ। আর আসাদ কেন! আমি তোমার বাঁদী পলিন।

ওমার। পলিন! আহা কি মধুর নাম! পলিন—পলিন—আমার রাণী—বাঁদী ব'ল না। আমার গলদেশে বাহুবেষ্টনে একবার আমাকে ওমার বল।

আসাদ। অদৃষ্টের তীব্র রহস্যে আমার বড় হাসি পাচ্ছে! খোদা! পুরস্কার দিলে, কিন্তু কোথায় দিলে? এ উষ্ণ সুধা কণ্ঠে ঢেলে গলাধঃকরণ করতেও পারছি না, ফেলতেও পারছি না! ওমার! মধুময় ওমার! উল্লাসে বিষাদে আমার সর্ব্বশরীরে অবসাদ! কি করব! তুমি এমন মধুর, আমিও ত বুঝতে পারি নি!

ওমার। চির ব্যাকুলিত বক্ষ তোমার বিশ্রামের জন্য যে উন্মুক্ত রেখেছি প্রাণেশ্বরি!

আসাদ। দেখ ওমার! পর্ব্বত ভয় দেখাচ্ছে, গভীর হ্রদ ভয় দেখাচ্ছে, সম্মুখের তীরভূমি মরণ অন্ধকার হৃদয়ে পুরে আমাদের গ্রাস করবার জন্য যেন মুখ ব্যাদান করছে। আঃ! কিন্তু কি সুখের অবসাদ প্রাণেশ্বর!

ওমার। আহা হা—কি সুখের অবসাদ প্রাণেশ্বরি!

(আসাদের গীত)

দুনিয়া মিলিয়া তুলিয়া সুর,
করে আবাহন আমার প্রাণ-বঁধুর।
শুনিব কি কানে, বেঁধে লব প্রাণে,
ঢালিয়া দিব কি সমীরণে,
মগ্ন হব কি নগ্ন পরশে মধু হ'তে সে মধুর।
লহর সরশে মিশে মিশে মিশে
ভেসে যাব কতদূর॥

(হাসানের প্রবেশ)

হাসান। বা বা! তোমরা ধন্য! ধন্য তোমাদের সাহস! এই ভীষণ স্থানে ব'সেও তোমরা উল্লাস করছ!

আসাদ। হাসান, তুমি এলে?

হাসান। তোমরা মরিয়া হয়ে জলে ঝাঁপ দিলে—আমি দেখে থাকতে পারলুম না। নাও—ওঠ।

আসাদ। ভাই, একটু বিশ্রাম কর।

হাসান। বিশ্রাম—এখানে কেন? বিশ্রাম একেবারে পাহাড়ের ওপরে শাজাদীর ঘরে।

ওমার। তুমি বালককে তীরে ফিরিয়ে নিয়ে যাও—আমি উঠি। তোমার ন্যায় সহৃদয় বন্ধুর মৃত্যু আমি দেখতে পারব না।

হাসান। (হাস্য) প্রভু! হাসান সঙ্কল্প ক'রে, মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত, কার্য্য শেষ রেখে ফেরে না। তোমরা ফের, আমি উঠি।

আসাদ। তবে সকলেই উঠি।

ওমার। ভাই, বালক পরিশ্রমে অবসন্ন হয়েছে।

হাসান। অবসন্ন হয়েছ প্রভু? বেশ, তবে পিঠে ভর দাও। যৌবনে এই পর্ব্বতে একা উঠেছিলুম। বার্দ্ধক্যে ঈশ্বর পৃষ্ঠে এক ভার সংলগ্ন ক'রে দিলেন। বেশ দাও। তবে—আমার প্রভু—আমার প্রভু—করুণাময়! বৃদ্ধ বয়সে তুমিই আমাকে দান করেছ! এস প্রভু! উপরে চেও না—খোদার নাম লও—পিঠে ভর দাও—ওঠ।

(উপর হইতে রজ্জু-পতন)

ওমার। হে করুণাময়, হে করুণাময়! এ কি, করলে? হাসান! চেয়ে দেখ। ধার্ম্মিক মুসলমান! তোমার মনের বল রজ্জুরূপে উপর থেকে তোমার সহায়তা করতে এসেছে।

হাসান। সত্যি—ইয়া আল্লা এ কি!

আসাদ। ওঠ হাসান—ওঠ—ঈশ্বরের মহৎ নাম স্মরণ করতে করতে ওঠ—হাসান—ওঠ!

সপ্তম দৃশ্য

গুলমার্গ দুর্গমধ্যস্থ কক্ষ।

রেবেকা ও সখিগণ।

(গীত).*

জীবন গাথা নিয়ে আমার কথা তারে শোনাব।
নয়ন-আসারে রচিয়া মুকুতা-হার
আজি রে প্রথমে তারে পরাব॥
অনুরাগ-অঞ্জন নয়নে মাখাব তার,
তারি সুখ আশে তারে ক'রে লব আপনার,
মরম দিয়ে দূর, তাহার মরম 'পরে,
মরম ভাসায়ে মোর দেখাব॥

[প্রস্থান।

(আসাদ, হাসান, সিস্তান-সর্দ্দারের প্রবেশ)

সর্দ্দার। সম্রাটের অশ্বরক্ষক সেজে সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গে আমি দুর্গে প্রবেশ করেছি। জানি তোমরা আসবে; শাজাদীকে উদ্ধার করতে হবে; তাই সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধারের সমস্ত উপায় নিয়ে এসেছি। পাহাড়ী ভাঙ্গে সব পাহারাদারকে বেহুঁস করেছি। এইবারে কি করব সর্দ্দার, হুকুম কর।

হাসান। আর তোমাকে কিছু করতে হবে না। ভাই, ধন্য তোমার সাহস। এস আমার সঙ্গে এস, এই দুর্গের পলায়ন-পথ আমার জানা আছে, এস আমার সঙ্গে—আমরা পথ পরিষ্কার করি।

আসাদ। বিলম্ব ক'র না—চুপে চুপে। প্রভু বাহিরের রক্ষিরূপে অপেক্ষায় আছেন। একা—শীঘ্র যাও সংবাদ দিয়ে তাঁর উৎকণ্ঠা দূর কর।

[আসাদ, হাসান ও সর্দ্দারের প্রস্থান।

(রেবেকার পুনঃ প্রবেশ)

রেবেকা। শূন্য—শূন্য—সব শূন্য! কি ভীষণ নিস্তব্ধতা এ পুরী আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে! আমার হৃদয় পাষাণ, তাই এই পাষাণ পুরীতে এখনও জীবিত রয়েছি। আর কি দেখতে পাব না? নীলাচল-শিখরের উপর রক্তিম-রাগ-রঞ্জিত যে জ্যোতি একবার মাত্র আমার হৃদয়াকাশে উদিত হয়ে আমার চির-বিষাদ-তমোময় জীবনকে মুহূর্ত্তের জন্য সুখের দিবালোকে আলোকিত ক'রে দিয়ে চকিতের মধ্যে মহাশূন্যে মিশিয়ে গেল, আর কি এ জীবনে সে জ্যোতির অমৃতস্পর্শ স্নিগ্ধালোক অনুভব করতে পারব না? পিতা, এত নিষ্ঠুর তুমি? বিশ্ববিজেতা সম্রাটের কন্যা আমি—কি অপরাধে আজ এই ভীষণ প্রস্তরদুর্গে বন্দিনী? শুধু দেখার অপরাধে! শুধু প্রাণবিনিময় ভালবাসার অপরাধে আমি বন্দিনী!

(আসাদের প্রবেশ)

আসাদ। তাও কি কখন হয় বাদশাজাদী। প্রেম কখনও বন্দী হয় না! প্রাণ কখনও বন্দী হয় না।

রেবেকা। অ্যাঁ—অ্যাঁ—এ কি! এ কি! স্বপ্ন—না মায়া?

আসাদ। স্বপ্ন নয়—মায়া নয়—সত্য। প্রত্যক্ষ জাগ্রত সত্য।

রেবেকা। তবে সত্যই কি তুমি আমার প্রাণের আরাধ্য দেবতা, আমার স্বপ্ন-জাগরণের নিত্য সহচর, আমার ধ্যান-ধারণায় জাগ্রত ছবি সত্যই কি তুমি এসেছ?

---

* এই গানটি ১ম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে আসাদের গীত হইবে এবং সেই গানটি এইস্থানে বসিবে।

আসাদ। ধীরে সুন্দরী—ধীরে। প্রেমের সর্ব্বত্র অবাধ গতি, তাই এসেছি। সুন্দরি! যদি এই গোলামকে দেখা, এই বান্দাকে ভালবাসা জাঁহাপনার চক্ষে অপরাধ হয়, তা হ'লে এই শুভক্ষণে জাঁহাপনাকে শিক্ষা প্রদান কর। দাম্ভিক বিশ্ববিজয়ী সম্রাটকে বুঝিয়ে দাও যে, প্রেম কখনও বন্দী হয় না —প্রাণ কখনও বন্দী হয় না। চল—আমার সঙ্গে চল, মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব ক'র না। যদি ভালবাসা তোমার মুখের কথা না হয়, তবে এখনই ওঠ, হাত ধর —সঙ্গে এস। চল—আমার সঙ্গে চল, যেখানে প্রেমে অন্তরায় নাই, সেখানে চল। যেখানে ভালবাসায় দুঃখ নাই, যেখানে প্রণয়ীযুগল অবিরাম অবিশ্রামে স্বর্গীয় বিমল সুখসুধামগ্ন, তথায় চল। আমায় বিশ্বাস ক'রে যেতে পারবে কি শাজাদী?

রেবেকা। তোমাকে বিশ্বাস? যাকে মুহূর্ত্তের জন্য দর্শনমাত্র জীবন-যৌবন প্রাণ-মন সব সমর্পণ করেছি, তাকে বিশ্বাস করতে পারব কি না জিজ্ঞাসা করছ? তুমি কঠিন পুরুষ, নারী-হৃদয় জান না। চল—এখনই চল, তুমি যেখানে যেতে বলবে, সেই আমার স্বর্গ—চির সুখময়—স্বর্গীয় সৌরভে আমোদিত। চল—কোথায় যাবে চল। আমার হাত ধর, হৃদয়েশ্বর; আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে।

(আসাদের গীত)

তুলি ধরি (ছবি) আঁকিতে যাই,
আকুলি ব্যাকুলি মুখটি চাই।
নয়নে নয়ন অবশ অঙ্গ,
তুলি গেল ঝ'রে একি রে রঙ্গ,
নয়নের ঠারে বিঁধেছে আমারে,
মরমে এখন মরিয়া যাই॥
কেবা তুমি কোথা আছ গো,
আমার হইয়া দেখ গো;
মুদি গেছে আঁখি (রূপ) দেখি কি লিখি।
ভেবে না পাই আকুল তাই॥

[উভয়ের প্রস্থান।

(উজীর ও আলমামুনের প্রবেশ)

আল। কি করব উজীর? আমার নসীব! আমি বালককে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম। কন্তু আর ত পারি না। অভাগিনী রেবেকা না জেনে সেই বালকের রূপে মোহিত হয়েছে। যত দিন না সে মতি-পরিবর্ত্তন ক'রে, মোবারককে স্বামিরূপে গ্রহণ করে, তত দিন সে এই ভীষণ দুর্গে আবদ্ধ থাকবে। আর সেই বালক,—সে-ও ত জানে না! আর সে আমার আকাঙ্ক্ষিত বক্ষে স্থান পেলে না—চিরদিন বান্দা হয়ে তাকে থাকতে হ'ল। কিন্তু এ কি উজীর! সমস্ত পুরী এমন বিষম ঘুমে আচ্ছন্ন কেন? এ হ'ল কি?

উজীর। তাই ত দেখছি জাঁহাপনা!

আল। এ সময় যদি শত্রু এসে দুর্গে প্রবেশ করত, তা হ'লে রক্ষা করত কে?

উজীর। আকাশ থেকে প্রস্তুত হ'য়ে যদি শত্রু ঝরে, তবেই এ দুর্গ অধিকৃত হ'তে পারে।

আল। নিজের শক্তিতে যে নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিদ্রা যেতে পারে, তার ভাগ্যেই শত্রু আকাশ থেকে পতিত হয়।

(নেপথ্যে)। হুঁসিয়ার—হুঁসিয়ার—সিস্তানী চোর কেল্লায় ঢুকেছে।

উজীর। এ কি—এ কি!

(জনৈক বাঁদীর প্রবেশ)

বাঁদী। জাঁহাপনা, সর্ব্বনাশ হয়েছে, শাজাদীকে সিস্তানীরা চুরী ক'রে নিয়ে গেছে।

আল। যা—উজীর সব গেল! মান, সম্ভ্রম, ধর্ম্ম —সব গেল!

উজীর। কিছু যাবে না জাঁহাপনা, বরং সমস্ত জগতে আপনার মহিমা প্রচারিত হবে।

(নেপথ্যে কোলাহল)

চলে আসুন, চলে আসুন। ধন্য সিস্তানী!

আল। লক্ষ সৈন্য নিয়ে সিস্তান অবরোধ করব, যদি কন্যা না পাই, সিস্তান ধ্বংস করব।

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

ভগ্নোদ্যান।

আইরিণ।

আই। তারা আসছে—তারা আসছে—চারিদিকে রব উঠল—তারা আসছে! পার্ব্বতী তটিনী অবিচ্ছিন্ন কল্লোলে গাইছে তারা আসছে! শৈলকন্দর

প্রতিধ্বনি তুলে বলছে—তারা আসছে। বিহগ-কাকলি-মুখর তরু অহ্বান-গানে তাদের আগমন সূচনা করছে। মনে বিষম ব্যাকুলতা! এত দিন ত কই কারও প্রত্যাশায় প্রাণ আমার এত ব্যাকুল হয় নি! এস ওমার, এস পলিন! বিশ্বজয়ী সম্রাটের গর্ব্ব লুণ্ঠন ক'রে আমাকে উপহার দাও!

(আসাদের প্রবেশ)

আসাদ। মা—মা—এসেছি।

আই। এসেছিস মা,—এসেছিস্—কি করলি—একা এলি?

আসাদ। সে কি মা! তোমার মেয়ে—আদেশ মাথায় ক'রে বেরিয়েছি—একা আসব—বল কি মা!

আই। এনেছিস? পলিন! এনেছিস? এত দিন পরে কি তোর নাম ধ'রে ডাকতে পারব?

আসাদ। ডাক মা! একবার আমাকে পলিন ব'লে ডাক—কোন্ যুগে মধু আদরে একবার ওই নাম ডাকা শুনেছিলুম! ও নাম যে ভুলে গেছি মা!

আই। ওমার?

আসাদ। শাজাদীকে সঙ্গে নিয়ে মহলে প্রবেশ করেছেন?

আই। ফৌজ আসছে কার?

আসাদ। সম্রাট উন্মত্ত হয়ে লক্ষ ফৌজ নিয়ে সিস্তান আক্রমণ করতে আসছেন।

আই। ভয় নেই মা! বিশ্ববিজয়ী সম্রাট আজ বন্য রমণীর নিকট পরাজিত হবে। এ বিপদের দিন নয় মা, আনন্দের দিন। পুরস্কারের দিন আজ তোমার মরা বাপের শ্রাদ্ধ হবে—আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হবে। আজ তোমাকে জগৎ সমক্ষে পুরস্কৃত করব—স্বর্গের দ্বার মুক্ত ক'রে তোমাকে দিব্য সুখ অনুভব করাব। তোমার গলে নন্দনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পারিজাত-হার অর্পণ করব। এস মা পলিন, সম্রাটকে বন্দী করবার ব্যবস্থা করি।

[প্রস্থান।

নবম দৃশ্য

সিস্তান—কবর।

(উজীর, আলমামুন ও ওমরাওগণের প্রবেশ)

১ম ওমরাও। দোহাই জাঁহাপনা, এ দুসময়ে দেশে, এ বেশে আপনি আর অগ্রসর হবেন না, দোহাই জাঁহাপনা, ফিরুন—ফিরুন—

আল। উজীর! এদের বিরক্ত করতে নিষেধ কর, হুঁসিয়ার, যেন একজনও অস্ত্রধারী এখানে প্রবেশ করে। যার অস্ত্র আছে, সে এখনি এ স্থান ত্যাগ কর। যদি আসতে চাও, অস্ত্র ত্যাগ ক'রে দীন-বেশে এখানে ফিরে এস।

উজীর। জাঁহাপনা যা আদেশ করছেন, এখনি তা পালন করুন। (ওমরাওগণের প্রস্থান) জাঁহা-পনা! বলতে সাহস করছি না—

আল। প্রিয় সুহৃৎ। বলবার আর কথা নেই। ভাই, কিয়ৎক্ষণের জন্য পূর্ব্ব-জীবন-স্মৃতি ভুলে যাও—দীনবেশে নতমস্তকে—তোমার একটি দরিদ্র বন্ধুর পরিত্যক্ত বাল্যলীলাস্থলে একবার প্রবেশ কর। দেখ, দেখ, শৈশবস্মৃতি সহস্র পরীর মূর্ত্তি ধ'রে আমাকে বেষ্টন করতে আসছে।

উজীর। জাঁহাপনা, আপনার গা টল্‌ছে।

আল। ভুলে গেলে—ভাই ভুলে গেলে! জাঁহা-পনা? কে সে? (হাস্য) দেখতে পাচ্ছ না—তোমার সম্বোধনে তারা কি রহস্য করছে—দেখতে পাচ্ছ না? আর বল না—হুঁসিয়ার! ভুলে যাও—তোমার দরিদ্র বন্ধু—নাম খসম—এই ভগ্নকুটীরস্তূপের এক অংশে জন্মেছে। ধীরে ধীরে—এখানকার মৃত্তিকা একদিন দরিদ্র ক্ষুধার্ত্তের অশ্রুজলে সিক্ত হয়েছে। ধীরে ধীরে—এ মৃত্তিকার স্পর্শশক্তি আছে—দুরন্ত পাদস্পর্শে এ মৃত্তিকাকে নিষ্পীড়িত ক'র না!

উজীর। ধীর আমি সখা—তুমি অধীর হ'য়ো না। আমি দেখছি বিশ্ববিজয়শক্তি তার উদ্ভবমুখে ফুলিঙ্গে পরিণত হয়। অধীর পদক্ষেপে এ পবিত্র তীর্থে প্রবেশ ক'র না—ফিরে এস—ফিরে এস।

আল। ঠিক বলেছ সখা, অগ্রসর হ'তে সাহস হচ্ছে না। ঐ মধ্যে একটি দীন মৃত্তিকাস্তূপ দেখতে পাচ্ছ?

দেবতা নিজে এসে এ বেদনায় সান্ত্বনা দিতে পারে না !

কালী। দেবতায় পারে না ব'লে দেবতার মা পারবে না ? আমি সে দেবতার মা। বেশ, তোমরা বলেই একবার দেখ না। ওগো! আমি যে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছি, তবে পরকে কেন পারব না !

উদ। আমার ভগিনী-বিয়োগ হয়েছে।

কালী। তাকে ত তুমি বনবাসে দিয়েছিলে রাজা ?

উদ। বনবাসে দিয়েছিলুম !

কালী। তাকে ফিরিয়ে আন্‌তে চাও ?

উদ। আন্‌তে চাইলে এনে দেবে কে ?

কালী। আমি এনে দেব।

শ্যামা। তুমি কোথায় পাবে, তা এনে দেবে ?

কালী। যেখান থেকে পাব, সেইখান থেকে এনে দেব।

শ্যামা। সে যে নেই মা !

কালী। (হাস্য) নেই কি, আছে।

শ্যামা। আছে ?

কালী। নিশ্চয় আছে।

উদ। বলিস্ কি ?

কালী। আমি রাজা রাণীর সুমুখে দাঁড়িয়ে আছি, এ যেমন নিশ্চয়—সেও তেমনি নিশ্চয়।

উদ। তুমি তাকে দেখেছ ?

কালী। না মহারাজ, এখনও তাকে দেখি নি। তবে এইবারে দেখব। আমার ছেলের মুখে শুনেছি, তার রূপের তুলনা নেই।

উদ। রাণী! এ পাগলিনীকে ঘর থেকে বার ক'রে দাও।

কালী। কেন মহারাজ ?

উদ। রমণী না হ'লে, এখনি আমি তোর শিরশ্চেদ করতুম। তুই বৃথা শোকবাক্যে রাজাকে ভোলাতে এসেছিস্ ? আমি নিজের চক্ষে তার মৃত্যু দেখে এসেছি।

কালী। না, আপনি কি দেখতে কি দেখেছেন —সে মরে নি।

উদ। শোন্ পাগলিনী, আমার সম্মুখে প্রকাণ্ড সিংহ তাকে তুলে নিয়ে গেছে।

শ্যামা। অনুরাধা! এই ভীষণ মৃত্যু তোর পরিণাম ছিল ?

কালী। আবার বলে মৃত্যু! সিংহ সিংহবাহিনীকে কাঁধে করেছে। সিংহবাহিনী মরে না। মুখ ফেরাচ্ছ কেন রাজা ?

উদ। কে তুই ?

কালী। আমি আপনারই নগরের এক বারাঙ্গনা। মহারাজ! যে নারী ছলনায় হাজার হাজার পুরুষকে পাগল করে, সে কখন পাগল নয়।

শ্যামা। নরাধম বারাঙ্গনার পুত্র আমার উদ্যানে প্রবেশ করেছিল ? মহারাজ, তাকে আপনি শাস্তি দিলেন না ?

উদ। রাণী! অনুরাধার জন্য আমার যা শোক হচ্ছে, তা এই মুহূর্ত্তেই দূর হয়ে গেল।

কালী। হাঃ হাঃ হাঃ! এরা আমার কথা বুঝতে পারলে না। সে এ বারাঙ্গনার পুত্র নয়, আমি সে দেবতার মা! শোন রাজা, আশ্চর্য্য কাহিনী শোন —সান্ত্বনা পাবে—বুঝবে, তোমার ভগিনী বেঁচে আছে কি না। আজ আমি যার মা, কাল পর্য্যন্ত তাকে মেরে ফেলবার কি চেষ্টা করেছি। কত চেষ্টা! শুনলে হে বীর, তোমারও বুক কেঁপে উঠবে। রাণি! তুমি মূর্চ্ছা যাবে। এক শিশুকে আমি হাজার গরুর পায়ের তলায় ফেলে দিয়েছিলুম, শিশু মরে নি—ষাঁড়ে বুকের তলায় রেখে তাকে রক্ষা করেছে। যে পথে হাজার হাজার বোঝাই শুদ্ধ গরুর গাড়ী যায়—অন্ধকারে—রাজা ঘুটঘুটে আঁধারে—আমি তাকে সেই পথে ফেলে দিয়েছি—শিশু মরে নি, গরু শিশুকে দেখে অচল হয়েছে। ভাগাড়ে নিক্ষেপ করেছি, ছাগলে দুধ খাইয়ে বাঁচিয়েছে, শিশু মরে নি। পাহাড় থেকে ফেলে দিয়েছি—বাঁশ ঝাড়ে তাকে কোলে করে নিয়েছে! অক্ষত দেহে শিশু মাটীতে প'ড়েছে, মরে নি,—তার পর মারবার অসংখ্য কৌশল—বিষ—আগুন—

শ্যামা। থাক্—আর বলিস নি—আমার গা কাঁপছে।

কালী। বেশ, শৈশবের কথা ক্ষান্ত দিলুম। তার পর যৌবনে তাকে তোমার বাগানে ছেড়ে দিয়েছিলুম। জানি, বিধাতা এসেও তাকে বাঁচাতে পারবে না। ছেলে ম'ল না—বাগান থেকে এই অমূল্য উপহার নিয়ে চ'লে এলো। কি রাজা, সান্ত্বনা পাচ্ছ ?

উদ। আরও কিছু বলবার আছে ?

কালী। আছে বই কি রাজা! ছিল, আছে—

থাকবে। যে নরাধমের উত্তেজনায় আমি এই কাজ করেছি—তার পর সে—রাজা! হতভাগা যখন দেখলে ছেলেটা কিছুতেই ম'ল না, তখন নিজেই তাকে মারবার সঙ্কল্প করলে। এই তলোয়ার—এই তোমার হাতের তলোয়ার—তুমিই এই তলোয়ার সেই হতভাগ্যাকে উপহার দিতে সেই ছেলের হাতে দিয়েছিলে—কেমন—না?

উদ। দিয়েছিলুম।

কালী। দেখ—দেখ—ধর্ম্মরাজ! তোমার দণ্ড দেবতার ঘাড়ে পড়ে না—দানবেরই ঘাড়ে পড়ে।

শ্যামা। সেই হতভাগা কি এই অস্ত্রে মরেছে?

কালী। মরবে কি—ম'লে কি তার শাস্তি হ'ত? তার ছেলে—তার আসল ছেলে—

শ্যামা। সে ম'রে গেল?

কালী। নিয়তির খেলা, হতভাগা আমার ছেলেকে মেরে ফেলবার জন্য এই অস্ত্র নিয়ে, যে ঘরের যে শয্যায় রোজ রোজ আমার ছেলে শয়ন করে, সেই ঘরে প্রবেশ করলে। কিন্তু কাপুরুষের হাত কেঁপে উঠল, সে ছেলেকে কাটতে পারলে না। তখন তার স্ত্রী, স্বামীর হাত থেকে অস্ত্র নিয়ে, ঘুমন্ত ছেলের গলায় কোপ মারলে—গলা দ্বিখণ্ড হয়ে গেল। নিত্য আমার সন্তান সেই ঘরে শুতো, কিন্তু নিয়তি কেমন ক'রে সে দিন আমার ছেলেকে সে বিছানা থেকে সরিয়ে তার ছেলেকে শুইয়ে রেখেছিল। অভাগীর হাতে রক্তবিন্দু—দাগ তার আর ওঠে নি। অভাগী সেই দাগের ভেতর দিয়ে কেবল ছেলের কাটামুণ্ড দেখছে—আমার ছেলে দেবতা—সে দেবতা সে অমর, তাকে যে মনে মনেও আশ্রয় করেছে, সেও অমর। কি রাজা, এখন বিশ্বাস হচ্ছে—রাজকুমারী বেঁচে আছে?

উদ। আশা হচ্ছে!

কালী। আশা কেন—বল বিশ্বাস। সে মরে নি—মরে নি—মরে নি।

শ্যামা। মহারাজ! একবার তার সন্ধান করুন।

উদ। রাণি! রাজ্যত্যাগের পূর্ব্বে তোমার দোষক্ষালনের জন্য আমি একবার ভগিনীর সন্ধান করব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষ।

মাগন্দী

মাগন্দী। এখনও গেল না—এক পুকুর জল ঢাললুম—ঘসলুম—এখনও এ রক্তের দাগ গেল না। নাড়ু—নাড়ু—বাপ আমার! কি করলুম? কালনাগিনীর মতন আমি গর্ভের সন্তানকে খেয়ে ফেললুম! নাড়ু—নাড়ু!—ওই! রক্তবিন্দুর ভেতর দিয়ে নাড়ু আমার আবার মুখ বার ক'রে হাসছে। তাই ত! হাসে কেন? আমি তাকে যে খাবার খেতে দিয়েছি, তাতে কোথা তার চোখ দিয়ে দরদর ক'রে জল গড়াবে, তা না ক'রে যখনি বাছা আমার মুখের পানে চায়, তখনই সে হেসে ওঠে। এ হাসি ত আমি আর দেখতে পারি না। যদি চোখের জলে গণ্ড ভাসিয়ে আমাকে দেখা দিতে পারিস, তবেই বাপ আমাকে দেখা দে—নইলে দোহাই, আমাকে আর দেখা দিস নি।

(ভাঁড়ু দত্তের প্রবেশ)

ভাঁড়ু। মাগন্দী!

মাগন্দী। হাঁ গা, তুমি আমাকে চুপ করতে বল, কিন্তু যে চুপ হবার কোন উপায় দেখতে পাচ্ছি নি। এ হাতের রক্তবিন্দু যে কিছুতেই মুছলো না!

ভাঁড়ু। কিছুতেই মুছলো না?

মাগন্দী। পুকুরের জল হাতে ঢেলেছি, ঘসতে ঘসতে আমার পাহাড় ধূলো হয়ে গেছে—হাতের তিনপুরু ছাল উঠে গেল—তবু এ রক্তের দাগ গেল না।

ভাঁড়ু। আচ্ছা দেখ দেখি, এবারে শালার দাগ যায় কি না যায়। (মাগন্দীর হস্ত লেহন) কি মাগন্দী, গেল?

মাগন্দী। তাই ত গো, গেলই ত! এ দাগের যন্ত্রণায় আমি পুত্রশোক ভুলে গেছি। ওগো, এ রক্তের দাগ থেকে আমাকে রক্ষা কর।

ভাঁড়ু। দেখ, ভাল ক'রে দেখ। (লেহন) গেল?

মাগন্দী। না, আর ত নেই। আর ত নেই!—সত্যি সত্যিই কি বাপ আমার তোমার মুখচুম্বনের অপেক্ষা করছিল? কি বাপ—গেলি? রক্তবিন্দু

আশ্রয় ক'রে এক একবার মাকে দেখা দিতে আসতিস—আর কি তোকে দেখতে পাব না ?

ভাঁড়ু। মাগন্দী, মাগন্দী—ভেতরে দাবানল জলে উঠল। দুরাত্মা তোমাকে দিয়ে পুত্রহত্যা করালে, আমাকে আবার সেই স্নেহময় পুত্রের রক্তপান করালে। শোন মাগন্দী—শোন। যদি আমার কথানুযায়ী কার্য্য কর, তবে বুঝব, তুমি আমার স্ত্রী। যদি না কর, তা হ'লে এই বৃদ্ধ বয়সে তোমাকেও আমি পরিত্যাগ করব। এক পুত্রশোকেই তুমি পাগল হয়ে ছটপট ক'রে বেড়াচ্ছ, তখন পুত্রশোক স্বামিশোক দুই-ই তোমাকে সহ্য করতে হবে।

মাগন্দী। য়্যা—য়্যা—তুমিও আমাকে ত্যাগ করবে ?

ভাঁড়ু। যদি আমার কথানুসারে কাজ না কর, তা হ'লে নিশ্চয় ত্যাগ করব।

মাগন্দী। উঃ! বড় জ্বালা! বড় জ্বালা! আঁ্যা! কি বলছিলে, আমি কি করব ?

ভাঁড়ু। জ্বালা ? উঃ ? আঃ ? তবে শোন, আমার জ্বালা শোন—উঃ—আঃ, আমার ভেতরে কত আছে শোন। আমার বুকে দাবানল জলে উঠছে। পিশাচ তোকে দিয়ে ছেলে হত্যা করালে, আর আমাকে সেই ছেলের রক্ত পান করালে। কলসী কলসী জল ঢেলে, পাহাড় প্রমাণ ঝামা ঘ'ষে যে রক্তের দাগ গেল না, সেই রক্তচিহ্ন আমার জিবে ঠেকতে না ঠেকতে মুছে গেল! বুঝলি—ভেতরে কেন দাবানল জলে উঠল, বুঝলি!

মাগন্দী। বুঝেছি—ওগো বুঝেছি—আমার হাতের জ্বালা তোমার বুকে ঢুকেছে!

ভাঁড়ু। (গম্ভীর বক্র স্বরে) হুঁ। হাতের জ্বালা বুকে ঢুকলো—তোর হাতের জ্বালা অঞ্জলি প্রমাণ ছিল, আমার বুকে ঢুকে সে সাগর হ'ল।

মাগন্দী। তাই ত গো! এ কি হ'ল। হাতের জ্বালায় অস্থির হয়ে যে আমি আগুনে হাত ছাই করতে গিয়েছিলুম।

ভাঁড়ু। বোঝ, এই জ্বালা বুকে ক'রেও আমি খাড়া হয়ে আছি। তোর সঙ্গে সুস্থ লোকের মত কথা কচ্ছি। চোখে আমার এক ফোঁটা জল নেই। (দন্তে দন্তে ঘর্ষণ) গর্ভধারিণীকে দিয়ে ছেলে হত্যা করালে, বাপকেও তার রক্ত পান না করিয়ে ছাড়লে না। বুঝতে পারছিস্ মাগন্দী—আমার অবস্থা ?

মাগন্দী। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি।

ভাঁড়ু। তা হ'লে আমি যা বলি, তা মন দিয়ে শোন। (মুখ বিকৃত করিয়া) বাবা রে—বাছু রে ক'রে, পাগলের মতন ছুটোছুটি ক'র না। করলে আমার কাছে ওষুধ পাবে না—করলে কাপড়ে মুখ বেঁধে ঘরে চাবি দিয়ে ফেলে রেখে দেব।

মাগন্দী। মা গো,—তা ক'র না।

ভাঁড়ু। তাতেও যদি কোঁক্ কোঁক্ কর, গলা না ধ'রে খিড়্কি দোর দিয়ে দূর ক'রে তাড়িয়ে দেব।

মাগন্দী। ওগো, দিয়ো না গো—দিয়ো না! বল আমি কি করব ?

ভাঁড়ু। আমি ছেলে জানি না, স্ত্রী জানি না, জানি কেবল টাকা। টাকাই আমার মাগ, টাকাই আমার ছেলে, এক ডাকাত সেই টাকা লুটতে এসেছে। লুটলে—লুটলে—নিলে—আর রাখতে পারি না, পারি না হয়েছে। এক লক্ষ হাতীতে বইতে পারে না, আমার এত টাকা! সেই টাকা গেল—গেল—আর রাখতে পারি না। কাল আমার ছেলে মরেছে। আবার কাল আমাকে মারবে। পরশু তোমাকে গলা টিপে বাড়ী থেকে বের ক'রে দেবে।

মাগন্দী। সত্যিই গো, তা হ'লে কি করব ?

ভাঁড়ু। পরশু ওই ডাকাত আমাদের এই কুবেরের ভাণ্ডারের একেশ্বর হবে।

মাগন্দী। বল, তা হ'লে কি করব ?

ভাঁড়ু। এতক্ষণে ব্যাপার কি তা বুঝেছ ? এখন যা বলব, তাই করতে হবে।

মাগন্দী। বল—করব।

ভাঁড়ু। ছেলের শোক বুকে মেরে মুখে হাসি মাখাতে হবে। ওই মহাশত্রুকে ছেলের চেয়েও বেশী ক'রে আদর করতে হবে। যেন কোনও মতে সে না বুঝতে পারে, আমরা তার মৃত্যু দেখবার জন্য ছট্‌ফট্ করছি।

মাগন্দী। তাই—তাই—আচ্ছা, তাই করব।

ভাঁড়ু। খবরদার, কোনক্রমে যেন ধরা দিয়ো না। যদি পুত্রহত্যার শোধ নিতে চাও—তা হ'লে যা বললুম, তাই কর।

মাগন্দী। তাই করব। তাকে দেখলে, আমার সমস্ত শোক প্রবল হয়ে জলে উঠে। সে জ্বালায় আমি স্থির থাকতে পারি না।

ভাঁড়ু। থাকতে হবে।

মাগন্দী। থাকব—থাকব—থাকব। তোমার কথার মর্ম্ম বুঝেছি। ও চক্ষু-শূলকে চোক থেকে সরাতেই হবে।

ভাঁড়ু। চোক থেকে কি, দুনিয়া থেকে সরাতে হবে। তবে বাড়ীতে পারব না—বুঝেছ? পাপিষ্ঠা কালী এখান থেকে পালিয়েছে। তলোয়ার নিয়ে চ'লে গেছে। খবর পেয়েছি, সে রাজার বাড়ী আশ্রয় নিয়েছে। তার মতলব কিছুই বুঝতে পারি নি। রাজা ঘর ছেড়ে কোথায় চ'লে গেছে। রাজকুমারীকে বনবাসে দিয়ে রাজা যে রাত্রে ঘরে ফিরেছে—সেই রাত্রেই চ'লে গেছে। হয় ত সে রাজার কাছে ঘটনা প্রকাশ করেছে। কিন্তু প্রকাশ করলেই বা কি হবে? আমাকে দোষী ঠিক করা বড় কঠিন। তা যদি রাজা পারত, তা হ'লে আমাকে সে ছাড়তো না। তবে যদিই রাজা জেনে থাকে ছোঁড়াটার বাগান-প্রবেশের মূলে আমি, তা হ'লে আমার কাজের ওপর সে তীক্ষ্ণ নজর রাখবে। কাজেই এখন থেকে অতি কৌশলে কাজ সারতে হবে। এখানে নয়, দূরে—বাইরে বাইরে—ঘোষককে যমের মুখে সমর্পণ করতে হবে। যতদিন না সে কাজ শেষ হয়, ততদিন আদর—আদর—কচি খোকাকে মায়ে যেমন আদর করে, সেই রকম আদর—পারবে?

মাগন্দী। পারব।

ভাঁড়ু। ঠিক পারবে?

মাগন্দী। ঠিক পারব।

ভাঁড়ু। বস্, এখন চ'লে যাও। কে ও?

(মাগন্দীর প্রস্থান ও বেঙ্কটের প্রবেশ)

এস, এস ভাই বেঙ্কট এস। তোমার জন্যে এতক্ষণ আমি ছটফট করছিলুম। কি করলে?

বে। সব ঠিক—পাঠিয়ে দাও।

ভাঁড়ু। এখনি?

বে। এখনি—আবার দেরি কি? যেমন যাবে অমনি।

ভাঁড়ু। কি রকমটা, তবু বুঝি।

বে। শতগ্রামে আমার এক বন্ধু আছে, আমি তার কাছে নিজে গিয়ে সমস্ত কথা খুলে ব'লে এসেছি। তার বাসনের ব্যবসা—দিন-রাত্রি প্রকাণ্ড উনুন জ্বলছে। একশ মণ তামা একেবারে গলে এমন কড়া—তাতে চব্বিশ ঘণ্টাই তামা টগবগ ক'রে ফুটছে—যেমন যাবে, অমনি ধ'রে সেই কড়ার উপরে ফেলে দেবে—আর যেমন ফেলা—অমনি একটি চ্যাঁক—চোঁ—ফোঁ—বস্, একেবারে ছাই!

ভাঁড়ু। ঠিক হয়েছে—ঠিক হয়েছে।

বে। বিধাতা নিজে এলেও তার চিহ্ন খুঁজে পাবে না।

ভাঁড়ু। বেঙ্কট—বেঙ্কট—ভাই আমার, তা হ'লে নিশ্চিন্ত হব?

বে। নিশ্চিন্ত হয়েছ—আবার হব কি? তোমারও যেমন বিদ্যে! এই সকল কাজ একটা বাজারে বেশ্যাকে দিয়ে করিয়েছ। এ সব কি বেশ্যার বুদ্ধিতে হয়! সে বেটী যেন-তেন প্রকারেণ তোমার কাছে পয়সা আদায় করেছে—কাজের সে কি জানে? দু'দিন আগেও যদি আমাকে এ কথা শোনাতে—সে শালার বেটা তোমার ছেলে নয়, তা হ'লে কি অমন সোনার চাঁদ ছেলেটা যায়। নাড়ুর শোকে আমার মুচুকুন্দ অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে আছে, তিন দিন বিছানা থেকে ওঠে নি। সেই রাত্রে দু'জনে আমাদের বাড়ীতে ব'সে মৃদঙ্গ নিয়ে ভজন করেছে। নাড়ুর মতন ছেলে কখন হয়েছে, না হবে? দেখ্ কি? মামাতো ভাইকে সে যা ভালবাসতো—সহোদর ভাইয়েও কখন সে রকম ভালবাসা বাসে না।

ভাঁড়ু। ভাই, আর সে মর্ম্মভেদী কথা তুলো না।

বে। তোমার স্ত্রীও যে ঘুণাক্ষরে এক দিনও আমাকে আঁচ দিলে না। শালার বেটা তোমার কেউ নয়, তা কি আমি জানি? আমি জানি, যৌবনে তুমি কোথায় কি করেছ, ও সে তারই একটা ফল। তুমিও ছেলে বল—তোমার স্ত্রীও ছেলে বলে—কেমন ক'রে বুঝবো যে ও বেটা কেউ নয়।

ভাঁড়ু। কেউ নয় ভাই, কেউ নয়। কে না, কে বাপ, কিছু জানি না। আগে যা একটু আধটু জানা ছিল মনে করেছিলুম, এখন জানছি তাও ভুল।

বে। তবে এমনটা করেছিলে কেন? জানি তোমার অগাধ বুদ্ধি। তোমার এমন বুদ্ধিভ্রংশ হ'ল কেন?

ভাঁড়ু। সে অনেক কথা। সে এখন বোঝবার যো নেই। বোঝাব কি, বলব কি বেঙ্কট! এমন বিপদ! ছোঁড়াটাকে দেখলে আপাদ-মস্তক জ্বলে যায়। তবু তাকে যে দু'দণ্ড চোখের আড়াল ক'রে রাখব, সে ক্ষমতা নেই। এমনি অদৃষ্ট করেছি, তাকে চোখের সামনে রেখে রেখে আমাকে জ্বলতে হবে।

বে। এর মানে কি ?

ভাঁড়ু। বলবার যো নেই—বলবার যো নেই—বলবার যো নেই! বেশী বলব কি! নাড়ু আমার সর্ব্বস্ব ছিল, তাকেও আমি একমাস দূরে রেখে নিশ্চিন্ত হ'তে পারতুম, কিন্তু ওই বেটাকে দু'দণ্ড বাড়ীর চৌকাটের বাইরে রেখে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারি না। একটু কোথাও দেরি করলে তখনি লোক দিয়ে আনতে হবে, আর কাছে বসিয়ে স্নেহ দেখিয়ে জ্বলতে হবে।

বে। ও বাবা, এ রকম ব্যাপার ত কখন শুনি নি!

ভাঁড়ু। যদি ভগবান্ দিন দেন, তবে শোনাব—এখন তুমি আমার এই প্রচণ্ড জ্বালা নির্ব্বাণ কর! নইলে (গলা জড়াইয়া) মলুম—ভাই, আমি মলুম। নাড়ুর শোকে আমি এক ফোঁটা চোখের জল ফেলতে পারছি না—বুক আমার ফেটে গেল।

বে। নিশ্চিন্ত হও শেঠজী, শালার ভবলীলা এইবারে সাঙ্গ হয়েছে।

তৃতীয় দৃশ্য

অলিন্দ।

(মাগন্দী ও ঘোষকের প্রবেশ)

মা। এমন সোনার চাঁদ ছেলে তুমি—হতভাগা শত্রুর জন্য তোমাকে একটি দিনের জন্যও আদর করতে পাই নি। তোমাকে আজ আমি সাজিয়ে, নিজ হাতে খাইয়ে, সেই সব দুঃখ নিবারণ করব। তুমিই আমার ছেলে—সে শত্রু—আমাকে কেবল জ্বালাতে এসেছিল—জ্বালিয়ে গেছে। এখন তুমিই আমার সর্ব্বস্ব—তুমিই আমার হারানিধি। চুপ ক'রে আছ কেন বাপ ?

ঘো। (চক্ষে রুমাল দান)

মা। কাঁদছ—কাঁদছ ঘোষক? মায়ের কথায় কি তোমার অবিশ্বাস হচ্ছে ?

ঘো। মা বাপের কথায় অবিশ্বাস করলে, এ পৃথিবীতে কোথায় দাঁড়াব? তবে একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কেবল সেইটির উত্তর আমাকে দাও।

মা। (চমকিয়া) কি জিজ্ঞাসা করবে, কর।

ঘো। এই কি মায়ের আদর ?

মা। কেন বাপ, আমার আদর কি তোমার ভাল লাগছে না ?

ঘো। ভাল লাগছে না! মায়ের আদর পাবার কাঙালি আমি—প্রাণপূরে সেই আদর পেলুম—ভাল লাগবে না ?

মা। তবে অমন প্রশ্ন করলে কেন ?

ঘো। কেন করছি, এখনি তুমি বুঝতে পারবে। আগে আমাকে বল—একটি কথাও মা গোপন ক'র না। এই কি মায়ের আদর ?

মা। তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

ঘো। তুমি যে রকম ক'রে আমাকে আজ আদর করলে, সকল মায়েই কি সন্তানকে এই রকম আদর করে ?

মা। আমি এখনও তোমাকে মায়ের যোগ্য আদর করতে পারছি না ?

ঘো। পারছ না—আর ক'র না।

মা। করব না ?

ঘোষক। না, আমার ভয় করছে।

মা। তুমি কি মনে করছ, আমি তোমাকে প্রতারণা করছি ?

ঘোষক। প্রতারণা! তা যদি বুঝতে পারতুম, যদি জান্‌তে পারতুম তোমার এ আদর শুধু মুখের—অন্তরের নয়, তা হ'লে আমি সুখী হতুম।

মা। সুখী হতে ?

ঘো। পরম সুখী হতুম। শুনে চমকে উঠ না মা। আজ তুমি পুত্রহারা! পুত্রের শোক বুকে চেপে, দয়াময়ি, তুমি আমাকে মরা ছেলের ওপর যত মমতা, সমস্ত দিতে এসেছ। আজ তোমার আদর পেয়ে, মা যে কি বস্তু, তার আভাস পেয়েছি। কিন্তু ভয়—বড়—ভয়—এ রকম আদর পাবার ভাগ্য আমার নয়। তা যদি হ'ত, তা হ'লে শৈশবে আমি মাকে হারাতুম না। আমার ভয় হচ্ছে, পাছে আবার তোমাকে হারাই।

মা। (স্বগত) তাই ত, এ বলে কি!

ঘো। এই এক দিন যে আদর দেখিয়েছ, বাবার সমস্ত ঐশ্বর্য্যের চেয়েও তার ওজন বেশী। আমি সে ঐশ্বর্য্য আজ অগাধ পেয়েছি,—আর নয়। দোহাই মা, দোহাই দয়াময়ী! ভ্রাতৃশোকে আমি জর্জ্জরিত

হয়েছি, তার ওপরে আর মাতৃশোক দিয়ো না। আমি ভাগ্যহীন—সহ্য হবে না—সহ্য হবে না।

মা। তাই ত ঘোষক, তুই যে আমাকে পুত্রশোক ভুলিয়ে দিলি বাপ! আমি তোকে—ঘোষককে, বলব?

ঘো। কি বলতে ইচ্ছা করেছ—বল।

মা। আমি তোকে প্রতারণা করেছি—

ঘো। প্রতারণা? না মা, শুধু তোমার এই কথায় বিশ্বাস করতে পারলুম না। প্রতারণা? মিথ্যা আদর কখন কি মর্ম্মে প্রবেশ করে?

মা। মিথ্যা—মিথ্যা—ঘোষক! আমি মুখে আদর দেখিয়েছি—অন্তরে নয়।

ঘো। তোমার চোখের কোণে জল যে, মিথ্যা এ কথা বলতে দিচ্ছে না!

মা। এখন! ঘোষক, বাপ আমার—এখন—আমার ভেতরে কি হচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি না।

ঘো। ভাল, মিথ্যাই যদি মনে কর, ত মিথ্যার আদরও আমাকে দেখিয়ো না। কাজ কি মা, আমি তোমার কাছে এত কাল যে আদর পেয়েছি, তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আবার কেন? তারই ঋণ আমি জন্মে জন্মে শুধতে পারব না। তোমার দয়াতেই আমি এত বড় হয়েছি, নইলে মা-হারা ছেলে কোন্ কালে যে ম'রে যেতো মা!

মা। তাই ত! তুই কি বললি? আমি এ কি শুনছি?—মাতৃ-স্নেহের কাঙাল! আমি এতকাল তোকে কেবল কালসাপিনীর গরল দিয়ে এসেছি, তুই তার ভেতর থেকে কেমন ক'রে মাতৃ-স্নেহের সুধার কণা খুঁজে খুঁজে বার ক'রে পান করেছিস্! বাদ বাকী তীব্র বিষ—আমার গর্ভের সন্তান স্নেহরস মনে ক'রে পান করতে গিয়ে জর্জরিত হয়ে মরে গেছে। কি বল্‌লি ঘোষক? আমার স্নেহ দেখে তোর ভয় হচ্ছে? ভয় হচ্ছে, আমি ম'রে যাব? আয় আমার সন্তান, আর আমার নয়নের মণি—এতদিন তোকে দেখি নি—স্নেহ করি নি, (মস্তকে ও মুখে হস্ত দিয়া) আয় সন্তান! তোকে স্নেহ করি। কই বাপ, মলুম কই! সন্তান-সুখ এই যে আমার প্রাণকে পরিপূর্ণ করলে! তবে সে চ'লে যাচ্ছে না কেন? আমি এখনও মরছি না কেন?

ঘো। অমন ক'র না মা!

মা। ঘোষক—ঘোষক! তুমি আর এ বাড়ীতে—

ঘো। থাকবো, না—চ'লে যাব। আমি থাকলে, তুমি স্নেহ না দেখিয়ে থাকতে পারবে না। এই স্নেহ! এই স্নেহ! মায়ের আদর এত মধুর! না মা, আমি চ'লে যাব। অজ্ঞানে মা হারিয়েছিলুম—মা যে কি বস্তু, জানতুম না—মায়ের অভাব বুঝতে পারি নি। যদিই দয়া করলি, তা হ'লে জীবন রক্ষা কর্—জ্ঞান দিয়ে আমাকে আর মা-হারা করিস্ নি।

মা। তাই, তাই—তুমি অন্যত্র যাও—মায়ের প্রাণে আজ আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি সুখী হও।

ঘো। আমি তোমাদের কৃপায় কোন দিনই অসুখী নই। তবে আজকের সুখের আমার তুলনা নেই—তবু তবু আমি চ'লে যাব—

মা। চ'লে যাও—চ'লে যাও—আজই তুমি চ'লে যাও—তবে দেখ বাপ!—

(নেপথ্যে)। কই, কোথায় গো!

ঘো। মা! বাবা আসছেন।

মা। আসছে—আসছে—ঠিক আসছে। তবে দেখ বাপ! ভক্তি তোমাকে শেখাতে হয় নি—শেখাতে হবেও না। তবু বলি, ওই বৃদ্ধকে কখনও অশ্রদ্ধা ক'র না।

ঘো। আমি ত কখন করি নি মা।

মা। কর নি—কখন কর নি—জানি করবে না—তবু ব'লে রাখছি—ভক্তি তোমার অস্ত্র—ভক্তি তোমার বল—সেই তোমাকে সকল বিপদে রক্ষা করবে। তোমার ভক্তির আকর্ষণে সাপিনী ফণা নামিয়েছে। এই ভক্তিই তোমাকে সকল অবস্থায় রক্ষা করবে।

ঘো। মা—বাবার সঙ্গে আর কে আসছে!

মা। আমি যাচ্ছি—(মুখচুম্বন) নাড়ু আমার শত্রু নয়—গুরু। সে নিজের প্রাণ দিয়ে—আমাকে দেবতার মা ক'রে চ'লে গেছে। আসি বাপ—(মুখ চুম্বন) আমি আসি। আর দেখা হবে কি না জানি না—এই দেখাতেই আমার মনোরথ পূর্ণ হয়েছে—আমার বুকের খালি ঘর সন্তান এসে দখল করেছে।

[প্রস্থান।

(ভাঁড়ু দত্তের প্রবেশ)

ভাঁড়ু। গিন্নী চলে গেল?

ঘো। আপনার সঙ্গে কে এক জন আসছে দেখে চ'লে গেল!

ভাঁড়ু। যাক্—যাক্, বাপের দেশের লোক চিনতে পারলে না। গিন্নী খুব আদর করছিল বুঝি? থাক্

—বলতে হবে না। তোমার চোখের জলেই বুঝেছি, তোমার চোখের জল আমি বড় ভালবাসি। সেই এক দিনের ছেলে থেকে তোমায় দেখে আসছি—কিন্তু কোন দিন তোমাকে কাঁদতে দেখি নি। আজ কেঁদেছ—বেশ, বেশ। মানুষের ভারী মজার জিনিষ। এত দিন একটা হতভাগার জন্যে তোমাকে দেখাতে পারি নি। দেখাবে না—আলবৎ দেখাতে হবে—ক'দিন চেপে থাকবে। সে শুধু নাড়ু, তুমি আমার আনন্দনাড়ু—আমার একমাত্র বংশধর—এই অগাধ সম্পত্তির মালিক—তোমাকে ক'দিন স্নেহ না দেখিয়ে থাকতে পারে? বেশ, বেশ। এস হে ভাই—এস—গিন্নী চ'লে গেছে—এস।

(মহীধরের প্রবেশ)

মহী। এই আপনার পুত্র ঘোষক?

ভাঁড়ু। এই আমার পুত্র—এখন একমাত্র পুত্র—আমার বংশধর—চিনে রাখ মহীধর—চিনে রাখ। ছেলে আমার—অমনিই সব চিন্—এ রকম টীকোলো নাক, এ রকম চাঁদপানা মুখ তুমি কোথাও দেখতে পাবে না। চোক দুটো কাঁদবার জন্যে একটু ভার ভার দেখাচ্ছে—নইলে প্রফুল্ল থাকলে টলটল করত।

মহী। এ ত অতি লক্ষণযুক্ত ছেলে।

ভাঁড়ু। কেমন? বলেছি না। বাঁধা লক্ষণ—আমার অগাধ সম্পত্তির মালিক। এর ওপরে আবার আমার মামার। দেখছ কি মহীধর, এই যে ছলছল চোখ—এ দু'টি দুনিয়ার যেখানে যার সম্পত্তি, সকলের দিকে পিটপিট ক'রে চেয়ে আছে। দেখে নাও—চিনে নাও—শেষকালে যেন আর কাউকেও আমার ছেলে মনে ক'রে, গোল বাধিয়ে ব'স না।

মহী। না, এ গোল বাধবার মূর্ত্তি নয়। তা হ'লে আপনি পাঠিয়ে দিন—আমি আগে গিয়ে আপনার মামাকে খবর দিয়ে রাখি। বলি গে, আপনার নাতি আসছে।

ভাঁড়ু। এখনি বল গে—আর দেরি ক'র না। মাঝখান থেকে কোন্ বেটা ছাতুখোর না জুটে যায়—আমার ছেলে ব'লে পরিচয় দিয়ে ফাঁক মেরে মামার বিষয়টা না হাত ক'রে নেয়।

মহী। তা ভয় নেই—তিনি ত আপনারই মামা।

ভাঁড়ু। আমাকে কি বড়ই বুদ্ধিমান্ ঠাওরালে নাকি হে!

মহী। তা হ'লে আর কি ঠাওরাব?

ভাঁড়ু। গাড়োল—গাড়োল—পয়লা নম্বরের গাড়োল।

মহী। বলেন কি?

ভাঁড়ু। এক বিঘত তফাৎ নয়—বেহদ্দ বোকা—আমি নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করি—যাক—সে দুঃখের কথা আর ব'ল না! এখন মামার কথা—মামা অপুত্রক—বিষয় আমার—সেই বিষয় আমার ছেলেকে দেবে। একটা ম'রে গেছে—একটা আছে—কিন্তু আমার বরাত—সে কখন আছে কখন নেই। এই বেলা—বেলা—থাকতে থাকতে—ভাই রে, আমার নাড়ুর বদলে আনন্দনাড়ু—আমি ভাঁড়ু ভাঁড়ুর এই একমাত্র নাড়ু অবশিষ্ট—চিনে নাও—চিনে নাও (ঘোষককে ধরিয়া) এই মুখ, এই নাক, এই—ওরে বাবা, এ কি রে!

মহী। কি—কি?

ভাঁড়ু। (উল্লাস প্রকাশ) বড় কি কি নয়—দেখ চোক কাছে এনে দেখ। একবারে বললে বাবা—আর থেমে বললে বা—বা! দেখছ—দেখছ?

মহী। তাই ত! বাহুমূলে এ কি অপূর্ব্ব ত্রিশূল-চিহ্ন!

ভাঁড়ু। কেমন, আর চিনতে গোল হবে না? এই চিহ্ন দেখে নাও। দেহে শিবের ত্রিশূল গাড়া—রোগ দেহে প্রবেশ করতে এলেই তাড়া। যম আর সাড়া দিতে পারছে না। কি বল মহীধর—কি বল?

মহী। না শ্রেষ্ঠি-রাজ, আপনার এ ছেলে দীর্ঘজীবী—তাতে আর সন্দেহই নেই। এ অতি অপূর্ব্ব লক্ষণ—এ রকম লক্ষণের ছেলে দেখা যায় না।

ভাঁড়ু। যাও, এইবারে মামাকে খবর দাও।

মহী। না, আর দেরী করব না—তিনি নাতিকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন। আমি আগে সংবাদ নিয়ে চল্লুম। আপনিও ঘোষককে সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিন। দেরী করবেন না। বেশী লোকজন সঙ্গে দেবেন না। যদি কার্য্যসিদ্ধি হয়, তখন লোকজনকে জানিয়ে উল্লাস করা যাবে। আমি চল্লুম—প্রণাম।

[প্রস্থান।

ঘো। ও কে বাবা?

ভাঁড়ু। বুঝতে পারলে না বোকা! ও তোমাকে নিতে এসেছে—মামার বিষয়ের মালিক করবে—আর সেখানে এক পরমা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে। তোমার বিয়ে আর না দিলে চলে না বলে, আমি মেয়ে

দেখতে বলেছিলুম। মামা মেয়ের খবর পাঠিয়েছে।—এক ব্যাধ একটা প্রকাণ্ড সিংহের মুখ থেকে এক অপ্সরার মত মেয়েকে রক্ষা করেছে। সে যে কার মেয়ে, কোথা থেকে কেমন ক'রে সিংহের মুখে পড়েছে, তা জানবার উপায় নেই। কেন না, সে মেয়ে কোনও কথা কয় না। বোবার মত চুপ! কিন্তু তার রূপের তুলনা নেই।

ঘো। বিবাহ? আমার? বাবা! একটি দিনের জন্যও আপনার কথা অমান্য করি নি। বাবা! বিবাহে আমাকে আদেশ করবেন না।

ভাঁড়ু। ও বাবা, সে কি কথা? তুমি আমার বংশধর—আর আমার এই অগাধ সম্পত্তি—বিবাহ করতে আদেশ করব না? বল কি?—আদেশ এই করলুম—আবার করলুম—আবার করলুম। কথা অমান্য ক'র নি—ক'র না—ক'র না। মেয়ে বোবা ব'লে ভয় পাচ্ছ? কিছু নয়—কিছু নয়। তোমাকে যেমন দেখবে—অমনি বোবার মুখ ফুটে যাবে।

ঘো। এই কাল আমার ভাই মারা গেছে।

ভাঁড়ু। গেলেই বা—গেলেই বা—আমার ভাগ্য, তোমার ভাগ্য—ক'নের ভাগ্য। ঘোষক! আমার বংশধরের বংশধর না দেখলে আমার নাড়ুর অভাব পূর্ণ হবে না।

ঘো। দোহাই বাবা! দু'দিন অপেক্ষা করুন।

ভাঁড়ু। না—না—না—একদণ্ড নয়। তুমি কখন প্রতিবাদ কর না—আজ করছ কেন? বুঝতে পারছ না, আমার অবস্থা দিন দিন হীন হয়ে আসছে? আমি কখন আছি, কখন নেই। আমার এই অগাধ সম্পত্তি তুমি জান না—অনুমানেও বুঝতে পারবে না কত! আজ আমি এতকাল পরে প্রথমে তোমাকে ধনের কথা বলছি। কেন না, বলবার সময় এসেছে। আমি রাজশ্রেষ্ঠী। আমার যত ধন, পৃথিবীতে এত ধন কারও নেই।—রাজার নেই! সেই ধনের একমাত্র মালিক এখন তুমি! এক ছেলে—বিশ্বাস কি? তাই মনে মনে সঙ্কল্প করেছি, তোমার বিবাহ দেব। আমি বংশধর নাতিকে দেখে মরব, নইলে মরে সুখ হবে না। তাই তোমাকে বিবাহ করতে হবে। যাও—আজই—এখনই। আর আমার ধৈর্য্য ধরছে না।

ঘো। এখনই?

ভাঁড়ু। কালবিলম্ব নয়। কিছু জলটল মুখে দিয়েছ?

ঘো। এই সবে মা স্নান করিয়ে দিয়েছে।

ভাঁড়ু। ব'স—তবে আর কি! স্নান করেছ—লোমকূপ দিয়ে সর্ব্বাঙ্গে জল ঢুকেছে এখনি রওনা হও।

ঘো। তা হ'লে পথের খরচ কিছু দিন।

ভাঁড়ু। ও বাবা! তা কি দিতে পারি? তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন, তোমার হাতে পয়সা দিয়ে তোমাকে আমি পথেই মেরে ফেলব? পথময় ডাকাত—হাতে একটি পয়সা থাকলে তারা তোমাকে খুন ক'রে ফেলবে। শুধু হাতে, ময়লা কাপড় প'রে ভিখিরীর মতন—বুঝেছ—এর অর্থ কি বুঝতে পেরেছ?

ঘো। বুঝেছি, তা হ'লে ডাকাত আর আমার কাছে আসবে না।

ভাঁড়ু। এই ঠিক বুঝেছ। তোমাকে কখন বাড়ীর বার হ'তে দিই নি। তুমি পথ-ঘাট কিছুই চেন না। সোজা রাস্তা আর মামা নামজাদা ব'লে, তাই তোমাকে পাঠাতে সাহস করছি। তবে কিছু খাওয়া চাই। নইলে চলতে পারবে কেন? আমি তার ব্যবস্থা আগে থাকতেই করেছি। এই দুক্রোশ আড়াই ক্রোশ তফাতে—বাড়ীর কাণাচে বল্লেই চলে—শত গ্রামে আমার এক আত্মীয় আছে। তার নাম বেণু সেন। সেইখানে গিয়ে বেণু সেনকে এই চিঠিখানি দেখাবে। যেমন দেখাবে, অমনি চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়। সে ব্যক্তি কাঁসারির কাজ করে! তোমার বিয়ে—সারা সহরে সামাজিক বিলুতে হবে—এই জন্য একে আমি বাসনের ফরমাস দিয়ে দিলুম। সেখানে খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করতে হয় খানিকক্ষণ বিশ্রাম ক'রে, একেবারে জনপদ গ্রামে ধর্ম্মঘোষ মামার বাড়ীতে চ'লে যাবে। এই চিঠি নাও—নিয়ে ময়লা কাপড় প'রে খিড়কির পথ দিয়ে এখনই চ'লে যাও।

[ঘোষকের ভাঁড়ুর পদধূলি গ্রহণ ও প্রস্থান।

যাও বেটা, জন্মের শোধ চ'লে যাও। এক ঢিলে দুই পাখী মেরেছি। মামা বেটা—যক্ষি বেটা—যতদিন আমার নাড়ু ছিল, ততদিন বেটার খোঁজ হ'ল না। আর যেই নাড়ু মরেছে, অমনি নাতির জন্য মমতা উথলে উঠেছে। নাতির বিয়ে দেবে—তাকে সম্পত্তি দেবে—দিয়ে কাশী যাবে। কতদিন আগে নাড়ুর জন্যে পাত্রী খুঁজতে বলেছিলুম। সে বেঁচে থাকতে সারা দেশের ভেতর থেকে একটা সুন্দরী মেয়ে মিলল না! আর এখন অপ্সরার খবর নিয়ে

এসেছেন! নাতির বিয়ে দেবেন—বিষয় দেবেন! বসে থাক বেটা যক্ষি পথ পানে চেয়ে। তোর কাণীর কয়ের মুখ আমি গিগগির হাঁ করিয়ে দিচ্ছি। কতবার বলেছিলুম, আমি যখন উত্তরাধিকারী, তখন তুমি বুড়ো হয়ে সম্পত্তির তিসেব রেখে মর কেন? আমার হাতে ভার দিয়ে নির্জ্জনে ব'সে শিবনাম কর। র'স বেটা, তোমাকে শুদ্ধ এবারে জব্দ করছি। যেমন চোঁড়ার মরবার খবর আসবে, অমনি তোমাকে চেপে ধরব—বলব, আমার ছেলেকে, বিয়ে দেবার নাম ক'রে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছে। এখন চোঁড়াটা ম'লে হয়। যে রকম হাত ফসকে যাচ্ছে, তাতেই মনটাতে ভয় হয়। তবে এবার বাপধনের বেঁচে ফিরে আসবার কোনও উপায় নেই। না খেয়ে আট ক্রোশ রাস্তা চলতেই বেটার জিব বেরিয়ে যাবে। তখন পেটের জ্বালায় শতগ্রামে বেণু সেনের কাছে যেতেই হবে। বস্—বস্—হয়ে গেছে—হয়ে গেছে—এবারে হয়ে গেছে।

(মাগন্দীর প্রবেশ)

মা। হাঁ গো! ঘোষককে ময়লা কাপড় পরিয়ে কোথায় পাঠালে?

ভাঁড়ু। গেছে—বেরিয়ে গেছে?

মা। গেল বই কি। একখানা ময়লা কাপড় প'রে খিড়কির দোর দিয়ে ভিখিরীর মতন বেরিয়ে গেল।

ভাঁড়ু। বস্—বস্—বস্।

মা। আমি খেতে দিতে চাইলুম, খেলে না। বললে—বাবা নিষেধ করেছে, খাব না।

ভাঁড়ু। বস্—ঠিক হয়েছে।

মা। ছেলেটাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে না কি?

ভাঁড়ু। ছেলেটা কি—চোঁড়াটা বল—মড়াটা বল। ছেলে নাম তোমার নাড়ুর সঙ্গে সঙ্গে লোপ হয়ে গেছে। তাড়িয়ে দেব কি? তাড়িয়ে দিলে যদি নিশ্চিন্ত হতুম, তা হ'লে কি ওই কোথাকার কে বেটাকে এতকাল ঘরে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতুম? মাগন্দি! বেটার হাতে ত্রিশূলের চিহ্ন ছিল, তা কি জানতুন। তাই এত চেষ্টা করেও বেটাকে মারতে পারি নি। এবারে বেটার ত্রিশূল আগে ছাই হয়ে যাবে। তার পর বেটা পট্ পট্ চোঁ চোঁ—চাঁই ফুঃ। ওই ছাই হয়ে উড়ে গেল। আজ সন্ধ্যে বেলায়, মাগন্দী, সূর্য্যও যেমন ডুববে, আর বেটার ছেলে ছাই হয়ে বেণু সেনের নাকের ভেতর ঢু'কে যাবে।

মা। পুড়িয়ে মারবে?

ভাঁড়ু। পুড়িয়ে—সেঁকে মারব।

মা। আর কেন?

ভাঁড়ু। আর কেন কি?

মা। আর মেরে ফল কি—ফিরিয়ে আন।

ভাঁড়ু। কি বললি?

মা। বলি, নাড়ু ত আর ফিরবে না। আর এ বয়সে আমাদের সন্তানও হচ্ছে না।

ভাঁড়ু। তাতে কি?

মা। আমরা ম'লে এক জন ত বিষয় ভোগ করবে।

ভাঁড়ু। হাঁ করবেই ত! তাতে কি?

মা। তোমার যে ভাগনে, সেটা মানুষ নয়। সেটা হতভাগা পাজী।

ভাঁড়ু। পাজীই ত—পাজী কেন, পাজীর পা ঝাড়া। তাতে কি?

মা। সেই ত আমার ছেলেকে নষ্ট করেছিল। জুয়োখেলা শিখিয়েছিল—মদ ধরিয়েছিল।

ভাঁড়ু। তোর মতলবটা কি বল্ দেখি? তুই কি বলতে চাস?

মা। বেশ ত, তোমার ভাগনেকে যত ইচ্ছা সম্পত্তি দাও—আর ওকে কিছু দিয়ে বিদেয় ক'রে দাও—মেরো না।

ভাঁড়ু। আরে ম'ল! এর মতিচ্ছন্ন হ'ল না কি? —এ বলে কি?

মা। ওগো! অনেক কাল ধ'রে সে আমাকে মা বলেছে, তোমাকে বাপ বলেছে। তাকে মেরো না।

ভাঁড়ু। ফের বললে, টুটী চেপে মেরে ফেলব।

মা। তা ফেল—তবু বলছি মেরো না।

ভাঁড়ু। তবে রে হারামজাদী। (টুটী ধরিয়া) পিশাচি! ছেলে মেরে ফেলে তোমার ধর্ম্মবুদ্ধি এল!

মা। (হাত ছাড়াইয়া) তবে শোন্! আমি পিশাচীই বটে—তবে তোর মতন পিশাচের হাতে প'ড়েই আমি পিশাচী। পিশাচীতেও মমতা এল, কিন্তু নরাধম তোতে তা এল না! এল না;—আর আসবেও না। তবে তোর মনস্কামনা—শোন্ পিশাচ, আমি কায়মনোবাক্যে বলছি—তোর মনস্কামনা কিছুতেই সিদ্ধ হবে না। ঘোষককে যম নিজে এলেও অকালে মারতে পারবে না।

ভাড়ু। পারবে না—পারবে না—পারবে না?
(কেশ ধরিয়া ভূমিতে পাতন)

মা। কিছুতেই পারবে না।

ভাঁড়ু। (গলার নিকট পা তুলিয়া) এখনও চুপ কর, মাগন্দী!

মা। মেরে ফেল—আমাকে মেরে ফেল।

ভাঁড়ু। ফের বললেই মেরে ফেলব। কালী বেশ্যাকে এই জন্য মেরে ফেলতে গিয়েছিলুম। সে বেশ্যা ব'লেই মরে নি। তুই যদি না মরিস, তা হ'লে বুঝব তুইও বেশ্যা।

মা। মরবে না—মরবে না—মরবে না।

ভাঁড়ু। মরবে না! (গলদেশে পদপ্রহার)

মা। হাঃ—হাঃ—পিশাচের নিজের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে—মরবে না—মরবে না—মরবে না—

ভাঁড়ু। তবে তুমিই মর—তুমিই মর—তুমিই মর।

(গলদেশে পদপেষণ ও মাগন্দীর মৃত্যু)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পথ।

ঘোষক।

ঘো। শতগ্রাম কত দূর, বাবা কি জানে না? বাড়ীর কাছে শুনে, মুখে একবিন্দু জল না দিয়ে বাড়ী থেকে বেরুলুম, সন্ধ্যে হয় হয়, এখনও শতগ্রামে পৌঁছুতে পারলুম না। ক্রমে পথ লোকশূন্য হয়ে আসছে, আর যে কাউকে শতগ্রামের কথা জিজ্ঞাসা করব, তারও উপায় ক্রমে বন্ধ হয়ে গেল। তাতে একটি কাণা কড়ি নেই,—একটা চাল মুখে দিয়েও যে পেটের জ্বালা নিবৃত্তি করব, সে ক্ষমতাও আমার নেই। চোক ক্রমে যেন অন্ধ হ'য়ে আসছে। গা ঝিম ঝিম করছে। আর বুঝি শতগ্রামে পৌঁছিতে পারলুম না। যতক্ষণ সামর্থ্য ছিল, ততক্ষণ বাবার আদেশ পালন করবার চেষ্টা করলুম। আর সামর্থ্য নেই। বাবা—বাবা। (উপবেশন) আমার মনে অভিমান জাগে কেন? যে সময় গৃহস্থ ঘরের কুকুরটাকে পর্য্যন্ত না খেতে দিয়ে বাড়ী থেকে বার ক'রে দেয় না, সেই সময় তুমি আমাকে ঘর ছাড়তে হুকুম করেছ। মুখে একবিন্দু জল দিতে সময় দিলে না। অথচ যে শতগ্রামের দোহাই দিলে, সে শতগ্রাম কই? বাবা—বাবা! মনে আজ অভিমান জাগছে কেন? তোমাকে আজ আমার বাপ বলতে ইচ্ছা করছে না। মা বললে, আর এ বাড়ীতে ফিরো না—তোমার ব্যবহারে বোধ হচ্ছে, বাড়ীতে আমার আর ফিরতে হবে না। মনে হচ্ছে, তুমি আমার কেউ নও। শতগ্রাম কতদূর তুমি জান,—প্রাণ থাকতে আমি শতগ্রামে পৌঁছুতে পারব না তুমি জান। তাই, না খাইয়ে, খাবার সময়ে তুমি আমাকে ঘর থেকে বিদায় ক'রে দিয়েছ। বাপ হ'লে তুমি এ নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারতে না। আমি মরি—ভিখারী—অন্নাভাবে মরি—কে কোথায় দয়াময় আছ, আমাকে রক্ষা কর! —(শয়ন)

(উদয়নের প্রবেশ)

উদ। কই, কে কোথায় কাতরকণ্ঠে লোকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে? এই যে, কে তুমি? কি আশ্চর্য্য! এ সেই যুবক না—এ কি ভাই? তুমি এমন অবস্থায় এ পথের ধারে শুয়ে কেন?

ঘো। কে তুমি?

উদ। তোমার এক জন বন্ধুই মনে কর।

ঘো। শতগ্রাম এখান থেকে কতদূর বলতে পার?

উদ। আর বেশী দূর নেই। এক ক্রোশের মধ্যে।

ঘো। বস্—তুমি বাঁচালে ভাই।

(উত্থানের চেষ্টা)

উদ। তুমিই কি সাহায্য চাইছিলে?

ঘো। ভুল করেছি।

উদ। কি ভুল করেছ।

ঘো। সাহায্য চাওয়া ভুল করেছি। বাপের স্নেহের উপর সন্দেহ করিছি।

উদ। দেখে বোধ হচ্ছে, তুমি সারাদিন কিছু আহার কর নি।

ঘো। জল পর্য্যন্ত মুখে দিই নি। বাবা বলেছিল, শতগ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়ী আহার করতে। সেখানে আহার ক'রে আমি এক আত্মীয়ের বাড়ী যাব ব'লে বেরিয়েছিলুম। বাবা জানতো শতগ্রাম আমাদের বাড়ীর কাছে, তাই না খাইয়ে আমাকে পাঠিয়েছে। কিন্তু সেই এক প্রহর বেলা থেকে বেরিয়ে অবিশ্রান্ত

পথ চ'লে আমি এখনও পর্য্যন্ত শতগ্রামে পৌঁছুতে পারলুম না! তাইতে বাবার স্নেহের উপর সন্দেহ হয়েছিল।

উদ। তুমি মনে করেছিলে, শতগ্রাম যে কতদূর, তা তোমার বাপ জানে।

ঘো। তাই মনে করেছিলুম।

উদ। সন্দেহ গেল কিসে?

ঘো। এই যে দিনের শেষে তোমাকে বন্ধু পেলুম।

উদ। না ভাই, সে নরাধম তোমার পিতা নয়। সে পথের মাঝে তোমাকে না খাইয়ে, তোমাকে মারবে ব'লে, শতগ্রাম কত দূর জেনেও তোমাকে অনাহারে বাড়ী থেকে বার ক'রে দিয়েছে।

ঘো। না—না—ও কথা আর ব'ল না।

উদ। বেশ, তার স্নেহের উপর তোমার যদি এতই বিশ্বাস, তা হ'লে বলব না। তা হ'লে তুমি শতগ্রামে যাবে?

ঘো। যেতেই হবে। সেখানে বেণ সেনের হাতে আমাকে একখানা চিঠি দিতে হবে।

উদ। আমি যদি তোমার হয়ে দিয়ে আসি?

ঘো। নিষেধ নেই। তবে—তবে,—

উদ। বেশ, তোমাকে দিতে হ'লেও ত তোমাকে চলবার সামর্থ্য পেতে হ'বে?

ঘো। তা হবে।

উদ। তা হ'লে ভাই, আমাকে অনুমতি কর, আমি তোমার জন্য কিছু খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ ক'রে আনি।

ঘো। আন।

(উদয়নের প্রস্থান এবং মুচুকুন্দ ও সহচরগণের প্রবেশ)

১ম সহ। দুয়ো মুচুকুন্দ—দুয়ো—

২য় সহ। বের'—শালা। পাঁচকড়ার মুরদ নেই, এখানে জুয়া খেলতে এসেছিস।

মুচু। মুরদ আছে কি না আছে, এখনি দেখাব রে শালা।

১ম সহ। পালিয়েই যদি গেলি, ত কখন দেখাবি রে শালা?

মুচু। কোন্ শালা বলে রে আমি পালিয়ে যাচ্ছি?

সকলে। দুয়ো মুচুকুন্দ—মাকুন্দ দুয়ো! দুয়ো বেঙ্কটের পো!—দুয়ো ভাঁড়ুদত্তের ভাগনে—দুয়ো!

মুচু। তোরা যদি বাপের বেটা হ'স, তা হ'লে জায়গা ছেড়ে কোথাও যাবি নি। আমি এখনি ক্রোর টাকা নিয়ে ফিরে আসছি।

১ম সহ। আসবি?

মুচু। আসব কি, এসেছি জেনে রাখ। তোদের গাঁ-সুদ্ধ এবারে বাজী জিতে নিয়ে যাব।

১ম সহ। দেখব, তুই কত বড় বাপের বেটা—দেখব।

মুচু। তোরা কত বড় বাপের বেটা, আমিও দেখ্ব।

সকলে। বেশ—বেশ। দেখা যাবে—দেখা যাবে। তা হ'লে মুচুকুন্দ দুয়ো নয়—মুচুকুন্দ সুয়ো।

[সহচরগণের প্রস্থান।

ঘো। মুচুকুন্দ?—আমাদের মুচুকুন্দ? কে ভাই তুমি?

মুচু। কে কথা কইলে?

ঘো। এই যে দেখ না ভাই।

মুচু। ঘোষক? তুমি? আর কি,—আর আমাকে পায় কে? ঘোষক—ঘোষক—ভাই! আমাকে রক্ষা কর। শালারা আমার সর্ব্বস্ব জুয়ায় জিতে নিয়েছে। আমি আর বাড়ীতে ফিরব না মনে করেছিলুম—মনে করেছিলুম, এ প্রাণ আর রাখব না।

ঘো। বল কি?

মুচু। এ রকম অপমান আমার জীবনে কখন হয় নি। ভগবান তোমাকে পাঠিয়েছেন! ভাই! আমাকে রক্ষা কর।

ঘো। আমি কি ক'রে রক্ষা করব?

মুচু। তুমিই আমাকে রক্ষা করতে পারবে—আর কেউ পারবে না। তুমি কখনও কোন খেলাতে হার নি, এই জন্য আমরা তোমাকে নিয়ে কখনও খেলি নি। আজ তোমাকে খেলতে হবে!

ঘো। কেমন ক'রে খেলব? হাতে যে একটি কাণা কড়িও নেই।

মুচু। আমি দিচ্ছি। আমার হাতে আছে—তবে একটি মাত্র মোহর—শুধু পথখরচের জন্য রেখেছিলুম। এই নাও—এই দিয়ে শালাদের সর্ব্বস্ব জিতে নিতে হবে।

ঘো। কিন্তু ভাই, কিছু না খেলে আমি উঠতে পারব না। অনাহারে আমার চলবার পর্য্যন্ত শক্তি নেই।

মুচু। সে কি—সে কি? দাও ভাই আমার কাঁধে ভর দাও—আমি এখনই তোমাকে পেট ভরে খাইয়ে দিচ্ছি।

ঘো। একটি পথের বন্ধু যে আমার জন্য আগেই খাবার আনতে গেছে।

মুচু। দেরী সইছে না—যোষক দেরী সইছে না। শালারা আমার টাকা নিয়ে স'রে পড়লেই আর পাওয়া যাবে না। অগাধ টাকা হেরেছি—মায়ের সর্ব্বস্ব।

ঘো। বেশ, চল—তবে আর একটি যে কাজ আছে। শতগ্রামে বেণু সেনকে দেবার জন্য বাবা আমার হাতে এক চিঠি দিয়েছে—আজই দিতে হবে।

মুচু। আমি দিয়ে আসছি—দাও আমার হাতে —আমি এখনই দিয়ে আসছি।

ঘো। আমি জিতব তোমার বিশ্বাস?

মুচু। জিতেছ—জিতেছ—আমি দেখতে পাচ্ছি —আমার সব টাকা ফিরে এসেছে। নাও, চল ভাই চল—শালাদের ভোঁতা মুখ ভোঁতা ক'রে দেব—চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(উদয়নের পুনঃ প্রবেশ)

উদ। যুবক আমাকে চিনতে পারে নি। এ সুবিধা ত্যাগ করব না। এবারে কৌশলে তাঁর পরিচয় জানতেই হবে। কে পাষণ্ড পিতৃনাম নিয়ে এই নিরীহ যুবকের উপর অত্যাচার করছে, এ আমাকে জানতেই হবে। কই হে বন্ধু, কোথায় তুমি? তাই ত কোথায় গেল—কোথায় গেল? কোথায় গেলে হে ভাই? যে চলতে একান্ত অসমর্থ, সে দেখতে দেখতে কোথায় মিলিয়ে গেল? দুরাত্মা নিশ্চয়ই তার পিছনে পিছনে লোক রেখেছে। এই দূরে এনে আজ তাকে মেরে ফেলবে। সময় সন্ধ্যা—অনাহারে যুবক চলচ্ছক্তিহীন—বিদেশ—পথঘাট—চেনে না—পালিয়েও যে প্রাণ বাঁচাবে তার উপায় নেই! আমার আশ্রয় পেয়েও তাকে দুরাত্মার হাতে প্রাণ দিতে হ'ল! শতগ্রাম বেণু সেন—বাঁচাতে না পারলে আমাকে ধিক্!—আমার নামের কোন মূল্য নেই!—

(বলভদ্রের প্রবেশ)

বল। মহারাজ—কই মহারাজ?

উদ। কি সংবাদ মাতুল?

বল। মায়ের সংবাদ পেয়েছি।

উদ। বেঁচে আছে—অনুরাধা বেঁচে আছে?

বল। বেঁচে আছে। কিন্তু বাঁচার চেয়ে তার সিংহের উদরে যাওয়া ভাল ছিল।

উদ। মানে কি?

বল। এক কিরাত তাকে সিংহমুখ থেকে রক্ষা করেছে। রক্ষা ক'রে সে অনুরাধার দান-বিক্রয়ের অধিকারী—কিরাত তাকে বিক্রয় করবে। জনপদের শ্রেষ্ঠী রাজশ্রেষ্ঠীর পুত্রের জন্য অনুরাধাকে ক্রয় করতে কিরাত-ভবনে গমন করছে। যদি অবিলম্বে অর্থ দিয়ে রাজকুমারীর উদ্ধার করা না হয়, তা হ'লে রাজা উদয়নের ভগিনী বৈশ্যের ক্রীতদাসী হবে।

উদ। তাই ত! এ সংবাদ দিয়ে আমাকে যে বিষম সঙ্কটে ফেললেন!

বল। সঙ্কট কেন রাজা? রাজকুমারীকে উদ্ধার করতে কি আপনার ইচ্ছা নেই!

উদ। ইচ্ছা নেই? এখনি উদ্ধার করতে পারলে পরদণ্ডের বিলম্ব করি নি। ভগিনী ক্রীতদাসী হ'লে তার মৃত্যুর চেয়ে আমার যন্ত্রণার কারণ হবে। আপনি এখনই রাজধানীতে যান, গিয়ে রাজকোষ শূন্য করলেও যদি ভগিনীর উদ্ধার হয়, তাই করুন।

বল। এ কাজের জন্য আপনার আদেশের অপেক্ষা করতুম না। কিন্তু রাজধানী যাবার বিলম্ব সইবে না।

উদ। বলেন কি?

বল। যদি ভগিনীর উদ্ধার করতে চান, যদি বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করতে চান, তা হ'লে আর এক লহমাও দেরী করবেন না।

উদ। তাই ত এক দিকে না গেলে নরক, অন্য দিকে না গেলে মর্য্যাদানাশ—মাতুল! বলুন—শীঘ্র বলুন—কোন্ দিকে যাই?

বল। নরক কি?

উদ। নরক—নরক—আমার আশ্রিত যুবক আজ নরঘাতক দস্যুর হাতে পড়েছে। এতক্ষণ বুঝি তাকে মেরে ফেললে। আপনি যা পারেন তাই করুন—আমি পারলুম না—আমি পারলুম না।

[প্রস্থান।

বল। ব্যাপারখানা কি, কিছু বুঝতে পারলুম না! (উচ্চৈঃস্বরে) যদি আপনার সন্ধান করতে হয়, কোথায় করব—ব'লে যান—কোথায় সন্ধান করব?—যা—বিদ্যুদ্‌বেগে রাজা ছুটে গেল! তাই ত! এ বিষম ভার মাথায় নিয়ে আমি কি করি?

(কালীর প্রবেশ)

কালী। ওগো, তুমি কে গো? এই পথ দিয়ে একটি ছেলেকে চলতে দেখেছ?

বল। কেও—কালী?

কালী। বা—বা! রাও? তুমি এখানে? আমার ছেলে এই পথে এসেছে—তুমি দেখেছ?

বল। তোমারই ছেলে?

কালী। দেখেছ—দেখেছ—রাও?

বল। রাজা কি তাকেই রক্ষা করতে ছুটে গেলেন?

কালী। রাজা—রাজা? তা হ'লেই ঠিক হয়েছে। রাজা রক্ষা কর্‌তে ছুটেছে ঠিক জান?

বল। রাজা বল্লেন—আমার এক আশ্রিত যুবক নরঘাতক দস্যুর হাতে পড়েছে—আমি তাকে রক্ষা করতে চললুম।

কালী। তা হ'লেই ঠিক হয়েছে।—পাপিষ্ঠ আমার ছেলেকে এক ময়লা কাপড় পরিয়ে দুপুর বেলায় এক ফোঁটা জল পর্যান্ত খেতে না দিয়ে, বাড়ী থেকে বার ক'রে দিয়েছে। দূরদেশে মরতে পাঠিয়ে দিয়েছে। না খেয়ে যদি না মরে, তবে ডাকাত দিয়ে তাকে মেরে ফেলবে।

বল। কে সে পাপিষ্ঠ, কালী?

কালী। এখন বলব না রাও—আগে রাজাকে ফিরতে অবসর দাও।

বল। রাজা এমন ব্যাকুল হয়ে ছুটেছেন যে, তাঁর যে কি বিষম বিপদ, তা তিনি ভাববার কথা দূরে থাক্‌—ভাল ক'রে শোনবার পর্য্যন্ত অবকাশ পেলেন না।

কালী। রাজার আবার কি বিপদ?

বল। তুমিই ঘটিয়েছ—জান না?

কালী। আমি ঘটিয়েছি?

বল। তোমার কথাতেই তিনি রাজকুমারীর সন্ধানে বেরিয়েছেন।

কালী। সন্ধান পাও নি?

বল। পেয়েছি।

কালী। পেয়েছ—তবে আবার কি? ও দিকে আমার ছেলেকে আনতে রাজা ছুটল, এ দিকে রাজকুমারীকে পাওয়া গেল—তবে আবার কি?

বল। কিন্তু পাওয়ার চেয়ে না পাওয়া ছিল ভাল।—এখন যদি লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা না পাওয়া যায়, তা হ'লে রাজা উদয়নের ভগিনী তাঁরই এক চাকরের ক্রীতদাসী হবে।

কালী। এখনই?

বল। এখনই। রাজধানীতে ফিরে টাকা আনবার দেরী সইবে না।

কালী। দেখ দেখি রাও—এ কাগজখানা কি! আমি মেয়েমানুষ পড়তে জানি না। এতে দেখ ত কি লেখা আছে? (কাগজ প্রদান)

বল। (পড়িয়া) এ কি! এ যে রাজার পাঞ্জাসই হুণ্ডী—লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা! কালী—কালী!

কালী। আর কালী কালী কেন?—যাও—যাও দুর্গা-দুর্গা ব'লে চ'লে যাও।

বল। কালী—কালী! ফিরে এসে কৃতজ্ঞতা জানাব—কি করলি বুঝিয়ে দেব। [প্রস্থান।

কালী। যাও—যাও। নিয়তি। জাল গুটিয়ে আনছে—যেখানে যাকে নিয়ে কাহিনী, সব এক সঙ্গে জড় হ'ল! তবে আমার ছেলের প্রাণ রাজা রাখবে—না নিয়তি তুমি রাখবে? শেষকালে কে জয়পতাকা হাতে করবে,—রাজা, না তুমি? আমাকে দেখতে হ'ল—দেখতে হ'ল। প্রাণপণে মেরে ফেলবার চেষ্টা ক'রেও মমতাহীন বারাঙ্গনা যাকে মারতে পারে নি, আজ কে কোথায় যমকিঙ্কর আমার সেই ছেলেকে মারতে এসেছে,—যার হাত থেকে উদ্ধার করতে রাজার সাহায্যের প্রয়োজন হ'ল? আমাকে দেখতে হ'ল—দেখতে হ'ল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্রাম-প্রান্ত।

বেঙ্কট।

বে। নিঝুম—নিঝুম—নিঝুম! এতক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে! ভাঁড়ুদত্তের কণ্টক এত দিন পরে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আমার মুচুকুন্দ একা—একা—একা নাড়ু গেছে, পুত্রশোকে বুড়ী মরেছে, ঘোষক পুড়ে ছাই! কি মজা—কি মজা! দেখতে দেখতে আমার মুচুকুন্দ অগাধ ঐশ্বর্য্যের মালিক—পৃথিবীতে সবার বড় শ্রেষ্ঠী—কি মজা—কি মজা—কি মজা—মরেছে—এতক্ষণে নিশ্চয় মরেছে—তবু একবার নিজের চোখে না দেখলে মন স্থির হচ্ছে না!

(ঘোষকের প্রবেশ)

ঘো। এখনও ত ফিরল না! আর কতক্ষণ আমি তার জন্য অপেক্ষা করব? কতক্ষণ তার টাকা আগলে ব'সে থাকব? জনপদ গ্রামে যাবার সঙ্গী পেয়েছি, সে আর এক দণ্ড অপেক্ষা করতে পারবে না। আমি এ দেশের পথ-ঘাট কিছু চিনি না। যাবার এমন সুবিধা আর পাব না। তাই ত মুচুকুন্দ করলে কি? চিঠি দিয়ে চ'লে আসবে—তবে দেরী করছে কেন?

বে। কি রকমটা হ'ল? এ কি স্বপ্ন দেখছি নাকি? (চক্ষু মুছিয়া) না, স্বপ্ন ত নয়! সেই হতভাগাটাই ত বটে! আরে ম'ল! এ এখনও এখানে ঘুরছে? চিঠির মর্ম্ম জানতে পেরেছে না কি? না পথ চিনতে পারে নি ব'লে যায় নি?

ঘো। কিন্তু বুড়ো আমাকে দেখে অত কাঁদলে কেন? আমার মাথায় হাত দিলে, মুখে চুমো খেলে তাকে দেখে আমার প্রাণটাও কেমন উথলে উঠল।

বে। না—না—মুখ্‌খু—চিঠি পড়তে জানে না। কাউকে দিয়ে যে পড়াবে, সে বুদ্ধিও তার নেই। বোধ হয়, বেণু সেনের বাড়ী চিনতে পারে নি।

ঘো। আজ আমার কি আনন্দের দিন! সকালে সর্ব্বপ্রথম মায়ের মমতা পেলুম, আর এখন—জীবনের সর্ব্বপ্রথম এক অজানা বুড়োর কাছে এমন মমতা পেয়েছি যে, বাপের কাছেও ইহজন্মে তা পাই নি। তাই ত! এমনটা হ'ল কেন? এমন ভালবাসা সে আমাকে কেন বাসলে? জনপদ গ্রামে যাচ্ছিল—আমার কথা শুনে আমাকে দেখে দাঁড়াল। এখন আবার আমার টাকা আগলে ব'সে আছে! তাই ত! মিছামিছি তাকে আটকে রেখেছি! মুচুকুন্দ করলে কি, এখনও এল না?

বে। ঘোষক!

ঘো। কে—মামা?—ঠিক হয়েছে। মামা! শীগগির এস। মুচুকুন্দ জুয়াখেলায় হেরে গিয়েছিল। আমি সেই সমস্ত টাকা উদ্ধার করেছি। এস, শীগগির এসে নিয়ে যাও।

বে। মুচুকুন্দ! সে এখানে? সে এখানে? না—না—সে বাড়ীতে—বাড়ীতে—বাড়ীতে।

ঘো। না—বাড়ীতে না। তুমি জান না—সে এখানে পাশা খেলতে এসেছিল। পাশায় হেরে মনের দুঃখে সে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল। পথে আমার সঙ্গে দেখা।

বে। সে হতভাগা কোথায়?

ঘো। সে আমাকে খেলতে বসিয়ে আমার চিঠি নিয়ে—

বে। অ্যাঁ—

ঘো। শতগ্রামে—

বে। অ্যাঁ—

ঘো। বেণু সেনের বাড়ী—

বে। অ্যাঁ!—

ঘো। ও কি মামা—অ্যা-অ্যা করছ কেন? সে যাব আর আসব ব'লে চ'লে গেছে।

বে। ওরে বাবা রে—ওরে বাবা রে—

ঘো। ও কি মামা? কি হয়েছে—কি হয়েছে! বেণু সেনের বাড়ী গেছে—তাতে কি হয়েছে?

বে। ওরে বাবা রে—ওরে বাবা রে!—

[প্রস্থান।

ঘো। ও মামা! টাকা নিয়ে যাও—টাকা নিয়ে যাও!

(নেপথ্যে বে)। ওরে বাবা রে—ওরে বাবা রে—

(বেগে কালীর প্রবেশ ও ঘোষককে ধারণ)

কালী। থাক—থাক—কোথা যাও বাপ আমার?

ঘো। এ কি মা, তুমিও এখানে এসেছ? এ সব ব্যাপার কি মা?

কালী। বোঝবার সময় হ'লে আপনি বুঝবে। আর দাঁড়িও না—চ'লে এস। টাকার কিনারা আপনি হবে। এক বৃদ্ধ বিশ বৎসরের হারাণ ছেলে খুঁজে পেয়েছে। বিশ বৎসর আগে এক সদ্যোজাত শিশুকে ম'রে গেছে মনে ক'রে, সে পথের পাশে নিক্ষেপ করেছিল; নিয়তির খেলায়—পথের হাওয়া খেয়ে, সেই ছেলে বেঁচে উঠেছিল। বিশ বৎসর পরে সেই আবার পথেই কুড়িয়ে ছেলেকে পেয়েছে। আনন্দে বৃদ্ধ পাগলের মত হয়েছে। জনপদ গ্রামে তার সেই ছেলের আজ বিয়ে। তোমার অপেক্ষায় সে সমস্ত আনন্দ আগলে ব'সে আছে। দেরী ক'রে তার পূর্ণ সুখে হন্তারক হয়ো না। চ'লে এস—চ'লে এস।

ঘো। এ ত বড় আশ্চর্য্যের কথা মা!

কালী। বড় আশ্চর্য্য—বড় আশ্চর্য্য! সেই ছেলের আজ বিয়ে। বৃদ্ধ সেই বিয়ে দেখতে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছে। আমি আমার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে

সেই বিয়ে দেখতে যাব। সেখানে গিয়ে দেখব, তার ছেলে, কি আমার ছেলে, কনেকে জয় ক'রে ঘরে নিয়ে আসে।—চ'লে এস—চ'লে এস!

তৃতীয় দৃশ্য

কারখানা।

বেণু সেন ও সহচরদ্বয়।

১ম স। কি হ'ল কর্ত্তা, দুপুরও যে যায় যায়! শীকার ভাগল না কি?

বেণু। ভাগবে কি রে শালা—ভাগবে কি? ভাড়ু দত্তের টাকা আমার ঘরে ঢুকেছে—যা কখন হবার নয়, তাই হয়েছে। যম্‌কাবে বললেই হ'ল। আমি দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আসছে—সুড় সুড় ক'রে আসছে। ধুনি জালিয়ে রেখেছি। ধুনির আগুন মানুষের রক্তপান করবা'র জন্য জিব লক্‌লক্ করছে। ঘুটঘুটে আঁধার দেখতে পাচ্ছিস্ না। তাই আস্তে আস্তে—আস্তে আস্তে—হামাগুড়ি দিয়ে ধুনির খোরাক আসছে।

(নেপথ্যে)। কে আছ?

ওই! ওই! (সকলের নীরবে আগ্রহ প্রদর্শন) তৈরী হয়ে ব'সে থাক্—চুপ, চুপ—হুঁসিয়ার! যেন নিশ্বাসের শব্দ না হয়।

১ম স। ওই—ওই—চ'লে আয় চ'লে আয়—চুপে চুপে—পা টিপে ওই—ওই!

(সকলের প্রস্থান,—মুচুকুন্দকে, লইয়া বেণু সেনের প্রবেশ)

মুচু। এইবারে আমি যাই।

বেণু। যাবে—ঠিক যাবে। একটু—একটু—অপেক্ষা—(পত্র পাঠ) অপেক্ষা—অপেক্ষা।

মুচু। আর অপেক্ষা কেন, আমি দাঁড়াতে পারব না—আমার অনেক কাজ।

বেণু। একটু—একটু! হাঁ হাঁ! তুমি রাজ-শ্রেষ্ঠীর কে?

মুচু। (স্বগতঃ) বেটার কাছে খাট হ'তে যাব কেন? (প্রকাশ্যে) আমি তাঁর সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী।

বেণু। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—ঠিক হয়েছে!

মুচু। ও কি! অমন ক'রে হাসছ কেন?

বেণু। হিঃ-হিঃ-হিঃ-হিঃ—উত্তরাধিকারী—ঠিক হয়েছে—উত্তরাধিকারী।

মুচু। ও কি! আলো নিয়ে আমাকে পথ দেখিয়ে দাও!

বেণু। এই যে, লম্বা সোজা দেখিয়ে দিচ্ছি বাপধন! ব্যস্ত কেন? উত্তরাধিকারী—উত্তরাধিকারী!

মুচু। তবে দেরী করছ কেন—কি পথ দে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এলে—আলো না হ'লে আমি যে যেতেই পারব না। পথ দেখিয়ে দাও—পথ দেখিয়ে দাও!

বেণু। হুঃ-হুঃ-হুঃ-হুঃ!—এই যে তোমাকে একেবারে লম্বা পথ দেখিয়ে দিচ্ছি! ব্যস্ত হচ্ছ কেন? তুমি যে উত্তরাধিকারী! তোমারই অপেক্ষায় এই রাত দুপুর পর্য্যন্ত আমরা ব্যাকুল হয়ে ব'সে আছি।

মুচু। ও কি আলো নিবিয়ে দিলে কেন? পথ দেখিয়ে দাও,—পথ দেখিয়ে দাও—ওগো! আমাকে পথ দেখিয়ে দাও। (পলায়নোদ্যোগ)

বেণু। হোঃ-হোঃ-হোঃ-হোঃ-হোঃ (মুচুকুন্দকে ধারণ) দাও—উত্তরাধিকারীকে পথ দেখিয়ে দাও।

মুচু। দোহাই ভুল হয়েছে—আমি নই—ভাড়ু দত্তের আমি কেউ নই—ছাড়—দোহাই ছাড়—

(সহচরদ্বয়ের প্রবেশ)

সকলে। হোঃ-হোঃ-হোঃ-হোঃ-হোঃ—(মুচুকুন্দকে ধারণ)

মুচু। মেরো না—মেরো না—ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—পায়ে পড়ি—ছেড়ে দাও। মা—মা—বাবা—বাবা—আ-ঔ-ঔ-ঔ।

[মুচুকুন্দকে হস্ত-পদ-মুখ-বন্ধ করিয়া লইয়া প্রস্থান।

পটপরিবর্ত্ত।

অগ্নিকটাহ।

বেণু। সোঁ—সোঁ—সোঁ—আর কেন! ভাড়ু দত্তের কণ্টক পুড়ে ছাই হ'ল। ধুনির ক্ষিধে মিটে গেল। এবারে তেষ্টা মিটিয়েছে। ঢাল্ জল। আর্ত্তনাদ থেকে যাক, চিহ্ন ধুয়ে যাক্—ঢাল্ জল—ঢাল্ জল।

(বেঙ্কটের বেগে প্রবেশ)

বে। সেন—সেন ! আমাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও—আমাকে বাঁচাও।

বেণু। কি হয়েছে—কে তুমি ? বন্ধু ? গোল ক'র না—গোল ক'র না। তোমার কার্য্য শেষ করেছি।

বে। ভুল হয়েছে—ভুল হয়েছে—আমার ছেলে—আমার ছেলে—

বেণু। তোমার ছেলে—

বে। সে আসে নি—তার বদলে আমার ছেলে এসেছে। বাঁচাও সেন—আমাকে বাঁচাও।

বেণু। (হাস্য) আর কে বাঁচাবে বন্ধু ? শুনছ না—গোঁ গোঁ—আগুনের শিখায় আবার আর্ত্তনাদ ভেসে উঠেছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ, কে বাঁচাবে ? কে বাঁচাবে ?

বে। মুচুকুন্দ—মুচুকুন্দ—বাপ্ আমার—

(মূর্চ্ছা)

বেণু। কি বুঝছ—কি বুঝছ ! এখন যদি নিজেরা বাঁচতে চাও, তা হ'লে একেও সারো। দেরী ক'র না—এই বেলা—এই বেলা—

১ম স। তবে আর কেন রে ভাই !

সকল। ধরো-ধরো-ধরো—ধুনির খিধে মেটে নি—ধরো-ধরো—

(বেঙ্কটকে ধরিয়া সকলের অগ্নিকটাহে নিক্ষেপের উদ্যোগ।—

সশস্ত্র প্রহরী সঙ্গে উদয়নের প্রবেশ এবং সকলকে ধৃত করণ ও বন্ধন)

উদ। (নেপথ্যাভিমুখে) চারিদিক থেকে ঘেরাও কর্। যেন এক বেটা পাষণ্ডও না পালাতে পারে। যদি আমার বন্ধু জীবিত থাকে, তবেই এদের রক্ষা—নইলে পাপের শাস্তিস্বরূপ এদের বংশ একেবারে নির্ম্মূল ক'রে দেব। বল্ নরপিশাচ! ও কাকে তোরা হত্যা করছিলি ?

বেণু। এ ব্যক্তি কৌশাম্বীর এক জন শ্রেষ্ঠী।

উদ। একে মারছিলি কেন ?

বেণু। ওর পুত্রকে আমরা পুড়িয়ে মেরেছি। ও মরা পুত্রের জন্য শোক করছিল, তাইতে ওকেও আমরা পুড়িয়ে মারছিলুম !

উদ। দে—এই কয় বেটাকেই আগুনে ফেলে দে।

(বেগে কালীর প্রবেশ)

কালী। ক্ষান্তি দাও—রাজা ক্ষান্তি দাও। আমার ছেলে বেঁচে আছে।

উদ। সত্য ? সত্য ? সত্য ?

কালী। সত্য—রাজা সত্য ? ছেলে বেঁচেছে। আমি তার বিবাহে তোমাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।

বেণু। রাজা ! মহারাজ ! আমরা যাকে মারব ব'লে আগুন জেলে বসেছিলুম, তাকে মারতে পারি নি। যে মূর্চ্ছিত হয়ে প'ড়ে আছে, এ ব্যক্তিও আমাদের ষড়যন্ত্রের ভেতর লিপ্ত ছিল। কিন্তু ভুলক্রমে আমরা এরই ছেলেকে মেরে ফেলেছি।

কালী। ছেড়ে দাও, নিয়তির হুকুমে ওরা আপনারাই আপনাদের শাস্তি দিয়েছে। রাজা, আমার পুত্রের আশ্রয়দাতা মানুষ নয়—নিয়তি—নিয়তি—নিয়তি।

উদ। যা নরাধম—বেঁচে গেলি !—মা ! বারংবার তুমি আমাকে পরাস্ত করলে। আমার সমস্ত দম্ভ চূর্ণ হ'ল। আমার শক্তি-বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়ে আসছে—মাথা ঘুরছে ! দুরাত্মাদের মুক্ত কর। এ পাপাত্মার মূর্চ্ছাভঙ্গ কর। জাগিয়ে দাও—সময়কে ফাঁকি দিতে ও যে মধুর মোহে ডুবে থাকবে, তা হবে না। জাগিয়ে দাও—জাগিয়ে দাও।

চতুর্থ দৃশ্য

কক্ষ।

ভাঁড়ুদত্ত।

ভাড়ু। এ কি হ'ল ? বেঙ্কট করলে কি ? সারারাত্রি জেগে ঘোষকের মৃত্যুসংবাদ প্রতীক্ষা করছি, কিন্তু কই ? বেঙ্কট ত এখনও ফিরল না ? সে কাজ নিষ্পত্তি করতে পারলে না নাকি ? তা হ'লেই ত সর্ব্বনাশ ! যে বেটার জন্য স্ত্রী পুত্রহত্যা করলে, আমি স্ত্রীহত্যা করলুম, সে বেটা বেঁচে রইল ! না, না—তা হ'তেই পারে না। সে মরেছে—মরেছে—মরেছে।

(ভানুমতীর প্রবেশ)

এই যে—এই যে ভানু—ভানু খবর কি ? বেঙ্কট এসেছে ?

কিরাত। হামি বেশী বাৎ কইতে পারব না। দশ হাজার মোহর রাখবি, তবে বিটীকে দেখবি ; না পারিস বল—হামি বিটী লিয়ে চলিয়ে যাই।

মহী। এমন বোকা কে আছে ?

কিরাত। দেখেই লারে—কে আছেক, তা ত বোকাই যাবেক বটে রে।

শ্রেষ্ঠী। কর্ত্তব্য কি মহীধর ?

মহী। না প্রভু, আমি এমন পণে আপনাকে কন্যা নিতে বলতে পারি না।

শ্রেষ্ঠী। না কিরাত,—আমি এরূপ পণে তোর বেটীকে নিতে পারব না।

কি। ওরে! বিটীকে লিয়ে ঘরকে চল্।

(প্রস্থানোদ্যত)

শ্রেষ্ঠী। তাই ত হে! যদিই মেয়েটা পরমাসুন্দরী হয়, তা হ'লে কি হবে ?

মহী। তা বটে। তা হ'লে বড়ই দুঃখের কথা।

শ্রে। অমন সোনার চাঁদ নাতি পেলুম, তাকে একটা মনোমত সওগাত দিয়েই যদি মুখ না দেখলুম, তা হ'লে কি হ'ল।

মহী। সেটা আপনি বুঝুন। দেশের মধ্যে রাষ্ট্র যে,—এমন সুন্দরী কন্যা কেউ কখন দেখে নি।

শ্রে। তা বটে। কিন্তু কেউ ত দেখে নি—সকলেই শুনেছে!

মহী। তা ঠিক। তবে কি না যে কথার প্রচার হয়, তার কতক না কতক সত্যি আছেই। বিশেষতঃ বুনো জাত প্রতারণা জানে না। তবে এ রকম পণ যে কেন করেছে, সেটা বুঝতে পারছি না।

শ্রে। ওরে কিরাত, শোন্।

কি। আবার কি বলছিস্ রে ?

শ্রে। বেশ, এক কাজ কর্। তোর বেটীকে মুড়ি সুড়ি দিয়ে এইখানে নিয়ে আয়। তাতে কি তোর আপত্তি আছে ?

কি। আচ্ছা, তুই যখন বলছিস্, তখন আনছি। ওরে বিটীকে মুড়ি-সুড়ি দিয়ে নিয়ে আয় ত!

(বস্ত্রাবৃত অনুরাধাকে লইয়া
কিরাত-কন্যাগণের প্রবেশ)

(গীত)

কোথা ছিলি—কোথা ছিলি এতকাল ভুলে!
এলে যদি কেন রাণী বেরো হ'য়ে এলে।
লতা থেকে তোলা ফুল বন থেকে লতা
জল থেকে কড়ি তোলা গাছ থেকে পাতা।
এই ত গহনা আছে আর কোথা পাব
তোমার সোনার অঙ্গ কি দিয়ে সজাব!
তারা তারা জল পোরা আছে নয়নে
এস রাণী ধুয়ে দিই রাঙ্গা চরণে।

শ্রে। কি বুঝছ ?

মহী। গঠন দেখে সুন্দরী ব'লেই ত বোধ হচ্ছে।

শ্রে। আমারও তাই বোধ হচ্ছে। মহীধর, গঠন অপূর্ব্ব। কিন্তু মুখ যদি ভাল না হয়, তা হ'লে গঠনের ত কোন মূল্য নেই।

মহী। সে কথা ঠিক—কিন্তু মুখও বোধ হয় গঠনের অনুরূপ ?

কি। দেখলি রে ?

শ্রে। হাঁ মা! মুখ না দেখাও, একটা আধটা কথা কইতেও কি দোষ আছে ?

অনু। কি বলছিস্ রে!

মহী। আরে মল! এ বেটী বেদেনী।

শ্রে। জুয়াচোর বেটা—লোক ঠকাবার জায়গা পাও নি! বেরো বেটা—বেরো।

(বলভদ্রের প্রবেশ)

বল। কই কিরাত, কোথায় তুমি ?

কি। কি রে! তুইও কি খেদাইতে এলি নাকি রে ?

বল। কি হয়েছে ?

কি। হবেক কি ? বিটী বেচতে আইছি—বিটীরে বেদিনী বইলে খেদাই দিইছে—বেদের বিটী কি রাজনন্দিনী হয় নাকি রে!

বল। আমি কিনব।

কি। না দেখে কিনবি ?

বল। না দেখেই কিনব।

কি। দশ হাজার মোহর দিবি ?

বল। দশ হাজারই দেব।

মহী। প্রভু! বুঝতে পারছেন ?

শ্রে। তাই ত! তা হ'লে সুন্দরীই বটে। আমরা দর কচ্ছি, মাঝখান থেকে তুমি এসে দর কর—কে তুমি হে ?

বল। তুমি কে ? হাঁ মা! আমি তোমাকে ক্রয় করলে কোন আপত্তি নেই।

অনু। যাঁকে না দেখে যে দিবে, আমি তার ঘরে দাসী হব। নইলে টাকা জলে ঢালবি।

বল। আমি না দেখেই তোমাকে গ্রহণ করব।

শ্রে। আমিও করব। কিরাত! আমি পোনর হাজার স্বর্ণমুদ্রা দেব।

বল। আমি বিশ হাজার।

শ্রে। আমি পঞ্চাশ। এস কর্ত্তা, ক্ষমতা থাকে ডেকে নাও।

বল। তাই ত! এ যে রকম ভাবে বেড়ে যাচ্ছে, তাতে পেরে উঠব না দেখছি যে।

শ্রে। কি কর্ত্তা, থামলে কেন? কত পয়সার মালিক তুমি? ভাড়ুদত্তের মামার সঙ্গে টক্কর দিতে এসেছ?

বল। পঁচাত্তোর হাজার—

শ্রে। লাখ—

বল। পরাস্ত হলুম শ্রেষ্ঠী! আমার এই পর্য্যন্ত সম্বল—আর নেই। (উপবেশন)

শ্রে। যা কিরাত, এর সঙ্গে যা—টাকা নিয়ে আয়। দশ হাজার দিচ্ছিলুম না, মর্য্যাদা রাখতে তোকে লাখ দিলুম। নে, এইবারে মেয়ের মুখ দেখা।

অনু। হা অদৃষ্ট। সিংহমুখ থেকে বেঁচে আমি বৈশ্যের ক্রীতদাসী হলুম!

(ঘোষকের প্রবেশ)

ঘো। পিতামহ!

শ্রে। এস ভাই, তোমার জন্য এক কথায় আমি লাখ মোহর খরচ ক'রে ফেললুম। এখন অপ্সরাই হোক, কি বাঁদরই হোক—তোমার অদৃষ্ট।

ঘো। আমি ত পিতামহ! কনেকে নিজের চোখে না দেখে বিবাহ করব না।

শ্রে। সে কি! যদি পছন্দ না হয়, তা হ'লে কি আমার টাকা বরবাদ যাবে?

ঘো। তা কি করব? আমার প্রতিজ্ঞা।

শ্রে। ও কর্ত্তা, তা হ'লে তুমিই নাও।

(কালীর প্রবেশ)

কালী। না, না—কর্ত্তা আর নেবে না, তুমিই নাও।

(বেগে জনৈক দূতের প্রবেশ)

দূত। জনপদ-শ্রেষ্ঠী কে?

শ্রে। কেন?

দূত। আপনি?

শ্রে। আমি।—কি দরকার?

দূত। আপনার ভাগিনেয় মৃত্যুমুখে—তিনি আপনাকে এই পত্র দিয়েছেন।

শ্রে। (পত্রপাঠ) তাই ত রে! এ কে রে! এ যে ভাঁড়ু দত্তের কেউ নয়? ও মহীধর! মহীধর!

মহী। কি-কি প্রভু?

শ্রে। কাকে নাতি ব'লে নিয়ে এলি রে!

মহী। নাতি নয় ত কি?

শ্রে। এই পত্র দেখ—কি সর্ব্বনাশ করেছিলুম। দে কিরাত, দশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে আমাকে রেহাই দে।

কি। তা দিব নি! তোকে বিটী লিতেই হবে।

অনু। (অগ্রগমন) তা শুনব নি, তুই যখন কিনেছিস, তোকে লিতেই হবে।

সকলে। তোকে লিতেই হবে।

শ্রে। এই—এই—স'রে যা—স'রে যা।

মহী। থামো—থামো—আপনার ভাগিনেয় মৃত্যুকালে পাগল হয়েছে। আমাকে যত্ন ক'রে ছেলেকে দেখিয়েছে—যাতে না ভুলি, তাই যুবকের বাহুমূলের ত্রিশূল চিহ্ন দেখিয়েছে।

বল। ত্রিশূল চিহ্ন! ত্রিশূল চিহ্ন!—কই—কই—কোথায়?

মহী। এই-ই আমার ভাগিনেয়-পুত্র।

বল। না, না—আমার পুত্র!—ঘোষক—ঘোষক—তুমিই আমার হারানিধি!

অনু। আর তুমিই আমার স্বামী। হে দেবতা, একবার দেখে চরণে সর্ব্বস্ব বিকিয়েছি, এ দাসীকে চরণে আশ্রয় দাও।

শ্রে। এ সব ব্যাপার কি? কে তুমি বৃদ্ধ?

বল। চিনবে কি শ্রেষ্ঠী? বাল্যে দু'জনে সখা ছিলুম!

শ্রে। বলভদ্র রাও! এ কি—এ কি!—নে কিরাত, আর এক লক্ষ মুদ্রা উপহার নে। এ তোমারই পুত্র?

ঘো। আমি বুঝতে পারছি না—আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। হাঁ মা! এ সব কি সত্য?

কালী। সমস্ত সত্য। তুমি বৈশ্যপুত্র নও—

ক্ষত্রিয়। ইনিই তোমার পিতা। পরে সময়ান্তরে তোমাকে সমস্ত কাহিনী বলব।

বল। আর তুমি যাকে পেলে, আনন্দের সহিত আজ সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করি, ইনি তোমারই মতন আমার স্নেহের পাত্রী রাজা উদয়নের একমাত্র ভগিনী অনুরাধা। এখন চল—পিতার অনুগমন কর।

শ্রে। কোথায় যাবে? আমার সম্বন্ধ-বন্ধন আরও দৃঢ় হ'ল। সখার পুত্র! এখন তোমাকে পুত্র ব'লে সম্বোধন করতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার।—আমার সর্ব্বস্ব তোমার।

ষষ্ঠ দৃশ্য

কক্ষ

পর্য্যঙ্কোপরি ভাঁড়ুদত্ত।

ভাঁড়ু। (মৃদু আর্ত্তনাদ) ছেলে মরেছে, স্ত্রী মরেছে, ভাগনে মরেছে, ভগিনীও বুঝি এতক্ষণ ম'ল—আমিও মরতে চলেছি! কেউ রইল না। আপনার বলতে কেউ রইল না। কেবল রইল—উঃ! যে আমার কেউ নয়—সে—সে—একমাত্র সে। আমার অগাধ সম্পত্তি নিতে ওই সে হাত বাড়াচ্ছে—ওই, নিলে—ওই নিলে—রাখতে পারলুম না! না—না—রাখব,তোকে দেব না—দেব না—সরিয়ে নে,ডাকাত! হাত সরিয়ে নে—আমার ধনে তুই হাত দিতে পাবি নি। কে আছিস্—দুরাত্মার হাত সরিয়ে দে। কেউ নেই? এত ঐশ্বর্য্যের রাজা আমি, মৃত্যুকালে আমার শয্যাপার্শ্বে কেউ নেই? ওই—ওই—আবার হাত বাড়াচ্ছে!—কে আছিস্—হাত সরিয়ে দে—কে আছিস্?

(কালীর প্রবেশ)

কালী। কি বলছ—শেঠজী?

ভাঁড়ু। কে তুই?

কালী। চিনতে পারবে কি শেঠ?

ভাঁড়ু। স্বরে চিনেছি—কিন্তু—দেখে—

কালী। চিনতে পারবে না। দেহ থেকে তোমার দত্ত পাপান্নের রস বেরিয়ে গেছে। এখন আমি দেবতার মা হয়ে পাপমুক্ত হয়েছি। তুমি আর আমার দেখে চিনতে পারবে না। কি বলতে চাচ্ছিলে?

ভাঁড়ু। কিছু বলতে চাই নি, তুই চ'লে যা!

কালী। কে আছিস ব'লে লোক ডাকছিলে—কেউ তোমার কাছে নেই দেখে এসেছি। হে ধনবান্! এখন দেখছি, তোমার মতন দুঃখী জগতে আর নেই। পথে প'ড়ে যে মরে, তার জন্যও দুঃখ করবার পথিক আছে, কিন্তু তোমার মরণকালে শোক করবার কেউ নেই! সকলেই দূরে দাঁড়িয়ে তোমার মরণ প্রতীক্ষা করছে। আর পয়সা নেবার জন্য হাত বাড়াচ্ছে। অনেক দিন তোমার খেয়েছি, অকৃতজ্ঞ হ'তে পারলুম না ব'লে তোমার সেবা করতে এসেছি। সেবা নেবে কি?

ভাঁড়ু। না—না—তোর সেবা নেবো না। তুই চ'লে যা।

কালী। তা কি হয়? আমার মন বুঝবে কেন? আমি তোমার সেবা করব।

ভাঁড়ু। আমি তোর সেবা চাই না।

কালী। বেশ, তবে তোমার কাছে যা পেয়েছি, তোমাকে তা ফিরিয়ে দিয়ে যাই, তুমি নাও। তোমার সঙ্গে বিশ বৎসরের প্রেম-ব্যবসায়ের উপার্জ্জন—শেঠ আজ তোমাকে সব ফিরিয়ে দেব।

ভাঁড়ু। দেওয়ান আছে—তাকে হিসেব ক'রে দিগে যা।

কালী। ও বাবা! সে বেটা তোমারই দেওয়ান। আমি তাকে বোঝাতে পারব না, তুমি বুঝে নাও।

ভাঁড়ু। দোহাই কালী, আমাকে কথা কইয়ে মেরে ফেলিস্ নি।

কালী। সে কি শেঠ—বারাঙ্গনাই হই, আর যাই হই,তোমার আশ্রিতা ত বটে! তুমি আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলেছিলে—ছেলেকে কাটতে গিয়েছিলে—

ভাঁড়ু। দোহাই রক্ষা কর্।

কালী। স্ত্রীর গলা টিপে মেরে ফেলেছ—ভগিনীকে লাঠি মেরে মৃত্যু-শয্যায় শুইয়েছ—আর একটু কথার আঘাতও সহ্য করতে পারবে না? এই নাও—যা যা আমাকে দিয়েছিলে—সব নাও।

ভাঁড়ু। ওরে মেরে ফেললে রে!

কালী। এই নাও, তোমার সাধের পচা হীরে আংটি—তোমারই হাতে আবার পরিয়ে দি।

ভাঁড়ু। দোহাই কালী, দোহাই—

কালী। দোহাই কি—যে পথে চলেছ, সে পথে আত্মীয়-বান্ধব যাবে, আর তোমার এই অগাধ ঐশ্ব সঙ্গে যাবে না—নিরালম্ব নিরাশ্রয়—এই পথ—

ভাড়ু। আমাকে কালী—মেরে ফেলে—

কালী। (স্বগতঃ) আর নয়, এই উপযুক্ত সময় হয়েছে। কথা এড়িয়ে এসেছে—আর নয়। কালী তোমাকে মেরে ফেলে নি—তোমাকে বাঁচালে। অনেক কাল তোমার অন্ন খেয়েছি ব'লে, তোমাকে শেষদিনে রক্ষা করতে এসেছি। নরাধম শেঠ! ঘোষককে বিষয় থেকে বঞ্চিত করবে ব'লে, তুমি রাজাকে নিমন্ত্রণ ক'রে আনছ। বিষয় দেবে না বলবার জন্য তুমি মরা দেহে জোর ক'রে প্রাণকে ধ'রে রেখেছ, তাই আমি তোমার অর্দ্ধেক কথা পেট থেকে বার ক'রে দিয়ে চ'লে গেলুম। রাজার কাছে তোমার কথা শেষ হ'তে না হ'তে তোমার শেষ আগে হয়ে যাবে। নরাধম! এখন বুঝতে পারবি নি—দেবতার হাতে তোর মতন পিশাচের সম্পত্তি দিয়ে তোর যে কি মঙ্গল-সাধন করলুম, তা এখন বুঝতে পারবি নি—মৃত্যুর পরে বুঝবি—যমদূতে যখন দণ্ড নিয়ে পীড়ন করতে আসবে, যখন সে জগতের কোনও স্থানে তুই সাহায্য পাবি নি—তখন বুঝবি—ঘোষকের দয়া, দাক্ষিণ্য, সরলতা, বিশ্বাস—তারা বাহু হয়ে তোকে বেষ্টন ক'রে রেখেছে। যা—আমার বক্তব্য ব'লে চললুম—এই-বারে তোর যা কর্ত্তব্য তাই কর্।

[প্রস্থান।

ভাড়ু। উ—আঁ!—রাজা—রাজা—ওরে কে আছিস্, রাজাকে ডেকে দে—আমি মরি—মরি—বেটী আমায় বকিয়ে বকিয়ে মেরে গেল। মরি—মরি—উঃ—যাই—যাই—

(উদয়ন, দেওয়ান, দাসদাসীগণ ও প্রতিবাসীগণের প্রবেশ)

উদ। রাজশ্রেষ্ঠি! আমি এসেছি।

ভাড়ু। (হাত তুলিয়া প্রণামকরণ) আসন—আসন (দেওয়ান কর্ত্তৃক রাজাকে আসন দান)

উদ। আসনের জন্য ব্যস্ত হ'তে হবে না। হঠাৎ তোমার কি ব্যাধি হ'ল রাজশ্রেষ্ঠী?

ভাড়ু। বলছি পরে—পরে। আমি বেশী কথা কইতে পারব না। আপনার সম্মুখে আমি সমস্ত সম্পত্তির ব্যবস্থা করব।

উদ। বেশ বল—শুধু আমি নই—প্রতিবাসী বিজ্ঞ বান্ধবেরাও এখানে উপস্থিত। ভবিষ্যতে যাতে কোন গোলযোগ না হয়, এই জন্য আমি এদের সঙ্গে ক'রে এনেছি।

ভাড়ু। উঃ—ভালই করেছেন।

উদ। কেবলমাত্র তোমার পুত্র এখানে উপস্থিত নেই।

ভাড়ু। রাজা আমার একমাত্র পুত্র—সে ম'রে গেছে।

উদ। ঘোষক ম'রে গেছে?

ভাড়ু। ঘোষক আমার পুত্র নয়।

উদ। তোমরা সব শুনলে—ঘোষক রাজশ্রেষ্ঠীর পুত্র নয়।

সকলে। শুনলুম মহারাজ।

উদ। তা হ'লে ঘোষক তোমার কে?

ভাড়ু। কেউ নয়।

উদ। সত্য বল রাজশ্রেষ্ঠী! তোমার বান্ধবেরা জানে সে তোমার পুত্র।

সকলে। আমরা ত তাই জানতুম মহারাজ! আমরা এ কথা এখন শুনে বিস্মিত হচ্ছি।

ভাড়ু। আমি তাকে—পথ থেকে—কুড়িয়ে—মানুষ করেছি।

উদ। তা হ'লে সে তোমার পালনপুত্র?

ভাড়ু। উ—আঁ।

উদ। উ—আঁ রাখ, আমার কথার উত্তর দাও।

ভাড়ু। পুত্র নয়—

উদ। পালনপুত্র?

ভাড়ু। উ—আঁ।

উদ। তোমার মৃত্যু সন্নিকট—শীগগির বল। না ব'লে মরলে—আমি ঘোষককে সমস্ত সম্পত্তি দান করব।

ভাড়ু। নয়।

উদ। পালনপুত্রও নয়?

ভাড়ু। কিছু নয়।

উদ। কিন্তু তুমি আত্মীয়স্বজন, দাসদাসী সকলের কাছে বলেছ, সে তোমার পুত্র। কেমন, তোমরা কি জানতে?

প্র। আমরা জানতুম পুত্র।

উদ। তোমরা কি জানতে?

দাসদাসীগণ। আমরাও জানতুম পুত্র।

উদ। শুনছ রাজশ্রেষ্ঠী?

ভাড়ু। উ—আঁ! আমি অত কথা কইতে পারব না!

উদ। যদি পুত্র নয়—কিছু নয়, তবে তুমি তাকে ঘরে রেখেছিলে কেন?

ভাঁড়ু। দয়া—দয়া।

উদ। তুমি কি তার প্রতি সদয় ব্যবহার করেছ?

ভাঁড়ু। কেবল—কেবল।

উদ। তোমরা কি বল?

দাসদাসীগণ। এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার কখন দেখি নি।

উদ। শুনছ?

ভাঁড়ু। উ—আঁ—ওরা চোর—চোর।

উদ। তোমার প্রতিবাসীরাও বলছে।

ভাঁড়ু। ডাকাত—ডাকাত।

উদ। কালী বলেছে!

ভাঁড়ু। ডা'ন—ডা'ন।

উদ। আমি বলছি।

ভাঁড়ু। আঁ—ইঁ—উ—ও!

উদ। শোন শ্রেষ্ঠী, আমি তোমার নিষ্ঠুরাচরণের সাক্ষী। সাধারণ্যে বিচার ক'রে, তোমাকে শূলে দেব মনে করেছিলুম। ঘোষককে নাশ করবার জন্য তুমি নানা উপায় অবলম্বন করেছ। তাকে মারতে পুত্রকে মেরেছ, তার জন্য স্ত্রীকে মেরেছ, ভাগিনেয়কে, ভগিনীকে—সমস্তকে মেরেছ—নিজের কুল নির্ম্মূল করেছ। আমার কুলে কলঙ্ক দেবার চেষ্টা করেছ—ঘোষককে আমার অন্তঃপুরের বাগানে প্রবেশ করিয়েছ—তোমারই জন্য আমি ভগিনীকে নির্ব্বাসিত করেছি—প্রজার বিরাগভাজন হয়েছি। তোমাকে আমি শূলে দিতুম—কিন্তু তোমার সৌভাগ্য তুমি মৃত্যুমুখে। আমি তোমাকে ক্ষমা করলুম। ঘোষক তোমার পুত্র নয়—যাঁর পুত্র, তিনি তোমার সম্মুখে এই উপস্থিত হয়েছেন। (বলভদ্রের প্রবেশ) ইনি রাণীর মাতুল।

ভাঁড়ু। আঁ—ইঁ—

বল। শ্রেষ্ঠি! বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমার পত্নী এক পুত্র প্রসব ক'রেই দেহত্যাগ করেছিলেন। পুত্রও মৃতবৎ ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, আমি তাকে এক সাধুর আদেশে পথে নিক্ষেপ করেছিলুম। শ্রেষ্ঠি! তুমি তাকে কুড়িয়ে তার জীবন দান করেছ, পুত্রস্নেহে পালন করেছ। তোমারই কৃপায় বিশ বৎসর পরে আমি বংশধর পুনঃ প্রাপ্ত হয়েছি। তুমি আমার ধন্যবাদ গ্রহণ কর।

উদ। আরও শোন। তোমার ইচ্ছা মত সম্পত্তির ব্যবস্থা করতে আমি তোমাকে অনুমতি দিলুম। জানি—তুমি ঘোষককে বঞ্চিত করবার জন্যই আমাকে আনিয়েছ, তবু তোমাকে সানন্দে অনুমতি দিলুম।

ভাঁড়ু। উ—ও—দেওয়ান।

সকলে। ধন্য মহারাজ! আপনার করুণা।

উদ। আমি দেখব এবং এই সমস্ত সাধুদের দেখাব, যাকে তুমি একদিনের শিশু থেকে মারবার নানা চেষ্টা ক'রে আজও পর্য্যন্ত মারতে পার নি, অদৃষ্ট তোমার বিষয় নেবার জন্য, যাকে তোমাকে দিয়েই আনিয়েছে, তাকে তুমি কেমন ক'রে বিষয় থেকে বঞ্চিত কর।

ভাঁড়ু। দেওয়ান! হিসেব—

দেও। তুমি সম্পত্তি আদিতে চল্লিশ কোটি সুবর্ণ মুদ্রা—নগদ চল্লিশ কোটি সুবর্ণ মুদ্রা।

সকলে। ওরে বাবা! এ কি লোকে শুনলে বিশ্বাস করবে?

উদ। এখনও করবে। তবে মহারাজ চক্রবর্ত্তী অশোক চ'লে গেছেন—মগধ শ্রীহীন হয়েছে—সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও দিন সংক্ষেপ হয়ে আসছে। আমি ভাগ্যবান, আমার রাজ্যে এখনও জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠীর বাস। এর পরে এ দেশের লোক এক উপাখ্যান মনে করবে। মত্তের কথা ব'লে হেসে উড়িয়ে দেবে। নাও শ্রেষ্ঠী, এ সম্পত্তির কি ব্যবস্থা করবে বল?

ভাঁড়ু। এ ছাড়া—মণি-রত্ন—আমার গুপ্তঘরে আরও—জল—জল—

উদ। জল দাও—

ভাঁড়ু। আরও বিশ-কোটি।

সকলে। ওরে বাবা! আরও! এ কি প্রলাপ বকছে না কি?

ভাঁড়ু। এই সমস্ত সম্পত্তি—আমি—জল (মুখে জলদান) ঘোষককে—উ—জল (দীর্ঘ আর্ত্তনাদ)—

উদ। ঘোষককে কি বল—

ভাঁড়ু। জল—জল—গলা চেপে ধরেছে—জল—জল—

উদ। বল—বল শীগগির—

ভাঁড়ু। ঘোষককে—দে—বো—উ—ও—

(মৃত্যু)

উদ। তোমরা সকলে কি শুনলে?

সকলে। দেবো পর্য্যন্ত শুনিছি মহারাজ!

উদ। সকলে?

সকলে। দেবো শুনিছি মহারাজ!

১ম প্র। না দেবার একান্ত ইচ্ছা থাকতেও নিয়তি 'না' বলতে দিলে না।

উদ। এ কথা আমি সাধারণে প্রচার করতে পারি?

সকলে। প্রচার করুন মহারাজ, প্রচার করুন।

(নেপথ্যে বাদ্য)

উদ। তা হ'লে এস—এ মৃত্যুগৃহে আর উৎসব নয়। দ্বার বন্ধ কর (দ্বার বন্ধ করণ)।—ধর্ম্মতঃ কার্য্যতঃ আমি এখন ঘোষকের অভিভাবক। দেওয়ান! রাজশ্রেষ্ঠীর অবস্থানুরূপ অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার ব্যবস্থা কর। তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি।

সপ্তম দৃশ্য

সুসজ্জিত উদ্যান।

(অনুরাধাকে লইয়া শ্যামাবতী ও ঘোষককে লইয়া উদয়নের প্রবেশ)

উদ। ভগিনি! বহু অপরাধ করেছি।

অনু। করুণাময় আর্য্য! আপনার কৃপাতেই আমি দেবতার আশ্রয় পেয়েছি।

শ্যামা। আপনি স্নেহবশে কর্ত্তব্যের ত্রুটি করলে, প্রজা আজ এত সুখী হ'ত না। চারিদিকে ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মরাজ ব'লে আপনার যশোগান করছে।

উদ। ঘোষক! তুমি রাজশ্রেষ্ঠীর সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী।

শ্যামা। উৎসব—উৎসব—এস সকলে মিলে উৎসব করি।

(পটপরিবর্ত্তন)

উজ্জ্বলদৃশ্য।

বন্দিনীগণ।

গীত।

উৎসব উৎসব, মাতল নাগরী সব,
পথে পথে বাজে বেণু।
উৎসব উৎসব, কুঞ্জে পিকরব,
ফুলে ফুলে ঝরে রেণু॥
উৎসব উৎসব, ঋতুরাজ গৌরব,
পূর্ণশশী নিশি ভালে।
উৎসব উৎসব, দম্পতি বান্ধব,
মাতল মলয় তমালে॥
তুলে নে তুলে নে, হিয়া হিয়া বাঁধনে,
ফুল্ল ফুল্ল ফুলহারে।
উৎসব উৎসব, রতিরণে মনোভব,
এখনি চলিবে অভিসারে॥

যবনিকা পতন।

বাসন্তী

(গীতিনাট্য)

[দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে মুদ্রিত]

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

পুষ্পরথ	...	অপ্সরোনায়ক।
রঘুবর	...	জনৈক শ্রেষ্ঠী।
কুড়োরাম	...	ধনবান্ বণিক।
চাকাদাস	...	কৃপণ প্রেমিক।
সুরেশ্বর		রঘুবরের বন্ধুপুত্র, ধনহীন যুবক।
হরিহর	...	চাকাদাসের ভৃত্য।
নিবারণ	...	ছদ্মবেশী পুষ্পরথ।

প্রহরী।

স্ত্রীগণ

বাসন্তী	...	স্বর্গের রাজরাণী।
চিত্রলেখা	...	অপ্সরোনায়িকা।
জয়া		রঘুবর শ্রেষ্ঠীর কুমারী কন্যা।
মালিনী	...	কুড়োরামের স্ত্রী।
মৃন্ময়ী	...	রঘুবরের পরিচারিকা।
পুঁইসুন্দরী	...	ছদ্মবেশিনী অপ্সরা।

অপ্সরাগণ।

বাসন্তী

প্রস্তাবনা

গন্ধর্ব্বলোক

বাসন্তী, চিত্রলেখা ও সখীগণ

গীত।

জেগেছিল মনে বাসনা।
শুধু জাগা হ'ল সার—হৃদিভার—
আশা পূরে না, বুঝি পূরে না।
এ সুখ বসন্তে সই করেছি মেলা,
সেজে ব'সে কার আশে সারাটা বেলা,
সাঁজে শশীর খেলা—প্রাণ উতলা—
কোথাহে প্রেমিক বঁধু কাছে এস না!

বাসন্তী। চিত্রলেখা!

চিত্র। কি রাণি!

বাসন্তী। চিরদিনই মানুষ কামনার অপূরণে কষ্ট পায়—এক রাত্রির জন্য তাদের সুখের স্বপনে ঢেকে দিতে পারিস?

চিত্র। হুকুম করলে কেন পারব না রাণি! তবে যখনই তোমার আবির্ভাব, তখনই ত তোমার আদেশে মানুষের চোখের ওপর মনের মতন ছবি আঁকি। তবু ত মানুষের দুঃখ দূর করতে পারলুম না।

বাসন্তী। স্বভাবের দোষে মানুষ তোমার স্বপ্নের ছবি ভুলে যায়—স্বভাবের দোষে কষ্ট পায়, তাতে তোমার কি? তুমি তোমার প্রকৃতি লঙ্ঘন করবে কেন? দীর্ঘ জীবনের মধ্যে কতক্ষণের জন্য বসন্ত আসে চিত্রলেখা? যেটুকু সময়ের জন্য আসে, সেটুকু সময়ের জন্যই বা তুমি মানুষের চোখে সুখের ছবি আঁকতে ছাড়বে কেন? সই! একটি রজনীর জন্য মানুষের শ্রমভার-নিমীলিত আঁখি পলকের ভিতর তার বাসনার ছবি জাগিয়ে তোল। যে যা দেখতে চায়, তাকে তাই দেখাও।

চিত্র। বহুমানে আদেশ গ্রহণ করলুম রাণি! কিন্তু মনের দোষে যে আমার ছবি ভেঙ্গে দেবে, তার বেলায় কি করব?

বাসন্তী। নিদাঘ-নিশীথের স্বপ্ন—মনের দোষে যে ভেঙ্গে ফেলবে, তার ভাগ্যে চির উত্তাপময় চির-মরীচিকাভরা সংসার মরুভূমি—সে জেগে তাতে বিচরণ করবে আর জ্বালায় জ্বলবে। শুন চিত্রলেখা! তোমার তাতে কোন অপরাধ হবে না।

চিত্র। বেশ রাণী—তা না হ'লেই হ'ল—তা হ'লে নমস্কার ক'রে বিদায় গ্রহণ করি।

বাসন্তী। তোমাকে আজ মধু-যামিনীর রাণী করলুম—তোমার আদেশে আমার সমস্ত সহচর-সহচরী কার্য্য করবে।

[বাসন্তীর প্রস্থান।

চিত্রলেখার গীত।

সাঁতারের সাথী যদি পাই।
যত পারি ধরাধরি দূরে ভেসে যাই॥
সমীরণে দিয়ে ভর যাইগো চাঁদের ঘর
সুধা ধ'রে অধরে মিশাই—
ভেঙ্গে দি সরম বাঁধ কেটে দি শশীর ফাঁদ
ধরাপরে তারকা ঝরাই॥

(পুষ্পরথের প্রবেশ)

গীত।

প্রাণ যদি উঠে নেচে ক'র না মানা।
হাত ধ'রে ভেসে চল ও কাঁচা সোনা॥
লাজে দেব অঙ্গ ঢেকে এলিয়ে দেব বেণী,
ঝরিয়ে দেব মতির ধারা গেঁথে দেব চুনী
ভেঙ্গে দেব সুধার ঝারি ঝরবে ঝরণা—
ঘরে ঘরে ফুটবে লো ফুল
দুষ্ট ভ্রমর হয়ে আকুল—
করবে লো আনাগোনা॥

পুষ্প। কোথা চিত্রলেখা! তাই ত! এ বেশ আগে দেখি নি। এ ভুবনমোহন রূপ নিয়ে কোথায় চলেছ সই? নীলাম্বরে নববিকসিত কৌমুদীর পাড় দিয়ে, কুন্তলে অঞ্চলে তারকা গেঁথে নব কাদম্বিনীর বেণী দুলিয়ে—সন্ধ্যারাগরঞ্জিত অধর-সমীরণে ভর দিয়ে —আমাকে ফেলে কোথায় চলেছ সই—কোথা চিত্রলেখা?

চিত্র। পথ ছাড় পুষ্পরথ! রাণীর কার্য্যে আমি ধরণীতে চলেছি।

পুষ্প। এমন কি প্রয়োজন? এমন বাসন্তীনিশায়, প্রকৃতির লীলারঙ্গে না যেতে আকাশ-কানন ছেড়ে কঠোর মৃত্তিকায় এ কোমল চরণ বিক্ষত করতে চলেছ! আমি ত সই, তোমাকে যখন পেয়েছি, তখন কেমন ক'রে ছেড়ে দেব?

চিত্র। এতক্ষণ কোথায় ছিলে গুণধর? কাজের সময় পথ আগ্‌লে বাধা দিতে এসেছ? যাও দেখি রাণীর কাছে, সমুচিত ফল পাবে। অফুটন্ত চাঁপার কলিতে হয় আবদ্ধ হবে, নয় গোলাপের গোড়ায় মাকড়সার জালে বাঁধা পড়বে!

পুষ্প। সত্যি?

চিত্র। একবার যাও না—তা হ'লেই টের পাবে এখন।

পুষ্প। তবে আমি তোমার সঙ্গে যাব! যা থাকে অদৃষ্টে—বাঁচি কিংবা মরি, তোর সঙ্গেই আমি মাটী আঁকড়ে প'ড়ে থাকব। কিন্তু চিত্রলেখা শোন সই—আমি দোষী নই। বিকালে পূর্ব্ব গগনের কোলে আমি একটি রামধনু তৈরী কর্‌ছিলুম,—ছোট ছোট বারিবিন্দু একত্র গেঁথে তুষার-রেখায় পরিণত ক'রে একটি বাণ তইরি ক'রে যাচ্ছিলুম—

চিত্র। কাকে বেঁধবার জন্য সখা?

পুষ্প। কাকে বেঁধবার জন্য? যে আমাকে সৃষ্টির আরম্ভ থেকে বিঁধে আসছে। কাকে বেঁধবার জন্য? যে রহস্য ক'রে কথা কইতে, কোমল ভ্রূভঙ্গে এখনও আমার হৃদয় বিদ্ধ করছে। চিত্রলেখা—প্রাণসই—তাকে বেঁধবার জন্য।

চিত্র। কই বাণ ত আমার কাছে এল না।

পুষ্প। তাই ত দুঃখ চিত্রলেখা! সৃষ্টিমাত্র তাকে তোমার পানে ছুঁড়ে দিয়েছি। সৃষ্টিকাল থেকে সে আকাশপথে তোমার কাছে ছুটে আসছে—কিন্তু আজও পর্য্যন্ত সে তোমার কাছে এল না!

চিত্র। কেন বল দেখি সখা?

পুষ্প। আমার বোধ হয়, সে তোমার হৃদয় খুঁজে পাচ্ছে না! পরের হৃদয় আঁকতে গিয়ে তুমি নিজের হৃদয় হারিয়ে ফেলেছ।

চিত্র। তা নয় পুষ্পরথ, পুরুষের প্রবঞ্চনা দেখে নারীর কোমল হৃদয় গ'লে গিয়েছে, তাই তোমার ছোড়া বাণ বেঁধবার বস্তু পাচ্ছে না।

পুষ্প। কি এ ত বড় অন্যায়—প্রবঞ্চনা? বল্ ত চিত্রলেখা, কে সেই প্রবঞ্চক—আমি বাণটা ধ'রে এনে এখনই তার বুকে বিঁধে দিই?

চিত্র। সে প্রবঞ্চক তুমি।

পুষ্প। আমি—আমি? সে কি সই—সে কি সই—কেমন ক'রে আমি?

চিত্র। রামধনু গড়ছিলে ত, গায়ে ধুলো লাগলো কেমন ক'রে?

পুষ্প। তাই ত—তাই ত! এত যত্ন ক'রে রচা রামধনু - তাতে ধুলো লাগল কি ক'রে!

চিত্র। সত্যি ক'রে বল কোথায় ছিলে, নইলে এখনই রাণীকে ডাক দেব?

পুষ্প। র'স—র'স ভেবে বলছি—

চিত্র। শিগগির বল—

পুষ্প। তবে বলব? আজ মানুষের ঘরে প্রবেশ করেছিলুম! আমরা আকাশের পাখী—আকাশেই থাকি —আকাশের গায়ে গান ভাসাই—মানুষে কি ক'রে সময় কাটায়—কি সুখের গান গায়, জানতে পারি না —তাই জানতে মানুষের ঘরে প্রবেশ করেছিলুম। ধনীর ঘরে গিয়েছিলুম—দরিদ্রের ঘরে ঢুকেছিলুম— বিরহীর দোরে মাথা গলিয়েছিলুম—

চিত্র। গিয়ে দেখলে কি?

পুষ্প। গিয়ে যা দেখলুম, তাতে হাসি রাখতে পারলুম না। সমস্ত ধরণীর ভেতর এমন একটাকেও দেখলুম না যে সম্পূর্ণ সুখী, এমন একটাকেও দেখলুম না, যার একটা না একটা কামনা নেই। যার পুত্র আছে, তার পয়সা নেই, যার পয়সা আছে তার পুত্র নেই, যার চোখ আছে, তার সুমুখে রূপ নেই, যার সুমুখে রূপ আছে, তার চোখ নেই—

চিত্র। বল কি?

পুষ্প। যার রূপসী কন্যা আছে, তার পাত্রস্থ করবার পয়সা নেই—যার পয়সা আছে, তার কন্যার রূপ নেই—

চিত্র। ঠিক হয়েছে—চল দেখে আসি।

পুষ্প। এক স্থানে গিয়ে দেখলুম, এক অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী বণিক, পুত্রের অভাবে কাতর হয়েছে। বহুকাল পূর্ব্বে তার একটি কন্যা হয়ে ম'রে গিয়েছিল, সে অতুল ধন-সম্পদ বুকে ক'রে. তার জন্যে শোক করছে। আর এক স্থানে গিয়ে দেখলুম, একটি পরমাসুন্দরী বালিকা—প্রায় তোমারই মতন—কিন্তু মাতৃহীন গরীব—অর্থাভাবে তার বাপ মেয়েকে সৎপাত্রে দিতে পাচ্ছে না। কিন্তু এক জনকে দেখে আমি হাসতে হাসতে মাটীতে গড়াগড়ি খেয়েছি, সেই জন্যই সর্ব্বাঙ্গে আমার ধুলো লেগেছে।

চিত্র। কে সে সখা?

পুষ্প। সেও এক জন ঐশ্বর্য্যবান—কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তার স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে। ছেলে মেয়ে পৌত্তুর দৌহিত্তুরে তার ঘর বোঝাই। তবু সেই বয়সেই সে আবার বিবাহ করবার জন্য পাগল হয়েছে।

চিত্র। বস্, এতক্ষণ পরে আমার ছবি আঁকবার জিনিস মিলেছে—এস সখা! সহায় হও, কোথায় কে কি বাসনায় ব্যাকুল,একবার দেখাও—রাণীর আদেশ—আজ মধু-যামিনীতে এক রাত্রির জন্য সকলের চক্ষে সোনার স্বপন অঙ্কিত করব। যে সরল চোখে চাইবে, সে জেগেও সেই ছবি দেখতে পাবে—যে কুটিল, সেই কেবল জেগে বিপরীত দেখবে। এস সখা, আমার সহায় হও—

পুষ্প। বেশ, চল আকাশের পাখী! কেবল নীল আকাশের.মধুমাখা বাতাসেই প্রাণ পূর্ণ করেছ - তারার বাগানেই উল্লাসে নেচে নেচে বেড়িয়েছ—পৃথিবীতে পা দাও নি। ভবঘোরে ত কখন পড় নি। চল একবার ঘুরে আসি। স্বপ্নের ফুল মাথায় নিয়ে চল ফুলরাণী একবার ভবের বাজারে বেচা-কেনা ক'রে আসি।

দ্বৈত গীত।

উভয়ে। থাকে যদি খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি।
পলকে পুলকে মাখি,
সোনার স্বপনে ঢেকে রাখি॥
চিত্র। দূর দেশ হ'তে বঁধু ধরিয়ে আনি—
তরল আঁচলে তোর বাঁধি সজনি,
পুষ্প। (আমি) পিয় পাশে
পিয়া আনি স্থির দামিনী।
উভয়ে। ফুলকলি পাশে অলি রবে কি বাকি?
সখীগণ। টুটে যাবে সরমের ফাঁস,
উথলিবে মদন বিলাস;
মধুপানে এই অবকাশ—
মরম ঢালিয়ে দিব, দিব না ফাঁকি।
পথ ভুলে এস চ'লে—এস সখা—এস সখী॥

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রঘুবরের গৃহসম্মুখস্থ পথ।

রঘুবর ও জয়া।

জয়া। এরই মধ্যে ফিরে এলেন যে বাবা?

রঘু। যে জন্য যাচ্ছিলুম, তা হ'ল না। কাজেই ফিরে না এসে আর করব কি?

জয়া। আপনার বন্ধু সাহায্য করলেন না?

রঘু। বন্ধু থাকলে ত সাহায্য করবে।

জয়া। তিনি নেই?

রঘু। একমাস হ'ল তিনি মারা পড়েছেন! ব্যবসাতে লোকসান হয়ে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হয়েছিলেন। সেই দুঃখে হৃদ্‌রোগে তাঁর দেহত্যাগ হয়েছে। তাঁর এক ছেলে—নাম সুরেশ্বর, সেও মনের দুঃখে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

জয়া। তা হ'লে কি হবে?

রঘু। আর কি হবে মা—সর্ব্বস্বান্ত হলুম। সব ত আগেই গিয়েছে—পৈত্রিক ভিটে—তাও রাখতে পারলুম না। কুড়োরামের কাছে সাত দিন মাত্র সময় নিয়েছি। এই সাত দিনের মধ্যে তার দেনা না শুধতে পারলে সে সমস্ত বিষয়-আশয় ক্রোক ক'রে নেবে।

জয়া। কুড়োরামের দেনা কি কিছুতেই শোধ গেল না?

রঘু। আর গেল কই? আসলের চার গুণ সুদ দিয়েছি—তবু তার আসলের এক পয়সাও শোধ গেল না।

জয়া। তা হ'লে কি করবে বাবা?

রঘু। কি করব? কি করব আর বুদ্ধিতে

যে আসছে না মা! রোগে, মনস্তাপে, তোমার জননীর শোকে, শরীর জীর্ণ হয়ে গেছে, তার ওপর ঋণের চিন্তা। কোন বায়গায় চাকরী ক'রে গতর খাটিয়ে যে শোধ দেব, সে ক্ষমতাও নেই। মা, অযোগ্য সন্তান জন্মেছিলুম, বংশের মর্য্যাদা রাখতে পারলুম না, পিতৃ-কুলের নাম ডুবিয়ে ফেললুম। অযোগ্য পিতা—তুমি একমাত্র কন্যা—তোমাকেও যে সৎপাত্রে দেবো, তাও পারলুম না! ভিখারীর মেয়েকে কোন্ ভাগ্যবানে বিয়ে করবে?

জয়া। চাকাদাস শেঠের কাছে যান না কেন! শুনিছি, সে ত আমার ঠাকুরদাদার এক জন আমলা ছিল। আমাদের বাড়ীই চাকরী ক'রে সে এখন অগাধ ধনের অধিকারী হয়েছে। চাকাদাস কি আপাততঃ টাকা দিয়ে আমাদের বিষয়টা রাখতে পারে না?

রঘু। মনে করলেই পারে।

জয়া। তবে তার কাছে একবার যান না কেন?

রঘু। গিয়েছিলুম বই কি।

জয়া। সে কি সাহায্য করতে চায় না? অমনি ত নিচ্ছেন না! আপাততঃ কুড়োরামের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে রাখা। তার পর আপনার চিরকালই কি এমনি যাবে? সময় ফিরলে শুধে দেবেন।

রঘু। তা ত তাকে বলেছিলুম।

জয়া। সে একসময়ের চাকর ত বটে—তার টাকা কি আমরা খেয়ে ব'সে থাকব? সময় হ'লেই শুধে দেব।

রঘু। সে সব বলেছি মা।

জয়া। সে কি সাহায্য করতে চায় না?

রঘু। সাহায্য করতে চেয়েছিল, কিন্তু যে সর্ত্তে চেয়েছিল তাতে তার সহায্য নেওয়া কি, তার মুখ দর্শন করব না মনে মনে ঠিক করেছি।

জয়া। সে কি বলে?

রঘু। কি বলে, আর তোমার কাছে কি ক'রে বলব মা? কুড়োরাম ত সুদখোর, তার চোখের পরদা না থাকতে পারে, কিন্তু যে অকৃতজ্ঞ মনিবের দুঃসময়ে তাকে তীব্র রহস্য করতে পারে, তার মতন নরাধম আর নেই।

জয়া। কি বলেছে বাবা?

রঘু। এই যে বললুম—তা তোমার কাছে কি ক'রে বলব মা! পাষণ্ডের বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে, তাই সে ফের বিয়ে করবার জন্য পাগল হয়েছে।

জয়া। বুঝেছি—

রঘু। মা! নরাধম আমাকে বলে কি, তোমার কন্যাটি আমাকে দাও, আমি সব টাকা শুধে দিচ্ছি।

জয়া। তা ঋণের চেয়ে কি পাপ আছে বাবা?

রঘু। তা নেই সত্য, কিন্তু দেখে শুনে আমার সোনার প্রতিমাকে বাটের মড়াকে ধ'রে দেব! তার চেয়েও কি পাপ আছে মা? ফুল তুলতে যাচ্ছ, তুলে নিয়ে এস। আমি একবার বন্ধুর ছেলের অন্বেষণ করব। পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠীর ছেলে, সে তোমারই মতন আমার প্রিয়। তাকে পেলে তোমাকে ধ'রে দিই। তার পর আমার আর কি—সন্ন্যাসী হয়ে পথে পথে বেড়াব। নাও মা দেরী ক'র না, কুলদেবতার ভাগ্যে বোধ হয় বেশী দিন আর তোমার ফুল পাওয়া হয় না।

[প্রস্থান।

(মানিনীর প্রবেশ)

মানিনী। আঃ এক-চোকো বিধেতা! যে খেতে পায় না, তার ঘরে কুকুরবাচ্ছার মতন ছেলে পাঠাচ্ছিস! আর আমাকে একটা কানা-খোঁড়া ছেলে দিতেও কি তোর হাতে আগুন লেগে গেছে! এত দেবতার দোরে মাথা খুঁড়লুম—চণ্ডী, মাকুণ্ডী, ষষ্ঠী, পঞ্চানন্দ—কত ঠাকুরের কাছে মানত করলুম, কেউ কিছু করলে না। ফাঁকি দিয়ে আমার সব সিন্নিগুলা খেয়ে ফেললে! আরে মর! কে তুই? আরে—চোখের মাথা খেয়েছিস না কি?

জয়। কেও শেঠগিন্নী?

মানিনী। যা যা আর শেঠগিন্নী ব'লে আদর কাড়াতে হবে না! রূপের ঠেকারে একেবারে মাটিতে পা পড়ছে না দেখছি যে—তবু যদি বাপের এক কড়ার মুরোদ থাকত! আ—মর!

জয়া। মিছি মিছি আমাকে গাল দিতে লাগলে কেন বাছা?

(কুড়োরামের প্রবেশ)

কুড়ো। কি কি—হ'ল কি?

মানিনী। কাঙ্গালের মেয়ের এত অহঙ্কার কেন? অহঙ্কারের গোড়া আমার হাতে—মুচড়ে দিলে কোন্ চুলোয় যাস্ তা জানিস?

কুড়ো। আরে হ'ল কি—হ'ল কি—ছুঁড়ী তোর অপমান করলে না কি?

জয়া। আমি পেছন ফিরে যাচ্ছি, তুমিই ত আমার পিঠে এসে পড়লে! তুমি চোখে দেখতে পেলে না, তাতে আমার দোষ?

মানিনী। দেখলে দেখলে—আবাগী চোক তুলে গাল দিলে?

কুড়ো। কি?—দেনায় বাপের মাথা আমার কাছে বিক্রী—তার মেয়ের এত অহঙ্কার! চ'লে আয় মানু—চ'লে আয়। আমি আজই এর বিহিত করছি।

মানিনী। তোমারই জন্ত ত এই সব অসৈরণ সইতে হয়। বার বার বলি যে কাঙ্গালকে দয়া দেখিও না।

কুড়ো। আর দেখাব না—দেখিয়ে অন্যায় করেছি। দেখ্ জয়া! ঘরে গিয়ে তোর বাপকে বল্‌গে যা—কাল সকালের মধ্যে সে যদি টাকা শুধতে না পারে, তা হ'লে বাড়ী থেকে তোদের দূর ক'রে দেব।

জয়া। কালকের মধ্যে কেমন ক'রে দেবে?

কুড়ো। কেমন ক'রে দেবে তা আমি কি জানি? সে না দিতে পারে, তুই খুবড়ো মেয়ে হয়ে রয়েছিস, তুই রোজগার ক'রে দে।

জয়া। (চক্ষে অঞ্চল দিয়া ক্রন্দন)

মানিনী। আর মায়া-কান্না কাঁদতে হবে না।

কুড়ো। চাকাদাস বাবু টাকা দিতে চাইলে, বেটার অহঙ্কারে টাকা নেওয়া হ'ল না! মেয়ে রাজপুত্তুরকে দেবে ব'লে পাঁড় ক'রে রাখা হয়েছে, গুরুজনের মান জানে না। চ'লে আয়।

জয়া। দোহাই বাবু—মাপ চাচ্ছি—রাগ করবেন না।

মানিনী। যা যা—গোড়া কেটে আগায় জল!

(সুরেশ্বরের প্রবেশ)

সুরে। কি গো! ব্যাপারখানা কি? তাই ত এ তোমরা কি করছ? বুড়ো মিন্‌সে-মাগীতে প'ড়ে একটি বালিকাকে কাঁদাচ্ছ?

মানিনী। আরে ম'ল হাড় হাবাতে ছোঁড়া—মাগী—

বুড়ো। এত বড় স্পর্দ্ধা মিন্‌সে! কে তুই?

সুরে। আচ্ছা ভুল হয়েছে—খোকা আর খুকী। তা খোকামণা আর খুকিমণি এ মেয়েটাকে কাঁদাচ্ছ কেন?

কুড়ো। পাজি বেটা তামাসা? লোক চেন না? এই এখুনি মাথার খুলি উড়িয়ে দেব তা জানিস?

সুরে। কই দে দেখি বেটা কাকভুষুণ্ডি—দেখি তোর কত বড় ক্ষমতা?

মানিনী। ওগো মারবে নাকি গো?

কুড়ো। চ'লে এস মানু, চ'লে এস, গুণ্ডা—গুণ্ডা! যা বেটী ঘরে যা। সঙ্গে গুণ্ডা ছোঁড়া নিয়ে লড়াই করতে এসেছিস? তোর বাবাকে বলগে যা, তার কোন্ বাবা তাকে বাড়ীতে রাখতে পারে—গুণ্ডা—গুণ্ডা—চ'লে এস মানু, চ'লে এস।

[প্রস্থান।

জয়া। কেন ওদের চটিয়ে দিলেন? আমি হাতে পায়ে ধ'রে ওদের ঠাণ্ডা করছিলুম। এখন কি হবে? কাল যে আমাদের পথে বসতে হবে—

সুরে। পথে বসতে হবে কেন?

জয়া। সর্ব্বস্ব ওদের কাছে বাঁধা—মাথার চুল পর্য্যন্ত বিক্রী!

সুরে। বটে! তা ত বুঝতে পারি নি। তোমাদের সর্ব্বস্ব ওই নরাধমের কাছে বাঁধা?

জয়া। সর্ব্বস্ব! কাল যদি ও আমাদের তাড়িয়ে দেয়, তা হ'লে একেবারে আমাদের গাছতলা আশ্রয় করতে হবে।

সুরে। তাই ত গা! তা হ'লে ত তোমার বড়ই ক্ষতি করলুম!

জয়া। তাতে তোমার দোষ কি? তুমি ভাল করতে এসেছিলে—আমার বরাতে মন্দ হয়ে গেল। তা তুমি করবে কি? ওরা বড় নিষ্ঠুর। আসলের চারগুণ সুদ ওরা বাবার কাছে আদায় করেছে, তবু আসল ঋণ শোধ হ'ল না।

সুরে। কত টাকা ঋণ জান?

জয়া। ঠিক জানি না।—তবে শুনেছি অনেক—প্রায় দশ হাজার টাকা। বাবা রোগ-শয্যায় প'ড়ে ঋণ করেছিলেন।

সুরে। আচ্ছা! আমি যদি তোমাদের হয়ে বুড়োর হাতে পায়ে ধরি?

জয়া। ধ'রে লাভ?

সুরে। কিছুদিনের জন্ত যদি তোমাদের ঘর-দোর ক্রোক করা স্থগিত রাখতে পারি?

জয়া। তাতেই বা কি? আমরা ওর দেনা কেমন ক'রে শুধব, তা ত বুঝতে পারছি না।

সুরে। আমি একবার শোধবার চেষ্টা ক'রে দেখবো ?

জয়া। তুমি কে ?

সুরে। কি বলবো—এখন আমি ভিখারী—আমার পিতা এক জন ধনবান্ শ্রেষ্ঠী ছিলেন। আমি অদৃষ্টগুণে কিন্তু সর্ব্বস্বান্ত।

জয়া। তুমি কি ক'রে শুধবে ?

সুরে। শেঠের ছেলে, পয়সাই নেই—কিন্তু পয়সা রোজগারের কি বুদ্ধিও নেই ?

জয়া। আমার বাবা যদি তোমার পয়সা না নেন ?

সুরে। কেন নেবেন না, তা তো জানি না। যদি না নেন, অন্য উপায়েও ত পরিশোধ করতে পারি !

জয়া। কি ক'রে ?

সুরে। তোমার বিবাহ হয়েছে ?

জয়া। না।

সুরে। তোমার জন্য কোন রাজপুত্তুর পাত্র সন্ধান ক'রে আনবো। তোমার যে রূপ, তুমি যার ঘরে যাবে, তার ঘরই আলো করবে।

জয়া। তুমি একবার আমার বাবার সঙ্গে দেখা কর না ?

সুরে। এখন নয়, ফিরে এসে। তোমার বাবার নাম কি ?

জয়া। রঘুবর শ্রেষ্ঠী।

সুরে। (স্বগত) তাই ত, এ যে আমার পিতৃবন্ধুর কন্যা ! কি আশ্চর্য্য, দুয়েরই অবস্থা এক হয়েছে !

জয়া। দেখা করতে চাও ত আমার সঙ্গে এসো না।

সুরে। তোমার নাম কি ?

জয়া। জয়া।

সুরে। জয়া ! যদি দেখা করবার যোগ্য হই ত দেখা করবো। তোমার পিতা আমার পিতৃতুল্য, আমি না জেনে তাঁর অনিষ্ট করলুম। জয়া ! দারুণ মর্ম্মবেদনা—যদি ফেরবার যোগ্য হই ত ফিরব—নইলে আর নয়।

[প্রস্থান।

জয়া। তাই ত ! এ কার সঙ্গে কথা কইলুম ? বাবার বন্ধুর পুত্র নয় ত ? হা ভগবান্ ! এমন অভাগিনী ক'রেও পাঠিয়েছিলে যে, কেবল লোকের মনে কষ্ট দিতে এসেছি ! আমাকে পেয়ে অবধি বাবা দুঃখী, মা দুঃখে দেহত্যাগ করেছেন, কে এক জন কোথা থেকে গরীব ব'লে দয়া করতে এল, তারও চোখে জল ফেলালুম।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাস্তা।

চাকাদাস ও মৃন্ময়ী।

চাকা। ও মেয়্নো ! মেয়্নো ! বলি ঠমকে চমকে চ'লেই চলেছ যে, গরীবের কথায় একবার কান দাও। ও মেয়্নো—

মৃন্ময়ী। তামাসা কর কেন বাবু ? আমরা গরীব—পেট ভ'রে দুবেলা খেতেই পাই না—আমাদের ঠমক হবে কিসে ?

চাকা। তা মুখের কাছে খোরাক ধ'রে রেখেছি—খাবে না, তা কি করব ?

মৃন্ময়ী। মুখের কাছে ধরলেই বা খেতে পারছি কৈ ? আজ খাওয়াবে, কাল গলা টিপে উগরিয়ে বার ক'রে নেবে।

চাকা। বলি, এই বসন্তের নব প্রভাতে একটা টেকো হাতে কোথায় চলেছো ?

মৃন্ময়ী। এই বুড়ো হয়েও মিন্ষেগুলোর রস মরে না দেখে—তাদের গলায় দড়ী দেবার সুতো কাটতে চলেছি।

চাকা। ক্রুদ্ধ হয়ো না—মেয়্নো—ক্রুদ্ধ হয়ো না।

মৃন্ময়ী। আমরা গরীব, আমাদের রাগে কার কি আসে যায় ! নাও, পথ ছাড়—কাজে যাই।

চাকা। বলি—জোগাড় ক'রে দিতে পারলে না ?

মৃন্ময়ী। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন বাবু ? তার বাপ রয়েছে—তাকে জিজ্ঞাসা কর, পাড়াপড়্শীরে আছে, তাদের জিজ্ঞাসা কর।

চাকা। পাড়াপড়্শীরে কি করবে ?

মৃন্ময়ী। বেশ, তারা না পারে, তার বাপ ত রয়েছে।

চাকা। সেটা গোঁয়ার-গোবিন্দ ! মেয়েটা রাণী হবে, তা বোঝে না।

মৃন্ময়ী। তবে আর আমাকে বলছ কেন বাবু? আমি তো আর মেয়ের মা নই।

চাকা। মায়ের বাড়া! মেয়নো! তুমি আছ, তাই বাপে-ঝিয়ে খেয়ে বাঁচছে। তুমি যদি চরকা কেটে রঘোটার সাহায্য না করতে, তা হ'লে কি আমাকে এত কষ্ট পেতে হয়? দু'দিন খেতে না পেলে আমাকে মেয়েটা দিতে পথ পেত না।

মৃন্ময়ী। তা আর কি করব বাবু! আজন্ম তাদের খেয়েই মানুষ হয়েছি। আজ তাদের দুঃসময়, তাদের জিনিস তাদের খাওয়াচ্ছি, তাতে বলবার কথা কি আছে? তুমিও ত খেয়েছ, এ সব ধন ঐশ্বর্য্যি কার হ'তে হ'ল, তা ত আমার জানতে বাকী নেই।

চাকা। আচ্ছা—ও কথা ছাড়ান দে।

মৃন্ময়ী। তোমরা বড় লোক, তোমরা যা কর, তাই সাজে।

চাকা। আচ্ছা, সাজে ত সাজে! এখন পারবি?

মৃন্ময়ী। পথ ছাড়।

চাকা। মেয়নো রে, নিদয় হয়ো না।

মৃন্ময়ী। এ তোমার কি স্বভাব বাবু? ছেলেপুলে নাতি-নাতনীতে ঘর বোঝাই। এ বয়সে আবার বিয়ে করতে সাধ যায় গা?

চাকা। মেয়নো রে! বুঝতে পারলি নি—আমার অবস্থা কি, বুঝতে পারলি নি? আমি যতক্ষণ বাইরে বাইরে আছি, ততক্ষণই বেশ আছি। ঘরে গিয়ে সবাইকে দেখতে পাই, কিন্তু কাউকেও দেখতে পাই না! মেয়নো রে, দারুণ বিরহ—অহরহ—দুঃসহ—

মৃন্ময়ী। তা হ'লে এক কাজ কর। কালুরায়ের মাদুলী পর, সে মাদুলী গলায় পরলে বাঘ পালায়, আর তোমার বিরহ পালাবে না?

চাকা। সে মাদুলী তোর গলায় মেয়নো—দয়া ক'রে অয়াটাকে দিয়ে দে।

মৃন্ময়ী। বালাই, বাছাকে আমার রাজপুত্রে নিয়ে যাবে। জেনে শুনে ঘাটের মড়াকে দিতে যাব কেন?

চাকা। কি বললি বেটী—ঘাটের মড়া?

মৃন্ময়ী। তা কি আবার টাটকা—বাসি!

চাকা। দেখ, এই ঠিকুজী দেখ!

মৃন্ময়ী। রেখে দাও তোমার ঠিকুজী।

চাকা। আরে দেখ্ না বেটী—রাগিস কেন—নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার।

মৃন্ময়ী। ও সাতগুষ্ঠী উদ্ধার হ'লেও বিশ্বাস করি না। কাগজ দেখিয়ে বয়স লুকুতে এসেছ?

চাকা। মেয়নো, মেয়নো! ও মেয়নো—

মৃন্ময়ী। নাও, পথ ছাড়বে তো ছাড়।

চাকা। দারুণ বিরহ—অহরহ—দুঃসহ—

মৃন্ময়ী। ও বিরহ কি এখানে মিটবে—একেবারে চিত্রগুপ্তর দপ্তরখানায় হিসেব নিকেশ দেবার সময়—যখন পেঁচো মামদোর রুলের গুঁতো খাবে, তখন মিটবে। মনিবের চুরি ক'রে মানুষ হ'লেই হয় না।

চাকা। কি বললি পাজী বেটী, চুরি?—

মৃন্ময়ী। তা হ'লে হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙ্গব না কি? কুলুচি গাইব? কি অবস্থায় এসেছিলে, মনে নেই?

চাকা। আচ্ছা, এখন যা যা—

মৃন্ময়ী। দেখ না, যতই বলছি, বাবু আমাকে ঘাঁটিও না, ততই বাড়াচ্ছ। বড় মানুষ হয়েছ—বেশ হয়েছ! সেই রকম ইজ্জত রেখে চললে ভাল হয় না?

চাকা। আচ্ছা, এখন যা, রাগ করিস নি, কিন্তু মেয়নো, একটু ভেবো। অনেক দিনের ভাব, একটু মনে রেখ।

(হরিহরের প্রবেশ)

হরি। বাবু—বাবু!

চাকা। কি রে—কি রে?

হরি। পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠীর ছেলে—

চাকা। কোথায় রে—কোথায় রে?

হরি। এই দিকেই আসছে।

চাকা। ভ্যালা বিপদই যা হোক—মেয়নো।

হরি। আগে চ'লে যান—চ'লে যান—এলো।

চাকা। দারুণ—দুঃসহ—মেয়নো—অহরহ—

[হরিহর ও চাকাদাসের প্রস্থান।

(সুরেশ্বরের প্রবেশ)

সুরে। হাঁ গা বাছা—এ দিকে বুড়ো চাকাদাসকে দেখেছ?

মৃন্ময়ী। তুমি কি পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠীর ছেলে?

সুরে। তুমি কেমন ক'রে জানলে?

মৃন্ময়ী। তুমি তার ছেলে ত?

সুরে। হাঁ—

মৃন্ময়ী। আহা, তাই ত বলি—বাপের মুখখানি যেন বসিয়ে রেখেছে।

সুরে। তুমি কে?

মৃন্ময়ী। আমার মনিবের সঙ্গে তোমার বাপের ছেলেবেলায় কি ভাবই ছিল!

সুরে। তুমি কি রঘুবর বাবুর বাড়ী থাক?

মৃন্ময়ী। থাকি কি বাবু—আমি তাকে মানুষ করেছি! তোমার বাবাকেও হাতে ক'রে কত খাইয়েছি। তা তুমি চাকাদাস বুড়োর খোঁজ করছিলে কেন?

সুরে। বুড়ো এখানে ছিল?

মৃন্ময়ী। ছিল বই কি, তুমি আসছ শুনেই পালাল।

সুরে। আজ এক মাস তাকে ধরবার চেষ্টা করছি—বেটা কেবল স'রে স'রে বেড়াচ্ছে—ধরা দিচ্ছে না।

মৃন্ময়ী। কেন, বুড়ো তোমাদেরও কিছু মেরেছে না কি?

সুরে। মেরেছে ব'লে মেরেছে—বাবা লাখ টাকা ওর কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন।

মৃন্ময়ী। আ হরি! সে কি আর পাবে?

সুরে। পাব না?

মৃন্ময়ী। বিশ্বাস ত হয় না। ঐ রকম পাঁচ জনের মেরেই ত ওর পয়সা। দেখ, চেষ্টা ক'রে দেখ।

সুরে। আমি ডুবেছি না ডুবতে আছি—টাকা না পেলে ওর ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেব।

[প্রস্থান।

মৃন্ময়ী। দেখ—চেষ্টা ক'রে দেখ।

(জয়ার প্রবেশ)

জয়া। কার সঙ্গে কথা কইছিলে দিদি!

মৃন্ময়ী। পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠীর ছেলে—ও মা! ও অত বড় হয়েছে, তা জানতুম না। অমন জানা ঘর, অমন দানার ছেলে, তা তোর বাপ এ-দিক উ-দিক ঘুরছে কেন?

জয়া। দিদি! তুই এক কাজ কর্ দেখি—এই ফুলটো নিয়ে বাড়ীতে রেখে আয় দেখি।

মৃন্ময়ী। তুই কোথায় যাবি?

জয়া। একবার চাকাদাসের কাছে যাব।

মৃন্ময়ী। ও মা! সে বেটার কাছে তুই কি করতে যাবি?

জয়া। দরকার আছে। এই ফুল নিয়ে ঘরে যা। কোথায় গেছি, বাবাকে বলিস নি।

[প্রস্থান।

মৃন্ময়ী। তার কাছে তোর কি দরকার? ও জয়া, জয়া—তাই ত, ব্যাপারখানা কি? চাকাদাসের কাছে জয়া জেনে-শুনে—তাই ত, কি হ'ল, কি হ'ল?

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

চাকাদাসের গৃহ।

চাকাদাস ও হরিহর।

চাকা। দরজা দে—দরজা দে—(কম্পন) বেটা খুন করবে ব'লে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হরি। আর কি এখানে আসতে কেউ সাহস করে?

চাকা। ওরে, তবু—কি জানি রে—মরিয়া, মরিয়া—

হরি। (দরজা বন্ধ করিতে যাইয়া) বাবু—বাবু!

(সুরেশ্বরের প্রবেশ)

সুরে। দূর তোর বাবু! চাকাদাস! যদি জীবনে মমতা থাকে ত আমার টাকা দাও।

চাকা। পাহারাওয়ালা—জমাদার—

সুরে। তারা আসতে আসতে তোমাকে শেষ করব। টাকা দাও।

চাকা। কিসের টাকা?

সুরে। বাবা লাখ টাকা তোমাকে দিয়েছে।

চাকা। লেখাপড়া কৈ?

সুরে। বিশ্বাসে দিয়েছ, লেখাপড়া কি?

চাকা। (হাস্য) এক পয়সা কেউ কাউকে বিনি দলিলে দেয় না—

সুরে। দেবে না?

চাকা। ওরে বেটা, কোতোয়ালীতে খবর দে না।

হরি। পাহারাওয়ালা—জমাদার—

সুরে। সাবধান—ঘর থেকে বেরুবি ত তোর মনিবকে মেরে ফেলবো। (অস্ত্র বাহিরকরণ)

চাকা। ও বাবা—মেরে ফেলবে না কি?

সুরে। কি বল চাকাদাস ?

চাকা। আচ্ছা, হিসেব করি।

সুরে। চল।

(জয়ার প্রবেশ)

জয়া। চাকাদাস !

সুরে। এ কি জয়া তুমি এখানে ?

জয়া। চাকাদাস !

চাকা। অ্যাঁ—অ্যাঁ—জয়া—জয়া। উঃ! বিরহ—দারুণ—দুঃসহ—

সুরে। চোপ্—(চাকাদাসের কম্পন)

জয়া। চাকাদাস! তুমি আমার পিতার ঋণ শোধ কর—আমি তোমাকে বিবাহ করব।

চাকা। (উল্লাসে) হরে কৃষ্ণ—

সুরে। চোপ্—উল্লাস কিসের—আমি চোকের ওপর কি তা হ'তে দেব ? আচ্ছা আমি লাখ চাই না—তুমি জয়ার পিতার ঋণ শোধ কর।

চাকা। রাগ ক'র না—রাগ ক'র না—তোমার সব টাকাই চুকিয়ে দেব—ওরে, বাবুকে হাত-পা-মুখ ধোবার জল দে—জল দে—খাবার দে—

সুরে। না, চাকাদাস, আমি আর কিছু চাই না। তুমি এই বালিকার পিতাকে ঋণমুক্ত কর।

চাকা। হবে—হবে—ব্যস্ত হয়ো না—জয়া—জয়া—কথা ঠিক ত ?

জয়া। আমি মিথ্যে কইতে আসি নি—তুমি আমার পিতাকে ঋণমুক্ত ক'রে আমাকে বিবাহ কর। তুমি যদি বিবাহ না কর ত স্বতন্ত্র কথা—কিন্তু আমি প্রস্তুত।

চাকা। আমিও—জয়া—জয়া—আমি তোমার বিরহ—অহরহ- দুঃসহ—

জয়া। তা হ'লে আজই শোধ করবে বল—

চাকা। আজ কি জয়া—এখনি !—এস, তোমারও টাকা দিই—জয়ারও ঋণশোধ করি।

সুরে। আমি এমন ক'রে টাকা চাই না। জয়া, দোহাই জয়া—ক্ষণেক অপেক্ষা কর—আমি যদি অন্য কোন উপায়ে তোমাদের দেনা শোধ করতে পারি, তা হ'লে এ নরাধমকে আত্মসমর্পণ করতে দেব না। প্রাণ থাকতে দেব না। [জয়াকে লইয়া প্রস্থান।

হরি। বাবু! হয়েও কি ফসকে গেল ?

চাকা। আর কি যায়—ও বেটার কি আছে যে শুধবে ?—লাভের মধ্যে লাখ টাকাটা বাঁচিল—সেটা বেঁচে গেল। নে, চ'লে আয়, আহা, জয়া রে—জয়া—একটুখানি দয়া—যা শিগগির যা, বন্ধু কুতোরামকে এখনি ব'লে আয়, টাকা আমি দেব, আর যেন কারও কাছে সে না নেয়। আমি কোতোয়ালীতে খবর দিয়ে রাখি—বেটা এলেই গ্রেপ্তার করিয়ে দেব।

চতুর্থ দৃশ্য

উদ্যান।

পুষ্পরথ ও চিত্রলেখা।

পুষ্প। কি সই—ভবের হাটের মজা দেখলে ?

চিত্র। তা তো দেখলুম!—কিন্তু এরা কি নির্বোধ ? এই যে সব অধর্ম্মে ধনসঞ্চয় করছে, এরা ক'দিন তা ভোগ করবে—ক'দিন এখানে থাকবে ?

পুষ্প। সেইটেই ত মজা!

চিত্র। তার পর ত আমাদেরই হাতে পড়বে।

পুষ্প। সে যখন পড়বে, তখন বুঝে নেওয়া যাবে—এখন যা করতে এসেছি, তাই কর।

চিত্র। বেশ—স্বপনের বাগানে ফুল ফোটাও!

তুলিয়া পঞ্চমে তান কোকিল ধর রে গান
কর গান চকোর চকোরী।
পরি গলে ফুল-মালা এস এস ফুলবালা
বীণা-যন্ত্র চারু করে ধরি॥
মিলায়ে প্রাণের সনে এস লো মোদের গানে
কামী জনে পাড়ি ভূমিতলে।
হিমালয়-নিদ্রা এনে মিলায়ে মলয় সনে
এস দিই চোখে তার ঢেলে॥

পুষ্প। মায়ালতা-রস সমীরণ সনে
মাথায়ে ধরায় করিনু দান।
মুদিয়া যাইবে সবার নয়ন
ভাসিয়ে যাইবে সবার প্রাণ॥
কোথা হ'তে আমি এসেছি কোথায়
কোথায় চলেছি কি নাম কার।
সবাই ভাবিবে আকুল হইবে
ঘুম হ'তে কেহ পাবে না পার॥

(সখীগণের প্রবেশ)

(গীত)

নিদাঘের বেলা কুরঙ্গী আকুলা
পিয়াসে ছুটিনু তটিনী-কুল ;
পরশিতে নীরে, বন ঘেরা তীরে
একটি ফুটিয়া উঠিল ফুল।
পিপাসার বারি করিতে পান
গন্ধে আমারে দিল গো টান,
পাছুতে নিষাদ ধরেছে বাণ
ছিঁড়িতে হৃদয়-মূল।
হতাশে অবশ, হরিল বল,
নীরস নয়নে পূরিল জল ;
তথাপি রে বিধি কি তোর ছল
পরাণ বেড়িয়া জড়ালি ভুল।

পঞ্চম দৃশ্য

কুড়োরামের অন্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গণ।

কুড়োরাম ও মানিনী।

মানিনী। মুখে আগুন দেবতার—মুখে আগুন বিধেতার। একটা কাণা-খোঁড়া ছেলে-মেয়েও দিতে পারলে না গা!

কুড়ো। দিয়ে ত ছিল, তাও ছাই রইল কৈ!

মানিনী। সে কি আর দিয়েছিল গা! তামাসা করেছিল। পাঁচ মাসেই জন্মাল—ছেলে হ'ল কি মেয়ে হ'ল, তাও বুঝতে পারলুম না। হা ভগবান্! বুঝতে পারলে তার নাম ধ'রেও না হয় দুদণ্ড কাঁদতুম।

(নেপথ্যে শিশুর ক্রন্দন)

কুড়ো। কি হ'ল? পুঁইমাচার তলায় ছেলে কাঁদে কে?

মানিনী। কে কাঁদবে? তুমিও যেমন—আমার ঘরে ছেলে কাঁদবে, এমন দিন কি হবে? ও কার ছেলে কোথায় কাঁদছে। কোথায় খেতে পাবে না, পথের ধুলোয় গড়াগড়ি খাবে বেছে বেছে হতভাগাগুলো সেই ঘরেই আসবে। আমার ঘরে এলে সোনার পালঙ্কে শোবে—ক্ষীর ননী মাখন খাবে—পাঁচটা চাকর-দাসীতে কোলে করে নাচাবে, তা এখানে তারা আসবে কেন?

কুড়ো। যাক্, যা পাবার নয়, তার জন্য আর দুঃখ ক'রে ফল কি? এমন বরাত, লোকের একটা ভাগনী-ভাগনা থাকে, তাও নেই।

মানিনী। তোমার না থাকলে ত ক্ষতি ছিল না—আমারও একটা ভাই-বন্ধু থাকতো ত তাদের ছেলে এনে মানুষ করতুম।

কুড়ো। যাক, আর ও চিন্তা ছাড়।

মানিনী। আহা বাছাকে আমার ঐ পুঁইমাচার তলাতেই পুঁতে রেখেছিলুম।

কুড়ো। সে কথা তুলে আর কি হবে মানু? যাই, আর একটা বিষয় হাতে আসছে, সেটাকে আমি। তার পর একটি পুষ্যিপুত্তুর নেওয়া যাক।

মানিনী। কাজেই, বিষয় যখন করেছ, তখন নামটা বজায় রাখতে হবে ত। আহা! বাছা আমার বেঁচে থাকলে ত্রিশ বছরের সা-জোয়ান হতো। ছেলে হ'লে হত রাজপুত্তুর আর মেয়ে হ'লে—

কুড়ো। আর বলো না মানু—আর বলো না। প্রাণেশ্বরি, মেয়ে বেঁচে থাকলে হ'ত বিদ্যাধরী।

মানিনী। তার রূপের কাছে কি জয়া দাঁড়াতে পারতো?

(নেপথ্যে শিশুর ক্রন্দন)

কুড়ো। তাই ত! আবার কান্না ওঠে যে!

মানিনী। তাই ত গো! পুঁইমাচার নীচেই যে শব্দ উঠছে!

(নিবারণ-বেশে পুষ্পরথের প্রবেশ)

নিবা। হুজুর! হুজুর!

কুড়ো। কি রে, কি রে—কিসের শব্দ রে?

(ক্রন্দন)

মানিনী। ওগো, কান্না যে ক্রমে বাড়ছে, এগিয়ে দেখ না।

কুড়ো। ও আঁটকুড়ীর বেটা! এগিয়ে দেখ না, কোথায় কার ছেলে কাঁদছে, খোঁজ কর না।

নিবা খোঁজ করিছি হুজুর।

কুড়ো। কার ছেলে রে—কার ছেলে?

নিবা। ছেলে নয়।

মানিনী। মেয়েরেই মতন গলা বটে! কার মেয়ে রে—কার মেয়ে?

নিবা। মেয়ে নয়।

কুড়ো। ছেলে নয়, মেয়ে নয়—তবে কি?

নিবা। এক রকম কি!

(নেপথ্যে—মা! মা! ক্রন্দন)

মানিনী। ওগো! মা, মা ক'রে কাঁদে যে গো!

কুড়ো। তাই ত, এতক্ষণ ট্যাঁ ট্যাঁ ক'রে কাঁদছিল—ভাল বুঝতে পারছিলুম না। এখন স্পষ্ট মা—মা বলছে যে! ও আঁটকুড়ীর বেটা, কি দেখলি বল?

নিবা। এতক্ষণ হুজুর কল বেরুচ্ছিল—তাই ট্যাঁ ট্যাঁ করছিল, এইবারে গজালো।

(নেপথ্যে—বা—বা ক্রন্দন)

মানিনী। ওগো, আবার বাবা বাবা ক'রে যে গো—তোমাকে ডাকে যে গো!

কুড়ো। তাই ত—তাই ত!

নিবা। এইবারে গাছ হ'ল।

কুড়ো। গাছ হবে কি রে—বাবা—বাবা ক'রে গাছ হবে কি রে!

নিবা। আর দেখতে দেখতে হয়ে পড়লো হুজুর—আর হবে কি!

কুড়ো। কি হয়েছে খুলে বলবি তো বল—নইলে তোকে মেরেই ফেলবো—পাজী নচ্ছার হতভাগা পাষণ্ড নিবে—

নিবা। হুজুর কি ওখানে কখন কিছু পুঁতেছিলেন?

মানিনী। কেন বল দেখি?

নিবা। তুমি আমাকে ঐখানে পুঁইগাছ পুঁততে বললে না? আমি মাটাটি জল দে ভিজিয়ে যেমন চারাটি পুঁততে যাব—অমনি মাটীর ভেতর থেকে ট্যাঁ ক'রে এক জন গজিয়ে উঠল!

উভয়ে। বলিস কি—বলিস কি? তার পর?

নিবা। তার পর—যেমন আমি সেটাকে মাটী চাপা দিতে গেছি, অমনি ম্যা ক'রে হাত-পা ছুড়ে ডালপালা বার ক'রে ফেললে।

উভয়ে। তার পর?

নিবা। তার পর আর কি? বাবা বলছে আর হাঁ করছে, আর চারিদিকে শেকড় গেড়ে শুঁড়ি হচ্ছে।

কুড়ো। তা হ'লেই ঠিক হয়েছে। মানু—মানু—তোমার গর্ভের ছেলে পুঁতলে গাছ হবে! সে কি মরে!

মানিনী। ওগো চল গো—কি হ'ল দেখে আসি। বাবা হ'ল কি মা হ'ল। ওগো, ত্রিশ বছর বাছা আমার জল পায়নি গো।

নিবা। ও বাবা! তাই! ত্রিশ বছর জল পায় নি—যেমন জল পেয়েছে, অমনি কিলবিল ক'রে কেঁচোর মতন বেরিয়ে পড়েছে।

মানিনী। কৈ রে, চল চল, দেখি।

(সকলের অগ্রগমন)

নিবা। এই যে—এই যে—মাটী উসখুস করছে।

কুড়ো। ওরে, জল আছড়া দে—জল আছড়া দে।

মানিনী। ওরে, কেঁদে কেঁদে বাছার বুঝি দম আটকে গেল রে—তোল তোল!

কুড়ো। ওরে বাবা রে এ কি! গরুড়! গরুড়!

মানিনী। ষাট! ষাট!—বল কি—মেয়ে—মেয়ে—আমার বাছা—পুঁইমাচা থেকে বেরিয়েছে—আমার পুঁইমণি—

কুড়ো। মেয়ে কি রে!

মানিনী। দূর কাণা মিনসে—আমার পদ্মফুল, গোবরগাদা থেকে বেরুচ্ছে—দেখতে পাচ্ছ না?

পুঁই। মা—(পুঁই-সুন্দরীর উত্থান)

মানিনী। কি মা—কি মা! ওগো শোন—কর্ণজুড়ুনো মা কথা শোন—

পুঁই। ব্যাব্যা—

মানিনী। শোনো—শোনো—জন্ম সার্থক কর—কাণে কি তুলো দিয়ে রেখেছিস মিনসে?—

কুড়ো। তাই ত—তাই ত—এ কি ব্যাপার মানু?

নিবা। ওগো, হাঁ করেছে—হাঁ করেছে—

কুড়ো। তাই ত—তাই ত—দুধ! ওরে নিবে, দুধ আন।

পুঁই। আমি কোলা ব্যাং খাবো।

কুড়ো। এই এই!—গরুড়! গরুড়!

মানিনী। গরুড়-গরুড় করছ কি—বাছা ত্রিশ বছর মাটীর ভেতর ছিল—সেখানে কি দুধ আছে—তা খাবে? বাছা আমার ব্যাং খেয়ে বেঁচে আছে।

কুড়ো। বটে—বটে—দুধ—দুধ—ওরে নিবে, দুধ—পুঁই-সুন্দরীকে দুগ্ধদান)

মানিনী। খাও মা আমার, পেট ভরে দুধ খাও।

পুঁই। ম্যা—

নিবা। ওগো, চোখ ঘোরাচ্ছে!

মানিনী। কি মা? কি মা?

পুঁই। আমি বিয়ে করবো।

মানিনী। ওগো—ওগো! শোন শোন—পুঁইমণি আমার বলে কি শোন!

কুড়ো। দূর! বিয়ে করবে কি?

মানিনী। কি আমার মেয়ে আইবুড়ো থাকবে?

নিবা। পাত্র দেখব—পাত্র দেখব—

মানিনী। এখনই—পাত্র দেখ, নিবে পাত্র দেখ।

[পুষ্পরথের প্রস্থান।

কুড়ো। কি পাগলামি করছ মানু! এ মেয়েকে তোমার বিয়ে করবে কে?

পুঁই। আমি রাঙা বর বিয়ে করবো।

মানিনী। ওই শোন গো—ওই শোন—জন্মেই ঝি পুঁইমণি আমার বিরহে মারা যায়।

কুড়ো। আরে দূর মাগী—এ মেয়েকে কে বিয়ে করবে?

(পুষ্পরথ ও সুরেশ্বরের প্রবেশ)

নিবা। মিলেছে—পাত্র মিলেছে—

সুরে। আমি বিয়ে করবো—কই কুড়োরাম বাবু! তোমার মেয়ে—

কুড়ো। ঐ আমার মেয়ে—ওকে বিয়ে করতে পারবে?

পুঁই। আমি রাঙা বর বিয়ে করবো।

মানিনী। তা বাবু! তুমি যদি আমার মেয়েকে ও—তা হ'লে যা কিছু আমার আছে, সবই তোমার।

সুরে। এই মেয়ে! (স্বগত) এ ত একটা স্ত্রী—তাই ত কি করি—জয়া জয়া—তোমার উদ্ধারের জন্য আমি এই ভাগ্যটা স্বীকার করতে পারবো না!

কুড়ো। কি ভাবছ, পারবে?

নিবা। বিয়ে ক'রে ফেল বাবু! বিয়ে ক'রে ফেল!—দেখছ না—কচি কচি হাঁ।

কুড়ো। তুই বেটা থাম।

নিবা। মাটী-চাপা ছিল ব'লে হাত-পা ভাল হয় নি। ওই ছাঁচি কুমড়োর ভেতরে সব আছে। ছাতলার জল গায়ে লাগলেই—ফর ফর ক'রে সব হয়ে উঠবে।

কুড়ো। পাজী বেটা! থামতে পার না?

মানিনী। কেন নিবে ত ঠিক বলেছে—এই সবে ওর চোক ফুটছে, এর পর সুবিধে মত হাত-পা করবে।

কুড়ো। কি বল—

সুরে। পারি, তুমি যদি আমাকে আজ সন্ধ্যার মধ্যে দশ হাজার টাকা দাও।

কুড়ো। আর তুমি টাকাটি হাত ক'রেই স'রে যাও?

সুরে। আমি চুক্তি-পত্রে লেখাপড়া ক'রে দিচ্ছি।

কুড়ো। বেশ, চল—তা হ'লে সন্ধ্যে কেন—এখনই টাকা দিচ্ছি।

মানিনী। এস বাবা—এস বাবা—এস—দশ হাজার বলছ কি, সবই তোমার!

পুঁই। ট্যা—ট্যা।

মানিনী। আবার ট্যা ট্যা কেন রে বেটি? এই যে তোর রাঙা বর হ'ল!—

নিবা। ওগো দুধ খেয়ে পুঁইমণি জাবর কাটছে—

মানিনী। তোর বাবা জাবর কাটুক—নে চল—মাকে নিয়ে চল্।

ষষ্ঠ দৃশ্য

চাকাদাসের কক্ষ।

চাকাদাস ও জয়া।

চাকা। জয়া—জয়া—প্রাণের জয়া—তুমি আমার এসেছ!

জয়া। এসেছি—ঋণের জ্বালায় জর্জ্জরিত হয়ে এসেছি। ঋণদায়গ্রস্ত পিতার কষ্ট দেখে এসেছি। চাকাদাস বাবু! আমাকে গ্রহণ ক'রে তুমি আমার পিতাকে ঋণমুক্ত কর।

চাকা। সব করব—জয়া—প্রাণের জয়া—হৃদয়েশ্বরি—আমার হৃদ্‌বৃন্দাবনের প্রেমবিহ্বল কিশোরি! মরি মরি—কি মাধুরী! সব করব—সব করব—জয়া তুমি আর হয়ো না নির্দয়া।

জয়া। আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না। কুড়োরাম আমার পিতাকে লাঞ্ছিত করছে—

চাকা। আর তার সাধ্য কি—তুমি যখন আমার হয়েছ, তখন আর কার বাবার ক্ষমতা, তোমার বাবাকে লাঞ্ছিত করে? সব করব! তোমাকেও গ্রহণ করব! আর তোমার বাবাকেও ঋণমুক্ত করব। প্রাণেশ্বরি—কাছে এস—একবার প্রাণেশ্বর বল—একবার বাহুলতা প্রসারণ ক'রে আমার প্রাণের বিরহকে আঁকড়ে, তাকে চেপে মেরে ফেলতে ফেলতে বল, "প্রাণেশ্বর!

তোমার আমি কত ভালবাসি! কেবল ভালবাসি?—ভালবাসার ওপর বাসি—দিবানিশি পাশাপাশি, হাসাহাসি আর ভাসাভাসি।

জয়া। আমি তোমার এ সকল কথা কিছু বুঝতে পারছি না! পিতার মলিন মুখ, ছলছল চোখ দেখে এসেছি—

চাকা। সব সেরে যাবে—সব সেরে যাবে। দু'দশ হাজার টাকার কথা কি বলছ—আমার সর্ব্বস্ব তোমার হবে।

জয়া। কই, দাও—আমি সর্ব্বস্ব চাই না—সামান্য অর্থ—পিতার ঋণ—কই চাকাদাস বাবু, দাও।

চাকা। ব্যস্ত হয়ো না—যখন তুমি আমার, তখন সব তোমার।

জয়া। মুখে বলছ, না প্রাণে বলছ?

চাকা। প্রাণে প্রাণে—হৃদয়কমলের মাঝখানে। দেখ দেখ, বিশ্বাস না হয় ত নখকুড়ুল দিয়ে চিরে দেখ। বিরহ—দারুণ বিরহ—অহরহ—দুঃসহ—জয়া সেই বিরহ আগুনে জল দাও, আর আমার সিন্দুকের চাবী নাও!

জয়া। তা হ'লে কি করতে হবে বল?

চাকা। তোমার বাপকে নিয়ে এস—সে এসে গিরিমেণ্টে লেখাপড়া ক'রে দিক—আর সমস্ত ঋণের টাকা চুকিয়ে নিয়ে যাক্। ডান হাতে চুক্তি, আর বাঁ হাতে টাকা।

জয়া। আমার কথায় বিশ্বাস হ'ল না চাকাদাস বাবু?

চাকা। হা হা হা—কি জান জয়া—তুমি নাবালিকা—রাজার আইন বড় কড়া—নাবালকের সই ত গ্রাহ্য হবে না। জয়া! দুনিয়াটা ছলনা—নইলে তোমায় বিশ্বাস করবো না! তোমার চাঁদমুখ, মরি মরি—বিশ্বাসের লবজলহরী।

জয়া। হুঁ—তা তো বুঝতে পারি নি।

চাকা। তার পর কি জান জয়া! তুমি যখন আমার প্রাণেশ্বরী, তখন তোমার কাছে গোপন করব না। আমার অনেক দুঃখের টাকা, আর তোমার প্রাণটা এখনও ফাঁকা ফাকা। সঙ্গে সকল 'কুরের' গোড়া, দেখছি একটা উচকা ছোঁড়া। তোমার বাপকে আন—বিবাহের চুক্তি কর—টাকা নাও।

জয়া। সেও যে আমার মতন ভিখারী—তার চোখের জলে ত আমার ঋণ শোধ হবে না।

চাকা। তা ত হবে না—কিন্তু কি জান—সে বেটা মায়াবীর চোখের জল—তোমারও প্রাণটা তরল—ও দুই তরলের মাঝখানে চাকাদাসের টাকা—প্রাণেশ্বরি! ডুবুরী লাগালেও আর তা খুঁজে বার করতে পারবো না।

(রঘুবরের প্রবেশ)

রঘু। জয়া—জয়া—রক্ষা কর্—মর্ম্মবেদনা দিস নি—আমার সর্ব্বস্ব যাক্—তোকে নিয়ে আমি পথে পথে ভিক্ষা করবো!

চাকা। ওই শোন—ওই শোন—

রঘু। তথাপি এ অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যের হাতে তোকে দিতে পারবো না।

চাকা। ওই শোন—ওই শোন।

জয়া। দোহাই পিতা রক্ষা করুন, আমি সন্তুষ্ট চিত্তেই এখানে এসেছি—সব বুঝে এসেছি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, যে দণ্ডে কুড়োরাম আপনার হাত ধ'রে আপনাকে ঘরের বার ক'রে দেবে, সেই দণ্ডেই আমি আত্মহত্যা করবো।—দাও বাবা, অনুমতি দাও।

রঘু। একান্তই শুনবি নি।

জয়া। একান্তই শুনবো না। আপনি সই ক'রে দিন, দিয়ে ঋণের টাকা গ্রহণ করুন।

রঘু। চাকাদাস! কাগজ কলম দাও—কি লিখতে হবে, ব'লে দাও।

[সকলের প্রস্থান।

(সুরেশ্বরের প্রবেশ)

সুরে। কই, কোথায় জয়া? টাকা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি—কই কোথাও ত তাদের দেখতে পাচ্ছি না। তার বাপকে পর্য্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না কেন? জয়া—জয়া—তবে কি আমার কেবল পণ্ডশ্রম হ'ল?—তুচ্ছ টাকা নিয়ে একটা প্রেতিনীকে বিবাহ করতে হ'ল?—যার উদ্ধার সঙ্কল্পে এ কাজ করলুম, তাকে কি তা হ'লে রক্ষা করতে পারলুম না? বালিকাও কি আমার সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রেতের হাতে পড়ল? জয়া—জয়া।

[প্রস্থান।

(জয়া ও রঘুবরের প্রবেশ)

রঘু। কি করলি মা? এখনও আমার হাত কাঁপছে—আমার বুক কেটে যাচ্ছে। জয়া! এত

কি তোর অভিমান হ'ল যে, শ্মশানের যাত্রীকে আত্মসমর্পণ করলি ?

জয়া। কিছু দুঃখ করবেন না বাবা, আমার বরাতে বৃদ্ধ স্বামী আছে, আপনি কি করবেন ? নিন্, এই টাকা এখনি কুড়োরামকে দিয়ে আসুন।

(সুরেশ্বরের পুনঃ প্রবেশ)

সুরে। এই যে—এই যে—জয়া—জয়া—আমি তোমার বাপের জন্য টাকা এনেছি।

জয়া। হা ভগবান্, এতক্ষণ পরে ?

রঘু। তুমি—তুমি! পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠীর ছেলে সুরেশ্বর! আ সর্ব্বনাশী—সর্ব্বনাশ করলি—অপেক্ষা করতে পারলিনি!

সুরে। কি করেছে ?

জয়া। আমি অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে এসেছি।

সুরে। আবদ্ধ হয়েছ ?—আর আমি যে তোমাকে উদ্ধার করতে দুর্গন্ধময় পঙ্কে ডুব দিয়ে এলুম।

জয়া। সে কি - কি করলে সুরেশ্বর বাবু ?

সুরে। কি করলুন! বলতে আমার হুঙ্কার আসছে। আমি এক প্রেতিনীকে বিবাহ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে এসেছি।

জয়া। হা ভগবান্, তোমারও আমার মতন অদৃষ্ট!

সুরে। আমার অদৃষ্টে যা থাক, তোমাকে আমি কখন পিশাচের হাতে পড়তে দেব না।

(চাকাদাসের প্রবেশ)

চাকা। কি, কি—গোলমাল কিসের ?

সুরে। চাকাদাস বাবু—এই তোমার টাকা নাও—নিয়ে চুক্তিপত্র ফিরিয়ে দাও।

চাকা। টাকা—টাকা! তা দিতে ইচ্ছা কর—দিতে পার, তবে কি জানো, চুক্তি—তাতে আমার বড় ভক্তি।

সুরে। আমার পিতার গচ্ছিত লাখ টাকা, তার দাবী ছেড়ে দিচ্ছি—তার ওপর আবার টাকা দিচ্ছি।

চাকা। তোমার বাপের টাকা—মিনি থতে রাখা—উঃ! সে কত বড় ন্যাকা! হাতে আমি আকাশের চাঁদ পেয়ে, তোমাকে ধ'রে দিই ? কি প্রাণেশ্বরি! আমাকে কি বোকা পেয়ে ঠকাতে এসেছিলে ?

জয়া। না চাকাদাস বাবু!

চাকা। প্রাণেশ্বর বল—পয়সা দিয়েছি—প্রাণেশ্বর বল। যা একবার আমার সিন্দুকে ঢুকেছে, তা কখনও বেরোয় নি—আজ প্রথম বেরুলো—প্রাণেশ্বর বল—প্রাণেশ্বর বল।

জয়া। আমি যখন তোমাকে আত্মবিক্রয় করেছি, তখন তোমাকে তোমার ইচ্ছামত সম্বোধন করতে আমার বাধা নেই; কিন্তু তুমি যদি এর পরে আমাকে না নাও!

চাকা। আমি তোমাকে নেব না ? প্রাণেশ্বরী—অহরহ—বিরহ—দারুণ দুঃসহ—তোমাকে আমি নেব না ? তোমার বাপ বিবাহের এখনি উদ্‌যোগ করুক—আমি তা হ'লে আর তোমাকে ঘরে পর্য্যন্ত ফিরতে দিই না। প্রাণেশ্বরি! মরি মরি—কি বিরহ—অহরহ—দুঃসহ—আর ঘরে যাবার দরকার কি ? বল, এখানেই পুরুত ডাকি।

রঘু। ছি—ছি—এ আমি কি করলুম ? একটা এঁদো পুকুরে আমি সোনার প্রতিমা বিসর্জ্জন দিলুম! এই নে জয়া, তোর টাকা নে—আমি মোহে প'ড়ে কি করলুম, বুঝতে পারলুম না—এই যে তোর টাকা—তোর যা অভিরুচি তাই কর। [প্রস্থান।

জয়া। তাই ত কি করলুম ? চাকাদাস বাবু! বাবা যখন টাকা ফেলে চ'লে গেলেন, তখন আমি কি করব ? আপনার টাকা নিয়ে চুক্তিপত্র ফিরিয়ে দিন।

চাকা। কিছুতেই দেব না।

সুরে। ও টাকাও নাও—আমার টাকাও নাও—নিয়ে জয়াকে রেহাই দাও।

চাকা। কিছুতেই দেব না। বাড়াবাড়ি কর ত রাজাকে চুক্তিপত্র দেখাব—মিষ্ট কথায় কাজ না হয়, চুলের মুটী ধ'রে টেনে এনে বিয়ে করব। কে আছিস্ ? একে আর যেতে দিস্ নি—ঘরের ভেতরে পুরে রাখ।

নেপথ্যে পুষ্পরথ। হুজুর! হুজুর!

চাকা। কি রে—কি রে ?

নেপথ্যে। শীগ্‌গির এসো!

চাকা। কেন রে ?

নেপথ্যে! ভারী মজা—শীগ্‌গির এসো—নইলে দেখতে পাবে না। শীগ্‌গির, শীগ্‌গির!

চাকা। জয়া! শীগ্‌গির ঘরে গিয়ে প্রস্তুত হও। আমি শীগ্‌গির বরমাল্য গলায় দিয়ে বিবাহ করতে যাব।

নেপথ্যে। শীগ্‌গির—শীগ্‌গির।

চাকা। যাচ্ছি রে বেটা!—আর দেখাদেখি করছ কি—আমার কাছে প্রবঞ্চনা চলবে না, আর আমি তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি না।

জয়া। তাই ত! তুমি কি করলে সুরেশ্বর!

সুরে। আমি যে তোমার জন্য করেছি জয়া! কিন্তু ক'রেও ত কিছু করতে পারলুম না।

জয়া। আমার অদৃষ্টে যা ঘটবার তাতো ঘটেছে—তুমি আর মিছিমিছি কষ্ট পাও কেন? যাও—সুরেশ্বর—চ'লে যাও।

সুরে। কি হ'ল জয়া! হৃদয় যে তোমারে দেখাতে পারছি না।

জয়া। আমিও ত তোমায় দেখাতে পারলুম না সুরেশ্বর! তা হ'লে বিদায় নিই। ক্ষুদ্র পাখী, না বুঝে ব্যাধের জালে বাঁধা পড়েছি।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। এ কি! জামাই বাবু! রুপেয়া লেকে, সাদীকো গ্রিমেণ্ট করকে ভাগতা হায় কাহে?—ভদ্র আদমিকো কি য়্যায়সা কাম হায়? চলিয়ে—চলিয়ে—হুজুরকো বেটীকো সাদী করিয়ে!

সুরে। তা হ'লে চললুম জয়া!

জয়া। কোন্ মুখে এ কথা বলব? আমি চললুম!

দ্বৈত গীত।

জয়া। ভুলে ভুলে দেখা ভুলে মনে রাখা
ভুলে যাও সখা আমারে।
সুরে। যেমন দেখেছি হৃদয়ে বেঁধেছি
কেমনে ভুলিব তোমারে॥
জয়া। (আমি) লুকাতে চলিনু আঁধার ভবনে
সুরে। (আমি) দিশহারা ঘুরি বনে—
জয়া। স্বপনের খেলা—
সুরে। জেগে কেন জ্বালা?
জয়া। রেখো মনে
সুরে। রেখো মনে
উভয়ে। বাঁধনে দু'জনে ভাসিয়া চলিনু তটিনীর
দুটি পারে॥

সপ্তম দৃশ্য

চাকাদাসের গৃহের দরদালান।

চাকাদাস।

চাকা। তাই ত! হুজুর ব'লে কে ডাকলে? কই কাউকেও ত দেখতে পেলুম না।

(হরিহরের প্রবেশ)

হরি। হুজুর—হুজুর—ভারী মজা!

চাকা। তুই কি আমাকে ডাকলি?

হরি। না!

চাকা। তবে আমাকে ডাকলে কে?

হরি। তা কি ক'রে জানব? আমি একটা মজা দেখে আসছি।

চাকা। কি মজা?

হরি। কুড়োরামের সঙ্গে একটা ছোঁড়ার কেজিয়া হচ্ছে। ছোঁড়াটা কুড়োরামের মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য গ্রিমেণ্ট সই করেছে। সই ক'রে টাকা নিয়েছে। এখন সে টাকা ফিরিয়ে দিতে চায়, বিয়ে করতে চায় না।

চাকা। কেন বল দেখি?—

হরি। মেয়েটা নাকি একটা পেত্নী—ছোঁড়াটা টাকার লোভে বিয়ে করতে চেয়েছিল—এখন বুঝি মতি ফিরেছে।

চাকা। যা যা, বারণ ক'রে আয়—বারণ ক'রে আয়—কিছুতেই যেন কুড়োরাম টাকা ফেরত না নেয়।

[হরিহরের প্রস্থান।

ঠিক হয়েছে—যেমন ছোঁড়া বদমায়েস, তেমনি জব্দে পড়েছে—বেটা আমার বিয়ে ভাংচি দিতে এসেছিল! আমার প্রাণেশ্বরী স্বর্গের বিদ্যাধরী—সেটিকে নেবার চেষ্টায় ছিল—ঠিক হয়েছে, বরাতে পেত্নী জুটে গেছে।

(চিত্রলেখার প্রবেশ)

চিত্র। হাঁ চাকাদাস বাবু! আমি কি পেত্নী?

চাকা। অ্যাঁ অ্যাঁ—তাই ত, তাই ত—কে তুমি?

চিত্র। আগে বল না—আমি কি পেত্নী?

চাকা। অ্যাঁ অ্যাঁ—আমি ত এমন রূপ কখন দেখি নি!

চিত্র। জয়া সুন্দরী বিদ্যাধরী—আর আমি পেত্নী?

চাকা। তাই ত—তাই ত—কে তুমি ?

চিত্র। জয়ার জন্ত তোমার অহরহ—বিরহ—দারুণ—দুঃসহ—আর আমার বেলায় একটা দীর্ঘ-নিশ্বাসও তোমার নেই ?

চাকা। ও! ও! তোমার জন্য—আমি আজন্ম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে পারি।

চিত্র। জয়ার জন্য তুমি দশ হাজার টাকা দিতে পার, আর আমার জন্য এক কড়া কাণা কড়িও খরচ করতে পার না ?

চাকা। ও! তোমার জন্য আমি যথা সর্ব্বস্ব খরচ করতে পারি।

চিত্র। অথচ জয়ার জন্য তোমার খরচ—আমার জন্য তোমার এক কড়াও খরচ নেই।

চাকা। অ্যাঁ !

চিত্র। আমি ধনীর একমাত্র কন্যা—অগাধ টাকা—আমাকে পাবে—সঙ্গে সঙ্গে টাকা পাবে।

চাকা। এ কি সত্যি ?

চিত্র। দেখ—আমার মুখ দেখ—আমার চোখ দেখ—দেখে বোঝ, সত্যি কি মিথ্যা।

চাকা। ও! মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে!

চিত্র। চাকাদাস বাবু, তা হ'লে জয়াকে ত্যাগ ক'রে আমাকে নিতে পার ?

চাকা। খুব পারি—তুমি যদি আশ্বাস দাও—তা হ'লে এখনি পারি।

চিত্র। না, তুমি রহস্য করছ—বুঝি পার না।

চাকা। কি—পারি না ? তুমি হুকুম কর—বল আমার হবে—আমি দশ হাজার টাকাও ছেড়ে দিচ্ছি—জয়াকেও ছেড়ে দিচ্ছি।

চিত্রা। উহুঁ! বিশ্বাস হচ্ছে না।

চাকা। বিশ্বাস হচ্ছে না ?

চিত্র। তুমি জয়াকে দেখে কতবার প্রাণেশ্বরী বললে, কিন্তু আমাকে ত বললে না।

চাকা। তোমাকে—তোমাকে বলতে কেমন ভয় পাচ্ছি।

চিত্র। তবেই ত হ'ল—আমাকেও নেবে, জয়াকেও নেবে—আমাদের দুই সতীনে খুনো-খুনি বাধিয়ে তুমি মজা দেখবে।

চাকা। কখনই নেব না।

চিত্র। চাকাদাস বাবু! শুধু তুমি মুখই দেখছ, আমার কথা ত শুনতে চাইছ না।

চাকা। শুনছি না ? মধু—মধু!

চিত্র। ও ত জলো মধু—একটু মন—একটু গান!

চাকা। অ্যাঁ অ্যাঁ—আমার ভাগ্যে কি তা হবে ?

চিত্র। আমি ত শোনাবার জন্যে ব্যাকুল, কিন্তু তোমায় তাল দিতে হবে যে!

চাকা। এখনি দেব—হাতে মাথায় পায়ে—গড়াগড়ি দিয়ে—যাতে হুকুম করবে।

চিত্র। বেশ তবে শোন।

(গীত)

বঁধু ধীরে ধীরে হান নয়ন বাণ।
যেমন দেখা গজিয়ে পাখা উড়ে গেল প্রাণ ॥
তোমার কোটর-ঢোকা নয়নের মাঝে
গরীব তারা গেছে চুঁয়ে, কটা হয়ে, নিজেরই ঝাঁঝে ;
তাতে কি কটাক্ষ সাজে ?
ওতে পেটের পিলে চমকে ওঠে
বুকে ধরে হাঁপের টান ॥

কেমন ?

চাকা। চিটে—চিটে—চিটে মধু—মাছির মতন জড়িয়ে গেছি, রক্ষা কর—প্রাণ জর জর—প্রাণে—

(চাকাদাসের গীত)

চাষা কি মদের স্বাদ জানে।
জহুরী না হ'লে প্রাণ জহর কি চেনে।
গলায় পেয়ে মতি-হার
বানর কি মান রাখে তার
কেটে করে ছারখার
ছড়িয়ে দেয় বচুবনে।
আমার হৃদয়-পিপায় সুধার লহরী,
দেখামাত্র কাটতে সাঁতার বাঁপ দিয়ে মরি
প্রেমের কি বাহাদুরী!
এইবার, ভাসিয়ে তরী প্রাণ-কিশোরী
হাল ধর তার মাঝখানে।

চিত্র। কই প্রাণেশ্বরী ত বেরুল না ?

চাকা। বেরুবে—দোহাই—বেরুবে—এখন কেমন থতমত খেয়ে যাচ্ছি।

চিত্র। তা হ'লে তুমি আমার সুমুখে জয়ার নাক দুই চোড়াটায় ঘিরে দিয়ে দাও।

চাকা। ও ছোঁড়াটার সঙ্গে কুড়োরামের মেয়ের সম্বন্ধ হয়ে গেছে।

চিত্র। আমিই যে কুড়োরামের মেয়ে।

চাকা। অঁ্যা! সে কি? এই যে শুনলুম, তার মেয়ে পেত্নী।

চিত্র। এই যে পেত্নী তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে।

চাকা। বা! বা!

চিত্র। বাবা আমাকে এতকাল লুকিয়ে রেখেছিল।—কেন রেখেছিল বলব? আমার মা-বাপের ইচ্ছে, তারা আমাকে চোখের আড়াল করবে না। তাই একটি মনের মত ঘর-জামাই খুঁজছিল! পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠীর ছেলে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে। কিন্তু আমি জানতে পেরেছি, সে জয়াকে ভালবাসে, জয়া তাকে ভালবাসে। জেনে, রাগে আমি তোমার কাছে এসেছি!

চাকা। অঁ্যা অঁ্যা—আমার এত ভাগ্য!

চিত্র। ঈর্ষা—নারীর ঈর্ষা, তুমি জান না। নারী ঈর্ষায় ক্ষীর ফেলে নিম খায়। আমার বর যে জয়াকে ভালবাসে, সেই জয়া তোমাকে বিয়ে করবে! আমি একটাও পাব না, সে দু'টো পাবে! এও কি সহ্য হয়—তাই আমি তোমাকে বরণ করতে এসেছি।

চাকা। তা বেশ করেছ—কিন্তু ঈর্ষ্যাতেই যদি এসেছ, তবে জয়াকে আবার ছোঁড়ার হাতে দিতে চাচ্ছ কেন?

চিত্র। কি করব—নিরুপায়—বাবা যার সঙ্গে আমার বিয়ের চুক্তি ক'রে ফেলেছে। সে ত জয়াকে না পেলে আমাকে ছাড়বে না। ভিখারীর অহঙ্কার আমি সহ্য করতে পারছি না। তুমি ছোঁড়াটার সঙ্গে জয়াটার বিয়ে দাও।

চাকা। তার পরেই তুমি সটকে যাও।

চিত্র। বেশ আগেই আমাদের বিবাহের ব্যবস্থা কর।

চাকা। বেশ বেশ—এখনি।

চিত্র। তা হ'লে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাই?

চাকা। তোমার বাপ যদি তোমাকে না দেয়?

চিত্র। না দেয়, তুমি জয়াকে ছেড় না। আমি বাড়ীতে গিয়েই গলায় দড়া দিয়ে মরবার ভয় দেখাব, তা হ'লেই বাবা দিতে পথ পাবে না।

চাকা। আহা! এত ভালবাসা—মরি মরি—এত দিন কোথায় ছিলে প্রা—প্রা—

চিত্র। বল না প্রাণেশ্বরি!

চাকা। কেমন আটকে যাচ্ছে!

চিত্র। আচ্ছা, এর পরে সড়বড় হয়ে যাবে। দেখো, যেন আমায় ভুলো না।

চাকা। কেমন ক'রে তোমায় না দেখে বাঁচব?

চিত্র। দেখ, বাবা এলে লেখাপড়া পাকাপাকি ক'রে নিয়ো।

চাকা। সে তোমায় বলতে হবে না—এখন আবার বিরহ—দারুণ—দুঃসহ—

চিত্র। একটু হোক—এ কি কথা—জয়ার জন্য অহরহ দারুণ দুঃসহ—আর আমার জন্য একবেলাও হবে না। আর দেখ, পাছে রাজা জানতে পেরে আমাকে হরণ ক'রে নিয়ে যায়, এই জন্য বাবা আমাকে কুৎসিত ব'লে রটিয়ে রেখেছে।

চাকা। বুঝেছি।

চিত্র। সে হাজার কুৎসিৎ বললেও তুমি শুনো না।

চাকা। কিছুতেই না।

চিত্র। বাবা গ্রীমেণ্টো করবার ভয় দেখাবে।

চাকা। আমি অমনি ঘ্যাচ ক'রে সই ক'রে দেব।

চিত্র। তা হ'লে এখন আসি ভাই।

চাকা। এস ভাই এস—জন্ম জন্ম এস—কাছে ঘেঁসে ব'স।

চিত্র। দেখো—আমি যেতে না যেতে আবার না ভুলে যাও।

চাকা। ও বাবা!

[চিত্রলেখার প্রস্থান।

(কুড়োরামের প্রবেশ)

কুড়ো। চাকাদাস বাবু, চাকাদাস বাবু!

চাকা। তাই ত, তাই ত, মেঘ না চাইতেই জল—আসুন—আসুন!

কুড়ো। বল ত ভাই, কি করি?

চাকা। ব্যস্ত নয়—ব্যস্ত নয়—বসুন, বসুন। ওরে এসেছেন—তিনি এসেছেন—আসন দে—আসন দে।

কুড়ো। থাক্—থাক—আসনের কোনও প্রয়োজন নেই। এখন বল দেখি ভাই, কি করি?

চাকা। বাপু বলুন—বাছা বলুন।

কুড়ো। সে কি—আজন্ম তাই ব'লে এলুম—আজ বাপু বলব কি হে?

চাকা। অবশ্য বলবেন—ভগবান্ আপনাকে বলতে দিয়েছেন।

কুড়ো। সে কি—তুমি যে আমার চেয়ে দশ বছরের বড়?

চাকা। ছেড়ে দিন—ছেড়ে দিন—ও আমার দেড় পলে মাস আর পাঁচ পলে বছর—বসুন বসুন—'বয়সেতে বিজ্ঞ নয়, বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে।' ওরে উল্লুক গাধা—আসন—আসন।

কুড়ো। আসন নয়—আমি বসতে আসি নি—তোমার কাছে একটা পরামর্শ জানতে এসেছি। পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠীর ছেলে, আমার মেয়েকে বিয়ে করবে ব'লে সই ক'রে দশ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছে।

চাকা। বেশ করেছে।

কুড়ো। বেশ করেছে কি হে?—আমার দশ দশ হাজার টাকা!

চাকা। আমি দেব—তুচ্ছ দশ হাজার টাকা—আমি দেব।

কুড়ো। তার পর আমার মেয়ের বিয়ের কি হবে? আমি দেশশুদ্ধ লোককে যে নিমন্ত্রণ ক'রে বসেছি।

চাকা। বেশ করেছেন—লোকজন সব আসবে—খাবে—ছাঁদা বাঁধবে!

কুড়ো। এ কি, তুমি পাগল হয়েছ নাকি?

চাকা। আপনার মেয়ের বিবাহ কি প'ড়ে থাকবে—আমি তবে রয়েছি কি করতে?

কুড়ো। তুমি রয়েছ কি—তুমি কি আমার মেয়েকে বিবাহ করবে?

চাকা। করব ব'লে চাতকের মতন আপনার আশাপথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি। দেখুন, আপনিও যক্ষি—আমিও যক্ষি—আমাদের ধন দুটো ছোঁড়া ছুঁড়িতে উড়িয়ে দেবে?

কুড়ো। তুমি সত্যি বলছ, না তামাসা?

চাকা। ও বাবা! আপনি গুরুজন, আপনাকে আমি তামাসা করব?

কুড়ো। আমার মেয়ে কি রকম, তুমি জান?

চাকা। সে কি আর জানতে হয়—আপনাকেও জানি, আপনার স্ত্রীকেও জানি—তাতে আপনার মেয়ে কেমন, তা আর জানব না!

কুড়ো। আমার মেয়ে বড় কুৎসিৎ—

চাকা। আমি কুৎসিৎ বিবাহ করতে বড় ভালবাসি।

কুড়ো। তামাসা ক'র না চাকাদাস বাবু!

চাকা। দোহাই—তামাসা করছি না—বিশ্বাস না হয়, এখনি গিরিমেণ্টে লেখাপড়া ক'রে দিচ্ছি—কুড়োরাম বাবু—বিরহ—অহরহ—দারুণ—দুঃসহ!

কুড়ো। তা হ'লে ভালই হয় যে হে—বা! বা! কি বরাত—কি বরাত! তোমার মতন বিজ্ঞ জামাই যদি পাই, তা হ'লে কি সেই উড়নচোড়ে ছোঁড়াটাকে মেয়ে দিই? ছোঁড়া আমার টাকা নিয়ে জয়ার বাপকে দিতে গেছে।

চাকা। আসুন আসুন—সই ক'রে দি।

কুড়ো। এখনি?

চাকা। এখনি—শুভস্য শীঘ্রং—ও কি আর দেরী করতে আছে!

কুড়ো। (স্বগত) তাই ত ব্যাপার ত কিছু বুঝতে পারছি না—আমার মেয়েকে দেখে এ কি ক'রে তার জন্তে পাগল হ'ল? যাই হ'ক—দেখতে পাচ্ছি আমার বরাতে চাকাদাসের সম্পত্তিটে নাচছে।

চাকা। চ'লে আসুন—চ'লে আসুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(চিত্রলেখা ও জয়ার প্রবেশ)

চিত্র। কান্না কিসের জয়া! এখনি তুমি মুক্ত হয়ে যাবে—ভাবনা কি?

জয়া। নিজে পায়ে শিকল বেঁধেছি—কেমন ক'রে মুক্ত হব?

চিত্র। পিতার মুক্তিকামনায় যে আত্মোৎসর্গ করতে জানে, তাকে বাঁধে কে জয়া? নিশ্চিন্ত হও, কেঁদ না—এখনি তুমি মুক্ত হবে।

[চিত্রলেখার প্রস্থান।

(কুড়োরাম ও চাকাদাসের প্রবেশ)

কুড়ো। বস্ বস্—আর বলতে হবে না—আমি এখনি বিবাহের আয়োজন করছি।

চাকা। বসন্ত বাগানে—ফুল-মালঞ্চের মাঝখানে—বুঝে রাখুন—বিরহ—অহরহ—দারুণ—দুঃসহ—

কুড়ো। সব মিটে যাবে—সব মিটে যাবে।

[কুড়োরামের প্রস্থান।

চাকা। এই যে—এই যে জয়া—যাও তোমার খোলসা।

জয়া। সত্যি বলছ চাকাদাস?

চাকা। আমার টাকা ফিরিয়ে দাও—আর চুক্তি পত্র নাও।

জয়া। এই নাও—এই নাও।

[প্রস্থান।

চাকা। কি আনন্দ—কি আনন্দ—পাব টাকা ভারা ভারা—সঙ্গে সঙ্গে অপ্সরা। জয়া গেছে—আপদ গেছে—আপদ গেছে—পয়সা দিয়ে কেনা—বাবা! সুদে আসলে প্রেম বেরিয়ে যেতো—বেশ হয়েছে—বেশ হয়েছে।

(চিত্রলেখার প্রবেশ)

চিত্র। চাকাদাস—

চাকা। অ্যা অ্যা—প্রাণে—

চিত্র। চোপ গাধা।

চাকা। এ কি গো! প্রেমের মুখেই বাধা!

চিত্র। আগে বিয়ে হোক।

চাকা। আচ্ছা আচ্ছা—তা হ'লে ঘরে যাও, সেজে নাও।

চিত্র। সেজে ত নেব—তার পর যদি ছোঁড়াটা এসে বলে, তোমায় ছাড়ব না।

চাকা। ও বাবা! তা হ'লে উপায়?

চাকা। তুমি কি তার কিছু ধার?

চাকা। কিছু।

চিত্র। ফেলে দাও—ফেলে দাও।

চাকা। এখনি দিচ্ছি—কিন্তু তুমি একবার বল, তুমি রাধা আমি শ্যাম।

(পুষ্পরথের প্রবেশ)

পুষ্প। এই কাঁধে বাড়ী বলরাম।

চাকা। ও বাবা! এ কি?

পুষ্প। এ আবার কি—নূতন বর হ'লে—একটু তামাসা করব না? নাও, চল, বসন্তোদ্যানে তোমাকে পুঁইসুন্দরীর হাতে সমর্পণ ক'রে আসি।

চিত্র। আমিও ও দিকে সেজে গুজে ব'সে থাকি।

অষ্টম দৃশ্য

বসন্তোদ্যান।

সখীগণ।

গীত।

ধর্ ধর্ ধর্।
প্রেমের ঝোঁকে অগম পাঁকে তলিয়ে গেল ধর।
টিকিটি আছে ভেসে, টেনে ধর রোকে কসে,
বঁধু, নইলে খাপি খায় গো বিবশে।
গোয়াল ঘরের বাঁধা বঁধু নয়কো ত সে পর।
মাথা নেড়ে আসবে তেড়ে সর সর সর॥

১ম সখী। যে যেখানে কু আছ, স'রে যাও; যদি কুচোখে দেখ ত চোখের মাথা খাও।

(বরবেশে চাকাদাসের প্রবেশ)

সকলে। হুলুধ্বনি।

(জয়া ও সুরেশ্বরের প্রবেশ)

সুরে। চাকাদাস—নিষ্ঠুর চাকাদাস! তুমি আমার প্রাণেশ্বরীকে ঠকিয়ে নিয়েছ!

চাকা। আহা হা! রাগ ক'র না।

সুরে। কি রাগ করবো না? আমার সঙ্গে কুড়োরামের মেয়ের চুক্তি—আমি রাগ করবো না?

কুড়ো। কি হয়েছে—কি হয়েছে?

সুরে। কি হয়েছে? আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ের লেখা পড়া ক'রে, চাকাদাসকে দেওয়া?—

কুড়ো। আহা, না হয় টাকাটাই নেবে।

সুরে। তোমার খুচরো দশ হাজার টাকা নিয়ে আমার কি হবে? বিয়ে হ'লে আমি তোমার ক্রোর টাকার মালিক হ'তুম। আমি কিছুতেই পুঁইমণিকে ছাড়বো না।

চাকা। আহা—ছাড় ছাড়—তোমার সুবিধে হবে—সুবিধে হবে।

১ম সখী। কি হয়েছে—কি হয়েছে—আচ্ছা, আমরা মীমাংসা ক'রে দিচ্ছি!

চাকা। দাও ত—দাও ত—প্রাণসখীরে।—

২য় সখী। চাকাদাস বাবু, তুমি ওর লাখ টাকা ফেলে দাও।

চাকা। তাই নাও—তাই নাও—নিয়ে মিটিয়ে ফেল।

সুরে। বেশ, তা হ'লে আমার আপত্তি নেই।

সকলে। বেশ বেশ।

(পুষ্পরথের প্রবেশ)

পুষ্প। গোলমাল মিটে গেল ?

সকলে। গেছে—গেছে।

সুরে। এই নাও জয়া—তোমার পিতৃঋণ পরিশোধ কর।

জয়া। এই নাও কুড়োরাম—ঋণের টাকা নাও।

চাকা। এই নাও—লাখটাকার হুণ্ডি নাও।

পুষ্প। তা হ'লে বউ আনি।

সকলে। আন, আন।

(পুঁইসুন্দরীর প্রবেশ)

পুষ্প। নাও চাকাদাস—তোমার প্রাণেশ্বরী এসেছে—একবার চারি চক্ষুর মিলন কর।

চাকা। ওরে বাবা রে! এ কে রে ?

সকলে। নাও, হাতে হাত দাও।

চাকা। এই—এই—এই—ও বাবা! ও বাবা! এ কি ?

পুঁই। প্রাণেশ্বর! প্রাণেশ্বর!—

চাকা। চোপ্ চোপ্—ও রে বাবা প্রাণেশ্বরী, কোথায় তুমি ?

পুঁই। এই যে—এই যে—আমাকে চিন্তে পারছ না ?—

চাকা। চোপ্ চোপ্—বাপ্ বাপ—

[পলায়ন।

কুড়ো। পালাবে কোথায়—সই করেছ—পালাবে কোথায় ?

[জয়া সুরেশ্বর ও সখীগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(চিত্রলেখার প্রবেশ)

চিত্র ও পুষ্প জয়ার হাত ধারণ।

চিত্র। এই নাও সুরেশ্বর! তোমার নিঃস্বার্থতার ফল গ্রহণ কর।

(গীত)

কুতূহলে উথলে মলয়।
পিয়ে নাও যার যত সাধ বিষাদ কর লয়॥
এ মধু চাঁদিনী রাতে এ মধু মাসে
ভেসে ভেসে চ'লে যাব
তয়ে তয়ে খুঁজে লব,
কোথা কে বিরহী ব'সে মুখ বিরসে।
তুলে লব ধীরে ধীরে যেথা ব্যথা রয়॥
যে যা চায় ধ'রে এনে দিব গো তারে
হাসিরাশি ঢেলে দিব চুমি অধরে,
একটি সুখের নিশি বেশী কিছু নয়।
দাঁড়াও হে পাশাপাশি রসময় রসময়॥

বৃন্দাবন-বিলাস

(গীতি-নাট্য)

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

উৎসর্গ

যাঁহাদের চির-মধুর পদাবলী এই গীতিনাট্যের মেরুদণ্ড,
যাঁহাদের আরাধ্য ধন ইহার প্রাণ,
সেই মহাজনদিগের
পদপ্রান্তে
ইহা ভক্তিসহকারে
রক্ষিত হইল।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রামতারণ সান্যাল ও প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত মোহিতলাল গোস্বামী মহোদয়দ্বয় অনুগ্রহপূর্ব্বক এই গ্রন্থসন্নিবিষ্ট গীতগুলিতে সুর-সংযোগ করিয়াছেন।

পাত্রপাত্রীগণ

পুরুষ

শ্রীকৃষ্ণ, নারদ, নন্দ, আয়ান, সুবল, বলরাম, রাখালবালকগণ ও টহলদারগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

শ্রীরাধিকা, যশোদা, জটিলা, কুটিলা, বৃন্দা, বিশাখা, ললিতা, সখীগণ ও প্রতিবেশিনীগণ ইত্যাদি।

বৃন্দাবন-বিলাস

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নারদ।

(গীত)

আরে সে মোহন যমুনার কূল,
আরে সে কেলিকদম্ব-মূল, আরে সে ফুটল বিবিধ ফুল,
আরে সে শারদ যামিনী।
ভ্রমরা-ভ্রমরী করত রাব পিক কুহু কুহু করত গাব,
সঙ্গিনী-রঙ্গিনী মধুর বোলনী
বিবিধ রাগ-গায়নী॥
বয়সে কিশোর মোহন ঠাম, নিরখি মূরছি পড়ত কাম,
সজল-জলদ শ্যাম ধাম,
পিঙ্গল বসন দামিনী।
ধবল শ্যামল কালিম গোরী বিবিধ বসন বনি কিশোরী,
নাচত গায়ত রস বিভোরি, "
সবহুঁ বরজ-কামিনী॥

নারদ। কই, কোথায় তুমি প্রেমময়? পীতধড়া মোহনচূড়া, হাতে মুরলী নিয়ে তুমি যে মধুর বৃন্দাবনের বনে বনে বিচরণ করতে এসেছ! কই, কোথায় তুমি? জগতে প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য, ভাগ্যবান্ মানবের ঘরে ঘরে প্রেমভাব প্রকাশের জন্য তুমি যে বালকমূর্তিতে গোকুলে বিহার করছ, লীলাময়! তা হ'লে কোথায় তুমি? এত অনুসন্ধান করছি, তথাপি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? কি অপরাধে দেখ্‌তে পাচ্ছি না? বৃন্দাবন! রাধারমণ-পদরজ-স্পর্শে মর্ত্ত্যের বৈকুণ্ঠধাম বৃন্দাবন! কোকিল-কুহরিত, কেলিকদম্ব-শোভিত, আবেগময়ী গোপাঙ্গনার অঙ্গতাড়িত হিল্লোলে আবেগময়ী যমুনার তরঙ্গবিলসিত বৃন্দাবন! তুমি কত দূরে?

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। ঠাকুর, প্রণাম হই।

নারদ। এই যে—এই যে বৃন্দা! আমি তোমাকেই অনুসন্ধান কর্‌ছিলুম!

বৃন্দা। দাসীর ভাগ্য এত সুপ্রসন্ন কেন হ'ল, জান্‌তে পারি কি?

নারদ। অবশ্য জান্‌বে। তোমাকে জানাবার জন্যই এসেছি। শুধু তোমার ভাগ্য নয় বৃন্দারাণি! এতে আমার ভাগ্যও বিজড়িত আছে। আমি জগতের সমস্ত তীর্থ দর্শন কর্‌বার সঙ্কল্প ক'রে ভ্রমণে বহির্গত হয়েছিলুম। কিন্তু দুঃখের কথা বলব কি বৃন্দারাণি, বুঝি আমাকে সঙ্কল্পভ্রষ্ট হ'তে হ'ল।

বৃন্দা। এ যে নূতন কথা শুনলুম ঠাকুর!—আপনাকে সঙ্কল্পভ্রষ্ট হ'তে হ'ল?

নারদ। আর নূতন কথা! মিথ্যা নয় বৃন্দা। সব তীর্থ দেখে এলুম, কেবল একটি তীর্থ দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

বৃন্দা। সে তীর্থ কি এত দূরে?

নারদ। দূরে কি নিকটে, সম্মুখে কি অন্তরালে, তা ত কিছুই বুঝতে পার্‌ছি না। যতই অগ্রসর হচ্ছি, ততই বোধ হচ্ছে, যেন আর একটু হ'লেই পাই। চলতেও ছাড়ছি না, কিন্তু পেয়েও পাচ্ছি না।

বৃন্দা। এই ব্রজধামে এসেও আপনার তীর্থভ্রমণ শেষ হ'ল না?

নারদ। প্রথমে মনে করলুম, বুঝি শেষ হ'ল। কিন্তু প্রবেশ ক'রে আকাঙ্ক্ষা মিট্‌ল না। মনটা বল্‌ছে আরও যেন একটু এগুতে হবে। কিন্তু সে একটু যে কোন্ দিকে তা ঠাওর করতে পার্‌ছি না। তাই তোমার অনুসন্ধান কর্‌ছিলুম।

বৃন্দা। আমি পথ ব'লে দেব, তবে আপনি যাবেন?

নারদ। নিরুপায়—করি কি? বুড়ো—ভীমরতি হয়েছি। চক্ষেও বড় ঠাওর হয় না। তার ওপর একটু জ্ঞানাভিমান কেমন ক'রে যে চক্ষের উপর একটু কালিমা মাখিয়ে দিয়েছে যে, স্পষ্ট দেখ্‌তে গেলেও ঝাপ্‌সা ঠেকে। আর জানই ত চালশে ধরা চোক—

দূর থেকে বরং একটু নজর হয়, কিন্তু কাছে এসে হাতড়াতে হয়, অক্ষর ঠাওর হয় না।

বৃন্দা। বেশ, তা হ'লে খানিকটে এই দিকে যান। ব্রজদুলালের ঘর দেখ্‌তে পাবেন।

নারদ। না বৃন্দা, ও দিকে আমার সুবিধা হবে না। ও ননীচুরী ভাঁড়-ভাঙ্গাভাঙ্গি আমি দেখ্‌তে চাই না।

বৃন্দা। বেশ, তবে এ দিকে।

নারদ। এ দিকে কি?

বৃন্দা। কেন, গোচারণের মাঠ।

নারদ। বাপ! ও দিকে কি ভদ্রলোকে যায়! হুঁদে রাখালে ছোঁড়ারা, আর যত গোকুলের ষাঁড়। শেষকালটায় কি অপঘাতে মরব?

বৃন্দা। বেশ, তা হ'লে গোবর্দ্ধন দেখে আসুন।

নারদ। না বৃন্দা, সে দিকেও নয়। গোবর্দ্ধন গিরির এখন গোড়া আল্‌গা। যে দিন থেকে তোমার ব্রজদুলাল গোবর্দ্ধন ধারণ করেছেন, সেই দিন থেকেই গিরিবর টলমল করছেন। কাছে গেলেই চাপা পড়ব।

বৃন্দা। তবেই ত গোল বাধালেন ঠাকুর। আপনার বাদবাকী তীর্থটি পাই কোথা?

নারদ। দেখ বৃন্দারাণি খুঁজে দেখ।

বৃন্দা। ভাল, যমুনা-তীর।

নারদ। যমুনা ত তোমার এখন একটানা। যমুনায় পা ফস্‌কে প'ড়ে শেষকালে কি আঘাটায় গিয়ে মরব?

বৃন্দা। ভাল, যমুনা যদি উজান বয়?

নারদ। তা হ'লে এখনি গিয়ে সেই যমুনায় ঝাঁপ দিই। দেখাও বৃন্দা, সেই তটভূমি—সেই তমালতালী-বনরাজি-শোভিত অরণ্য। যে অরণ্যের প্রান্তবাহিনী যমুনা থেকে থেকে আনন্দ-হিল্লোলে উর্দ্ধমুখে ছুটে আসে, সেই তীর্থটি দেখিয়ে আমার তীর্থভ্রমণ সফল কর। বৃন্দারাণি আমায় বৃন্দাবন দেখাও।—

"যেই বৃন্দাবনে সকলি নূতন সকলি আনন্দময়।
যেই বৃন্দাবনে ঈশ্বরে মানুষে মিলিত হইয়া রয়॥
যেই বৃন্দাবনে বিরজা বিলাসে তরুলতা চারিপাশে।
যেই বৃন্দাবনে কিশোর কিশোরী শ্রীরূপমঞ্জরী সাথে॥
যেই বৃন্দাবনে রস উপজয়ে সুধার জনম তায়।
যেই বৃন্দাবনে বিকচ কমল ভ্রমরা পশিছে তায়॥

বৃন্দারাণি! আমাকে সেই বৃন্দাবন দেখাও।

বৃন্দা। তবে ত গোল বাধালেন ঠাকুর। সে বনের পথে এখন বড়ই কাঁটা।

নারদ। সে কি?

বৃন্দা। শ্রীমতী যে এখন পরহস্তগত। আপনার ব্রজদুলালের হাতছাড়া। দুঃখে মা নন্দরাণীর কাছে তিনি নাড়ুগোপাল হয়ে আছেন। আর মনের দুঃখে ব্রজগোপীদের ঘরে ঢুকে ভাঁড় ভাঙ্গছেন, আর ননী চুরী করছেন। সে তীর্থদর্শন বড়ই কঠিন কথা। অম্লরস চান ত ভাঙ্গা দধিভাণ্ডের অন্বেষণ করুন। কটুরস চান ত গোচারণের মাঠে যান। রাখাল-বালকেরা পাঁচন-বাড়ীর সাহায্যে আপনাকে পিটে ভ'রে খাইয়ে দেবে। মধুররস—সেটি আর হ'চ্ছে না। সে গুড়ে বালি। রসের কুঞ্জটি আয়ান ঘোষ দখল ক'রে বসেছেন। ও দিক পানে চাইলে আয়ানের লাঠি।

নারদ। বটে!

বৃন্দা। হাঁ প্রভু! কিশোরী এখন মাধবের স্বকীয়া কিশোরী নেই। রাধারাণী এখন পরকীয়া। সংসারের পাকে প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন।

নারদ। তাতে আর কি হয়েছে? বৃন্দা, তুমি রাধামাধবের মিলন-সংঘটন কর। সংসারে নব-বৃন্দাবনের সৃষ্টি কর।

বৃন্দা। আপনি ত বল্লেন ঠাকুর, কিন্তু ব্যাপার কি সহজ?

নারদ। শক্তটা যে কি, তা ত আমি বুঝতে পারছি না।

বৃন্দা। শক্ত কি সহজ, তা আপনাকে কি ক'রে বোঝাব প্রভু? আপনার অবস্থা আর শ্রীমতীর অবস্থা এ দুই অবস্থার কি তুলনা হয়? সংসারে আপনি আপনাকে মাত্র সঙ্গী ক'রে হরি-ভজন করেছেন। স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, মায়া-মমতায় জড়াবার একটিও প্রাণী নেই। কাজেই ভগবান্ ভিন্ন আপনার কে আছে? নাম করতে ভগবান্, চিন্তা করতে ভগবান্। কাঁদতে ভগবানের নাম, হাসতে ভগবানের নাম। সুখ-দুঃখের দুটো কথা কইতে ভগবান্ হলেন সঙ্গী, দুটো গাল দিতে প্রয়োজন হ'লে ভগবান্ হলেন শ্রোতা। কেউ বাধা দিতে নেই, কেউ টানতে নেই, কেউ ভাবাতে নেই, কেউ কাঁদাতে নেই। সংসারী জীবের কৃষ্ণভজন যে কত কঠিন, তা আপনি বুঝবেন কি? দুষ্টা শাশুড়ী, মুখরা ননদী, দুরন্ত স্বামী—

লোকলাজ, ভয়, মান, কলঙ্ক, গুরুগঞ্জনা। কিশোরীর এখন যা অবস্থা, এ অবস্থায় প'ড়ে কখনও যদি কৃষ্ণ-ভজতে চেষ্টা করতেন, তা হ'লে বুঝতেন ব্যাপারটা কি!

নারদ। তা বটে! সেটা যে কি ব্যাপার, তা বুঝবার ত আমার ক্ষমতা নাই। তা হ'লে কি হবে বৃন্দা? আমার তীর্থভ্রমণ কি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে? শ্রীরাধামাধবের মিলন কি দেখতে পাব না?

বৃন্দা। তবে দিন একবার পদধূলি। দেখি কতদূর কি ক'রে উঠতে পারি।

নারদ। আশীর্ব্বাদ করি বৃন্দা, তুমি সফলকামা হও। তোমার রচিত উদ্যানের পুষ্পগন্ধে ধরণী ভ'রে যাক্। দেখে-শুনে আঘ্রাণ অনুভবে আমি জীবন সার্থক করি

বৃন্দা। আপনিও তা হ'লে এক কাজ করুন। ব্রজদুলালকে ঘরের বার করুন।

নারদ। আমি এখনি যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

বৃন্দা। গীত।

রতিরণরঙ্গভূমি বৃন্দাবন।
রণ-বাজন পিক-তান।
চড়ল মনোরথে, দোঁহার মনোমথে,
পরিমলে অলিক প্রয়াণ।
দেখ রাধামাধব মেলি।
দুহুঁ ক চপল চকিত নাহি সমুঝিয়ে,
কি হে কলহ কি রে কেলি॥
জর জর চন্দন কর কুচ কঞ্চুক,
বিপুল পুলক ফুলবাণ।
দুঁহু নূপুর-ধ্বনি দুঁহু মণি কিঙ্কিণী,
কঙ্কণ বলয় নিশান।
দুহু ভুজপাশ জড়ি দুঁহু জন বন্ধন,
অধর-সুধা করু পান।
আকুল বসন চিকুর শিখীচন্দ্রক গোবিন্দ দাস রসপান॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

নেপথ্যে দেবদেবীগণ—

(গীত)

চাঁচর চিকুর, চূড়োপরি চন্দ্রক,
গুঞ্জা মঞ্জু মালা।
পরিমল-মিলিত, ভ্রমরী-কুল আকুল,
সুন্দর বকুল গুলাল॥
বনমে আওয়ে হো নন্দলাল।
মনমথ-মথন, ভাঙ যুগ ভঙ্গিম,
কুবলয় নয়ন বিশাল॥
বিম্বধরোপরি, মোহন-মুরলী ধর,
পঞ্চম বমই রসাল।
গোবিন্দদাস পহু নটবর শেখর,
শ্যামল তরুণ তমাল॥

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। মা! মা! কই মা, কোথা মা?

(যশোদার প্রবেশ)

যশোদা। এ কি গোপাল? এ কি বাপ্? ঘুমুতে ঘুমুতে উঠে এলি কেন? কেঁদে উঠলি কেন? এখনও ত সকাল হ'তে দেরী আছে।

কৃষ্ণ। মা! মা! ওরা কারা মা?

যশোদা। কই কারা, বাপ গোপাল?

কৃষ্ণ। ওই যে এসেছিল, ওই যে আমাকে কি ব'লে গেল।

যশোদা। সে কি বাপ? কেউ ত আসে নি, কেউ ত যায় নি, কেউ ত কিছু বলে নি।

কৃষ্ণ। এই যে এলো মা, এই যে বল্লে মা।

যশোদা। ও কি গোপাল? ও কি বলছিস্ বাপ?

কৃষ্ণ। মা! মা! দেখেছিস, দেখেছিস?

যশোদা। কি—কি?

কৃষ্ণ। ওই যে দেখ না। ওই ধীরসমীরে যমুনা-তীরে—একা আকাশ পানে চেয়ে নতুন মেঘে চোক রেখে ও কে মা?

যশোদা। গোপাল, গোপাল!

কৃষ্ণ। মা, দেখ্—দেখ্—আবার দেখ্—

যশোদা। ওমা মঙ্গলচণ্ডী কি কর্‌লে মা! গোপাল আমার এমন করে কেন মা? গোপাল! গোপাল!

কৃষ্ণ। কেন মা?

যশোদা। ও কি বলছিস বাপ?

কৃষ্ণ। কই!—আমি?—কি বল্‌ছি!

যশোদা। কিছু বলিস্ নি ত? তা হ'লে চল্ বাপ -এখনও সূর্য্যি ওঠে নি, ঘুমুবি চল্।

কৃষ্ণ। আমি ত ঘুমুচ্ছিলুম, তুই আমায় ডাক্‌লি কেন?

যশোদা। ভুলে ডেকে ফেলেছি বাবা!

কৃষ্ণ। এমন ধারা ভুল্‌বি কেন?

যশোদা। আর ভুল্‌ব না বাবা! এবার থেকে আর ভুল্‌ব না। তুমি ঘুমুলে আর ডেকে তুল্‌ব না।

কৃষ্ণ। হাঁ মা, সুবল এখনও এল না কেন?

যশোদা। এখনও সকাল হয় নি ত বাবা, সকাল হ'লেই আসবে।

কৃষ্ণ। তা হাঁ মা, ওরা গরু চরাতে যায়, তা আমি যাই না কেন?

যশোদা। কই কারা যায়?

কৃষ্ণ। কেন, দাদা যায়, শ্রীদাম যায়, সুদাম যায়।

যশোদা। ওরা বড় হয়েছে, তাই যায়। তুমি যে এখনও দুধের ছেলে নীলমণি! কই, সুবল কি যায়? যখন বড় হবে, তখন যাবে।

কৃষ্ণ। আমি কবে বড় হব মা?

যশোদা। সে পুরুত ঠাকুর পাঁজি দেখে গুণে গেঁথে ব'লে দেবে। ধন আমার, যাদু আমার, নীলমণি আমার, কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে উঠেছ, অসুখ করবে। এখন একটু ঘুমুবে চল।—ওমা মঙ্গলচণ্ডি! ছেলে আমার ঘুম থেকে উঠে অমন ক'রে উঠল কেন মা? মা! বাছার সব আপদ-বালাই দুর ক'রে দাও। তোমায় ষোড়শোপচারে পূজা দেব।

[উভয়ের প্রস্থান।

(নন্দের প্রবেশ)

নন্দ। এক জন এক জন ক'রে গোপালের সকল সঙ্গীই গোচারণ-কার্য্যে নিযুক্ত হ'ল। গোপালকে ত আর না পাঠালে কিছুতেই চলে না। আর না পাঠালে যে লোকে নিন্দা করবে। কিন্তু কেমন ক'রে পাঠাই? যশোমতী কি এরূপ কার্য্যে সহজে সম্মতি দেবে? আমিই বা গোপালকে ছেড়ে কেমন ক'রে থাক্‌বো? বড়ই বিপদ!—যশোমতি!

(যশোমতীর প্রবেশ)

যশো। কেও গোপরাজ! আস্তে কথা কও। গোপাল আমার সবে চক্ষু বুজেছে। কিছু দরকার আছে কি?

নন্দ। দরকার অন্য কিছু নয়। বলতে এসেছিলুম কি — পুরোহিত মহাশয় আজ প্রভাতে এসেছেন। এসে ব'লছেন যে, আজ বড়ই শুভদিন। গোপালের গোচারণযোগ্য বয়স উত্তীর্ণ হয়, এই সময় একটু স্বস্ত্যেন শান্তি ক'রে গোপালের হাতে পাঁচনবাড়ী দিলে ভাল হয় না?

যশো। দিতে হয় দাও না। আমি কি গোপালকে ধ'রে রেখেছি?

নন্দ। আহা রাগো কেন? কথার কথা জিজ্ঞাসা করছি বইত নয়। পাঁচজনে পাঁচ কথা কয়।

যশো। আমি ত আর পাঁচজনের ধার ক'রে খাইনে যে, পাঁচ কথা কইবে।

নন্দ। পুরুত ঠাকুর বল্‌ছিলেন, যে সময়ের যা, সেটা না কর্‌লে ছেলের অকল্যাণ হয়।

যশো। ছেলের যদি অকল্যাণ হয়, তবে পুরুত ঠাকুর রয়েছেন কি কর্‌তে? তবে তাঁর স্বস্ত্যেন শান্তির জোর কি?

নন্দ। বটেই ত!

যশো। কাঁচ দুধের ছেলে, এখনও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কেঁদে ওঠে।

নন্দ। ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও—ও কথা একেবারেই ছেড়ে দাও।

যশো। একদণ্ড মাকে না দেখ্‌লে অন্ধকার দেখে—সেই ছেলেকে তুমি গোঠে পাঠাতে চাও?

(বলাই, শ্রীকৃষ্ণ ও রাখালবালকগণ)

গীত।

ওমা নন্দরাণী!
কানাইরে দিয়ে দাও সাথে।
পরাইয়ে দেহ ধড়া, চরণে নূপুর বেড়া,
মন্ত্র পড়ি বাঁধ চূড়া মাথে॥

অলকা তিলকা ভালে, বনমালা দেহ গলে,
শিঙ্গা বেত্র বেণু দেহ হাতে।
শ্রীদাম সুদাম দাম সুবলাদি বলরাম
আমরা দাঁড়ায়ে রাজপথে॥

(নারদের প্রবেশ)

(গীত)

চলত রাম সুন্দর শ্যাম
পাঁচনি কাঁচনি বেত্র বেণু
মুরলী খুরলী গান রি।
প্রিয় শ্রীদাম সুদাম মেলি
তপন-তনয়া-তীরে কেলি
ধবলী শ্যামলী আওরি আওরি
ফুকরি চলত কান রি।
বয়সে কিশোর মোহন ভাতি
বদন ইন্দু জলদ কাঁতি
চারু চন্দ্র গুঞ্জা হার
বদনে মদনভান রি॥
আগম নিগম বেদসার
লীলায় করত গোঠবিহার
সবহু ভকত করত আশ
চরণে শরণ দান রি॥

যশো। ঠাকুর! মায়ের প্রাণ ত বুঝলে না। তাই আমাকে কঠিন শাস্তিটে দিলেন।

নারদ। কি করি মা নন্দরাণি! তোমাদের মঙ্গল কামনা আমি চিরদিন ক'রে আসছি। এমন গোচারণ-যোগ্য শুভদিন আর বহুকালের মধ্যে পাওয়া যাবে না দেখলুম, তাই গোপালকে আজকের দিনে পাঠাবার জন্যই গোপরাজকে অনুরোধ করলুম।

নন্দ। এমন শুভদিন যখন পাওয়া গেছে, তখন সেটা ছাড়া আর কোনক্রমেই উচিত নয়। আর ত বেশী দিন ঘরে ধ'রে রাখতে পারব না।

যশো। বলাই, বাপ কাছে এস—এই নাও তোমার হাতে আমার কানাইকে সঁপে দিলুম।—

"দধি-মন্থনকালে, সম্মুখে আসিয়া খেলে
আঙ্গিনার বাহির না করি।
আঙ্গিনার বাহিরে যদি গোপাল খেলা করে
তবে প্রাণ ধরিতে না পারি।"

নারদ। নন্দরাণি! এখন কাঁদবার সময় নয়, পুত্রকে আশীর্ব্বাদ কর।

যশো। "যাদু মোর নয়নের তারা।
কোলে থাকিতে কত চমকি চমকি উঠি,
নয়ন নিমিখে হই হারা॥
তারে তুমি বনে নিয়ে যাও।
যারে পীড়াপীড়ি করি দুগ্ধ পিয়াইতে নারি,
তারে তুমি গোঠেতে সাজাও॥
বসন ধরিয়া হাতে, ফিরে গোপাল সাথে সাথে,
দণ্ডে দণ্ডে দশবার খায়।
এ হেন দুধের ছেলে, বনে বিদায় দিয়ে,
দৈবে মারিবে বুঝি মায়।"

নারদ। আর বিলম্ব করছ কেন নন্দরাণী!

যশো। গোপাল একবার কাছে এস ত।

(কৃষ্ণের মস্তকে ধান্যদূর্ব্বা দান)

"এ দুখানি রাঙ্গা পায়, ব্রহ্মা রাখিবেন তায়,
জানু রক্ষা কর দেবগণ।
কটিতট সুজঠর রক্ষা কর যজ্ঞেশ্বর
হৃদয় রাখুন নারায়ণ॥
ভুজযুগ নখাঙ্গুলি, রক্ষা করুন বনমালী,
কণ্ঠমুখ রাখ দিনমণি।
মস্তক রাখুন শিব, পৃষ্ঠদেশ হয়গ্রীব,
অধঃ ঊর্দ্ধ রাখুন চক্রপাণি॥
জলে স্থলে গিরি বনে রাখিবেন জনার্দ্দনে,
দশদিকে দশ দিক্‌পাল॥
যত শত্রু হোক্ মিত্র, রক্ষা করুক সর্ব্বত্র,
নহে তুমি হও তার কাল॥"

নারদ। তা হ'লে ভাই বলাই, কানাই ভাইটিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে, আস্তে আস্তে পাইচারি করতে করতে এগিয়ে যাও।

যশো। "আমার শপথ লাগে, না ছুটো ধেনুর আগে,
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিও ধেনু পুরিও মোহন বেণু,
ঘরে ব'সে আমি যেন শুনি॥
বলাই ধাইবে আগে, আর শিশু বামভাগে,
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে যেও, সঙ্গ ছাড়া না হইও
মাঠে বড় রিপুভয় আছে॥

ক্ষুধা হ'লে চেয়ে খেও, পথপানে চেয়ে যেও,
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে !
কারো বোলে বড় ধেনু ফিরাতে না যেও কানু
হাত তুলি দেহ মোর মাথে ॥"

এই বাবটের পথ ধ'রে আয়ানের বড়ীর ধার দিয়ে যাও। যমুনার ধারে ধারে গরু চরাও।

বল।—

(গীত)

ভয় ক'র না মা নন্দরাণী।
বেলি অবসান কালে, এনে দিব গোপালে
তোর আ'গে শুন গো জননী ॥
স'পি দেহ মোর হাতে, আমি ল'য়ে যাব সাথে,
যাচিয়া খাওয়াব ক্ষীর ননী।
মোদের জীবন হ'তে, অধিক জানি যে গো,
জীবনের জীবন নীলমণি ॥

তৃতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর।

শ্রীরাধা ও কুটিলা।

কুটিলা। বলি হাঁা বউ! তোর আজ হ'ল কি?

রাধা। কিছুই হয় নি—হবে আবার কি?

কুটিলা। বিছানা ছেড়ে উঠে অবধি মুখ ভার ক'রে ব'সে রয়েছিস্। সাত ডাকে রা পাওয়া যায় না। কথায় কথায় অন্যমনস্ক, তবু বল্‌ছিস্ কিছু হয় নি? কেন, আমি কি কিছুই বুঝতে পারি নি? আমায় এতই ন্যাকা ঠাওরালি?

রাধা। কি বুঝলে?

কুটিলা। আমি ত আর জান্ নই যে, তোমার পেটের ভেতর কি আছে জান্‌তে হবে। তুমি লীলাময়ী ধনী, তোমার দণ্ডে দণ্ডে লীলা। কে বাপু অত লীলা বুঝে বেড়ায়!

রাধা। তুমি বল্লে ব'লে বল্লুম।

কুটিলা। তা বলব না ত কি? তোমার ভয়ে চুপ ক'রে থাকৃত হবে? তা বুঝি আর নাই বুঝি, কিছু বলি আর নাই বলি—বউ ঠাকরুণ! একটু কম ক'রে কর।

রাধা। করলুম কি?

কুটিলা। তা যাই কর, একটু কম ক'রে কর। যে টুকু সয়, সেই টুকু কল্লেই ভাল হয়।

রাধা। জ্বালা বিপদ—কর্‌লুম কি?

কুটিলা। এ বয়সে অতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়। আমাদেরও অমন এককাল ছিল। আমরাও এক-কালে স্বামী নিয়ে ঘর করেছি। কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি করি নি।

রাধা। আমারই বা বাড়াবাড়ীটা কি দেখলে?

কুটিলা। আমাদেরও স্বামী মাঝে মাঝে বিদেশে যেত। আমরাও অমন কত শ্রাবণের বাদ্‌লার রাত একলা কাটিয়েছি। কিন্তু সারাটা রাত বিছানায় প'ড়ে কখন অমন ছট্‌ফট্ করি নি। জাগবার সময় জেগেছি, বস্‌বার সময় বসেছি, ওঠ্‌বার সময় উঠেছি, আবার ঘুমবার সময় ভোঁস্ ভোঁস্ ক'রে ঘুমিয়েছি। স্বামী কি চব্বিশ ঘণ্টাই বাড়ী থাকবে? বিদেশ যাবে না? তা তার জন্য অত বাড়াবাড়ি কেন? সারারাত ঘুম নেই —চোখ করম্চা! এ কি রে বাপু! দাদা কাল্‌কে মথুরা গেছে। বৃষ্টির জন্য আসতে পারে নি। আজ যেখানে থাক্ আস্‌বেই। তার জন্য অত কেন?

রাধা। তুমি কি মনে করেছ, তোমার দাদার জন্য আমি সারারাত বিছানায় প'ড়ে ছটফট্ করেছি?

কুটিলা। তা যার জন্যই কর, কিন্তু অতটা ক'র না। এর পর অতটা কেন—ওর কিছুই থাকবে না।

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। কি গো সই, ব'সে ব'সে হচ্ছে কি? আরে কে ও কুটিলা ঠাকরুণ! তুমিও যে! ননদ-ভাজে মুখোমুখি ক'রে সকাল বেলায় কি এত গোপনীয় কথা হচ্ছে? আমরা বাইরের লোক কি শুন্‌তে পাই না?

কুটিলা। এই ব'সে ব'সে তুমিই না হয় সমস্ত শোনাটা একচেটে ক'রে নাও। দুঃখ কেন? আমি কেবল দুটো একটা চুটক ফাউ কথা শুনে গেলুম বই ত নয়। তুমি হচ্ছ তোমার সইয়ের অন্তরঙ্গ—সব কথা ত তোমারই শোন্‌বার অধিকার।

বৃন্দা। বেশ, তুমিও ত আমার পর নও। শুন্‌তে পাই ত তোমাকেও কিছু ভাগ দেওয়া যাবে। ব্যাপার কি সই?—ও মা! তা ত দেখি নি। এ কি সই! তোমার আজ এমন মূর্ত্তি কেন? মুখ এমন মলিন—চোখ দুটি লাল—যেন অন্যমনস্ক ভাব—কেন সই?

কুটিলা। কেন আর কি—এ বয়সের রোগই ওই। আমরা আছি সংসারধর্ম্ম দেখতে—সকাল থেকে সন্ধ্যা

পর্য্যন্ত খেটে মর্‌তে—আর ওঁরা আছেন, কেবল অন্য-মনস্ক হ'তে, আর চক্ষু দুটি লাল ক'রে ব'সে থাক্‌তে। কেমন গো ঠাকরুণ! এখন বিশ্বাস হ'ল? আমিই না হয় মন্দ, পোড়া পাড়ার লোকে আমায় কেবল তোমাকে গঞ্জনা দিতেই দেখে। এ বার ত আমি বলি নি!—বলি এখন উঠবে, না এমনি ক'রে অভিমানে অঙ্গ ঢেলে দিন কাটিয়ে দেবে?

বৃন্দা। অভিমান? তা হ'লে সইয়ের আমার অভিমান আছে!

কুটিলা। অভিমান নেই? অঙ্গটুকু সুধু অভিমানেই গড়া। দাদা কালকে মথুরা গিয়েছে, বৃষ্টির জন্য আস্‌তে পারে নি। তাই সইয়ের তোমার অভিমান! দাদা কাল রাত্রে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে ওঁর কাছে আসেন নি কেন, তাই মানময়ী মানসাগরে অঙ্গ ঢেলে ব'সে আছেন। বৃন্দা! বড় দুঃখ, ভালবাসাটা কেবল আমরাই দেখাতে পার্‌লুম না—মান করাটা আমরাই শিখলুম না!—কেবল দেখতে এসেছি, দেখেই গেলুম।

[প্রস্থান।

বৃন্দা। বেশ, তুমি যাও, আমি সইকে তুলে নিয়ে যাচ্ছি। আঃ? রাঁড়ী গেল না ত, যেন গায়ে বাতাস লাগল।—যাক্—তারপর ব্যাপার কি বল দেখি সখি! আজ তোমার এ কি ভাব বৃষভানুনন্দিনি!

রাধা। আগে দেখ, পাপ ননদী গেল কি না।

বৃন্দা। সে চ'লে গেছে।

রাধা। সই! আমি কি দেখ্‌লুম!

বৃন্দা। (স্বগত) এরই মধ্যে সখী কি দেখ্‌লে! কই দেখ্‌বার ত এখনও সময় হয় নি। তা হ'লে সখী আমার দেখলে কি? (প্রকাশ্যে) কি দেখ্‌লে সখি?

রাধা। সই প্রাণের সই, কাছে এস—চারিদিকে দেখ। তুমি ছাড়া আর কেউ যেন না শোনে।

বৃন্দা। কেউ নেই—তুমি নিঃসঙ্কোচে বল।

রাধা। কাল রাত্রে আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি।

বৃন্দা। স্বপ্ন?

রাধা। অদ্ভুত স্বপ্ন!—(সুরে)

"রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া গরজন,
ঝিমিঝিমি শবদে বরিসে।
পালঙ্ক শয়ন রঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে,
নিদ্রা যাই মনের হরিষে॥
শিখরে শিখণ্ড রোল, মত্ত দাহুরী বোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঝা ঝি ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে
স্বপন দেখিনু হেন কালে॥"

বৃন্দা। তার আর বিচিত্র কি? শ্রাবণের ধারায় জলবর্ষণ হয়েছে। গুরু গুরু মেঘগর্জ্জন। গভীর রাত্রি; স্বামী দূরদেশে। এমন সময় রসময়ী তুমি গৃহের মধ্যে কোমল শয্যায় একা। তুমি যে বেছে বেছে মনের মতন স্বপ্ন দেখ্‌বে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? অবশ্য স্বামীর স্বপ্নই দেখেছ?

রাধা। স্বামী?—কে স্বামী—কোথা আমার স্বামী? আমি-ই বা কার?

(সুরে)

"মনের মরম কথা, তোমারে কহি যে হেথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিনু যেন, শ্যামল বরণ দেহ,
তাহা বিনু আর কারও নই॥"

বৃন্দা। বল কি?—এমন স্বপ্ন দেখেছ?

(সুরে)

রাধা। "মরমে পৈঠল সেহ, হৃদয়ে লাগল দেহ
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
দেখিয়া তাহার রীত, যে করে দারুণ চিত
ধিক্ রহু কুলের কামিনী॥"

গীত।

রূপে গুণে রসসিন্ধু,
মুখচ্ছটা যেন ইন্দু,
মালতীর মালা দোলে গলে।
বসি মোর পদতলে,
পায়ে হাত দেয় ছলে,
"আমা কিন, বিকাইনু" বলে॥

বৃন্দা। তারপর?

রাধা। আমি জিজ্ঞাসা করলুম তুমি কে? অমনি আমার কানের কাছে কোথা থেকে কে এসে যেন ব'লে গেল শ্যামসুন্দর।

বৃন্দা। ঠিক হয়েছে—আমিই যুগলমিলনের উপলক্ষ হব, এই অহঙ্কারে টলতে টলতে যেমন রাইয়ের কাছে আসছিলুম, দর্পহারী তেমনই আমার দর্প চূর্ণ করেছেন। রাইয়ের স্বপ্নাবস্থায় তার কাছে এসে

তার পায়ে আপনার সর্ব্বস্ব বিকিয়ে গেছেন। যুগযুগান্তরের এ মিলন। আমি তুচ্ছ রমণী—আমার এ অহঙ্কার কি সাজে?—তা বেশ করেছ। স্বপ্নে অমন কত দেখাদেখি, বকাবকি, দান-প্রতিদান হয়ে থাকে। তাতে কি সকালবেলায় মলিন মুখে নিষ্কর্ম্মা হয়ে, গালে হাত দিয়ে ভাবতে হয়? নাও—ওঠ। সকাল সকাল যমুনাস্নান সেরে আসি এস। আর কেন ভাই এমন ক'রে ব'সে আছ?

রাধা। আমি আছি? আমি আর আছি কৈ সই?

বৃন্দা। তুমি কি বলছ?

রাধা। বৃন্দা—বৃন্দা—আমার সব গেছে।

"কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ, ভূষণ-ভূষিত অঙ্গ,
কাম মোহে নয়নের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয়, পরাণ কাড়িয়া লয়,
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে॥
রসাবেশে দিনু কোল, মুখে না সরিল বোল,
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল, লাজ ভয় মান গেল,
বল সই কি আর রহিল॥"

সজনি! আমি তোমার শরণাগত। আমার সর্ব্বস্ব গেছে। এখন এ সঙ্কটসময়ে তুমিই আমার সব! দয়া ক'রে বল, আমি কি করি?

বৃন্দা। কি করবে—আমি বলব?

রাধা। তুমি ভিন্ন আর কে বলবে বৃন্দা? আমায় কর্ত্তব্যশিক্ষা তুমি ছাড়া আর কে দিতে পারে? তুমিই আমার সহায়, তুমিই আমার জ্ঞান-বুদ্ধি। আমাকে সৎপথে নিয়ে যাবার জন্য তুমিই আমার পথ-প্রদর্শিকা।

বৃন্দা। (গীত)

তবে শুন সুবদনী রাই।
সুধালে যদি হে ব'লে যাই॥
তুঁহু সুন্দরী রসের দে, তোঁহারি নয়নে লেগেছে সে,
রসে রসে বুঝি মিলে গেছে,
উথলি সিন্ধু আকুল তাই॥
স্বপনে পেয়েছ গোপনে রাখ, মুদিত নয়নে হিয়াতে দেখ,
পিরীতি মূরতি করিয়ে আরতি,
আমরা জীবনে সাধ পুরাই॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আয়ান।

আয়ান। কালী বল মন, কালী বল। মা যার সহায়, ত্রিভুবনে তার কাকে ভয়? মথুরার সহর ছেড়ে, কালী ব'লে যেই মাঠে পাটি দিয়েছি, অমনি চারিদিক থেকে হু হু ক'রে ঝড়। বাপ! কি ঝড়ের তেজ! মাঠের মাঝখানে পড়লেই প্রাণটা গিয়েছিল আর কি? কিন্তু রাখে কালী ত মারে কে? মারে কালী ত রাখে কে? কালী আমাকে রক্ষা করছেন, আমি মাঠে পড়ব কেন? ঝড়ও আসা, আর আমিও অমনি মাথা গোঁজ ক'রে কালী ব'লে দে ছুট। ছুটতে ছুটতে পড়বি ত পড় একেবারে এক জনের ঘাড়ে। কালী ব'লে মাথা তুলে দেখি যে কালনিমে মামা। তারপর কালী ব'লে মামার বাড়ী উপস্থিত। তার পর কালী ব'লে কাঠায় কাঠায় চর্ব্বচোষ্য ঠাসা। তার পর কালী ব'লে শুয়ে ভোঁস ভোঁস ক'রে ঘুমিয়ে, আবার সকালে কালী ব'লে নিজের ডেরাতে এসে উপস্থিত। কালী বল মন, কালী বল। হাতে পায়ে কাদা—তা হোক, এই অবস্থাতেই মন আর একবার কালী বল।

(গীত)

যা অনায়াসে হয় তাই করবে।
কাজ কি আমার কোশাকুশী, আয় মন বিরলে বসি,
ভাব শ্যামা এলোকেশী, বারাণসী পাবি রে।
ভস্মমাখা ত্রিলোচন, শিবের কোন্ পুরুষে ছিল ধন,
শ্যামা নির্ধনের ধন, তাই সদা জপ রে॥

(জটিলার প্রবেশ)

জটিলা। এই যে, এই যে, এসেছিস্ বাপ?

আয়ান। আস্‌ব না ত কি, ঝড়ে মাঠের মাঝখানে ঠ্যাং খোঁড়া হয়ে প'ড়ে ম'রে থাক্‌ব?

জটিলা। বালাই, শত্রু মরুক। তুমি আমার অখণ্ড পরমাই নিয়ে বেঁচে থাক। ও কুটিলে! শীগ্‌গির তোর দাদার জন্য পা ধোবার জল নিয়ে আয়।

আয়ান। সবাইকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কাউকেও দেখতে পাচ্ছি না কেন?

জটিলা। সে কি রে বাবা, দেখতে পাচ্ছিস না

কি ? অমন চোখ, বন্‌বন্ ক'রে তারা ঘুর্‌ছে, তবুও দেখতে পাচ্ছিস না ?

আয়ান। না—দেখতে পাচ্ছি না।

জটিলা। ও মা মঙ্গলচণ্ডী, কি কর্‌লে ?

আয়ান। মঙ্গলচণ্ডী আমার মুণ্ড কর্‌লে।—বলি তোকেও দেখলুম, কুটিলাকেও দেখলুম—তবু কাউকে দেখতে পাচ্ছি না কেন ?

(গীত)

তারা কে পারে তোমারে চিন্‌তে।
তুমি গো মা উমা, ব্রহ্মময়ী শ্যামা,
কটাক্ষে পার মা, ত্রিলোক জিন্‌তে॥
আমি দুরাচার কি জানি বল না,
ভবে এসে সাধন হ'ল না হ'ল না,
ক'র না ছলনা দনুজদলনা,
রাখ মা রাখ মা অধীনে অন্তে॥

জটিলা। মনে করি কথা কব না, কিন্তু না ক'য়েও থাকৃতে পারি না। অমনিতেই পোড়া লোকে বলে বউ-কাঁটকি। কিন্তু একচোখো পোড়া লোক ত দেখবে না যে, গেরস্তর বউ—বেলা এক প্রহর হ'ল, এখনও পর্য্যন্ত ঘর থেকে বেরুল না। ডেকে ডেকে মায়ে ঝিয়ের গলা ভেঙ্গে গেল, তবু বউয়ের সাড় হ'ল না। এতে কি বল্‌তে ইচ্ছা করে বল্ দেখি বাপ আয়ান ?

আয়ান। কি! সাড় হ'ল না? এমন অব্যর্থ হাতে থাকৃতে সাড় হ'ল না (ভূমিতে যষ্টি প্রহার)!

জটিলা। থাম্—থাম্—বউমা আস্‌ছে।

(রাধার প্রবেশ)

আয়ান। বা! বা! তাই ত! তাই ত!

"তারা কে পারে তোমারে চিন্‌তে।"

জটিলা। ও কি রে—ও কি রে ?

আয়ান। থাম্—থাম্!

জটিলা। ও কি রে আয়ান, পাগল হ'লি না কি ? কারে কি বলিস্!

আয়ান। হুঁ—হুঁ, চোখ রাঙাচ্ছ—চোখ রাঙাচ্ছ।

(গীত)

আমি কি আটাশে ছেলে।

জটিলা। আরে ও হতভাগা! ক্ষেপে গেলি না কি ? কারে কি বল্‌ছিস্ ? লোকে দেখলে মনে কর্‌বে কি ?

(গীত)

আয়ান।—

মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা ডিক্রী লব এক সওয়ালে।
আমি ক্ষান্ত হব, যখন আমায়,
শান্ত ক'রে লবে কোলে॥

জটিলা। ও আয়ান, করিস কি ? করিস কি ? নেশা ক'রে এলি না কি ?

আয়ান। দূর বেটী—নেশাটা ভেঙ্গে দিলি। কে ও বৃষভানুনন্দিনি! কোথায় যাচ্ছ ?

রাধা। আজ গোপূজার প্রশস্ত দিন। স্বামীর মঙ্গলার্থে গোমাতার পূজা কর্‌ব ইচ্ছা করেছি। তাই একটু সকাল সকাল যমুনাস্নানে চলেছি।

আয়ান। বেশ করেছো। দেখ দেখি মা! এতে বউকে ভক্তি করতে ইচ্ছা করে কি না করে। স্বামীর মঙ্গলার্থে উনি না করেছেন কি ? এই সকাল থেকে এখনও পর্য্যন্ত উনি কতটা ভাবনা ভেবেছেন দেখ দেখি—স্বামী ভেবেছেন, তার মঙ্গল ভেবেছেন, তার সঙ্গে কিঞ্চিৎ অর্থও ভেবেছেন। বাকী ছিল যমুনা আর স্নান, অবশেষে সেটাও শেষ করতে চলেছেন। বেশ, বৃষভানুনন্দিনি—বেশ। ভাল, স্নান ক'রে এসে যখন গোপূজা করবে, তখন করযোড়ে গোমাতার কাছে এই বর প্রার্থনা ক'র যে, হে গোলোক-বিহারি হরি! আমার গরীব স্বামীর ভাগ্যে একটু কৃপাদৃষ্টি কর। যেন সজ্ঞানে আমি মায়ের চরণে শরণ পাই।

রাধা। বেশ, তাই বলব।

[প্রস্থান।

(কুটিলার প্রবেশ)

কুটিলা। ও মা—মা!

জটিলা। কেন ?

কুটিলা। বৌ কোথা ?

জটিলা। যমুনায় গেছে।

কুটিলা। ফিরিয়ে আন্—ফিরিয়ে আন্।

উভয়ে। কেন ?

কুটিলা। আরে ছাই, আগে আন না।

আয়ান। আরে ছাই, আগে বল্ না।

কুটিলা। বউয়ের আজ ঘর থেকে বেরিয়ে কাজ নেই। গোকুলের যত ডাংপিটে ছোঁড়াগুলো আজ এই দিকেই গোচারণে আস্‌ছে।

আয়ান। আসুক না, তাতে আর কি হয়েছে?

কুটিলা। তার সঙ্গে নন্দ ঘোষের ছেলে কানায়েটাও আছে।

আয়ান। ও! তারে ত ভারী ভয়।

কুটিলা। তারে ভয় নয়, তার রীতিকে ভয়। ও পাড়ার বাড়ী বাড়ী ভাঁড় ভেঙে ক্ষীরননী চুরি ক'রে খায়। এখন তোমার ঘরের ক্ষীরভাণ্ডটি যদি চুরি যায়?

আয়ান। কেমন ক'রে যায়, একবার দেখাই যাক্ না।

কুটিলা। চুরিই যদি যায় ত দেখে করবে কি?

জটিলা। কাজ কি বাপ! আজকের দিনটে বউকে বাড়ী থেকে বেরুতে বারণ করেই দে না।

আয়ান। আর বারণ করতে হবে না। তোমার কানাইই বল, আর বলাইই বল, ও সব তুম তাড়াকি আর বেশী দিন চল্‌ছে না। মথুরা গিয়ে যা শুনে এলুম, তাতে দুদিন পরেই গোকুল থেকে একেবারে ছোঁড়ার পাট লোপাট।

জটিলা। কি শুনে এলি বাপ?

আয়ান। শুনে এলুম, কংস রাজা স্বপ্নে দেখেছে যে, যে তাকে মারবে, সে গোকুলে বাড়ছে। তাইতে কংস রাজা হুকুম দিয়েছে যে, গোকুলে যে ছোঁড়া বাড়ছে, তাকেই মেরে ফেল।

কুটিলা। তা হ'লে তোমাকেও ত মেরে ফেলবে?

আয়ান। ভয় নেই—ভয় নেই—আমার জন্ম কিছু ভয় নেই। আমি সে কথা জেনে একেবারে ঠিক হয়ে এসেছি। যারা বাড়ছে, তাদেরই ভয়। আমি কি বাড়ছি—যত দিন যা'চ্ছে, ততই আমি ছোট হ'য়ে যাচ্ছি। ভয় নেই—ভয় নেই—আমার জন্য কিছু ভয় নেই, চল্।

কুটিলা। তবু একবার বউএর সঙ্গে যাই। দাদার বুদ্ধিতে চ'ল্লে চলবে না।

[প্রস্থান।

আয়ান। কালী বল মন—কালী বল। দেখ মা। এক সন্ন্যাসী ঠাকুর এসে ব'লে গেল—তোমার ঘরে হাত-পা-ওয়ালা আনন্দময়ী মা আসবেন।

জটিলা। সন্ন্যাসী ঠাকুর?—কোথায় রে?

আয়ান। চ'লে গেছে।

জটিলা। আ বোকা! ছেড়ে দিলি, বৌমাকে দেখাতে পারলি নি!

আয়ান। আর বউ দেখিয়ে কি হবে? এবারে যখন আসবে, একেবারে আনন্দময়ীকে দেখিয়ে দেব। কালী বল মন—কালী বল।

জটিলা। নে, তবে হাত-পা ধুয়ে ঘরে চল্।

[প্রস্থান।

আয়ান। কি বলব—ছোঁড়াটা যদি কালো না হ'ত, তা হ'লে একদিনেই তার তুম্ তাড়াকি বার ক'রে দিতুম। ছোঁড়াটা কালো হয়েই আমাকে কাহিল ক'রে ফেলেছে। কালী বল মন—কালী বল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সুবল ও শ্রীকৃষ্ণ।

(গীত)

(সখে) কি যেন কি মনে আসে।
দেখি আভাসে কত দূর কত দূর দেশে॥
উপরে নীল জলদভার,
কণ্ঠে জড়িত বিজলী-হার,
ক্ষীরোদ সিন্ধু সুধার ধার,
আমি প্রেমের পাথারে যাই ভেসে॥
চলে চলে রাই পড়িছে বক্ষে,
শত সুরধুনী ঝরিছে চক্ষে,
মৃদুল পবন, কম্পিত ঘন, চন্দ্রকিরণে বিবশে
কনক-লতিকা পরশে॥

সুবল। এই যে—এই যে কানাই! এ তুই আমার সঙ্গে কি লুকোচুরি খেল্‌ছিস? আমি তোরে খুঁজতে খুঁজতে খুঁজে পাই না কেন? এই এখানে—এই সেখানে। এই কাছে—আবার চক্ষের পলক না ফেলতে ফেলতে তুই অতি দূরে। এ তুই আমার সঙ্গে কি লুকোচুরি খেলছিস ভাই? (স্বগত) এ কি? এ কি? কানাইয়ের এ কি মূর্ত্তি?—কানাই!

কৃষ্ণ। কি ভাই!

সুবল। একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করব?

কৃষ্ণ। কর।

সুবল। ঠিক উত্তর দেবে?

কৃষ্ণ। তোমায় আমার গোপন কি আছে ভাই?

সুবল। আজ তোমার কিছু ভাবান্তর দেখ্‌ছি।

কৃষ্ণ। তোমার এ প্রেমচক্ষু যে ভাই! এ চক্ষু ভাবরাশি দেখ্‌বার জন্যই ত সৃষ্টি হয়েছে।

সুবল। তা হ'লে, এ কি দেখলুম সখা? তোমায় আজ এমন দেখলুম কেন?

কৃষ্ণ। কি দেখ্‌লে?

সুবল। (গীত)

নীরদ নয়নে নবঘন সিঞ্চনে
আকুলি বিকুলি কেন হও হে।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
কি নব ভাবে ডুবে রও হে।
চলিতে চরণ টলে কত ভাব উথলে,
(যেন) আসিতে আসিতে কোথা ধাও হে॥
যমুনার তীরে যেন কি ফেলে এসেছ সখা
ঘন ঘন কূল পানে চাও হে॥

কৃষ্ণ। সুবল! আমি কোথায় এসেছি, বল্‌তে পার?

সুবল। এ কি রকম প্রশ্ন কানাই? কোথায় এসেছো, তুমি কি জান না?

কৃষ্ণ। এটা কার রাজ্য সুবল?

সুবল। কানাই—কানাই! এ তুমি কি বল্‌ছ? চল কানাই, তোমার সহচরেরা তোমার জন্য গোঠে অপেক্ষা কর্‌ছে!

কৃষ্ণ। তবে আমি কি দেখলুম?

সুবল। কি দেখলে?

কৃষ্ণ। (গীত)

অপরূপ পেখনু রামা।
কনকলতা অবলম্বনে উরল,
হরিণী-হীন হিমধামা॥
নয়ন নলিনী দৌ অঞ্জনে রঞ্জিত
ভাঙ বিভঙ্গি বিলাস।
চকিত চকোর জোরি বিধি বান্ধল
কেবল কাজর পাশ॥
গিরিবর গুরুয়া পয়োধর পরশিত
গিম গজমতি হারা।
কাম কম্বু ভরি কনয়া শম্ভু পরি
ঢারত সুরধুনী-ধারা॥

সুবল। সত্যি? কোথায় দেখলে—কোথায় দেখলে?

কৃষ্ণ। সুবল! বল্‌তে পারিস্ ভাই—এ রাজ্য কার? এ রাজ্যের রাজা কে?

সুবল। বল্‌তে পার্‌বো না কেন? এ রাজ্যের সংবাদ জান্‌তে চাও?

কৃষ্ণ। বল সুবল! বল সখা—ব'লে আমার প্রাণরক্ষা কর।

(গীত)

বেলি অবকালে যমুনা-কূলে,
নাহিতে দেখিনু সে।
জুড়ায় কেবল নয়ন-যুগল
চিনিতে নারিনু কে॥
শুন হে পরাণ সুবল সাঙাতি
কে ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে বসি তার নীরে
পায়ের উপরে পা॥
চলে নীল শাড়া নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিত মোর।
সেই হ'তে মোর চিত নহে থির
মনোরথ জরে ভোর॥

তৃতীয় দৃশ্য

টহলদারগণ।

(গীত)

এই ত গোকুলবাসী, কেহ কিছু জানসি,
তাঁহার চরণে কর সেবা।
তোমরা আসিয়ে দেখ রাইয়ের বেয়াধি লখ,
রাইয়েরে পেয়েছে কোন দেবা॥
সব দেব হাঁকারিয়া কহে শ্রুতিপুটে।
কালিয়া কুমারের নামে ঝেঁকে ঝেঁকে ওঠে॥
বলে ওঝা আনি গিয়া পাছে আছে ভূতা।
কাঁপি কাঁপি ওঠে এই বৃষভানুসুতা॥
রক্ষা রক্ষামন্ত্র প'ড়ে ধরি ধনীর চুলে।
কেহ বলে আনি দেহ কালার গলার ফুলে॥
চেতনা পাইয়ে তবে উঠিবেক বালা।
ভূত প্রেত ঘুচিবেক যাইবেক জ্বালা॥

১ম দ্বি। জয় রাধে কৃষ্ণ—ভিক্ষে দাও মা।

(আয়ানের প্রবেশ)

আয়ান। এ তুমি? কি বলছ হে বাপু?

১ম ভি। আজ্ঞে, ভিক্ষে কর্‌ছি।

আয়ান। শুধু ভিক্ষে করছ কৈ বাপু—কি বলছ যে!

১ম ভি। বল্‌ছি, দাতা মা, ভিক্ষে দাও।

আয়ান। শুধু এই কথা বলছ?

১ম ভি। আজ্ঞে।

আয়ান। বেশ, ভিক্ষা গ্রহণ কর।

১ম ভি। দাও বাবা—দাতা বাবা—ভিক্ষে দাও।

আয়ান। নাও বাবা—ভিখিরি বাবা—ভিক্ষে নাও। হাত নয়, ঝুলি নয়। মাথা পাতো বাপধন—মাথা পাতো।

১ম ভি। মাথায় কি হবে প্রভু?

আয়ান। ভিক্ষে নেবে।

১ম ভি। ভিক্ষে কৈ?

আয়ান। এই যে।

১ম ভি। ও ত লাঠি।

আয়ান। তুমিও যেমন ভিখিরি, আমারও সেই রকম ভিক্ষে। নইলে, বল কি বল্‌ছিলি?—রাধেকৃষ্ণ কি বল্‌ছিলি?

১ম ভি। রাধে কৃষ্ণ আমার ইষ্টদেবতা।

আয়ান। তোমার ইষ্টদেবতা? তা হ'লে রোজ তুমি ইষ্টদেবতার পুজো কর?

১ম ভি। আজ্ঞে, সেটা আর পাপ মুখে কেমন ক'রে বল্‌ব?

আয়ান। তবে রে বেটা।

১ম ভি। ও কি—ভিক্ষে দাও আর না দাও—মার কেন কর্ত্তা?

আয়ান। মার্‌ব না? তুমি আমার বউয়ের নাম পাড়ায় পাড়ায় ঢাক বাজিয়ে ভিক্ষে কর্‌বে, আমি তোমায় অম্‌নি ছেড়ে দেব?

১ম ভি। আমার ইষ্টদেবতা—তোমার বউ কেমন ক'রে হবে কর্ত্তা? তোমার বউ কি আমাদের মন্ত্রের সঙ্গে মেলে?

আয়ান। কৈ মন্তর বল দেখি?

১ম ভি। এই ত গোকুলবাসী ইত্যাদি।

(কুটিলার প্রবেশ)

কুটিলা। ও দাদা—দাদা! বউ কি কর্‌ছে গো!

আয়ান। কি কর্‌ছে—কি কর্‌ছে?

কুটিলা। ভূতে পেয়েছে গো—ভূতে পেয়েছে।—কালিয়া কুঁয়ার ব'লে একটা ভূত বহুকাল ধ'রে কদম-গাছের ডালে ছিল। বউ তার তলা দিয়ে আমার সঙ্গে আস্‌ছিল, এর ভেতরে কেমন ক'রে ঝপাঙ ক'রে বউয়ের ঘাড়ে পড়েছে। কালিয়া কুঁয়ারের নাম কর্‌তেই ঝাঁকরে ঝাঁকরে উঠছে।—ই—ই—

আয়ান। তবে রে বেটারা—এই তোমাদের ইষ্ট-দেবতা—এই তোমাদের মন্তর!

[ভিক্ষুকগণের পলায়ন ও আয়ানের অনুসরণ।

চতুর্থ দৃশ্য

বৃন্দা ও ললিতা।

ললিতা। এমন ত কখন দেখি নি। যমুনা থেকে ফিরে এসে রাই আমাদের কি এক অপূর্ব্ব ভাবে বিভোর হয়ে পড়েছে।

বৃন্দা। সে কি?

ললিতা। কি হ'ল বৃন্দা! আমাদের রাই এমন হ'ল কেন?

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার,
তিলে তিলে আসে যায়।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন
কদম্ব-কাননে চায়॥

বৃন্দা। কৈ, এরূপ কথা ত কখন শুনি নি।

ললিতা। আর শুনি নি—শোন নি, দেখ্‌বে এস।

বৃন্দা। বলি রাইকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা ক'রে দেখেছ?

ললিতা। আর জিজ্ঞাসা! কাকে জিজ্ঞাসা? আর কি সেই রাই আছে যে, জিজ্ঞাসা কর্‌লে উত্তর দেবে?

সদাই চঞ্চল, বসন-অঞ্চল,
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি,
ভূষণ খসায়ে পরে॥

বৃন্দা। তা হ'লে ত বড়ই বিপদের কথা ললিতা! গুরুজন শুন্‌লে গঞ্জনার একশেষ, সমবয়সী পাঁচ জনে শুন্‌লে কলঙ্ক। কত লোকে কত কথা কইবে, তার কি

ঠিক আছে? ললিতা! রাই যে আমাদের আদরের সামগ্রী—রাই যে আমাদের প্রাণ!

(বিশাখার প্রবেশ)

বিশাখা। এই যে—এই যে বৃন্দা। ললিতার কাছে শুন্‌লে কি?

বৃন্দা। শুন্‌লুম বই কি।

ললিতা। এখনও কি সেই ভাবে আছে?

বিশাখা। সেই ভাবে কি?—আরও বৃদ্ধি।—বিরলে একলা ব'সে কখন বা মাথার বেণী এলিয়ে ফুলের গাঁথনি দেখ্‌ছে। কখন বা চক্ষু মুদিত ক'রে কার যেন ধ্যানে নিযুক্ত হচ্ছে; কখন বা স্থির নেত্রে মেঘের পানে চাচ্ছে। আবার কখন বা রাঙ্গা বাস প'রে যোগিনী বেশ ধ'রে আপনার মনে কত কি বল্‌ছে! বাহজ্ঞান শূন্য—চক্ষে দৃষ্টিশক্তির অভাব—আমরা যে তার কাছে আছি, এ সে দেখেও দেখতে পাচ্ছে না। এত ডাকছি—রাধা-রাধা ব'লে কানের কাছে এত চীৎকার কচ্ছি, তার কানে পৌঁছচ্ছে না। চল সখি, দেখবে চল—দেখ যদি কোন প্রতীকার করতে পার।

বৃন্দা। শাশুড়ী ননদ টের পেয়েছে?

বিশাখা। না। বৃন্দা, এখনও কেউ টের পায়নি। জান্‌লে সর্ব্বনাশ হবে। না জান্‌তে জান্‌তে বৃন্দা যেমন ক'রে পার, রাইয়ের এ দশার প্রতীকার কর।

বৃন্দা। ভাল, তোমরা এগোও। আমি একবার দেখি, কতদূর কি ক'রে উঠতে পারি।

বিশাখা। এস সখি, শীঘ্র এসো।

বৃন্দা। এই যে আমিও সঙ্গে সঙ্গে চলেছি।

[ললিতা ও বিশাখার প্রস্থান।

বৃন্দা। আর প্রতীকার! যার নামে ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানব, সকল রোগ, বিভীষিকা পালায়, সেই তোমাদের রাইকে গ্রাস করেছে। আর কি রাইকে খুঁজে পাবে? যাই, একবার দেখে আসি। মদনমোহনের মুরতির আভাসে বৃন্দাবনেশ্বরীর কিরূপ শ্রী হ'য়েছে, একবার দেখে আসি। না দেখেই বুঝতে পাচ্ছি—চোখ বুজেই দেখতে পাচ্ছি। কৃষ্ণদর্শনে আত্মহারা মদালসা প্রেমময়ী ব্রজেশ্বরী আমার চোখের ওপরে জল্ জল্ করছেন।

(রাধিকার প্রবেশ)

(গীত)

মদন-লালস বিভোরা।
দেখ দেখ রাধা রূপ অপারা ॥
অপরূপ কো বিধি আনি মিলায়ল
ভূমিতলে লাবণি সারা।
মদনমোহন, ক্ষণ দরশন
প্রেম অমিয়া রসধারা।
নয়নক লোর থির নাহি বাঁধই
হৃদি বেঢ়ত উজিয়ারা।
কিয়ে মনোহর সুমেরু-শিখর
বেড়ি সুরধুনী ধারা ॥

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শ্রীরাধা, বৃন্দা ও সখীগণ।

বৃন্দা। ও মা! এ কি?—এ কি তোমার ভাব? এ কি তোমার মূর্ত্তি? এক দণ্ডে এ পরিবর্ত্তন তোমার কে ক'রে দিলে?

(গীত)

কহ কহ সুবদনী রাধে।
কি তোর হইল বেয়াধে ॥
হেম-কান্তি ঝামর হইল
রাঙ্গা বাস খসয়া পড়িল
যেন ডুবিলি যমুনা অগাধে ॥
কেন তোরে আনমনা দেখি
কাঁহে নখে ক্ষিতিতলে লিখি
কার নাম লিখ মনসাধে।
যেন ডুবিলি যমুনা অগাধে ॥

যা চ'লে—যা ভয় করেছি তাই। দেখছো—তাকে দেখছো—সর্ব্বনাশ করেছো রাই!

রাধা। বিভারি পাষাণে কেবা,
রতন বসাল গো,
এমতি লাগায়ে বুকের শোভা।

দাম কুসুমে কেবা,
সুষমা করেছে গো,
এমতি তনুর দেখি আভা ॥

বৃন্দা। চুপ কর—চুপ কর—কর কি রাই। শাশুড়ী ননদ স্বামী—সবাই ঘরে। জানতে পারলে লাঞ্ছনার একশেষ—চুপ কর।

রাধা। মল্লিকা চম্পক-দামে,
চূড়ায় টাননি বামে,
তাহে শোভা ময়ূরের পাখে।
আশে পাশে ধেয়ে ধেয়ে
সুন্দর সৌরভ পেয়ে,
অলি উড়ে পড়ে লাখে লাখে ॥

বৃন্দা। চুপ কর রাই—চুপ কর।

রাধা। (গীত)

গুণ গুণ রবে কত কি যে বলে গো।
কানের নিকটে এসে বলে।
বলে রাধে ও শ্রীরাধে জয় রাধে ॥
পায়ের উপরে থুয়ে পা, কদম্বে হেলায়ে গা,
মালতীর মালা দোলে গলে ॥
মালতীর মধু এনে, ভ্রমরা ঢালিয়া কানে
কি যেন কি পরিচয় বলে ॥
হেন রূপ কভু নাহি দেখি।
যে অঙ্গে নয়ন থুই সে অঙ্গ হইতে মুই
ফিরায়ে আনিতে নারি আঁখি ॥
বিনা মেঘ ঘন আভা পীত বসন-শোভা
অলপ উড়িছে মন্দ বায়।
কিবা সে মোহন চূড়া দোসুতি মুকুতা বেড়া
কত ময়ূর-পুচ্ছ তায় ॥
অঙ্গে নানা আভরণ কালিন্দী-তরঙ্গে যেন
চাঁদ ঝুলিছে হেন বাসি।
মিশামিশি হৈল রূপে ডুবিলাম রস-কূপে
প্রতি অঙ্গে হেরি কত শশী ॥

সখী, আমার রক্ষা কর। এই দেখলুম—এই বাঁশীর কি যেন কি নামগান শুনলুম, এই পরশ আশে হাত বাড়ালুম, আর তাঁকে দেখতে পেলুম না। সখী, আমার কি হবে? আবার তাঁকে কেমন ক'রে দেখবো? তাঁকে আবার না দেখলে যে সখী আমি বাঁচবো না।

বৃন্দা। বল কি?

রাধা। এখনি দেখাও—তিলেক বিলম্ব করলে আর আমায় দেখতে পাবে না।

বৃন্দা। চুপ্—চুপ্—তোমার সোয়ামী আসছে।

রাধা। এখনি দেখাও—নইলে স্থির বলছি সখী, আমি এখনি গিয়ে যমুনায় ঝাঁপ দেবো!

বৃন্দা। চুপ—চুপ—প্রতিশ্রুত হচ্ছি, যথাশক্তি এর বিধান করবো। এখন চুপ কর।

(গীত)

তখনি বলেছি তোরে যাস্‌নে যমুনা-জলে
চাসনে সে কদম্বের তলে।
এখন কেন বা বল শুন না বুঝ না রাই
কেন ভাস নয়নের জলে ॥
রাঙ্গা হাত রাঙ্গা পা, মেঘের বরণ গা,
রাঙা দীঘল দুটি আঁখি।
কাহার শকতি তায় দিঠিতে পড়িলে গো
ঘরে আসে আপনারে রাখি ॥

(আয়ান ও কুটিলার প্রবেশ)

আয়ান। কৈ, কোথায় শালার কালিয়া কুঁয়ার? আমার বউএর ঘাড়ে এসে বাসা! কৈ কুটিলে, দেখিয়ে দে—বউএর ঘাড়ের কোন্‌খান্‌টায় সে শালা বেহ্মদত্যি বাসা করেছে। বউ, একবার ঘাড়টা পাত তো? (ভূমিতে যষ্টি আঘাত)

বৃন্দা। ও কি করছ সখা?

আয়ান। এই যে বৃন্দে সখী!—বউএর ঘাড়টা একবার নুইয়ে ধর ত।

বৃন্দা। কেন?

আয়ান। বলবার সময় নেই—দেরী করলে বউ-এর গলা একেবারে ঝাঁঝরা ক'রে ফেলবে। কালিয়া কুঁয়ার বাসা করছে। বউ কদমতলাতে আসছিল এলোচুল ক'রে, এমন সময় কোথায় কদমের ডালে কালিয়া কুঁয়ার ব'লে এক ভূত ছিল—সে ঝপাঙ ক'রে বউয়ের ঘাড়ে পড়েছে। সে কুঁয়ার বড় সাধারণ ভূত নয়—কুঁয়ার গোঁয়ার ভূত। না লাঠি খেলে নড়বে না। এক ঘা কালী ব'লে কসিয়ে দি, শালা বাপ্ বাপ্ বলতে বলতে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাক্।

বৃন্দা। কালিয়া কুঁয়ার ত পালাবে, আর লাঠির ঘায়ে বউ শুধু যে অক্কা পাবে,—তার কি?

আয়ান। তাই ত! সে কথাটা যে মনে ছিল না। ও কুটিলে, হ'ল না। তা হ'লে বউও আমাদের পেত্নী হয়ে কালিয়া কুঁয়ারের সঙ্গে লম্বা দিক?

কুটিলা। হাঁ বউ!

রাধা। কেন?

কুটিলা। তোর কি হয়েছে?

রাধা। কি আর আমার হবে?

কুটিলা। এই যে মেঘের পানে চাইছিলি—আপনার মনে কত কি বলছিলি। কখন হাত জোড় করছিলি, কখনও উঠছিলি, কখনও বসছিলি।

রাধা। দেবতার পুজো কচ্ছিলুম। সেই জন্য মন্ত্র উচ্চারণ করছিলুম, কখনও বা হাত জোড় করছিলুম।—সেই জন্য কি ভাই-বোনে একজোট হয়ে আমাকে মেরে ফেলতে এসেছো?

আয়ান। ও কুটিলে?

কুটিলা। ও কুটিলে!—কেন?—আমি কি তোমাকে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসতে বলেছিলুম?

আয়ান। তুই যে বল্লি, কালিয়া কুঁয়ার বাসা করেছে।

কুটিলা। করেছে কি না করেছে, আগে দেখ। দেখা নেই, শোনা নেই, একেবারে লাঠি ঠুকতে লেগে গেলে। আর তোমাকেও বলি বউ, তোমার সব বিপরীত! পুজো কি আর কেউ করে না। ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না, এ কি রকম পুজো রে বাপু?

বৃন্দা। তোমার ভাইয়ের মঙ্গলের জন্যই ত সখী পুজো কর্‌ছিলেন। ব্রতের পুজো—কথা ক'য়ে নষ্ট ক'রে ফেল্‌বে? (আয়ানের প্রতি) কেন সয়া—তুমি কি জান না?

আয়ান। কেন জানবো না?

বৃন্দা। আর তন্ময় হয়ে যদি পুজো না হ'ল, তা হ'লে সে কি রকম পুজো?

রাধা। তুমিই ত করযোড়ে গোমাতার কাছে প্রার্থনা কর্‌তে বলেছিলে।

আয়ান। তা ত ব'লেই ছিলুম।—ও কুটিলে!—

কুটিলা। (মুখভঙ্গী করিয়া) এ কথা কি আমায় আগে বলেছিলে? এখন—ও কুটিলে!

বৃন্দা। কালিয়া কুঁয়ার সইএর ঘাড়ে বাসা করে নি। এ দেখছি সয়া, তোমার বোনের ঘাড়ে বাসা করেছে।

আয়ান। ওরে শালা কালিয়া কুঁয়ার জোচ্চোর!

[প্রহার।

কুটিলা। ও মা, মেরে ফেল্‌লে গো! ও মা!

[প্রস্থান।

আয়ান। ওরে শালা কালিয়া কুঁয়ার!

[প্রস্থান।

বৃন্দা। চল সই! দেখি গে [illegible] রাগেশ্বরী কি করেন।

পঞ্চম দৃশ্য

শ্রীকৃষ্ণ ও সুবল।

সুবল। কি সখা। দেখতে পেলে?

কৃষ্ণ। কৈ সখা!

সুবল। কৈ কি? এই যে [illegible]র সামনে দিয়ে চ'লে গেল!

সুবল। এ তুমি কি ব'লছ কানাই! দেখতে পেলে না কি?

কৃষ্ণ। (গীত)

সজনি ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমাল সঙে, তড়িত লতা জনু,
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥
আধ আঁচর খসি, আধ বদনে হাসি
আধহি নয়ান তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আ[illegible] আঁচর ভরি,
তদবধি দগধে অনঙ্গ॥
একে তনু গোরা, কনক-কটোরা
অতনু কাঁচলা উপাম।
হরি হরি বল মন, জনু বুঝি ঐছন
ফাঁস পসারল কাম॥

কৈ সুবল! কিছুই যে আমার দেখা হ'ল না!

সুবল। তবে একটু অপেক্ষা কর। যমুনা-স্নান ক'রে এখনি বৃষভানুনন্দিনী ফিরে আসবে। সেই সময় তাকে পুনর্দর্শন ক'রো। কিন্তু সাবধান কানাই! শ্রীরাধিকা কুলবধূ। সঙ্গে ননদী আছে, সখীরা আছে। যেন ইঙ্গিত ক'রে বসো না।

কৃষ্ণ। না সখা—তুমি কি পাগল হয়েছ? আমি কি এতই উন্মাদ! আমি শুধু দেখ্‌ব—একবার দেখে সাধ মেটেনি, আর একবার দেখব। ভাল দেখা হ'ল না সুবল! বিদ্যুল্লতা চোখের উপর একবারমাত্র

ভেসে, চোখের পলকে মিলিয়ে গেছে। সুধু বুকে শেল বিঁধছে, পাঁজর খ'সে যাচ্ছে। কোথা যাই সুবল, —কি করি সুবল?

সুবল। উতলা হও না। ফিরে এল ব'লে। তখন আবার দেখ।

কৃষ্ণ। সুবল, প্রাণ যায়, আর একটিবার আমাকে দেখাও।

(গীত)

আমি দেখার প্রয়াসী
শ্রীমুখ-কমল, দেখব কেবল,
বারেক সুবল দেখাও হে—
কাল কালান্ত গেছে ব'য়ে, আমি দেখার আশায়
আছি চেয়ে,
জীবন গেছে কেঁদে কেঁদে আমি তবু আছি পরাণ বেঁধে
আকুল উদাসী।

সুবল। সখা সখা, অন্তরালে যাও—অন্তরালে যাও। শ্রীরাধা আসছে।

কৃষ্ণ। কই সখা? কত দূরে সখা?

সুবল। ব্যস্ত হও না থাম, থাম। সঙ্গে কুটিলা আছে। নামেও যা, কাজেও তাই। কুটিলা পথের মাঝে আমাদের দেখলে কত কি কু-ভাববে। শ্রীরাধার লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না—এস সখা অন্তরালে যাই।

(শ্রীরাধার প্রবেশ)

রাধা। কই আর ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না। বৃন্দা ব'ল্লে শ্যামসুন্দর আমাকে দেখ্‌বার জন্য পথের মাঝে আমার আশাপথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।—আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে! অভাগিনী রাধার প্রতি বিধাতা কি এতই সুপ্রসন্ন?

দাঁড়াইয়া তরুমূলে, আকুল করিল মোরে
ঈষৎ বঙ্কিম দিঠে চেয়ে।
ঘরে যেতে না লয় মন, যাক জাতি কুল ধন,
চিকণ শ্যামের বালাই ল'য়ে॥
অঙ্গ-ভঙ্গিমা দেখি, প্রেম-পূরিত আঁখি,
মোর মনে আন নাহি ভায়।
চিত নিবারিতে যদি, বিরলে বসিতে চাই,
মন কেন শ্যাম পানে ধায়॥

(কুটিলার প্রবেশ)

কুটিলা। বলি ঠাকরুণ, পথ দেখে চল।

রাধা। পথ দেখেই ত চলেছি ঠাকুরঝি!

কুটিলা। একে কি পথ দেখে চলা বলে? পথ দেখে চ'ল্লে কি চোখ চারধারে ঘোরে? উহু হুঁ, পোড়া পথও কি এত এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো!

রাধা। কই,—আর কেন দেখ্‌তে পাচ্ছি না? না না, ওই যে, ওই যে—কেলিকদম্বের অন্তরালে, প্রিয় সখা সুবলের হাত ধ'রে—ওই যে আমার—ওই যে আমার প্রাণময় হৃদয়-সর্ব্বস্ব মুরলীধর—ওই যে আমার—

চিকণ কালা, গলায় মালা,
বাজন নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে, ভ্রমর বুলে,
তেরছ নয়নে চায়॥

কুটিলা। চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে আবার থম্‌কে দাঁড়ান হ'ল কেন? দেখ বউ, স্পষ্ট কথা বলি। বলি, তোমার ব্যাপারখানা কি বল দেখি? তোমার ভাবগতিক ত ভাল বুঝছি না।

রাধা। কেন? কি ব্যাপার দেখ্‌লে ঠাকুরঝি?

কুটিলা। এর চেয়ে আবার কি ব্যাপার দেখতে হয়, তা ত জানি না। যমুনার জলে পড়লে ত একেবারে গা এলিয়ে দিয়ে বস্‌লে, উঠতে আর চাও না। যদিও ডেকে ডেকে তুল্লুম, ত তীরে উঠে কাপড় ছেড়াতে আর পা ঘসতে সুরু করলে। রাঙা—খুড়ী—ও পোড়া পা যেন আর ফরসা হ'তে চায় না—তারপর এখন পথ চল্‌ছ না ত যেন সব মাটী মাড়িয়ে চলছ। তুমি রাজার মেয়ে, ব'সে তোমার দিন চ'লে যাবে। আমাদের ত আর নিজে ক'রে-কর্ম্মে না খেলে চলবে না। তা এমন ক'রে চল্লে এ বছরে ত আর বাড়ী পৌছান হয় না দেখতে পাই। বলি, বাড়ী যাবার মতলব আছে ত?

রাধা। এই ত বাড়ীতেই চলেছি ঠাকুরঝি! তোমাদের আশ্রয় ছাড়া আমার আর স্থান কোথায়? ঠাকুরঝি! ঠাকুরঝি! সর্ব্বনাশ করেছি।

কুটিলা। কি হ'ল, আবার কি হ'ল?

রাধা। হার ছিঁড়ে ফেলেছি?

কুটিলা। ছিড়্‌লে—অমন মতির হার! এই সবে দু'দিন পরেছ, এরই মধ্যে ছিঁড়ে ফেল্লে!

বেশ, যেমন কাজ তার ফল ভোগ কর। নিজেই ব'সে ব'সে ছড়ান মুক্ত কুড়োও। আমি যে তোমার জন্য সব কাজ ফেলে মুক্ত কুড়ুতে ব'সি, আমার এত দায় কাঁদে নি। আমি চল্লুম।

রাধা। ও ঠাকুরঝি, তা হ'লে কি হবে?

কুটিলা। কি হবে, তা আমি কি জানি? তোমার বাপের ধন, তোমার যা খুসি তাই কর—ফেল্‌তে হয় ফেলে এস, কুড়িয়ে নিতে হয়, নিজে কুড়োও, আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

রাধা।

বরণ দেখিনু শ্যাম, জিনিয়া ত কোটি কাম
বদন জিতল কোটি শশী।
ভাঙ ধনু ভঙ্গী ঠাম, নয়নকোণে পূরে বাণ,
হাসিতে খসয়ে সুধারাশি॥
এমন সুন্দর বর কান।
হেরিয়া সে মূরতি, সতী ছাড়ে নিজ-পতি,
তেয়াগিয়া লাজ-ভয়-মান।
অতি সুশোভিত, বক্ষ বিস্তারিত,
দেখিনু দর্পণাকার।
তাহার উপরে, মালা বিরাজিত,
কি দিব উপমা তার।

মাধব!—মাধব!—

তুয়া অনুরূপ, রূপ হেরি দূর সঙে,
লোচন মন দুহুঁ ধাব।
পরবশ লাগি, জাগি, জাগি তনু অন্তর,
জীবন র'হ কিয়ে যাব।

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। কি গো শ্রীমতি! হার আপনা আপনি ছিঁড়ল, না সাধ ক'রে ছিঁড়ে ফেল্‌লে—পাপ ননদীর হাত এড়িয়ে, কৃষ্ণদর্শনের ছলায় গজমতির হার ছিঁড়ে খেলাটা খেলছ মন্দ নয়।

রাধা। সখি, আমার কি হবে? আমার যে বুক কাঁপ্‌ছে।

বৃন্দা। বলি আছ, না শ্যাম-অরণ্যে প'ড়ে পথ হারিয়ে বসেছ?

রাধা। পথই হারিয়েছি! সখি ব'লে দাও, কোন্ পথে যাই।—এ দিকে শ্যাম, এদিকে কুল, মধ্যে আমি পথহারা, জ্ঞানহারা, গতিবিহীনা রমণী। সখি, দয়া ক'রে আমাকে পথ ব'লে দাও।—শ্যাম যে এই দিকেই আস্‌ছেন।

বৃন্দা। আস্‌ছেন ভালই ত ছুটো কথা কও, শ্যামের মতলবটা কি বোঝ। এমন ক'রে লুকোচুরী খেলে চোরাই দেখাদেখির দরকার কি? শ্যাম আসুন —যে যার মনের ভাব স্বমুখে স্পষ্ট ক'রে বল। সকল লেঠা চুকে যাক্।

রাধা। তা কেমন ক'রে হয় সখি? আমি যে কুলবধূ। পাপ ননদী যে সমস্তই দেখে গেল সই।

বৃন্দা। আ হরি! পাপ ননদী কি দেখতে জানে, না তার চোখ আছে? ভয় নেই, সে কিছু দেখ্‌তে পায়নি। কিছু দেখতে পাবেও না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। নাও, চেয়ে দেখ। ঐ কেলিকদম্বের মূলে মুরলী হাতে তোমার শ্যামসুন্দর—আস্‌তে আস্‌তে দাঁড়াল। লজ্জায় বুঝি শ্যামচাঁদ তোমার সমীপস্থ হ'তে পাচ্ছেন না। কিন্তু কি শোভা! রাধে—রাধে—তোমার দর্শনজনিত আনন্দে, তোমার অঙ্গ-স্পর্শসুখাভিলাষে আগ্রহ-পূরিত অন্তরে—ব্রজেশ্বরের আজ কি অপূর্ব্ব শোভা!—ও! এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি, নাগর-রাজ আস্‌তে আস্‌তে নিবৃত্ত হ'লেন কেন। এতক্ষণে বুঝেছি—আমি তোমার সঙ্গে রয়েছি দেখে শ্যামচাঁদ আস্‌তে পার্‌ছেন না। তা হ'লে তোমাদের প্রেম-আলাপনে ব্যাঘাতস্বরূপ হয়ে দাঁড়াব কেন? আমাদের কি রাগ-অভিমান নেই? তা হ'লে সখি, আমি চল্লুম।

রাধা। না সখি! তুমি যেও না—যেও না—সখি, আমায় একলা ফেলে যেও না। আমা[illegible] বড় ভয় করছে—দোহাই বৃন্দা! অপেক্ষা কর—দাঁড়াও আমি তোমার সঙ্গে যাই।

(সুবলের প্রবেশ)

সুবল।
শুন্‌লো রাজার ঝী,
তোরে কহিতে আসিয়াছি,
কানু হেন ধন পরাণে বিঁধিলি,
এ কাজ করিলি কি!
বেলি অবসান কালে,
গিয়েছিলি নাকি জলে,
তাহারে দেখিয়া মুচকি হাসিয়া,
ধরিলি সখীর গলে।

দেখায়ে বদনচাঁদে,
তারে ফেলিলি বিষম ফাঁদে,
তুহু ত্বরিতে আওল, লখিতে নারিল,
ওই ওই করি কাঁদে।

বৃষভানুনন্দিনি! আমি তোমার কাছে কানুর প্রাণ-ভিক্ষা করতে এসেছি। আর মুহূর্ত্ত দেখা দিতে বিলম্ব করলে সে বাঁচবে না। করুণাময়ি! করুণা ক'রে কানুর প্রাণরক্ষা কর।

রাধা। সন্ধ্যা হয় সুবল! পথ ছাড়। বিলম্ব দেখ্‌লে এখনই ননদী ফিরে আস্‌বে। আমার পথরোধ ক'র না। ও সখি! কোথায় গেলে! ঘনঘোর মেঘের অম্বরে বিদ্যুৎ লীলা করছে। চারিদিক থেকে অন্ধকার দ্রুতবেগে আমাকে বেষ্টন কর্‌তে আস্‌ছে। সখি শীঘ্র এস, আমাকে রক্ষা কর।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। ভয় কি? কারে ভয় বৃষভানুনন্দিনি?

গীত।

কবরী ভয়ে চামরী গিরিকন্দরে।
মুখ ভয়ে চাঁদ আকাশে।
হরিণী নয়ন ভয়ে, স্বরভয়ে কোকিল,
গতি ভয়ে গজ বনবাসে॥
সুন্দরি! কাহে মোহে, সম্ভাষি না বাসি।
তুয়া ডরে ইহ সব দূরহি পলায়ল,
তুহু পুন কাহে ডরাসি।
কুচ ভয়ে কমল- কোরক জলে মুদি রহু,
ঘট পরবেশে হুতাশে।
দাড়িম্ব শ্রীফল, গগনে বাস করু,
শম্ভু গরল করু গ্রাসে॥

এখন অনুমতি কর ব্রজেশ্বরী, শ্রীপাদপদ্মে যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রে আমি নিশ্চিন্ত হই।

(বৃন্দা ও সখীগণের প্রবেশ)

গীত

ধনি ধনি রমণী জনম ধনী তোর।
সবজন কানু, কানু করি ঝুরত,
সো তুয়া ভাবে বিভোর॥
চাতক চাহি, তিয়াসল অম্বুদ,
চকোর চাহি রহু চন্দা।
তরু লতিকা অবলম্বন-কারী (ধনী)
মঝু মনে লাগল ধন্দা॥

গীত।

দেখ সখি নাগররাজ বিরাজে।
সুধই সুধাময় হাস বিকসিত চাঁদ মলিন ভেল লাজে।
ইন্দীবর-বর গরব বিমোচন
লোচন মনমথ ফাঁদে॥
ভাঙ ভুজগ পাশে, বান্ধল কুলবতী,
কুল দেবতা মন কাঁদে॥
ভ্রমর করম্বিত, জানু লম্বিত,
কেলিকদম্বকি মাল।
রাইক কোমল চিতে, নিতি নিতি বিহরই,
এ হেন মুরতি রসাল॥

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সখীগণ, বৃন্দা ও সুবল।

সুবল। এ যে বড়ই বিপদ হ'ল বৃন্দা! রাই কানাই দূরে দূরে ছিল, সে ত ছিল ভাল। এ যে কাছে দাঁড় করিয়ে কথা কইয়ে সর্ব্বনাশ হ'ল।

বৃন্দা। তা আমি কি করব? আর আমায় ব'ল না। আর আমি পার্‌ব না। এ কি সহজ কথা? কুলের বউকে কথায় কথায় পরপুরুষের সঙ্গে দেখা করান কি সহজ কথা? একবার দেখা করিয়ে দিয়েছি, এই যথেষ্ট। দেখা করিয়ে দিয়েছি, তোমাদের কানু কথা কয়েছে—আবার কি? এইবার তাকে নিজের পথ নিজে দেখতে বল।

সুবল। সে সময়ের পর থেকে আর ত শ্রীরাধার দর্শন মিলছে না। বিপরীত ফল বৃন্দা—বিপরীত ফল! রাই-বিরহে আমাদের কানাই বুঝি আর বাঁচে না।

বৃন্দা। বল কি?

সুবল। গীত।

সে যে নাগর গুণধাম।
জপয়ে রাধারই নাম॥

না বাঁধে চিকুর, না পীন্দে চীর,
না খায় আহার, না পীয়ে নীর,
সোঙরি সোঙরি তাহারই নাম,
সোনার বরণ হইল শ্যাম ॥

বৃন্দা। এতটা হয়েছে? ভাল, কানাইকে তোমাদের একবার দেখাবে চল দেখি। কোথায় তোমাদের কানাই?

সুবল। আর কানাই! চল, দেখবে চল, যমুনা-কূলে তৃণকুঞ্জে গা ঢেলে আমাদের জীবনকৃষ্ণ মুখখানি লুকিয়ে প'ড়ে আছে। চক্ষু দিয়ে অবিরাম জলধারা ব'য়ে যাচ্ছে।

বৃন্দা। তা হ'লে যমুনায় বাণ ডেকেছে বল।

সুবল। রহস্য ক'র না বৃন্দারাণী—একবার দেখবে চল। দেখলে তোমারও চক্ষে জল আসবে।

বৃন্দা। তাই ত, বড়ই বিপদে ফেল্‌লে। কুঞ্জমিলন কেমন ক'রে করি? অমনিই ত পাপ ননদী সন্দেহ ক'রে বসেছে। রাইকে আমাদের চক্ষে চক্ষে রেখেছে।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

সুবল। ও কি ভাই কানাই। উঠে এলি যে? দেখ বৃন্দা দেখ, কানাই আমাদের রাই-বিরহে কি হয়েছে একবার দেখ!

কৃষ্ণ। কোথা রাই—কোথা রাই—

(সুরে কথা)

কনক বরণ, কিয়ে দরপণ,
নিছনি নিয়ে যে তার।
কপালে ললিত, চাঁদ শোভিত,
সিন্দূর অরুণ আর ॥
কিবা সে মধুর হাসি।
হিয়ার ভিতর, পাঁজর কাটিয়া,
মরমে রহল পশি ॥
গুরু সে উরুতে লম্বিত কেশ,
হেরি যে সুন্দর ভার।
চরণের ফুল, হেরিয়া দুকুল,
জলদ শোভিত হার ॥

কোথা রাই—কোথা রাই?

বৃন্দা। রাই কি আর চাই বল্লেই পাওয়া যায় ব্রজেশ্বর! তাতে একটু আরাধনা চাই।

গীত।

বৃন্দা।—

সামান্যে কি রাধারে পায়, বিনা আরাধনে কি পায়।
ভক্তিভাবে ডাকলে পায়, মুক্তি আছে যার পায় ॥

কৃষ্ণ।—

রাধা-আকাঙ্ক্ষিত হয়ে, ত্যজিলাম গোলোক অধিকার।
গোকুলে গোপবাদ নিলাম, পরিচয় কি দিব অধিক আর।

বৃন্দা।—ত্যজ বিষয়-বাসনা, নাশ ক'রে সে বাসনা,
করিলে তার উপাসনা, হৃদি পদ্মাসনে পায় ॥

কৃষ্ণ।—কাননে করি গোচারণ, করে কৈলাম শৈলধারণ,
রাধার শ্রীপদের কারণ, বাঁধা গেলাম নন্দের পায় ॥

বৃন্দা। এই কি সুবল! তোমাদের শ্যামচাঁদের বিরহ? মানুষ চিন্তে পারে?

কৃষ্ণ। তোমরা কি মানুষ বৃন্দা! যারা আমার রাইয়ের কাছে থাকে—রাইধনে যারা ধনী—তারা কি মানুষ? তারা কি মানুষ? বৃন্দা! দয়া ক'রে আমাকে রাইকে দেখাও, রাইকে আমার এনে দাও।

বৃন্দা। বেশ, আর একটু এগুবে? যোগিনী-বেশ ধরতে পারবে?

কৃষ্ণ। যোগিনী?

বৃন্দা। হাঁ যোগিনী—দেয়াশিনী। নইলে রাধার কাছে তোমাকে উপস্থিতই করতে পারব না। পুরুষ দেখলে যদি পাপ ননদী রাইয়ের কাছে না যেতে দেয়!

সুবল। বেশ, বেশ,—যোগিনীই সেজে ফেল।

কৃষ্ণ। কেমন ক'রে সাজব?

বৃন্দা। চল, কেমন ক'রে সাজতে পার একবার চেষ্টা ক'রে দেখি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শয্যায়—শ্রীরাধা ও কুটিলা।

রাধা। (স্বপ্নাবেশে কুটিলাকে ধরিয়া) আমায় ভুল না—আমায় ছেড় না—আমি শরণাগতা—

বঁধু কি আর বলিব আমি।
ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া শরণ লইনু আমি ॥

কুটিলা। (উঠিয়া) কি বল্লি বউ—কি বল্লি?—

রাধা। অ্যাঁ—অ্যাঁ—কি বল্লুম?

কুটিলা। এই যে হাত ধরে বলি।

রাধা। কৈই, কি বল্লুম?

কুটিলা। - কি বল্লুম!—

বলি, এ ঘরের ভেতরে—বঁধুয়া পাইলি কারে?

এত টীটপনা, জানে কোন্ জনা,
বুঝিনু তোহারি রীতি
কুলবতী হয়ে, পরপতি ল'য়ে,
এমতি করহ নিতি?

রাধা। ও মা! এ সব কি কথা—এ কি বলছ ঠাকুরঝি? পরপতি কি?

কুটিলা। কি, এই দাদা আসুক না, বুঝিয়ে দিচ্ছি।—

যে শুনি শ্রবণে, পরের বদনে,
নয়নে দেখিনু তাই।
দাদা ঘরে এলে, করিব গোচর
ক্ষণেক বিরাজ রাই!

(ললিতার প্রবেশ)

রাধা। ওমা এ কি কথা?—কি শুনলে?

ললিতা। কি—ব্যাপারখানা কি?

কুটিলা। কি শুনলুম? তবে শোন—এই এদের সুমুখেই বলি।—

শোন তবে, শ্যাম-সোহাগিনি!
রাধা বিনোদিনি! তোমারে বলিতে কি?
চাই দুই তিন কথা, যে কথা তোমার,
বড়ই শুনিয়াছি।
তুমি কোন দিনে, যমুনা সিনানে,
গিয়াছিলে নাকি একা?
শ্যামের সহিতে, কদম্ব তলাতে,
হয়েছিল নাকি দেখা?
সেই দিন হ'তে, সেই ত পথেতে,
করে নাকি আনাগোনা?
রাধা রাধা বলি, বাজায় মুরলী,
তাহে হৈল জানা শোনা?

রাধা। কোথা থেকে কি কথা গ'ড়ে গ'ড়ে বলছ ঠাকুরঝি? আমাকে যে একেবারে অবাক ক'রে দিলে।

কুটিলা। তা ত হবেই—অবাক হবারই ত কথা!—

যে দিন দেখিব, আপন নয়নে,
তা সনে কহিতে কথা।
কেশ ছিঁড়ি বেশ, দূরে তেয়াগিব,
ভাঙ্গিব বাড়িয়া মাথা॥

[প্রস্থান।

রাধা। এ কি পরমাদ, দেয় পরীবাদ,
এ ছার পাড়ার লোকে।
পর-চরচায়, যে থাকে সদাই,
সাপে থাক তার বুকে॥

ননদিনী আমাকে শ্যামসোহাগিনী ব'লে কত তিরস্কার ক'রে গেল দেখলে?

ললিতা। ওমা! তাই ত—এ সব কি কথা? শ্যাম কে?

গোকুল নগরে, গোপের মাঝারে,
এতদিন বসি মোরা।
কভু না জানিনু, কভু না শুনিনু,
শ্যাম কাল কি গোরা॥

রাধা। সই! এ কি সহে পরাণে?

কি বোল বলিয়া, গেল ননদিনী,
কেহ না শুনেছে কানে?

ললিতা। বলুক না সই—

চিত দড় করি, থাক লো সুন্দরী,
যেন কভু নাহি টলে।
কাহার কথায়, কার কিবা হয়,
কত লোকে কত বলে॥

তৃতীয় দৃশ্য

আয়ান।

গীত।

শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপুদলে,
বিগলিত কুন্তল জাল।
বিমল বিধুবর শ্রীমুখ সুন্দর
তনুরুচি বিজিত তরুণ তমাল॥
যোগিনী সকল ভৈরবী সমরে,
করে করে ধরে তাল,
ক্রুদ্ধ মানস ঊর্দ্ধে শোণিত, পিবতি নয়ন বিশাল।

প্রসাদ কলয়তি, হে শ্যামসুন্দরী,
রক্ষ মম পরকাল,
দীন হীন প্রতি, কুরু কৃপালেশ ;
বরাহ কাল করাল ॥

কালী বল মন—কালী বল।

(দেয়াশিনী বেশে কৃষ্ণের প্রবেশ)

আয়ান। বা! বা! কালী বল—তুমি কে গো? সুরক্ত চন্দন, কপালে লেপন—কালী বল—তুমি কে গো? কুণ্ডল কানেতে প'রে, সাজী বাম করে ধ'রে —কালী বল তুমি কে গো? বিভূতি প'রেছ, দিব্যিটি সেজেছ—হাতে রুদ্রাক্ষ-মালা—চোকদুটি কেমন ঢুলঢুল—কালী বল—তুমি কে গো?

কৃষ্ণ। আমি দেয়াশিনী।

আয়ান। তা হ'তে পারে! কিন্তু কি জান দেয়াশিনী—বুঝেছ দেয়াশিনী—তোমাকে দেখে—বুঝতে পেরেছ দেয়াশিনী—

কৃষ্ণ। আমাকে দেখে কি তোমার রাগ হচ্ছে?

আয়ান। বেজায়—শুধু রাগ—তোমায় দেখে আমার অনুরাগ পর্যান্ত জেগে উঠছে।

কৃষ্ণ। তা হ'লে ত বড় বিপদের কথা!

আয়ান। তা ত বুঝতেই পা'চ্ছি—কিন্তু কি করব দেয়াশিনী—অনুরাগটা আমি কিছুতেই সাম্‌লাতে পাচ্ছি না। তোমাকে দেখে মনটা এমনই কর্‌ছে—কি বলব দেয়াশিনী—ইচ্ছে কর্‌ছে তোমাকে একেবারে খেয়ে ফেলি।

কৃষ্ণ। (কৃত্রিম ভীতি প্রদর্শন) খাবে কি?—ও বাবা! খাবে কি?—

আয়ান। আর বাবা! বাবার চোদ্দপুরুষ বললেও তোমায় আর ছাড়ছি না।

গীত।

এবার কালী তোমায় খাব।
(খাব খাব গো দীন-দয়াময়ী)
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার—
গণ্ডযোগে জন্ম নিলে, সে হয় মা-খেকো ছেলে,
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা ;
দুটোর একটা ক'রে যাব ॥
ডাকিনী যোগিনী দুটো, তরকারী বানায়ে খাব,
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে, অম্বলে সম্বরা দেব ॥

(গোপীগণের প্রবেশ)

গোপীগণ। ওমা! এ কি? করিস্ কি আয়ান? স'রে যাও—স'রে যাও—ও জটিলে, ও কুটিলে!—

আয়ান। যাক্—দেয়াশিনি! এবারে বড় বেঁচে গেলে। কিন্তু বারান্তরে এলে—বুঝেছ?

কৃষ্ণ। বুঝেছি—বেশ, বারান্তরে দেখা হবে।

আয়ান। বস্—তা হ'লে এবারটা তোমাকে আর দেখলুম না—এবার—কালী বল মন—কালী বল।

[প্রস্থান।

১ম গোপী। ওমা! এ কি কপাল গো? দেয়াশিনী ঠাকুরাণী—কোথায় ভক্তি করবে, না তাকে কি না পথের মাঝে হাত দুটো উঁচু ক'রে—দাঁতপাটী বার ক'রে—

কৃষ্ণ। খেয়ে ফেলছিল আর কি!—

সকলে। ওমা! এ কি পাগল গো?

(জটিলা ও কুটিলার প্রবেশ)

উভয়ে। কি! কি! ব্যাপার কি?

সকলে। ব্যাপার আবার কি! সর্ব্বনাশ হয়েছিল—

১ম গোপী। এমন ছেলে গর্ভে ধ'রেছিলে—গোকুল গিছল!

উভয়ে। (প্রণাম) দয়াময়ী—দেয়াশিনী মা! কিছু মনে ক'র না মা।

কৃষ্ণ। না—না—মনে করব কেন! আমরা সন্ন্যাসী, আমাদের কি রাগ আছে?

জটিলা। না মা! তোমার রাগ হয়েছে মা!

৩য় গোপী। রাগ হ'বে না? বল কি—এ কি সহজ কথা? ছেলের এমন ক্ষিধে যে, তেড়ে এসে মানুষ খায়। দেয়াশিনী মা! তোমার মাথায় হাত দিয়ে দেখ—কোন জায়গায় দাঁত বসে নি ত?

সকলে। ওরে বাবা—কি হ'! (ইত্যাদি কলরব)

জটিলা। ওমা, তোমার রাগ হয়েছে মা?

কৃষ্ণ। না, না—রাগ কেন হবে—রাগ কেন হবে?

সকলে। পায়ে ধর, পায়ে ধর—মায়ে-ঝিয়ে পায়ে ধর।

জটিলা। মা মা! ঠিক্ রাগ হয়েছে মা! ঠিক রাগ হয়েছে—ও কুটিলে, মায়ের পায়ে ধর, পায়ে ধর।

কুটিলা। এ সময় বউ কোথায় গেল?—মা! দাদা আমার পাগল-ছাগল মানুষ—কিছু মনে ক'র না মা! মনে ক'র না!

কৃষ্ণ। আঃ—ছাড়, পা ছাড়।

সকলে। ছেড় না, ঘরে নিয়ে যাও—গিয়ে বউকে ডেকে মায়ের সেবা-শুশ্রূষা কর।

কুটিলা। (প্রণাম করিয়া) এ দিকে ত চব্বিশ ঘণ্টাই বাইরে বাইরে বেড়াচ্ছেন—আর আজ কোথায় গেলেন—এসে দেয়াশিনী মাকে সান্ত্বনা করুক। বলি ও বউ—বউ (নেপথ্যে—কেন গা)।

(রাধার প্রবেশ)

কুটিলা পায়ে ধর বউ—পায়ে ধর।

রাধা। কার?

কুটিলা। কার? কেন কি চোক নাই? সুমুখে মা দেয়াশিনী দেখতে পাচ্ছ না? পায়ে ধর বউ, পায়ে ধর,—কিছু মনে ক'র না মা!

কৃষ্ণ। আহা! আহা! বেশ বধূটি ত তোমার গা!

কুটিলা। ওমা! ওর সোয়ামী মা—কিছু মনে ক'র না—কিছু মনে ক'র না।

সকলে। প্রণাম কর—প্রণাম কর।

কুটিলা। বল—মা! অপরাধ নিও না—পাগল-ছাগল—

রাধা। পাগল-ছাগল হ'তে যাব কেন?

সকলে। আহা। না হয় হ'লেই বা—হ'লেই বা—অপরাধ হ'য়ে গেছে—

রাধা। কি অপরাধ করেছি—

সকলে। আহা! নাই বা করলে—নাই বা করলে—

কুটিলা। (রাধাকে ধরিয়া) নাও—ধর পায়ে ধর—

সকলে। ধর—ধর তোমার সোয়ামী মাকে খেতে গিয়েছিল—ধর ধর—

রাধা। আমার সোয়ামী খেতে গিয়েছিল! আহা হা! কি চরণ—আহা হা! কি কেশের শোভা—

কুটিলা। আশীর্ব্বাদ কর মা—ওর সোয়ামীকে আশীর্ব্বাদ কর।

কৃষ্ণ। ভাল, বউ, একবার মুখখানি তোল ত, তোমার কপালটি একবার দেখি—ওঃ গুরুজন কাছে আছে, তাই মুখ তুলতে লজ্জা করছ?

সকলে। ওগো গুরুজন! স'রে এস—স'রে এস।

কৃষ্ণ। সাজিটি খুলিয়া, ফুলটি তুলিয়া,
বাঁধিয়া দিলাম চুলে।
আনন্দে থাকিবে, সকলি পাইবে,
কলঙ্ক নহিবে কুলে॥

আহাহা! কি রূপ—কি মুখখানি—কি চোক—কি অঙ্গের গঠন! বড় লক্ষণযুক্তা বউ—

রাধা। দেয়াশিনি!
এ কথা কহিবি মোয়।
আমার হিয়ার, ব্যথাটি ঘুচবে,
তবে সে জানি যে তোয়॥

কৃষ্ণ। একটি শপথি, রাখহ যুবতী,
কহিতে বাসি যে ভয়।
পরপতি সনে, বেঁধেছ পরাণে,
ইহাই দেবতা কয়।

রাধা। দেয়াশিনি! তোমার ঘর কোথা?

কৃষ্ণ। আমার ঘর, হয় যে নগর,
কহিব বিরলে কথা।

দেখগা! তোমাদের এই বউটির অনেক লক্ষণ! তা পথে দাঁড়িয়ে ত সব দেখা যায় না।—একটু বিরল—

সকলে। বিরলে নিয়ে যাও—

কুটিলা। বউ, তা হ'লে তুমি দেয়াশিনী মার হাত ধ'রে নিয়ে এস—আমি দোর আগলে ব'সে থাকব—কাউকে ঢুকতে দেব না।

চতুর্থ দৃশ্য

আয়ান।

আয়ান। গীত।

তাই শ্যামারূপ ভালবাসি।
কালী জগমনোমোহিনী এলোকেশী।
তোমায় সবাই বলে কালো কালী,
আমি দেখি অকলঙ্ক শশী॥

কালী বল মন—কালী বল। কুটিলে, আমাকে ঘাটা আগলাতে ব'লে গেছে।—বলে, কালা ছোঁড়াটা রোজ রোজ এমনই সময়ে এই পথ দিয়ে যায়। ঘন ঘন আমার ঘরের পানে চায়—বাঁশরী বাজায়। এক-বার কালামাণিককে ধ'রতে পারি, তা হ'লে তার কানটি পাকড়ে আঁকারে এক মোচড় দিয়ে দীর্ঘ ঈকার

না ক'রে একেবারে কালী বানিয়ে ফেলি! কালী বল মন—কালী বল।

(কুটিলার প্রবেশ)

কুটিলা। ওমা! কি ঘেন্না—কি লজ্জা! দেয়াশিনী সেজে কালা ছোঁড়াটা আমার চোকে ধূলো দিয়ে গেল! আমাকে পায়ে ধরালে—মাকে পায়ে ধরালে—শেষে কি না আমাকে দোর আগলে বসিয়ে রেখে—দাদারই ঘরে ব'সে বউয়ের সঙ্গে আমোদ ক'রে গেল! কিছু বুঝতে পারলুম না—ভাবাগঙ্গারাম হ'য়ে দোর আগলে ব'সে রইলুম। কি লজ্জা—কি ঘেন্না! সুবল এসে দূর থেকে বাঁশী বাজালে—আমি কেষ্ট মনে ক'রে ছুটলুম—আর কেষ্ট কি না আমার পেছুন দে ড্যাং ডেঙিয়ে বগল বাজাতে বাজাতে চ'লে গেল! ঠাট্টা ক'রে গেল! বলে,—কি গো কুটিলে ঠাকরুণ! —সারাদিন দোর আগলে ব'সে রইলে—দেয়াশিনীর কাছে বক্‌সিস পেলে কি?—ওমা! কি লজ্জা!—ছোঁড়াটা এত দিন লীলা কর্‌ছে—এক দিনও ধ'র্‌তে পারলুম না! আচ্ছা, আমিও দেখছি—বাছাধন ক দিন আমার সঙ্গে লুকোচুরী খেলে পালিয়ে যান।—আজ অমাবস্যের রাত—কালাচাঁদ এমন সুযোগ কি ছাড়বে!—নিশ্চয় আসবে। ভাই-বোনে আজ ঘাঁটী আগলে আছি, আজকে ধরবই ধরব!—ও দাদা!—দাদা!—

আয়ান। কি? কি?—

কুটিলা। ওই কালমাণিক আস্‌ছে না? আস্‌ছে—ঠিক আস্‌ছে—

আয়ান। (ইঙ্গিতে প্রস্থানের আদেশ)

[প্রস্থান।

কুটিলা। ঠিক হয়েছে—এইবার দেখি, দেখি যাদু—তুমি কোথায় যাও—

বারে বারে পাখী তুমি খেয়ে যাও ধান।
এইবারে পাখী তোমার বধিব পরাণ।

[প্রস্থান।

(নারদের প্রবেশ)

গীত।

জয় জয় বৃষভানু কিশোরী।
নাগরী, নাগরী, নাগরী—
কত প্রেমের আগরী সাগরী॥
নব গোরোচন, জিনিয়া বরণ,
তপত কাঞ্চন গৌরী।
ইন্দীবর-বর, প্রবর অম্বর,
শোভিত নব কিশোরী।
নাগরী, নাগরী, নাগরী॥
আঁখি যুগ চারু, চকোরী সঘন,
কাজর তাহে উজোরি।
তিল-ফুল-জিত, নাসাগ্র শোভিত,
মুকুতা উজোর কারী।
নাগরী, নাগরী, নাগরী॥
জয় রাধে—জয় রাধে।

(আয়ান ও কুটিলার প্রবেশ)

আয়ান। আর এই পাচনবাড়ী কাঁধে।

কুটিলা। আর এই প্রেম-দড়া দিয়ে হাতে পায়ে বাঁধে।

নারদ। এই—এই কর কি—কর কি? কে তোমরা?

আয়ান। বলি তুমি কে হে?

কুটিলা। তাই ত তুমি কে?

আয়ান। ভদ্রলোকের বাড়ীর কাণাচে—

কুটিলা। অন্ধকারে গা ঢেকে—রাধে—রাধে, বলি, তুমি কে? নাও—দাদা—ধর, ধ'রে একেবারে ওর মায়ের কাছে নিয়ে যাও। ওর মা বলে—ছেলের আমার সন্ধ্যে হ'লেই পাখীর চক্ষু বুজে আসে।

আয়ান। ছেলে যে পেচকপক্ষী তা ত মা জানে না।

কুটিলা। ওমা—ওমা! কোথায় গেলে শীগ্‌গির আয়।

(জটিলার প্রবেশ)

জটিলা। ধরা পড়েছে?

কুটিলা। এসে দেখ্ না—যাদু একেবারে হতভম্ব হ'য়ে চুপ। কালমাণিক মনে করেছেন—অন্ধকারে আমরা ঠাওর করতে পারব না।

জটিলা। কি গো ভালমানুষের ছেলে?—ওমা!—এ কে?

নারদ। আমি নারদ।

কুটিলা ও আয়ান। অ্যাঁ!—

জটিলা। দূর আবাগী! দূর—যমুনায় ডুবে মরগে যা!—দোহাই বাবাঠাকুর, কিছু মনে ক'রো না, পাগল-পাগলী—তোমার দাস।

কুটিলা। এ কি হ'ল দাদা ?

আয়ান। তাই ত—কি হ'ল দিদি ?

নারদ। আমিও ত বিস্মিত হচ্ছিলুম, তোমরা এসে আমাকে ধরপাকড় করছ কেন ? বলি, ব্যাপারখানা কি ? তোমরা কা'কে ধরবার জন্য এসেছ ?

জটিলা। আবাগী ! কালা কালা ক'রে ঈর্ষ্যায় এমন অন্ধ হ'য়েছ যে, বাবাঠাকুরকে পর্য্যন্ত চিনতে পারলে না !

কুটিলা। চিনতে পারি, না পারি, তোর কি— আমার খুসী চিনব, আমার খুসী না চিনব।

জটিলা। যমুনায় ডুবে ম'রগে যা—বাড়ীর কলঙ্ক টী টী করলি, দেবতারা পর্য্যন্ত জানতে পারলে। —দূর, দূর, শুধু দড়ী এনেছিস কেন ? একটা কলসী ওই সঙ্গে আনতে পারিস্ নি—নিয়ে একেবারে যমুনায় যেতিস।—

কুটিলা। তাই চললুম—

জটিলা। এখনই যা—এখনই যা, নে—আয় বোকা পাগল, চ'লে আয়।

[কুটিলা ও জটিলার প্রস্থান।

নারদ। ব্যাপারখানা কি আয়ান ?

আয়ান। তুমি কি ঠাকুর নারদ ?

নারদ। তোমার কি বিশ্বাস হচ্ছে না ?

আয়ান। না—তুমি কচ্ছপ—

নারদ। কচ্ছপ !

আয়ান। তা নয় ত কি—স্বয়ং কূর্ম্ম অবতার। এই দেখলুম কাল কুচকুচে—হাত পা গুটিয়ে—মাথা গুঁজে—যেন পাতখোলাটি সুড় সুড় ক'রে সুমুখ দিয়ে যাচ্ছিলে—আর যেই ধরলুম, অমনই পাকাদাড়ী গজাল—কমণ্ডলু বেরিয়ে প'ড়ল। আরে ছ্যা—তুমি বড় বেরসিক। না হয় একটু কালাচাঁদ হয়ে থাকতে —না হয় একটু নন্দরাণীর কাছে ধ'রেই নিয়ে যেতুম। আরে ছ্যা—

(জটিলার প্রবেশ)

জটিলা। আয়ান—ও বাপ শীগগির আয় শীগগির আয়, হতভাগা মেয়ে বুঝি যমুনায় ঝাঁপ দিতে গেল—

আয়ান। দেখ দেখি ঠাকুর, মেয়েটা লজ্জায় যমুনায় ঝাঁপ দিতে গেল। বড় বেরসিক—না হয় একটু কালাচাঁদ হ'তেই বা—আরে ছ্যা—

[জটিলা ও আয়ানের প্রস্থান।

নারদ। এরাই আছে ভাল। আর, সকলের চেয়ে আছে ভাল কুটিলা। কৃষ্ণের উপর ঈর্ষ্যায় সে যেন দিন নেই ক্ষণ নেই সর্ব্বকাল সমস্ত বস্তু কৃষ্ণময় দেখছে, কই, আমরা ত এতকাল জপতপ ক'রেও তা পারলুম না।—হা হরি ! আপনাকে ধরা দিতে তুমি যে কত প্রকার সাধনার ডোর রচনা করেছ, তা কে বলতে পারে ? ব্রজেশ্বরীর কৃষ্ণকলঙ্ক দেখতে আমি বিফলপ্রয়াসে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আর কুটিলা ঈর্ষ্যা-পরবশা—আগে হ'তেই সে কলঙ্কের ঔজ্জ্বল্য নিরীক্ষণ ক'রছে।

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। আপনারও কি ঈর্ষ্যা করবার বড় অভিলাষ জন্মেছে ?

নারদ। এই যে বৃন্দাও আছ দেখছি।

বৃন্দা। না থেকে আর কোথায় যাব ঠাকুর ? যে দুরূহ কাজে দাসীকে নিযুক্ত করেছেন—আমার কি একদণ্ডও ঠাঁই ছেড়ে যাবার যো আছে। আপনার কৃষ্ণচন্দ্রের এখন আর দিন রাত্রি জ্ঞান নেই, মান অপমানের ভয় নেই। কাজেই আমাকে পথঘাট সামলে চলতে হচ্ছে।

নারদ। তা এখন কি করছ ?

বৃন্দা। ব্রজেশ্বর কুঞ্জে প্রবেশ ক'রে—ব্রজেশ্বরীর অদর্শনে ছটফট করছেন। তাই শ্রীমতীকে সঙ্কেত করতে এসেছি। ঠাকুর—আপনিও একটু এ কার্য্যে যোগ দিন না।

নারদ। এখনই প্রস্তুত। কিন্তু এই দেখলুম, ওরা সকলেই জেগে আছে। বিশেষতঃ কৃষ্ণচন্দ্রের উপর সন্দেহে সকলেই সতর্ক হয়েছে। এরূপ সময় শ্রীরাধিকার আগমন কেমন ক'রে হবে বৃন্দা ?

বৃন্দা। এই ত উপযুক্ত সময়। রাক্ষসী ননদী অভিমানে যমুনায় ঝাঁপ দিতে গেছে। তার অর্থ আর অন্য কিছু নয়, কিছুক্ষণ ভাইকে মাকে লুকিয়ে লুকিয়ে অন্ধকারে বনের ধারে ধারে ঘুরে বেড়াবে—ধরা দেবে না। ধরা প'ড়তে প'ড়তে আমরাও ফিরে আসব। আপনি যান, আমি শ্রীমতীকে সঙ্কেত ক'রে নিয়ে যাচ্ছি—

[নারদের প্রস্থান।

গীত।

রতিসুখসারে, গতমভিসারে,
মদনমনোহরবেশং।
মা কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বন-
মনুসর তং হৃদয়েশং॥
ধীরসমীরে, যমুনাতীরে
বসতি বনে বনমালী॥
নামসমেতং, কৃতসঙ্কেতং,
বাদয়তে মৃদু বেণুং।
বহু মনুতে, ননু তে তনুসঙ্গত-
পবনচলিতমপি রেণুং॥
পততি পতত্রে, বিচলতি পত্রে,
শঙ্কিতভবদুপযানং।
রচয়তি শয়নং, সচকিতনয়নং,
পশ্যতি তব পন্থানং॥
মুখরমধীরং, ত্যজ মঞ্জীরং,
রিপুমিব কেলিষু লোলং।
চল সখি কুঞ্জং, সতিমিরপুঞ্জং,
শীলয় নীলনিচোলং॥

(ললিতা ও শ্রীরাধার প্রবেশ)

ললিতা। এ কি রাই! এমন সময় কোথা যাও? সর্ব্বনাশ ক'র না, এমন সময় ঘর থেকে বেরিও না। লোকে দেখ্‌লে মান যাবে। ফেরো রাই—ফিরে এস।

রাধা। কি করি ললিতা! এমন সময় কেমন ক'রে যাই ললিতা?

ললিতা। কোথায় যাবে রাই?

রাধা। কোথায় যাব? বুঝতে পার্‌ছিস্ না কোথা যাব? শুন্‌তে পেলি নাকি বৃন্দা গীতচ্ছলে দূর থেকে কি সঙ্কেত ক'রে গেল?

ললিতা। শুনেছি—কিন্তু তাতে কি? কেমন ক'রে যাবে? রায়বাঘিনীর মতন পাপ ননদী পথ আগলে ব'সে আছে। ঘুটঘুটে আঁধার, শ্বাশুড়ী—তারাও জেগে। তোমার ওপর সন্দেহ ক'রে সকলেই সতর্ক। ঘরে আছ কি না আছ জান্‌বার জন্য প্রতিমুহূর্ত্তে তারা এসে তোমার খোঁজ নিচ্ছে—তুমি ঘরে আছ কি না আছ দেখে যাচ্ছে, এমন সময়ে কেমন ক'রে ঘরের বাইরে পা দিয়েছ রাই?

রাধা। তা হ'লে কি হবে ললিতা? আমার শ্যাম যে আমার জন্য সঙ্কেতকুঞ্জে প্রতীক্ষা কর্‌ছেন।—ও ললিতা, কি হবে? কেমন ক'রে শ্যামকে দেখব? ওই দেখতে পাচ্ছি—শ্যামসুন্দর কদম্ব-কানন-কুঞ্জে আমার আশাপথ চেয়ে ব'সে আছেন। আমাকে দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব, আমার কথা শোনবার জন্য তিনি আকুল! আমাকে স্পর্শ কর্‌বার জন্য প্রতি অঙ্গ তাঁর চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কি হবে ললিতা? কেমন ক'রে শ্যামকে সুখী করি?

ললিতা। কেমন ক'রে যাবে, আমি যে কিছুই উপায় ঠাওরাতে পাচ্ছি না রাই!—(নেপথ্যে বংশীধ্বনি)

রাধা। কি হ'ল! এ কি হ'ল ললিতা!
কদম্বের বন হৈতে, কিবা শব্দ আচম্বিতে,
আসিয়া পশিল মোর কানে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি, কি মাধুর্য্য পদাবলি,
কি জানি কেমন করে মনে॥
সখি রে নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে।
কোথা কুলাঙ্গনা মন, গ্রহিবারে ধৈর্য্যপণ,
যাহে হেন দশা হৈল মোরে॥

ললিতা। রাই হে! শুনিলে যাহে, অন্য কোন শব্দ নহে,
মোহন মুরলীধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে, হইলে তুমি বিমোহনে,
রহ নিজে চিতে ধরি স্নেহ॥

রাধা। বল সখী কেবা হেন, মুরলী বাজায় যেন
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে হিমে জনু, কাঁপাইছে মম তনু,
প্রতি অঙ্গ শীতল করিয়া॥
অস্ত্র নহে মন ফুটে কাটারিতে যেন কাটে,
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি, পোড়ায় আমার মতি
বিচারিতে না পারি যে ওর॥

আর আমি অপেক্ষা করতে পারি না। সখী আমায় রক্ষা কর! রাধানাম নিয়ে মুরলী বাজছে—আমার শ্যামের কাছে যেতে দাও। বাধা দিও না—দোহাই আমার পথরোধ ক'র না।

ললিতা। উন্মাদিনি! সর্ব্বনাশ ক'র না। তুমি বড়র বউ—বড়র ঝি, বড় কুল—বড় মানসম্ভ্রম—নষ্ট ক'র না রাই—নষ্ট ক'র না। ফের—আজিকার মতন ফের—আজ রাত্রি-প্রভাতে মিলনের উপায় স্থির কর্‌ব।—তোমার স্বামী, ননদী, শাশুড়ী—সবাই

শ্যামকে ধর্‌বার জন্য ছলা পেতে দাঁড়িয়ে আছে। দোহাই রাই—ঘরে ফিরে চল।

রাধা। তাই ত—তাই ত! সে কথা ত মনে ছিল না। রাধানাথকে ধরবার জন্য পাপ ননদী যে সহস্র চেষ্টা কর্‌ছে—চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।—

ললিতা। তাই বলি, রাধানাথের মর্য্যাদা রাখতে—নিজের মর্য্যাদা রাখতে আজকের মতন ঘরে ফের! (নেপথ্যে কলরব) ওই শোন, শাশুড়ীর তিরস্কার! ফিরে চল—ফিরে চল, দেখলে বিপত্তি ঘট্‌বে—লাঞ্ছনা-গঞ্জনায় এ কোমল প্রাণ জর্জ্জরিত হ'য়ে পড়বে, ফের—রাই ফের।

রাধা। অ্যাঁ—ফির্‌ব! ঘরে ফিরব!—তবে কি শ্যামকে দেখতে পাব না?

ললিতা। দেখতে পাবে না কেন? তবে আজ না। শ্যামের মঙ্গলের জন্য—তোমার মঙ্গলের জন্য বল্‌ছি—আজ আর কোনমতেই নয়। ভবিষ্যতে মিলনের যদি প্রত্যাশা রাখ রাই, তা হ'লে আজ ফিরে চল।

(নেপথ্যে বংশীধ্বনি)

রাধা। আবার—আবার! ওই বাজে ললিতা—ওই শোন—আবার বাজে। কি মধুর—কি প্রাণোন্মাদকর বাঁশীর সুর! সুরের তরঙ্গে তরঙ্গে, জীবনের সমস্ত সাধ আমার নৃত্য কর্‌ছে। ডুবিয়ে দিও না। দোহাই ললিতা—ডুবিয়ে দিও না। কিন্তু আমি কূলে। আমার সাধের সঙ্গে সঙ্গে আমি কিছুতেই গা-ভাসান দিতে পাচ্ছি নি। (দীর্ঘশ্বাস) ললিতা! কি কাল-যমুনায় স্নান কর্‌তে গিছলেম!

এক কাল হৈল মোর নয়ালি যৌবন।
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন॥
আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল।
আর কাল হৈল মোর যমুনার জল॥
এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী।
এমন ব্যথিত নাই শুনয়ে কাহিনী॥

(পুনঃ মুরলী ধ্বনি) আবার মুরলী!

ললিতা। হা যোগমায়া! কি কর্‌লে? কৃষ্ণবিরহে রাই যে আমাদের উন্মাদিনী হ'ল! রক্ষা ক'র মা—রাইকে আমাদের রক্ষা কর! যদি রাইকে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন দিয়েছ—তখন তাকে মিলনসুখে বঞ্চিত কর্‌ছ কেন? রাই—রাই—উন্মাদিনী রাই! এই কি কুলবতীর কাজ?

রাধা। সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীবন্তে মরিয়া যে, আপনা খাইয়াছে,
তারে তুমি কি আর বুঝাও॥

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। এই যে—এই যে—বৃন্দাবনবিলাসিনি! তুমি এখানে—এখনও এখানে? এস—শীঘ্র দেখে এস—শ্যামের অবস্থাটা একবার স্বচক্ষে দেখে এস।

গীত।

(সখি) ঐ যে বাজে বাঁশী গোকুলে।
শুনিয়া হই আকুল, গেল গো কুল,
বুঝি রইতে না দিলে কুলে॥
একে ত গোপেরি বালা, না জানি বাঁশীর ছলা,
কি জানি কি অবলা মজালে॥
শুনিয়া বাঁশীর গান, গৃহে নাহি রহে প্রাণ,
কুল-মান-অপমান সব যাই ভুলে॥
কুলে দিয়ে জলাঞ্জলি, যদি পাই সে বনমালী,
হয় হবে কলঙ্ক হবে কি করে কুলে॥

[প্রস্থান।

(আয়ান ও জটিলার প্রবেশ)

জটিলা। কি হ'ল রে—কুটিলাকে পেলি নি?

আয়ান। কুটিলাকে ত পেলুম—কিন্তু বউকে পাচ্ছি না যে।

জটিলা। সে কি? এই যে বউ ঘরে ছিল!—

আয়ান। আর ঘরে ছিল—বউকে দেখতে পাচ্ছি না যে—

জটিলা। সর্ব্বনাশ কর্‌লে—বউ কোথা গেল?

আয়ান। বউ আমার—অভিমানে ডুবে গেল না ত?

(কুটিলার প্রবেশ)

জটিলা। ও কুটিলা! বউ কোথায় গেল?

কুটিলা। দাদা! দাদা!—এবারে নির্ঘাত—যমুনার তীরে তমালকুঞ্জে ডুবতে গিয়ে সন্ধান এনেছি, শীগগির—শীগগির, একেবারে হাতে-নাতে—আমোদের লহর চলেছে, শীগগির—শীগগির।

আয়ান। সত্যি!—সত্যি!

কুটিলা। চ'লে এস—চ'লে এস।

আয়ান। চল—চল।

জটিলা। দেখিস্—আবার যেন কেলেঙ্কার করিস নি।

কুটিলা। নে—তুই থাম স্থাকা মাগী!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

শ্রীরাধা, কৃষ্ণ ও সখীগণ।

রাধা। শ্যামসুন্দর, শরণ আমার,
শ্যাম শ্যাম সদা সার।
শ্যাম সে জীবন, শ্যাম প্রাণ-ধন,
শ্যাম সে গলার হার॥

শ্যাম? এ অভাগিনীর যে তুমি ভিন্ন গতি নাই।

কৃষ্ণ। আমারই বা কই রাই?

উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী,
কিশোরী হইল সারা।
কিশোরী-ভজন, কিশোরী-পূজন,
কিশোরী নয়ন-তারা॥

রাধা। শ্যাম সে বেশর, শ্যাম বেশ মোর,
শ্যাম শাড়ী পরি সদা।
শ্যাম তনু মন ভজন পূজন,
শ্যাম-দাসী হ'ল রাধা॥

কৃষ্ণ। গৃহ-মাঝে রাধা, কাননেতে রাধা,
রাধাময় সব দেখি।
শয়নেতে রাধা, গমনেতে রাধা,
রাধাময় হ'ল আঁখি॥

রাধা। শ্যাম ধন বল, শ্যাম জাতি কুল,
শ্যাম সে সুখের নিধি।
শ্যাম হেন ধন, অমূল্য রতন,
ভাগ্যে মিলাইল বিধি॥

কৃষ্ণ। স্নেহেতে রাধিকা, প্রেমেতে রাধিকা,
রাধিকা আরতি পাশে।
রাধারে ভজিয়া, রাধাবল্লভ নাম,
পেয়েছি অনেক আশে॥

মধুরং মধুরং মধুরং আহা! মধুতোঽপিচ মধুরং মধুরং মধুরং॥

(নেপথ্যে—কঠোরং কঠোরং কঠোরং—
কালী বল মন—কালী বল)

রাধা। অ্যাঁ—অ্যাঁ!—কে আসছে?

বৃন্দা। সর্ব্বনাশ! কি হবে শ্যাম? রাইকে কি ক'রে রক্ষে করি শ্যাম? ক্রুদ্ধ আয়ান উন্মত্তের মত ছুটে আসছে, এখনই প্রাণময়ী রাইয়ের লাঞ্ছনা হবে। কি হবে শ্যাম?

সকলে। কি ক'রে রাইয়ের প্রাণ বাঁচবে শ্যাম?—

কৃষ্ণ। তাই ত বৃন্দে! কি করি? কি ক'রে রাইকে রক্ষা করি?

বৃন্দা। বিপদবারণ! তুমি কি ক'রে রক্ষা করবে আমি বলব!

কৃষ্ণ। ভয় নেই রাই—আশ্বস্তা হও, আমি তোমার জন্য আজ আয়ানের ইষ্ট-দেবতার মূর্ত্তি ধারণ করি।

(আয়ান ও কুটিলার প্রবেশ)

কুটিলা। ওই যে গো দাদা কালাচাঁদ—আর ওই যে রাধাবিনোদিনী!

আয়ান। কই কুটিলে আমি ত দেখতে পাচ্ছি না?

কুটিলা। ছি ছি ছি—কি ঘেন্না। কুলবতীর এই কাজ? নির্লজ্জা! কি কর্‌লি—নিষ্কলঙ্ক কুলে কালী দিলি?

আয়ান। কালী—কই কুটিলে, কোথায় সে!—অ্যাঁ অ্যাঁ এ কি—মা! আনন্দময়ী—তুমি? বৃষভানু-নন্দিনী তোমার পূজা করে? আমাকে গোপন ক'রে, মায়ের সাধিকা আমার স্বকীয়া শক্তি নিত্য নিত্য তোমার চরণসুধা পান করে?—মা! মা! শঙ্করি! কালভয়বারিণি! দনুজদলনি! কালি!

(কৃষ্ণের কালীমূর্ত্তি)

আয়ান। তবে রে সর্ব্বনাশি! নিত্য নিত্য মিথ্যা ক'য়ে—বৃষভানুনন্দিনীর উপর আমার ঘৃণা জন্মাবার চেষ্টা করেছ?—তবে রে সর্ব্বনাশি!—(যষ্টি লইয়া তাড়ন)

কুটিলা। ওগো! মাগো! মেরে ফেল্‌লে গো!—

আয়ান। মা! মা! বিশালাক্ষি মুক্তকেশি! শুম্ভনিশুম্ভমথনে দুরন্ত অসুর ধ্বংস ক'রে এক দিন তুমি সমস্ত দেবতাকে অভয় দিয়েছ!—আজ আমি সন্দেহে অন্ধ হ'য়ে তোমার শরণাপন্ন। অভয়ে! অধম সন্তানকে অভয় দাও।

(সখীগণের গীত)

(ও লো সই) ঐ দেখ কুঞ্জে যুগল কিশোর কিশোরী।
কি মাধুরী কি মাধুরী আ মরি মরি॥
(১ম সখী) ঐ দেখ একটি কাল একটি গোর,
মেঘের কোলে চাঁদের আলো,
(২য় সখী) হেথা মত্ত ময়ূর প্রেমে গরগর
কোকিল পঞ্চম গায়—
(৩য় সখী) যত ফুল রাজি পবনহিল্লোলে
উড়ে পড়ে দুঁহু গায়—
(সকলে) দোলে যুগল গলে মোহন মালা,
কটাক্ষে মন মোহে কালা
(১ম সখী) কিবা হাস্য সুধারাশি, করে মোহন বাঁশী,
(সকলে ঐ হাসিতে পরায় ফাঁসী
ঐ বাঁশীতে পরায় ফাঁসী
(রাই সনে) (রাই অঙ্গে) ঢ'লে ঢ'লে শ্যাম করিছে কেলী।

যবনিকা-পতন।

কবি-কাননিকা

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

উৎসর্গ

সুহৃদ্বর

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার

মহাশয়কে

'কবি-কাননিকা'

অর্পণ করিলাম।

বিজ্ঞাপন

'কবি-কাননিকা' মনগড়া ছবি। বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে কেহ ইহার আদর্শ খুঁজিবেন না। অতিরঞ্জন-মূলক রহস্তই ইহার উপাদান। ইহাতে বাস্তবের আরোপ করিতে গেলে, পাঠক নিশ্চয়ই নিরাশ হইবেন।

গ্রন্থকার।

কবি-কাননিকা

গৌরচন্দ্রিকা

তরল জলদকবলিত পূর্ণচন্দ্রমা, রজনী প্রভাতকল্পা, —কাকগুলা সমস্বরে কা কা করিয়া উঠিল। নরোত্তম শর্ম্মা শয্যা ত্যাগ করিলেন, অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে তামাকুর ডিপা খুঁজিতে লাগিলেন। রাত্রি ত আর শেষ হয় নাই, নিদ্রা এখনও শর্ম্মার গলা জড়াইয়া আছে, তামাকু খুঁজিতে আফিমের কৌটায় হাত পড়িল। সাজিয়া ব্রাহ্মণ একবার টান দিলেন, বুঝিতে পারিলেন না, —দুই বার, তিন বার, তবুও বুঝিতে পারিলেন না, চতুর্থ বারে যখন তাহার জ্ঞান জন্মিল, তখন নেশা, ধরিয়াছে। নরোত্তমের বুঝিতে আর বাকী রহিল না। তখন পঞ্চম বারের প্রাণভরা টানে, ধূমরাশি হৃৎপিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া, গমনোন্মুখী রজনী সুন্দরীকে আবার জোর করিয়া ধরিয়া আনিলেন। চাঁদ একবার হাসিয়া একখানা বড় মেঘের ভিতর ঢুকিয়া গেল। রজনী তমস্বিনী নরোত্তমের উটজ-প্রাঙ্গণের সমীরণে কতকগুলা সরিষা ফুল ফুটিয়া উঠিল।

নরোত্তম দেখিলেন, আঁধার সাগরে একটা নন্দন কানন ভাসিয়া উঠিয়াছে। একটা পারিজাত বৃক্ষের তলে মাদুর বিছাইয়া দেবগণ মুখামুখি করিয়া কি পরামর্শ করিতেছে! নরোত্তম কান বাড়াইয়া দিলেন।

নরোত্তম শুনিলেন, "কে যায়?"—

পদ্মযোনি কুমেরুর শৃঙ্গে একটা আগ্নেয় পর্ব্বতের কলিকা বসাইয়া, বাসুকিকে নল করিয়া মুখে দিয়া বসিয়া আছেন। বিচারকের চক্ষু সর্ব্বদাই মুদ্রিত, মুখবিনির্গত ধূমরাশি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, এমন সময় চারিদিক হইতে শব্দ উঠিল, "কে যায়—এই অকালে উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতালোকে অপ্রস্তুত হইতে মর্ত্ত্যে কে যায়!" পদ্মযোনি একবার মাথা তুলিলেন, চারিদিক চাহিলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন, তাই ত বিষম সমস্যার কথা—"কে যায়?"

প্রশ্নকর্ত্তা বলে, "কে যায়," উত্তরকারী বলে "কে যায়।" সম্মুখে ভগ্নচতুষ্পাদ ধর্ম্ম, পার্শ্বে বাতব্যাধিগ্রস্তা রোগিনীর ন্যায় মুহুর্ম্মুহু কুন্থনকারিণী ধরণী, উভয়ের চক্ষে অনর্গল জলধারা—সমস্বরে উভয়েই বলিল, "যদি কেহই না যায়, তবে উপায়।"

ধর্ম্ম ত গিয়াছে, পৃথিবীর যাইবার আর বড় বিলম্ব নাই। পৃথিবীর প্রিয় সন্তান বড় বড় জ্যোতির্বিদ্‌গণ গ্রহনক্ষত্রাদি সকলে অবিরাম দূরবীক্ষণ লাগাইয়া বসিয়া আছে। অনুসন্ধান করিতেছে, তাহাদের মধ্যে মানুষের বাসোপযোগী স্থান আছে কি না। চন্দ্রে পাহাড় দেখা দিয়াছে, কিন্তু তাহা সর্ব্বদা তুষারাচ্ছন্ন। মঙ্গলে ভুবনব্যাপিনী তরঙ্গিণী, তরঙ্গ উঠিলেই প্রাণ যাইবে। উপায়!—কেমনে ধর্ম্ম ও পৃথিবী রক্ষা পায়? পদ্মযোনি নীরবে মুখ তুলিয়া একবার মহেশ্বরের মুখের দিকে চাহিলেন। কৈলাসনাথ তার মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন,—"আমা হইতে হইবে না—মর্ত্ত্যে গাঁজা-আফিমের কমিশন বসিয়াছে, এ বৃদ্ধ বয়সে যাইলে সকলে আমাকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিবে। আমি সেখানে অপ্রস্তুত হইতে অথবা পাগলা গারদে প্রবেশ করিতে যাইতে পারিব না।" "অমরেন্দ্র তোমার কি?"—বলিয়াই চতুরানন তামাকুতে একটা টান দিলেন। "আমার কি? আমার সর্ব্বনাশ! যা লইয়া আমার অহঙ্কার, সেই ভীমনিনাদী অশনি, একটা লোহার শিকের প্রেমে মরিয়া আছে। তাহার উপর মর্ত্ত্যের একটা অপোগণ্ড বালক পর্য্যন্ত বজ্রনির্ম্মাণ কার্য্যে পারদর্শী। পথে পথে তামার তারে আমার আদরিণী কবিকুলসোহাগিনী কাদম্বিনীকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, আমি কোন্ মুখ লইয়া মর্ত্ত্যে যাইব?" মহেন্দ্র ব্রহ্মার দিকে আর চাহিলেন না, চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে নখ দিয়া হরিচন্দনের পত্র ছিন্ন করিতে লাগিলেন।

প্রজাপতি বরুণের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিলেন। বরুণ বুঝিতে পারিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আমার দিকে চাহ কেন প্রজাপতি? আমি কি সেই মহাশক্তিময় তাম্রতারের হেঁপায় পড়িয়া

অম্লজান আর জলজান নামে দুইটা বাষ্প হইয়া আসিব?—আমি যাইব না।"

সন্তানকের পত্রান্তরাল হইতে অরুণদেব উঁকি মারিতেছিলেন। প্রজাপতির সেই দিকে দৃষ্টি পড়িল। ধরিত্রীসুন্দরী ব্রহ্মার মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "ঠাকুরদা, ওদিকে চাহিও না, ওর বিষ্ঠা সেখানে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মর্ত্ত্যবাসিগণ বুঝিয়াছে,—সূর্য্যের ব্যাস বৎসরে আহার হাত করিয়া কমিয়া আসিতেছে, আর কিছুকাল পরে উহাকে আমারই দশা প্রাপ্ত হইতে হইবে। চন্দ্রদেব বহুকাল হইতেই নারী হইয়াছেন, মানব উহাকেও নারী বলিতে ছাড়িবে কি?" সূর্য্য লজ্জায় অস্তাচলের গুহার ভিতর মুখ লুকাইল। ব্রহ্মা আকুল নয়নে গোলোকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন, গোলোকের দ্বার বন্ধ, প্রাচীর আর সে শৃঙ্খলা নাই, দ্বাররক্ষী জয়-বিজয় কোথায় চলিয়া গিয়াছে, সনক, সনন্দ ও সনাতনের গান প্রবল ঝটিকার উড়িয়া গিয়াছে। ভগবানের অস্তিত্বলোপের জন্য ডিনামাইট আবিষ্কৃত হইয়াছে। সোশিয়ালিষ্ট, এনারকিষ্ট, নিহিলিষ্ট, নিরীশ্বরবাদিগণ জগতে ঈশ্বরত্ব রাখিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আজ এ রাজা মরিতেছে। কাল ও রাজা মরিবার আশঙ্কা জন্মিয়াছে। কেহ বা আতঙ্কে জড় সড়, কেহ বা ভয়ে মর মর। ঘরের আরসুলা টিকটিকিটি পর্য্যন্ত সেই কসাইগুলার দলে যোগ দিয়াছে। ভয়ে রাজার রাজা, দেবতার দেবতা, পদ্মালয়াকে লইয়া, পটোল মাথায় দিয়া কলমীশয্যায় অতি দীনভাবে অনন্তশয়নে শুইয়াছেন। কে তারে তুলিবে?

দেবগণ তখন একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল।—কি হইবে? অমর যে মরিবার নয়, অনন্ত দুঃখভার মাথায় বহিয়া অনন্ত প্রাণ লইয়া হতভাগ্যেরা কি করিবে?

ব্রহ্মা বলিলেন, "চল, সকলে ধর্ম্মকে স্কন্ধে লইয়া সুমেরুশৃঙ্গে পলাইয়া যাই।"

দূরে আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল। সকলে উদগ্রীব হইয়া সেই দিকে মুখ ফিরাইল। কাঁদিতে কাঁদিতে ও কে আসিতেছে? বাইজীর ভেড়ুয়ার ন্যায় রত্নালঙ্কারভূষিত, অথচ মলিন বদন, সজল নয়ন, মরুণী কাসীর মত অনবরত কাসিতে কাসিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে ও কে আসিতেছে? কে—ও, ধনাধিপতি কুবের নয়? কুবের আসিয়া ধড়াস করিয়া পদ্মযোনির সম্মুখে আছাড় খাইয়া পড়িল। পদ্মযোনি বলিলেন "এ কি?—বলি উত্তর দিক্‌পাল, এ কি? এই নাও তামাক খাও,—বলি ব্যাপার কি? এমন করিয়া ছিন্নমূল তরুর মত আছাড় খাইয়া পড়িলে কেন? বলি ওহে ভায়া, কথা কও না যে! ব্যাপার কি? আমরা যে তোমার ওখানে যাইবার সঙ্কল্প করিতেছি।"

"আর ব্যাপার—সমস্ত জগতের ধন আমি চুরি করিয়াছি বলিয়া, আমার ঘরে ডিটেক্‌টীভ পুলিস ঢুকিয়াছে, সুমেরুর গহ্বরে গহ্বরে তল্লাশ লাগাইয়াছে।"

"অ্যাঁ—অ্যা বলিলে কি?"—দেবগণ সমস্বরে একটা বিকট চীৎকার করিয়া হাঁ করিয়া কুবেরের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। "কি সর্ব্বনাশের কথা বলিলে—দৈত্যদানবের অগম্য, বিপন্ন দেবতার আশ্রয়স্থল সুমেরু অচলে মানুষে আরোহণ করিল? ওহে কুবের, পাগলের মত কি কথা বলিতেছ?"

"আর বলিতেছ,—"কুবের বলিল, "আর বলিতেছ—যাহা দেবতা কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই, তাই ঘটিল। সুমেরু-শৈলে মানুষ উঠিল, আমার ইজ্জত রাখা ভার হইল। বহু লোকে আজ বহু বৎসর ধরিয়া সুমেরু অধিকারের চেষ্টা করিতেছে। এত কাল একমাত্র তুষারবাণে সকলকে বিফলমনোরথ করিয়া আসিতেছিলাম; এমন কি, সাহসিকুলচূড়ামণি মার্কিণ চতুর্ধুরীণ ফ্রাঙ্কলিনকেও যমের ঘরে পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু কিছুতেই সেই সাহসী নরকুলের গোঁ ফিরাইতে পারিলাম না। তাহারা একটা রথী দম্পতী পাঠাইয়া দিল। এবারে তাহারাই সর্ব্বনাশ করিল। কি জানি, কি কুহকে আমার প্রধান সহায় বিজয়ের একমাত্র উপায় বরফ প্রান্তরকে বশে আনিল। সেই বিশ্বাসঘাতক বরফাধমই নরওয়ে নিবাসী ন্যানসেন ও তাহার পত্নীর জাহাজ বুকে আনিয়া আমার বাড়ীর দুয়ারে লাগাইয়া দিয়াছে; রক্ষা কর প্রজাপতি, অগতির গতি, আমার প্রাণ যায়।"

সকলেই তখন গভীর গর্জ্জনে বলিয়া উঠিল, "যুদ্ধ কর—যুদ্ধ কর।"

"চুপ কর, চুপ কর, গোল করিও না, আমাকে বলিতে দাও।" ধনাধিপতি উর্দ্ধবাহু হইয়া গভীর চীৎকারে সকলকে থামাইয়া দিল।—"কাহার সহিত যুদ্ধ করিবে? এ দেব-দানবের যুদ্ধ নয়, রক্ষ-মানবের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, কুকুরের সহিত যুদ্ধ করিতে কি সাহস

কর? ওই দেখ, গোটা বার কুকুর মহানন্দে চারিধারে ছুটাছুটি করিতেছে। ওই দেখ আমার শ্বেত ভল্লুককুল নির্ম্মূল হইল। যেমন যাইবে, ভানসেন ও তৎপত্নীর একটিমাত্র ইঙ্গিতে তোমাদের টুঁটি ধরিবে, আর রামও বলিতে দিবে না, গঙ্গাও বলিতে দিবে না।"

সকলে কুবেরের পানে ফেল্ ফেল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। নলরূপী কোপরা বাসুকি লেজ হইতে মাথা পর্য্যন্ত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কালিকার অগ্নি জলস্পর্শে নিবিয়া গেল। চারিদিকে শব্দ উঠিল--কেবল হায়—হায়!

পটোলোপাদান কর্দ্দমদলে শয়ান ভগবান্, ভক্তের এ দুঃখ আর সহিতে পারিলেন না। দেবগন দৈববাণী শুনিল, "মাভৈঃ, ভয় নাই, আমি আসিয়াছি।"

নব-জলধর-বিজুরীরেখা সোঁ করিয়া তাহাদের চোখের উপর দিয়া চলিয়া গেল। মহেশ্বর বলিয়া উঠিলেন—"গোলোকনাথ এ কি? ক্ষীরোদতলবাসিনী সুধাভাণ্ডধারিণী দেবতায় অমরকারিণী মোহিনি! আবার কি ভোলাকে পাগল করিয়া ব্রহ্মাণ্ড ছুটাইবে?" দেবগণকৃতাঞ্জলিপুটে গদ গদ কণ্ঠে বলিল, "দয়াময়, এ কি?"

দয়াময় বলিলেন, "এবারে এই, এবারে শান্তা অবতার।"

"হেনরী মার্টিনী, গ্লাইডার, টরপেডো, ম্যাক্সিম্ কামান আবিষ্কৃত হইয়াছে, যুদ্ধ করিতে পারিব না, হোয়েল ফিশারি হইয়াছে, মীন হইতে পারিব না, বরাহ হইয়া গুলী খাইয়া 'হ্যাম' হইতে পারিব না, কূর্ম্ম হইয়া হোটেলের গ্রাসকেস শোভিত করিতে পারিব না; নরসিংহ হইয়া আলিপুরের পশুশালায় কে প্রবেশ করিবে? বৃন্দাবনবিলাসী হইয়া মেজেষ্টরের কাটগড়ায় কে উঠিবে? ভারতবর্ষে আর পয়সা নাই, কে ড্যামেজ দিবে? আমি নারী হইব, নারী হইয়া পুরুষের তেজ ভাঙ্গিব। তোমরা নির্ভয়ে যে যার গৃহে গমন কর।" তখন,—

সগর্ব্বে রবাব বীণা বাজিল মুরলি,
দেবগণ ঘরে চলে হরি হরি বলি।
নারী হ'ল অবতার সমীরণ গায়,
মর্ত্ত্যের পুরুষগুলা করে হায় হায়।
পর্ব্বত পাথর হ'ল, সিন্ধু হ'ল জল,
তারকা উজ্জ্বল হ'ল, গাছে ফোলে ফল।
আগুন গরম হ'ল, ঠাণ্ডা হ'ল হিম,
শর্করা মধুর হ'ল তেঁতো হ'ল নিম।
তফাতে কেবল মাত্র মরুভূমে বারি,
রমণী পুরুষ হ'ল, নর হ'ল নারী।

অবতরণিকা

শ্রীমতী কাননিকা কবিরাজকুল কলঙ্কিত—শ্রীবিষ্ণু—উজ্জ্বল করিয়াছেন। চ্যবনপ্রাশ, কস্তুরীভৈরব, ত্রিফলাকল্প, মকরধ্বজে মনুষ্যের আর উপকার হয় না বুঝিয়া, ম্যালেরিয়াপ্রপীড়িত বঙ্গে আয়ুর্ব্বেদের অস্তিত্ব ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে দেখিয়া, কাননিকা নূতন পথাবলম্বনে নূতন ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাতে এলোপ্যাথীর কম্পজ্বর, হোমিওর পালা, আর আয়ুর্ব্বেদের সন্নিপাত; ইহাতে টেরাপ্যাথীর পাতাল গমন, হাইড্রোপ্যাথীর বিরেচন, ইলেক্‌ট্রোর বমন; ইহাতে রোগীর জ্বর-জ্বালা ত দূর হইবেই; অধিকন্তু ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা মরিবে, তৃষ্ণার্ত্তের পিপাসাপনোদন হইবে। শোকী আহ্লাদে নৃত্য করিবে, বিয়োগী আত্মীয়স্বজনে পরিবৃত হইবে, মরণোন্মুখ নর ঔষধপ্রভাবে মত্তমাতঙ্গের বল ধরিবে। আর কি হইবে?—ঔষধের গুণে গহন বনে শুষ্কতরু মুঞ্জরিবে।

লক্ষ লক্ষ লোক মুহূর্ত্তের মধ্যে আরোগ্যলাভ করিতেছে। কেহ ঔষধ লইতে আসিয়া পথেই আরোগ্যলাভ করিয়া, পথ হইতেই ফিরিয়া যাইতেছে। কাহাকেও বা আসিতেও হইতেছে না, ঔষধের নাম শুনিয়াই রোগমুক্তি। হিমালয় হইতে কুমারিকা, করাচী হইতে সিলেট, গিলঘিট হইতে সুন্দরবন, কাছাড় হইতে কোকো, সকল স্থানের সর্ব্ব জীবের মুখে এ ঔষধের গুণ ধরে না। নরনারী চীৎকারে, অশ্ব হ্রেষারবে, মাতঙ্গ বৃংহিত ধ্বনিতে, গাভী হাম্বায়, ময়ূর কেকায়, কোকিল কূজনে, এমন কি, ভ্রমর গুঞ্জনে ও সমীর নিস্বনে ইহার যশোগান করিতেছে। ভারতে নূতনত্ব,—সত্ত্ব রক্ষার জন্য ঔষধ পেটেণ্ট।

এমন ঔষধ তোমার বিদিত না হওয়াই বিচিত্র। তবে গ্রহদুর্দ্দৈববশে বধির তুমি ঔষধের কথা যদি না শুনিয়া থাক, তাহা হইলে, কর্ত্তব্যের অনুরোধে এই যোগিঋষির অগোচর স্বর্গদুর্ল্লভ ঔষধের নাম করিতে হইল। প্রথমেই সন্দেহের কথা। যোগিঋষিই যদি

জানিতে না পারিল, তাহা হইলে এত জীব ঔষধের কথা কি প্রকারে জানিল? তদুত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, আজিকালি বঙ্গবাসী আমরা এইরূপই জানিয়া থাকি। যাহা যোগিঋষি জানে না, দেবতাও শুনে নাই, তাহাই আমরা জানিয়া ও শুনিয়া থাকি। আমাদের দিব্যজ্ঞান হইয়াছে। আমাদের দিব্যচক্ষু আছে। ঘোর তমসাচ্ছন্ন কারাগারে বসিয়া মুদিত নয়নে কল্পবৃক্ষের ছায়া দেখিতে পাই। দিব্যকর্ণ আছে। সংসারের কোলাহলের মধ্যে বসিয়া, ভূমিকম্পান্দোলিত বিশাল সাগরের ভীম গর্জ্জন তরঙ্গতীরে অবস্থিত হইয়া, আকাশের গান শুনিতে পাই। দিব্য ক্ষুধা আছে। সারের সার লক্ষ্মীরূপিণী ধান্য-রাণীকে রাক্ষসের কবলে ধরিয়া দিয়া, সমীরণ-সেবনে উদর পূর্ণ করি। যোগিঋষির অজ্ঞাত গুহ্য কথা আমরা জানিব না ত জানিবে কে? অতি গুহ্য তন্ত্র-কথায় গৃহ গৃহ নিনাদিত।

তবে এ কথা কেন না জানিবে? ভাই হে! তোমাকে অবশ্যই জানিতে হইবে। না জানিলে তোমার নিস্তার নাই। রঙ্গমঞ্চের লীলাময়ী ললিতার নবনীত-কোমল করাঙ্গুলিস্থিত কুসুমকোমল চাবুকের আবেশকর-প্রহারের ভয়ে, অনেক সংবাদপত্র-সম্পাদক অভিনয় দেখিয়া বিরক্ত হইয়াও অভিনয়ের প্রশংসা করিয়া থাকে। জানিতে শিখিতে অবাধ্যতা প্রকাশ করিও না। ইটালীর Inquisitionএ গালীলিয়ো-প্রমুখ অনেক উদ্ধত পণ্ডিতকে 'সূর্য্য ঘুরিতেছে' এই কথা স্বীকার না করায়, কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতে হইয়াছিল। যাহারা ভয়ে তাড়নায় অথবা অবশেষে প্রাণের মর্য্যাদা বুঝিয়া স্বীকার করিল, তাহারা সকলেই মুক্তিলাভ করিল। যে অস্বীকার করিল, তাহাকে সেই পাপে কারাগারেই অস্থিপঞ্জর রাখিতে হইয়াছিল। ভাই! বুঝিয়া সুঝিয়া সাবধান।

কাননিকা পদ্যাবতার, কাননিকা কবি, আর তাহার অব্যর্থ আদি ও অকৃত্রিম ঔষধটির নাম কবিতা-রস। এই উনবিংশ শতাব্দীর যে সকল ঈশ্বরপরায়ণ ভগবানের অবতারত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারাও কাননিকাকে দেখিয়া আর তাহার অনৈসর্গিক অথচ অতি মধুর হাবভাব দেখিয়া স্থির করিয়াছেন, যদি কখনও ভগবানের অবতার হইয়া থাকে, তাহা এই রমণীরূপে। অধিক আর কি বলিব, কাননিকার অবতারণায়, নিরীশ্বরবাদী পৌত্তলিক হইয়াছে, চার্ব্বাকের দল ঋণ করিয়া ঘি খাইয়াছে, কর্ত্তাভজা গৃহিণীর শরণ লইয়াছে, কমৃতির (Comte) দল বাড়তি হইয়াছে, নবদ্বীপের প্রেমাশ্রুজলে সুরধুনী ত্রিশ ফুট ফুলিয়া উঠিয়াছে, আর কত পরমহংস পরমবক হইয়া আধ্যাত্মিক-মাছ ধরিতে ভূমধ্যসাগরে উড়িয়া গিয়াছে।

কিন্তু রমণীকুলে হুলস্থূল। ঈর্ষ্যায় আকুল হইয়া সকলে বক্ষে করাঘাত করিতেছেন ও মাথার চুল ছিঁড়িতেছেন। ব্রাহ্মণী কঙ্কণ বেচিয়া বাইবেল কিনিলেন, খৃষ্টানী পশ্চিমমুখে বসিয়া নেমাজ পড়িলেন, মার্কিণী থান ধরিলেন; সাধারণী অবগুণ্ঠনে বদনাবৃত করিলেন, আদি বাদী হইলেন। "ঈশ্বর নারী হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইবে!—পোড়া কপাল সে ঈশ্বরের, আমরা ঈশ্বর মানি না।"

কবিতা রসমাধুর্য্যং কবির্বেত্তি ন তৎকবিঃ। ঔষধের গুণাগুণ লইয়া তর্ক করিতে চাহি না, কবি হও—বুঝিতে পারিবে। তবে একান্তই যদি বুঝিতে অক্ষম হও, তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি, প্রতিবেশী প্রতিবেশিনী যাহার কাছে যাও, সেই তোমাকে বুঝাইয়া দিবে। বিলাসী দেশীয় রাজার অত্যাচারে যে ফুল ফুটিতে ফুটিতে শুকাইয়া যাইত, তুলিবার লোক নাই বলিয়া সেই কাব্যকুসুম এখন ঘরে ঘরে ফুটিতেছে, পথে পথে গড়াইতেছে, হাওয়ায় হাওয়ায় উড়িতেছে।

কবিতা লেখে না কে? কাব্য বুঝে না কে? নারী হইয়া যদি তুমি বুঝিতে না পার, তাহা হইলে বুঝিব, তোমার প্রভু বাজারসরকার-শিরোমণি। পুরুষ হইয়া যদি বুঝিতে অক্ষম হও, তাহা হইলে বুঝিব, তোমার গৃহিণী তোমার চাদ্দলকরঙ্কবাহিনী, রন্ধনশালার পঙ্কজনন্দিনী! না পারিলেও বুঝিয়াছি বলিতে লজ্জিত হইও না। ভাই হে, বুঝিয়া রাখ, কাননিকা কবি।

কবি না বলিয়া কি বলিব? কবি শব্দ স্ত্রীত্ববাচক হয় না জানি, তথাপি কাননিকাকে কবি না বলিয়া কি বলিব? মনে যে কত কথা আসিয়া পড়ে, ব্যাকরণের জাতেরস্ত্যাদীপ, ইদন্তাদীপ বা, গার্গাস্থাঃ—কত সূত্রের ছবি জাগিয়া উঠে! কিন্তু হায়! নিরুপায়, কাননিকাকে আমরা কোন সূত্রে আবদ্ধ করিতে পারিলাম না। ব্যাকরণে, অভিধানে, মানুষের পাণ্ডিত্যাভিমানে—দশ দিক্ বন্ধনে কাননিকাকে কবি বলিয়াই চুপ করিয়া থাকিতে হইল। হায়, দেবভাষা সংস্কৃত!

তখন যদি জানিতে, এই ভারতে কবিতারসময়ী নারী জন্মগ্রহণ করিবে, হৃদয় ভরাইবে, ভুবন মাতাইবে, আর জানিয়া শুনিয়া যদি একটা অভিধান দিয়া যাইতে, তাহা হইলে লিঙ্গনির্ণয়ে আমাদের এত লজ্জায় পড়িতে হইত না। যদি জানিতে ডুমুরের ফুল হইবে, কল টিপিলেই জল বাহিরিবে, তাহা হইলে পাণিনিকে লইয়া আর টানাটানি করিতে হইত না। অথবা ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য ঋষি অনেক বুঝিয়া, সমাধিবলে ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষবৎ দেখিয়া নারীকেও পুরুষের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। যাহার হৃদয়-কন্দরে কোটি কোটি নরনারীর সোনার কাটি রূপার কাটি নিহিত আছে, সে পুরুষ হইল না, আর যে যাত্রাকালে শূন্য কলস দেখিয়া গমনে বিরত, এমন দুর্ব্বল তুমি হইলে পুরুষ! তবেই স্থির হইল, কাননিকা কবি। এমন কবির জীবনচরিত লিখিয়া লেখনী সার্থক করিব। সকলে আমার সহিত যুক্তকরে বল :—

যত্ন ক'রে ভাজিয়াছি গৌরচন্দ্রিকা,
আদরে সাধিয়া দিছি অবতরণিকা।
এই পাপভরা মর্ত্ত্যে করিয়া ভূমিকা,
নাবালিকা আদিলীলা শেষ বিভীষিকা
দেখাইতে রঙ্গে ভঙ্গে এস কাননিকা।
ফুল দেব শত শত জবা শেফালিকা,
ধান ভানলে কুঁড়ো দেব, মাছ কুটলে মুড়ো দেব,
সোনার থালে ভাত দেব—আর দেব 'নিকা,'
ছন্দের মিলের তরে ওগো কাননিকা!

ভূমিকা।

কাননিকার ভূমিকা, ভরা অমাবস্যার নিবিড় তিমিরাম্বরা নিশীথ যামিনী। সেই সময়ে শনি-শুক্রাদি গ্রহগণ ক্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া মীনরাশিতে প্রবেশ করিয়াছিল। ঠিক এই সময়ে ভূতভাবন ভগবান্ ভুবনের ভার হরণ করিবার জন্য মথুরা নগরে কংসকারাগারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বালিকার জন্মের পর জ্যোতির্ব্বিদ্-মুখে সময়ের মর্ম্ম বুঝিয়া এবং বালিকার ক্রন্দনের কিছু বিশেষত্ব শুনিয়া, দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে সকলেই ভাবিলেন, বুঝি অন্তঃপুরবদ্ধা নিত্যপীড়িতা ভারত-ললনার দুঃখ দূর করিবার জন্য ভগবান্ এবার নারীরূপে অবতীর্ণ হইলেন! অমনি সকলের চক্ষু খুলিয়া গেল। পিতা দেখিলেন, তাঁহার প্রাণসমা নন্দিনী, নারীকুলে জন্মিয়াও বৃন্দাবনে নন্দের বোঝা মাথায় লইয়া, মাথায় চূড়া ও কটীতে ধড়া পরিয়া, নরাকৃতি শাভীকুল প্রহার করিতেছেন। মাতা দেখিলেন, তাঁর সাধের গোপালী সুবল সুদাম বসুদামাদি গোপবালকগণে পরিবৃত হইয়া, তুরঙ্গোপরে এক হস্তে বল্গা, অন্য হস্তে বন্দুক ধারণ করিয়া বকাসুর সংহার করিতেছে!

রমণীকুল দেখিল,—তাহাদের দাসত্ববন্ধন ছিন্ন হইল। উইলবারফোর্স, ক্লার্কসন আজীবন ললাট-স্বেদ পাদমূলে নিক্ষেপ করিয়াও, বিনা অর্থরাশি ব্যয়ে যে দাসত্বপ্রথা উঠাইতে পারেন নাই, গোপালীর জন্মমাত্রেই সেই ভীষণ দাসত্বপ্রথা ভারত হইতে উঠিয়া গেল।

দিব্যচক্ষে সকলে দেখিল,—রমণী পুরুষের স্কন্ধে উঠিয়াছে। গড়ের মাঠে শ্যামল তৃণে ফুল ফুটিয়াছে। প্রান্তরচারিণী কুলকামিনীর চরণপঙ্কজ-মধুপান-বিহ্বল ফুটবল আপাদকপোলদর দ্বিগুণ ফুলাইয়া তৃণকুঞ্জে গা ঢালিয়া নীরবে আকাশপানে চাহিয়া আছে। ক্রিকেট-উইকেট প্রকৃতির রীতি লঙ্ঘন করিয়া দুলিতেছে। চপল টেনিস বল, বিদ্যালয়-কারামুক্ত "নব-পাশ"-মত্ত যুবকের মত ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া গগনমার্গে ছুটিতেছে।

দেখিতে দেখিতে চক্ষের আর এক পর্দ্দা উঠিয়া গেল। সকলেই তখন দেখিল,—ষ্টেশনের "ষ্টীম-এঞ্জিন" রমণীপাদস্পর্শ মাত্রেই মত্ত ঐরাবতের বল ধরিল। ভীম হুঙ্কারে বহুকালের হৃদয়-নিহিত দুঃখরাশি উদ্গার করিয়া বাষ্পীয় রথ মনোরথবেগে ছয় মাসের পথ এক দণ্ডে অতিক্রম করিয়া হিমাদ্রি-মূলে উপনীত হইল। আনন্দে কাঞ্চনজঙ্ঘা সপ্তস্বর্গ ভেদ করিয়া মাথা তুলিল। পিক কুহরিল, ভ্রমর গুঞ্জরিল, ঝিল্লী ঝিঁঝিল। মানসসরোবরে আবার নীলোৎপল ফুটিল! উত্তর গগনপ্রান্তের রঙ্গময়ী "অরোরা বোরিয়ালী" "তুর্জ্জয়লিঙ্গে" ছাউনি করিল। সংসারের কোলাহল হইতে বহু দূরে অবস্থিত, গিরিগুহাবাসী যোগিবর

বিলম্বিনী তুষার-সিক্ত স্বর্ণজটায় শিরোবেষ্টন রতে করিতে শঙ্করের ধ্যান ভুলিয়া গাহিল,— "দীর্ঘ- ল পরে কেন এ ভাব আবার ? কেন এ কটাক্ষ দসার ?" হিমালয় লালসাস্পর্শে বিকম্পিততনু গিবরের দুর্দ্দশা দেখিয়া মনে মনে বলিল :—

গন্ধাঢ্যেয়ং ভুবনবিদিতা কেতকী স্বর্ণবর্ণা,
পদ্মভ্রান্ত্যা ক্ষুধিত-মধুপঃ পুষ্পমধ্যে পপাত ॥

কুমারিকা নীহারিকাকে ডাকিয়া বলিল, "ভাই ভেণ্ডার। প্রেমময় বুঝি মুখ তুলিয়া চাহিলেন! গ্যের প্রভুত্ব-দুর্গ এইবার বুঝি ভূমিসাৎ হইল। ক্ষেত্র যুদ্ধকালে একান্তে অবস্থিত ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়- -নিঃসৃত গীতামৃত পান করিতে করিতে জিজ্ঞাসা রলেন,—"বৎস সঞ্জয়! নারায়ণ ওটা কেমন া কহিলেন ?"

তখন সঞ্জয় নিজের ভ্রম বুঝিয়া, কথাটা সংশোধন রিয়া বলিয়াছিলেন, "নারায়ণ বলিলেন,—

"পরিত্রাণায় নারীনাং সমাজদলনায় চ।
নারীদেহে ভবং কৃত্বা সম্ভবামি কলৌ যুগে ॥"

সুখের পাঁচ মাস দেখিতে যেমন কাটিয়া যায়, মনি কাটিয়া গেল। এই পাঁচ মাসের মধ্যে বালিকা হাসিল, কত কাঁদিল, কত মাটী খাইল। মাতা হার মুখে একদিন ব্রহ্মাণ্ডই দেখিয়া ফেলিল। এই- া হাসিতে, কাঁদিতে, মাটী খাইতে, ব্রহ্মাণ্ড দেখাইতে লিকার পাঁচ মাস কাটিয়া গেল।

নামকরণিকা।

ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন ও নোলকধারণ। এই দুয়ের ম চিরাগত প্রথানুসারে নামকরণও হইয়া থাকে। বধূর সাতটি সন্তান একটি একটি করিয়া পূতনা- কসী ও লিভর-রাক্ষসের করাল কবলে নিপতিত য়াছে ;—পিতামহী তাই বাবাঠাকুরের দ্বার ধরিয়া- লেন। তিনি ভূমিষ্ঠমাত্রেই পৌত্রীর নাম খিয়াছিলেন, "বাবাদাসী"। মাতামহী অবশ্য এ মে তুষ্ট হইলেন না। কিন্তু কি করেন, বৈবাহিকার ানরক্ষার্থ অনেক বিবেচনা করিয়া, বাবাঠাকুরের ম পঞ্চাননে পরিবর্ত্তন করতঃ এই অষ্টম গর্ভের বাদাসীর নাম রাখিলেন, "পঞ্চাননী"। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীর দিবালোকে নাম-কুসুমকাননের ভিতর হইতে একটা টগর আর একটা বক ফুল তুলিয়া আনা হইল দেখিয়া, চারিদিক্ হইতে একটা মহান্ হলহলা উপস্থিত হইল। মামী চক্ষু মুছিল, মাসী নাক ঝাড়িল, গঙ্গাজল পেট ফুলাইল; বকুলফুল ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। স্বর্ণলতার নাম হইল ধুতুরা! এ কাহারও প্রাণে সহ্য হইল না। পিতামহী মাতামহীপ্রদত্ত নামের উপর চারিধার হইতে অজস্র বচন-ছটরা নিপতিত হইতে লাগিল। অতি মূর্খেও বুঝিল, নামের প্রাণ বুঝি আর টেকে না।

নামকরণের দিবস চারি দিক্ হইতে কাতারে কাতারে লোক আসিতে লাগিল। স্বর্গে দুন্দুভি বাজিল, মর্ত্ত্যে ব্যাণ্ড। তখন—

যশোদা রাখিল নাম 'যাদু বাছা ধন'।
প্রমোদা রাখিল নাম 'কুসুমকানন'॥
মামীমা আসিয়া নাম থুইল 'পারুল'।
মাসীমা থুইল নাম 'লেভেণ্ডিয়া ফুল'॥
মাসীমার 'পাউডার' ছুটিয়া আসিয়া।
থুইল 'মিঠাই' নাম বাছাই করিয়া॥
বালিকার মুখ দেখে মাতুলের শালী।
আদর করিয়া নাম রাখিল 'দুলালী'।
মানিনী মোদক বি এ মুখে মধুভরা।
মধুকল্প বাছা নাম দিল 'মনোহরা'॥
কুঞ্জবালা নাগ এম এ কেতাব খুলিয়া।
দিলেক্ট করিয়া নাম দিল 'অফিলিয়া'॥

কেহ বা নাম রাখিল 'লবঙ্গলতা', আবার কেহ বা রাখিল 'কপির পাতা'। এইরূপ কত লতা পাতা ফুল, কত ভৃঙ্গ-পাখীকুল, গিরি নদী উপকূল, প্রমদাগণের প্রেমাকর্ষণে সেন-ভবনে আসিয়া অনঙ্গ হইয়া নাম-সাগরে ডুবিয়া গেল। কত কুটুম্বিনী, কত গঁদান সম্পর্কীয়া কামিনীকুল আসিয়া, মণ্ডলাকারে বালিকায় ঘেরিয়া বালিকার গায় নামসুধা ঢালিয়া দিল। উড়ুপোপম ক্ষুদ্র বুদ্ধি লইয়া কেমন করিয়া সেই দুস্তর নাম-সাগর পার হইব ?

কিন্তু কাননিকা নাম রাখিল কে ? কে রাখিল, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

অন্নপ্রাশনের পর যে দিন বালিকা শয়ন, পার্শ্ব- পরিবর্ত্তন ও ভুজঙ্গগমন ছাড়িয়া, প্রথম হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ করিল, যে দিন উঠিয়া পড়িয়া, টলিয়া টলিয়া আগু পাছু দুই এক পদ চলিতে শিখিল, সেইদিনেই কেমন করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে বালিকা

গৃহপ্রাঙ্গণস্থ ক্রোটনকুঞ্জে যাইয়া অঙ্গ ঢাকিয়াছিল। যে দিন হামাগুড়ি ছাড়িয়া দাঁড়াইতে শিখিল, সেই দিনেই শিশু সভয় পদে অভয় ভর দিয়া, চপলাচমকে লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া, আইভিলতার অন্তরালে দণ্ডেক সময় লুকাইয়াছিল।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, বালিকার এই অত্যাশ্চর্য্য কাননপ্রীতির মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, বালিকার সহিত কাননের প্রকৃতিগত কোন সম্বন্ধ আছে অনুমান করিয়া, কাননিকার জননীর ভগিনীর ননদিনীর প্রাণসজনী জেসিকা বালিকার নাম রাখিল কাননিকা।

অমনি কে যেন কোথা হইতে আসিয়া কেমন করিয়া গোলাপ মল্লিকাদি কুসুমরাশি সেনেদের অন্তঃপুরস্থ যোষিৎমণ্ডলীর পদপঙ্কজে ঢালিয়া দিল। সমীরণ স্বন্ স্বন্ বহিল, হুতাশন গন্ গন্ জ্বলিল, বৃন্তচ্যুত যূথিকা ঝর্ ঝর্ ঝরিল! আর সন্ধ্যাকালের অরুণিমগগনবিহারিণী হিরণ্ময়ী কাদম্বিনীকুল ধীর সমীরে অঙ্গ ভাসাইয়া, তরতর করিয়া চলিয়া গেল। তখন সকলে বুঝিল, নামকরণ এইবারে ঠিক হইয়াছে।

বাল্যলীলা

কাননিকার বাল্যলীলা লিখিব কি?—কিংবা তোমাকে একেবারে সেই প্রেমময়ীর যৌবন-তটিনীর তরলতরঙ্গে হাত-পা বাঁধিয়া ফেলিয়া দিব? সংসারের দুঃখভারাক্রান্ত তুমি পড়িতে পড়িতে ডুবিয়া যাও! যদি কখন বাঁধন খুলিয়া ভাসিতে পার, তরঙ্গপ্রহারের তাল সামলাইয়া উঠিতে পার ত বৃকোদরের বল পাও। না পার ত সংসারের সকল জ্বালা-যন্ত্রণা এড়াইলে! কিন্তু হায়! পোড়া রসাল যে গাছে ফলে! তুমি আমি তার তলে—সেই সিন্দুর-বাগরঞ্জিত—দেখিতে সুন্দর, কিন্তু ক্ষুরধার-দশন কাঠবিড়াল-খণ্ডিত পক্ক রসালটির প্রতি সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া থাকি। কখনও ভাবি হায় রে রসাল! তোরে বৃন্ত-বন্ধনে বাঁধিল কে? বাঁধিলই যদি, কেন তবে ভূমিকুষ্মাণ্ডের মত আমার গৃহপ্রাঙ্গণে, আমার অনুন্নত পর্ণকুটীরের শীতল ছায়ায় আনিয়া বাঁধিল না? আমি হস্তপ্রসারণের দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইতাম। কখনও ভাবি, এমন বিশ্রী, নীরস, দগ্ধসমাচ্ছন্ন সহকার-স্কন্ধে এমন দিগন্তপ্রসারী কঠিন শাখায় এমন সোনার ফলটি রাখিল কে? রাখিলই যদি, ফলটিকে মাকাল করিল না কেন? কাঠবিড়াল কাছে বসিয়া করলেহন করে; পাখী পাখা ঝাড়িয়া মাথা নাড়িয়া প্রলাপ বকে; তুমি নিম্নে দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া পাখী-বিড়ালের রঙ্গ দেখ, আমি কল্পনার আকর্ষী দিয়া ফলটিকে আমার কুঞ্জে আনিয়া তাহার হৃদয়ে একটু মধু ঢালিয়া দিই।

ভাই হে বিধিবিড়ম্বনা! এই সহকারেই সোহাগ ভরে, শাখায় শাখায়-পাতায়,পাতায় পাতায় জড়াইয়া, মাধবীলতা প্রাণ পায়। এই সহকারশিরেই প্রভাত-সমীরে তরঙ্গ তুলিয়া, বসন্তবিনোদী পিকবর ললিত পঞ্চমে গান গায়। ভাই হে!

বিধাতার নির্ব্বন্ধ যায় না হ'টে।
যেইখানে চন্দ্রকলা সেইখানে কটে॥

অনেক দুঃখে মানব কল্পনার আশ্রয় লয়। ছলনা বঞ্চনার লীলাস্থল সংসারক্ষেত্রে পা বাড়াইতে সাহস না করিয়া, কত অকেজো পাগল ঘরে বসিয়া আকাশকুসুম দেখিতে ভালবাসে। তাই ত, সহকার-তলে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে ঊর্দ্ধে চাহিয়া বলি, 'ভাই,অতি-সৌরভ! দুলিতে দুলিতে গলিয়া যাও। আর যেন তরু তোমায় বাঁধিয়া রাখিতে না পারে। সুধারূপিণী তুমি ঝরিয়া ঝরিয়া, এই হতভাগ্যের বদন-কাম্যকূপে ঝাঁপ খাইয়া ডুবিয়া মর। মরিয়া 'দিল্লীশ্বরো বা' হইয়া আমার হৃদয়-রাজ্যের দুর্বৃত্ত প্রজার দমন কর। তোমার আকস্মিক পতন-প্রহারে মরিয়া যাই, তাহাতে ক্ষতি নাই। আমি মরিতে মরিতে মরিব না। ইচ্ছামৃত্যু লইয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্মের মত শরশয্যায় শুইয়াও সহস্রবাণবিক্ষত কলেবরে আহা উহু মরি মরি করিতে করিতে যত দিন পারি, বাঁচিয়া রহিব'। তাই বলি, মধুভরা কাব্যরসের আকর, অন্তর্নিহিত কাব্যভ্রমর কাননিকার যৌবন-রসাল! কেন তুমি নীরস, অমঙ্গল বালা-তরুশিরে অবস্থিত হইয়া সমীরণ-সোহাগে দুলিতে দুলিতে তরু-মার্জ্জার আর পরভৃত পিকবরের লালসা বৃদ্ধি করিবে? তাহারা গাছ হইতে গাছে ফেরে, ফল হইতে ফলে যায়। আর আমরা কেবল তোমার পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছি। আমাদের কামনা কি পূর্ণ হইবে না? ভাই, উতলা হইও না।

একটা বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। সমালোচনার তীক্ষ্ণ-দর্শনে অবতারের বাল্যলীলা-বর্ণন-পথে অনেক আবর্জ্জনা-কণ্টক আবিষ্কৃত হইয়াছে! কাল প্রান্তরে

সীমান্তে অবস্থিত অমর মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এত দিন পরে স্বরচিত ব্যাসকাশীতে আসিয়া লীলা সংবরণ করিয়াছেন। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের সম্বল যমুনাশীকরসিক্ত ধোভাণ্ডটি সকলে মিলিয়া কাড়িয়া লইয়াছে। মহাভারত-রচয়িতা শ্রীমদ্ভাগবতের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদের তীব্র কটাক্ষে রাসেশ্বরীর কোমল প্রাণ বুঝি আর টিঁকে না। দুই দিন পরেই শ্যামের বাম খালি হইবে। আমি নরোত্তম শর্ম্মা এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বিশাল বঙ্গে যে কেহ কৃষ্ণকে অবতার বিশ্বাস করিয়া আরাধনা করিয়া থাক, সকলে এই বেলা মৎসমীপে আবেদন কর। বালক হও, অশীতিপর বৃদ্ধ হও, রসসাগর যুবক হও, কিংবা হাস্যময়ী লাস্যশালিনী রসতরঙ্গিণী যুবতী হও, অথবা রক্তদন্তা দীর্ঘকর্ণা শূর্পণখা বর্ষীয়সীই হও, তোমাদের মধ্যে আরাধনে যে শ্রেষ্ঠ হইবে, তাহাকেই শ্যাম-বিলাসিনী করিয়া দিব। আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর মত পেঁচি অহিফেনসেবী নহি। সে প্রসন্ন গোয়ালিনীর দুধ খাইয়া কেঁড়ের মাপ লইয়া গোল করিত, আমি দাম দিয়া দুধের প্রত্যাশায় হাঁ করিয়া বসিয়া থাকি। আমাকে অবিশ্বাস করিও না।

আর এক কথা। কোন্ অবতার বাল্যলীলা দেখাইয়াছেন? ভূবিজয়ী পরশুরামের দেবত্ব-বিকাশ ক্ষত্র-সংহারে, বামনের বলিছলনে, হরধনুর্ভঙ্গে ও ভার্গবের দর্প-চূর্ণনে আদর্শরাজ রঘুকুলেশ্বরের দেবাত্মার স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। গভীর রজনীতে পতি-পার্শ্বগতা স্বপ্নাঙ্ক-সুখশায়িনী গোপাকে পরিত্যাগ করিয়া গৌতম-কুলচন্দ্রমা সন্ন্যাসাবলম্বনে ন্যগ্রোধতলে যৌবন-স্ফুটিতা প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন! মেরীনন্দন ত্রিংশবর্ষ বয়ঃক্রমে, মহম্মদ চত্বারিংশতে প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইয়া নিজ নিজ দেবত্বের পরিচয় প্রদান করেন। তবে এই সকল মহাপ্রাণ আকাশকুসুমের মত মানব অগোচরে ফুটিয়া, স্বপ্নদৃষ্ট আকাঙ্ক্ষিতের মত ভূতলে অবতীর্ণ হয়েন নাই বলিয়া, সকলেরই জন্মকথা বর্ণিত হইয়াছে। তবে কাহারও বা সূতিকাগৃহে স্বর্গ হইতে পুষ্প বর্ষিত হইয়াছিল, কাহারও বা সূতিকাগৃহপার্শ্বে, সহসোদিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল চলতারকা-পরিচালিত মেজাইগণ (mgai) আগমন করিয়া, সমবেত স্বরে ভগবৎসন্তানের যশোগান করিয়াছিল। দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে জিহোদীয় দেবমন্দিরে একবার মাত্র আত্মপ্রকাশ করতঃ আবার আঠার বৎসর পরে গালিলীসাগর-বিধৌত শ্যামল প্রান্তরে দণ্ডায়মান ঈশ্বর-সন্তান আন্দ্রু প্রমুখ ভ্রাতৃবর্গকে জগতে প্রেম বিলাইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন! যিশুখ্রীষ্ট এই অষ্টাদশ বৎসরের দীর্ঘ জীবন কিরূপে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, কোন 'সুসমাচার' পড়িয়া কে কবে কি জানিতে পারিয়াছে?

তবেই হইল, অবতারের বাল্যলীলা নাই। কাজেই আমাদের কাননিকা জন্মমাত্রেই গিরিপ্রস্রবিণীর মত অন্তরে অন্তরে বহিয়া, অন্তঃসলিলা সরস্বতীর মত সৈকত-পুলিনে পশিয়া, ভাদ্রের গাঙের মত একেবারে ভরা যৌবনে, পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনরাশি মুক্তপাতের হাসি হাসিতে হাসিতে, 'ভাঙ কূল ভাঙ কূল' করিতে করিতে আসিয়া পড়েন, এইটিই না তোমার কামনা? কিন্তু তাহা আর হইল কই?

কাননিকার বাল্যলীলায় পূর্ব্বরাগ আছে; প্রেম-বৈচিত্র্য আছে; দিব্যোন্মাদ আছে। ইহা ভিন্ন ঊনবিংশ শতাব্দীর পেটেণ্ট প্রেমরঙ্গ হিষ্টিরিয়া আছে! তাহার উপরে আছে লোকসমক্ষে অশ্রুজল, আর অন্তরালে জীবননাশী, সখী-সখার করপীড়নে মুচকি হাসি। সবই যদি রহিল, তবে নাই কি? সেই গোচারণের মাঠ আছে, কিন্তু গোধন নাই। সেই গোবর্দ্ধন গিরি আছে, কিন্তু ধারণ নাই। নব নারীর বদলে নব নর আছে, কিন্তু বারণ নাই! সেই যমুনার জল আছে, কদম্বের তল আছে—সন্তরণ আছে, কিন্তু হায় আরোহণ নাই। আর সেই কুটিলার ভাই গর্দ্দভ-কুলের চাঁই আয়ান আছে, কিন্তু ত্রিজগতে তার স্থান নাই।

সকলেই স্থির করিল, বালিকা শশিকলার ন্যায় বাড়িবে; কিন্তু কাননিকা সকলকে লজ্জিত করিয়া কদলীবৃক্ষের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অর্থাৎ দুই বৎসরে তিন; তিনে পাঁচ; পাঁচে আট; আটে একাদশ বৎসরে উপনীত হইল। দ্বাদশে কাননিকা ষোড়শী। তিন বৎসরে বালিকার হাতে তুলি ও পেন্‌সিল হইল।

তিন বৎসরে বালিকা কত কি শিখিল। পঞ্চম বৎসরে বায়না ধরিল। সে বড় বিষম বায়না! এক দিন সন্ধ্যাকালে প্রাসাদ-ছাদোপরে মাতামহীর হাত ধরিয়া বালিকা পদচারণ করিতেছিল, এমন সময় পথপার্শ্বস্থ উদ্যান ভিতরে একটি বকুলবৃক্ষের অন্তরাল হইতে পূর্ণিমার চাঁদ বালিকার পদনখের প্রতিদ্বন্দ্বী চাঁদগুলাকে দেখিবার জন্য উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল।

কিন্তু হায়! হতভাগ্য শশী, মাতামহীর কাছে আত্মগোপন করিতে পারিল না! মাতামহী অঙ্গুলিনির্দ্দেশে দৌহিত্রীকে চাঁদ দেখাইল। বালিকার অমনি চাঁদ ধরিবার সাধ হইল। হাত ছিনাইয়া চাঁদকে ডাকিল। চরণে স্থান পায় নাই বলিয়া, দারুণ অভিমানে অভিমানী শশধর এক একবার মেঘের কোলে মুখ লুকাইতে লাগিল। আর তরতর করিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। শশী ধরা দিল না বলিয়া, কাননিকা মাতামহীকে চাঁদ ধরিয়া দিতে বলিল। 'চাঁদ কি রে ধরা যায়?' বালিকা কাঁদিয়া উঠিল। তখন মাতামহী ফুল দেখাইল, ফল দেখাইল, মুখ চুম্বিল, গা নাড়িল। কিছুতেই কিছু হইল না। বালিকার সুর, গ্রাম হইতে গ্রাম, শেষে নগর ছাপাইবার উপক্রম করিল। তখন "গিরিবর! আর আমি পারিনে হে প্রবোধ দিতে উমারে।" গিরিবর আসিলেন, উমাকে মুকুর দেখাইলেন। কিন্তু হায়! এ উমা ত নগেন্দ্রনন্দিনী নয় যে, "মুকুরে দেখিয়া মুখ, উপজিবে মহা সুখ, বিনিন্দিত কোটি শশধরে"। শেষে যে যেখানে ছিল, সব আসিল; কিন্তু কিছুতেই বালিকার বায়না থামিল না। ছাদ হইতেও নামিল না; চাঁদ চাহিতেও ছাড়িল না। সহসা কোথা হইতে নবদূর্ব্বাদলশ্যাম, নয়নাভিরাম, সুগোল, সুডোল, একটি বালক আসিয়া একবার সলিলাপ্লুত বালিকার মুখপানে চাহিল। তার পর চাঁদের পানে চাহিল। তার পর গাহিল, "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে!" অমনি আগুনে জল পড়িল। সকলে বিস্মিত হইয়া বালকের মুখপানে চাহিল। কিন্তু হায়! সকলের চক্ষে ধূলা দিয়া সে বালক দেখিতে দেখিতে কোথায় মিলাইয়া গেল। সবাই চক্ষু মুছিয়া ভাবিল, চোখের ভ্রম।

রাসকা

সুরুচি, বঙ্গভাষার অস্তিত্বলোপের বায়না করে; সে ভাষায় নিধু বাবুর টপ্পা আছে। মানিনী কবিকুলের মুণ্ডপাতের বায়না করে; কাব্যকাননে রাম বসুর বিরহ আজও পর্য্যন্ত মাথা তুলিয়া গগন স্পর্শ করিতেছে। ভ্রমর গোলাপকে পাহাড়ে পাঠাইতে বৌ বৌ করে; গোলাপ তাহার ভার সয় না। কমলিনী স্থলে উঠিতে লালায়িত, জলের হিল্লোলে তাহার প্রাণ বয় না! কবি রমণীমুখের ছাঁচ তুলিবার সাধ করেন:—

"কমলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে।
শশীকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে॥"

কাননিকার চাঁদ ধরিবার বায়না। বুঝি বালিকা বুঝিয়াছিল, শশি-করে কমল শুকায়, বিরহীর কলেবর দগ্ধ হয়। বায়না করে না কে? তোমার বায়না নাচো 'বলে', তোমার 'তিনি'র বায়না 'পোলো' খেলে। বায়না ছাড়া কে? সয়তান ঈশ্বরত্বে বায়না করিয়া স্বর্গচ্যুত হইয়াছিল। কংগ্রেস Simultaneous Examinationএর বায়না ধরিয়া কত গালই না খাইল! আয়রল্যাণ্ড হোমরুল লইয়া দেশ মাতাইল। সেই সঙ্গে রেডিকেল লর্ড হাউস্ উঠাইবার বায়না ধরিল; তাণ্ডব নাচে নাচিল। বায়না কোথায় নাই? কোমলার কোমল হৃদয়ে, প্রবলের বিশাল বক্ষে—তরুতলে, পর্ণকুটীরে, অট্টালিকায়, বেলভিডিয়ারে—বায়না কোথায় নাই? বড়লাটের বায়না শৈলাবাস, 'ছোট'র বায়না 'জুরী' নাশ!

তবে আমাদের কাননিকার বায়না থাকিবে না কেন? বয়সের সঙ্গে কাননিকার বায়নার পরিসর বাড়িতে লাগিল। ক্রমে এমন বেয়াড়া হইয়া উঠিল যে, সকলে ঐকমত্যে বালিকার বায়নাবিকারের প্রতিকার-নির্দ্ধারণে সচেষ্ট হইলেন। যে সকল চিকিৎসক বীজাণু সকল রোগের কারণ বলিয়া, মাথাধরা হইতে কলেরা পর্য্যন্ত টীকা দিয়া আরোগ্য করিতে চান, তাঁহারা কোন বায়নাবীরের দেহরক্তে বালিকার টীকা দিবার ব্যবস্থা করিলেন। কেহ বা চৌম্বকে, কেহ বা তাড়িতে বালিকার বায়নাকীট ধ্বংস করিতে চাহিলেন। এ সকল প্রতিকার পরীক্ষা করা হইয়াছিল কি না, ইতিহাস বলে না, তবে কবিতার যে জয় হইয়াছিল, তাহাই আমরা জানিতে পারিয়াছি।

এক দিন মাতামহের হাত ধরিয়া, গৃহসন্নিহিত প্রান্তরে পরিক্রমনিরতা কাননিকা একটি বল্গাযুক্ত, নৃত্যশীল, সুন্দর ঘোড়া দেখিয়া খোঁড়া হইল। বালিকাকে ভুলাইবার জন্য চারিদিক্ হইতে লোক জুটিল। বালিকা ভুলিল না। মাতামহ বড় ফাঁফরে পড়িলেন! কোলে করিয়া নাচাইলেন, অকৃত্রিম ক্রোধ করিলেন। আহা! আহা! বালিকার কোমল অঙ্গে কঠিন করের প্রহার করিলেন। বালিকা মাটীতে পড়িয়া গড়াগড়ি খাইল। ক্ষুদ্র তনুধনুখানিতে কথায় কথায় টঙ্কার দিল। তখন মাতামহ অপ্রস্তুত হইয়া, উপায়ান্তর না দেখিয়া, মুখে চাদর জড়াইয়া ঘোড়া

হইলেন। নাতিনীর হাতে চাদর দিলেন। নাতিনী চোখে ঠুলিদেওয়া বেটো ঘোড়ায় চড়িল না। উপায়? তবে কি বায়না-তরঙ্গিণী বাধাবিপত্তি না মানিয়া, সকলের আশা-ভরসা মাথায় লইয়া অকূলে যাইয়া মিশিবে? তাহা হইলে যে সৃষ্টি যায়।

ক্ষুদ্র জল-স্রোত জলে মিশায়। কূলনাশিনী কল্লোলিনীর মুখেই বদ্বীপ হইয়া থাকে। সেই বদ্বীপই আবার ফলে-ফুলে শোভা পায়। সেথায় কুলাঙ্গী প্রিয়ঙ্গুলতা অশোকবেষ্টনে আকাশে উঠে; প্রান্তরচারী সমীরণ-অঙ্গে বুক দিয়া লুব্ধ ভ্রমর ফলে-ফুলে মধু লুটে। সেথায় সকল ভাবের ব্যতিক্রম। গৃহে গৃহে, পথে পথে, কুঞ্জে কুঞ্জে মধুক্রম।

কাননিকার বায়না-স্রোতোমুখে বদ্বীপ হইল। তাহাতে কবিতা-কুসুম ফুটিল। দূরে প্রান্তরপারে আঁধারে অঙ্গ ঢাকিয়া কে যেন গাহিল—"দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও রে।' বালিকার ঘোড়া চড়িবার সাধ মিটিল। তখন সকলেই বুঝিল—কবিতা-রসই কাননিকার বায়না-ঝোঁকের মূল। সকলেই বুঝিল, বালিকা রসিকা হইতেছে!

উপক্রমণিকা

কাননিকার মাতামহ নিরঞ্জন সেন, শ্বশুর বিশ্বপাবন রায় কর্তৃক পদ্মানদীর তীর হইতে কলিকাতায় আনীত হইয়া, গৃহজামাতৃ-পদে বরিত হইয়াছিলেন। তিনিও শ্বশুরের দেখাদেখি, কিন্তু তাঁহাকে ডিঙাইয়া, বহুদিন পূর্ব্ব হইতে বায়না দিয়া তিনটি জামাতৃ-শার্দ্দূল ক্রয় করেন। তাহাদের মধ্যে একটি ছিল, ব্রহ্মপুত্রের তীরে, দ্বিতীয়টি মেঘনার ধারে, তৃতীয়টি ধলনার চরে। আমাদের কাননিকা, নিরঞ্জনের কনিষ্ঠা কন্যা ভামিনীমণির স্ত্রীধন—রমণীচরণ বাগজটের একমাত্র সম্বল। নিরঞ্জনের গৃহ রমণী-তন্ত্র সংসার-রাজত্ব। কন্যার কন্যা তস্যা কন্যা—এইরূপ কন্যালাভে তাঁহার গৃহ পরিপূর্ণ। জামাতা, প্রজামাতা, অতিবৃদ্ধ ততোঽধিক এইরূপ জামাতাবলী হইয়া তাঁহার সংসার। আগমে জামাতা নিগমে জামাতা। উছট খাইলে জামাতার ঘাড়ে পড়িতে হয়। পড়িয়া গেলে জামাতা যষ্টিতে ভর করিয়া উঠিতে হয়। এক কথায় জামাতায় জামাতায় ধুল-পরিমাণ।

কিন্তু নিরঞ্জনের গৃহ রমণীসঙ্কুল হইল কেন? কন্যার বিবাহ হইলেও ত সে শ্বশুরগৃহে যায়। নিরঞ্জনের গৃহের জলস্রোত পাহাড়ে উঠিল কেন? সে কথা বলিতে পুঁথি বাড়িয়া যায়। কিন্তু কাননিকা-কাব্য-পলান্নে, নিরঞ্জনের সংসার-কথা যে জাফরাণ! কাজেই অগ্রে পলান্নের প্রধান উপকরণ মশলা পিষিতে হইল।

কাব্যময়ী কাননিকার অনন্ত লীলা। দুই চারি স্তবকে লীলা সাঙ্গ হয় কি? পাঠক, বোধ হয়, ইহাতেই বিরক্ত। কাননিকার কাব্যকথা, কাননিকার বয়োবৃদ্ধির সহিত বায়না-বিবর্দ্ধনের কথা ঢলে ঢলে বর্ণে বর্ণে রসপ্রবাহে পরিপূর্ণ। সে রসতরঙ্গে তরঙ্গায়িত লীলা-ললিত কাননবালার কথা শ্রবণে ধৈর্য্য চাই। পাঠক, ধৈর্য্য ধরুন। সেলি কিটের আবেশময় কল্পনা কক্ষে যে তৃপ্তি না পাইয়াছেন, ব্রাউনিঙ্গের ভাব-সাগরে ডুব দিয়া যে রত্ন সংগ্রহ করিতে না পারিয়াছেন, পাঠক, কাননিকার কাব্যকথায় আপনার সে তৃপ্তির সাধ ঘুচিবে; ততোঽধিকতর মূল্যবান্ রত্নের সংগ্রহ করিতে পারিবেন। তাই বলি, পাঠক ধৈর্য্য ধরুন। আর ধৈর্য্য ধরিয়া শ্রবণ করুন, উনবিংশ শতাব্দীর এক বৎসরের এক দিবসের এক সময়, ভামিনীমণির সাত রাজার ধন রমণীচরণের শ্বশুর নয়নরঞ্জন নিরঞ্জন কলিকাতায় পদার্পণ করিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া, নাগরিক-মধুকরের রহস্য-দংশনভয়ে নিরঞ্জনের কথা কমলিনী দিবসে ফুটিতে ফুটিতে ফুটিত না। যখন ধরণী, কুমারীকুলের পাটরাণী 'ম্যাদেস' ঠাকুরাণীর মত কোমল বক্ষের রসতরঙ্গ গোপন করিবার জন্য, সর্ব্বাঙ্গে তিমিরবসনাঞ্চলে আবৃত করিত, যখন চটের কলের শ্রবণভেদী কোলাহল, গৃহ-প্রাচীরস্থ চটককুলের তদ্বৎমধুর কলকল, দিবালোকে আঁধারদর্শী ক্রিয়াহীন, অন্নহীন, লম্বশাটপটাবৃত নব্য-বঙ্গের হা হা, আর সমপ্রাণতায় দলে দলে সমাগত বায়সকুলের শ্রুতিমধুর খা খা—একত্র মিলিয়া, পেচকের কমকণ্ঠে আশ্রয় গ্রহণ করিত, সেই সময় সমীরণে সাঁতার দিতে দুই একটি কথা-কুসুম নিরঞ্জনের মুখ দিয়া বাতায়ন-ছিদ্রপথে বাহির হইয়া আসিত।

ক্রমে স্বভাবের অভাব হইল। নিরঞ্জনের কণ্ঠ-মৃণালে কমল না ফুটিয়া টগর হাসিল। বঙ্গাদপি বঙ্গ-সন্তানের মুখে বাঙ্গালা বাহির না হইয়া ইংরাজী ছুটিল; ত্রিভুবন চমকিত হইল। ডারউইনের প্রেতাত্মা এই আকস্মিক বিকাশের কারণ নির্দ্ধারণের জন্য তিন দিবস

তাঁহার গৃহের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ছিলেন, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, হতাশ হইয়া বৃন্দাবনের তমালতরুবাসী বানরানুচরগণের সহিত করমর্দ্দন করিয়া, আফ্রিকার গরিলাবাসে ফিরিয়া গেলেন। প্রতিবেশিগণ অবাক হইয়া রহিল।

কারণ নির্দ্ধারণ আমি করিয়াছি। নানা কারণে নিরঞ্জন বঙ্গভাষা ও বঙ্গনর-কুলের উপর বিরক্ত। তামারাক্ষসী নিরঞ্জনের মাথা খাইয়াছিল। বিশ্বাসঘাতিকা বঙ্গভাষা পদ্মার পারে বলে 'লবণ' কলিকাতায় বলে 'নুণ'। সেখানে বলে 'হৈত্যা', এখানে বলে 'খুন'। আর পাষণ্ড নর, ভাষার বিশ্বাসহননে দুঃখিত না হইয়া নিরঞ্জনের কথা শুনিয়া হাসিত। নিরঞ্জন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, বাঙ্গালা ভাষা আর মুখে আনিব না; বাঙ্গালীর মুখ আর চোখে দেখিব না; কিন্তু হায়! এ কি কৃষ্ণগতপ্রাণা রাধার প্রতিজ্ঞা,—"কাল মেঘ আর দেখব না, কাল চোখের তারা আর রাখব না সখি", যে কথার অর্থ উলটাইয়া রাগের কথা প্রেমের অর্থ প্রকাশ করিবে! 'আমার কানাই ভাল' দৃষ্টিহীনতার পরিবর্ত্তে বলাই-অগ্রজের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতির ভাব বুঝাইবে! এ যে উনবিংশতি শতাব্দীর বঙ্গ-যুবকের প্রতিজ্ঞা।

প্রতিজ্ঞা অটল। কলিকাতায় আসিয়া মাসেকমধ্যে নিরঞ্জন মূক হইলেন। বৎসরেক পরে চোখে চসমা দিয়া, বাটীর বাহিরে আসিয়া, ইংরেজীতে মুখ খুলিলেন। অল্পকালমধ্যেই নিরঞ্জনমুখে ইংরাজী-খই ফুটিতে লাগিল। কখন কখন বা ভৃত্যবর্গের মধ্যে কেহ কোনও অকর্ম্ম করিলে মুখ ছুটিতে আরম্ভ করিল!

আসল কথা, নিরঞ্জন বাঙ্গালা ভাষা ত্যাগ করিলেন। তবে এক দিন বিছার দংশনে 'বাবা গো' বলিয়াছিলেন, আর এক দিন সোপান হইতে পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া 'গেছি রে' বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন। আমরা বৈয়াকরণ ইহাকে আর্ষ প্রয়োগ বলিয়া থাকি।

নরের উপর দারুণ ঘৃণা রমণীপ্রিয়তায় পর্য্যবসিত হইল। প্রথমেই নিঃস্বার্থ প্রেমিক নিজের ঘর আদর্শ করিবার জন্য গৃহিণীর করে পাঁচনবাড়া দিয়া, আপনি ভেড়া হইতে চাহিলেন। বিশ্বপাবননন্দিনী সেকালের হিন্দুরমণী স্বামিদত্ত সেই মহামূল্য ধন গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু মুষল যখন জন্মিয়াছে, তখন কি অমনি অমনি মিলাইয়া যাইবে! যাদব পরিত্যক্ত মুষলকণায় শর গজাইয়াছিল। কালে মাতৃপরিত্যক্ত যষ্টি ভগ্নাংশ হইতে, নন্দিনীত্রয় হৃদয়নন্দনে স্বাধীনতার চারা জন্মিল। কালে সেই কল্পবৃক্ষের একটিতে কাননিকা ফল ফলিল। শররূপী মুষল যদুকুল ধ্বংস করিল, ফলরূপী মুষল কুলনাশন হইবে না কেন!

শ্বশুরের কল্যাণে নিরঞ্জন হাকিম হইয়াছিলেন। হাকিম হইয়া অলি-গলি, বন-বাদাড় মাঠ-পাহাড় ঘুরিয়া আইনবাণে বঙ্গীয় মাংসাশী মেষগুলাকে তাঁহার জর্জ্জরিত করিবার প্রয়োজন হইত। নিরঞ্জন সেই সুতীক্ষ্ণ শরনিকর ইংরাজী ভাষা শরাসনে জুড়িয়া ছুঁড়িতেন। বিচারাসনসন্নিবিষ্ট ভাষাকুসুমায়ুধের পঞ্চশরে এক সময় মৃত্যুঞ্জয়কে পর্য্যন্ত কাঁপিতে হইয়াছিল। হতভাগ্য বাঙ্গালী-নরকুল নাশ করিবার জন্য নিরঞ্জন সংহারমূর্ত্তি ধারণ করেন। কিন্তু কিছুতেই সে রক্তবীজ-বংশ ধ্বংস হইল না।

আমার দোহাই দিয়া অর্থলাভে ভায়া আমার দিন দিন কত অকার্য্য করিলেন। মানীর মান, বংশের সম্ভ্রম, দুর্ব্বলের প্রাণ, অনাথের আশ্রয়, কুলবতীর লজ্জা-ধর্ম্ম, অপরাধী হইতে যত আঘাত না পাইয়াছিল—তাহা হইতে গুরুতর আঘাত পাইয়াছিল, আমাদিগের ডেপুটীরূপী নিরঞ্জন হইতে। কিন্তু দুঃখিত হয় কে? তুমি না আমি? আমি ত চীন-জাপানের যুদ্ধ শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছি। আত্মাভিমানে অন্ধ রাজার আজ্ঞায় কত নারী স্বামিহারা, কত পুত্র পিতৃহারা হইতেছে। কত লোক অনাহারে মরিতেছে। তুমি আমার মাথায় হাত দেওয়ার কথা শুনিয়া চক্ষে বাসনাঞ্চল দিয়াছ। তাতে কার কি?

"তথা যাস্‌নে যাস্‌নে যাস্‌নে দূতী।
গেলে কথা কবে না সে নব-ভূপতি।
যাবি তোরা মানে মানে,
ফিরে আসবি অপমানে
আমরা শুনে মরব প্রাণে,
তাতে শ্যামের কি ক্ষতি?

কি ক্ষতি? তুমি আমি কাঁদিয়া মরিলে নিরঞ্জনের কি ক্ষতি? কিন্তু এখন? এখনকার অবস্থা আর কি বলিব? কেবল যাহার উপর আরোহণ করিয়া কৃষকপুত্রেরও মুখে তত্ত্বকথা বাহির হয়, সেই বিক্রমাদিত্যের বত্রিশসিংহাসন—মাটীর ধন মাটীতে মিশিয়াছে। শার্দ্দূলীকৃত মূষিক আবার মূষিক হইয়াছে। সেই দরিদ্রদলন প্রভুরঞ্জন নিরঞ্জন কর্ম্ম হইতে অবসর

গ্রহণ করিয়া গৃহে ফিরিয়াছেন। যৌবনসুখস্মৃতি আকাশে আঁকিয়া, গৃহপর্য্যঙ্কে গা ঢালিয়া, পুলিসপ্রহরণ নিরঞ্জন এখন ষষ্টিতে দণ্ডকল্পনা করিতেছেন। সকলই গিয়াছে। থাকিবার মধ্যে আছে পুনর্যৌবন-লোলুপা মালিনী মাসীর কাষ্ঠহাসির মত, সেই হাকিমী আড়ার বেশটি, আর ভ্রূর তলায় ঠোঁটের ডগায়, বিলাতী রঙ্গের রসটি।

সেই রসটি নিরঞ্জন গৃহে আসিয়া নাতিনীকুলের হৃদয়ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিলেন। সেই রসরবিতা কাননিকা বদনকমলে প্রখর রবির কর ধরিলেন। বৃদ্ধা মাতামহী কন্যা ও দৌহিত্রীগণের তেজে জর্জ্জরিত হইয়া কাশীতে বিশ্বনাথের শরণাপন্ন হইলেন। আর ফিরিলেন না।

যেই দিন "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদীতে বাণ আসিল", যেই দিন "রাই জাগো রাই জাগো" তারকামণ্ডলস্পর্শী মধুর শুকশারীর বোলে, ভারতের রাধিকাকুলে কল কল কোলাহল উঠিল, যেই দিন বোম্বাই রাই 'পতিত স্বামী' পরিত্যাগ করিয়া, রমণীর কুল ফকলে বাঁধিয়া, বদরিকাশ্রম খুলিল, সেই শুভ দিনে সেনগৃহ হইতে জামাতৃকুল অকূলে যাইয়া ঝাঁপ খাইল; আর কবিতারসে আর্দ্র কাননিকা চতুর্দ্দশে পা দিল।

কারিকা

কাননিকা চতুর্দ্দশে পা দিল; কিন্তু তাহার দশম একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এই কয় বৎসর কোথায় গেল? সকলেই বলিবে, প্রতিজীবনে যেমন বৎসরের পর বৎসর উড়িয়া যায়, ষোড়শের মোহিনী অশীতির প্রেতিনী হয়, বিলাসিনী সন্ন্যাসিনী হয়, কাননিকারও তাহাই হইল। সূতিকা গৃহ হইতে একটি ক'রয়া জীবনের গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া, কাননিকা, রৌদ্র, শীত, হিম, বর্ষা, রোগ, শোক, পরিতাপ, বন্ধন, বাদনাদি—নানা বাধা-বিপত্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া, চতুর্দ্দশ বৎসরে উপনীত হইল—সূতিকাসরসী পঙ্ককলিকা কাননিকা ধীরে ধীরে পত্রপ্রসারে বিদ্যালয়গামিনী ফুল্ল কমলিনী বিদুষী রমণী হইল। সকলেই মনে করিয়াছ, কাননিকার মাতামহকে একটি একটি করিয়া বৎসর গণনা করিতে হইয়াছে। ভাবুক পাঠক, তাহা হয় নাই। পাঠকের আজ্ঞানুবর্ত্তী বয়োবর্দ্ধন হইলে, নায়ক-নায়িকা লইয়া আর আদর-আবদার চলে না, কাব্য মহাকাব্য লেখা হয় না। দশম বর্ষে পা দিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতে হইতে সহসা কাননিকা একদিন থামিয়া গেল। তাহার পর তিন তিন খানা বড় বড় নূতন পঞ্জিকার সৃষ্টি হইল, পাঁচটা সূর্য্যগ্রহণ ঘটিল, দশটা অকলঙ্ক শশী রাহুগ্রাসে পড়িল, তবু কাননিকার বয়োবৃদ্ধি হইল না। ভাবিতে ভাবিতে কত ভাবুকের চুল পাকিয়া গেল, তবু কাননিকার বয়সের এক চুলও তফাৎ হইল না। লোবোর ব্যাগু কত পথ, কত গলি, কত ঘুঁজি ঘুরিল, তবু কাননিকার কন্যা-কাল এক ইঞ্চিও সরিল না। কি হইল,—এমন অদ্ভুত ব্যাপার কেন হইল? সরিল না, কালের গর্ব্ব খর্ব্ব হইল? যে—

"কালের কঠোর হিয়া রূপে মুগ্ধ নয়,
শোভাধার পূর্ণশশী রাহুগ্রস্ত হয়,—

সেই কাল 'আজ'ই রহিয়া গেল! ভূত না হয় ছাড়িয়াই গিয়াছে, ভবিষ্যৎ গেল কোথায়?—কাজেই আমাদিগকে কারিকা করিতে হইল।

কাননিকা যে দিন দশের মধ্যে পড়িলেন, সেই দিন জামাতা রমণীচরণ ও শ্বশুর নিরঞ্জনে বিবাদ বাঁধিয়া গেল। জামাতা বলিলেন, "কাননিকার কন্যা-কাল উপস্থিত হইয়াছে, বিবাহ দিব।"

শ্বশুর বলিলেন, "বালিকা বিদ্যাভ্যাস করিতেছে, সুতরাং কন্যাকাল উত্তীর্ণ হইতে পারে না, বিবাহ দিব না।"

জামাতা। আমার দেশে মান-সম্ভ্রম আছে, পিতা আছে, সমাজ আছে,—নিন্দা হবে। কন্যার বিবাহ না দিলে মুখ দেখাইতে পারিব না। কাজেই ইচ্ছা করিতেছি, কন্যার বিবাহ দিব।

শ্বশুর। তোমার মুখ দেখাইবার প্রয়োজন নাই। তোমাকে মুখ দেখাইতে হইবে বলিয়া ধলনার তীর হইতে আনি নাই। অসূর্য্যম্পশ্য করিব বলিয়া ঘরে পুরিয়াছি। কাজেই ইচ্ছা করিয়াছি, বিবাহ দিব না।

জামাতা। আমার পিতা বড় দুঃখ করিবেন। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান। বহুদিন পিতার মর্য্যাদা রাখি নাই, আজ রাখিব। শাস্ত্রমতে কন্যাকালে কন্যাকে সৎপাত্রে ন্যস্ত করিব, অরক্ষণীয়া করিব না।

শ্বশুর। যে ব্যক্তি দশমবর্ষীয়া শিশুকে বিবাহ

করিতে পারে, সে কখনই সৎ হইতে পারে না, সে পামর, নরাধম, পশু। আমি সেই পশুর হস্তে কাননিকাকে সমর্পণ করিব?—কখনই করিব না। মূর্খ! আমার আদরের নাতিনী অরক্ষণীয়া রহিবে? আমি নিজে রক্ষা করিব,—যাবজ্জীবন বাঁচিয়া থাকিব, আমি নিজে তাহাকে রক্ষা করিব।

কথা কহিতে কহিতে দুই পাঁচ কথার সহায়তায় বিবাদ-সমীরণ প্রভঞ্জনমূর্ত্তি ধারণ করিল। চারি দিক হইতে নিরঞ্জনের কন্যা, নাতিনী প্রনাতিনীগণ ব্যাপার কি দেখিতে ঝড়ে পড়িয়া যেন উড়িয়া আসিল। নরোত্তম দূর হইতে দেখিলেন, যেন বিরাটের গোগৃহ অধিকার কালে গোধনপরিবেষ্টিত ভীষ্ম-বৃহন্নলার লড়াই বাঁধিয়াছে। কিন্তু মৎস্যদেশের বৃহন্নলা গঙ্গানন্দনকে পরাভূত করিয়াছিল, বাঙ্গালা দেশের বৃহন্নলা শ্বশ্রূ-মোহনের তীব্র বচনে গায়ের জ্বালায় মৎস্য-দেশে ঝাঁপ দিল। নরোত্তম জলে হাবুডুবু খাইয়া ভাবিলেন, প্রাণান্তেও আর কাহাকে উপমায় ফেলিব না।

জামাতা ভূমে করাঘাত করিয়া বলিল, "আমার কন্যা, আমি তাহার যথাসময়ে বিবাহ দিবই দিব।"

শ্বশুর জামাতৃকরাহত ভূমে পদাঘাত করিয়া বলিল, 'আমার কন্যার কন্যা। আজীবন তোমার সহিত আমার ক্রোধতরঙ্গিণীর প্রবাহ চলিবে, তথাপি কাননিকার বিবাহ চলিবে না।'

"আমার জন্মদাতা পিতা, যাহার তুল্য বড় আর পৃথিবীতে নাই, তাঁহার কথা না রাখিয়া আপনার কথা রাখিতে হইবে? জামাতা এই কথা বলিয়া একবার নবাগতা ভামিনীমণির মুখপানে চাহিলেন। দেখিলেন, প্রাণাধিকা ভামিনীর মুখখানা যেন হাঁড়ির মতন হইয়াছে, পদ্মপলাশলোচনস্থ ভ্রমর দুটা সেই হাঁড়িতে বন্‌বন্ করিয়া ঘুরিতেছে। রমণীচরণ হতভম্ব হইয়া ফেলফেল করিয়া সেই 'কি জানি কেমন কেমন' মুখখানির পানে চাহিয়া রহিল। যখন চমক ভাঙ্গিল, তখন দেখিল, পূজ্যপাদ শ্বশুরমহাশয় তাহার কেশাকর্ষণ করিতেছেন, আর বলিতেছেন, "কি বলিলি রে পাষণ্ড, অকৃতজ্ঞ, নরাধম! উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া, এই বিশ্বজনীন প্রেম-কাটগড়ায় তোরে আসামী করিয়াছিলাম। বিনা জামীনে তোরে ছাড়িয়া দিয়া আমাকে শেষে এই শুনিতে হইল? তোর বাবা আমা হইতে বড় হইল? তুই কোথাকার কে! ধলনাতীরের বানর! তোরে আমি কলিকাতায় আনিয়া আমার নয়নমণি ভামিনীকে সমর্পণ করিলাম, একবার তোর পাত্রত্বের কথা ভাবিলাম না। সেই আমা হইতে তোর বাপ বড় হইল। ক্ষুদ্র আমি, হীন আমি, কীটানুকীট আমি তোরে কন্যা সমর্পণ করিলাম। কই, তোর বরর বর বাপ তোরে কন্যা সমর্পণ করিতে পারিল না? তবে ধলনা পারাইয়া, ত্রিস্রোতা ছাড়াইয়া, পদ্মা ডিঙ্গাইয়া এত দূরে আসিলি কেন?"

জামাতা অপমানিত বোধ করিয়া, রোষকষায়িত লোচনে একবার শ্বশুরের মুখপানে চাহিল। শ্বশুরও চসমাবিদ্রাবী প্রখর দৃষ্টিতে জামাতার মুখপানে চাহিল। কন্যাকুলরাগণ মদস্রাবী বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে একবার রমণীচরণের শ্বশুরের মুখে চাহিল, আর বার নিরঞ্জনের জামাতার মুখে চাহিল। তার পর চারি দিকে কন্যাকুলের মধ্যে গভীর দীর্ঘশ্বাস ও ঘন ঘন হাতপাখা চলিতে লাগিল। বইএর তাড়া হাতে করিয়া স্কুল হইতে কাননিকা আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্বশুর-জামাইকে তদবস্থ দেখিয়া তাহার দিব্য চক্ষু খুলিয়া গেল। কাননিকা দেখিল, যেন অসিতোৎপলে এবং শ্বেত শতদলে সংক্রমণ হয় হয় হইয়াছে। শ্বশুরের ধূসর কেশরাশি, জামাতার নিবিড় কৃষ্ণ কেশদামে জড়াইবার উপক্রম করিয়াছে। কাননিকা দেখিয়া থাকিতে পারিল না। কিন্তু কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল—

কামের পিরীতি, জলে দিবারাতি—

অমনই সম্মুখস্থ বাতায়ন-সমীরণ ভেদ করিয়া কোন দূরস্থ প্রাচীর হইতে কে যেন গাহিল—

—ক্ষণে ক্ষণে দেয় ভঙ্গ।

ক্ষণে কিলোকিলি ক্ষণে চুলোচুলি,

এই ত পিরীতের রঙ্গ।

চমকিত নিরঞ্জন জামাতার চুল ছাড়িয়া দিল, পরাভূত রমণীচরণ ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বিস্ময়-চকিতা ভামিনী কড়িকাঠের পানে চাহিয়া রহিল, ভীতা ভগিনীকুল কাঁপিয়া কাঁপিয়া ঠক্‌ঠক্ জুতা ঠুকিল। বিমোহিতা কাননিকা কুরঙ্গিণীর মত চারি ধারে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিল। সকলে আবার শুনিল,

এ কি গো এ কি গো এ কি কি দেখি গো

এ চায় উহার পানে।

পিরীতি কাহিনী বাতাসে ছুটিল,

বধির করিল কানে।

সকলে লজ্জায় বসিয়া পড়িল।

তারপর কি হইল, কেহই বড় ভাল বুঝিতে পারিল না। শ্রোতা কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, দর্শক হাঁ করিয়া চাহিল, লেখক কলম কানে গুঁজিল, পাঠক বালিশে ঠেশ দিল, নরোত্তম খানিকটা আফিম গালে দিয়া ঝুম হইয়া বসিয়া রহিল।

পরদিন প্রতিবেশিগণ শয্যা ত্যাগ করিয়া শুনিল, কাননিকা মাতামহের অপর আদেশ (until further orders) ব্যতীত, আর দশ বৎসরের বেশী হইবে না। প্রতিবেশিগণ এ কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। অরুণ দেব তাহাদের বেয়াদবী দেখিয়া চোখ রাঙাইয়া উদয়াচলের উপর উঠিয়া বসিল। ভয়ে আর কেহ কিছু বলিতে পারিল না।

পাঠিকা

অবতারে কি কখনও লেখাপড়া শিখিয়া থাকে! ভগবানের ভক্তগুলাকেই ত লেখাপড়া শিখাতে কত মারামারি কাটাকাটি করিতে হইয়াছিল। ভক্তকুল-চূড়ামণি দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ 'ক' নাম শ্রবণ-মাত্রেই কাঁদিয়া ভুবন ভাসাইয়াছিল। সুনীতি-নন্দন আজীবন বনে বনে ঘুরিল, তাহাকে 'ক' শিখাইল কে? জড়ভরত 'ক' কহিবার ভয়ে কথা কহিত না। অবতার কি মানুষের কাছে শিখিতে চায়? মীন বরাহ কূর্ম্মকে দশ বৎসর ধরিয়া অঙ্কুশ-প্রহার করিলেও কি 'ক' বলিত? নৃসিংহ স্তম্ভের ভিতর হইতে বাহির হইয়াই হিরণ্যকশিপুর সঙ্গে লড়াই লাগাইয়া দিল, কথা কহিবারও অবকাশ পাইল না। বামন বলিকে ছলিবার জন্য সকাল সকাল উপনয়ন-সংস্কার সারিয়া লইল, বাড়িতেই পাইল না। ভৃগুনন্দন গোঁয়ার-গোবিন্দ, পরশু-প্রহারে গর্ভ-ধারিণীকেই শমন-সদনবাসিনী করিল, বাগ্বাদিনী এমন কি সাহসিনী ভৃগু মুনির পাড়ায় আসিয়া পা বাড়ায়? শিশুবোধ হইতে প্রমাণ, কৃষ্ণচন্দ্র একবার পাঠশালে গিয়াছিলেন। ননী-চুরীর নজীর হইতেও আমরা এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি। কিন্তু সেখানে তাহার বিদ্যাশিক্ষা হইয়াছিল, প্রমাণ কই। 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।' নন্দ-নন্দন পাঁচনবাড়ী ছাড়িয়া কলম ধরিলে দেশ হইতে ছানা-মাখমের পাট উঠিয়া যাইত। আর বলদেব যদি লেখাপড়া শিখিত, তাহা হইলে বলদেও হাম্বারব ছাড়িয়া পাঁচখানা গ্রন্থ লিখিতে পারিত। বাকী রহিল রাম আর বুদ্ধ। কল্কির কথা ছাড়িয়া দাও, মাতৃভাষার যেরূপ দুরবস্থা, যখন কল্কি অবতার হইবে, তখন কি আর দেশে ভাষা থাকিবে! রাম, বুদ্ধ রাজার সন্তান,তাহাদের বিদ্যার্জ্জন বড় একটা অসম্ভব নয়। কিন্তু লেখাপড়া শিখিলে কি রাম স্ত্রৈণ পিতার এক কথায় রাজ্য ছাড়িয়া বনে যায়? লেখা-পড়া শিখিলে, অন্ততঃ তাহার মনে এ তর্কও ত উঠিতে পারিত, এ সংসারে কে কার? কে কার পিতা, কে কার পুত্র, কে কার গুরু কে কার শিষ্য? অনিত্য অনিত্য অনিত্য। এই দেহ অনিত্য, এই দেহ যার দেহাংশসম্ভূত, সেও অনিত্য, সুতরাং তাহার আদেশ অনিত্যের অনিত্য।

পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ
সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ।

তবে আমি সেই অকর্ম্মণ্য কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, বিনাপ-রাধে পুত্রকে বন্দী করিতে কৃতসঙ্কল্প পিতাকে অপদস্থ না করিয়া, কারাগারে নিক্ষেপ না করিয়া, কিংবা অন্য কোন শাস্তি না দিয়া, বাঘ-ভালুকের সঙ্গী হইব কেন? তবে যাও রামচন্দ্র, তোমারও বিদ্যা বুঝা গিয়াছে। মূর্খ! কার কথায় তুমি কোথায় গেলে? পিতা তাহার প্রিয়তমার মন যোগাইতে তোমাকে বনে দিল, তুমি কেন তোমাব প্রিয়তমার মন রাখিতে ঘরে রহিলে না? তোমারই মূর্খতার ফলে তুমি সীতাহারা, বানরের দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছ। এই সভাজগতের পণ্ডিতমণ্ডলী তোমাকে পাইলে তুড়ুঙ্গে ঠুকিয়া দিত। তুমি মহিলার মর্য্যাদা রাখিতে জান না। নরোত্তম শর্ম্মা গৃহিণীর জন্য কত পাঠকের গাল খাইল, মানসম্ভ্রম সব খোয়াইল। সে পত্নীর জন্য পৃথিবী পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারে, আর তুমি প্রজারঞ্জনের জন্য পত্নী ত্যাগ করিলে? তুমি অজের পৌত্র অজমূর্খ। তোমার বংশে কখনও সরস্বতীর চাষ হয় নাই। আর সেই কপিলাবস্তুর অকাল-কুষ্মাণ্ড, স পাপিষ্ঠস্ততোঽধিকঃ? সেটা ছাগাদি হীন জন্তুর দুঃখ দূর করিবার জন্য স্বামিগতপ্রাণা সদ্য-প্রসূতা স্ত্রীকে দুঃখসাগরে ভাসাইল। নিরামিষ খাওয়া-ইয়া নরোত্তমের চেলাগণের উদরদেশ জঙ্গলে পরিণত করিতে উদ্যত হইল। বুঝা গেল, অবতার মাত্রেই মূর্খ।

বহু দিনের কথা, কাননিকার হাতে তুমিও

পেন্সিল হইয়াছিল। তাহার সাহায্যে ও শিক্ষকের উপদেশে কাননিকা কত বন উপবন, লতা পাতা, দিঘী সরোবর, এমন কি, চতুর্দ্দশ ভুবনই আঁকিয়াছিল! কাগজে কত লোকের মুণ্ডপাত করিয়াছিল, কিন্তু এ যাবৎ 'ক' লিখে নাই, তবে কি কাননিকা অন্যান্য অবতারের ন্যায় মূর্খ হইবে?

আমরা ল্মায়ুক মানব, আমরা অবতারের লীলার মর্ম্ম কি বুঝিব? বহু দিন ধরিয়া কাননিকার 'ক'য়ের সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু কালে সেই কাননিকাই পণ্ডিতাগ্রগণ্যা হইল। 'ক'য়ের সহিত যুদ্ধ হইবার কারণ নির্দ্ধারণ করিতে নরোত্তমের সাত দিন নেশা ছুটিয়া গেল। অষ্টম দিনের নিশীথে শর্ম্মা দেখিলেন, দাদা মহাশয়ই বালিকাকে বাঙ্গালা পড়াইবার অন্তরায়।

একদিন ভামিনী টক টক করিয়া চলিয়া, চুরুট-বদন বহির্গমনোন্মুখ নিরঞ্জনের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

নিরঞ্জন বলিলেন,—"কোথায় ভামিনী?"

ভামিনী। আপনারই কাছে। আপনি কি কাননিকাকে পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন। কাননিকা 'ক' বলিতে চায় না, উপায় কি?

নিরঞ্জন। 'ক' বলিতে চায় না বলিস্ কি ভামু! কাননি সেই অসভ্যের ভাষায় আত্মক্ষর মুখে তুলিতে চায় না! ভামিনী, কাননি আমাদের ছলিতে আসিয়াছে। হে মহান্ প্রথম কারণ! যাহাকে অসভ্য পৌত্তলিকে পঞ্চানন্দ বলে, সভ্য মূর্খে ঈশ্বর বলে, সেই তুমি বিজ্ঞানবিনোদন, বৈজ্ঞানিকেরা আনন্দবর্দ্ধন, বস্তু ও গতির আদি কারণ হে মাধ্যাকর্ষণ! তুমি কেমিক্যাল কোহিসনে কাননির জীবন দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ রাখ। নহিলে আত্মারাম খাঁচা ছাড়িয়া হাউই হইয়া উড়িয়া যাইবে। কাননি বাঁচিতে আইসে নাই। হে আমার প্রিয় ভামু! কাননি অন্তর্যামিনী। যত্নপূর্ব্বক কাননিকাকে রক্ষা কর। বাধা দিও না, তিরস্কার করিও না, পড়ার জন্য তাড়া করিও না!

নিরঞ্জনের বাক্‌শক্তিতে ভামিনীমণির তাক্ লাগিয়া গেল। বলিল, "হে বাবা! তবে কি কাননি পড়িবে না?"

"না, পড়িবে না—যে ভাষার আত্মক্ষর 'ক', যাহা কালিন্দীকূলের কদাকার কৃষ্ণের গোড়ায় আছে, যাহা অশ্লীলতাময়ী কালীর আবর্জ্জনাময় ঘাটের গোড়ায় আছে, কাঙ্গালী-বাঙ্গালীপূর্ণ কলিকাতার ঘাড়েগর্দ্দানে আছে, এমন কি, কপালকুণ্ডলার কাপালিকের আগা-পাশতলায় আছে, সেই পাপীয়সী বঙ্গভাষা আমার প্রেয়সী নাতিনী পড়িবে?"

"Stars hide your fires;
Let not night see my black and
deep desires."

নিরঞ্জনের ভাবাবেশ হইল। পূর্ব্বকালের সেই প্রতিবেশিগণের তীব্র রহস্য একটি একটি করিয়া মনে পড়িল, মন তাহা সহ্য করিতে পারিল না। বঙ্গভাষার অস্তিত্ব লোপ, অথবা তাহার জোলাপ। নিরঞ্জন যেন দেখিতে পাইলেন, তাঁহার প্রাণপ্রতিমা তনয়ানন্দিনী বঙ্গভাষার অঙ্গ হইতে একটি একটি করিয়া প্রত্যঙ্গ ছিঁড়িয়া লইতেছে। বঙ্গভাষা মরণোন্মুখী, চেঁচাইয়া দুর্ব্বল হইয়া এক্ষণে গোঙাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সেবকগণ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তখন মুক্তকণ্ঠে নন্দিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কাননিকে যত্ন করিয়া কেবল বাঁচাইয়া রাখ। আদরে আদরে ফুলাইয়া তুল, রাগাইও না। কাননি কবেলী হইবে, ক্লিওপেট্রা হইবে, তবু 'ক' বলিবে না।"

তনয়ার সুখ্যাতি শুনিয়া ভামিনী আত্মহারা হইয়া পড়িল। কি করিতে কি বলিতে আসিয়াছিল, সব ভুলিয়া গেল। কেবল একটি মাত্র দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমার অদৃষ্টে কাননি বাঁচিবে কি?"

ঘরের বাহিরে ফোঁস ফোঁস শব্দ শ্রুত হইল। ভামিনী ছুটিয়া গেল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে ফোঁফুপামানা কাননিকাকে কোলে করিয়া ফিরিয়া আসিল। "এই দেখ, কাননি আবার কিসের বায়না ধরিয়াছে।"

"কি হইয়াছে দিদিমণি?" বলিয়া দাদা মহাশয় ছুটিয়া গিয়া নাতিনীকে ভামিনীর কোল হইতে কাড়িয়া লইল, বালিকা দাদার কোলে ভেউড়িয়া উঠিল। দাদা মহাশয় নাতিনীকে আদর করিতে করিতে কোলে করিয়া নিজে নাচিয়া কত নাচাইলেন, বালিকা প্রবোধ মানিল না।

তখন আবার ভামিনীর কোলে দিয়া নিরঞ্জন ডাকিলেন—"মাষ্টার!"

পককুশ্মশ্রু মাষ্টার উঠিপড়ি করিয়া ছুটিয়া আসিল!

নিরঞ্জন। তুমি কি বালিকাকে মারিয়াছ?

মাষ্টার। আজ্ঞে আমার এমন কি সাহস, আমি বালিকাকে প্রহার করি ?

নিরঞ্জন। তবে কাঁদিতেছে কেন ?

নিরঞ্জনের মুখের ভাব দেখিয়া মাষ্টার কাঁপিয়া উঠিল। সে নিরঞ্জনের মুখে শুধু বিভীষিকা দেখিল না। দেখিল, বিভীষিকার সঙ্গে সেই মুখে একটি পল্লীচিত্র ভাসিয়া উঠিয়াছে। সেই পল্লীতে এক সময় নিরঞ্জন হাকিমি করিয়াছিলেন। হাকিমি করিয়া বাঘে-গরুতে জল খাওয়াইয়াছিলেন। বৃদ্ধ যখন তখন শুনিত, হাকিমের কাঠগড়ায় যে এক বার পা দিতেছে, সে আর ঘরে ফিরিতেছে না। কৌতূহলপরবশ হইয়া সে একবার বহু দূরের গাছের আড়াল হইতে তাহাকে দেখিতে গিয়াছিল। দেখিয়া ঘরে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় একটি বজ্র-হস্ত কোথা হইতে আসিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিল। ধরিয়া কাটগড়ায় লইয়া তুলিল। চোরের মতন লুকাইয়া চারি ধারে চাহিবার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিল না বলিয়া, কাঠগড়া হইতে বৃদ্ধ কিছু দিনের জন্য কোথায় গিয়াছিল, অদ্যাবধি বৃদ্ধ ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না। আজ বহুকাল পরে বৃদ্ধ দেখিল, সেই ভীম ভৈরব মূর্ত্তি। বৃদ্ধ চক্ষু মুদিয়া একবার ভগবানকে ডাকিল, "দয়াময়! আবার কি এক সপ্তাহের জন্য সেই অনিশ্চিত দেশে যাইতে হইবে ?"

নিরঞ্জন তার ভগবদ্ভক্তিস্রোতে বাধা দিয়া, মাটীতে পা ঠুকিয়া হাকিমি রবে আবার বলিলেন,—"তবে কাঁদিল কেন ?"

সে স্বরতরঙ্গে পৃথিবীর কাক ছাতারগুলা পর্য্যন্ত নীরব হইয়া গেল !

নিরঞ্জন। শীঘ্র বল।

মাষ্টার। আজ্ঞে হুজুর খাইবার জন্য।

নিরঞ্জন। খাইবার জন্য!—আমার নাতিনী কাঁদিতেছে খাইবার জন্য !

ভামিনী মাঝখান হইতে একটা কথা কহিল। —আমার মেয়ে সোনার সামগ্রীও দিলে ফেলিয়া দেয়!—এ কি কথা মাষ্টার মহাশয় ?

নিরঞ্জন বলিলেন, "কি খাইবার জন্য ?"

মাষ্টার দেখিল, সন্দেশ রসগোল্লাদি খাদ্যদ্রব্যের নাম করিলে ইহারা বিশ্বাস করিবে না। আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া বলিল, "রিপুকর্ম্ম খাইবার জন্য।"

যেমন এই কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, অমনই তাহা শুনিয়া কাননিকা বলিয়া উঠিল, "মা, আমি রিপুকর্ম্ম খাব।"

তখন মাষ্টার দেখিল, ভগবান্ সকল বিপদের মূল এই সর্ব্বনেশে মেয়েটার মুখ দিয়াই অভয়-বাণী পাঠাইয়াছেন। তার সাহস ফিরিল। সেই সাহসে ভর করিয়া আবার বলিল, "আমি পড়াইতেছিলাম, আর ঘরের পাশ দিয়া এক রিপুকর্ম্ম যাইতেছিল। সেই রিপুকর্ম্ম কাননিকা খাইতে চাহিল।"

নিরঞ্জন। তুমি বলিলে না কেন, রিপুকর্ম্ম খাইতে নাই ?

মাষ্টার। হুজুর, আমি এক বার কেন, দুই বার, তিন বার, বার বার বলিয়াছি, রিপুকর্ম্ম খাইতে নাই, খাইলেই পেটের অসুখ হইবে।

ভামিনী। তুমি কেন বলিলে না রিপুকর্ম্ম পদার্থ নয় ?

মাষ্টার। সে কথাও কি বলিতে ছাড়িয়াছি ! আমি বলিয়াছি, রিপুকর্ম্ম চেতনও নয়, অচেতনও নয়, উদ্ভিদও নয়,—অপদার্থ। আমি বোধোদয়ের সমস্ত সূত্র একটি একটি করিয়া বুঝাইয়াছি।

নিরঞ্জন। তোমার মুণ্ড করিয়াছ। ফের যদি তুমি বালিকাকে পড়াইবার বেয়াদবী করিবে, তোমাকে পুলিসে দিব।

মাষ্টার। আজ্ঞে আমার—

নিরঞ্জন। (মাষ্টারের দিকে ঝুঁকিয়া) চোপ্।

মাষ্টার। আজ্ঞে আমার—

নিরঞ্জন। (লাঠি তুলিয়া) আবার—

মাষ্টার। আমার মাহিনা ?

নিরঞ্জন। কৈ হ্যায়—

ভামিনী নিরঞ্জনের হাত ধরিয়া ফেলিল, আর মাষ্টারকে বলিল, "পালাও, মাহিনার কথা আর মুখে আনিও না।" মাষ্টার ভামিনীর আদেশ সর্ব্বতোভাবে পালন করিল, এক দৌড়ে ঘর হইতে পলাইল। আর পাছু ফিরিয়া চাহিল না।

এ সংবাদ ঝড়ের আগে পাড়ায় আসিল। সকলেই শুনিল, নিরঞ্জনের বাড়ীর মাষ্টার পুলিসে যাইতে যাইতে এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে। মাষ্টারের দল ভয়ে আর নিরঞ্জনের বাড়ীর কাছ দিয়া যাইত না। কাজেই নিরঞ্জনের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল, কাননিকার পাঠের কাল বায়নায় কাটিয়া গেল। কাননিকা বায়না

ধরিলেই, সেই কোথাকার দূর হইতে সঙ্গীত উঠিত। যথা রিপুকর্ম্মের বায়নার—

হায় রে রিপুকর্ম্ম
তোর এ কেমন ধর্ম্ম ?
নিত্য নিত্য ছেঁড়া দিস জোড়া,
তবে কেন এ সংসারে
মানুষের ঘরে ঘরে
শুকায়ে যায় রে ফুলের তোড়া ?
দেহ কাটে ষড়রিপু
তাতে ত চালাও রিপু
তবে কেন শিশু হয় বুড়া ?
হাসি কেন কান্না হয়
জয় কেন পরাজয়
আগা কেন হ'য়ে যায় গোড়া ?

সুরের সঙ্গীতের জ্বালায় অস্থির হইয়া নরোত্তম দিন কতক আফিম ছাড়িয়া দিল। কন্যার পীড়াপীড়িতে অস্থির হইয়া নিরঞ্জন কাননিকাকে শেষে বিদ্যালয়ে পাঠাইল।

লোকশিক্ষার জন্য অবতারের জন্ম। অবতারের মনে যাহা আছে সে করিবে, মানুষে বাধা দিয়া তার কি করিতে পারে ? অথবা বাধা দিয়াই মানব বুঝি ধর্ম্মপ্রসারের পথ পরিষ্কার করে! প্যালিষ্টাইনের খৃষ্টীয়গণের উৎপীড়ন হইতেই রোমরাজ্যের পতনের সূত্রপাত, আর রোমরাজ্যের পতনের সঙ্গেই ইউরোপে খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব। মুসলমান সম্রাট আরঙ্গীব উৎপীড়নেই শিখ সম্প্রদায়কে সুদৃঢ় হইবার সহায়তা করিয়াছিলেন। কাজীসাহেব হরিদাসের যেই পীড়ন করিল, বাইশ বাজারে কোড়া খাওয়াইল, অমনই না বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রসার-প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেল!

মাতামহ কাননিকাকে বাঙ্গালা পড়াইবেন না স্থির করিলেন। কাননিকার মাষ্টারকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন। সেই জন্যই না কাননিকার আর মাষ্টার জুটিল না, আর সেই জন্যই না ভামিনী-মণির মাষ্টারকুলের উপর অভিমান হইল, কাননিকাকে পড়াইবার জেদ হইল! আবার সেই জন্যই না কাননিকা স্কুলে পড়িতে চলিল! তবে সে স্থানে ইংরাজী পড়াটাই অধিক হইল, বাঙ্গালাটা লোক দেখান। তা যা হউক, একটা কিছু হইল ত। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন, ম্লেচ্ছ শাস্ত্র ওটা বিদ্যা নয়—অবিদ্যা। সুতরাং কাননিকা অবতারের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, অর্থাৎ মূর্খা হইয়াও কার্য্যতঃ পণ্ডিতকুলধুরন্ধরা হইলেন। কাননিকা এখন পাঠিকা, সুতরাং নয় বৎসর যাবৎ তাহার সহিত আর পাঠকের দেখা হইবে না। নরোত্তম এক বার দেখা করিতে গিয়াছিল; কিন্তু দরোয়ানের দুই কানমলা খাইয়া পালাইয়া আসিয়াছে।

প্রবেশিকা

নয় বৎসর পরে ১৮—খৃঃ অব্দের বাসন্তী পূর্ণিমার প্রাতঃকালে সূর্য্য উঠিল। কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের এক পুস্তকালয়ের সম্মুখে একটা বৃষোৎসর্গ ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইল। চারিদিক হইতে কাতারে কাতারে লোক ছুটিল, দেখিতে দেখিতে পথ লোকে পূরিয়া গেল। গাড়ী-ঘোড়ার চলাচল বন্ধ হইল নিকটস্থ অট্টালিকা সকলের সীমন্তিনীকুল ব্যাপার বি দেখিবার জন্য ছাদে উঠিল। চারি দিকে কেবল "হৈ হৈ রৈ রৈ"! ব্যাপার কি ? মানুষে ঘোড়ায় গরুতে গাধায়, স্থানটা দেখিতে দেখিতে যেন হরিহরছত্রে মেলা হইয়া পড়িল। ব্যাপার কি ? দেয়ালে ঠে দিয়া হাঁটুতে মুখ লুকাইয়া যে সকল পুলিস-প্রহর শান্তিরক্ষাকার্য্যের অশান্তির বিষয় চিন্তা করিতেছিল শেষে তাহারাও আর স্থির থাকিতে পারিল না, চ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া আসিল।—ব্যাপার কি ? চা দিকে কেবল মার রে—ধর রে—কাট রে—গেল রে-গেছি রে শব্দ! আকাশে কড় কড় শব্দ; মাটী গাড়ীগাড়ী-সংঘর্ষণে মড় মড় শব্দ; জনতার সীমা প্রত্যাগমনোন্মুখ শকটচক্রের গড় গড় শব্দ; জনতাদর্শ ভীতা, গৃহছাদগতা কোমলাকুলের হৃদয়ের অবির উত্থান পতনে, হিষ্টিরিয়ার সঞ্চরণে, বমন বেগের হ হড় শব্দ। কেবল ছিল না শিলাবৃষ্টির চড় চড় শব্দ আর ছিল না সমীরতাড়নে তরুপত্রের সর সর শব্দ তার পরিবর্ত্তে ছিল, উন্মত্ত যুবজনের উল্লম্ফনে কম্পি ধরণীর পৃষ্ঠশোভাকারী অট্টালিকার স্খলিত বা কামের ঝর ঝর শব্দ। কেবল শব্দ—কেবল শব্দ! ব্যাপার কি ?

পৌরাণিক ভাবিল, বুঝি আবার সমুদ্রম হইয়াছে। সে অমৃত পাইবার আশায় চক্ষু মু হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আধুনিক ভা

বুঝি আবার পলাশীর যুদ্ধ ঘটিয়াছে। সে সিরাজদ্দৌলার ধনাগারের টাকা আকাশে উড়িতে দেখিয়া ধরিবার জন্ত লাফাইতে লাগিল। ভাটে স্থির করিল; শ্রাদ্ধ পাকিয়াছে। শকুনি স্থির করিল, মড়া পড়িয়াছে। কলিকালের পরশুরাম মনে করিল; বুঝি নারীর কথায় মাতৃহত্যা হইয়াছে। উচ্চৈঃস্বরে বলিল, সংসার হইতে মাতৃকুলের উচ্ছেদ কর, কিংবা আমহাউসে পাঠাইয়া দাও। বর্ত্তমানা নরবালাবিভূষণা, বিনিক্রান্তাসিপাশিনী কপালিনী ভাবিল, কোন রমণী বুঝি স্বামীর বুকে পা দিয়াছে। বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে বলিল, গলার কাছে চাপিয়া ধর। অহিফেনসেবী ভাবিল, বুঝি আফিমের নিলাম হইয়াছে। সে দীন ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, বাবুরা কত দর ?

ব্যাপার কি ? ব্যাপার আর অন্য কিছুই নয়। তিন দিবস পূর্ব্বে 'বই' বলিয়া একখানা বই বাহির হইয়াছিল। তাহার নয় শো নিরেনব্বই কপি দুই দিনের মধ্যেই উঠিয়া যায়। তৃতীয় দিবসে একখানি পুস্তক মাত্র অবশিষ্ট রহিল। সেই পুস্তক ক্রয় করিতে দুই জন লোক যুগপৎ পুস্তকবিক্রেতার কাছে উপস্থিত হইল। দুই জনেই পুস্তকের জন্য লালায়িত, বিক্রেতা কাহাকে দিবে ? সে অর্থলোভে পুস্তকের মূল্য দশগুণ চড়াইয়া দিল। এই স্থানেই সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল, পুস্তক নিলামে চড়িল।

এক জন ক্রেতা বলিল—"ভাল আমি দশ টাকাই দিব।" অপর বলিল—"সে কি, আমি থাকিতে তুমি এই পুস্তক লইবে ? আমি দ্বিগুণ দশ টাকা দিব।" এই বলিয়া ঝন ঝন করিয়া কুড়িটা টাকা পুস্তকবিক্রেতার পাদমূলে ফেলিয়া দিল। পুস্তকবিক্রেতা 'প্রাতঃকালে কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছি' ভাবিতে ভাবিতে যেমন সেই ক্রেতার পরিত্যক্ত মুদ্রাগুলিতে হস্তক্ষেপ করিল, অমনি প্রথম ক্রেতা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল—"সে কি, এরই মধ্যে লইবে কি ? এই লও ত্রিশ টাকার নোট।" ক্রেতা বিক্রেতার অপর হস্তে নোট দুইখানা গুঁজিয়া দিল। বিক্রেতা উভয় সঙ্কটে পড়িল, টাকা হইতেও হাত তুলিতে পারিল না, নোটের মুষ্টিও খুলিতে সাহস করিল না। বসিয়া চক্ষু মুদিয়া ভাবিল, 'হায় রে প্রেস ! তুই কেন এক হাজার একখানা পুস্তক প্রসব করিলি না। সগরমহিষী চক্ষের নিমিষে ষাটি হাজার পুত্র প্রসব করিয়াছে, আর তুই একখানা বেশী প্রসব করিতে পারিলি না ?'

বিক্রেতার বেশী ভাবা হইল না। দ্বিতীয় ক্রেতা একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট তাহার কানে গুঁজিয়া দিল।

১ম ক্রেতা। আমিও কি অমনি ছাড়িব ? এই লও কর্ত্তা এক শো টাকা।

নোট বিক্রেতার মুখের ভিতর প্রবিষ্ট হইল।

২য় ক্রেতা। এই লও পাঁচ শো !

১ম ক্রেতা। এই লও হাজার !

২য় ক্রেতা। এই লও পাঁচ হাজার !

বিক্রেতার নাকে মুখে চোখে কানে নোট প্রবেশ করিল। মাথায় রাশি রাশি নোটের আচ্ছাদন হইল। বিক্রেতা কালা হইল, কানা হইল, দম আটকাইয়া মরিবার উপক্রম হইল। মাথায় নোটের ভার, গলায় নোটের হার, কপালে নোটের টিপ। বিক্রেতা জীবনে প্রথম বুঝিল, অর্থাগম সকল সময়ে সুখকর নয়। চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওরে বাবা রে দম আটকাইয়া মরি, আমি পয়সা লইয়া পুস্তক বেচিব না।"

১ম ক্রেতা। ভাল,আমি তোমাকে,ডিপ্লোমা দিব।

২য় ক্রেতা। আমি তোমাকে রায় বাহাদুর টাইটেল দিব।

১ম ক্রেতা। আমি তালুক দিব।

২য় ক্রেতা। আমি মুলুক দিব।

১ম ক্রেতা। আমি অর্দ্ধেক রাজ্য ও এক রাজকন্যা দিব।

বিক্রেতা। আমায় কিছু দিতে হবে না, আমায় ছেড়ে দে রে বাবারা ! আমি একটু জল খাই।

ক্রেতৃদ্বয় বিক্রেতাকে ছাড়িয়া হাতাহাতি আরম্ভ করিল। হোল্ড্ অপ-আরম্স্, রাইটটর্ণ, লেফ্ট্টর্ণ, স্লো-মার্চ, কুইক-মার্চ, টৌকাটাণ্ট্যান্টো—নানাবিধ সমরকৌশল প্রদর্শিত হইল। টানাটানিতে বই ছিঁড়িয়া গেল, দেখিতে দেখিতে লোক জড় হইল। বিক্রেতা ভির্মি গেল। চারি দিক হইতে গ্রন্থকার আসিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

শেষে দর্শকগণের কিলোকিলি, দর্শিকাগণের চুলোচুলি, পুলিশের ঠেলাঠেলি। অহিফেনবাষ্পে যেন স্থানটা পূর্ণ হইয়া গেল। যে আসিল, সেই উন্মত্তবৎ আচরণ করিল। ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইয়া যে যার ঘরে গেল। কেবল কতকগুলি যুবক জনতাভঙ্গের পরও সেই স্থানে অবস্থিত ছিল। সকলে এক একখানি ছিন্ন পুস্তিকার পত্র কুড়াইয়া পাঠ করিতে লাগিল।

এক জন পড়িল—

বিবর নামেতে জন্তু অতি বলবান !
সর্ব্ব অঙ্গ আছে তার দুটো কান।
চলিতে হইলে সে যে পায়ে দেয় ভর।
ঠক ঠক কাঁপে তার হয় যবে জর॥
মরে গেলে মড়া মত নাহি নড়ে চড়ে।
এত দুঃখ তবু কিন্তু আছে সে রগড়ে।
হেসে হেসে কথা কয় তুমি ভাব গাধা।
বিবরে খুঁজিতে পার কিছু নাহি বাধা॥
তার মত বল দেখি আর কেবা আছে।
(হায় হায় এর পর পাতা ছিঁড়ে গেছে॥)

শেষোক্ত পংক্তিটি নরোত্তম শর্ম্মার রচিত। পত্রের শেষাংশ করাল কাল ছিঁড়িয়া লইয়াছে। সেইটুকু অন্বেষণ করিতে যুবক চারি ধারে চাহিল। জুতার তলায়, চোখের পাতায়, নাসিকার বিবরে, ওষ্ঠাধরে সর্ব্বত্র সন্ধান করিল, মিলিল না। পেনসিল দিয়া দশইঞ্চি মাটাই খুঁড়িয়া ফেলিল, তবু সে ছিন্নাংশের সন্ধান হইল না। তখন বাহ্যজ্ঞানহীন, দশদিক শূন্য দেখিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ছুটিল। চৌরঙ্গী পৌছিতে দমদমায় যাইয়া উপস্থিত হইল। দ্বিতীয় পড়িল—

(তোটক

লাকে লাকে ঝাঁকে ঝাঁকে পথে পথে !
বেলুনে দোলায় কাঁধে বাষ্পরথে॥
চলেছে অভাগা কত দৃষ্টিহীনে।
ভুবন আঁধার সেই এক বিনে॥
সে কোথা সে কোথা সে কোথা সে কোথা।
কাহারে বলি রে এ কথা এ কথা॥
... (ছেঁড়া) ·· জোছনা মাড়িয়া।
(ছেঁড়া)··· ··· লব রে কাড়িয়া॥
জীবনে তাহারে আদরে ধরিয়া।
মরমে মরমে যাবরে মরিয়া॥
সরস বসন্তে ··· (ছেঁড়া)···নিছনি।
(ছেঁড়া)··· ··· কোথা রে বাছনি॥

তার পর বরাবর ছেঁড়া। শেষাংশ পাইবার জন্ত কত হতভাগা যাচা খোঁড়া-খুঁড়ি আরম্ভ করিল। চারিদিক হইতে কাগজের টুকরা জুড়িয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু হায় জোড়াই সার হইল, তেলে জলে মিশিল না। এ কবিতার টুকরা তার সঙ্গে, তার টুকরা এর সঙ্গে খোয়ে দোয়ে, দুধে ডালে, কটু তিক্ত কষায় অম্বলে, রৌদ্র বীভৎস করুণা আদি, ইত্যাদি বিসদৃশ রসের সংমিশ্রণে সে কেমন এক যোগলাই খিচুড়ী হইয়া পড়িল। যথা—

নাচি বলে বলে কাঁদি দিবানিশি।
দূর হয়ে যাও···বঁধু···যেহেতু
তোমায় ভালবাসি
মুকুতার পাঁতি যথা···কাল কুচকুচে।
সূতিকা ঘরের শিশু···চড়ে গাছে গাছে।
বার মাস পাইনি তোমা···পাকা আম।
সখি রে সে কেন···ঝিম ঝিম ঝিম।

পাঠকের মনোরঞ্জনার্থ নরোত্তম শর্ম্মা দুই এক স্থানে প্রক্ষেপ করিয়া দিল। নিরুপায়, নহিলে পাঠকপ্রবরেরা যে দম আটকাইয়া মারা যায়! প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি কোটেশনে দিলাম।

উড়ে যায় 'হাতি' তার 'লম্বা দুটো ঠ্যাং।'
'মাকড়সার' জালে পড়ে 'চড়ক ড্যাকাড ড্যাং॥'
বন হতে এল 'সজারু' আহা কি মূরতি চারু।
ঘুঘু 'মারতে' ফাঁদ পেতেছি পড়ল কি না 'ব্যাঙ'

নরোত্তমের কবিতারসে নব্য পাঠকের তৃষা মিটিল না। তাহারা 'কই' 'কই' করিতে করিতে ছুটিল এক জন লোক তাহাদিগকে যশোরের দিক দেখাইয়া বলিল, "যশোরে যাও; সেখানে বড় বড় কই মিলিবে!"

কই যে কবিরাজের প্রিয় সামগ্রী!

তৃতীয় পড়িল।—

একদা প্রদোষকালে নিশীথসময়ে
জলদগর্জ্জন ঘোর, শ্যামল প্রান্তর
নব জলধরে যেন পটলসংযোগ।
এমন সময় মরি, মালিনী সুন্দরী
চারু মুখে মধু হাসি বিজরী ছাকিয়া
পূর্ণ প্রেমে মাতোয়ারা, কোথা নাথ বলি
প্রবেশিল গভীর কাননে। কেহ সেথা
নাহি ছিল—ছিল শুধু তারা, আর ছিল
বন্যজন্তু জলজন্তু শার্দ্দূল কুম্ভীর
মূষিক বিবরে, পক্ষী গাছের উপরে,
তরুতলে কাঠুরিয়া, কুঞ্জে মধুকর,
মধুলোভে অন্ধ এক রাখাল বালক।
আর কেহ নাহি ছিল। সে নির্জ্জন দেশে
নগ্ন প্রেমে মুখখানি ঢাকিয়া মালিনী
দেখিল, চলেছে নগ্ন অমিয়া তটিনী।

তটিনীর বক্ষে এক তরণী সুন্দর,
হাল ধ'রে ছিল তার বসন্তকুমার।
সে যে কি বসন্ত কিবা নীথর আকাশে।
হাসিতেছে ছায়া-মাথা গ্রামথানি পাশে।
ওগো তুমি কেন যাও মোরে ফেলে তীরে।
সোনার তরণীখানি কূলে আন ধীরে।
এই ব'লে ডুব দিল, মালিনী নলিনী।
দিল কবি হাল ছেড়ে বসন্তের সনে।
করিল শোকের গান। অশ্রুবিন্দু দেখা
দিল কঠোর-নয়নে। কাঁদিল আকাশে
শশী, কাঁদিল কানন, কাঁদিল জননী
কত পুত্রশোকাতুরা। বসন্তকুমার
গণ্ড ভাসাইল তার রোদনের জলে।
নগ্ন আলসের সেই নগ্ন আঁখিজল।
নগ্ন প্রকৃতির বুকে নগ্নতা সম্বল—
নগ্ন প্রাণে ঝাঁপ দিল নদী-বক্ষে যুবা।
সমীর মলিনমুখে মধুর নিস্বনে
বলিল, কোথায় তুমি মালিনী সুন্দরী?
কোকিলের কলকণ্ঠ জোরে ছিনাইয়া
বলিল মালিনী, হায় মরে আছি আমি।
কোথা তুমি বসন্তকুমার? সুধামাথা
হাসিমুখে কেঁদে কেঁদে যুবা, মধুস্বরে
পাঠকে ডাকিয়া বলে, বৃথা অন্বেষণ—
হে প্রিয় পাবে না তুমি আমার সন্ধান।"

পড়িতে পড়িতে পাঠকের পুলক, বেপথু অশ্রুজল একে একে দেখা দিল। শেষে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া লোকটা তন্ময় হইয়া পড়িল। সর্ব্বশেষে পুলিশে তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল। দর্শক জিজ্ঞাসা করিল, "ধরিয়া লইয়া যাইতেছ কেন? লোকটা কি করিয়াছে?" পুলিশ বলিল, "কবিত্বারস বলিয়া কি একটা নূতন মদ উঠিয়াছে, এ লোকটা তাই থাইয়া মাতোয়ারা হইয়াছে। ঠোঁট ঝুলিয়া পড়িয়াছে, চক্ষু লাল হইয়াছে। এই দেথ, সাত ডাকে সাড়া দিতেছে না, এই দেথ কল মারিলেও সাড় হইতেছে না।" এক জন যোগী দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে ছিল। সে বলিল, "পাহারাওয়ালা সাহেব! লোকটার যে নির্ব্বিকল্প সমাধি হইয়াছে!"

যে এত লোককে উন্মত্ত করিল, সে কবিটিকে জানিতে পারিয়াছ কি?

কার মনোমোহিনী পুস্তিকা তিন দিন আগে বাহির হইয়াছে? কে সেই ধন্য অথবা ধন্যা, নরের অগ্রগণ্য অথবা নারীর অগ্রগণ্যা? কে সেই মদনমোহন অথবা রতিমোহিনী, যে নীরব বংশীবাদনে গো-কুলে তুমুল ঝড় তুলিয়া দিল। তার জন্য রজকে কাচে না, দোকানী বেচে না, বালক নাচে না; তার জন্য গায়ক গায় না, পেটুক খায় না, ভিখারী চায় না; তার জন্য পাঠক পড়ে না, সাদী চড়ে না, ঘুড়ী ওড়ে না; এমন কি গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত নড়ে না! কে সে? এমন অসময়ে, দেশের এই দুর্দ্দিনে কোন্ মহাত্মার আবির্ভাব হইল? যদি না জানিয়া থাক, পর দিনের সংবাদপত্র পাঠ কর! ওই দেখ কি লেখা রহিয়াছে!—

আজ ভারতের কি শুভদিন। যাহা বাঙ্গালী কথন স্বপ্নেও ভাবে নাই, তাহাই ঘটিল। এবার হইতে গ্রন্থকর্ত্তাদের প্রেসের দেনায় জেলে যাইবার ভয় ঘুচিয়াছে। বাঙ্গালী পড়িতে শিখিয়াছে। বাঙ্গালী মহিলার এক পুস্তক লইয়া বিশ সহস্র লোকে গত কল্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিয়াছে। দশ জন মরিয়াছে, পঞ্চাশ জন মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছে, এক শত মরিব মরিব করিতেছে, বাকি মরে নাই, অবশিষ্ট বাঁচিয়া আছে। পুস্তকের নাম 'কুহু'—কবি কাননিকা বাগ্‌ভট্ট ইহার রচয়িত্রী। এইখানি তাঁহার প্রথম পুস্তক। এই সবেমাত্র তাঁহার সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশিকা।

প্রহেলিকা

শ্বশুরের সহিত বিবাদ করিয়া যে দিন রমণীচরণ আত্মনির্ব্বাসন দিল, সেই দিনই পতিবিয়োগিনী ভামিনী অঞ্চলে বদন ঝাঁপিয়া, কি হইল কি হইল স্মরিয়া ত্রিতলে উঠিয়া, হারমোনিয়মের তিন গ্রাম সপ্তস্বরে সুর মিলাইয়া, চতুর্দ্দিকের নীল গগনে, কাল মেঘে হরিৎপর্ণ তরুলতায়, ধবধবে অট্টালিকায় শোক-সঙ্গীত ঢালিয়া দিল :—

কহ ত কহ ত সখি বোল ত বোল ত রে
হারামি পিয়া কোন দেশ রে।
সোঙরি সোঙরি লেহ এ তনু জরজর
কুশল শুনিতে সন্দেশ রে॥

আর ভগিনীও সঙ্গিনীগণের প্রবোধবচনে অধিকতর সন্তপ্ত হইয়া—

বলয় কর চুর বসন কর দূর
তোড়ত গজমতি হার রে।

পিয়া যদি তেজল কি কাজ ভূষণে
যামুন সলিলে সব ডার রে॥
সিঁথায় সিন্দুর মুছিয়া কর দূর
পিয়া বিনু সহই না পার রে।
জীউ উপেখিয়া গাউন পরিয়া
হইনু বাড়ীর বার রে।

বলিতে বলিতে রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে ভামিনী কাননিকাকে লইয়া অন্যমনস্ক হইবার জন্য আলিপুরের পশুশালায় চলিয়া গেল। তার পর দিন জেদবশে কাননিকার বালিকাত্ব বজায় রাখিবার জন্য নিরঞ্জন গৃহরাজ্যের প্রজাগণের উপর এই আদেশ জারী করিয়াছিলেন যে, কাননিকা আজি হইতে আর মাটীতে পা দিবে না। আদেশ সর্ব্বতোভাবে প্রতি-পালিত হইতে লাগিল। দশ বৎসর পর্য্যন্ত কাননিকা এর তার কোলে কোলেই বেড়াইয়াছিল; তবে মধ্যে মধ্যে সে সময় তার দুই এক দিন পদচারণও ছিল। একাদশ বৎসরের পর হইতে দশশালা বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হইল। কাননিকা ঘোড়ায় চড়িল, মাথায় উঠিল, পাল্কীর সাহায্যে আকাশেও উড়িল, কিন্তু এক দিনের এক দণ্ডের জন্যও ধরণীবক্ষ মাড়াইল না। যানাবস্থিতা কাননিকা মাতামহের আদরিণী, ঘোড়ার খঞ্জতায়, মাথার মত্ততায়, পাল্কীর চঞ্চলতায় এক দিনের এক দণ্ডের এক পলের জন্য আছাড়ও খাইল না। অশ্বপৃষ্ঠে, গজস্কন্ধে, কখন বা নরবাহনে বিদ্যালয়ে যাইতে লাগিল, সেখানে বেঞ্চে বসিয়া রহিল, মৃত্তিকা স্পর্শ করিল না!

মাতামহ বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে পত্র লিখিলেন,—কাননিকা কেবল ইংরাজী পড়িবে। দ্বিতীয় ভাষা বাঙ্গালা না হইয়া, হয় লাটিন, না হয় গ্রীক, না হয় জার্ম্মান ফ্রেঞ্চের মধ্যে যাহা হউক একটা, কিছুই না হয়, আরবী পারসী উর্দ্দু, এমন কি অসভ্য উড়িয়ার ভাষা হইবে, তথাপি বাঙ্গালা হইবে না। মাতামহের কঠোর আদেশে অভিমানিনী কাননিকা,পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ভাষাই শিক্ষা করিল। বাঙ্গালা ভাষা একেবারে ভুলিতে পারিল না,তাই উল্টা করিয়া কহিতে লাগিল। যথা,'কি ব'লব পরিবর্ত্তে 'ইক্ লবব' 'আমি যা'ব-র স্থলে 'মিয়া আজব' ইত্যাদি। মাতামহের কাছেই ওই রকমের কথা বলিত। এক দিন কাননিকা বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া যেই কাষ্ঠসোপানে পা দিয়া টকাস করিয়া শব্দ করিল, অমনি নিরঞ্জন প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইতে আসিলেন। কাননিকার ফুল্লোৎপলসদৃশ মুখখানি সোপানারোহণ-পরিশ্রমে স্বেদনিষিক্ত হইয়াছিল। রক্তিম অধর দশনে চাপিয়া ভ্রূযুগলের কুঞ্চনে বালিকা শ্রমবেদনা প্রকাশ করিতেছিল। নিরঞ্জন দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিল, না. ছুটিয়া আসিয়া নাতিনীর হাত ধরিয়া করকম্পনে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিল;—You are labouring under weakness I see.

কাননিকা। Speek Bengali please, I don't understand your idiom.

নিরঞ্জন। তুমি দুর্ব্বলতার তলায় পড়িয়া পরিশ্রম করিতেছ, আমি দেখিতেছি।

কাননিকা। ইক লবলে? (১)

নিরঞ্জন বুঝিতে পারিলেন না, ভাবিলেন বুঝি শুনিতে পাই নাই। কান বাড়াইয়া বলিলেন,—"কি বলিলি?"

কাননিকা। ছিকু আন্। (২)

বিস্মিত নিরঞ্জন মাথা চুলকাইতে লাগিলেন, ভাবিলেন, এইবারে যেমন করিয়া হউক বুঝিব। বলিলেন, "আবার বল্।"

কাননিকা। মুতি চুবড়া, মুতি ছিকু ঝুবেবে আন্। (৩)

নিরঞ্জন ভাবিলেন, কাননিকা বুঝি জাপানী শিখিতেছে।—

উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন,—"ভামু!"—"কেন গা' বলিয়াই ভামু নেপথ্য হইতে ছুটিয়া আসিল। নিরঞ্জন বলিলেন;—এই তোর জাপানী মেয়েকে ঘরে লইয়া যা। কাননিকার দিকে মুখ ফিরাইয়া বাঁধান দন্তপংক্তি বিকাশ করিয়া বলিলেন, "নাতনী, মিকাডোকে বে করিবি?"

কাননিকাও দাদার প্রত্যুত্তরে মুক্তাপাতি বাহির করিয়া বলিল,—"আন্।" (৪)

নিরঞ্জন। হাঁ কি না বল্, ও সব কাঁইচু মাইচু বুঝিতে পারি না। বে করিস ত বল, আমি তারে চিঠি লিখি। যেখানে জেডোয় রাজত্ব করিবি, মিয়া-কোয় চা খাইবি, হঙকঙে গান গাইবি, চুকিয়াংএ

(১) কি বললে?
(২) কিছু না।
(৩) তুমি বুড়চা, তুমি কিছু বুঝবে না।
(৪) না।

না তোর কাটিবি! আর লাইহুংচংএর সঙ্গে আলাপ করিবি।

কাননিকা মাতামহের কথায় আর কোন উত্তর দিল না, মাকে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া কোলে উঠিল, আর বলিল, "মা একটা হাম্।" মাতা কন্যার মুখচুম্বন করিল, সকল লেঠা চুকিয়া গেল।

বেশ হইল, কাননিকা সব শিখিল; কিন্তু কবিতা লিখিল কে? যদি বাঙ্গালাই শিখিতে পাইল না, যদি আজীবন ইংরাজী লইয়াই কাননিকা দিন কাটাইল, তবে কেমন করিয়া কবি কাননিকা কাস্তগিরের আবির্ভাব হইল? অথবা এ কি সেই কাননিকা? না কাননিকা একটা প্রহেলিকা?

কাননিকা বিদ্যালয়ে পড়িতেছে, নিরঞ্জন রিপোর্ট পড়িতেছেন। আজ মিল্টনের "স্বর্গবিচ্যুতি" গ্রন্থের শয়তানের সহিত কাননিকার প্রথম সাক্ষাৎ হইল। কাননিকার শয়তানচরিত্র বড় মধুর লাগিয়াছে। বালিকা এক শয়তান সৃষ্টির জন্যই সেই অন্ধ কবির ভূয়সী প্রশংসা করিতেছে। আর কেবল বলিতেছে, 'হে শয়তান, আমি কায়মনোবাক্যে তোমার জয় কামনা করিতেছি, তুমি বজ্রধারী ঈর্ষ্যাপরায়ণ যথেচ্ছাচার স্বর্গাধিপকে পরাভূত করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ কর।' আমরা তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম, ও কথা বলিতে নাই, শয়তান জয়ী হইলে পৃথিবীতে পাপের অবাধ প্রসার হইবে, দুই দিনের মধ্যেই পাপভারে পৃথিবী ডুবিয়া যাইবে। কাননিকা এ কথায় তুষ্ট হইল না, বলিল, 'ডুবিয়া যাইবে কোথায়? আর যদিই ডুবিয়া যায়, আমরা সকলে জাহাজে করিয়া বেড়াইব!' —আমরা তর্কে তাহাকে হারাইতে পারিলাম না।

এমন বুদ্ধিমতী বালিকা পৃথিবীর আর কোন স্কুলে কোন কালে ভর্ত্তি হইয়াছিল কি না সন্দেহ। কাননিকাকে বাতাস খাইতে, হিম লাগাইতে, বেশী বেড়াইতে, কথা কহিতে, কিছুই করিতে দিবেন না। একটি গ্লাসকেশে পুরিয়া রাখিবেন।

আজ কাননিকা দান্তের প্রেতপুরীতে প্রবেশ করিল। সেখানে প্রেতগণের সহিত কথা কহিতে তাহার কিছু আগ্রহ দেখিলাম। প্রেতপুরীতে হাঁটিতে হাঁটিতে তাহার কল্পনা কিছু ক্লিষ্টা হইয়াছে। সুতরাং বাড়ী গেলে তাহাকে একটু বেশী করিয়া চা খাইতে দিবেন।

আজ কুমারী বাগ্‌ভট কাউপারের 'সোফায়' চড়িল। সোফার জন্মকথা শুনিয়া কাননিকা একটু হাসিয়া বলিল, আগেকার লোকগুলা এত মূর্খ, এই সোফা প্রস্তুত করিতে এত কাল কাটাইল! দু টাকার স্থানে দশ টাকা করিলে এক দিনের মধ্যে শুধু সোফা কেন, কত কৌচ, কত স্প্রীংএর গদী পর্য্যন্ত তৈয়ারী হইয়া যায়! কাননিকাকে কি আপনি পূর্ব্বে সোফা পড়াইয়াছিলেন? সে এমন সুন্দর সমালোচনা শিখিল কোথায়?

আজ কান্তগির আর একটু হইলেই বিদ্যালয়ে হুলস্থূল বাঁধাইয়াছিল। টেম্পেষ্টের এরিয়েল চরিত্র পাঠ করিতে করিতে এমনি তন্ময়ী হইয়াছিল যে, এরিয়েলের মত উড়িতে যাইয়া বেঞ্চ হইতে পড়িয়া, পায়ে একটু আঘাত লাগিয়াছে। অতি সামান্য, বাড়ী যাইতে যাইতে সারিয়া যাইবে, আপনি অনুভব করিতে পারিবেন না! কাননিকা রমণীরত্ন, আজ তাহাকে বাড়ীতে পড়িতে দিবেন না! বরং আপনার উদ্যান হইতে একটি আধফুটন্ত 'প্যানসী' তুলিয়া দিবেন।

আজ আপনার নাতিনী রাজকবি টেনিসনের কবি উপাধি কাড়িয়া লইয়াছে! টেনিসনের "সুন্দরী রমণীর স্বপ্ন" হইতে সকল বালিকাকে প্রশ্ন দিয়াছিলাম। সকলে প্রশ্নের উত্তর করিয়াছিল; কেবল ম্রিয়মাণা কাননিকা ডেবডেবে চক্ষু দুটিতে এক অঞ্জলি জল পূরিয়া কপোলে করবিন্যাস করত টেবিলচ্ছিদ্রস্থ একটি আরশোকার চতুরতা নিরীক্ষণ করিতেছিল। দেখিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কুমারী বাগ্‌ভট! তুমি কি আজ বাড়ীতে পড়িতে পার নাই?" উত্তর পাইলাম—"ইচ্ছা করিয়া পড়ি নাই। যে কবির সৌন্দর্য্যজ্ঞান নাই, তাহার কবিতা পড়িতে অভিলাষিণী নহি। আর তাহাকে কবি বলিয়া কবি-নামের মর্য্যাদা নষ্ট করিতে চাহি না। বঙ্গসুন্দরীর—শ্যামলতৃণক্ষেত্রচারিণী, সরসীশোভিনী, বকুলতলবাসিনী, অন্তঃপুরবিলাসিনী, যেন পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী বঙ্গসীমন্তিনীর স্বপ্ন আগে তাহার দেখা উচিত ছিল।" কাননিকা সুন্দরী; কাননিকা মৃদুহাসিনী, মধুরভাষিণী, গজগামিনী কাননিকা আনন্দে উৎসাহে, ভাষণে, মৌনে, অভিমানে সর্ব্বদাই নেত্রে জল পূরিয়া রাখিয়াছে। তাহার টেনিসনের উপর দোষারোপ করিবার অধিকার আছে! টেনিসনকে এ সম্বন্ধে একখানা পত্র লিখিতে হইবে (১) রাজকবি যদি প্রতিবাদ করেন,

---

(১) হায়! টেনিসন আর ইহজগতে নাই।

তাহা হইলে পরের মেলে তাঁহার কাছে নাইট ব্রিগেডের চার্জ পাঠাইয়া দিব! দেখিব, টেনিসন কত শক্তিধর! কিন্তু কাননিকা?—ক্ষুদ্র হৃদয়খানিতে এত অনুভবশক্তি কোথা হইতে আসিল? টুলটুলে মুখখানিতে এত কথা-কুসুমরাশি কেমন করিয়া ধরিল! কি কঠিনতা! বৃদ্ধ মরণোন্মুখ টেনিসনের একমাত্র আশ্রয়স্থল কবিপদ—তাই কি না অম্লানবদনে কাড়িয়া লইল! কি কোমলতা! বঙ্গনারীর জন্য অকাতরে প্রাণভাণ্ডারে রাশি রাশি দীর্ঘশ্বাস ও সাগরপ্রমাণ চক্ষুজল পুরিল। কাননিকা নারী-কোলরিজ আভ্যন্তরিক কবি, কাব্যভরা প্রাণ—শত সেক্সপীয়র, সহস্র ওয়ার্ডসওয়ার্থ, অযুত বায়রণ, লক্ষ শেলীর প্রতিভা লইয়া এই ক্ষুদ্র পাখীর প্রাণ রচিত হইয়াছে। সে প্রাণের মুখ ফুটাইতে ভাষায় কথা নাই। কাজেই কবি নীরব—এ ফুল ফুটিতে ফুটিতে ফুটিবে না।

পেন্‌সন্‌ভোগী নিরঞ্জন, দিন দিন এই রকম রিপোর্ট-সুধা পান করিতে লাগিলেন এবং ষাঁড়াষাঁড়ীর বাণের ন্যায় জ্যামিতিক বৃদ্ধিতে ফুলিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ চক্ চক্, বুক ঠক্ ঠক্, জিহ্বা লক্ লক্ করিতে লাগিল। তাঁহার দাঁত কড় কড়, হাত সড় সড়, গলা ঘড় ঘড়, প্রাণ ধড় ফড় করিতে লাগিল। তিনি থাকিয়া থাকিয়া খাঁকারিয়া উঠিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন, রে বঙ্গ, মূর্খ, অসভ্য সমাজ, সমাজ-কুলকলঙ্ক, তোর নির্ম্মম অঙ্কে আমি মিনার্ভার (১) অভিনয় দেখাইব। দেখাইয়া সমাজে আমেরিকার ওয়াসিংটন হইব।

এক দিন গৃহসংলগ্ন উদ্যানপ্রান্তরে কন্যাকুলপরিবেষ্টিত নিরঞ্জন টেনিস খেলিতেছিলেন। কাননিকা কিঞ্চিৎ অসুস্থা,, একখানি ইজি চেয়ারে বসিয়া খেলা দেখিতেছিলেন ও একটি গোলাপ ফুলের বৃন্ত ধরিয়া ঘুরাইতেছিলেন। বকুল গাছের ফুল আপনা-আপনি ঝরিতেছিল, ক্রোটনের পাতা আপনা-আপনি নড়িতেছিল, ফুলরেণু চারিধারে উড়িতেছিল, টেনিস বল ব্যাট হইতে ব্যাটান্তরে যাইতেছিল, কখন বা জালে আবদ্ধ হইতেছিল, কখন মাটীতে গড়াগড়ি খাইতেছিল! এমন সময় কোথা হইতে কপোত কপোতী উড়িয়া আসিয়া নিরঞ্জনের পাদমূলে পতিত হইল। সকলে চমকিত হইল, আর ঠিক সেই সময়ে বিস্ময়ান্বিতা কোন এক রমণীর করনিক্ষিপ্ত টেনিস বল, কপোতের ঘাড়ে পড়িয়া তার প্রাণ বাহির করিল। সশব্দ পক্ষপুটে হৃদয়ের কাতরতা জানাইয়া কপোতী নিকটের উইলো তরুশিরে উঠিয়া বসিল। নির্ম্মম উইলো এমন সময়ে তারে স্থান দিল না। শাখা নত করিয়া দুলিয়া দুলিয়া তাহাকে দূর করিয়া দিল। রমণীকুলমধ্যে একটা দুঃখের হাসির আবেশকর শব্দ উঠিল। আর কাননিকা ইজিচেয়ারে আনমনে কি একটা হিজিবিজি লিখিল। চেয়ার পড়িয়া সেই কথা সকলকে শুনাইল :—

আরে রে টেনিস বল কি কাজ করিলি রে
কপোতে বধিয়া!
আরে রে উইলো সখি, এ কি তোর কাজ দেখি?
কোমলা হইয়া,
পতি-হারা কপোতীরে, দিলি কি না দূর করে!
গোরস্থানে তাই বুঝি থাকিস পড়িয়া?
টেনিসের বল সনে চ'লে যা লো লন্‌ডনে
যেথা হ'তে তো ছুটারে এনেছে ধরিয়া।
বঙ্গ তোরে নাহি চায়, যা লো সেণ্ট-হেলেনায়,
অথবা চলিয়া যালো একেবারে কোরিয়া!

প্রজ্বলিত খধূপ যেমন আকাশমার্গে হুস করিয়া উঠিয়া যায়, সনিরঞ্জনা যোষিন্মণ্ডলীর প্রাণ তেমনি সেই কবিতানলস্পর্শে মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তরের দিকে ছুটিয়া গেল! কে রে?—এ প্রাণোন্মাদিনী কাব্যকথা কে কহিল রে? কঠিনার পাথর প্রাণ দ্রব কে করিল রে? বস্ এই পর্য্যন্ত! তার পর দীপনির্ব্বাণ—যেন কোথাও কিছু হয় নাই! নিরঞ্জন ডাকিল, কাননিকে! ভামিনী বলিল, কাননি! মাতৃস্বসৃগণ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিল, কানি। নিকুঞ্জবন প্রতিধ্বনি পাঠাইয়া তত্ত্ব লইল কানু। কই কোথায় কাননি?

সকলে দেখিল, ইজিচেয়ার শুধু পড়িয়া আছে। নিরঞ্জন ভাবিল, এ কবিতা কি কাননিকার? অসম্ভব, অসম্ভব। কাননিকা যে বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে জানে না। সে বাঙ্গালা কহিবার ভয়ে জাপানী শিখিয়াছে। তবে কি ইজিচেয়ার কবিতা আওড়াইল! দূর হক্, আর ভাবিতে পারি না। ভাবিয়া এ প্রহেলিকার মীমাংসা হইবে না।

পরদিন প্রভাতে বিদ্যালয় হইতে রিপোর্ট আসিল। "সর্ব্বনাশ, কাননিকা আর পড়িতে চায় না। সে বলে,

(১) মিনার্ভা—গ্রীকদিগের বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী।

'যে ভাষায় মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, সে ভাষা আমি আর পড়িব না, যেমন করিয়া পারি, ভুলিয়া যাইব ? রসনামূলে ইচ্ছাপ্রহরিণীকে বসাইয়া রাখিব, সে আর একটিও ইংরাজী কথা মুখে আসিতে দিবে না ! যাহা মূর্খে বলে, অসভ্য বর্ব্বরেও বলিতে পারে, এমন সর্ব্বজনবিদিত ইংরাজীও উচ্চারণ করিব না। হাঁসপাতাল, বেঙাচি, চেহারা, ট্যারাবাই বলিব, তবু হসপিটাল, বেঞ্চ, চেয়ার, ট্রামওয়ে বলিব না।'—কারণ নির্দ্ধারিত করিতে পারি নাই। অনেক জিজ্ঞাসা করিয়াছি, অনেক বুঝাইয়াছি; বলে নাই, পড়ে নাই, একবিন্দু অশ্রুজল ফেলে নাই। দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, যেন পাষাণ-প্রতিমা।"

নিরঞ্জন তখন নারী কেন বিচার-পত্নী হইবে না, এই বলিয় গবর্ণমেণ্টকে কারণ নির্দ্দেশ করিবার আজ্ঞা প্রচার করিতেছিলেন। কাননিকার দুই দিন বাদে "বিয়ে এমেন্ত" শেষ হইয়া র‍্যাঙলারত্ব লাভ হইবে। তখন তাহাকে একটা আধটা হাকিমি না দিয়া কেমন করিয়া ঠাণ্ডা রাখিবেন, এই বিষয়ই ভাবিতেছিলেন। এমন সময় এই হৃদ্বিদারক রিপোর্ট পাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয়-কবাট মড় মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের পূর্ব্বক্ষণে যেমন পুঞ্জ পুঞ্জ ধূম নির্গত হইয়া চারিদিক আঁধার করিয়া ফেলে, নিরঞ্জন সেইরূপ একটি বাহাদুর চুরটে গোটাকতক ফাঁকা টান টানিয়া ঘরটাকে অন্ধকার করিয়া ফেলিলেন, তার পর একটা হুঙ্কার গর্জ্জন। ভৃত্য বটু কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটিয়া আসিল। করজোড়ে সম্মুখে দাঁড়াইল, কথা কহিল না। দেখিল প্রভু ছড়ি লইতেছেন, লইয়া তাহার দিকে আসিতেছেন। ঐ ছড়ি উঠিল, তাহার পৃষ্ঠে পড়িল, আবার উঠিল আবার পড়িল! বারকতক তাহার পৃষ্ঠে উঠাপড়া করিল। সে কেবল নীরবে হাত বুলাইল, আর নিরঞ্জনের প্রহারাবশিষ্ট অঙ্গগুলা হাত বুলাইবার ছলে দেখাইয়া দিল। সেইগুলাতে আর প্রহার না করিয়া, নিরঞ্জন কেবলমাত্র ক্রোধ-বিকম্পিতকণ্ঠে কহিলেন,—"দিদিবাবু কোথা ?" ভৃত্য বাঁচিল, ছুটিয়া গেল। মুহূর্ত্তমধ্যেই কাননিকাকে আনিয়া হাজির করিল। দেখ দেখ! আজ কাননিকা বিচার-মন্দিরে যেন গুরু অপরাধের আসামী! বটু চাকর যেন চাপরাশী। কাননিকাকে এক হস্তে ধরিয়া অন্য হস্ত নিরঞ্জনের মুখের কাছে নাড়িয়া নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "এই দেখ, তোমার জন্ত প্রাতঃকালে আমাকে প্রহার খাইতে হইল। আবার হাত-মুখ বাক্স-পিট টিট হইয়া গেল। আবার যে তুমি "হায় রে নীল গগন হায় রে নব ঘন" করিবে, সেটি হইতেছে না। আবার যে তুমি ঘরের ভিতর বসিয়া নৈমিষারণ্য, দেখিবে, ইজি চেয়ারে বসিয়া সাগরতরঙ্গের ভ্রূভঙ্গে কম্পিত হইবে, হাবুডুবু খাইবে, সেটি হইতেছে না। আবার যে তুমি ছবিতে আঁকা পাহাড়ে উঠিয়া, তাহা হইতে পড়িয়া পা ভাঙ্গিবে, কস্তুরী হরিণ ধরিবার জন্ত ছুটাছুটি করিবে, আর আমাদের কৈফিয়ত দেওয়াইতে দেওয়াইতে প্রাণ ওষ্ঠাগত করিবে, সেটি কোনমতেই—আর—হই—তে—ছে—না !"

নিরঞ্জন ভাবিলেন, এ কি! ভৃত্য বেটা বলে কি ? এ কি গাঁজা খাইয়াছে, অথবা কাননিকা কর্ম্মনাশানদীর জলে গা ঢালিয়াছে ? ভৃত্যকে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। "চলিয়া" বলিয়া "যা" বলিতে না বলিতে দেখিলেন, বটু নাই। তখন রুক্ষস্বরে কাননিকাকে কহিলেন,—হ্যাঁ রে কাননি ?"

কাননিকা উত্তর দিল না। অবনতমুখী নখ দিয়া কেবল গালিচা খুঁটিতে লাগিল। অবশ্য নখ পাদুকার ভিতরে ছিল! মাতামহ—মাতামহ কেন, নরোত্তম ছাড়া আর কেহ দেখিতে পাইল না। নিরঞ্জন আবার সুধাইলেন, "হাঁ কাননিকা ?"

কাননিকার মস্তক কথাকর্ষণে আরও যেন নমিত হইয়া পড়িল। তখন নিরঞ্জন নিরুপায়, মৌনবতীর মুখ ফুটাইতে না পারিয়া হাত ধরিয়া সোহাগকম্পিত ভাষে আবার জিজ্ঞাসিলেন, "প্রিয় কানু ?" কানু যেনী টাঙধার মত তিড়বিড় করিয়া হাত টানিয়া বলিল, "যাও !"

নিরঞ্জন। কেন, তোর হইল কি ?

কাননিকা। আমার কিছু হয় নাই!

নিরঞ্জন আর নাতিনীকে রহস্য করিলেন না। রিপোর্ট পড়িয়া তাঁহার হৃদয়ে শেল বিঁধিতেছিল। কর্ত্তব্যের অনুরোধে গুরুগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তোর নিশ্চয় কিছু হইয়াছে। তা নহিলে কেন তুই বাল-সুলভ চাপল্য ছাড়িয়া প্রবীণার মত গম্ভীরা হইতেছিস্! আর তোর রহস্য ভাল লাগে না, পাঁচ জনের সহিত মিশিতে সাধ যায় না, পড়িতে রুচি হয় না।—ভাল কথা, ইংরাজী পড়িতে তোর আবার অনিচ্ছা জন্মিল কেন ?"

কাননিকার মুখেও চঞ্চল হাসির পরিবর্তে গাম্ভীর্য্যের একটা স্থায়ী আবরণ আসিয়া পড়িল। মাতামহের কথার ভাবে বুঝিল, স্কুল হইতে রিপোর্ট আসিয়াছে।—জিজ্ঞাসা করিল, "রিপোর্ট পড়িয়াছ?"

নিরঞ্জন। তবে কি ভূতের কথা শুনিলাম!

কাননিকা। যাহা শুনিয়াছ, সমুদয় সত্য; ইহার একবর্ণও মিথ্যা নয়। আমি ইংরাজী পড়িব না। বল দেখি, 'ব্যাচিলরের' ফেমিনাইন কি মেড' নয়? তবে পুরুষে যে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ব্যাচিলার অব আর্টস' হয়, নারী সে সময় 'মেড অব আর্টস' হয় না কেন? অর্থাৎ পুরুষে যখন বি, এ, হইবে, স্ত্রীলোকে তখন এম, এ, হইবে না কেন? যে ভাষায় মিথ্যার প্রশ্রয়, সে ভাষা আমি আর পড়িব না।

কাননিকার কথা শুনিয়া নিরঞ্জনের চক্ষু কপালে উঠিয়া গেল, মুখ বিরাট হাঁ করিল, বাঁধান দাঁত ঝরিয়া পড়িল। সত্যই ত, কানু এম, এ, না হইয়া বিএ হইল কেন?

কাননিকা দাদার উত্তরের অপেক্ষা করিল না, ফিরিয়াও চাহিল না, চলিয়া গেল। রাশি রাশি সমীরণ কাননিকার ভয়ে দাদামহাশয়ের হৃদয়-প্রকোষ্ঠে লুকাইয়াছিল, যেই কাননিকা চক্ষের অন্তরাল হইল, অমনই হুঁস করিয়া পলাইয়া মরুৎসখাগণকে সংবাদ দিল। সমীরণ রাত্রের ব্যাপারখানা কি, মীমাংসা করিবার জন্য কোলাহল আরম্ভ করিল! পোর্টকমিশনারগণ ধুচুনী নিশান উড়াইয়া দিল—বঙ্গোপসাগরে সাইক্লোন চলিয়াছে।

নিরঞ্জনের হৃদয়ে কিন্তু আগুন জ্বলিল। নিরঞ্জনকে ক্ষার করিবার জন্য সেই অনলকে দ্বিগুণ জ্বালাইতে চারি দিক হইতে ফুৎকার আসিল। ভামিনী আসিয়া বলিল,—"বাবা বাবু, সে দিনকার কবিতা কাননি করিয়াছে। ক্রৌঞ্চের মৃত্যু দেখিয়া কে এক বাল্মীকি মুনি না কি কবিতা আওড়াইয়াছিল, কাননীও কপোতের মৃত্যু দেখিয়া তাই করিয়াছে!"

নিরঞ্জন আর একটিও কথা কহিলেন না। কেবল "হুম্‌ম্" বলিয়া আর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ভামিনী বাবা বাবুর ভাব দেখিয়া আর কিছু বলিল না, পা-টিপিয়া পা-টিপিয়া পলাইয়া গেল।

নিরঞ্জন মনে মনে ভাবিলেন, "হয় ত কাননিকা আর কোথাও শুনিয়া শিখিয়াছে।—নহে কি এই অসম্ভব ব্যাপার নাস্তিক নিরঞ্জন বিশ্বাস করিবে?

বাতায়নপথে বেগে সমীরণ প্রবিষ্ট হইয়া বলিল, "হাঁ হাঁ!" দেয়ালে টিক্‌টিকি বলিল, "ঠিক ঠিক?" পদঘর্ষণ-মুখরিতা গালিচা বলিল, "ইয়েস ইয়েস!"

কিন্তু অন্তরের অন্তর হইতে কে যেন বলিল, "তা নয়—এ যে প্রহেলিকা!" নিরঞ্জন হাই তুলিয়া তুড়ী দিলেন।

দূরে কে যেন গাহিল—

বিধাতা নির্ম্মিত ঘর নাহিক দুয়ার,
যোগেন্দ্র পুরুষ তায় আছে নিরাহার।
যখন পুরুষবর হয় বলবান্,
বিধাতার ঘর ভাঙ্গি করে খান্ খান্।

নিরঞ্জন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কাননিকার অত্যধিক আদরে নিরঞ্জনের অপর কন্যাত্রয়ের ঈর্ষা জন্মিয়াছিল,—পিতার মনোগত ভাব কতক কতক বুঝিয়া তাহারা সেই বৃদ্ধকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিবার এই এক উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিল। জ্যেষ্ঠা ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"বাবা! কাননিকা না কি একটা কবিতা লিখিয়াছে?" "বটে বটে" বলিয়াই নিরঞ্জন আর না শুনিতে হয়, এই জন্য ঘর ছাড়িয়া বারাণ্ডায় আসিলেন। মধ্যমা কন্যা রায়-বাঘিনীর মত বাপের সম্মুখে একখানা কাগজ লইয়া উপস্থিত হইল। নিরঞ্জনের বোধ হইল, যেন বহু দিন ধরিয়া পেনসন খাইতে দেখিয়া, কোম্পানী বিরক্ত হইয়া, তাহাকে জীবন্তে গ্রাস করিবার জন্য তিন তিনটা মায়ারূপিণী 'হাঁ' পাঠাইয়া দিয়াছে। দুইটার হাত হইতে নিস্তার পাইয়াছি, এটা বুঝি আর ছাড়িল না,—খাইল, ওই ধরিল—নিরঞ্জন একেবারে সোপানে পা চাপাইয়া দিলেন।

"বাবা বাবু যাও কোথায়? কাননির একটা কবিতা শুনিয়া যাও।" "আসছি আসছি", বলিতে বলিতে নিরঞ্জন একেবারে উঠানে।

কোথায় পাশ-পাশ দিয়া আর একটা নাতিনী দাঁড়াইয়াছিল, সেটা টপ করিয়া দাদার হাত ধরিয়া ফেলিল। নিরঞ্জন দেখিলেন, তাহার হাতে কবিতা লেখা একখানা কাগজ।—"ও কি, ও কি"—বলিয়াই হাত ছাড়াইয়া পলাইবার জন্য চারি দিকে পথ দেখিতে লাগিলেন। বালিকা পড়িতে লাগিল:—

কি জানি কি সাধ নিয়ে কেন এ মরম সই
কেন মর্ম্মে বেদনার রাশি।

কেন নিমীলিত চোখে আকাশেতে চেয়ে রই
কেন গো কাঁদিতে গিয়ে হাসি।

"বেশ বেশ," বলিতে বলিতে নিরঞ্জন একেবারে দরজায়। সেখানে দ্বারবানের স্কন্ধে জনৈকা নাতিনী বসিয়াছিল। দাদাকে দেখিয়াই ঝাঁপাইয়া তার গলা ধরিল।—"কে তুই?"—নিরঞ্জন আর দেখিতে সাহস করিলেন না।

বালিকা বাহুমৃণালে দাদামহাশয়ের গলা জড়াইয়া, কাণের কাছে মুখ লইয়া বলিল :—

"আমি কে আমি কে ব'লে নিতুই সুধাও হায়
আমি কি গো নায়িকা চিন্তার?
আমার হৃদয় কি গো তোমার হৃদয় নয়,
আমিই কি একা আপনার?"

মরীচিকা

বাটীর বাহির হইয়া নিরঞ্জন ভাবিলেন,—"যাই, গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া মরি। কি করিতে যাইলাম, কি হইল? সমস্ত কার্য্যই যদি পণ্ড হইল, কাননিকা এম, এ পড়া যদি ছাড়িয়া দিল, তবে আর জীবনধারণে লাভ কি? নিরঞ্জন সঙ্কল্প স্থির করিবার পূর্ব্বে শান্তির আশায় চারি ধারে চাহিলেন। শান্তি কই? আজ রবিকর এত প্রখর কেন? সমীরণে এত কাঠিন্য কেন? পথ ধূলিরূপে অনল-কণা গায়ে নিক্ষেপ করিতেছে, প্রান্তরের শ্যামল তৃণরাজি পাদুকা উপেক্ষা করিয়া সূচীর ন্যায় চরণে বিঁধিতেছে। আর ভাগীরথী!—তোর জল এমন টগবগ করিয়া ফুটিতেছে কেন? অমন গরম জলে ডুবিয়া মরিলে যে গাত্রদাহ হইবে!

নিরঞ্জন ভাগীরথীতীরে দাঁড়াইয়া মৃত্যুর একটা সুগম পন্থা অবলম্বন করিবার উদযোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে—

"————মনজিস জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র-যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি,
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা॥
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ পায়-লাজ নাসিকা অতুল॥
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর॥
ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।
করিকর যুগবর জানু সুললিত॥
বুক পাটা দন্তছটা জিনিয়া দামিনী।
দেখি এরে ধৈর্য্য ধরে কোথা কে কামিনী॥
মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য মেঘেতে আবৃত।
অগ্নি-অংশু যেন পাংশুজালে আচ্ছাদিত॥"

এ হেন অপরূপ রূপলাবণ্যময় যুবক রতন—
তার হাতে ছড়ি মুখে দাড়ী চোখে পরকোলা।
করে তুচ্ছ কেশগুচ্ছ ঘাড়ে পিঠে ফেলা॥
সব ছিল না কেবল সীমন্তে সিন্দুর।
দিল দেখা মেঘ-মাখা লাবণ্য ইন্দুর॥

সেই সুন্দর, অতিসুন্দর, অতি হইতেও এককাটি বেশী সুন্দর যুবা, সেই পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর তীরে নিরঞ্জনের দৃষ্টির ধারে পাদচারণ করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল! কিন্তু হায়! পুরুষ-সৌন্দর্য্যের দিকে চায় কে? পুরুষ? না, পুরুষ সুধু সৌন্দর্য্যের কথা লিখিতে পারে, দেখিতে পারে না। তবে তুমি যদি আকর্ণবিশ্রান্তবদনা, মৃগমুখী শশিচোখী কঠোর রসিকা বয়োধিকার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ কর, আর তার প্রেমে বিশ্বসংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান কর, তাহা হইলে সুধু পুরুষ কেন, কাফ্রিনীর মুখেও তুমি হেলেনের হাসি দেখিতে পাও। এমন তোমাকে আমার দূর হইতে নমস্কার। পুরুষ-সৌন্দর্য্যের দিকে চায় কে? নারী? না, রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দাভিজ্ঞা বিদুষী বলিয়াছেন, "পুরুষের গুণই সুন্দর, সৌন্দর্য্য সুন্দর নয়। রমণীর চক্ষে সুন্দর পুরুষ হইতে সুন্দর নারী দেখায় ভাল।" পুরুষের রূপ দেখে কেবল উপন্যাসের নায়িকা। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য; কেন না, নিরঞ্জন যুবকের রূপ দেখিলেন না। কিছুক্ষণ ধরিয়া নিরঞ্জনের সম্মুখে আগন্তুক ঘুরিল, নিরঞ্জন ভাগীরথীর দিকেই চাহিয়া রহিলেন, একবারও মুখ ফিরাইলেন না। আগন্তুক গলা খাঁকারিল, লাঠি ঠুকিল, জুতা ঘষিল, চশমা খুলিল, আবার পরিল—নিরঞ্জন পূর্ব্ববৎ। তৎপথগামী দুই এক জন পথিককে চেনো চেনো করিয়া বার দুই হালু হালু (hallo) করিল, তথাপি নীরঞ্জন মর্ম্মর পাথর। তখন নিরুপায় হইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে নিরঞ্জন ও ভাগীরথীর মধ্যে বিঘত প্রমাণ

স্থান ছিল, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়কে কিঞ্চিৎ কাহিল কাহিল দেখিতেছি না ?"

নিরঞ্জন তথাপি যে নিরঞ্জন, সে নিরঞ্জন—একবার নড়িলেনও না চড়িলেনও না, জীবনের একটু চিহ্নও দেখাইলেন না। নিরঞ্জনের প্রাণ শান্তির আশায় ঘুরিতে ছিল। কিন্তু হায়! কোথা হইতে এ কি নূতন অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হইল ? নিরঞ্জন মনে মনে স্থির করিলন যে, এ বর্ব্বরের সঙ্গে কোনও ক্রমে কথা কওয়া হইবে না। ও তোষামোদের ভাণ্ডার খুলিয়া দিক,—"কিঞ্চিৎ কাহিল কাহিল দেখিতেছি, কেমন আছেন, বাড়ীর সংবাদ ভাল",—ইত্যাদি যা মনে আসে বলুক, আমি কথা কহিব না। ও বলুক, "আপনাকে দেখিয়া আমার প্রাণে ভক্তি আসিয়াছে, আপনার তুল্য মহৎ জগতে আর নাই, আপনি ডেপুটীকুল-চূড়ামণি, আপনি ধর্ম্মাবতার"—আমি কথা কহিব না। ও বলুক, "আপনিই কেবল বাঙ্গালীর মধ্যে পুরা পেন্সন পাইয়াছেন, আপনার অবসর গ্রহণের পর হইতে দেশে চুরী ডাকাতি বাড়িয়াছে, গ্রামবাসিগণ আবার মাথা তুলিয়াছে",—আমি কথা কহিব না।

নিরঞ্জন স্থিরপ্রতিজ্ঞ, যুবকও স্থিরপ্রতিজ্ঞ। অথবা তার অভ্যন্তরে এমন কোন শক্তি সঞ্চারিতা যে, বৃদ্ধের সহিত দুই একটা কথা না কহাইয়া তাহাকে নড়ায় কার সাধ্য ? নিরঞ্জন ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, যুবকও ঘুরিয়া ঘুরিয়া সম্মুখে আসিল। নিরঞ্জন আবার ফিরিলেন, যুবকও আবার ঘুরিল। নিরঞ্জনের জ্ঞান-বার্দ্ধক্যপিষ্ট ক্রোধ একবার হৃদয় মাঝে গাঝাড়া দিল। পদাভিমান নিরঞ্জনের অন্যমনস্কতার অবকাশে, সেই ক্রোধকে মুক্ত করিবার সাহায্য করিতে টান দিল। ক্রোধ মুক্তি পাইয়া কণ্ঠে আসিল, নিরঞ্জনের প্রতিজ্ঞা টলিল। নদীতটোত্থিতা প্রাতঃস্নাতা গৃহপ্রতিগমনশীলা ললনাকুলের দ্রুত পাদবিক্ষেপজ, সিক্ত বস্ত্রের ঝপর ঝপর শব্দ, শান্ত শৈবলিনীর তরঙ্গজননী বাষ্পীয় তরণীর চাপল্যদ্যোতক ঘাঁস ঘাঁস শব্দ, আর পোর্ট-কমিশনারকীর্ত্তি কর্ণে তাবাদাত্রী হুইসলবাদিনী লোকো-মোটিভ (locomotive) ভস্ ভস্ শব্দ—এই ত্রিগুণাত্মক শব্দের পেষণে নিরঞ্জনের গলা আল্গা হইয়া গেল। দ্বাররক্ষী দন্তপংক্তি কণ্ঠনির্ম্মুক্ত রিপুরাজকে বহির্গমনে বাধা দিবার জন্য পরস্পর সংলগ্ন হইয়া তাহার সহিত কুস্তি আরম্ভ করিল। কিন্তু ধারকরা (mercenary) সৈন্য কতক্ষণ বীর শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারে ? বাঁধান দাঁত দুই এক বার কড় কড় করিল এই মাত্র, তার পর সব ফাঁক। দন্তপংক্তি হস্তাগ্রে, ক্রোধ একেবারে রসনাগ্রে। বলিলেন, "তোমাকে সভ্যভব্যের ন্যায় দেখিতেছি, কিন্তু তোমার আচরণ দেখিয়া আমার বিপরীত বোধ হইয়াছে।"

যুবক। আজ্ঞে, আপনার যাহা বোধ হইয়াছে, তাহা অনেকটা সত্য। অনেকটা কেন পৌনে পোনের আনা সত্য, তাই বা কেন, একেবারে পুরা ষোল আনাই সত্য।

যুবক সরল প্রাণে কহিল কি না, যুবকই জানে; আর জানে তার স্রষ্টা। কিন্তু সে কথা নিরঞ্জনের আদৌ ভাল লাগিল না। নিরঞ্জনের বোধ হইল, যেন কথাটা রহস্যের ছলেই বলা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহারও রহস্য করিবার একটু ইচ্ছা হইল এবং পুলিসের রহস্যময় হস্তে সেই রহস্য বুঝাইবার ভার ন্যস্ত করিবার অভিলাষটাও সেই সঙ্গে জাগিয়া উঠিল।

কল্পনা ইচ্ছাসহচরী। নিরঞ্জন যেই মনে করিলেন, বিরক্তিকর যুবকটাকে পুলিসে দিব, অমনই তিনি যেন একটা লাল পাগড়ী দেখিতে পাইলেন। যেমন লাল পাগড়ী দেখা, অমনই লাল পাগড়ীর সেই ভীষণ লোকালয়ের সুন্দরবন, অশ্বত্থবটসহকারবেষ্টিত, রক্তিম, মহাকুমার কাছারীটিও চোখের উপর আসিয়া পড়িল। রাঘব-বোয়ালই যদি দৃষ্টিজালে পড়িল, তবে তার উদরগত রোহিত শফরী, এরাই বা বাকি থাকে কেন ? আশ্রয়স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে একে একে তাহারাও আসিয়া উপস্থিত হইল। নিরঞ্জন দেখিলেন, বামে দক্ষিণে শামলা, সম্মুখে কাঠগড়া, তন্মধ্যে বিচারপ্রেমাসক্ত বেপথুমান আসামী, উপরে পাখা, নীচে মঞ্চ, হস্তে অশনিরূপিণী লেখনী, তৎপার্শ্বে বিষভরা মসীপাত্র, আর চারি ধারে কেবল বদ্ধাঞ্জলি। মঞ্চের উপরে মামমন্নী, বিভীষিকাময়ী, পয়োমুখী গরালোদরী নিজের হাকিমশ্রী! সেটাও সময় পাইয়া নিরঞ্জনের কল্পনাপথে চোলডিগ্‌ডিগ্‌ খেলিতে লাগিল। ভাবাবেশে নিরঞ্জন বিচার আরম্ভ করিলেন;—"তোমার নাম ?"

যুবক। আমার নাম লয়।

নিরঞ্জন। পিতার নাম ?

যুবক। আজ্ঞে, বিশ্ব,—মাতার নাম বিষ্ণা।

নিরঞ্জন। জাতি।

যুবক। আজ্ঞে, কি এক সামান্য অপরাধে আমার পিতার জাতি গিয়াছে।

নিরঞ্জন। এখন বল তুমি দোষী কি না!

যুবক। দোষী!—আমি!—আমি কেন দোষী হব? আমি সকলের আগে গিয়াছিলাম।

নিরঞ্জন। সকলের আগে গিয়াছিলাম!—এ কথার অর্থ কি?

যুবক। আজ্ঞে, এ কথার অর্থ এই, আমি যখন গিয়াছিলাম, তখন সেখানে আর কেহ ছিল না।

"কেহ ছিল না—কেহ ছিল না?"—বলিতে বলিতে আর এক যুবক কোথা হইতে যেন কেমন করিয়া ছুটিয়া আসিল; আসিয়া নিরঞ্জনের মুখপানে চাহিয়া আবার বলিল, "শুধু এর কথা শুনিয়া আপনি রায় দিবেন না। আমি সাক্ষী আনিতেছি। এই গিল্টী, আমি নট্ গিল্টী—(not guilty) আমি সকলের আগে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিলাম। তখন কাক পর্য্যন্ত ডাকে নাই, চোর পর্য্যন্ত জাগে নাই পুলিস পর্য্যন্ত ভাগে নাই, সাহেব পর্য্যন্ত রাগে নাই! এমন কি, বাঙ্গালা সংবাদপত্র তখনও পর্য্যন্ত পরনিন্দা ছাড়ে নাই। এমনই ঘোর রাত্রিতে আমি বাহির হইয়াছিলাম। তা হইলে বলুন দেখি, আমি দোষী কি এই দোষী। মহাশয় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বিচার করিয়া আসিয়াছেন। সাহেবে আপনাকে 'গ্যাসকোইন' বলিয়াছে, বাঙ্গালীতে বলিয়াছে 'কালাপাহাড়'। আপনার ন্যায় মহাত্মার কাছে এই ব্যক্তি মিথ্যা কথা কহিয়া নিস্তার পাইবে?—এই আমার সাক্ষী আসিতেছে।" হেলিতে হেলিতে, দুলিতে দুলিতে সাক্ষিপ্রবর আসিয়া উপস্থিত হইল।

নিরঞ্জন ভাবিলেন, এ কয়টা লোকই পাগল হইয়াছে। ইহাদিগকে যেমন করিয়াই হউক গরাদে পুরিতে হইবেই হইবে। ক্রোধ-বিকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—"দেখ, তোমাদের সকলকেই আমি উপযুক্ত শাস্তি দিব, তোমরা পথে অবৈধ জনতা করিয়া আমার বিশ্রাম-সুখ নষ্ট করিতেছ। বেলা হইয়া গেল, তথাপি আমাকে বাড়ী যাইতে দিতেছ না।"

সাক্ষী। বেশ, বাড়ীই চলুন, সেই স্থানেই ইহাদের বিবাদের একটা হেস্ত নেস্ত করুন। সেই স্থানে বিশ্রামসুখও ভোগ করিবেন, আর বিচারও করিবেন। আমাদের আপনি চিনিতে পারিতেছেন না। আমরা সকলেই আপনার আত্মীয়। ওই যে আপনার ফ্রেণ্ড আসিতেছেন, উনি আমাদিগের এ মোকর্দ্দমার বিচার করিতে অক্ষম হইয়া আপনার কাছে পাঠাইয়াছেন।

নিরঞ্জন দেখিলেন, যথার্থই তাঁহার বাল্য-বন্ধু সমধর্ম্মী চৌজদার সাহেবও ডায়াবিটিস জীর্ণ করিবার জন্য প্রাতর্ভ্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছেন! কিন্তু এখনও ত বন্ধুবর বহু দূরে লিলি করিতেছেন! এতক্ষণ কি করিয়া নীরব থাকিবেন! তাই বলিলেন, "তোমাদের বক্তব্য কি? তোমাদের কথা আমি এক বর্ণও বুঝিতে পারিতেছি না।

সাক্ষী। আমি বুঝাইয়া দিতেছি!

নিরঞ্জন। তুমি কে?

সাক্ষী। আজ্ঞে, আমি প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ। আপনি হাকিম জাতির ড্যানিয়েল। সুতরাং আমি—আপনি বুঝিয়া লউন আমরা ককেসিয়ান জাতির ইণ্ডো-এরিয়ান শাখা। আমাদের পেশার কথা শুনিলে আপনার চক্ষে জল আসিবে। আমাদের এক প্রস্তুত পুরাণে পিষিয়াছে, এক প্রস্তুত ইতিহাসে পিষিয়াছে, শেষে প্রত্নতত্ত্ববিদে পিষিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা জীবদ্দশায় সাহেবের লাথিতে পিষ্ট হইতেছি, মরিলেই খ্যাতি-রস পান করিয়া সংবাদপত্রের কলেবর পুষ্ট করিব।

নিরঞ্জন। তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যাও। না যাও ত, পাহারাওয়ালা ডাকাইয়া দূর করিয়া দিব।

সাক্ষী। আজ্ঞে, তাই দিন। নহিলে আমি নিজে যে যাই, সেরূপ একটা চেষ্টা দেখিতে পাইতেছি না। আমাকে প্রহার করুন, অথবা পাহারাওয়ালার সেই দুর্ব্বল-নাশন বেটন দিয়া আমার অস্থিপঞ্জর ভাঙ্গিয়া দিন। আপনাকে দেখিয়া আমার প্রাণে একটা প্রবলা ভক্তি আসিয়াছে। আমি সেই ভক্তিতরঙ্গ ঠেলিয়া পলায়ন-নদীতীরে পৌঁছিতে পারিতেছি না।

নিরঞ্জন দেখিলেন—সাক্ষীর হাতনাড়া, মুখনাড়া, মৃদু হাসি—সব দেখিলেন। আর ভাবিলেন, এ কি বিষম বিপদ উপস্থিত! কেমন করিয়া এর হাত হইতে নিস্তার পাই?

সাক্ষী দুই একটা ঢোক গিলিয়া গিলিয়া আবার আরম্ভ করিল—"তবে এইমাত্র অনুরোধ, আমার উপর ক্রোধ করিবেন না। আমি কেবল সাক্ষী, আসামীও নই, ফরিয়াদীও নই। শুধু সাক্ষী—

হতভাগা সাক্ষী। আমি বামন, আর তিনি ঝাউগাছের কল। আমি ঘোরলা, আর তিনি বড় কানকোময়ী 'কই'। কাজেই এ ভাগ্যহীন পাঁটী গন্ধ হইতে আপনি নিরুদ্বেগের সনন্দ পাইতে পারেন। তাহার উপরে আপনার ও আমার ভিতরে একটা বন্ধনীর আবির্ভাব হইয়াছে। কবি কালিদাস বলিয়াছেন ”

নিরঞ্জন। “কি পাষণ্ড! আবার কবিতা?” এই বলিয়াই তাহার মস্তকে প্রহার করিবার জন্য যষ্টি উত্তোলন করিলেন।

সাক্ষী। আজ্ঞে কবিতা—এখন প্রহার করিবেন না। আর একটু অপেক্ষা করুন। কবিতা শুনিলে ও তাহার অর্থ বুঝিলে আপনি আমাকে প্রহার করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন। তখন আপনি যতই মারিবেন। ততই আপনার আনন্দ বাড়িবে। যাবজ্জীবন এই পৃষ্ঠে ছড়ি পড়িলেও আপনার হাতে ব্যথা হইবে না। কবিতাটি এই;—“সম্বন্ধমালাপনপূর্ব্বমাহুঃ।” অর্থাৎ আলাপ করিবার পরেই সম্বন্ধ। আপনি যে দণ্ডে আলাপ করিয়াছেন, তার পরক্ষণেই সম্বন্ধী হইয়াছেন। সুতরাং কোন দিকেই আমা হইতে আপনার অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। তবে ইহাদের মধ্যে এই বাবুটিই দোষী। কেন না, ইনিই প্রথমে “কই” খালি ছিঁড়িয়া পথে খই ছড়াইয়াছেন।

“কি—আমি দোষী?” এই বলিয়াই প্রথম যুবক সাক্ষীর পৃষ্ঠে একটা মুষ্ট্যাঘাত করিল।

তখন সাক্ষী সস্মিতবদনে নিরঞ্জনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—“এই দেখুন, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি উঁহার দুষ্কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, উনি সেই অপরাধে আমার পৃষ্ঠে মুষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। আহা! ওঁর ননী মাখন-মাখা হাত কতই কোমল, আর কোড়ায় কোড়ায় কড়া পড়িয়া আমার পিঠ কতই কঠিন! ওঁর হাতে কতই না আঘাত লাগিল!”

দ্বিতীয় যুবক তাহা দেখিয়া নিরঞ্জনকে সম্বোধন করিয়া বলিল—“দেখুন বাহাদুর, লোকটা কত বড় বেয়াদব দেখুন।”

নিরঞ্জন। জীবনে প্রথম দেখিলেন, পথমধ্যে সর্ব্বসমক্ষে নিরপরাধে অপমানিত হইয়া প্রতিকার সামর্থ্যসত্ত্বে এক জন লোকে হাসিল। নিরঞ্জন তার মুখে ক্রোধের চিহ্নও দেখিলেন না।

একটা লোক হাসিল। মার খাইয়া চোখ রাঙাইল না, গালাগালি দিল না, উকিল ডাকিল না, সমন বাহির করিল না, আমি হাকিম দাঁড়াইয়া আছি, আমার কাছেও প্রতিকার চাহিল না—শুধু মুখ মুচকিয়া হাসিল!—নিরঞ্জন তখন তাহার মুখখানা যেন কেমন কেমন দেখিলেন। দেখিলেন, তার সৌম্য শান্ত বদন, দেখিলেন তার সরলতা-মাখা নয়ন, আর দেখিলেন চক্ষুদ্বার ভেদ করিয়া তাহার বিশাল বক্ষের আবরণে ঢাকা সেই রমণীকোমল হৃদয়। আহা, সে হৃদয় কি সুন্দর! নিরঞ্জন প্রথমে বুঝিলেন, কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া কখন কখন আসামীও হাকিমের বিচার করিতে পারে।

নিরঞ্জন চিত্তসংযম না শিখিলে হয় ত তাহার গলা জড়াইয়া বলিয়া ফেলিতেন,—

“বঁধু! কি আর বলিব আমি?
জনমে জনমে মরণে মরণে
প্রাণনাথ হইও তুমি!”

তাহা না করিয়া সেই উদ্ধত প্রহারকারী যুবকটাকে তিরস্কার করিলেন। তাহার তিরস্কারে প্রশ্রয় পাইয়া দ্বিতীয় যুবক সাক্ষীর হইয়া প্রথমকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। তখন দুই জনে আবার লড়াই বাধিয়া গেল। নিরঞ্জন প্রাণপণ চীৎকারে পাহারাওয়ালাকে ডাকিলেন। এক দিক্ হইতে পাহারাওয়ালা, অন্য দিক্ হইতে মিষ্টার চোঙদার আসিয়া পড়িলেন। চোঙদার আসিয়াই নিরঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“মিষ্টার সেন, ব্যাপার কি?”

নিরঞ্জন তাহার উত্তর দিতে অবকাশ পাইলেন না। পাহারাওয়ালাকে বলিলেন—“এই দো আদমিকো পাকোড়ো।”

পাহারাওয়ালা আসিয়া যোদ্ধ্‌যুগলকে দেখিয়া থতমত খাইয়া গেল। নিরঞ্জন তার আচরণে প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় গন্‌গন করিয়া বলিলেন—“ক্যা দেখতা হ্যায় গাধা! জলদি পাকড় কর।”

পাহারাওয়ালা কিছুই না করিয়া কেবল সেলাম ঠুকিতে লাগিল। আর বলিল,—“হুজুর, উভো অনাহারী হুজুরকো লেড়কা হয়।”

নিরঞ্জন সে কথায় কান দিলেন না; রুক্ষতর স্বরে বলিলেন—“জলদি পাকাড় কর।”

চোঙদার বলিলেন—“আরে ভাই, রাগ করিও না, থামো থামো।” তখন নিরঞ্জন বলেন, পাকাড়ো পাকাড়ো; চোঙদার বলে, থামো থামো; যোদ্ধ্‌দ্বয় বগে,

ড্যামড্যাম, সাক্ষী বলে, কর কি, কর কি; পাহারাওয়ালা বলে, আরে বাবু আরে বাবু জখম হোগা।

দেখিতে দেখিতে লোক জমিয়া গেল। তাহারা বলে লাগাও লাগাও! চোঙদার মাঝে পড়িয়া, "যেতে দাও যেতে দাও" বলিতে বলিতে উভয়ের বিবাদ মিটাইয়া দিলেন। বাহিরের বিবাদ থামিয়া গেল। তবে যা একটু আধটু গোলমাল রহিল, তাহা কেবল পাহারাওয়ালার জনতাভঙ্গের জন্য! কিন্তু নিরঞ্জনের অভ্যন্তরে নানাজাতীয় চিন্তা আসিয়া বিবাদ আরম্ভ করিল।

সাক্ষী তখন বলিল, "আপনি আর দাঁড়াইয়া কি করিবেন, ঘরে যান, ইহাদের বিবাদ মিটিবে না।"

চোঙদার বলিলেন "না ভাই, এ বিবাদ মিটিবার নয়। তুমি ঘরে গিয়া বিশ্রাম কর।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "কিসের বিবাদ?—কিসের দোষ?"

চোঙদার। এই ত দাদা, তুমিও সময় বুঝিয়া নেকা হইলে!

নিরঞ্জন। সত্য চোঙদার, আমি কিছুই জানি না। আমি এই নব্য যুবকদের আচরণ দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি।

চোঙ। এ দু'টি যুবক তোমারই দু'টি বন্ধুর পুত্র। এই বলিয়া চোঙদার নিরঞ্জনের কানে কানে কি বলিল। নিরঞ্জন সেই নীরব কথা শুনিয়া কেবল একটি সশব্দ হাঁ করিলেন। তার পর বলিলেন—"তা দু'জনে পরস্পরে বিবাদ করিতেছে কেন?"

চোঙ। এক বিষম "কই" বাহির হইয়াই ইহাদের মাথায় দই ঢালিয়া দিয়াছে। এরা আগে ছিল দুই বন্ধু। মাথায় দই পড়িবার পর হইতেই, ইহাদের মধুর প্রেম টকিয়া গিয়াছে। এ বিবাদ হইত না, ইহারা ঝগড়ার আগে যদি আমার কাছে আসিত। যাও ভাই, বেলা হইয়াছে। উহাদের বিবাদ সহজে মিটিবে না। তবে যদি এই তোমার আত্মীয়।—

নিরু। আত্মীয়!

চোঙ। আত্মীয় কেন; একরকম ঘরের লোক—চোঙদার আরও বলিতে যাইতেছিল, সাক্ষীর ইঙ্গিতে চুপ করিল এবং নিরঞ্জনের হস্তকম্পন করিয়া চলিয়া গেল। যুবকদ্বয়ও অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল। সাক্ষী গঙ্গাতীরে বসিয়া একটা জেটীর উপর উঠিয়া গান ধরিতে লাগিল,—

"ওরে আমার কই।
যাইয়েরে তুমি উঠলে ভেসে,
চলে গেলে কোন্ সোনার দেশে,
খুঁজতে গেলে বেজার ফুলে ঢোলের মত হই।
খাপি খাওয়া হয় না তজম কর ঘোদের জল সই॥

সাক্ষী সেই গান শুনিয়াই কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিল। নিরঞ্জন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন, তাহার গান শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। "এ কণ্ঠস্বর যে শুনিয়াছি! দূরের সঙ্গীত-মূর্ত্তিতে মাঝে মাঝে এই গান আমাকে অস্থির করিয়া তুলে।—সে কি এই সাক্ষী? সাক্ষী কি অন্তর্যামী? না, হইল না,—গৃহে যাওয়া হইল না। সাক্ষীকে গ্রেপ্তার না করিয়া, গৃহে ফিরিব না। "সাক্ষী সাক্ষী"—জেটীর কাছে গিয়া নিরঞ্জন চীৎকার করিলেন। কিন্তু কই সাক্ষী, কোথা সাক্ষী—কোথা হইতে আসিল—কোথায় গেল!

নিরঞ্জন তাহার আচরণে বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন, এমন কি যষ্টি পর্য্যন্ত তুলিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে সেই যষ্টি তাঁহার ক্রোধের উপর এমন প্রহার করিয়াছে যে, তাঁহার হৃদয় এখন "নলিনীদলগতজলমিব তরলং।" নিরঞ্জন এখন সাক্ষীর প্রেমে আকৃষ্ট। নিরঞ্জন এখন নদী, সাক্ষী সাগর; নিরঞ্জন রাধা, সাক্ষী কৃষ্ণ। "সাক্ষী সাক্ষী" করিয়া নিরঞ্জন জেটীবনে কত ঘুরিলেন, দেখা পাইলেন না। শেষে মান করিয়া ঘরে ফিরিতে লাগিলেন। মনে মনে বলিলেন, সাক্ষী যাইবে কোথায়? সে যে আমার বাল্যসখা চোঙদারের পরিচিত।

তা যাউক, এ কি! চোঙদারই বা কি বলিল? সেই দুই জন যুবকই বা আমার সম্মুখে কি নাটকের অভিনয় করিল? তাহাদের এক কথাও যে বুঝিতে পারিলাম না। তাহারা কি কাননিকাকে বিয়ে করিবার জন্যই খুনোখুনি করিতেছে! কি, আমার কাননী বিয়ে পাশ দিয়া এম, এ হইবার দাবী করিতেছে, আর আমি কি না সেই মহীয়সী বিদুষীকে ছোট করিয়া বিয়ে করিব। দেশ জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইয়া যাক, কাননীকে আমি সধবা হইতে দিব না। কিন্তু হায়! সেই 'কই'। সে 'কই' কোন্ সরোবরে সাঁতার কাটিতেছে?

ও কি! ওই বই-ফিরিওয়ালা কি বলিতেছে! "হায় কলির এ কি গুণ, এক কবিতায় পাঁচটা খুন। —এক এক পয়সা।"—নিরঞ্জনের অন্যমনস্কতায়

পকেটে হাত পড়িল। তাহা হইতে একটা পয়সা বাহির হইল। আর তার বিনিময়ে তাহার হাতে সেই এক পয়সার বইখানি আসিল। প্রথম পাত খুলিয়া দেখেন, লেখা রহিয়াছে—কি লেখা রহিয়াছে? অরুণ জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া নিরঞ্জনের দৃষ্টি অবরোধ করিতে বইয়ের প্রথম পত্রেই প্রথম ছত্রেই ও কি লেখা রহিয়াছে? "ডেপুটীকুল-ধুরন্ধর নিরঞ্জন সেনের জগদ্ধাত্রী দৌহিত্রী কবি কাননিকা বাগ্‌ভট কই—"

মহাক্রোধে নিরঞ্জন বইখানা দূরে নিক্ষেপ করিতে যাইতেছেন, সহসা হাতখানা একটা নরস্তম্ভে আহত হইল।

নিরঞ্জন। কে তুমি?

স্তম্ভ। আজ্ঞে আমি সম্পাদক।

নিরঞ্জন। ইংরাজী?

স্তম্ভ। বিজাতীয় ভাষায় কে কবে মনোভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে? আমরা অর্থলোভ, পদলোভ, আশালোভ, সমস্ত ত্যাগ করিয়া দুঃখিনী, কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টাই আনন্দদায়িনী শতগ্রন্থিবাসা মাতৃভাষার সেবা করিতেছি।

নিরঞ্জন। কাগজে গাল পাড়িয়া রাগ মরে নাই, তাই কি সুমুখে গালাগালি দিতে আসা হইয়াছে?

স্তম্ভ। আজ্ঞে, আড়ালে যা করিয়াছি তা করিয়াছি। আপনার সুমুখে যশোগান করিতে আসিয়াছি।

নিরঞ্জন। যাও যাও, আমার সুমুখ হইতে দূর হইয়া যাও।

স্তম্ভ। আজ্ঞে রাগ করিবেন না। এই দেখুন, যোখরা মারিতে হয় মারুন, পায়ে রাখিতে হয় রাখুন। এই বলিয়া স্তম্ভ একখানা পুস্তক নিরঞ্জনের মুখের কাছে ধারল।

নিরঞ্জন। এ কি?

স্তম্ভ। কাননিকা দেবীর পুস্তকের সমালোচনা।

নিরঞ্জন। বই কই?

স্তম্ভ। আজ্ঞে!

নিরঞ্জন। আজ্ঞে কি? বই কই?

স্তম্ভ। আজ্ঞে—

নিরঞ্জন। কি বিপদ! তুমি কোথাকার গণ্ডমূর্খ! সমালোচনা ত দেখিতেছি, কিন্তু বই কই?

স্তম্ভ। আজ্ঞে, বই ত আপনার ঘরে! বইএর নাম কই! কেন, আপনি কি তাহা পড়েন নাই? এক মাসে তার ত্রিশ সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। সেই যে দুই জন বাবু সর্ব্বপ্রথমে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিল, তাহারাই একখানা বই লইয়া মারামারি করিয়াছিল। কিন্তু আমি তেমন অসভ্য নই। আমি দূর হইতে দেখিতেছিলাম, আর তাহাদের গালাগালি "নোট" করিতেছিলাম।

নিরঞ্জন তখন ব্যাপারটা একটু একটু বুঝিতে পারিলেন। তিনি গম্ভীর ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সম্পাদক ইত্যবসরে তাঁহার পা দুটা জড়াইয়া ধরিল। "হাঁ হাঁ—কর কি কর কি!"—বলিতে বলিতে মুখ ফিরাইয়া যেমন তিনি চলিয়া যাইবেন, অমনি আর এক জনের ঘাড়ে পড়িলেন।

নিরঞ্জন। তুমি আবার কে?

জন। আজ্ঞে আমি।

নিরঞ্জন। আজ্ঞে আমি!—আমি কি?

জন। আজ্ঞে আমি একমেবাদ্বিতীয়ম্, সিবিল সার্ভিস দিতে বিলাত গিয়াছিলাম। তার পর ফেল হইয়া বারে জয়েন করিয়াছি।

নিরঞ্জন। তাতে আমার কি?

জন। আপনার যথেষ্ট। আমি উচ্চবংশোদ্ভব।

নিরঞ্জন। আমি না হয় নীচবংশোদ্ভব—আমাকে কি সেশনে দিতে হইবে?

জন। আজ্ঞে, অমন কথা বলিবেন না, আপনি দেবতা। আমি অতি পরিশ্রমী, আর আমার চরিত্রের বিরুদ্ধে কেহ কখন কিছু জানে না।

নিরঞ্জন। বটে! তবে ত তুমি সেণ্টপল হে। কিন্তু সেণ্টপলের এমন অসময় পবলিক প্লেসে (pablic place) আবির্ভাব হইল কেন? আমাকে কি কনভর্ট (convert) করিতে হইবে?

জন। আজ্ঞে আমি ভাল ক্রিকেটিয়ার, ভালতর সওয়ার, ভালতম বেঞ্জুনিষ্ট। আমি উত্তম গাহিতে পারি, ভাল 'পলকা' নাচ নাচিতে পারি। আর 'বলে'র কথা ত বুঝিয়াছেন—আপনি পড়িতে পড়িতে আমি ধরিয়া ফেলিয়াছি।

নিরঞ্জন হতাশ চক্ষে চারি ধারে চাহিলেন। তাঁহার প্রাণ নীরব হইয়া আসিতেছে। কে তাঁহার হইয়া এ পাগলের কথার উত্তর করিবে?

দূরে একটি নবীন সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া ছিল। সেই অন্তর্যামী-সন্ন্যাসী তাঁর মনোভাব বুঝিয়াই যেন বলিল,

"ওর কথায় বিশ্বাস করিবেন না ওর একটি বিবাহ আছে।"

জন। আমি সেই অস্পর্শীয়া অশিক্ষিতাকে ডাইভোর্স (divorce) করিব।

সন্ন্যাসী। আমায় একবার দেখুন, আমি ঘর বাড়ী সব ত্যাগ করিয়াছি, গেরুয়া ধরিয়াছি। কে আজ এ দশা করিয়াছে? দেখুন, একবার দেখুন, একবার দেখুন, আমার কি চেহারা হইয়াছে! আমার বাড়ী, আমার ঘর—কিন্তু হায়! আমি আজ কোথায়?

বুদ্ধিমান্ নিরঞ্জন এক্ষণে সমস্ত বুঝিলেন। বুঝিয়াই হনহন করিয়া বাড়ী চলিলেন। চারি দিকে—আহা উহু হায় হায়, রে রে, গেলাম মলাম, কিচির মিচির, ড্যাম ভিলেন, টিপটাপ শব্দ শুনিতে পাইলেন। কিন্তু আর কোনও দিকে তিনি মুখ ফিরাইলেন না।—ঘরে গিয়া একেবারে সোফায় শুইয়া চাকরকে বলিলেন, 'জল দে।' কিন্তু জল কই? এ সংসার যে মরীচিকা। নিরঞ্জন জল বিনা টা টা করিতে লাগিলেন।

পত্রিকা।

জল আসিল না, রাশি রাশি পত্রিকা কোথা হইতে যেন আসিয়া ঝুর ঝুর করিয়া নিরঞ্জনের সম্মুখে পড়িতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল যেন, নিরঞ্জনকে লজ্জার "হরিণবাড়ীর" মধ্যে কয়েদ করিয়া রাখিবার জন্য দেবকন্যাগণ নীল গগন হইতে লাজবর্ষণ করিতেছে।

নিরঞ্জন সেই গুলি কুড়াইয়া লইলেন। দেখিলেন, কাহারও উপরে কবি-কুমারী। ছন্দোবন্ধননিপুণ কোন লেখক পত্রের শিরোনামে লিখিয়াছেন, উদ্‌ভট্ কবি বাগ্‌ভট্। চটুলচাটুপটু কোন প্রেমিকার হাত হইতে বাহির হইয়াছে, রমণীকুলতিলকা কবি-কাননিকা। কেবল খান কয়েক পত্র ভামিনীর, আর এক পত্র তাঁহার নিজের।

নিরঞ্জন অগ্রে নিজের পত্রখানি পড়িলেন।

১ম পত্র

নমস্কার নিবেদনং

নীরবতাই প্রাণের কথা। ভালবাসা আপনাকে চেনে না, আপনাকে চিনাইবারও কৌশল জানে না, আপনি বুঝিয়া সুঝিয়া কাজ করিবেন। আজ প্রাতঃকালে বোধ হয়, সহস্র পত্রকুসুম আপনার পাদমূলে পতিত হইবে! তাহাদের প্রাণোন্মাদক গন্ধে হয় ত আপনাকে উন্মত্ত করিবে। সাবধান, বিচলিত হইবেন না। অনেক "আপনার লোক" চারি ধার হইতে আসিয়া আপনাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইবে। চক্রব্যূহ ভেদ করিতে আপনি সমর্থ হইবেন কি?—"আপনার লোক" খুঁজিতে হয়। আপন হইতে আপনার, সেই ভালবাসাময় পরম প্রেমিক পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে খুঁজিতে পৃথিবীর মানব সৃষ্টিকাল হইতে আজীবন পরিশ্রম করিতেছে। অধিক আর কি বলিব? এইখানে আমার চক্ষে জল আসিল। কাগজ ভিজিল, আপনি বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত, সেই জন্য এই অজ্ঞাতকুলশীল আজি হইতে নীরব হইল।

অনুগ্রহভিখারিণঃ
কস্যচিৎ অজ্ঞাতভাগ্যস্য

নিরঞ্জনের বিস্ময়ের নেশা কাটিয়া গিয়াছে। অনেক বার বিস্মিত হইয়াছেন, আবার বিস্মিত হইলে ভাষা হইতে সমস্ত বিস্ময়ের খরচ হইয়া অভিধান হইতেও যে কথাটা উঠিয়া যাইবে! বিস্ময়ের পরিবর্তে তাঁহার কৌতূহল হইল। কৌতূহলপরবশ হইয়া ভাবিলেন, অদৃষ্টে যা থাকে, আজ সমস্ত চিঠি পাঠ করিব।

এই ভাবিয়া ভামিনীমণির চিঠি খুলিলেন। চাকর বটু চা লইয়া উপস্থিত হইল। নিরঞ্জন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত চিঠি আজ কে পাঠাইল, বলিতে পারিস?

চাকর বলিল, "কতকগুলা, ডাকহরকরা দিয়া গিয়াছে, কতকগুলা বেয়ারায় আনিয়াছে, কতকগুলা বাবুরা আমার কাছে গচ্ছিত রাখিয়াছে, আর কতকগুলা কেমন করিয়া পাইয়াছি মনে নাই, আর কতকগুলার কথা মনে আসিতে আসিতে আসিতেছে না।

নিরঞ্জন। আর কতকগুলা?

চাকর। আজ্ঞে, সেগুলা এখনও আসে নাই।

নিরঞ্জন। আর কতকগুলা?

চাকর। আজ্ঞে, সেগুলার মধ্যে কতকগুলা লেখা হইতেছে, কতকগুলার এখনও কাটাকুটি চলিতেছে, আর কতকগুলার কাগজের জন্য বালির কলে চিঠি গিয়াছে!

নিরঞ্জন। আর তোমার মুণ্ডপাত হইতে যে এখনও বাকী রহিয়াছে।

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে নিরঞ্জন দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

বটু মস্তক অবনত করিল, আর বলিল,—"চা ঠাণ্ডা হইয়া যায়।"

নিরঞ্জন কি বুঝিয়া আবার বসিলেন,—চাকরকে আর প্রহার করিলেন না। বলিলেন, "চা রাখিয়া চলিয়া যা।"

বটু আদেশ পালন করিল। নিরঞ্জন আবার পত্রপাঠ আরম্ভ করিলেন।

(২য় পত্র)

প্রিয় সখী ভামু!

এই অভাগিনী লেখিকাকে চিনিতে পার কি? আর কেমন করিয়াই বা চিনিবে!—সেই সেকাল আর একাল। ত্রিশ বৎসর আমি তোমা হইতে বিচ্ছিন্না। কিন্তু ভাই, মনে পড়ে কি? মনে পড়ে কি, সেই তোমার আমার মানস-রচিত অচ্ছোদ-সরোবর! যে সরোবরের তীরে নবাগতযৌবনা দুইটি সখী, হাতধরাধরি—উপরে আকাশ, নীচে বসুমতী। আকাশে নক্ষত্র স্নিগ্ধোজ্জ্বল, অগণ্য অনন্ত—ভূমে তৃণ-ক্ষেত্র—সুদূরবিস্তৃত শ্যামল সুন্দর! মনে পড়ে কি, অচ্ছোদের সে ঢল ঢল নীলজল? নীলাম্বরী প্রকৃতির গায়ে সোহাগ করিয়া, জলের উপর জল, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ দিয়া, সেই অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত কুমুদ-কহ্লারকে বলিতেছে, চাঁদ আসিতে এখনও দেরী আছে। চারি ধারে সুন্দরে সুন্দরে মেশামিশি। দুইটি ক্ষুদ্র বালিকার প্রাণে আশার রাশি। তাহাদের চক্ষে তখন সকলি সুন্দর—চাঁদ সুন্দর, আঁধার সুন্দর, ধরণী সুন্দর, শূন্য সুন্দর। এই সকল সুন্দরের মধ্যে দুইটি সুন্দর বালিকা আরও কি সুন্দরের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, মনে পড়ে কি? ভাই! সেই অচ্ছোদ-তীরে কার সঙ্গে কবে কার প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল? মহাশ্বেতে! কোথায় সেই পুণ্ডরীক? আর আমি অভাগিনী কাদম্বরী—কোথায় আমার চন্দ্রাপীড়? তুমি চাহিতে সরসীজলে, আমি চাহিতাম নভোমণ্ডলে। প্রিয়সখী ভামু! আর একবার জিজ্ঞাসা করি, মনে পড়ে কি?—ভাই, মানব-জীবন চোখ বুজিয়া দেখিতে বড়ই সুন্দর, কিন্তু একবার আঁখি মেলিয়া চাহিয়া দেখিলে কি তাই? তুমি কোথায়—আমি কোথায়? তোমার দাম্ভিক পিতা (ভাই রাগ করিও না) তোমায় কোথায় রাখিয়াছে, আমার মূর্খ পিতা আমায় কোথায় ফেলিয়া দিয়াছে! যা হইবার তা হইয়া গিয়াছে! এখনও একটি কথা জানিতে ইচ্ছা করি। তোমার নাকি একটি ভুবনমোহিনী কন্যা হইয়াছে! তার রূপগুণে নাকি সমস্ত বঙ্গ পাগল! ভাই, আমারও একটি ভুবনমোহন পুত্র আছে। তার রূপগুণে সমস্ত বাঙ্গালা না হউক, অন্ততঃ আধাআধি পাগল—বিশেষতঃ শিক্ষিত-শিক্ষিতামণ্ডলের ভিতর পাগলত্বটা কিছু বেশী ছড়াইয়া পড়িয়াছে! ভাই, আবার কি তোমার অভাগিনী সখীকে তোমার আদরের ঘরের এক কোণে স্থান দিবে? আমার পুত্র ও তোমার কন্যা দুইটি সুন্দর একসঙ্গে করিয়া, সুন্দর দেখিবার সাধ মিটাইবে?—প্রিয় সখী, আমাদের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়া উঠিল না, এস না আমরা সেই অমূল্য সামগ্রীটি দুইটি যুবক-যুবতীকে দিয়া, কঠোর বিধাতার উপযুক্ত শাস্তিবিধান করি। ভাই, বিধাতা আমাদের যে দুঃখ দিয়াছে, তুমি না হইলে আর কেহ তাহাকে জব্দ করিতে পারিবে না। তোমার পিতা বিধাতার উকীল হইয়া এবারেও যদি এ বিবাহে প্রতিবন্ধক হন, তাঁহাকে বলিও, আমার পুত্র উচ্চবংশোদ্ভব,—অর্থাৎ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের ছেলে। আমার রাশি রাশি ভালবাসা পাঠাইলাম। তুমি যত পার দিও। অবশিষ্ট যাহা থাকে, তোমার ভগিনীদ্বয় ও তাহাদের কন্যাগুলিকে দিও। তোমার প্রিয় পিতাকে একটু আধটু দিলেও দিতে পারে। কেন না, তিনি তোমার মত প্রেমময়ীর পিতা।

পুরাতন প্রণয়ে নূতন করিয়া ভিখারিণী

অভাগিনী নির্ঝরিণী।

পত্র পাঠ করিয়া নিরঞ্জন হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেন। রাগের মাথায় আর একখানা পত্রচ্ছদের মুণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। অক্ষরগুলা অতি ভয়ে যেন এ উহার ঘাড়ে চলিয়া পড়িল। কোনগুলা বা জড়াজড়ি করিয়া নিরঞ্জন যাহাতে চিনিতে না পারে, এমনি ভাবে মুখের উপর মসীর আবরণ দিল যে, আর কেহ হইলে তাহাদিগকে এসিয়াটিক সোসাইটির অশ্মীকরণ যন্ত্রমুখে ফেলিয়া দিত, সেখানে তাহারা অণুবীক্ষণে পিষ্ট হইয়া বিজয়াবটিকা বড়ীর মত একটি একটি করিয়া কল হইতে বাহির হইত। কিন্তু নিরঞ্জন কি ছাড়িবার পাত্র! তাহার তীক্ষ্ণদৃষ্টির

কাষ্ঠ-লৌকিকতায়, তাহারা হাসিতে হাসিতে সরিয়া বসিল। নিরঞ্জন দেখিলেন :—

(৩য় পত্র)

প্রিয়া ভানু!

করছিস্ কি? আমার লেখা দেখে বুঝতে পেরেছিস কি আমি কে? পাঁচ বৎসর নিউইয়র্কে ছিলুম, তিন বৎসর লণ্ডনে, দুই বৎসর প্যারিসে। তবু দেখ্, আমি কেমন ভাষা বাঙ্গলা লিখতে পারি? আর আমার গুণধর আমাকে আন্তে গিয়ে, মাস দুয়ের জন্য সেখানে থেকে সব বাঙ্গলা ভুলে গেছে। তোর অল্পবুক্ বাপ তোকে যদি একটা সিভিলিয়ান দেখে বে দিত, তা হ'লে আমার মতন তার স্কন্ধে চাপিয়া কত দেশ-বিদেশ দেখতিস্। বিলেতফেরত পুরুষগুলো পরিবারকে এ দেশে রাখ্তে বড় নারাজ। আমার গুণধর বলে, তুমি সেইখানেই আজীবন বাস কর, আমি কেবল মনের সাধে চিঠি লিখি। আহা ভাই রে! বিলেত কি সুন্দর! ক' বৎসর ছিলুম, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন আমি একেবারেই ছিলুম না। এই ক' বৎসর ভুলের ভেতর বাস ক'রে, আমার প্রাণটা যেন ভুলময় হয়ে গেছে। ভাই, আমার সঙ্গে বিলেত যাবি? সেখানে দুই দিন বাস করিলে, পোড়া ভারতের কথা আর মনেই থাকে না। বেশী আর কি বলিব সই, সোয়ামী ব'লে যে একটা জিনিষ আছে, এ-ও আমি এক দিন ভুলে গিছলুম। সেই দিন ভাগ্যে চিঠি পেয়েছিলুম?—

"তোর বিলেতের কাঁথায় আগুন" বলিয়াই নিরঞ্জন চিঠিখানা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। পড়িতে পড়িতে পত্রখানা উল্টাইয়া গেল। নিরঞ্জন দেখিলেন অপর, পৃষ্ঠায় একটি ছবি আঁকা। "আরে মর এ আবার কি!" বলিয়া তিনি আবার কুড়াইলেন। আবার সেই ছবির ধারের ধারের লেখাগুলা পড়িতে লাগিলেন। "এইটিই সেই প্রিয়তম বন্ধুর একমাত্র পুত্রের ছবি। ছবির সুখ্যাতি, আর সেই সঙ্গে এই গুণহীনা চিত্রকরীর গুণ-বাখ্যানা এর পর যত পারিস্ করিস্। এখন বল্ দেখি, এ ছেলে কি সুন্দর নয়? ভাই, আমার বিবেচনায় এই ছেলেই মিস বাগ্‌ভটের যোগ্য পাত্র। সে বরাবর বিলেতেই ছিল। এক লর্ডের মেয়ে তারে বে করতেও চেয়েছিল। কিন্তু তোর মেয়ের কবিতা প'ড়ে সে পাগল হয়েছে। বলে, তারে না পেলে আমি এক ডুব দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগর পার হয়ে যাব। সে যে ছেলে, তা সে করতে পারে। কিন্তু ভাই, পার হ'তে গিয়ে যদি আটলান্টিক কেবেলে (cable) আটকে যায়! তা হ'লে আমার প্রিয়তম বন্ধু পুত্রশোকে কি করবে! সে যে ভাবতে গেলে বুক ফেটে যায় ভাই! আমার অনুরোধ, কাননিকাকে ভারজিনিয়ামোহনের হাতে সমর্পণ কর্। তোর মেয়ে খুব সুখে থাকবে। বিলেতে থাকবার এমন সুবিধে আর পাবি না।

তোমারই চন্দ্রা কেলকার।

নিরঞ্জন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এই দুইখানা পত্রই অনলমুখে সমর্পণ করিবেন। এত বড় স্পর্দ্ধা, ক্ষুদ্রা জ্ঞানহীনা অবলা নারী আমাকে দাম্ভিক অজবুক বলে? নিরঞ্জন প্রতিজ্ঞা করিলেন বটে, কিন্তু প্রাণটা তাঁহার কেমন এক রকম লইয়া গেল। রমণীকুলের জন্য নিরঞ্জন না করিয়াছেন কি? সেই রমণীই কিনা তাহাকে পরিণামে এই কটুরসাধার সার্টিফিকেট উপঢৌকন দিল। অথবা এই দুইটা পত্রলেখিকাই রমণীত্ব হারাইয়াছে। আশা আসিয়া তাহার প্রাণের ধারে দিয়া বার দুই গুণগুণ করিয়া চলিয়া গেল। নিরঞ্জন ভাবিলেন, সকল নারীই কি এই দুইটার মত। দেখি দেখি আর একখানা পত্র খুলিয়া।

(৪র্থ পত্র)

আর কেন ভামিনি! এখনও কি তোর জ্ঞান জন্মিল না। কাননিকার দিকে যে আর চাওয়া যায় না! তোর বাপ বৃদ্ধ বয়সে মতি হারাইয়াছে বলিয়া কি তুইও সেই সঙ্গে পাগল হইলি। ক্ষুদ্র বালিকার চোখের উপর ঘরকালির ভার দিয়া তুই ও তোর অহঙ্কৃত পিতা নিশ্চিন্ত রহিয়াছে। কন্যা কি ভবিষ্যতে সুখী হইবে মনে করিয়াছিস্! লাবণ্যময়ী ও আমার এক সঙ্গেই না বিবাহ হইয়াছিল? লাবণ্যময়ী যোড়শী—পতি বাছিয়া লইল, আর আমি বালিকা—পিতৃহীনা, অভিভাবকহীনা, দয়াবান প্রতিবেশিগণের সাহায্যে পাত্রস্থা হইলাম। হায়! আমার সুখের একটিমাত্র কণাও যদি সে হতভাগিনী পাইত, তাহা হইলে বোধ হয়, তাহাকে আফিং খাইয়া অকালে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইত না। আমার স্বামী বলেন, অনেক হতভাগ্য উন্নত মনে মনে অহিফেনের মাঠ পর্য্যন্ত গিলিয়া বসিয়া আছে। নিজেরাই পথপ্রদর্শক, কাজেই কাষ্ঠহাসির বাক্সের মধ্যে প্রাণটি পুরিয়া রাখিয়াছে, লাইসেন দিবার ভয়ে বাহির করে না। যাক্, আমি আর বলিয়া করিব

কি? তোরাও ত বুদ্ধির সাগর! দুই জনে পড়িয়া অমন শান্ত সরল রমণীচরণকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিস্। তোর বাপ পণ্ডিত, তোর বাপ হাকিম, সে কত লোকের মাথা তোপে উড়াইয়া দিয়াছে। উপদেশ দিতে যাইয়া কি আমার মাথাটাও উড়িয়া যাইবে? আমার গুণধর স্বামী আমার শত দোষেও ত আমাকে ত্যাগ করিবে না। শেষে কন্ধকাটা মাগ লইয়া শেষ জীবনটা কি কাঁদিয়া কাটাইবে!—আমিও তার কান্না দেখিতে পারিব না, কাজেই আমাকেও চোখের জলে বুক ভাসাইতে হইবে। তোরে বড় ভাল বাসি বলিয়া এতগুলা কথা লিখিলাম। তোর সেই চাণক্য পণ্ডিত বাপকে আমার অসংখ্য অসংখ্য প্রণাম জানাইয়া বলিস্ যে, হরিদাসী বলিয়াছে,এই বেলা সময় থাকিতে থাকিতে তিনি যেন নিজে দেখিয়া কাননীর বর আনিয়া দেন। ভাই, আর লেখা হইল না, বৌমা রাগ করিয়া ছেলেটাকে আমার কাছে ফেলিয়া সংসারের কাজ দেখিতে গেল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণী
শ্রীমতী হরিদাসী দেবী।

গাল খাইয়া জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম নিরঞ্জনের প্রাণ জল হইয়া গেল। পাঠান্তে নিরঞ্জন এই তীব্র সমালোচিকার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। মনে মনে বলিলেন, যে হৃদয় বিঁধিতে জানে, তার ভাষার আর তীব্রতা কোমলতা কি!—ইংরাজী বাঙ্গালা কি!—তাহা হইলে কাননিকার লেখায় সমস্ত বাঙ্গালার মুগ্ধ হওন বিচিত্র ত নয়! রাক্ষসি! তোর মাথা কাটি আর নাই কাটি, সেই পাপীয়সী ছুটার মাথা কাটিব।

ভাল, কাননিকার বরকুলের মধ্যে পাত্র মিলে কি না, দেখা যাউক।

(৫ম পত্র)

প্রভাতের হাসিভরা দূর আকাশে
সোনার চিবুকে হাত কে তুমি ব'সে?
নীথর নিরালা কোলে,
কে যেন দিয়াছে ফেলে
মুকুতা নিঝর কেন ঝরে উরসে?
প্রাণে কি করিছে খেলা
বল না গো এই বেলা?
সব সুখী তুমি কেন মুখ বিরসে?
প্রভাতের হাসিভরা দূর আকাশে?
রাঙা রাঙা মেঘগুলি ভাসে দু' পাশে।
সোনায় সোনায় খেলা সোনার দেশে।
কেউ আসে যায় চ'লে
কেউ গায়ে পড়ে ঢ'লে,
কেউ ঝ'রে ঝ'রে যায় কেশ-পরশে।
কেউ বা অলক ধ'রে,
কেউ দূরে মান ক'রে,
গলিয়া গলিয়া যায় নীলায় মিশে।
প্রভাতের হাসিভরা দূর আকাশে।
প্রভাতের সমীরের শীত-পরশে।
ওই ছোট পাখী-মণি শাখায় ব'সে।
মাথা নাড়ে, পাখা ঝাড়ে,
থাকে থাকে প্রাণ কাড়ে,
এ ডাল ও ডাল হ'তে সুধা বরষে।
সে যে কিছু বুঝে না গো,
সে যে কভু ভাবে না গো,
কোথা হ'তে কেন প্রাণে যাতনা আসে,
কেন তুমি ম্লান মুখে দূর আকাশে।
প্রভাতের হাসিভরা দূর আকাশে।
ঢলেছে অচল-কোলে নিশি আলসে।
হয়ে পাগলের পারা,
ডুবে গেছে যত তারা,
একা তোমা ফেলে গেছে পথের পাশে।
আর কেন এস সই,
এ হৃদয়ে তুলে লই
ব'সে মোর হৃদয়ের লুকান দেশে
পঞ্চমে তুলিয়া তান গাও বিভাষে।"

নিরঞ্জন একটি একটি করিয়া অক্ষর গণিয়া কবিতাটি পড়িলেন। দেখিলেন, আট তের, তের আট অক্ষর-কুসুমে মালা-গাঁথনি। ভাবিলেন, এ আবার কি ছন্দ! পয়ার ত্রিপদী চৌপদী এ সকল ত নয়ই, চম্পক, তোটক, তূণক নয়,আমোদিনী,আদরিণী, অমৃত লহরী, তাও নয়। তবে কি উন্মাদিনী? বাল্যকালে নিরঞ্জন ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন সেই সময় তাঁহাকে নানাবিধ ছন্দের লক্ষণ ও উদাহরণ মুখস্থ করিতে হইয়াছিল। যত দিন না তাহার মনে বাঙ্গালার উপর ঘৃণা জন্মিয়াছিল, যত দিন তিনি দেশে ছিলেন, তত দিন সেইগুলি থাকিয়া থাকিয়া আবৃত্তি করিতেন। কবিতার দুই এক ছত্র পড়িতে না পড়িতে ক্রোধে তাহার মনের দ্বার খুলিয়া গেল, আর কবাট

লাগিল না। অসতর্ক নিরঞ্জনের মুখ হইতে যেন ছন্দ-বোধ-শব্দসাগর হুড়হুড় করিয়া বাহির হইতে লাগিল।

নিরঞ্জন ভাবিলেন, তবে কি উন্মাদিনী? কই একবার মিলাই দেখি!—

"বুক ফেটে রক্ত উঠে মরুক্ মরুক্ মরুক,
মুখে রক্ত উঠে মরুক।
এখনই ওলাউঠা ধরুক ধরুক ধরুক,
এসে ওলাউঠা ধরুক।"

না তাও ত নয়, এ যে কোনও ছত্রের অক্ষরের সঙ্গে মিলিল না!—তবে কি কুঞ্জলতিকা?—

"আর ত বাঁচি না প্রাণে বাপ বাপ্ বাপ্।
বাপ্ বাপ্ বাপ্ এ কি গুমটের দাপ॥"

তাই বা হইল কই? তবে বুঝি প্রকারান্তর মালতী!—

"রমণীজনম আর কেহ যেন লয় না।
যদি লয় তবু যেন কুলবধূ হয় না॥"

আহা হা! হইল না! প্রথমটা তের, দ্বিতীয়টা আট হইলেই যে হইত রে! তা হ'লে নিশ্চয়ই মালতীলতা।

প্রিয়ে শুনলে ত শুনলে ত শুনলে!

তবে না কি মিলবে না! এই যে তের গো!—কিন্তু আট কই?

প্রিয়ে শুনলে ত শুনলে ত শুনলে!
হ্যাদে বটু পাপে পটু কত কটু বলছে।
কি বলছে কি বলছে?"

আট পাইয়া নিরঞ্জন উৎসাহে মালসাট মারিয়া আবার বলিলেন,

"অনাচারে একেবারে অহঙ্কারে জ্বলেছে,
ঐ জ্বলছে ঐ জ্বলছে ঐ জ্বলছে।"

যা—আবার গোল বাঁধিয়া গেল। আট আটা হইয়া সমস্ত অক্ষর জড়াইয়া ফেলিল। তখন কাজেই নিরঞ্জনের সকল আশা বিষাদিনী। মুখ হইতে বাহিরও হইল বিবাদিনী।

"প্রাণে আর সয় না
প্রাণে আর সয় না রে প্রাণে আর সয় না।
খোঁপা বেঁধে পেটো পেড়ে, চোপা ক'রে নত নেড়ে
ঠেকারে বাঁচে না আর গায়ে দিয়ে গয়না।"

যখন কিছুতেই মিলিল না, তখন ক্রোধোন্মত্ত নিরঞ্জনের মুখ হইতে শাসক ছন্দ বাহির হইল। তিনি ভূমিতে পদাঘাত করিয়া বলিলেন,—

"কোথাকার কেটা তুই কোথাকার কেটা?
কি তোর বাপের নাম তুই কার বেটা।"

বলিয়াই শয্যায় অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন। তখন কবিতার ভাব আসিয়া তাঁহার চোখের পলক চাপিয়া তাহার উপর একটা ছবি তুলিয়া ধরিল। নিরঞ্জন ঘুমাইতে ঘুমাইতে দেখিলেন, কে যেন সোনার চিবুকে হাত দিয়া প্রভাত-আকাশের হাসির ভিতর বসিয়া আছে। চোখে জল ঝরিতেছে, যেন এক একটি মুকুতা পৃথিবীর কমল-শোভনা সরসীর স্থির জলে টুপ টাপ করিয়া পড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে কে যেন আসিয়া সেই মুকুতা ধরিতে জলে ঝাঁপ দিল। এক হাতে কাগজ, আর এক হাতে লেখনী। সরোবরে জল, জলে কমল, কমলে মৃণাল, মৃণালে কণ্টক, আর মৃণালের কণ্টক গড়া বিধি—সকলে এক সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ভাবুক কবিকে ধরিয়া রাখিল। কবি আর তাহাদের আদর ছাড়াইয়া উঠিতে পারিল না; জন্মের মত ডুবিল! পাখীর কি? সে পূর্ব্ববৎ গাছে বসিয়া পাখা নাড়িতেছে, আর গান গাহিতেছে। চাষার কি? সে হল কাঁদে যুগবাহী বলদকে শ্বশুর-কুলের বংশরক্ষকত্ব ভার দিয়া, দ্রুত চালাইয়া মাঠ পানে চলিতেছে। নলিনীর কি? সে প্রতিদিন যেমন সরসীর জলে মৃদু হিল্লোলে দুলে, আজিও তেমনই দুলিতেছে। কে জলমগ্ন কবির দুঃখ দেখিল? কে তোর জন্য নিজের কাজ বন্ধ দিল? তৃষাতুর পথিক সেই জল পান করিল, বালকে সাঁতার কাটিল, রমণী কলসী কলসী সতরঙ্গ জল তুলিল, তাহাতে পঞ্চাশৎ ব্যঞ্জন সমেত অন্ন রাঁধিল, গৃহস্থের পিপীলিকাটি পর্য্যন্ত আস্বাদ সাথে বাদ যাইল না। এ সংসারে যে গেল, সেই গেল।

নিরঞ্জনও কবিকে জলের ভিতর বাস করিবার অনন্তকালের মত ভার দিয়া, আকাশপানে চাহিলেন। আর মনে মনে বলিলেন, "হে আকাশচারিণি, জল হইতে উনিশ গুণ ভারী সোনা! তোমাকে আমি মনে মনে শত সহস্র ধন্যবাদ দিই। কেন না, তুমি সেই একঘেয়ে জীবন-যন্ত্র পরিচালক বাঙ্গালীর ভিতরে এক অভিনব নূতনত্ব দেখাইয়াছ। তুমি ঘর হইতে আফিস আর আফিস হইতে ঘর না করিয়া একেবারে মাটী ছাড়িয়া উপরে উঠিয়াছ।—তুমি কে? কত লোক তোমাকে দেখিয়া চলিতে চলিতে কূপে পড়িল, কত লোকে জহ্নুকন্যার কোমল কোলে ঝাঁপ খাইল। কত

লোকে ওই নীল সাগরের এ পারে বসিয়া—নীরব একেলা, শুধু চাহিয়া চাহিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া কত নীলাম্বুনিধিই না গড়িয়া ফেলিল! আর তুমি হে বাঙ্গিতে, হে তৃপ্তিপ্রদে, নীল নীরদে ঠেশ দিয়া, আপনার মনে মাটী পানে চাহিয়া, সোনার চিবুকে হাত দিয়া, সকলকে কদলীবৃক্ষের সেই সাহেবপ্রিয় ফলটি দেখাইতেছ, আর কাঁদিতেছ! হে তম্বি, হে নীলনলিনাভনয়নে! তুমি কে? কেবল কাঁদিতেছ!—একবারও ভাবিতেছ না, ওই সংক্রামক ক্রন্দন-রোগে সমস্ত দেশটা অকালে কালগ্রাসে পড়িতে চালল! একবারও ভাবিলে না, সহস্র নয়নের আকাঙ্ক্ষার টানে, তোমার ওই সজল-নীরদ-সেবিত দেশ কালে জলশূন্য হইয়া একটা প্রকাণ্ড মরুভূমি হইয়া পড়িবে! একবারও ভাবিলে না, যেখানে একটা অশ্রুবিন্দুও মুহূর্ত্তের জন্য স্থির থাকতে পারে না, যেখানে সম্মিলিত দুইটি মাত্র জলদকণাও দেহভারে স্থানচ্যুত হয়, সেখানে—সেই শূন্যে হে তন্ময়ি, হে জল হইতে উনিশ গুণ ভারী সোনা, তুমি কেমন করিয়া থাকিবে। তুমি যেই হও, তুমি হে 'ইনি', তাহাতে সংশয় নাই। না হইলে তোমার পানে এত লোক চাহিবে কেন? তাই বলি, হে কিসলয়-কোমলে এরাভয়কারি কুমারি, তুমি "সোনার তরী"তে চাপিয়া ওই সোনার সাগরের জল কাটিয়া, ঢেউগুলি দুই পাশে রাখিয়া, কাহাকেও কিছু বুঝিতে না দিয়া, সূর্য্য না উঠিতে উঠিতে, মানে মানে দ্বিসহস্র নয়নে শুধু আকাঙ্ক্ষা ঢালিয়া চলিয়া যাও! কিন্তু একটি বার আমায় বলিয়া যাও, তুমি কে? আর বলিয়া যাও, কেমন করিয়া উপরে উঠিলে,—সন্তরণে, না সোপানে, না বেলুনে?

আকাশের সুন্দরী যেন নিরঞ্জনের কাতরতা আর দেখিতে পারিল না, তাই মাথা তুলিল, মৃদু হাসিল, আর তাহার স্বপ্নাবিষ্ট প্রাণকে আকুল করিয়া বলিল—"সন্তরণে।"

প্রশ্ন। সন্তরণে?

উত্তর। হাঁ সন্তরণে!

প্রশ্ন। সন্তরণে! কি বলিলি অসমসাহসিনি? পড়িয়া যাইবার ভয়ে আমি ছাদে উঠি না, আর তুই এত সুন্দর এত কোমল, কোন্ সাহসে দুইখানি বাহুবল্লীকে পাখা করিয়া, কঠিন সমীরণ ঠেলিয়া, তরতর করিয়া উপরে উঠিলি!—ওখান হইতে পড়িলে কি তুই বাঁচিবি?—ওখানে কেন উঠিয়া ছিলি?

উত্তর। তারা খুলে চুলে পরিবার জন্য আর চাঁদের হাসি ছিনাইয়া অষ্ট প্রহর চিবুক দুটিতে মাখিয়া রাখিবার জন্য।

প্রশ্ন। বটে বটে! তবে ত তুই বড় সৌখীন! তা হাঁ ভাই জলদজালিকে! এই দন্তহীন শক্তিহীন প্রবীণ লোকটিকে বিবাহ করিবি?

উত্তর। ক্ষতি কি।

প্রশ্ন। ক্ষতি কি! তবে কি এ তোর রহস্য নয়?

উত্তর। রহস্য করিব কেন, সত্যই আমি তোমাকে বিবাহ করিব! আমি দিন স্থির করিতে আসিয়াছি।

নিরঞ্জনের প্রাণটা স্বপ্নাবেশে যেন খোকা হইয়া গেল। যৌবনের স্মৃতিগুলা তাঁহার যুবজনযোগ্য প্রশস্ত হৃদয়-প্রান্তরে, এধার হইতে ওধার, ওধার হইতে সেধার গড়াগড়ি খাইতে লাগিল। নিরঞ্জন পাশ ফিরিলেন, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, ডুকরিয়া কাঁদিলেন। তাঁহার দৃষ্টি ফিরিল, দাত উঠিল, চর্ম্ম আঁটিল, চুল কাঁচিল। তাঁহার মনে নব নব ভাবের উদয় হইতে লাগিল। কিন্তু আজীবন হাকিমি করিয়া, মিথ্যা-সাক্ষীর জবানবন্দি শুনিয়া শুনিয়া তাঁহার উন্নত হৃদয়-সৌধের মাথার উপর যে নরজাতির উপর অবিশ্বাসের চারা জন্মিয়াছিল, বয়োধর্ম্মে সে এখন আকাশভেদী হইয়াছে, সে ত আর অট্টালিকা ভূমিসাৎ না করিয়া পড়িবে না। নিরঞ্জন ভাবিল, যে ভীষণ পতনের ভয় না করিয়া আকাশে উঠিতে পারে, নারী হইয়া উপযাচিকা, পর-প্রেমের জন্য তাহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাকে বিশ্বাস কি? অবিশ্বাস-শার্দ্দূলগ্রস্ত নিরঞ্জন বলিলেন,—"সুন্দরি! তুমি কে?"

সুন্দরী। আমি।

নিরঞ্জন। আমি!—কে তুমি?

সুন্দরী। আমি আমি।

নিরঞ্জন। কি জ্বালা?—আমি কথার অর্থ কি?

সুন্দরী। অর্থ—আমি অস্মদ্ শব্দের উত্তম পুরুষের এক বচন!

অভিমানই নিরঞ্জনের এক মাত্র সম্বল। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারেন, ধর্ম্ম, অর্থ, প্রেম—এ সকলের অস্তিত্বও বিসর্জ্জন দিতে পারেন, যদি কেহ তাঁর অভিমানের ঘরে অনধিকার প্রবেশ করে।

নিরঞ্জন বলিলেন—"উত্তম পুরুষের এক বচন আমি

জানি। কিন্তু এ জগতে উত্তম পুরুষ কই? সব অধম, সব পাষণ্ড, সব ভণ্ড, কিন্তু তুমি ত পুরুষ নও। সুন্দরী, তুমি যে নারী! তোমার এক বচনে আমি বিশ্বাস করি না। সত্য করিয়া বল তুমি কে?"

সুন্দরী। আমি মূর্ত্তিমতী বিষাদ।

সমীরণ অতি ধীরে ধীরে বীণার সুর-মাখা এই "বিষাদ" কথাটি নিরঞ্জনের শ্রবণ-পথ দিয়া তন্দ্রার কাছে লইয়া চলিল। তার কোমল স্পর্শে তন্দ্রা ঘুমাইল! নিরঞ্জন চোখ মেলিয়া দেখিলেন,—কাননিকা। চোখ মুছিলেন। মুছিয়া দেখিলেন কাননিকা। আবার মুছিলেন। আবার দেখিলেন, কাননিকা। তখন মুখ ফিরাইয়া চারি ধারে চাহিলেন—দেখিলেন, কাননিকার পত্রিকা।

অনামিকা

কাননিকা নিরঞ্জনকে নিদ্রোত্থিত দেখিয়া একটু মধুর স্বর কণ্ঠ-ভাণ্ডার হইতে বাহির করিয়া বলিল, "দাদা আহারের সমস্ত উদ্যোগ। চাকরেরা আপনাকে ঘুমাইতে দেখিয়া উঠাইতে সাহস করে নাই। মা, মাসী ইহারাও ডাকিয়া ডাকিয়া হার মানিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাই আমি ঘুম ভাঙাইতে আসিয়াছি। এমন অসময়ে ঘুমাইলে কেন দাদা?

নিরঞ্জন নিদ্রা-জনয়িত্রী পত্রিকার কথা উল্লেখ করিলেন না। বলিলেন, "চল্ যাই! কিন্তু—"

কাননিকা। কিন্তু বলিয়া থামিলে কেন?

নিরঞ্জন। কিছু নয়, চল্ যাই।

কাননিকা। না দাদা, তুমি যেন কিছু বলিতেছিলে।

নিরঞ্জন। কিছু নয়—চল্—বেলা হইয়া গেল।

কাননিকা। নিশ্চয়ই কিছু।

নিরঞ্জন। কখনই না।

কাননিকা। অতি অবশ্যই কিছু। কিন্তুর পূর্ব্বের ক্রিয়া সমাপিকা হয় না।

নিরঞ্জন। ওরে আমার ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছে। আর আমি দাঁড়াইতে পারি না। তোর ক্রিয়ার হউক না-হউক, এখনই আমার প্রাণের সমাপিকা হইবে।

কাননিকা দাদার হাত ধরিল। দাদা দেখিলেন—সর্ব্বনাশী কানি বুঝি আবার বায়না ধরে। তাহা হইলেই ত দেখিতেছি ব্যাপার বিষম হইল! "কিন্তু আমার ক্ষুধা নাই"—সেই কথাটি বলিতে যাইতেছিলেন। "কিন্তুর পর এত বাদ-প্রতিবাদ হইয়া গেল। এখন ক্ষুধা নাই বলিলে কি আর বালিকা বিশ্বাস করিবে!—তাই যে কোন প্রকারে হউক বালিকাকে শান্ত করিবার জন্য বলিলেন—"কিন্তু একটি কথা না বলিলে, আমি কিছুই আহার করিব না।"

কাননিকা। কি কথা বল!

নিরঞ্জন। তুই এতক্ষণ ছিলি কোথায়?

কাননিকা। আকাশে—বলিয়াই কাননিকা হাসিয়া ফেলিল! সে এতক্ষণ যে ঘুমন্ত দাদার সঙ্গে কথা কহিতেছিল!

জাগ্রত দাদার কিন্তু মুখ গম্ভীর হইল।—স্বপ্নদৃষ্ট ছবিটে যেন আবার তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল! সে ছবির সঙ্গে কাননিকার সম্বন্ধ কি?—নিরঞ্জন দেখিলেন, সেই বিশ্বাসঘাতিকা ছবি কাননিকার সৌন্দর্য্যটুকু অবিকল নকল করিয়াছে। সেই মুখ, সেই নাক, সেই কপোলস্পর্শী অলকগুচ্ছ, সেই নিতম্ববিলম্বী কুন্তলভার সেই হৃদয়দেশে আকাঙ্ক্ষার রাজ্যে রাষ্ট্রবিপ্লবকারিণী চিবুকরঞ্জিনী হাসি! নিরঞ্জন ভাবিলেন, এখনও কি আমার স্বপ্ন? অথবা সে সময়ই আমি জাগ্রত!—তখন সমস্ত সংসার তাহার চোখে স্বপ্নময় ঠেকিল। সেই চক্ষে—সেই স্বপ্নজালাবৃত নয়নতারকায় স্বপ্নময়ীর একটা ফটো উঠিল। সমীরণে ভাসমান ছায়াময়ী স্বপ্নময়ীর গায়ে লাগিয়া ধীরে ধীরে মিলাইল। যেন মালতী মাধবী জড়াইল। "দূর ছাই, আর আমি এখানে থাকিব না।" বলিয়াই নিরঞ্জন মুখ ফিরাইলেন। কাননিকার হাত ছাড়াইয়া বলিলেন—"তুই কি আমার সঙ্গে কথা কহিতেছিলি?"

কাননিকা। তোমার কি বিশ্বাস হয়?

নিরঞ্জন। হাঁ কাননি!—

কাননিকা। কি—

নিরঞ্জন। দেখ কাননি।

কাননিকা। কি দেখব?

নিরঞ্জন। শোন্ কাননি দিদিমণি।

কাননিকা। কি শুনব?

"না কিছু নয়" বলিয়া নিরঞ্জন চলিলেন। কাননিকা দাদার মনোভাব বুঝিতে অক্ষম হইয়া কিছুক্ষণ গমনোন্মুখ দাদাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিল,

দাদা ভোজনগৃহে না গিয়া অন্যত্র চলিল। তখন জিজ্ঞাসা করিল—"কোথা যাও ?"

নিরঞ্জন উত্তর করিলেন না। আপনার মনেই চলিলেন। কাননিকা বিস্মিতা। দাদার ভাব দেখিয়া সে বড় একটা কিছু বুঝিতে পারিল না। মুখ তার কাঁদ কাঁদ হইল, চোখ দুটি ছল ছল করিল, কণ্ঠ বাষ্প-গদ-গদ হইল—কথা কহিতে কহিতে পারিল না। তখন আপনার মনে অন্য দিকে চলিয়া বারাণ্ডায় গিয়া দাঁড়াইল।

নিম্নে চাহিয়া দেখিল, দাদা ভৃত্য বটুকভৈরবকে মারিতেছে। ভৃত্য কপালে করাঘাত করিতেছে আর আকাশ দেখাইতেছে।

নিরঞ্জন বরাবর বাহির্ব্বাটীতে আসিয়াছিলেন। আসিয়া দেখিলেন বটুকভৈরব আপনার মনে একটি থামের ধারে বসিয়া মাথা নাড়িতেছে। আর বিড় বিড় করিয়া কি বলিতেছে। নিরঞ্জন নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে তাহার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইলেন। বটুকভৈরব নিরঞ্জনের শ্বশুরের আমলের চাকর। সে ভামিনীর মা! ভামিনী ও ভামিনীর মেয়ে,—এই তিন পুরুষকে মানুষ করিয়াছে। এখন সেই মেয়ের একটি মেয়ে মানুষ করিবার আশায় বসিয়া আছে। মরিয়া সুখ পাইবে না বলিয়া বৃদ্ধ বটুক মরিতে পারিতেছে না! এক-ক্রমে চারি কুড়ি বৎসর অতিক্রম করিয়াও বৃদ্ধ কান-নিকার কন্যা দেখিবার প্রত্যাশায় আজও পর্য্যন্ত তিন জনের ভাত খায়। কিন্তু এত করিয়াও বুঝি তাহার আশা পুরিল না। বৃদ্ধের বুঝি শেষে স্বর্গে বাতি দেওয়া দেখা হইল না। তাহার বিশ্বাস ছিল, নাতিনীর নাতিনী দেখিতে পাইলেই, তাহার জন্য স্বর্গ হইতে পুষ্পক রথ আসিবে। বৃদ্ধ তাহাতে চাপিয়া কলি-কাতার গ্যাসের আলোর মত, স্বর্গে যাইবার পথে কেবল চারি ধারে সারি সারি বাতির আলো দেখিবে। কিন্তু তাহা আর হইল কই? কাল যে বৃদ্ধ কেবল মাত্র দুই জনের অন্ন খাইয়াছে। তাহার কমিলে আর কেমন করিয়া বাঁচিবে!

সেনকুলের মঙ্গলার্থী বটুকের উপর এ শত্রুতা কে সাধিল? আর কে?—সে নিরঞ্জন। কোথা হইতে সর্ব্বনেশে নিরঞ্জন আসিয়া এমন সোনার বাড়ীতে আগুণ লাগাইল। মেয়েগুলাকে নির্লজ্জা করিল, তাহারা ঘোমটা ছাড়িল, গাউন ধরিল। জামাইগুলা সলজ্জ হইল, কান মলিল, আর যার যেখানে দুচোক যায়, চলিয়া গেল। কিন্তু হায়! এ আবার কি রকম হইল! সোনার চাঁপা পূজায় লাগিল না, ঘরে পড়িয়া শুকাইল! 'ন দেবায় ন ধর্ম্মায়!'—নিরঞ্জন করিলে কি? মনের দুঃখে মেয়েটা কাহারও সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কয় না। তাহার কাছে আর আসে না। আসে ত বসে না, বসে ত হাসে না। বটু-দাদা বলিয়া ডাকে না, কেবল আকাশ পানে চাহিয়া থাকে, আর কাগজে কি হিজি বিজি লেখে। নিরঞ্জন তোমার মনে এই ছিল!

বটুকভৈরব বসিয়া বসিয়া মাথা নাড়িতেছিল, আর কেবল নিরঞ্জনকে গালি পাড়িতেছিল। নিরঞ্জন পশ্চাৎ হইতে তার দুই একটি বাক্য শুনিলেন, আর জ্বলিলেন। কিন্তু বঙ্গকালের চাকর বলিয়া তাহাকে কিছুই না বলিয়া কেবল কাছে গিয়া তাহার পৃষ্ঠে একটি ঠেলা দিলেন। বলিলেন, "বুড়া কি বলিতে-ছিস্?"

বটুক মুখ ফিরাইয়া দেখিল—নিরঞ্জন। দেখিবা-মাত্রই, তাহার সকল দুঃখ একেবারে জাগিয়া উঠিল। কাঁদিয়া কপালে করাঘাত করিল আকাশ দেখাইয়া বলিল, "অদৃষ্টের নিন্দা করিতেছি, আর মরণ-কামনা করিতেছি।"

মিথ্যা কথায় নিরঞ্জনের ক্রোধ-সাগরে বাণ ডাকিল। বলিলেন—"রে পাষণ্ড বটা, আমি আজ চল্লিশ বৎসর কাল মানুষের জবানবন্দি লইয়া আসিতেছি, তুই আমাকে মিথ্যা বলিয়া পার পাইবি! এই বলিয়াই যাহা কখন করেন নাই, তাই করিলেন। তাঁহার কাছে রামা দামা হরে শঙ্করা চাকরেরা প্রহার খাইয়াছে, কিন্তু বৃদ্ধ বটুক একটি ক্রোধের ইঙ্গিত পর্য্যন্ত পায় নাই। তিনি জীবনে আজ প্রথম বটুককে প্রহার করিলেন!

আজ মানবচরিত্রের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া সে একেবারেই ভাবিল, তার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। নিজের জন্য তার কোনও দুঃখ ছিল না, দুঃখ হইল মনিবের জন্য। তাই মনিবের মুখপানে চাহিয়া একটিও কথা না কহিয়া, আবার কপালে করাঘাত করিল, আর আকাশ দেখাইল। মনে মনে যেন বলিল, "ভগবান্! মনিবকে শেষকালে পাগল করিলে!"

কাননিকা উপর হইতে দাদার আচরণ দেখিয়া, ছুটিয়া বাড়ীতে বলিতে গেল। বটুকভৈরব ধাবমানা বালিকাকে দেখিয়া বুঝিল, মেয়েটাও বুঝি ভাবিয়া

ভাবিয়া পাগল হইল! বুঝিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"কানু! ভয় নাই, ভাবিস্ না, আমি নিজে তোর পাত্র আনিয়া দিতেছি। তোর দাদার বুদ্ধি-লোপ হইয়াছে।" কাননিকা ভাল শুনিতে পাইল না। মনে করিল, বটুক বুঝি প্রহারযাতনায় আর্ত্তনাদ করিতেছে। প্রত্যুত্তরে বলিল—"ভয় নাই! আমি দাদার মাথা ঠাণ্ডা করিবার জন্য জল আনিতেছি!"

নিরঞ্জন এ সকল কথায় কান দিলেন না। বজ্র-গম্ভীরনাদে বটুককে বলিলেন—"যা—বাড়ী হইতে দূর হইয়া যা। অসভ্য মূর্খ নীচ, আদর পাইয়া মাথায় উঠিয়াছিস্! জানিস্, এখনই আমি তোরে জেল খাটাইতে পারি। তুই আমার খাইয়া আমাকেই গালাগালি দিতেছিস!"

বটুকও তেজস্বী। সে আজীবন প্রভুপরিবারের জন্য প্রাণ ঢালিয়া আসিতেছে। সে দুই একটা তীব্র কথায় আত্মহারা হইবে কেন?—সেও উত্তর দিল,—"হইয়াছে কি—আরও গালি দিব। যতই কানু বড় হইবে, আমার গালাগালের মাত্রা ততই চড়িবে।"

নিরঞ্জন বটুককে প্রহার করিয়া কিছু অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন। এখনও আবার তেজোগর্ভ প্রত্যুত্তর শুনিয়া ও বৃদ্ধের মনোগত ভাব কতক কতক বুঝিয়া নরম হইয়া গেলেন। বলিলেন—"আমি যদি কাননির বিবাহ না দিই?"

বটুক। কেন দিবে না। তুমি বাবু বিবাহ করিয়াছ কেন?

নিরঞ্জন। সে আমি ভাল বুঝিয়াছি, করিয়াছি। ভাল বুঝিয়াছি, কাননিকাকে কুমারী রাখিয়াছি। হতভাগা মূর্খ, চুপ রহ। আর যদি কথা কস্ তা হইলে একেবারে ফাঁসী-কাটে লট্‌কাইয়া দিব।

নিরঞ্জন আর দাঁড়াইলেন না।—কেবল যাইতে যাইতে একবার মাত্র ফিরিয়া বটুককে বলিলেন, "খবরদার।"

নিরঞ্জনের মস্তিষ্ক-বিকার সম্বন্ধে বটুকের আর কোনও সন্দেহ রহিল না।

নিরঞ্জন চলিতে চলিতে আবার ফিরিলেন। দেখিলেন, বটুক আবার বসিয়া গালে হাত দিয়াছে। তবে ত নিশ্চয় সে আবার তাঁহাকে গালাগালি দিবার গৌরচন্দ্রিকা ভাঁজিতেছে! তা হইলে ত রীতিমত শিক্ষা দেওয়া চাই-ই চাই! কিন্তু এবারে আর প্রহার কিম্বা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের আদেশ মত কার্য্যে বৃদ্ধ ভৃত্যকে শিক্ষা দেওয়া নয়। এবারে সদুপদেশ দানে তাহার অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন দুর্ব্বল বুদ্ধিকে সবল করিতে হইবে। নিরঞ্জন কর্ত্তব্য স্থির করিয়া আবার বটুকের কাছে আসিতে লাগিলেন। বটুক বুঝিল, এবারেও তাহার অদৃষ্টে প্রহার আছে। সে পিঠ পাতিয়া মাথা গুঁজিয়া বসিয়া রহিল।

নিরঞ্জন নিকটে আসিয়া ব্যাকরণ-শুদ্ধ গালাগালির সাহায্যে প্রথমে তাহার মুখ তুলিবার চেষ্টা করিলেন।—"ওরে যৌবন-সীমার পারগামী হতভাগ্য বটা!"—বটা মুখ তুলিল না। "ওরে লোলাঙ্গ, শক্তিহীন, বুদ্ধিহীন, শুভাশুভ অবধারণে অক্ষম বটা!"—বটা হাঁটুর ভিতরে মুখ লুকাইল। "ওরে পাষণ্ড, নির্ম্মম, একগুঁয়ে, অপদার্থ, অচেতন, অনর্থকারণ বটা!" বটা মুখ থুবড়িয়া শুইয়া পড়িল। তখন নিরুপায় হইয়া নিরঞ্জন, তাহার পৃষ্ঠে ধীরে ধীরে হাতটি রাখিলেন, মুখ নামাইয়া তাহার মুখটির কাছে লইয়া বলিলেন—"দেখ বটু!" বটু চক্ষু মুদিল। "দেখ প্রভুর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, কাননিকার তিন পুরুষের শরীর-রক্ষী, কিন্তু বিনাপরাধদণ্ডিত, সুতরাং লজ্জায় অর্দ্ধমৃত বটুক-ভৈরব! আমাকে ক্ষমা কর। আমি না বুঝিয়া ক্রোধের বশে তোমাকে প্রহার করিয়াছি। তুমি ক্ষমা কর। ক্ষমা করিয়া বল, বালিকাবয়সে বিবাহ দিয়া কি কাননিকার জীবন অশান্তিময় করিয়া তুলিব!" বটুকভৈরবের চক্ষু কপালে উঠিল।

"বাল্যবিবাহে ভারতবর্ষ ছারে খারে গিয়াছে ও যাইতেছে। বাল্যবিবাহে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটিয়াছে, লঙ্কায় বানরের উৎপাত হইয়াছে। বাল্যবিবাহে দেশ দরিদ্র হইতেছে। বৎসর বৎসর বন্যায় দেশ ভাসিয়া যাইতেছে, বৎসর বৎসর অনাবৃষ্টিতে শস্যশ্যামল বসুন্ধরা জ্বলিয়া ছাই হইতেছে, বৎসর বৎসর স্বর্ণ-গর্ভা ভারতের শস্য বিদেশে রপ্তানী হইতেছে।" বটুকের গলা ঘড় ঘড় করিতে লাগিল।

নিরঞ্জনের সুর ক্রমে তারা উদারা মুদারায়—গ্রামে গ্রামে উঠা নামা করিতে লাগিল। "শোন্ বটুক-ভৈরব! বিশেষ প্রয়োজন না দেখিলে, সহজে আমি কাননিকার বিবাহ দিতেছি না।" বটুকের শিব-চক্ষু হইল।

"কাননিকা শুদ্ধ আকাশে উঠিয়াছে। আকাশে ত আজকাল অনেকে উঠিতেছে! কিন্তু সেখানে থাকিবার স্থান কই? কত লোকে যে বেলুনে করিয়া

উপরে উঠিল, থাকিতে পারিল কি? নামিতে হইল। প্যারাশুট ধরিয়া পাখী হইল, কিন্তু সুড় সুড় করিয়া সকলকেই নামিতে হইল। তবে যে দিন কাননিকা তারা হইয়া নীলাকাশে চাঁদের পাশে ঘর বাঁধিবে, আর সেখানে মৌরসী বন্দোবস্ত করিয়া আমাকে দেখিয়া হাসিবে, সেই দিন তাকে বিবাহের প্রলোভন দেখাইয়া নামাইয়া আনিব। নতুবা তাহার কখনই বিবাহ দিব না। বালিকাবয়সে বিবাহ দিয়া তাহার সর্ব্বনাশ,—তার দেশের সর্ব্বনাশ করিব না। ভয়? কিন্তু কারে ভয়—হিন্দুসমাজকে? সমাজ ত এখন বেতবন! তাহার ভিতর বড় বড় বাঘ লুকাইয়া আছে, গায়ে কেবল কাঁটা। কিন্তু যে দিকে নোয়াইবে, সেই দিকে নুইবে, যে দিকে ফিরাইবে, সেই দিকে ফিরিবে। তবে কাননিকে কুমারী রাখিতে ভয় করিব কেন? ভাই বটুকভৈরব!"—বটুক তিনটি থাপি খাইল।

তবু নিরঞ্জন তাহাকে উপদেশ দিতে ছাড়িলেন না। "বালিকার এখনও যে তরল প্রাণ। সে প্রাণের একটাও বাঁধা ভাব নাই, স্থিরতা নাই। সে কি করিতেছে, নিজেই জানে না। হাসিতে হয় হাসে, কাঁদিতে হয় কাঁদে, অভিমান করিতে হয়, অভিমান করে, লোকের পানে চাহিতে হয়, চাহিয়া থাকে। তাহাকে বিবাহ করিতে বলিলে বিবাহ করিবে।"

পশ্চাৎ হইতে মাথার উপর হুড় হুড় করিয়া জল পড়িল। সম্মুখে বটুকভৈরব মরিয়া আড়ষ্ট হইল। নিরঞ্জন তবু ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। বলিলেন, "বিবাহ করিতে বলিলে তখনই বিবাহ করিবে! কিন্তু কেন বিবাহ করিবে, কারে বিবাহ করিবে, কত দিনের জন্য বিবাহ করিবে, জানিবে কি? ভাই রে, কাননি যে আজ আমাকেই বিবাহ করিতে চাহিয়াছে। বিবাহ ব্যাপারটা কি জানিলে কি সে আর আমাকে অমন কথা কহিতে পারিত! আহা! সে যে সরলা বালিকা, কোমল কলিকা, তাহাকে এখনও না খাওয়াইয়া দিলে সে যে খাইতে পারে না রে বটুকভৈরব!"

পশ্চাৎ হইতে কাননিকা তার হাত ধরিল। বলিল, "দাদা! খাইবে চল।" নিরঞ্জন ফিরিলেন! দেখিলেন, পাটে পাটে পাড়ে পাড়ে ঘেরা-কাপড়-পরা, মাথায় আলবার্টকাটা চুলকেরা, মুখে-হাসিভরা, পায়ে-বুট, গায়ে-সুট, কিন্তু কক্ষে কলসী আহা আহা কি সুন্দর, কবির চোখের রাঙা ছবি কাননী। নিরঞ্জন তখন দেখিলেন, তাহার সর্ব্বাঙ্গে সুধাময় জল ঝরিতেছে। বলিলেন, "এ কি ভাব দিদিমণি?"

কাননিকা। আর এ কি ভাব। কার সঙ্গে কথা কহিতেছ? সে কি আর আছে? দাদা সর্ব্বনাশ করিলে,—বক্তৃতাস্ত্রে আমার বটুকভৈরব দাদাকে মারিয়া ফেলিলে!

নিরঞ্জন। কি, বটুক মরিয়া গেল! হাঁরে বটুক তুই মরিলি!

বটুক নাসিকা কুঞ্চিত করিল, কিন্তু উত্তর করিল না।

নিরঞ্জন এইবারে বটুককে ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, বটুক! কি অপরাধে তুই মরিলি! বটুক তথাপি কথা কহিল না। তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন, সে পড়িয়া গড়াইয়া গেল।

কাননিকা দাদাকে অপ্রকৃতিস্থ বুঝিয়া, তাঁহাকে লইয়া চলিল! লইয়া স্নান করাইয়া, গা মুছাইয়া, বেশপরিবর্ত্তন করাইয়া, কাছে বসিয়া আহার করাইল।

ক্রমে বটুকভৈরবের মৃত্যুসংবাদ বাড়ীর মধ্যে প্রচারিত হইল। ভামিনী ও তাহার ভগিনীগণ বটুকভৈরবের জন্য কাঁদিল। সহসা মধ্যাহ্ন-গগন কাঁপাইয়া দূরের সঙ্গীতের ঢেউ উঠিল—

মিছা এ রোদন বাছা, মিছা এ রোদন!
মরণ ত নয় ও যে জীবনধারণ!
জন্মে জন্মে কতবার এসেছ ধরণী!
তোমরা ত জাননাক, আমি সব জানি!
ওই যে পড়িয়া আছে বটুকভৈরব,—
হয় ত আছিল এক কুলের গৌরব!
হয় ত তাহার ছিল গোলা-পোরা ধান,
হয় ত তাহার ছিল প্রাণ-ভরা গান;
হয় ত সে পরজন্মে হয়ে যাবে হাতী,
ঘুরিবে সে বনে বনে মদগন্ধে মাতি।
হয় ত তাহার পর হবে জমীদার;
হয় ত জন্মিবে প্রাণে ভালবাসা তার;
কানুর মতন এক কুমারী তখন,
হয় ত করিতে পারে তাহারে বরণ;
যেই সেই কুমারীকে বিবাহ করিবে,
অমনি আনন্দরোলে আকাশ পূরিবে।
ওই দেখ হাসে তারা, ওই হাসে রবি;
ওই দেখ হাসিতেছে প্রকৃতির ছবি;
মেঘ হাসে, শিশু হাসে, আর হাসে শশী;
শুধু কাঁদে কাননীর মা আর মাসী!

সেই সঙ্গীত শুনিবামাত্র কাননিকার ভাবাবেশ হইল। ভাবাবেশে কাননী গাহিল—

মধুঋতু রজনী দূরত সঙ্গীত
আনল সমীরণ মন্দ।
কানু আশোয়াসে চপল মনোভব
মনহি বিথারল দ্বন্দ্ব॥
সজনি পুন যাই সম্বাদহ কান।
কালিন্দীকূলে অবহুঁ বিরহানলে
তেজব দগধ পরাণ॥

সকলেই চমকি চাহিল। কিন্তু বাতাস ভারী হইয়া তাহাদের চোক চাপিয়া ধরিল। দূরের সঙ্গীত সময় বুঝিয়া ইঙ্গিত করিল—

এ ঘোর রজনী মেঘ গরজনি
কেমনে আওব পিয়া।
শেজ বিছাইয়া রহলো বসিয়া
পথ পানে নিরখিয়া।

নিরঞ্জন এই ফাঁকে আসিয়া কাননির মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন—

অনেকবক্ত্রনয়নামনেকাদ্ভুতদর্শনাম্।
অনেকদিব্যাভরণাং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধাম্॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরাং দিব্যগন্ধানুলেপনাম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ীং দেবীমনন্তাং বিশ্বতোমুখীম্॥

তখন তাহার মুখে বাগ্দেবী আসিয়া বসিল। সেই মুখ হইতে মুখাধিকারীর অজ্ঞাতসারে বাহির হইল;—

সোনার নাতিনী এমন যে কেনি
হইলি বাউরী পারা।
সদাই রোদন বিরস বদন
না বুঝি কেমন ধারা।

অপরাহ্নে মুর্দ্দাফরাস আসিল। বটুকের দেহ মাথায় করিয়া কলুটোলায় লইয়া যাইতে দেখিল, বটুক নাই! তাহার পরিবর্ত্তে মৃত্তিকাশয্যায় মটুক শুইয়া আছে। সে হাত নাড়িতেছে, পা ছুড়িতেছে, আর আঃ উঃ করিতেছে। বটুক ভূত হইয়াছে, মনে করিয়া ডোমেরা হৈ চৈ করিয়া উঠিল। তখন মটুক উঠিয়া তাহাদের প্রহার করিতে লাগিল। ডোমেরা পলাইল। সকলে সন্ধান করিতে গিয়া জানিল, নিরঞ্জনের বক্তৃতার প্রহারে বটুকের বারো আনা বয়স উড়িয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ বটুক এক দিনে যুবা মটুক হইয়াছে। নিরঞ্জন তাহা দেখিয়া নিজের শক্তিতে নিজেই মুগ্ধ হইলেন ও আপনাকে বিশ্বকর্ম্মা মনে করিলেন। মনের উল্লাসে বলিয়া উঠিলেন,—"থাক্, মটুক থাক্।" কন্যাগণ বলিল—"থাক্, মটুক থাক্" সন্ধ্যায় ডাক্তার আসিয়া কাননিকার হাত দেখিয়া বলিলেন—"কাননিকার একটা অসুখ হইয়াছে। সে অসুখের জন্য তাহার কিছুমাত্র সুখ নাই।" সকলে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিল—"বটুক যদি মরিয়া মটুক হইল, তবে কাননীর অসুখে সুখ হইল না কেন? এ অসুখের নাম কি?" ডাক্তার বলিলেন, "অনাম্নিকা।"

অভিসারিকা।

রজনীর প্রথম প্রহর বহিয়া গেল। কৃষ্ণা-তৃতীয়ার চাঁদ ধীরে ধীরে আঁধার আবরণ ভেদ করিয়া উপরে উঠিল। হিমশীকরবাহী সমীরণ ছোট ছোট শ্বেত কুসুমের স্তবক চারি ধারে উড়াইল। তাহারা চাঁদ ধরিতে নীলসাগরে সাঁতার দিয়া ছুটিয়াছে।. কিন্তু চাঁদ ত ধরা দেয় না। তাহারা যে দিকে যায়, চাঁদ যে তার বিপরীত দিকে সাঁতার দেয়। শেষে লীলারঙ্গে মাতিয়া তাহারা কখন বা একটি একটি তারা ধরিয়া মাথায় পরিল। কখনও বা আপনা আপনি জড়াইল। কেহ বালিকাবেশে অন্য বালিকার চিবুক ধরিল। কেহ মানিনী সাজিয়া আনতমুখী—সখীর প্রবোধবচনে মুখ ফিরাইয়া অতি রাগে বাঘিনী হইল। সখীও তখন ফিরিয়া ফিরিয়া উপেক্ষিত সাকাঙ্ক্ষ নায়কের পাশে গিয়া দুঃখের কথা জানাইল। মধু অভাবে গুড়ং—এই ন্যায়সূত্রাবলম্বী নায়ক-নায়িকার আশা ছাড়িয়া সখীর সহিত মিলিল। কেহ মালা সাজিয়া উড়িয়া উড়িয়া একটা বানরের গলায় জড়াইল। বানর দুই এক বার তাকে সোহাগ করিয়া পরিল, তার পর দাঁতে ছিঁড়িল। ছিন্ন, দলিত ফুলরাশি ঝরিয়া ঝরিয়া মনের দুঃখে মিলাইল।

রজনী সুন্দরী। চাঁদের শোভায় চন্দ্রিকাবিধৌত অট্টালিকার অস্পষ্ট কিন্তু সুন্দর আভায় রজনী লাবণ্যময়ী। শশিকর কোমলস্পর্শে নিদ্রালসা বিরলতারকায় ত্যক্তাভরণা রজনী চাঁদ-গরবিনী। ফুলে ফুলে সমীরসঞ্চারে, স্নিগ্ধ নীলাম্বরে শতদল শুভ্র জলদখণ্ডের ইতস্ততঃ সঞ্চরণে রজনী লীলাময়ী।

এমন রজনীতে নিরঞ্জনের নিদ্রা নাই। চিন্তাভারে

আক্রান্ত নিরঞ্জনের চোখ হইতে তাহার "বোধকলুষা দয়িতার" ন্যায় নিদ্রা বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে। তিনি পলক দিয়া নিদ্রাকে চাপিয়া ধরিবেন স্থির করিলেন, তবুও নিদ্রা ধরা দিল না। রাশি রাশি চিন্তা ঘৃতধারার মত তাঁহার জ্বালাময় হৃদয়ে ঝরিল! হৃদয় সহস্র গুণ জ্বলিল। তিনি বারকতক শয্যায় এ পাশ ও পাশ করিলেন। কিন্তু শয্যা তাঁহাকে রাখিতে চাহিল না। সহস্র সহস্র কণ্টক প্রসব করিয়া নিরঞ্জনকে বিঁধিতে লাগিল। নিরঞ্জন শয্যা ছাড়িয়া চেয়ারে বসিলেন। টেবিলে আলো জ্বলিতেছিল। একখানা বই লইয়া পড়িতে বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পাঠ করিয়া বুঝিলেন, সমস্ত শ্রম পণ্ড হইয়াছে। যে দুই পাতা তিনি পড়িয়াছেন, তাহাতে অক্ষর নাই। তখন পুস্তক রাখিয়া, মাথায় হাত দিয়া, আলোর দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

একটা প্রজাপতি কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া নিরঞ্জনের হাতের উপর পড়িল। সেখানে কিয়ৎক্ষণ নিশ্চল রহিয়া একমনে যেন কি ভাবিতে লাগিল। তার পর সেখান হইতে দীপশিখায় আত্মবিসর্জ্জন দিবার জন্য লণ্ঠনের চারিধারে ঘুরিল। দীপের চারিধারে দুর্ভেদ্য কাচের আবরণ। ক্ষুদ্রপ্রাণ প্রজাপতির সাধ্য কি, তাহা ভেদ করিয়া দীপের অঙ্গস্পর্শ করে। তবুও নিরস্ত হইল না। সে কাচ ভাঙ্গিবার জন্য ক্ষুদ্র বলটুকু সেই ক্ষুদ্র দেহের প্রতি অঙ্গে বাঁধিয়া কাচের উপর পড়িল। কাচের কিছু হইল না, কিন্তু তাহার একটি শুভ্রোপম চরণ ভাঙ্গিয়া গেল।

নিরঞ্জন বসিয়া বসিয়া নিশাচরীর এই অসীমসাহস নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তিনি হাত দিয়া ধীরে ধীরে তারে সরাইয়া দিলেন। প্রজাপতি সরিল না! সে আবার ফিরিল। কাচের উপর উঠিল, লণ্ঠনে প্রবেশ করিবার পথ খুঁজিতে চারিধারে ঘুরিল।

নিরঞ্জন ভাবিলেন, হইল কি? অতি ক্ষুদ্র, অতি দুর্ব্বল, কিন্তু কেবল-সুন্দর প্রজাপতির আজ হইল কি! সকলের প্রিয় প্রজাপতি! প্রকৃতির সাত রাজার ধন মাণিক রতন! তোর প্রাণে এমন বৈরাগ্য আসিল কেন? কবি অক্ষরে, বিলাসী আলপিনে, শিল্পী তুলিতে গাঁথিবার জন্য পাগল। ওই অতটুকু অঙ্গ—রামধনু ছাঁকিয়া প্রকৃতি সুন্দরী নির্জ্জনে বসিয়া তোর যে অঙ্গে রঙ ফলাইয়াছে—সেই অঙ্গ আগুনে সঁপিতে কেন প্রজাপতি, তুই উন্মাদের মত ঘুরিতেছিস? রবি ছায়া মাখিয়া তোর গায়ে কিরণ দেয়, পাছে তোর সোনার অঙ্গ গলিয়া যায়! সমীরণ ভয়ে ভয়ে নাচায়, পাছে রামধনুর বর্ণ-বৈচিত্র্যে আঁকা পুষ্পরেণু মাখা পাখা দুখানি জোর বাতাসে ভাঙ্গিয়া যায়! ফুল তোরে দেখিলে দুলে। সমীরসঞ্চারী জীবন কুসুম! সে যে তোরে দেখিলে, তার যথাসর্ব্বস্ব বিনা মূল্যে তোর পায় ঢালিয়া দেয়! তোর মত উড়িতে পায় না, তাই না সে তোর অদর্শনে সকল হাসি সকল সাধ পবন-সাগরে ঢালিয়া মলিন হইয়া লতাবাঁধনেই ঝরিয়া যায়। সরসী তোরে দেখিলে তরঙ্গকর দোলাইয়া দোলাইয়া ধরিতে আসে। তার হৃদয়শোভাকরী মৃণালিনী পাতায় যে তোরে ঢাকিয়া রাখে, আকাশের মুখ যে দেখিতে দেয় না। নিশায় তোরে পায় না, তাই না সে মনের দুঃখে কমলিনীর মুখ খুলিতে দেয় না। এমন তুই—সবার আদরের প্রজাপতি—তুই আগুনের মুখে মরিতে আসিলি কেন? তোর যদি মরিবার এত সাধ, তবে এ সংসারে আমরা কি করিব—কার মুখ দেখিয়া বাঁচিয়া থাকিব? তোরও যদি সুখ নাই, তবে এ সংসারে সুখ কোথায়?

প্রজাপতি বৃদ্ধের কথায় কান দিল না—আপন মনেই ঘুরিতে লাগিল। নিরঞ্জন তখন তাহাকে ধরিলেন, আর লণ্ঠন খুলিয়া "তবে মর!" বলিয়া দীপশিখায় সমর্পণ করিলেন। তার মরিবার সাধ মিটাইলেন।—তার পর বাহিরে আসিলেন।

বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, চাঁদ। দেখিলেন, তার পাশে অনন্ত আকাশ। আকাশের গায় নক্ষত্র, নক্ষত্রের পাশে আবার আকাশ। আর দেখিলেন, চাঁদের পাশে, তারার পাশে, নীল আকাশে ভাসমান অসংখ্য ক্ষুদ্র জলদখণ্ড দেখিয়া নিরঞ্জনের তৃপ্তি হইল না। এ নিশায় নিরঞ্জনের জাগিয়া লাভ কি! সে কেন জাগিবে, যে আজীবন অন্ধনয়নে দিবারাত্রি সমান দেখিয়া কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিতেছে। সে জাগুক—আজ প্রথম যার চোখ ফুটিয়াছে। সে কেন জাগিবে,—আজীবন প্রবাসে কাল কাটাইয়া জীবন-মরণকে যে সমান করিয়াছে। সে জাগুক—যে বহুদিনব্যাপী বিরহের পর আজ সর্ব্বপ্রথম জীবনে সব পাইয়াছে। সে কেন জাগিবে, যার চাঁদের সহিত তুলনা করিবার কিছু নাই। যার কৌমুদী ধরিবার ভাণ্ড নাই, চাঁদ ধরিবার ফাঁদ নাই, দিবানিশি অন্তরে অন্তরে অতলস্পর্শ জলের ভিতর ডুবিতেছে, তার অগ্রগমন কেবল

গভীর হইতে গভীরতর জলে আত্মনিক্ষেপ! সেখানে চাঁদ কোথায়?

সৌন্দর্য্যে নিরঞ্জনকে টানিতে পারিল না। নিরঞ্জন ক্ষণপূর্ব্বেই যে অতি সুন্দর প্রজাপতিকে অনলে নিক্ষেপ করিয়াছেন। চাঁদ দূর হইতে সুন্দর। বিজ্ঞানে বলে, চাঁদের হাসি বিভীষিকার তুলিতে অঙ্কিত। চাঁদে হৃদয় নাই—প্রাণ নাই। মরুভূমির মত দিবানিশি ধূ ধূ করিয়া পুড়িতেছে। আমরা চাঁদের কেবল এক দিক্ দেখিতেছি। অপর দিক্ আজীবন আমাদের নয়নের অন্তরালে। শুধু মুখের হাসি দেখিয়া তার অস্তিত্বের সার্থকতা না বুঝিয়া, তাহাকে ভাল বাসিতে যাইব কেন?

নিরঞ্জন মাথা নামাইলেন। ছাদের উপর অবনতমস্তকে কিছুক্ষণ পাদচারণ করিলেন। মনে মনে বলিলেন—নিরীহ প্রজাপতিই যখন আমার হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে নাই, তখন আমার হৃদয় আমার কাছে রাখিব। কাহারও প্ররোচনায় হৃদয়টাকে হাতছাড়া করিব না। প্রজাপতি! তোরে যে মারিয়াছি, সে অনেক দুঃখে। তুই এত রাত্রে আমার গৃহে আসিলি কেন? "বিবাহে চ প্রজাপতিঃ!" আমার ঘরে অনূঢ়া কাননী রহিয়াছে। সে নাবালিকা কি সাবালিকা, চারি দিকে তর্ক উঠিয়াছে। সেই তর্কের আঘাতে বৃদ্ধ বটুক মরিয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে যুবক মটুক আসিয়াছে। কানুর হাত দু'খানি পাইবার জন্য চারি দিক্ হইতে আমার গৃহে পত্রবৃষ্টি হইতেছে। আমি কোনও রকমে তাহাকে মিষ্ট বচনে, আদরে, যত্নে, বিস্মৃতির কোলে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছি। সে একবার জাগিলে কি আর রক্ষা থাকিবে? যখন সে বুঝিবে, তার নাবালিকাত্ব ঘুচিয়াছে, তখন তাহাকে কেমন করিয়া ভুলাইয়া রাখিব? সে যে তখন ভাবিয়া ভাবিয়া কেমন একরকম হইয়া যাইবে। তখন এ দেশের দুঃখ দূর করিব কেমন করিয়া! পাপিষ্ঠ প্রজাপতি! তুই আমার ঘরে না আসিয়া যদি কাননীরই ঘরে প্রবেশ করিতিস্? যদি সে তোরে দেখিতে পাইত, আর বুঝিত, বিবাহের সম্বন্ধের সঙ্গেই প্রজাপতির সম্বন্ধ, তা হইলে কি সর্ব্বনাশ হইত বল্ দেখি! বেশ করিয়াছি, তোরে মারিয়া ফেলিয়াছি। এই বলিয়া নিরঞ্জন বিশ পঁচিশ বার ছাদের এ ধার ও ধার করিলেন। তার পর ভাবিলেন—আহা, আমার নাতিনীর এতক্ষণ এক ঘুম হইয়া গেল। হয় ত একবার পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া এতক্ষণ আবার নূতন ঘুমের বন্দোবস্ত করিল। ঘুমন্ত কাননিকাকে একবার দেখিয়া আসিব কি? যাই, ঘুমাইলে সে কেমন সুন্দর দেখায়, একবার দেখিয়া আসি।

কাননিকার গৃহপার্শ্বে গিয়া, জানালা দিয়া দেখেন, কাননীর দুগ্ধফেননিভ শয্যা খালি পড়িয়া রহিয়াছে। তবে বুঝি কাননীর দুগ্ধফেননিভ অঙ্গ শয্যার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। নিরঞ্জন শয্যার উপর শার্দ্দূলদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন, চাঁদের কিরণ জানালা দিয়া পশিয়া শয্যার উপর ঢেউ খেলিতেছে। কিন্তু কোথায় কাননিকা? ওই যে দুইটা মশক, কানু যেখানে চরণ রাখে, সেই বালিশে গুণগুণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইতেছে, আর উড়িতেছে। ওই যে দুইটি ছারপোকা, যেন কানুর অদর্শনে পাগলের মত শয্যায় এ পাশ ও পাশ করিতেছে! ওই যে দুইটি কানুকবরীপরিত্যক্ত ফুল কানের দুল হইবার জন্য কাননীর শ্রবণস্পর্শসুখালস বালিশের পানে চাহিয়া আছে। সব আছে—কাননিকা কোথায়? ঘর আছে, পালঙ্ক আছে, কাননী কোথায়? আমার চক্ষু আছে, চক্ষের জ্যোতি আছে, বাহিরে আলো আছে, ঘরের আলো কানু কোথায়? নিরঞ্জন অগ্রসর হইলেন।

দ্বারের কাছে গিয়া দেখিলেন, দ্বার খোলা। ঘরে প্রবেশ করিলেন, টেবিলের উপর চারি ধারে সুশৃঙ্খলাবিন্যস্ত পুস্তক। সেই পুস্তক-প্রাচীরমধ্যে শ্যামলপ্রান্তরবৎ সুন্দর টেবিলহৃদয়ে শুভ্রচূড় শ্যামসুন্দর ল্যাম্পতরু; তৎপার্শ্বে কুসুমাধার, লতারূপিণী ভেস (vase); ভেসের পার্শ্বে টবরূপী দোয়াত। দোয়াতে কালি, কালিতে কলম। যেন কালীয়হ্রদের ফণাধর কৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষায় মাথা তুলিয়া ঈষৎ দুলিতেছে।

সেই ক্ষুদ্র, কিন্তু সুন্দর টেবিলটি নিরঞ্জনের চক্ষে একটা প্রকাণ্ড প্রান্তরের মত বোধ হইল। নিরঞ্জন তাহাতে যেন গাছ পালা লতা গুল্ম দীঘি সরোবর সব দেখিলেন;—কিন্তু মানুষ দেখিলেন না। তাঁহার পলে পলে নেশা হইতে লাগিল, পলে পলে নেশা ভাঙ্গিতে লাগিল। একবার ভাবিলেন, কানু বুঝি এই প্রকাণ্ড প্রান্তরের কোন এক নিভৃত নিকুঞ্জে বসিয়া, পুষ্পরেণু গায়ে মাখিয়া বেণু বাজাইয়া ধেণু চরাইতেছে। আবার ভাবিলেন, না, কাননী যে আমার নাতিনী!

কিন্তু কাননী কোথায় ? কৌমুদী গালিচার উপর গড়াগড়ি খাইতেছে, কাননীর রাঙা পা দুখানি স্পর্শ করিবে বলিয়া। কিন্তু সে চরণ কই ? ফুলমালা রেকাবে পড়িয়া শুকাইতেছে, এ মালার গলা কই ? আহা হা ! ক্ষুণ্ণ মনে কুণ্ডলী পাকাইয়া ওই যে কানুর মেষ্টু রহিয়াছে। কিন্তু মেষ্টুর কানু কই ?

নিরঞ্জন ভাবিলেন, আর কিছু নয়, মেয়েকে 'নিশি'তে লইয়া গিয়াছে। কি করেন, ঘরে ফিরিয়া শয়ন করিলেন। কানুর কথা ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রাবেশে দেখিতে পাইলেন, যেন আরব্য উপন্যাসের একটা দৈত্য স্বন্ স্বন্ করিয়া তাঁহার বাড়ীর মাথার উপর উড়িতেছে। উড়িতে উড়িতে ছোঁ মারিল, আর "ছোঁ"-এর সঙ্গে তাঁহার কাননিকা উড়িয়া গেল। নিরঞ্জন ভাবিলেন, দৈত্যটাকে গ্রেপ্তার করিতে পুলিসকে হুকুম দিই। তাহারা শূন্যমার্গে ওয়ারেণ্ট উড়াইয়া দিক। পুলিসের ওয়ারেণ্টের কাছে কার নিস্তার আছে ? সে জলে ডুবিয়া মাছ ধরিতে পারে, আর আকাশে উড়িয়া দৈত্য ধরিতে পারে না !

দৈত্যরাজ কাননীকে ধরিয়া ঈগল পক্ষীর ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে উপরে উঠিল। তার বাহু-অর্গলাবদ্ধ হৃদয়গৃহাশ্রিতা কাননিকা এখনও ঘুমঘোরে অচেতনা। কমলপত্রাক্ষীর নিমীলিত নয়নযুগলে গুচ্ছে গুচ্ছে অলক পড়িয়াছে। গ্রীবা ঈষৎ হেলিয়া আধ-আঁধার আধ-কৌমুদী মাখা চাঁদমুখখানি দৈত্যের বাহুর উপর ভর দিয়া রাখিয়াছে। সঞ্চারকম্পনে শিথিলীকৃতা কবরীর কেশরাশি, ধীর চুম্বিত হইয়া উড়িতেছে। কখন বা গণ্ডে পড়িতেছে, কখন বা দৈত্যের শ্রম-স্বেদনিষিক্ত মুখখানাকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। দেখিতে দেখিতে একটি তারা খসিয়া তার কপালে লাগিয়া টীপ হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে দুই একটা শ্বেত খণ্ড-মেঘ তার কাঁধে পড়িয়া ওড়না হইল। দেখিতে দেখিতে রাশি রাশি চাঁদের কর তার চিবুকে পড়িয়া জড়াইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে দৈত্যবর সমীরণের সঙ্গীত ঠেলিয়া মেঘের আক্রমণ উপেক্ষা করিয়া বহু দূর চলিল। সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া, ধূসর গিরিশ্রেণী, শ্যাম কান্তার, নীল জল, শ্বেত সৌধমালা, দিগন্তবিস্তৃত আরবদেশের মরুপ্রান্তর, গগনস্পর্শী হৈমচূড় প্রাসাদভরা কালিফের ভুবনমোহিনী বেগমকুল-নিষেবিত বোগদাদ—সকলের উপরের আকাশ দিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া দৈত্যরাজ তাঁহার আদরের কাননীকে কোন দূরদেশের অচল উদ্দেশ্যে লইয়া চলিল। নিরঞ্জন কানুর অদর্শন সহিতে পারিলেন না। কাঁদিয়া ফেলিলেন ও উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ওরে পাষণ্ড দৈত্যাধম ! দে, আমার কানুধন ফিরাইয়া দে।" দৈত্য কি বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, তুচ্ছ নিরঞ্জনের কথা শুনে ! সে হু হু করিয়া উড়িয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু এ দৈত্যটাকে যেন কেমন কেমন বোধ হইতেছে ! রে দৈত্য ! কে তুই—বটুক ? বটুকের দেহ হইতে বাহির হইয়া, ভৃত্য সাজিয়া তুই-ই আমার কাননিকাকে হরণ করিতে আসিয়াছিস্ ?

তখন নিরঞ্জন দৈত্যকে ধরিবার জন্য নিজে উড়িবার চেষ্টা করিলেন। দুই একবার গা ঝাঁকারিয়া লইলেন। দেখিতে দেখিতে শরীরটা পতঙ্গদেহবৎ লঘু হইয়া উড়িতে আরম্ভ করিল। ঘর ছাড়িয়া নিরঞ্জন দ্বিতল ত্রিতলে উঠিয়া অভ্র ভেদিয়া ধূমকেতু হইতে যাইতেছেন, এমন সময় ধরণীপৃষ্ঠ হইতে কে যেন ডাকিল,—"দাদা !" নিরঞ্জন মুখ নামাইয়া দেখিলেন, একটি শৈলকন্দরে, একটি প্রকাণ্ড বনের ধারে, একটি শৈবলিনীর জলকল্লোলকোলাহলের আবরণে বসিয়া, রাহুভয়ে ভূতলাবতীর্ণ নিশামণির মত কাননী আপনার মনে গান গাহিতেছে ;—

"আমার মন ভুলালে যে কোথায় থাকে সে !
সে দেখে আমি দেখি না রয়েছে আশে পাশে।
বল রে তরু বল রে লতা,
আমার হৃদয়মোহন আছে কোথা,
তোরা পেয়ে বুঝি কসুনে কথা,
তাই তোদের কুসুম হাসে ?"

নিরঞ্জন, "ভয় নাই, ভয় নাই," বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে নামিয়া আসিলেন। কাননিকা দাদাকে সেই নিভৃত-দেশে দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিল ;—"দাদা !"

নিরঞ্জন চক্ষু মেলিয়া দেখেন, যথার্থই কাননিকা শয্যাপার্শ্বে বসিয়া, দাদা বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছে ! স্বপ্নে তাহাকে যেমনটি দেখিয়াছিলেন, ঘুমবিজড়িত-চক্ষে তিনি সেই কাননীকে সহস্র গুণ সুন্দর দেখিলেন ! বলিলেন, "কি দিদিমণি !"

কাননিকা। আর দিদিমণি !—তুমি স্বপ্নে যে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছ, শুনিয়া আমার গা থর থর

করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছে। হাঁ দাদা, তুমি অত স্বপ্ন দেখ কেন?

নিরঞ্জন। আর ভাই, জাগরণে কিছু দেখিতে পাই না, কাজেই স্বপ্নে দেখিতে হয়। দেখিতে না পাইলে কেমন করিয়া বাঁচিব বল্।

কাননিকা। তা দেখ। কিন্তু তোমার দেখার দৌরাত্ম্যে আমাদের প্রাণ যায়!—এই দেখ, এখনও আমার হৃৎপিণ্ড দুরু দুরু করিতেছে।

নিরঞ্জন, যেন কাননিকার বিষয় কিছুই জানেন না, এই ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলিস্ কি! ঘুমন্তে এমন চীৎকার করিয়াছি যে, তোর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল?"

কাননিকার হাত দুখানি দুটি স্বরচিত কবিতা ধরিয়া আবদ্ধ ছিল। অযত্নবিন্যস্ত কেশরাশি তাহার মুখে পড়িয়াছিল। সমীরণ তাহার অধরোষ্ঠের সুরভি ঘ্রাণ লাভের জন্য চোরের মত গৃহে প্রবেশ করিতেছিল। কেশের এ বেয়াদবী তাহার সহ্য হইল না। তাই সে তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করিবার জন্য বলপ্রয়োগ আরম্ভ করিল। তাহারা ভয়ে তাহার তিলফুল নাসায় জড়াইল। কাননিকা গ্রীবাভঙ্গে তাহাদিগকে পৃষ্ঠে সংন্যস্ত করিতে গেল। বিপরীত ফল হইল! পৃষ্ঠদেশ হইতে আরও কতকগুলি কেশ আসিয়া তার মুখ চোখ কপোল গণ্ড একেবারে ঢাকিয়া ফেলিল। কাননিকা বলিল,"দাদা, চুলগুলা মুখ হইতে সরাইয়া দাও ত!"

আগে শশী পিছে আঁধিয়ার ছিল। এখন আঁধিয়ার শশীর অঙ্গে পড়িয়া তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিল! অগণ্য তড়িত-লতার স্নিগ্ধজ্যোতিঃ সেই গৃহটাকে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে ভরাইয়া দিল। নিরঞ্জন কাননিকার সে মুখের সৌন্দর্য্য দেখিয়া তৃপ্তি পাইলেন না। তিনি আরও অধিকক্ষণ দেখিবেন বলিয়া নাতিনীকে বলিলেন, "নাতিনী! জলধর-অঙ্কে শতধা বিভক্ত চাঁদ দামিনী হইয়া জলদে ভাসিয়া পলকে পলকে চলিয়া যায়। তোর মুখে যে তাহারা স্থির হইয়া বসিয়া আছে! আমি তোর মুখের চুল সরাইব না।"

কাননিকা তখন বহুলতা দিয়া কোনও রকমে কেশপাশ পৃষ্ঠে ফেলিয়া বলিল, "তুমি কি বলিতেছিলে?"

নিরঞ্জন। আমার চীৎকারে তোর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল?

কাননিকা। সে ত বুঝিতেই পারিতেছ!—দেখ, দেখি, আমার মুখে এখনও কি ঘুম জড়াইয়া আছে?

নিরঞ্জন। তোর মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, ঘুম আজ তিন দিন তোর চোখের ধার দিয়া যায় নাই।

কাননিকা দাদার কথায় সাত সুরে যুগপৎ ঝঙ্কার মারিয়া হাসিল। আর বলিল, "এত বোধশক্তি না থাকলে তোমাকে হাকিম বলিবে কেন? কিন্তু তোমাদের হাকিম জাত যে চোখ মেলিয়া ঘুমায়! আমি চাহিয়া আছি বলিয়া, আমার নিদ্রায় তোমার বিশ্বাস হইল না?"

নিরঞ্জন। কি রাক্ষসি! সমাজের মহোপকারী দেশের প্রকৃত হিতৈষী হাকিমকে তুই অস্পর্শীয় রজকভারবাহী একটা অপকৃষ্ট জীবের সঙ্গে তুলনা করিলি!—আমি তোর শূন্য ঘরে ঘুরিয়া আসিয়াছি। তুই কোথায় ছিলি? আর সেথায় কি করিতেছিলি?

কাননিকা। আমি বাগানে গিয়াছিলাম। সেখানে পুষ্করিণীর সান-বাঁধা ঘাটে বসিয়া দুটি চাঁদ দেখিতেছিলাম। তার একটি ছিল নভঃস্থলে, অপরটি সরসীজলে। একটি চলিতেছিল, অপরটি কাঁপিতেছিল। আমি সেই দুই চাঁদের দুই প্রকার অবস্থা দেখিতেছিলাম আর ঘুমাইতেছিলাম!

নিরঞ্জন দেখিলেন, সেই অচ্ছোদসরোবরতীরের পত্রলেখিকা আর কাননীর জননী ভামিনী, দুয়ে মিলিয়া কাননী হইয়াছে। তাহারা দুই জনে দুই দিকে চাহিয়াছে, কাননী একাই দু কাজ সারিয়াছে। তা হ'লে ত প্রজাপতি আগুনে পুড়িয়া দেহ দহনজাত গন্ধটা কাননীর নাকের কাছে ধরিয়াছে! কাননীর বিবাহ ত না দিলে চলে না।

অন্তর্যামিনী কাননী নিরঞ্জনের মনের কথা সব শুনিল! উত্তরে বলিল—"দাদা! এমন সোনার চাঁদ থাকিতে, নারীগুলা মানুষ বিবাহ করিয়া মরে কেন?

নিরঞ্জন বলিলেন, "চাঁদকে বিবাহ!—"

কাননিকা। হাঁ চাঁদকে বিবাহ। চাঁদ যদি নারী পাইত,তাহা হইলে কখন রাহুগ্রস্ত হইত না, কুমুদিনীর রঙ্গস্থলে জলের হিল্লোলে আছড়াপিছড়ি খাইত না! অধিক আর কি বলিব, তাহা হইলে নিশায় অমাবস্যা হইত না।

কাননিকার কথা নিরঞ্জনের কানে কেমন কেমন ঠেকিল। ভাবিলেন, মাতামহকে দেখিয়া নাতিনীর

হৃদয়-সমুদ্র উথলিয়া উঠিয়াছে। তাই লজ্জার বেলাভূমি ছাড়াইয়া রহস্যটা কিছু বেশীদূর উঠিয়া পড়িয়াছে। নাতিনীর রহস্য-স্রোতে বাধা দিবার জন্য বলিলেন "রাত্রি অধিক হইয়াছে। এখন একটু ঘুমুগে।"

কাননিকা। নিদ্রা আমি চাঁদকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছি! আমি আজ হইতে আর ঘুমাইব না। কেবল জাগিব। সংসারের সকল নারীর সহিত চাঁদের মিলন ঘটাইয়া, সকলকে কুমারী রাখিয়া কিছুদিন প্রাণ ভরিয়া কাঁদিব। তারপর চাঁদের ঘুম কাড়িয়া অনন্ত নিদ্রার কোলে মাথা রাখিব।

নিরঞ্জন দেখিলেন, কাননিকার চক্ষু জলে ভরিয়াছে। ভাবিলেন, এ কি, মেয়েটা পাগল হইল না কি! তখন ভাবিলেন, নারীর হৃদয় না বুঝিতে পারিয়া, যথেচ্ছাচারীর মত কঠোর আদেশে তাহাকে অনূঢ়া রাখিয়া বুঝি পাগল করিলাম। মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, কালই নাতিনীর বর খুঁজিব।

তখন তিনি কাননিকার হাত ধরিয়া বলিলেন, "চল্—রাত্রি শেষ হইতে চলিল। নিশিজাগরণে অসুখ হইবে।" একটু ক্রোধ দেখাইয়া কহিলেন, "কাঞ্চনময়ি! শ্রীহীনা হইতে তোর এত সাধ কেন! এ কমলনয়ন চাঁদ দেখিবার জন্য নয়।"

এই বলিয়া কাননিকার হাত ধরিয়া নিরঞ্জন তাহাকে ঘরে লইয়া চলিলেন। কাননিকা কথা কহিল না।

চলিতে চলিতে নিরঞ্জন কি বুঝিয়া বটুককে ডাকিলেন।

কাননিকা বলিল, "দাদা! বটুককে ডাকিও না।"

নিরঞ্জন। কেন?

কাননিকা। সে আমার হইয়া চাঁদ দেখিতেছে।

নিরঞ্জন। বটুক তোর হয়ে চাঁদ দেখিতেছে কি? কাননিকা উত্তর না দিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। আর বলিল—"হায় বটুক, তুমি মরিয়া বটুক হইলে কেন? আবার দাদার তাড়া খাইলে তোমার নবীন প্রাণ আবার না জানি কোন্ দেশে উড়িয়া যাইবে!"

নিরঞ্জন প্রশ্নে প্রশ্নে আর তাহাকে উত্তেজিত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। কিম্বা ভামিনী ও অন্যান্য কন্যাগণকে ডাকিয়া, তাহাদিগের কাছে কাননিকার বর্ত্তমান অবস্থার কথা জ্ঞাপন করিয়া, ভেড়ার গোয়ালে আগুন দিয়া সেনগৃহের নিদ্রাকে বনবাসিনী করিতে সাহস করিলেন না। তাঁহার মনের কথা মনেই রহিল। কাল প্রাতঃকালে তিনি ঘটক ডাকিয়া, অথবা সহস্র পত্রলেখকের যাহাকে হ'ক এক জনকে ডাকিয়া কাননিকার বর নির্দ্দেশ করিবেন।

কাননিকাকে গৃহপ্রবিষ্টা দেখিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন। কিন্তু সে নিদ্রা যায় কি না, দেখিবার জন্য ঘরের কানাচে কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শুনিলেন, কাননিকা গান ধরিবার ভাঁজ করিতেছে। তার পর শুনিলেন, অতিমধুর অনুচ্চকণ্ঠের গীত :—

সখা! এ নয় কমল-আঁখি!
মুখ-সরোবরে ফুটিতে ফুটিতে মুদিবে চাঁদের দেখি।
আমি নিশায় কুমুদী হৃদয়ের নদী
শশীর কিরণে ধরে সে টান।
প্রভাত অরুণে পাখীগণ সনে
গাই-আগমন ললিত গান।
আমি সাঁজের গগন তারা।
আপনার ভাবে আপনি বিভোরা
নীরব আপন-হারা;
কভু ফুটিতে ফুটিতে ফুটি না।
কভু চলিতে চলিতে চলে যাই দূরে
কারে ফিরে চেয়ে দেখি না।
কভু মেঘের আড়ালে থাকি;
দামিনী লতায় পরিয়া গলায়,
তার সনে মারি উঁকি ঝুঁকি!

চির-প্রবাসীর সহসোদ্দীপ্ত স্বদেশ-স্মৃতি, পুলিসধৃত নিরপরাধের কাষ্ঠমঞ্চভীতি, কৃতপরাধের অনুতাপ, বিয়োগীর স্বপ্নে, চির লাঞ্ছিতা জীবনে মৃতকল্পা, অকালমরণে উজ্জীবিতা প্রিয়ার সকরুণ তিরস্কার, আর স্বপ্নাবিষ্ট কোমল শিশুর "দেয়ালা"—সকলে মিলিয়া পরস্পরের হাতে হাতে ধরিয়া নিরঞ্জনের হৃদয়মন্দিরে প্রবেশ করিল। প্রাণটা তাঁর ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। রাশি রাশি চক্ষুজলে তিনি সেই নবাগত অতিথিগণের পাদ্যের ব্যবস্থা করিলেন।

এমন সময় দূর হইতে সঙ্গীত উঠিল!—

উধাও প্রাণের ঢেউ,
দূর হ'তে দেখো, কাছে যাহি থাক,
ধরিতে যেও না কেউ,
যাক সে সাগর পার।
যাক কূলে কূলে অনন্তের কূলে,
যথা অভিলাষ তার।

ফুলের উপরে ফুল ঝরে ঝরে
ঝিনি গাঁথনির মালা।
ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না নিকটে যেও না
কথা রাখ এই বেলা।

নিরঞ্জন তখন বুঝিলেন, এই দূরের সঙ্গীত বেটাই কাননিকাকে পাগল করিয়াছে। নৈশগগন ভেদ করিয়া তিনি উচ্চগম্ভীর স্বরে ডাকিলেন—"দূরের সঙ্গীত!"—উত্তর পাইলেন না। কেবল প্রতিধ্বনি উত্তর আনিল, ইৎ। (*) নিরঞ্জন আবার বলিলেন, "এখনও কোথায় আছিস্ বল।" প্রতিধ্বনি খল খল হাসিল।

রণরণিকা †

পরদিন সেনগৃহে হুলস্থূল বাধিয়াছে। কাননিকার বিবাহের কথা উঠিয়াছে। নিরঞ্জন বঙ্গ সমাজের খাতা খুলিয়া বিদুষী কুমারীর আয়-ব্যয়ের তালিকা দেখিয়া বুঝিয়াছেন, বাঙ্গালায় কুমারী নাই। অনেকেই প্রথম বয়সে বিশ্ববিদ্যার নবোৎসাহে কুমারীর খাতায় নাম লিখাইয়াছিল। কিন্তু কেহ তারুণ্য স্রোতে অকূলে পড়িবার ভয়ে, সাঁতার কাটিতে কাটিতে, নর-কাষ্ঠে ভর দিয়াছে। কেহ বা কোনও প্রকারে পরপারে পৌঁছিয়াই, সম্মুখে বার্দ্ধক্যের প্রকাণ্ড জলা দেখিয়া, জীবন-পথে একলা চলিতে সাহস না করিয়া সঙ্গী লইয়াছে। খাতার এক কোণে দু' একটি নাম পড়িয়া আছে; কিন্তু কাননিকা ছাড়া, আর সবার বিবাহ হয় হয়—হয় না। কুমারী আছে, খৃষ্টানী কুমারী আছে বিলাতী রমণী।

কাননিকার বরে বরে বাঙ্গালা ভরিয়া রহিয়াছে। একটা ঢিল ছুঁড়িলে দুই দশটা বরের মাথা ফাটিয়া যায়! এমন কাননী, দ্বিভুজা, হেমগৌরাঙ্গী, বিদ্যা-ভরণভূষণা সুচারুদশনা হরিণনয়না—বিবাহ বিনা তার মন ভাল থাকিবে কেন? নিরঞ্জনের জ্ঞান ফিরিয়াছে। রাত্রে ভাবিয়া ভাবিয়া তিনি কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছেন! তিনি ভাবিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহাকে মরিতে হইবে। মরিতে হইলে, সংসারের উপর প্রভুত্ব রাখিতে পারিবেন না। প্রভুত্ব যাইলে কেহ তাঁহার কথা রাখিবে না। কথা না থাকিলে, যার যা ইচ্ছা তাই করিবে। যা ইচ্ছা তাই করিলে, দেশটা ছার খার হইয়া যাইবে। ভাবিয়া দেখিয়াছেন, কাননিকার কুমারিত্বে দেশের যতটুকু অপকার, অন্য দিকে কুমারকুলের মনোভঙ্গে চার গুণ অপকার। ব্যারিষ্টার আইনজালে আপনাকে জড়াইবে, ইন্‌জিনিয়র বক্ষ-ক্ষেত্র দিয়া খাল চালাইবে, ডাক্তার নিজের গলাই অস্ত্র বসাইবে, প্রোফেসর আত্মহত্যার লেক্‌চর দিবে, ইঞ্জিনিয়র ছাদ হইতে ঝাঁপ খাইবে। কাজেই কাননিকার বিবাহ দেওয়া স্থির।

ভামিনী দৌহিত্রের মুখ দেখিতে লালায়িতা বাপের কাছে আসিয়া কাঁদিল। বাপ আশ্বাস দিলেন, কাননীর বিবাহ দিব।

নিরঞ্জন প্রথমে দূরের সঙ্গীতের অনুসন্ধান করিলেন। চোওদারের কাছে লোক পাঠাইলেন। চোওদার লিখিল—"তাহাকে সেইদিন তোমার সঙ্গে গঙ্গাতীরে দেখিয়াছিলাম। তার পর আর দেখি নাই। শুনিলাম, কি জানি কি মনের দুঃখে সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সেই যুবকদ্বয়ের মধ্যে এক জন বোধ হয় তাহার খবর জানে।" নিরঞ্জন তাহাদিগের পরিচয় ও ঠিকানা জানিয়া তাহাদিগকে পত্র লিখিলেন। তাহারাও উত্তর দিল, "জানি না।" ঈর্ষায় বলিল, কি যথার্থই বলিল, নিরঞ্জন পত্র পড়িয়া ভাল বুঝিতে পারিলেন না। "জানি না"র পরে তাহারা কি মাথা মুণ্ড লিখিয়াছে! লিখিতে হাত কাঁপিয়াছে বোধ হইল। অক্ষরগুলা জড়াইয়া জড়াইয়া হাঁড়ি-কলসী সাপ ব্যাঙের আকার ধরিয়াছে। নিরঞ্জন বাড়ীতে সন্ধান করিলেন। মটুককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ রে, দূরের সঙ্গীত চিনিস্?" মটুক বলিল, "হাঁ হুজুর চিনি।"

নিরঞ্জন। বেশ, তবে এই চিঠি তাহাকে দিয়া জবাবি লইয়া আয়।

মটুক চিঠি হাতে ছুটিল। নিরঞ্জন অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন।

চাকর কিছুক্ষণ পরেই ফিরিল। হাঁপাইতে

(*) ইৎ—লোপ সংস্কৃত ব্যাকরণে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহাদিগকে আর ইতের কথা বলিতে হইবে না। কৃৎ প্রকরণের কিপ প্রত্যয়ের সমস্তই ইৎ হইয়া যায়, কিছুই থাকে না। সুতরাং সঙ্গীতেরও সব ইৎ হইল। কিছুই অবশিষ্ট রহিল না।

† রণরণিকা—উৎকণ্ঠা, দুর্ভাবনা।

হাঁপাইতে মনিবের হাতে একটা জিনিষ দিল। নিরঞ্জন বলিলেন, "এ কি!"

মটুক। আজ্ঞে হুজুর! যবানি। বেণের দোকান হইতে কিনিয়া আনিলাম।

নিরঞ্জন অবাক্ হইয়া তার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। তার পর বলিলেন, "চিঠিখানা কি করিলি?"

মটুক। চিঠিখানা বেনের হাতে দিলাম। সে ইংরাজীলেখা পড়িতে পারিল না। এক বাবু-খদ্দেরকে দিয়া পড়াইল। বাবু বলিল, "হুজুর তোমাকে পত্র পাঠমাত্র যাইতে লিখিয়াছেন।" দোকানী বলিল, "এখন আমার ঢের খদ্দের—এখন যাইতে পারিব না, বৈকালে যাইব।" আমি বলিলাম, "তবে জবানি দাও।" সে বলিল, "কয় পয়সার?" হুজুর কিছু বলিয়া দেন নাই বলিয়া, আমি ধার করিয়া এক পয়সার যবানি আনিলাম।

নিরঞ্জন। যবানি ফিরাইয়া দিয়া আমার চিঠি লইয়া আয়। আসিয়া এইখানে এক পায়ে এক ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাক্।

মটুক চাকর যবানি লইয়া আবার ছুটিল। নিরঞ্জন বুঝিলেন, মটুক বটুকভৈরবের দ্বিতীয় সংস্করণ। তাহারই মত বোকা বুঝিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। স্বপ্নের মটুকরূপী দৈত্যের ভয়টা তাঁহার দূর হইয়া গেল। তিনি তখন দ্বারবানকে দূরের সঙ্গীতের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। দ্বারবান বলিল, "চৈতন্ত লাইব্রেরীতে আছে। সে দিদিবাবুর জন্ত অনেক বার তাহা আনিয়াছে।"

নিরঞ্জন মুখ ফিরাইতেছেন, এমন সময় বেণেকে সঙ্গে করিয়া মটুক ফিরিল। বেণে আসিয়া জোড়করে নিরঞ্জনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—"হুজুর! কসুর মাফ হয়। আমি বুঝিতে না পারিয়া সেই চিঠিতে মশলা বাঁধিয়া খদ্দরকে দিয়াছি।"—নিরঞ্জন কথা কহিলেন না। বেণে কপালে হাত দিল; মটুক একপায়ে দাঁড়াইয়া রহিল।

নিরঞ্জন তাহাদের আর কিছু না বলিয়া বরাবর ভামিনীর কাছে গেলেন। বলিলেন, "ভামু! উপায়—দূরের সঙ্গীতের ত সন্ধান পাইলাম না। তাহাকেই আমার পছন্দ। তুই একবার কাননীকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিস্?"

ভামিনী। কেন পারিব না। কিন্তু দূরের সঙ্গীত পদার্থটা কি?

নিরঞ্জন। সে একটি হাস্যময় উদারহৃদয় তেজস্বী মানুষ।

ভামিনী। ও বাবা, বল কি—দূরের সঙ্গীত মানুষ!—মানুষের কথা আমি কেমন করিয়া কাননীর কাছে পাড়িব। সে মানুষের নাম শুনিলেই কাঁদিয়া ফেলিবে। কাঁদিলেই তার মাথা ধরিবে। মাথা ধরিলেই হাত পা ছুড়িবে।

নিরঞ্জন। কাল রাত জাগিয়াছে, তার খবর রাখিস্? সে রোগের চেয়ে কি মাথা ধরা বড়? যা শীগগির যা। দূরের সঙ্গীতের সংবাদ লইয়া আয়। আমি কালই কাননীর বিবাহ দিব।

ভামিনীর চক্ষু দেখিতে দেখিতে জলে ভরিয়া গেল। নিশ্বাস দেখিতে দেখিতে দমে দমে বাহির হইতে লাগিল। সে দেখিতে দেখিতে বসিয়া পড়িল, বসিতে না বসিতে পা ছড়াইল।

নিরঞ্জন দেখিলেন, এক নূতন বিপদ উপস্থিত। বলিলেন, "করিস্ কি?"

ভামিনী উত্তর দিল না। জননীর উদ্দেশে কাঁদিতে বসিল। "মা গো! আমার কি দুর্দ্দশা হয়েছে দেখে যাও। তোমার কানু অনাথার মত রাত্তিরে রাত্তিরে ঘুরে বেড়ায়। ওগো! তারে দেখে, এমন লোক কেউ নেই!"

নিরঞ্জন। আরে গেল, কাঁদিতে লাগিলি কেন? আমি তোরে এমন কি কটু কথা বলিয়াছি!

ভামিনী উত্তর দিল না, কেবল কাঁদিতেই লাগিল। —"যে আমার ছিল, যার হাতে তুমি দিয়ে গিছলে, সে যে মনের দুঃখে আমাকে ফেলে চ'লে গেছে গো! মা-গো!"

নিরঞ্জন। আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি?

ভামিনী। (কাঁদিতে কাঁদিতে) তুমি তারে তাড়িয়ে দিলে না ত সে গেল কেন?

নিরঞ্জন। সে ত আপনি চলিয়া গেল, তুই দেখিলি

ভামিনী। সে আপনি চলিয়া গেল!—আমি তারে দূর দূর করিয়া তাড়াইলে সে নড়িত না—রাগ করিয়া দু'দণ্ড বাহিরে থাকিতে পারিত না।—সে চলিয়া গেল! তুমি যে তার গলা টিপিয়া ধরিলে!—ওগো! মা গো!—আমার সে যে বড় অভিমানে চ'লে গেছে! —সে যে দশ বৎসরে কানুর বে দিতে চেয়েছিল! —তখন যে দিলে ত, এখন আর দূরের সঙ্গীত খুঁজিতে

হইত না। আর যদিই বা খুঁজিতে হইত, তাহা হইলে দূর—দূর—কত দূর—একেবারে হয় ত কামস্কাটকা হইতে সঙ্গীত ধরিয়া আনিত। মা গো! তোর অভিমানী জামাই আজ কোথায় গো!—

নিরঞ্জন। আমার মাথায় গো! কেন তুই ত ছিলি। তুই তখন তাকে ধ'রে রাখতে পরলিনি। তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাখা খেতে লাগলি।

ভামিনী। আমার হাত জোড়া ছিল, তাই পারলেম না। আর আমি জানতেম, সে ফিরে আসবে। ওগো! মা গো!—

নিরঞ্জন। আবার মা গো? কেন, সে কি তোর তাকে ধ'রে এনে দেবে না কি?

বলিতে বলিতে নিরঞ্জনের গলায় করুণরস জমিয়া গেল। সেই রসগদ্‌গদকণ্ঠে তিনি বলিলেন,—"আমি সকলের জন্য এত করিলাম, তবু যদি আমার এ লাঞ্ছনা, তবে আমিই বা আর ঘরে থাকি কেন?"

দেখিতে দেখিতে চারি ধার হইতে, রঙ্গিণী, যোগিনী—কন্যাদ্বয়, আর চারণী, বারণী, যামিনী, দামিনী, মেনি, পেনি, টুনি,—নাতিনীগণ ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া আসিল। আসিয়া নিরঞ্জন ও ভামিনীকে কাঁদিতে দেখিয়া, একেবারেই যেন সব বুঝিল। বুঝিল, কাননী মরিয়াছে! তখন যে যেখানে স্থান পাইল, বসিল; আর পা ছড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। দিবসেই যেন 'ফেরুপাল ফেউ ফেউ গভীর ফুকারিল।'—ওগো, মাগো, বাবা গো, দিদি গো,—অ্যাঁ অ্যাঁ চ্যাঁ—ভৈরব নিনাদে নিরঞ্জনের বাড়ী যেন এক মুহূর্ত্তে শ্মশান হইয়া গেল।—"ওগো! কানু গো! তুই আমাদের ফেলে কোথা গেলি গো!"

মটুক ছুটিয়া আসিয়া সকলের মুখে জলের ছিটা দিতে লাগিল।

কাননিকা তত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইতেছিল। সেই চীৎকারে তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শয্যায় উঠিয়া বসিল। প্রথমে তাহার বোধ হইল, যেন আমেরিকার সেণ্ট লরেন্স নদীতীরে সে বসিয়া আছে। নায়েগ্রার জলপ্রপাত হইতে রাশি রাশি জল পড়িতেছে! বাষ্পে চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়াছে! কিছুই দেখা যাইতেছে না, কেবল ভীষণ গর্জ্জন শুনা যাইতেছে।—না, তা ত নয়! এ যে কাহারা কানু-গো কানু গো করিতেছে! তখন বলিল, "না ভাই জলপ্রপাত! এখন আমি ধেনু চরাইতে পারিব না। আগে আমি কালীয় দমন করিব।" এই বলিয়া আবার শয়ন করিল।

এ দিকে ভামিনীর ভগিনীসম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে বুঝিল, কাননী মরে নাই। তখন কান্নাটা বৃথা হইল দেখিয়া, সকলে "ষাট্ ষাট্—কানু নীরোগ হইয়া, অখণ্ড পরমায়ু লইয়া বাঁচিয়া থাক্" বলিতে বলিতে ক্ষুণ্ণ মনে চলিয়া গেল। ভামিনী তাহাদের ব্যবহারে বড়ই বিরক্ত হইল—বলিল, "বাবা, যেমন করিয়া পার, আমার একটা উপায় কর।"

নিরঞ্জন বলিলেন—"আয় তবে—দেখি তোর কি উপায় করিতে পারি।"

ভামিনী অঞ্চলে চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল। নিরঞ্জন মনে মনে বলিলেন,—এই উনবিংশ শতাব্দীতে এই মহানগরী কলিকাতায় আমি সত্য ত্রেতা দ্বাপরের অবতারণা করিব! কাননিকাকে স্বয়ম্বরা করিব! যাহা কোনও সংস্কারক আজিও দেখাইতে সাহস করে নাই, আমি তাই দেখাইব।

চিত্তের আবেগে নিরঞ্জনের মনের শেষ কথাটা ঠোঁটে আসিয়া পড়িল। পশ্চাতে দাঁড়াইয়া মটুক নিরঞ্জনের পৃষ্ঠে পাখার বাতাসের জের মিটাইতেছিল। স্বয়ম্বরের কথা শুনিয়াই একটা উল্লাসধ্বনির সহিত সে বলিয়া উঠিল—"কবে!"

নিরঞ্জন পশ্চাতে ফিরিয়া, মটুককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুই কে?" মটুক উত্তর না করিয়া, অঙ্গুলীর পর্ব্ব গণিতে লাগিল।

নিরঞ্জন। ও কি করিতেছিস্?

মটুক। আজ্ঞে, আমি কে হিসাব করিয়া দেখিতেছি।

নিরঞ্জন তাহাকে অনেক কথা বলিবেন মনে করিলেন, কিন্তু মটুকের মুখের পানে একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ ছাড়া একটিও বাক্য প্রক্ষেপ করিতে পারিলেন না।

ভাণিকা।*

হে প্রিয় পাঠক!—কি ভ্রম! পাঠক কোথায়? তাঁহাকে যে কাননিকা কাব্য-কাননে বহুদিন হইল

* ভাণিকা—এক অঙ্কে সমাপ্ত হাস্যরসপ্রধান দৃশ্যকাব্য।

কেলিয়া আসিয়াছি ! সেখানে খরবেগা কবিতা-নদীর কিনারায় আসিয়া,'খেয়ার কড়ি দিয়া ডুবে পার' হইতে হইবে দেখিয়া, মনের দুঃখে পাঠক-প্রবর মানে মানে গা ঢাকা দিয়াছেন। কোথায় সম্পাদক ? বঙ্গভাষার উন্নতি-কল্পে 'গ্রাহক ও অনু-গ্রাহকের প্রতি' নিবেদনাদি প্রবন্ধ লিখিয়া, মাথার ঘায়ে পাগল হইয়া শয্যায় আড়— বাঙ্গালা বই পড়িবার তার সময় কই ? কোথায় দেশ-হিতব্রতে ব্রতী ? দেশবাসীর ঘুম ভাঙ্গাইতে, ওয়েবষ্টারের ত্রিশ হাজার পদ যোজনায় বাক্য গড়িয়া জিহ্বায় আনিতে, তার মনের গলাও যে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ! বাঙ্গালা পড়িবার তবে উপায় কই ? বাকি আছে হতভাগ্য লেখক। সে ত আপনার কথায় আপনি তন্ময়। গৃহশোভাকরী তাহার স্বরচিত মোহনমালা, কীট মূষিকের অত্যাচারে দিন দিন শ্রীহীন, তাই দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষু মৃন্ময়। পরের পুস্তকের মলাটের ভিতর অক্ষর থাকে, সে অক্ষরে আবার চোখ বুলাইতে হয়, এ-কথা সে ভুলিয়া গিয়াছে। রাজা মহারাজার কথা ছাড়িয়া দিই—তারা ত জ্বলজ্জটাকলাপ ভ্রুকুটীকুটিলমুখ দুর্ব্বাসার পিতামহ—দুর্ব্বাসা 'ভস্ম হও' বলিলে অভিশপ্ত ভস্ম হইত, ইহাদের নামটি শুনিলেই সরস্বতী জ্বলিয়া যায়। পাঠক হইতে বহুদিন আমার ছাড়াছাড়ি। তাহারা বৃন্দাবনের মাঠের গোক্ষুর কাঁটায় পা বিঁধিতেই পলাইয়াছে।

তবে আমার কাননিকার কথা শুনিতেছে কে ?

শুনিতেছে সে, যাহার অস্তিত্বে বাঙ্গলার অস্তিত্ব, যাহার উন্নতিতে বাঙ্গালার উন্নতি ; যে আছে বলিয়া বাঙ্গালার লেখক আছে ; যাহার প্ররোচনায় গুণধর বই কিনেন, যাহার উৎসাহে পাঠকের এ অবসন্ন হাত হইতে বাঙ্গালা বই পড়িতে পড়িতে রহিয়া যায়, কান্না আসিতে আসিতে চোখের কোণেই মরিয়া যায়। বঙ্গের গৃহলক্ষ্মি ! কবে তুমি তোমার অভাগিনী ভগিনীকে তোমার গুণধরের সুনয়নে আনিতে চেষ্টা করিবে ? প্রভুর স্বদেশহিতৈষিতার আমাদের বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস নাই, তার গগনভেদী চীৎকারে শব্দ নাই, তার সাগরলঙ্ঘী উল্লম্ফনে স্পন্দন নাই। তার উৎসাহে কার্য্য নাই, পরোপকারে প্রাণ নাই, ভালবাসায় প্রেম নাই। তাহা হইতে এখনও পর্য্যন্ত কোন উপকার হয় নাই, কবে যে হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। অয়ি প্রভুপত্নি, মৃদুহাসিনি, আধভাষিণি মহিমময়ি পাঠিকে ! তোমার করুণা ভিন্ন এ ভাষার উন্নতি হইতেই পারে না। বাঙ্গালার তিনকোটি হাত আছে, কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালা বই ধরিবার শক্তি নাই। দেড়কোটি হৃদয় আছে, কিন্তু হায়, তার অধিকাংশের ভিতরেই বাঙ্গালা ভাব প্রবেশ করিবার স্থান নাই।

তাই তোমাকেই সম্বোধন করিয়া বলি—ওগো ! পাঠিকে ! কাননিকা কাব্য-ক্ষেত্রে চলিতে চলিতে যখন এতদূর আসিয়াছ, তখন আর একটু চল ! তাহার পর তোমাগত প্রাণ, তোমরা তাহার কাছে যত পার, কাননিকার নিন্দা করিও—সাবধান, সুখ্যাতি করিও না। নিন্দা করিলে অন্ততঃ আমাকে গালি দিবার জন্য তোমার প্রভু সমস্ত বইখানি পড়িবেন। পড়িয়া যেমন 'ছি ছি' করিবেন, অমনি সেই 'ছি ছি' কিনিতে দলে দলে লোক ছুটিয়া আসিবে। সুখ্যাতি করিলে আমার এত আদরের কাননিকার মুখপানে কেহ ভুলিয়াও চাহিবে না।

এই গেল আমার ভাণিকার নান্দী। তার পর, নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ। বলি ওগো রঙ্গময়ী কল্পনে !—সভাটা সৌন্দর্য্যে প্রতিভায় উৎসাহে আকাঙ্ক্ষায় ভরিয়া গিয়াছে। এমন সময় মহাকবি নরোত্তমঠাকুর-রচিত কাননিকা-স্বয়ম্বর নামক নূতন নাটক লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে একবার উপস্থিত হইলে হয় না !

অয়ি পাঠিকে ! চতুর্দ্দশের পর আরও দুই চারি বৎসর অতীত মনে করিয়া লও। কর্ম্মক্ষেত্রে মানব-ভাগ্যের অনিশ্চিত পথে দুই চারি বৎসরের জীবনযাত্রা কষ্টকর সত্য—আমি মনে করিতে বলি না। সে কাজটা আমারও পক্ষে গর্হিত, আর তোমারও পক্ষে বড় সুখকর নয়। আর আমি বলিলেই বা তুমি মনে করিতে যাইবে কেন ? চারি বৎসরের আগে হয় ত তুমি প্রকৃতির আদরের ধন, সন্ধ্যার কিরণ-মাখা তটিনীর তীরটিতে একা বসিয়া—চারি দিকে শান্তি, চারি দিকে আশা—ধীরে ধীরে রাঙা পা দুটি দোলাইয়া, তাহাতে কোমল তরঙ্গের ঈষৎ ঈষৎ চুম্বক মাখাইয়া, অতি যত্নে, অতি আদরে কলনাদিনীর সোহাগটুকু বুকে লইতেছিলে। আর আজ হয় ত তুমি সেই তরঙ্গিনীর বুকে। কত সোহাগ, কত আদর, তুমি কল্পনার হাত দুটির সাহায্যে হৃদয়ে ধরিয়াছিলে, বিনা আয়াসে সম্রাটের সিংহাসনের বামে আপনাকে বসাইয়াছিলে। আজ হয় ত সে আসন ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া গিয়াছে। তটিনী-তরঙ্গের ভীষণ ঘাতপ্রতিঘাতে, তার স্রোতের তীব্রতায় হয় ত আজ তোমারও প্রাণে ব্যাকুলতা

আসিয়াছে। কেন তবে চারি বৎসরের স্মৃতি জাগাইয়া, আকাশটাকে মেঘনির্মুক্ত করিয়া, হতাশার জালাময় কিরণগুলাকে শতগুণে প্রখর করিয়া তুলিব? তুমিও সুখী হইবে না, আর তোমাকে অসুখী করিয়া আমারও বড় সুবিধা হইবে না। তুমি অসুখী হইলে, দিবারাত্র নয়ন মুদিয়া সেই চারি বৎসরের আগের কথা ভাবিতে বসিলে, আমার কাননিকার কথা শুনিবে কে? তাই বলি, একেবারে একটি উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাসে কাননিকার জীবনের চারি বৎসর উড়াইয়া দাও। দেখিতে পাইবে, নিরঞ্জনের গৃহে মহা সমারোহ ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে।

বহু কাল হইতে প্রতিবেশিনীগণ কাননিকার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে আশায় উৎফুল্লা হইয়া ছাদে ছাদে বেড়াইতেছিল। কিন্তু চিরদশমী কাননিকার বিবাহের কোন সম্ভাবনা দেখিল না। তখন বিধাতাকে অজস্র গালি দিয়া, নিজ নিজ বিবাহিত অবস্থাকে ধিক্কার দিয়া, অবগুণ্ঠনবতী হইয়া, গৃহকর্ম্মে মন দিয়াছিল।

কিছু দিন এই ভাবেই ছিল। সহসা এক দিন সকল সীমন্তিনীর নিদাঘনিশীথের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। নিরঞ্জনের গৃহস্থিত একটা কুনো বিড়ালের তীব্র চীৎকারে সকলেই জাগিল। জাগিয়া বুঝিল, 'আজ নাতিনীর অধিবাস, কাল নাতিনীর বিয়ে।'

অধিবাস-সভায় চারি দিক্ হইতে লোক আসিতেছিল। নিরঞ্জনের গৃহসম্মুখস্থ পথ লোকপূর্ণ, আশপাশের গলি স্থানশূন্য, পিক, পাপিয়া, দোয়েল টিয়া—নানাজাতীয় পক্ষীতে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়াছিল। গানে গানে গগন ভরিয়া ফেলিয়াছিল। মুখর তরল-তরঙ্গ সরসী ছাড়িয়া ছাদে উঠিয়াছিল। এক সখী এক ছাদ হইতে অন্য ছাদের আর এক সখীকে জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ ভাই গঙ্গাজল! সেনেদের বাড়ী আজ কি?"

২য় সখী। সেন বুড়ো বুঝি মরিয়াছে। তাই বুঝি তার চতুর্থী।

১ম সখী। আহা, বৃদ্ধের কি হইয়াছিল?

২য় সখী। আমাদের বাবু বলিয়াছিলেন, সে রোগের নাম নিদানে নাই।

১ম সখী। আহা, তবে ত বৃদ্ধ বড় কষ্টই পাইয়াছে!

২য় সখী। সে কথা ভাই আর বলিতে? জানা রোগেই কত কষ্ট, তা এ ত না-জানা!

১ম সখী। ডাক্তারে রোগটা চিনিতে পারিল না? সেই যে কি কানে দিয়ে, বগলে দিয়ে রোগ ধরে, তাতেও ধরা পড়িল না? বলিস্ কি ভাই গঙ্গাজল! তা কখন মরিল?

২য় সখী। বুড়ো কোন্ কর্ম্ম করে পাড়ায় জানাইয়াছে, তা এত বড় একটা মহৎ কর্ম্ম জানাইবে?

১ম সখী। তা ভাই, সকল কর্ম্মেই আমরা সেনেদের নিমন্ত্রণ করি। তার মেয়েরা এত সমারোহ করিতেছে, পাড়ার দু' চারি জন মেয়েকে নিমন্ত্রণ করিতে পারিল না? আমরা তাদের না হয় কিছু খাইতাম না।

এই সময় ঘিয়ের গন্ধ তাহার নাকে আসিল, আর লোককোলাহল ছাপাইয়া লুচিভাজার কল কল শব্দও তাহার কানে পশিল। চক্ষুই বা শুধু থাকিবে কেন? সে জলে ভরিয়া গেল। গলাই কি চোর? সে কতকগুলা অর্দ্ধস্ফুট করুণ স্বর ধরিয়া রাখিল এবং অপর ছাদের দ্বিতীয়া সখীর দিকে একটি একটি করিয়া ছাড়িতে লাগিল।

করুণরস-রোগটা নারীকুলে বড়ই সংক্রামক। প্রথমের দেখাদেখি দ্বিতীয় সখীরও গলাটা দেখিতে দেখিতে ধরিয়া গেল। কথাগুলা অনুনাসিক হইয়া পড়িল। তখন পরস্পরকে নিজ নিজ গৃহের বড় বড় সমারোহের কথা শুনাইতে লাগিল। কত লুচি, কত সন্দেশ, কত অগণ্য মাছের মুড়াভরা তরকারি, তাহারা গাছকোমর বাঁধিয়া পরিবেশন করিয়াছিল; কত নিমন্ত্রিতা, পেটুকশিরোভূষণা নাসিকার গহ্বর পর্য্যন্ত আহার্য্যে পুরাইয়া, হৃতবাক্‌শক্তি, সবলয়-প্রকোষ্ঠ কর দুটি নাড়িয়া নাড়িয়া দূর হইতে পরিবেশিনীকে ফিরাইয়াছিল; সেই সমস্ত যেন তাহাদের তখনকার কথা মনে হইতে লাগিল। এত করিয়াও কিন্তু তাহাদের প্রাণে তৃপ্তি আসিল না। তখন নিরঞ্জনের কন্যাকুলের নানাবিধ নিন্দা করিয়া, লুচিগন্ধবিক্ষোভিত হৃদয়-স্রোতস্বিনীকে কতকটা আশ্বস্ত করিল। সর্ব্বশেষে নিরঞ্জনের প্রেতাত্মার অধোগতি দিব্যচক্ষে দেখিতে দেখিতে, তাহার গৃহে ভোজনের অযৌক্তিকতা এবং নিমন্ত্রিতা হইলেও যাইবার অনিশ্চয়তা, অর্থাৎ যাইলে জাতিপাতের সম্ভাবিতা অনুমান করিয়া, ম্লানমুখে আবার নিরঞ্জনের গৃহপানে চাহিয়া রহিল।

এমন সময় আর এক সখী, আর এক ছাদে উঠিল। তাহাকে সমদুঃখভাগিনী দেখিয়া, দুই জনেরই মনে একটু আনন্দ ফিরিয়া আসিল।

তৃতীয়াও নিরঞ্জনের বাড়ীর কোলাহলের কারণ কিছু বুঝিতে না পারিয়া, ব্যাপার কি দেখিবার জন্য ছাদে উঠিয়াছিল। প্রথমা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি ভাই মকর! খাইলে কেমন?" তৃতীয়া শুনিতে পাইল না! তখন দ্বিতীয়া একটু রহস্য করিল—"মকরের এখন বড় লোকের সঙ্গে ভাব, সে কি আর আমাদের কথা কানে তুলিবে—মানহানি হইবে না!" মকর এতক্ষণে বুঝিল, তাহার মত অন্যান্য ছাদেও ব্যাপার কি দেখিবার জন্য লোক উঠিয়াছে।—সে আর তাহাদের কথার উত্তর দিবার অবকাশ পাইল না। একেবারেই জিজ্ঞাসা করিল,—"সেনেদের বাড়ী আজ কি?"

১ম সখী। কেন ভাই! তুমি কি জান না?

৩য় সখী। জানিলে আর জিজ্ঞাসা করি?

১ম সখী। কেন, তোদের কি নিমন্ত্রণ করে নি?

২য় সখী। কিসের নিমন্ত্রণ?

২য় সখী। শুনিস্ নি!—সেন বুড়ো যে মরিয়াছে।

৩য় সখী। আহা, কবে?

২য় সখী। আজ চতুর্থী।

৩য় সখী। কি জ্বালা! সেন বুড়ো মরিতে যাইবে কেন? ওই যে গো, বৃন্দে দূতীর মত পোষাক পরিয়া, সেন বুড়ো কতকগুলো ভটচাযির সঙ্গে ঝগড়া করিতেছে। ওই যে চার পাঁচজন লোক সেন বুড়োকে ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ওই দেখ, সেন বুড়ো নাপিত দিয়া গোঁফ কামাইতে বসিল। তখন প্রথমা ও দ্বিতীয়া, "বলিস্ কি, বলিস্ কি" বলিতে বলিতে, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ভর দিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। সন্ধ্যাগমে আকাশ ঘোর হইয়া আসিতেছিল।

তৃতীয়া তখন নবোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "ওই দেখ, বামুনগুলো আপনা-আপনির ভিতর ঝগড়া আরম্ভ করিয়াছে।"

সহসা এক প্রৌঢ়া প্রতিবেশিনী, আর একটি ছাদের উপর উঠিয়া, পিতা মাতার উদ্দেশে কতকগুলা সকরুণ বিলাপ সন্ধ্যার মৃদু বাতাসের উপর চাপাইয়া দিতে আরম্ভ করিল।

সকলে উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?

"আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইয়াছে। আমি যে নিষ্ঠুরের জন্য এতক্ষণ ধরিয়া রান্নাঘরের ধোঁয়া খাইতেছিলাম, সে আমাকে অনাথিনী করিয়া চলিয়া গিয়াছে।"

১ম সখী। হায় হায়, কি বলিলি বাছা! অনাথিনী করিল,তাতেও তৃপ্ত হইল না, তার উপর আবার চলিয়া গেল! হতভাগা নিষ্ঠুর! অনাথিনী করিলি করিলি, ঘরে রহিলি না কেন?

২য় সখী। কোথায় গেল বলিয়া গেল কি?

৩য় সখী। তোর সঙ্গে কি ঝগড়া করিয়া চলিয়া গেল?

প্রৌঢ়া। ওগো, ঝগড়া নয় গো বাছা—ঝগড়া নয়; কোনও কথা হয় নি! আমি কি ঝগড়ার লোক গা? আফিস থেকে এল, আমি পা ধোবার জল রেখে খাবার আনতে গেছি। এসে দেখি গাড়ু প'ড়ে, গামছা প'ড়ে—সে নেই। তার পর জলখাবার হাতে ক'রে কত খুঁজলুম—কোথাও নেই। রাত্তির হয়ে গেল—এখনও এল না। তার পর শুনি, সে সেনেদের বাড়ী গেছে,—ওগো, আমার কি হ'ল গো!

২য় সখী। সেনেদের বাড়ী গেছে যখন জানতে পেরেছ, তখন আবার কাঁদছ কেন বাছা? বেশ ত, তোমার জন্য তোমার কর্ত্তা লুচি আনবে।

প্রৌঢ়া। আমার পিণ্ডি আন্‌বে। সেনেদের বাড়ীতে কি এক স্বয়ম্বর হচ্ছে, সেখানে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের লোক আসছে। যদি ভুলে আমাদের কর্ত্তার গলায় মালা দেয়, তা হ'লে এই বয়সে আমি আবার কার শরণাপন্ন হব গো?—

সকলে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"স্বয়ম্বর! স্বয়ম্বর কি গো?"

প্রৌঢ়া বলিল—"স্বয়ম্বর কি জান না! ত্রেতা যুগে স্বয়ম্বর হ'ত, দ্বাপর যুগে হ'ত, কত দেশের রাজপুত্তুর রাজকন্যাকে বিয়ে করতে আসত! কলিযুগে কি স্বয়ম্বর ছিল! এই হ'ল। কলির ভুবুণ্ডি সেন, সেই যে নাতনীটেকে পাশ করিয়ে বড় ক'রে রেখেছে গো, তার আজ স্বয়ম্বর হচ্ছে। দেশ বিদেশ থেকে রাজা রাজড়া, জমীদার, উকীল, মোক্তার, খবরের কাগজওয়ালা, ডাক্তার—সব সেন-বাড়ীতে জড় হয়েছে।

'স্বয়ম্বর' কথাঘাতে তিনটি সখীর হৃদয়-তন্ত্রী একেবারে একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল। সকলেই তখন সেনেদের বাড়ীর কোলাহলটার মর্ম্ম বেশ করিয়া বুঝিয়া ফেলিল। তাহারা আর প্রৌঢ়ার বিপদে সহানুভূতি দেখাইতে সময় পাইল না। তার দিকে আর ফিরিয়াও

দেখিল না। "বলিস কি গো!—সে কি কথা গো?" বলিতে বলিতে তরতর করিয়া ছাদ হইতে নামিতে লাগিল। গজগামিনী সৌদামিনী হইল এবং দেখিতে দেখিতে মিলাইল।

এ দিকে নিরঞ্জনের গৃহসংলগ্ন উদ্যানে মহা ধুম। বাগানের ভিতরে একটি সুন্দর সভামণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার ভিতরে চারিধারে সুসজ্জিত সুমণ্ডিত মঞ্চাবলি। মঞ্চগুলির আশে পাশে সম্মুখে উপরে মখমলের ঝালর। উপরে একটি সুন্দর চাঁদোয়া। মাঝে একটি কৃত্রিম ফোয়ারা! ফোয়ারাকে বেষ্টন করিয়া চীনের টবে ছোট গাছ। চারিধারে বস্ত্রমণ্ডিত বংশস্তম্ভে সুন্দর সুন্দর ছবি। একটিও বিলাতী নয়!

এইখানেই সকলের বিস্মিত হইবার কথা। কিন্তু বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কেন না, এটা কাননিকার স্বয়ম্বর-সভা। সভাটা সেই পৌরাণিক প্রথার অবলম্বনে খাঁটি হিন্দুমতে ময়দানবের বংশধর কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে। খাঁটি পৌরাণিক প্রথার অনুকরণে টোলো পণ্ডিতের বিধানে, এখানে সেই পূর্ব্বযুগের ভারতীয় নাটকের অভিনয় হইবে। কাজেই এখানে সব দেশী, বিলাতীর গন্ধও নাই। দেশী মানুষ, দেশী পশু, দেশী দাস, দেশী দাসী। দেশী গোল, দেশী বোল, দেশী চাহনি, দেশী হাসি। বিলাতীর গন্ধও ছিল না। বরকুল কেমন এক রকম জাতীয় ভাবে বিভোর হইয়া এসেন্স মাখিয়া আসিতে ভুলিয়া গিয়াছে। পথে আসিতে আসিতে যে যার বাড়ীর লোকে ধরিয়া তাহাদিগকে গন্ধকুঙ্কুম কস্তুরী দিয়া সুবাসিত করিয়াছে।—বিলাতীর গন্ধ ছিল না; কিন্তু নাম ছিল না, এমন কথা বলিতে পারি না। কেন না, অনেকেরই পায়ে বিলাতী জুতা ও মোজা ছিল, গায়ে বিলাতী রেশম পশমের পোষাক ছিল। চোখে বিলাতী চশমা, বুকে বিলাতী ঘড়ী, হাতে বিলাতী ছড়ি। আর কি ছিল না ছিল, ভাল করিয়া দেখা হয় নাই। তবে এটা আমরা বেশ বলিতে পারি যে, সে সকল পদার্থেরও গন্ধ ছিল না।

সন্ধ্যার পর সভার কার্য্যারম্ভ হইবার কথা। কিন্তু সকাল হইতেই লোকের ভীড় আরম্ভ হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরের সময় দেখা গেল, নিরঞ্জনের গৃহের সমীপস্থ পথ, অলি গলি, ছাদ প্রাচীর, খোলার চাল—দেয়ালের কাটল পর্য্যন্ত লোকে পুরিয়া গিয়াছে। ড্রেনের ভিতর লোক ঢুকিয়াছে। বাগানের গাছে গাছে, ডালে ডালে, পাতায় পাতায়, শিরায় শিরায়, লোক বাদুড়-ঝোলা ঝুলিতেছে। নিরঞ্জন নিরুপায় হইয়া, পুলিসের শরণাপন্ন হইলেন। পুলিস, রমণীর প্রেমে বঙ্গবাসীর এই অসাধারণ উৎসাহ দেখিয়া প্রথমে হতভম্ব হইয়া গেল। স্বদেশপ্রেমে ইহা হইতে আরও কত অধিক উৎসাহ দেখাইতে পারে, বিবেচনা করিয়া চিন্তিত হইল। সে উৎসাহে বাধা দেওয়া সহজ হইবে না ভাবিয়া শঙ্কিত হইল। আর বাঙ্গালী একবার উৎসাহিত হইলে ইংরাজের রাজ্য থাকা ভার হইবে ভাবিয়া, কেমন একরকম হইয়া গেল। শেষে হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত রুলসংযুক্ত হাত ও জুতাসংযুক্ত পা চারিধারে ছুড়িতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, লোক সরিল না। তখন পুলিসের বড় কর্ত্তা কেল্লায় খবর দিল। কেল্লা হইতে ব্যাণ্ড বাজাইতে বাজাইতে ফৌজ আসিল।

ফৌজ আসিয়া লোক তাড়াইবে কি তাহারা স্বয়ম্বরের অর্থ বুঝিয়া, সভায় ঢুকিবার জন্য "টগ অব ওয়ার" আরম্ভ করিল ও হাইজম্প করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে সকল গোলমাল থামিল। কিন্তু গোল থামিতে থামিতে সোডা লেমনেডের দশবিশলক্ষ বোতল খালি হইয়া গেল। নাগরদোলা দশ বিশ কোটি বার ঘুরিয়া ফেলিল, এমন কি, এক এক খানা পাঁপরভাজা এক এক টাকা দরে বিক্রীত হইল। এমন সমারোহ যে রাজসূয় যজ্ঞেও হয় নাই, আমরা সে সংবাদ লইয়াছি।

বেগতিক দেখিয়া কাপ্তেন পল্টন ফিরাইয়া দিলেন। তখন তখন পুলিসের সাহায্যে লোক বাছিবার প্রস্তাব হইল। কিন্তু ঠক বাছিতে যে গাঁ উজোড় হয়! তার উপায়? তখন অনেকগুলি দেশের বড় বড় মাথা একত্র হইয়া দুই চারিটি বিলাতী মাথার সাহায্যে স্থির করিল, সভামণ্ডপে প্রবেশ করিবার টিকিট করা হউক। তাহাতে যে অর্থাগম হইবে, তাহার কতক দেশে 'স্বয়ম্বরের উপকারিতা' নামক প্রবন্ধে পারিতোষিক দিবার ব্যবস্থা হউক, কতক লোক ঠেঙ্গাইয়া পুলিসের হাতে যে বেদনা হইয়াছে, সেই বেদনা মারিতে ডারলিংটনের "পেন কিওরার" কিনিয়া দেওয়া হউক।

সন্ধ্যায় পর রীতিমত প্রাবেশিক মূল্য দিয়া বরকুল আস্থানমণ্ডপে প্রবেশ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সকল মঞ্চ পূরিয়া গেল। যে সকল মহাত্মা

সন্তানকে সোনার সঙ্গে ওজন করিয়া, কন্যাকর্ত্তা-গণের নিকট হইতে পণ লইবার প্রত্যাশায়, ছেলেদের পাঁচ ছয়টা পাশ করাইয়া জাওলা দিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদের মাথায় সহসা বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। কেহ কেহ সভামণ্ডপ-দ্বারে আসিয়া হত্যা মারিল। কেহ কেহ বুদ্ধিমান্ প্রবেশিকা মূল্য দিয়া, মাথা গুঁজিয়া ঢুকিয়া পড়িল। পুরুষের ভাগ্য দেবতাও জানে না। যদি কন্যা ভুল করিয়া, পুত্রকে উপেক্ষা করিয়া, বাপের গলায় বরমালা দেয়, তাহা হইলে সকল দিক্ রক্ষা হয়। পিতারও একটি স্ত্রীরত্ন লাভ হয়, আর পুত্রের বিবাহে জমিদারি-সংগ্রহও কেহ রক্ষা করিতে পারে না।

কিছুক্ষণ পরে ভিতরের গোল মিটিয়া গেল। টিকিটবিক্রেতা নিরঞ্জনকে সংবাদ দিল, সভাস্থলে আর সরিবা ধরিবার স্থান নাই। মঞ্চে মঞ্চে মানুষ ভরিয়াছে, মানুষের ঘাড়ে মানুষ চাপিয়াছে। কেহ কেহ বা কাহারও কাহারও কোলে উঠিয়াছে।

সহসা বাহিরে আবার একটা গোল উঠিল। নিরঞ্জন স্বয়ম্বর কার্য্যটা শাস্ত্রসম্মত করিবার জন্য বড় বড় অধ্যাপক আনাইয়া, ব্যবস্থা লইতেছিলেন। তাঁহারা এখন তৈলবটের পরিবর্ত্তে সভাগৃহে প্রবেশ লাভের জন্য নিরঞ্জনকে ঘেরিয়া ধরিয়াছেন। নিরঞ্জনকে স্বর্গের চূড়ায় তুলিবার জন্য নানাজাতীয় শ্লোক-সোপানে উঠাইয়া দিতেছেন। দেবভাষা সংস্কৃতের এমনি মাহাত্ম্য যে, তাহার সাহায্যে চাটুবাক্য প্রয়োগ করিলে, অতি বড় বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতেও আপনাকে হারাইয়া ফেলে। নিরঞ্জনেরও তাহাই হইয়াছিল। তাঁহার জরা বিনা বার্দ্ধক্য, অধ্যয়ন বিনা পাণ্ডিত্য, রূপ বিনা সৌন্দর্য্য, অর্থ বিনা ঐশ্বর্য্য, ভূমি বিনা রাজত্ব ও শচী বিনা ইন্দ্রত্ব—এইরূপ নানাজাতীয় রূপকের ভিতর পড়িয়া, নিরঞ্জন কিয়ৎকালের জন্য, আমি কে, কোথায় আছি, কি করিতেছি, কি করিতে হইবে, সব ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি যথার্থই যেন নন্দনকাননটা চোখের উপর দেখিতেছিলেন। দুই চারিটা পারিজাতের ফুল তাঁহার নাকের উপর যেন ঝরিতে লাগিল। দুই চারিটা কল্পবৃক্ষের ফল তাঁহার মুখের ভিতর ঢুকিতে লাগিল। ঐরাবত তাঁহাকে দেখিয়া যেন মাথা নামাইয়া শুণ্ড ঘুরাইতে লাগিল। উচ্চৈঃশ্রবা তড়াক তড়াক করিয়া লাফাইতে আরম্ভ করিল।

নিরঞ্জন তখন অতি নম্র ভাবে ব্রাহ্মণগণের নিকট সভাপ্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

চারিদিক্ হইতে অধ্যাপকমণ্ডলী সমস্বরে গাহিয়া উঠিল,—"জয়শ্রী সেনরাজস্ত্রিভুবনবিজয়ী ধার্ম্মিকঃ সত্যবাদী!"

১ম অধ্যা। হে মহামহিমান্বিত সেনকুলভাস্কর!

২য় অধ্যা। হে সুধীর অগ্রগণ্য শ্রেষ্ঠ বর্ণসঙ্কর!

৩য় অধ্যা। হে কন্দর্পগর্ব্বখর্ব্বকারী চারুসুন্দর!

৪র্থ অধ্যা। হে নরদেবতাসিদ্ধ শুভ্রযশোস্তকর!

নিরঞ্জন। আপনারা এখন আশীর্ব্বাদ করুন, যা'তে সুশৃঙ্খলায় কার্য্য সম্পন্ন হয়।

১ম অধ্যা। আপনার এই তৈলবট প্রতিগ্রহণ কার্য্য সমাধা ক'রে—

২য় অধ্যা। আজ্ঞে—তৈলবটের পরিবর্ত্তে অন্য কোন আদেশ বিধান ক'রে—

নিরঞ্জন। অন্য কোন আদেশ আবার কি?

৩য় অধ্যা। মহাত্মা আজন্মশুদ্ধঃ আফলোদয়কর্ম্ম।

৪র্থ অধ্যা। আসমুদ্রক্ষীতীশঃ—

১ম অধ্যা। আজানুলম্বিতঃ—

২য় অধ্যা। আকর্ণবিশ্রান্তঃ, আনাকরথবর্ত্ম—

নিরঞ্জন। আপনাদের বক্তব্য কি?

১ম অধ্যা। হা হা—বক্তব্য কি?—কি জানেন, কাকুৎস্থ-গোহিনী জনকনন্দিনী ত্রেতাযুগে, রক্ষবংশ-ধ্বংসাভিলাষিণী হয়ে, গুণনিধি রাঘবকে রাবণারি করবার জন্য, হরধনুর্ভঙ্গকারী সেই দয়াময় হরিকে স্বয়ম্বরে মাল্য প্রদান করেছিলেন।

২য় অধ্যা। ঠিক, ঠিক—

লজ্জাকীর্ত্তির্জনকতনয়াঃ শৈবকোদণ্ডভঙ্গে,
ত্রিস্রঃ কন্যা নিরুপমতয়া ভেজিরে রাঘবেন্দ্রম্।

অর্থাৎ, রাঘবের মধ্যে ইন্দ্র হচ্ছেন যে রাম—সেই রামকে তিনকন্যা ভজনা করেছিলেন।

নিরঞ্জন। করেছিলেন, তাতে আমার কি? ঠাকুর! আর আমার অপেক্ষা করিবার সময় নাই। আমি চল্লুম।

৩য় অধ্যা। বেশ বেশ, চলুন চলুন—

নিরঞ্জন। আপনারা কোথায় যাবেন? সেখানে আপনাদের স্থান নাই।

৪র্থ অধ্যা। কি জানেন, দ্বাপরে কুরুকুল নির্ম্মূল করতে দ্রুপদনন্দিনী স্বয়ম্বরা—তাতে কি জানেন—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র,—এই চতুর্বর্ণেরই শুভাগমনে সেই স্বয়ম্বর-সভা—কি জানেন ?

১ম অধ্যা। কি জানেন—যথা কাশীদাসে—দ্বিজ হৌক, ক্ষত্র হৌক, বৈশ্য শূদ্র আদি—

নিরঞ্জন। কি জ্বালা!—আপনারা বলতে চান কি? আরও কিছু অর্থের কি প্রার্থনা করেন?

১ম অধ্যা। আজ্ঞে অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং—

নিরঞ্জন। ঠাকুর! পয়সা নাও ত নাও; না নাও, সরে যাও।

ব্রাহ্মণগণ আবার তাঁহাকে বিশেষ করিয়া ঘেরিল। নিরঞ্জন এতক্ষণ কতকটা ভাবাবিষ্ট ছিলেন। ব্রাহ্মণগণের বারংবার বাধায়, তাঁর ভাব ভাঙিয়া গেল। একটু রুক্ষভাবে বলিলেন "তোমরা কি চাও?"

সকলে। ক্রুদ্ধো মা ভব, ক্রুদ্ধো মা ভব।

নিরঞ্জন। তবে কি বলতে চাও, শীগ্‌গির বল। আমি তোমাদের জন্য মিছে সময় নষ্ট করতে পারি না।

সকলে। ক্রোধং মা কুরু, ক্রোধং মা কুরু!

নিরঞ্জন। আরে ম'ল। এ ত ভাল বিপদেই পড়া গেল।—দেখ ঠাকুররা, তোমরা বড় বাড়াবাড়ি করচ।

১ম অধ্যা। মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং।

সকলে। হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং।

নিরঞ্জন। কে আছ, এখানে এস ত হে। এই বামুনগুলোকে গলা টিপে এখান হ'তে বার ক'রে দাও ত।

২য় অধ্যা। কি—সামান্য তৈলবটের লোভে আমরা ধাঙ্গড়ের গলায় পৈতে দেবার ব্যবস্থা দিচ্ছি, আমাদের গলায় হস্তপ্রক্ষেপ করতে তোমার বাহুবল্লী ভগ্ন হবে না?

৩য় অধ্যা। তোমার করকমলিনী এত সাহসিনী।—

এই সময়ে এক জন বলণ্টিয়ার (১) আসিয়া নিরঞ্জনকে সংবাদ দিল, কুমারী একা সভামণ্ডপে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক।

৪র্থ অধ্যা। একা!—অনিচ্ছুকা!—

১ম অধ্যা। অহো! ভর্তৃদারিকার একা স্বয়ম্বরে থাকা কোন্ বর্ব্বরে বিধান দিলেক?

৩য় অধ্যা। কোন্ প্রজ্ঞাশূন্য, বাগাড়ম্বরপ্রিয় শাস্ত্রকর্ম্মানভিজ্ঞ অজ্ঞাতকুলশীল অধ্যাপক এমন অশাস্ত্রীয় বিধানটা প্রদত্ত করিলেক?

(১) উপযাচক হইয়া পরসেবায় নিযুক্ত বীর।

নিরঞ্জন। সে ত তোমরাই। মিটলে বামুন! দাও আমার টাকা ফিরিয়ে।

৩য় অধ্যা। হা হা হা। ভ্রমপ্রমাদবশতঃ তাদৃশী ব্যবস্থা প্রদত্তা।

৪র্থ অধ্যা। তাই বা কেন?—শাস্ত্রেষকুণ্ঠিতা বুদ্ধিঃ—কি বল সার্ব্বভৌম?

২য় অধ্যা। সে ত বিধান আছে। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

নিরঞ্জন। নাও, এখন বেড়র বেড়র রেখে, কি করতে হবে বল?

১ম অধ্যা। এক জন বেত্রধারিণী সখীর প্রয়োজন। তিনি ভর্তৃদারিকাকে অর্থাৎ কুমারীকে সহচরী করত, প্রতিমঞ্চের সম্মুখে যাওত বরপাত্রের কুলশীল বিঘোষিত করিবেন।

নিরঞ্জন। বেত্রধারিণী আবার কি?

২য় অধ্যা। বেত্রধারিণী বললেও হয়—বেত্রধরা বললেও হয়।

৩য় অধ্যা। শুদ্ধমাত্র বেত্রধর বললেও হয়।

৪র্থ অধ্যা। বেত্রগ্রহণে নিযুক্তা বললেই ভাল হয়।

নিরঞ্জন। আর তোমাদের বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করলে আরও ভাল হয়। কি আপদেই পড়া গেছে—বলি সে জিনিসটে কি?

১ম অধ্যা। আজ্ঞে, তিনি বস্তু নহেন, ব্যক্তি।

বলণ্টিয়ার। তা ত বোঝা গেছে—তিনি পুরুষ কি স্ত্রী?

২য় অধ্যা। আরে বাপু! তিনি ত্রিবৃ—অর্থাৎ তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃতা—শ্রীবিষ্ণু, ব্যবহৃত হইতে পারেন।

নিরঞ্জন। সব হইতে পারেন, আর তোমাদের মুণ্ডচর্ব্বণ করিতে পারেন না?

এই সময় আর এক জন বলণ্টিয়ার আসিয়া বলিল, "মহাশয়, আর বৃথা সময় নষ্ট করিতেছেন কেন? এ দিকে সাতটা বাজিতে আর বিলম্ব নাই।" নিরঞ্জন তখন নিরুপায় হইয়া আবার একটু নরম হইলেন। হাতজোড় করিয়া বলিলেন—"কি করিতে হইবে, অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র বলুন। বাজে কথায় আমার সমস্ত আয়োজন পণ্ড করাইবেন না।"

বলণ্টিয়ার। বেত্রধারিণী কি সহচরী?

১ম অধ্যা। হাঁ—কিন্তু অনুক্রমজ্ঞা।

বলণ্টিয়ার। পুরুষ হইলে হয় না?

২য় অধ্যা। কেন হবে না? অবশ্য হবে। তবে তিনি হবেন, শ্মশ্রুগুম্ফবিরহিতা।

৩য় অধ্যা। শ্রীবিষ্ণু! শ্রীবিষ্ণু! কি বললে হে সার্ব্বভৌম, কথাটা যে ব্যাকরণদুষ্টা।

বলণ্টিয়ার। আপনারা হইলে চলিবে কি?

সকলে। হা হা হা!—(উচ্চহাস্য) চলিবে চলিবে—বিশিষ্টভাবেই চলিবে।

৪র্থ অধ্যা। স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।

নিরঞ্জন। কি! এই কটা পাগলকে সভায় প্রবেশ করিয়ে সব মাটী ক'রে বসব? নাও, ওদের দু'চার টাকা দিয়ে বিদেয় ক'রে দাও। এখন আর মেয়ে কোথাই পাই, আমি নিজেই না হয় তারে সঙ্গে ক'রে আনি।

১ম অধ্যা। কিন্তু মহোদয়: যে শ্মশ্রুগুম্ফসমন্বিত।

নিরঞ্জন। পরামাণিক!—

প্রামাণিক ছুটিয়া আসিল। নিরঞ্জন বলিলেন,—"দে, আমার গোঁপ দাড়ী কামাইয়া দে।" প্রামাণিক ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

নিরঞ্জন। দে না বেটা! আমি যে আর দাঁড়াতে পারি না।

ব্রাহ্মণগণ বাধা দিল,—"হাঁ হাঁ—রাত্রিকালে ক্ষৌরকার্য্যং ন বিদুষাং মতং।" নিরঞ্জন এইবারে একটা লাঠী লইয়া আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। লোকে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। অধ্যাপকগণ "অকর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য" বলিয়া হাত তুলিল এবং নিজ নিজ মত লইয়া প্রমাণপ্রয়োগাদি করিতে ব্যস্ত হইল। ইত্যবসরে নিরঞ্জন ক্ষৌরকার্য্য সমাপন করিলেন।

তার পর দর্পণে মুখ দেখিলেন, আপনাকে চিনিতে পারিলেন না। ক্রোধে দর্পণে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। "কে তুই, কে তুই" বলিয়া প্রতিবিম্বের দিকে মুখভঙ্গী করিলেন! মুখভঙ্গীতে সে নিরঞ্জনকে উত্তর দিল। দর্পণ দূরে ফেলিয়া নিরঞ্জন সভাপ্রবিষ্ট হইতে যাইতেছেন, দ্বারবান চিনিতে পারিল না, বাধা দিল। তখন অতিক্রোধে, তাঁহার এই দুরবস্থার কারণ সেই তর্কনিরত ব্রাহ্মণগুলাকে মারিতে গেলেন। বেগতিক দেখিয়া বলণ্টিয়ারগণ তাঁহাকে চ্যাঙদোলা করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল!

অসমাপিকা

যে দিন সন্ধ্যায় নিরঞ্জন গোঁফ দাড়ী মুড়াইয়া দুতী সাজিলেন, সেই দিন প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়া ঘুমন্ত চোখেই কাননিকা একটি কবিতা লিখিয়াছিল।

আমি একা একা ঘরে ব'সে আছি,
কিছুই নাহিক কাজ।
শুধু ব'সে থাকা শুধু বিড়ম্বনা,
যা' হোক করিব আজ।
টেবিলের পর সারি সারি সারি
ছিল যত বাঁধা বই—
শুধু মুখপানে চাহিয়া রহিল—
"অবাক করিলে সই!
এতগুলা সখী আছি চারি ধারে
লয়ে এতগুলা হিয়া;
ভাঙে না কি সই আলস তোমার
তাহার একটি নিয়া?"
"ভাঙে না কি সই আলস তোমার?"
কহিল দেয়ালে ছবি—
গিরি-উপবন, সাগর-গগন,
অভ্র ভেদিয়া রবি,
কোকিল-কূজিত কুঞ্জ-কুটীর,
ভ্রমর-সেবিত ফুল,
সলিল-সেবিতা শ্যামল প্রান্তর
বক্র নদীর কূল,
সমীর-সেবিতা সরসীর তীরে
তরুলতা নানা জাতি,
তারা-নিষেবিত স্থির শশাঙ্ক,
চাঁদিনী-সেবিতা রাতি।
"ভাঙে না কি সই! আলস তোমার?"
কহিল দেয়ালে ছবি—
চির-জাগন্ত সমর-বিজয়ী,
চির-ঘুমন্ত কবি,
জল-ভরা আঁখি, প্রথম মিলন,
মুখ ভরা ভরা হাসি,
বক্ষ ভরা ঘন কম্পন
দীর্ঘ-নিশ্বাস-রাশি।
মৃগ-শিশু-ধরা দুখের বালক
মেষ-শিশু-ধরা মেয়ে,

নব বিরহীর শিলায় শয়ন
নৈশশূন্তে চেয়ে।
"ভাঙে নাকি সই ! আলস তোমার ?
মোরা যদি কথা বলি,
মোরা যদি ভাই, ভুলায়ে তোমার
হাতে তুলে দিই তুলি ?
নিরালায় বসে থাকিবে আলসে ?
বিষম তোমার ভুল।"
সাজিতে বসিয়া কহিল হাসিয়া
ফুটে-ওঠা-ওঠা ফুল।
সমীর-চুম্বিত চন্দ্র-কিরণ
কুসুম-গন্ধে ভরা,
বাতায়ন-পথে পশিয়া পশিয়া
আমারে করিল ঘেরা।
আমারে ঘেরিল সুধার ধারায়
দূর কোকিলের গান,
আমারে দেখিল দূর দরশনে
একটি নিভৃত স্থান।
আমারে ডাকিল মধুর মর্ম্মরে
শ্যাম-সুন্দর বট,
আর তার সেই ছায়া সোহাগিনী
শ্যাম-সরসীর তট।
আমি একা একা ঘরে বসে আছি,
কিছুই নাহিক কাজ,
শুধু ব'সে থাকা শুধু বিড়ম্বনা,
যা হোক করিব আজ;
ভাঙিব আলস, এমন সময়
ফুল-গন্ধ-স্রোতে
ভাসিয়া আসিল মধুর কণ্ঠ
মধুর চাঁদনী রাতে।
খুলে দিল কত তন্ন তন্ন
জীবনের ইতিহাস,
ঢেলে দিল কত অশ্রুগর্ভ
বছরের বার মাস !
এনে দিল কত আদর সোহাগ,
এনে দিল কত জ্বালা,
ধরে দিল কত পাদ্য অর্ঘ্য,
খুলে দিল কত মালা।
উচ্চে উচ্চে উঠিল কণ্ঠ,
আকাশে ডাকিল বান;
কি করি কি করি ভাবিতে ভাবিতে
ভাসিয়া যাইল প্রাণ।
শুধু ব'সে থাকা শুধু বিড়ম্বনা
কি আর করিব কাজ ?
হে অজ্ঞাত ! তোমার সঙ্গে
আমিও গাইব আজ।
হে অজ্ঞাত ! হে অনিশ্চিত !
হে নিষ্ঠুর ! শুধু স্বর।
জীবনের পথে করিতে সঙ্গিনী
হবে কি আমার বর ?
জীবনের পথে করিতে সঙ্গী
কাঁপিয়া কণ্ঠ গায়,
লইবে কি মোরে হে চারু নিঠুরে !
রাখিবে কি রাঙা পায় ?
আমি বলি তুমি আমার রাজা,
সে বলে আমার রাণী;
আমি বলি তুমি বড়ই পাগল
সে বলে পাগলিনী।
আমি বলি তুমি এস না নিকটে,
সে বলে কেন হে দূরে ?
আমি বলি তুমি জ্ঞানশূন্য,
সে বলে তোমার তরে।
আমি বলি তুমি চুপ ক'রে রও,
সে বলে কয়ো না কথা;
তোমার উপর রাগটি আমার
মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা।
আমি বলি তুমি সেই সে পঞ্চমে
একবার দেখা দিলে !
সে বলে তুমি এই এত কাল
কেমনে রয়েছ ভুলে ?
সে কি মোর দোষ ? তবে কি আমার ?
তবে হে সে দোষ কার ?
যুগ্ম কণ্ঠে গাইয়া উঠিনু
দোষ শুধু বিধাতার !
আমার কণ্ঠ ধরিয়া আসিল,
ও দিকে থামিল গান;
কথা হ'ল শুধু— হ'ল নাক দান,
হ'ল নাক প্রতিদান।

এর পর আর লিখিবার কিছু ছিল কি না, জানি না; কিন্তু কাননিকার আর লেখা হইল না। লিখিতে

লিখিতে তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। দুই এক ফোঁটা জল পত্রের উপর পড় পড় হইল। কাননিকা চেষ্টা করিয়া স্রোতঃ নিবারণ করিতে গেল; হাত দিয়া বার বার চোখ মুছিল। কিন্তু স্রোতঃ থামিল না। আপনা-আপনি বলিল—"থাক্, আর লিখিব না। হৃদয়ের সকল কথা অক্ষরে ফেলিবার ধৃষ্টতা আর করিব না। অশ্রুজলের অক্ষর কই? লিখিয়া কি এ মহাকাব্যের শেষ করিতে পারিব? তবে এ অতৃপ্ত উন্মত্ত হৃদয় লইয়া আকাঙ্ক্ষার পারে যাইবার এ বিড়ম্বনা কেন? যেখানে কামনার অপূর্ণতাই তৃপ্তি, যেখানে ভাবের উন্মেষেই ভাবশূন্যতা, আলস্যই যেখানে কার্য্য, সেখানে কাজ করিয়াছি বলিয়া এ অহঙ্কার কেন? কাজ নাই কবিতা লিখিয়া। হে ঈপ্সিত! হে সুন্দর! একবার কি দেখা দিবে? নিষ্ঠুর! আমার এ ক্ষুদ্র দুর্ব্বল হৃদয় লইয়া এত ছল কৌশল কেন? তোমার স্বরতরঙ্গ বক্ষে ধরিয়াই কি জীবন কাটাইব? তোমার সৌন্দর্য্যসাগরে কি এক দণ্ডের তরেও ডুবিতে পাইব না? কাল সারানিশি তোমায় দেখিবার জন্য আকাশ পানে চাহিয়া রহিলাম। পৃথিবী পানে চাহিতে সাহস হইল না। হয় তুমি চাঁদ, কিংবা তোমাকে পাইয়া চাঁদ এত সুন্দর। তুমি কি পৃথিবীর কণ্টকময় বুকে কোমল চরণ দুটি ভ্রমেও কখনও রাখিয়াছ? হে আমার প্রভু! যুগযুগান্তের বিরহ আনিয়া একবার দাসীর পায় ঢালিয়া দাও। হে চাঁদের ধন! দাসীর হৃদয়-বহ্নি নিবাইতে চাঁদের সঙ্গে গলিয়া যাও!"

প্রথম মিলন কি শুধু একবার? দুই বার দশ বার নয়, শত বার সহস্র বার নয়, দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে নয়? মিছে কথা। সমীরণ-স্পর্শ পলে পলে নূতন! প্রেম অনন্ত! তাহার বিরাট অঙ্গের যেখানে হাত দিবে, সেইখানেই নূতন স্পর্শসুখানুভব। যেখানে দেখিবে, সেইখানেই নূতন। যখন মিলিবে, তখনই প্রথম। সে মিলনে পলের সহিত পর-পলের সম্বন্ধ নাই, দণ্ড হইলে দণ্ডান্তর বহুদূর, মাস হইতে মাসান্তর জন্মান্তরবিস্মৃতি, বৎসর হইতে বৎসর প্রলয়!

কাননিকা বলিল, "হে আমার প্রভু! যুগযুগান্তের বিরহ আনিয়া দাসীর পায় ঢালিয়া দাও।" প্রিয় সঙ্গে শুধু মুখের কথা কহিয়া কাননিকার তৃপ্তি নাই। বুঝি দেখিলে, কাছে রাখিলে সকল তৃপ্তি মিলিবে। ভ্রম ভ্রম—পরস্পরমিলন, দুইটি হৃদয়ের অস্থিপঞ্জরের যে ব্যবধান আছে।

কবিতা লিখিয়া কাননিকার আকাঙ্ক্ষা মিটিল না; ভাবিয়া ভাবিয়া ভাবনার মীমাংসা হইল না; কাঁদিয়া চোখের জল ফুরাইল না। কাননিকা স্থির করিল, আর ভাবিব না, আর কবিতা লিখিব না। যা লিখিয়াছি, এ-ও রাখিব না। এই বলিয়া কবিতাটি ছিঁড়িতে যাইতেছে, অমনি পশ্চাৎ হইতে একটি কোমল কর, তাহার কোমলতর কর ধরিয়া ফেলিল। কাননিকা ফিরিয়া দেখিল, হরিদাসী ঠান্‌দিদি।

তাহাকে দেখিয়া লজ্জাভয়ে কাননিকার মুখ শুকাইয়া গেল।

জম্বুলমালিকা *

হরিদাসী কাননিকার মাতামহীর দূরসম্পর্কীয়া ভ্রাতৃজায়া, নিরঞ্জনের শ্যালকপত্নী, কিন্তু ভামিনীর সমবয়সী সখী। ভামিনী তাহাকে না দেখিলে থাকিতে পারিত না, হরিদাসীও দুই দিন ভামিনীর সংবাদ না পাইলে নিরঞ্জনের বাটীতে ছুটিয়া আসিত। স্নেহময়ী নিরঞ্জন-পত্নী তাহাকে আপনার কন্যার ন্যায় দেখিতেন। নিরঞ্জনও হরিদাসীকে বড় ভালবাসিতেন। নিরঞ্জন ননন্দ্‌পতি, কাজেই হরিদাসী তাহার সম্মুখে প্রগল্‌ভা হইতে কুণ্ঠিতা হইত না। হরিদাসীর স্বামী সত্যপ্রিয় রায় একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক ছিলেন। তিনি সেকালের আচারনিষ্ঠ হিন্দু। নিরঞ্জনের সাহেবিয়ানায় তিনি বড় তুষ্ট ছিলেন না। বড় আত্মীয় বলিয়া তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেনপরিবারের সহিত সংস্রব রাখিতেন। আর সেই জন্য স্ত্রীকে সেনেদের বাড়ী যাতায়াত করিতে বড় নিষেধ করিতেন না। তাহার উপর তিনি হরিদাসীকে অতি দরিদ্রের ঘর হইতে আনিয়াছিলেন। পাছে কোন কথা বলিলে নিজের পৈতৃক অবস্থার স্মরণ করিয়া হরিদাসী দুঃখিতা হয়, এই ভয়ে তিনি তাহার উপর বড় একটা হুকুম চালাইতেন না। পরন্তু গৃহকার্য্যের সমস্ত কর্তৃত্ব তাহার হাতেই ন্যস্ত করিয়া সত্যপ্রিয় কতকটা তাহার অধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। অভ্যাসদোষে সে অধীনতাটা তাহার প্রাণের সঙ্গে গাঁথিয়া গিয়াছিল। এই জন্য কেহ কেহ তাঁহাকে স্ত্রৈণ বলিত। স্বাধীনতায় সুব্যবহারে হরিদাসী

* বরপক্ষীয় স্ত্রীগণের পরিহাস বাক্যপরম্পরা।

সত্যপ্রিয়ের গৃহটি একটি সোনার সংসার করিয়া তুলিয়াছিল। সত্যপ্রিয়ের সন্তানাদি ছিল না। থাকিবার মধ্যে তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। তাহাকে লইয়াই হরিদাসীর সংসার। তাহার বধূ, পুত্র ও কন্যা লইয়া হরিদাসী এমন ঘর পাতিয়া বসিয়াছিল যে, তাহার ভিতর পড়িয়া সত্যপ্রিয় আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আপনাকে অপুত্রক বুঝিতে পারিতেন না। হরিদাসীর সব কাজই ভাল, কেবল একটি কাজ সত্যপ্রিয়ের চোখে বড় ভাল ঠেকিত না। হরিদাসী তাঁহাকে কিছুই না বলিয়া নিরঞ্জনের পরিবারবর্গকে,—বিশেষ ভামিনীকে—একটু অধিক রকমের ভালবাসিয়া ফে'লয়াছিল। সেই জন্য তাহাদের সঙ্গে বড় মাখামাখি করিত। সে ভালবাসার স্রোতে পড়িয়া পাছে সুবর্ণলতিকারূপিণী হরিদাসী ভাসিয়া যায়, পাছে মূর্খ স্বামীর সঙ্গে তাহার ভক্তির ধনটুকু ছিঁড়িয়া যায়, পাছে বাড়ীতে দোল, দুর্গোৎসব, অতিথি-সৎকারাদি ক্রিয়া-কলাপ উঠিয়া যায়, এই ভয়ে সত্যপ্রিয় তাঁহার স্ত্রীর সেনেদের সঙ্গে অধিক ঘনিষ্ঠতায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। তবে মুখ ফুটিয়া সোজাসুজি ভাবে গৃহিণীকে বড় একটা কিছু বলা তাঁহার অভ্যাস ছিল না, ঠারেঠোরে রহস্যের ছলে বলা না বলা করিয়া, দুই একটা কথা হরিদাসীকে শুনাইতেন। বুদ্ধিমতী হরিদাসী স্বামীর মনোগত ভাব এই রহস্যের ভিতর হইতেই বুঝিয়া লইত। কিন্তু কোনমতেই সে সেনেদের বাড়ী না যাইয়া থাকিতে পারিত না। এতই সে ভামিনীকে ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু যে দিন হইতে নিরঞ্জন জামতাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন, সেই দিন হইতে আপনা-আপনি কি বুঝিয়া হরিদাসী সেনেদের বাড়ী যাওয়ায় ক্ষান্ত দিয়াছিল। আজ কাননিকার স্বয়ম্বরের সংবাদ পাইয়া হরিদাসী বহুকালের পর এখানে আসিয়াছে।

• এইবারে একটি পূর্ব্বাভাস দিয়া স্বয়ম্বরকাহিনী বর্ণনা করিবে। রমণীচরণ নিরঞ্জনের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে হরিদাসীর আশ্রয় গ্রহণ করে। অপূর্ব্ব-কৃষ্ণ বলিয়া হরিদাসীর এক ভাই ছিল। অপূর্ব্ব-কৃষ্ণ শিক্ষিত যুবক। ভগিনীপতির সাহায্যে তাহার বিদ্যাশিক্ষা হইয়াছিল। নিজের অবস্থা সচ্ছল নহে বলিয়া তাহার বিবাহে অভিরুচি ছিল না। ভগিনী ও ভগিনীপতি তাহাকে যথেষ্ট অনুরোধ করিয়াছিল, অপূর্ব্ব তাহাদের অনুরোধ রক্ষা করে নাই। বারংবার অনুরোধে অপূর্ব্বকৃষ্ণ বিরক্ত হইয়া গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করিল। এক দিন সন্ধ্যায় সঙ্গোপনে সে বাটী হইতে বাহির হইতেছে, এমন সময় সে শুনিল যে, রমণীচরণ শ্বশুরগৃহ হইতে তাড়িত হইয়াছে। কারণ জানিবার জন্য সে ভগিনীকে তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করিল। হরিদাসী তাহাকে সমস্ত ঘটনা শুনাইয়া, রমণীচরণের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তাহার শরণাপন্ন হইল। ঘটনা শুনিয়া অপূর্ব্বকৃষ্ণের অপূর্ব্ব রুক্মিণী কাননিকা-হরণে অভিলাষ হইল। তদবধি দূরের সঙ্গীত রূপে কৃষ্ণের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। কখন বাঁশী বাজাইয়া, কখন যোগী সাজিয়া, কখন সাক্ষী হইয়া, অপূর্ব্বকৃষ্ণ কাননিকার মনোহরণের চেষ্টা করিল। সর্ব্বশেষে বটুকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া বটুক নাম ধরিয়া তাহার স্থান অধিকার করিল। সর্ব্বশেষে হরিদাসী সহোদরের সাহায্য করিতে সেনগৃহে প্রবেশ করিল।

সেনগৃহের সবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ও কথাবার্ত্তা কহিয়া হরিদাসীর আবার পূর্ব্বপ্রাণ খুলিয়া গিয়াছে। তবে ভামিনীকে দেখিয়াই সে একটু কাঁদিয়াছে। আর রমণীচরণের কথার উল্লেখ করিয়া একটু মিষ্ট তিরস্কারও করিয়াছে। দুইটি সখীর বহুদিনের পর পুনর্মিলনে দুই জনেরই উপর কিছু কার্য্য করিল। হরিদাসী আহ্লাদে গলিয়া গেল, আর ভামিনীর উপর যা একটু আধটু ঘৃণা ছিল, সব ভুলিয়া গেল। আর পতিসোহাগিনী হিন্দু সাধ্বীর অশ্রুপূর্ণ তরল নয়ন-জ্যোতিঃ পতিত্যাগিনীর চোখে পড়িয়া তাহাকে কিছু অনুতপ্তা করিল। ভামিনী বুঝিল,—

"সুখ অতি আকাঙ্ক্ষায় সরলা ললনা প্রায়
লজ্জায় বসনে ঢাকে মুখ;
হেলায় যে সুখ ক'রে, সদা কাল ঘুরে মরে,
তাহার কপালে নাই সুখ।"

আর বুঝিল, হিন্দু রমণীর পতি ভিন্ন গতি নাই। তাহার পিতৃতিরস্কারে ও তাহার নিজের অবজ্ঞায় স্বামীর গৃহত্যাগের ছবি জীবন্ত হইয়া তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। অপমানিত স্বামী আর ফিরিল না, তাহার তেজোগর্ব্বের মূলে কুঠারাঘাত করিতে, সে আর তাহার সংবাদ লইল না। আর একটি বিশেষ দুঃখ, তাহার "সবে ধন নীলমণি" কন্যা কাননিকাকে আর কেহ তাহার মত করিয়া ভালবাসিল না। এইটিই তাহার বিশেষ দুঃখ। নিরঞ্জন কাননিকাকে যথেষ্ট ভালবাসে। কিন্তু তবুও কেমন তাহাতে ভামি-নীর তৃপ্তি হয় না। সে ভালবাসার তরলতা নাই।

কাননিকার মুখে পড়িয়া প্রতিফলিত হইয়া সে ভালবাসা তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে না। এই অভাবটি সে বিশেষ করিয়া অনুভব করিয়াছিল। ভামিনী হরিদাসীর কাছে প্রতীকার প্রার্থনা করিল। হরিদাসী প্রতীকারের আশ্বাস দিল। বলিল, "রোস্, আগে তোর মেয়ের স্বয়ম্বর ব্যাপার মিটিয়া যাক্, তোর বাপের তেজ ভাঙিয়া যাক্, তার পর যা হ'ক একটা উপায় করিব।"

হরিদাসী তাহাকে কাননিকার ঘর দেখাইয়া দিতে বলিল। ভামিনী নিজে সঙ্গে করিয়া কাননিকার কাছে লইয়া যাইতে চাহিল। হরিদাসী নিষেধ করিল, —বলিল,—"আমি একা যাইব।"

হরিদাসী কাননিকার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কাননিকা কি করিতেছে। পা-টিপিয়া পা-টিপিয়া তাহার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল। কাননিকা জানিতে পারিল না, আপনার মনেই লিখিতে লাগিল। লেখা শেষ করিয়া কাননী আপনার মনে যে কথাগুলি কহিতে লাগিল, হরিদাসী সব শুনিল। তার পর যেই কাননিকা কবিতাটি ছিঁড়িতে উদ্যত হইল, অমনি তার হাত ধরিয়া ফেলিল। কাননিকা পাছু ফিরিয়া দেখে— হরিদাসী ঠান্‌দিদি। সমস্ত কথা শুনিয়াছে ভাবিয়া লজ্জায় ও ভয়ে বালিকার মুখ শুকাইয়া গেল।

হরিদাসী কাননিকার ভাবান্তর বুঝিতে পারিল এবং সেই জন্য তাহাকে আবার পূর্ব্বভাবে আনিবার জন্য বলিল,—"দেখি দিখি, সংসার-সাগরে ঝাঁপ দিবার বল তোর আছে কি না। আমার হাত ছাড়াইতে পারিলে বুঝিব, তুই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবি, বরের ঝাঁক হইতে মনোমত স্বামীটি বাছিয়া লইবি। দুই জনে সাঁতারিয়া কূলে উঠিবি।" কাননিকা হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "আমি যে হার মানিলাম ঠানদিদি! তোমার হাত ত ছাড়াইতে পারিলাম না।"

হরিদাসী। তবে আর স্বয়ম্বর সভায় যাইয়া কি করিবি? সেখানে স্বামীটিকে ত পাইবিই না, শেষে কার গলায় মালা দিতে কার গলায় মালা দিবি। আমার বরটিও যে তোকে বে করিবার জন্য আসিয়াছে।

কাননিকা। ঠাকুরদাদা আসিয়াছে পাণিগ্রহণ করিতে, ঠান্‌দিদি হাত ধরিল কেন?

হরিদাসী। তোর হাতে আর কেহ হাত দিয়াছে কি না পরীক্ষা করিবার জন্য।

কাননিকা। আর কেহ এ হাতে হাত দিলে, ঠান্‌দিদির বর কি আমায় লইবে না? ভাল, পরীক্ষায় বুঝিলে কি!

হরিদাসী। বুঝিলাম, কাননিকার হাত দূর হইতে কে ধরিয়াছে। কাননিকা তার ঠান্‌দিদির কাছে সে হাতের মালিককে গোপন করিবার জন্য মনভুলান হাসি হাসিয়া,তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টায় আছে।

আর বুঝিলাম, একটি বিদুষী, জ্ঞানগর্ব্বিণী বালিকা পুরুষোচিত হৃদয়বল ধরিয়াও, স্বাবলম্বনে অসমসাহসিনী হইয়াও, কোন একটি বিশেষ কারণে, ভয়নাশিনী ঠান্‌দিদিকে দেখিয়া ভীতা হইয়াছে। তার বায়ুতাড়িতা নাড়ী দ্রুতগামিনী, লজ্জা-ভয়ে মুখ আরক্তিম, হস্তকম্পনে পত্রিকা পতনোন্মুখী।

হরিদাসী পত্রিকাখানি কাননিকার হাত হইতে কাড়িয়া লইল, আদ্যোপান্ত পাঠ করিল। কাননিকা চিত্রপুত্তলিকার মত ঠাকুরাণী দিদির পানে চাহিয়া রহিল, একটিও কথা কহিল না।

হরিদাসী পত্রপাঠান্তে কাননিকার মুখের দিকে চাহিল। কাননিকা হাসিয়া বলিল,—"মুখের দিকে দেখিতেছ কি?—তুমি যা ভাবিতেছ, তার কিছুই নয়। আমি মাসিক পত্রে দিবার জন্য কবিতাটি লিখিয়াছি। পত্রিকাসম্পাদককে পাঠাইবার জন্য মোড়কে পুরিতেছিলাম।

হরিদাসী। অসম্পূর্ণ কবিতা পাঠাইলে সম্পাদক ছাপাইবে কেন? তাহার সঙ্গে হাতের কম্পন, বক্ষের তরঙ্গ, আর চোখের লজ্জাসংকোচগুলাও পাঠাইয়া দে। নইলে সম্পাদক যে বুঝিতে পারিবে না, ছাপাইতে স্ফূর্ত্তি পাইবে না।

কাননিকা। সেগুলা এর পর মল্লিনাথ ঠানদিদির টীকা-টিপ্পনীর সহিত টেলিগ্রাফে পাঠাইয়া দিব। রহস্যের কথা ছাড়িয়া বাড়ীর কে কেমন আছে বল।

হরিদাসী। বাড়ীর সবাই ভাল, কেবল একটি মূর্ত্তিমান গান, কাননিকার স্বয়ম্বর-কথা শুনিয়া শয্যায় গা ঢালিয়া দিয়াছে। তারই রোগের চিকিৎসা করিবার জন্য আমি তোদের বাড়ী আসিয়াছি। নহিলে তোদের সাহেব বিবির বাড়ী আমাকে আর কবে আসিতে দেখিয়াছিস্?—এই বলিয়া কৃত্রিম ক্রোধ দেখাইয়া হরিদাসী গমনোদ্যতা হইল। কাননিকা পাছু হইতে ডাকিল, "ঠান্‌দিদি!"

হরিদাসী বলিল, "বাড়ী চলিয়াছি, আবার পাছু ডাকিলি কেন?"

কাননিকা। বহুকালের পরে নাতিনীর গৃহে যদি পদধূলিই পড়িল ত সে ধূলি একটু মাথায় না লইয়া ছাড়িব কি?—

হরিদাসী ফিরিল। কাননিকার মুখ দেখিয়া বুঝিল, সে তাহার মনোভাব বুঝিয়াছে।—বলিল," কি বলিস্? থাকিব কি যাইব?"

কাননিকা হরিদাসীর হাত ধরিল। তারপর বলিব বলিব করিল, কিন্তু বলিতে পারিল না। কেবলমাত্র একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। হরিদাসী তখন আর রহস্য করিল না, রহস্য করিবার সময়ও ছিল না, বাহির হইতে ভামিনী তাহাকে ডাকিতেছিল। বলিল, "আর ত আমি দাঁড়াইতে পারি না। আমি এক কথা বলি। বুঝিয়াছি, এ স্বয়ম্বরে তোর বিন্দুমাত্রও মত নাই।

কাননিকা তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "আমাকে এই স্বয়ম্বরের হাত হইতে রক্ষা কর। ঠানদিদি! সহস্র লোকের সম্মুখে নির্লজ্জ হইয়া কেমন করিয়া দাঁড়াইব?"

হরিদাসী। স্বয়ম্বরের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারি না। তবে তোর গানকে আমি ধরিয়া আনিতে পারি। আর সেই সঙ্গে তোর দাদাকে রীতিমত শিক্ষা দিতে পারি! এত লেখা পড়া শিখিয়াছিস্, বই লিখিয়াছিস, উপদেশ দিতে পারিস্, আর প্রেমস্পর্শে এমন হতভম্ব হইয়া গেলি যে, আমারও কাছে সাহস করিয়া মনের কথা খুলিতে পারিতেছিস্ না?

কাননিকা। গানকে তুমি দেখিয়াছ?

হরিদাসী। গানকে বিবাহ করিবি?

কাননিকা। দূর্! গান শুনিব, বিবাহ করিতে যাইব কেন?

হরিদাসী। তবে তোর দাদাকে একটা তানসেনের বাচ্ছা ধরিয়া আনিতে বলি। তবে আর এ স্বয়ম্বরের কথায় মত দিলি কেন?

কাননিকা। দাদা কি কারও মত শোনে? প্রতিবাদ করিতে গেলে বিপরীত হয়।

হরিদাসী। তোর সে যদি না আসে, স্বয়ম্বর সভায় যাইয়া কি করিবি?

কাননিকা। তা হইলে কদাকার, কুরূপ, মূর্খ, বৃদ্ধ, যাহাকে দেখিলে বিশ্বপ্রেমিকেরও মনে ঘৃণার উদয় হয়, তাহার গলায় মালা দিব।

হরিদাসী। এত অভিমান লইয়া কেমন করিয়া নীরবে বসিয়াছিলি?

এই বলিয়া হরিদাসী কাননিকার হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। যাইতে যাইতে বলিল, "এখন আর অন্য কথা নয়। এর পর যাহা যাহা করিতে বলিব, করিবি। তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি, তোর পূর্ব্বজন্মের বড় সুকৃতি যে, এমন বরের হাতে পড়িবি।—কিন্তু যা, বড় ভুল হইয়া গিয়াছে!"

কাননিকা হাসিয়া বলিল,—"একেবারে বড়ই ভুল নাকি ঠান্‌দিদি?"

হরিদাসী। অত দূর নয়, তবে কাছাকাছি বটে। সেখানে জুতা খুলিয়া মল পরিতে হইবে, চেয়ার ছাড়িয়া পিঁড়িতে বসিতে হইবে,উল ছাড়িয়া ফুল ধরিতে হইবে।

কাননিকা। আর ঠাকুরদাদার পাকাচুলের মূলোৎপাটন করিতে হইবে। ঠান্‌দিদি! বল ত এখন হইতেই গেরুয়া ধরি।

চারি দিক্ হইতে কোলাহল উঠিল। বাড়ীর বাহিরে চারি দিক্ হইতে লোক আসিতে লাগিল। বাটীর ভিতরে কুটুম্বিনীকুল দলে দলে প্রবেশ করিতে লাগিল। দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া হাসিতে হাসিতে সেই লোকতরঙ্গে ডুবিল।

এ সংসারে আপনার সামগ্রীর আর দ্বিতীয় মিলিল না। আপনার সামগ্রী যেমন সুন্দর, পৃথিবীতে তেমন ধারা সুন্দর আর কই? আমার ছেলেটি যেন চাঁদের শিশুটি, খায় এত ক'টি, ঘুরে বেড়ায় যেন লাটিমটি। ওর ছেলেটা, যেন কোকিলের ছা-টা, গিলে এতটা, লাফিয়ে বেড়ায় যেন বাঁদরটা। আমার সামগ্রীর তুলনা নাই। তার গালাগালি ও বিকট চীৎকার অন্যের সুরলয়যোগের গীত হইতেও মধুর। তাহার নখাগ্রভাগের কোমলতার তুলনায় অন্যের অধরপ্রান্তও কঠিন!

ললনাকুল সেন গৃহে আসিয়া যে যার পুত্রের প্রশংসা করিতে লাগিল। আর কাননিকা সম্বন্ধে আইনমত আপন আপন স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে বসিয়া গেল। অর্থাৎ যে আসিল, সেই ভামিনীর সঙ্গে বেয়ান সম্বন্ধ পাতাইয়া লইল। এক দণ্ডে কাননিকা সহস্র শাশুড়ীর পুত্রবধূ হইল। অযুত ননদীর বউদিদি হইল। কেহ "মা আমার গৃহলক্ষ্মী" বলিয়া বালিকার মুখচুম্বন করিল। কেহ হাতের মাপ লইল—স্বর্ণকারকে রতনচূড় গড়িতে দিবার জন্য। কেহ কর্ণের ছিদ্র গুণিতে গেল—কয়টি মাকড়ী ধরে দেখিবার জন্য। কেহ নিজের গলার চিক কাননিকার গলায় পরাইয়া দিল,

পুত্রবধূটিকে এই অলঙ্কারখানি যৌতুক দিয়া তার মুখ দেখিবে।

এ সকল পৌরাণিক। ইহাদের ধারণা, বেশী গহনা পরিতে পাইলেই কাননিকা সন্তুষ্টা হইবে। অপরে আধুনিকা—তাহারা জানে, অলঙ্কার এখন হোয়াইটাওয়ে লেডল ও মুর কোম্পানীর দোকানে। আর কারুকার্য্য এখন হ্যামিল্টনে। তুষ্টি এখন পিয়ানো অরগানে।

তাহারা কেহ পায়ের পাঞ্জার মাপ লইল। কেহ বা কেমন পশমী মোজা কাননিকার পছন্দ হয় জানিবার জন্ম, পায়ের একটু কাপড় গুটাইয়া চরণবেষ্টনী নীল-ধূসর বর্ণের মোজা দেখাইল। কেহ বা কালিফর্ণিয়ার সোনার গড়া র‍্যাটল্ সর্পের অঙ্গুরী ও তাহার মাথার ব্রেজিলের হীরকখনির সেরা মণি কাননীর চোখের উপর ধরিল। কেহ বিদ্যাপতির রূপবর্ণনায় ভুল আছে কি না, পরীক্ষা করিবার জন্ম—

"গিরিবর গুরুয়া পয়োধর-পরশিত
গীম গজমতি হারা,
কাম কম্বু ভরি কনয়া শম্ভু পরি
ঢারত সুরধুনীধারা।"—

এই মহাবাক্যের সার্থকতা দেখিবার জন্য কাননি-কার গলায় মুক্তাহার পরাইয়া দিল। কেহ বা গার্ড-চেনটা ঝুলাইয়া দিল।

সমবয়সী সহপাঠিনী সখীগণ কাননিকাকে নানা রাজনীতি, সমাজনীতি সম্বন্ধে নানা কথা শুনাইতে লাগিল ;—যথা,—

১ম। কাননিকার বিদ্যালয় ছাড়িবার পর আমে-রিকার সহিত ইংলণ্ডের মনোবিবাদ চলিয়াছে। দুই ভগিনীতে আর মুখ-দেখাদেখি নাই। প্রতিবেশিনী ফ্রান্স জর্ম্মণীর তাহাতে বড়ই আনন্দ। ইংলণ্ডের উন্নতিতে তাহারা হিংসায় মরিয়া গেল।

২য়। বড় ভাবনার কথা! রুসিয়া ও জর্ম্মণীর সম্রাটদ্বয়, এক ঘরে দুই দিন ধরিয়া চুপি চুপি কি পরামর্শ করিয়াছেন। সুলতান বেচারীর প্রাণ বুঝি আর থাকে না। তবে একটু ভরসা, রোজবেরি পার্লামেণ্টে দাঁড়াইয়া বলিয়াছেন, ইউরোপে শান্তিভঙ্গের কোনও সম্ভাবনা নাই।

৩য়। বাঁচাইলি ভাই! নহিলে রাত্রে আমার ঘুম হইত না। রোজবেরি একটু আশ্বাস না দিলে, তুরস্কের সুলতানকে বাঁচাইবার কোনও ত উপায় পাই না। আহা! বেচারী বড় ভালমানুষ। যে যা বলিতেছে, তাই করিতেছে। তবুও কোন রাজার মন পাইতেছে না।

৪র্থ। ভালমানুষের কাল নেই যে ভাই। যে ভালমানুষ, তারই উপরে যত লোকের অত্যাচার। ম্যাডাগাস্কারের রাণী, ভালমানুষের মেয়ে রাজ্য করিয়া খাইতেছিল। ফ্রান্সের তাহা সহ্য হইল না, রাজ্যটি কাড়িয়া লইল।

৫ম। বলিস্ কি? ম্যাডাগাস্কারের রাণীর আর রাজ্য নাই? আহা কবে কাড়িয়া লইল? কি সর্ব্বনাশের কথা বলিলি সখি! না, ফ্রান্স দিন দিন বড় অন্যায় আরম্ভ করিয়াছে। কালই টাউনহলে একটা বিরাট সভা করিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এক ঝুড়ি রাগ পাঠাইয়া দাও।

৬ষ্ঠ। শুধু কি তাই! সে দিন শ্যামরাজ্যে কি উৎপাতই না করিল। ভাগ্যে আমাদের শিখসৈন্য ঠিক সময়ে গিয়া বাধা দিয়াছিল।

৫ম। আমাদের শিখ না হইলে ফ্রান্সকে আর কেহ দমন করিতে পারিবে না। আমাদের শিখ না হইলে কাহাদেরই বা চলে?

৪র্থ। কিন্তু ভাই! শ্যামকে বড়ই যাতনা দিয়াছে। আমরা ছিলাম, তাই বাঁচোয়া। নহিলে শ্যামের কি হইত বল দেখি?

ইহাদের মধ্যে এক জন অশিক্ষিতা ছিল। সে ইহাদের কথা শুনিতেছিল! কিন্তু ব্যাপারখানা কি, ভাল বুঝিতে পারিতেছিল না। শ্যামের কথা পড়িতেই তার মনে খট্‌কা লাগিয়া গেল। শুনিল, শ্যামকে কি এক জন—নাম মুখে আসে না, এমন এক জন কে না কি বড়ই যাতনা দিয়াছে।

শ্যাম বলিয়া হয় ত তার পুত্র কিংবা অন্য কোন নিকট আত্মীয় ছিল। তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল, "শ্যামকে কে যাতনা দিয়াছে গা?"

রমণীগণ এক কথাতেই তাকে নিরক্ষরা বুঝিয়া ফেলিল। সুতরাং তার উত্তর দেওয়া একটা অসম্মান মনে করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। তৃতীয়া সে কথায় কান না দিয়া বলিল, "কিন্তু ইতিমধ্যে যে আঘাত দিয়াছে, তার ঘা শুকাতে অনেক কাল লাগিবে।"

অশিক্ষিতা। কোন সর্ব্বনাশীর বেটা! কোন্ হতভাগা আমার শ্যামের গায়ে হাত দিয়াছে!

তার পর আঙুল মটকাইয়া সেই অত্যাচারীর মৃত্যু

কামনা করিল। তাহার হস্তে পক্ষাঘাতের আবাহন করিল। তার পর শ্যাম শ্যাম করিতে করিতে চলিয়া গেল।

বিদুষীগণ পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া হাসিল। আর ভাবিল, দেশের কি এতই অধঃপতন হইয়াছে? বাড়ীর দোরের কাছে শ্যাম, তাহাকেও চিনে না?

এইরূপ হাসি-তামাসায়, কথাবার্ত্তায়, পান-ভোজনাদি ক্রিয়ায় সারা দিনটা কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার প্রাকালে হরিদাসী, কাননিকাকে মনের মত করিয়া সাজাইল।

সন্ধ্যা সমাগতা। কাননিকা সুসজ্জিতা। রমণীগণ উৎকণ্ঠা-কবলিতা। কলিকাতা স্তম্ভিতা। আজ ললিতা লবঙ্গলতা সেনগৃহ হইতে উৎপাটিতা হইয়া কোন এক অনিশ্চিত উদ্যানে রোপিতা হইবে!

পরিচারিকা

দাড়ীগোঁফ কামান নিরঞ্জন ইন্দ্রিয়-আগোচর হইয়া, দ্বারবানের কাছে তাড়া খাইয়া, বাড়ীর ভিতর হইতে কাননিকাকে লইতে আসিয়াছেন। কেহ তাঁহাকে প্রথমে চিনিতে পারিল না। প্রিয়কন্যা ভামিনীই একবার কেয়্যা কেয়্যা বলিয়া ছুটিয়া আসিল। তার পর জিব কাটিয়া পলাইল। কেহ তাহাকে বৈরাগী ঠাকুর মনে করিয়া একটা গান করিতে বলিল। কেহ বদন অধিকারীর সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি, পরিচয় জানিতে চাহিল। কেহ বুড়োর বিবাহ করিতে সাধ হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিল।

নিরঞ্জন কাহারও কথায় উত্তর দিলেন না। বরাবর কাননিকার ঘরের দিকে চলিলেন। মনে মনে কিন্তু বড় বিরক্ত হইলেন। আর ভাবিলেন, শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে, পোষাকে পরিচ্ছদে, হাসিতে গানে, আহারে ব্যবহারে,—আজকালকার নারীগুলা অনেক উন্নত হইয়াছে বটে, কিন্তু অবাধ্যতা, আর বাচালতা, আর স্বাধীনতা আর কঠিনতা, কিছু অধিক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। আজ আমি নিরঞ্জন না হইয়া যদি আর এক জন বৃদ্ধ হইতাম, তাহা হইলে এই অন্যায় ব্যবহারে আমার মনে যে কষ্ট হইত, সেটা ত ইহারা বুঝিয়াও বুঝিল না।

নিরঞ্জন বরাবর কাননিকার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া ডাকিলেন, "কাননিকে!" অনেকগুলি মেয়ে কাননিকাকে ঘেরিয়া বসিয়াছিল। ঘেরিয়া এমন কলকল করিতেছিল যে, সে কথা তাহার কানে গেল না। তাহারা বলাবলি করিতেছিল, কাননিকাকে লইয়া যাইবে কে! হরিদাসীর ধারণা, কাননীর দাদা লোক বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছে। নিরঞ্জন সেন এমন বোকা নয়, কাননিকার স্বয়ম্বরের এত বড় একটা প্রকাণ্ড উদ্যোগ করিয়া, এই সামান্য কাজটা করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। এই দেখ না, কাননিকাকে লইতে লোক আসে।

কাননিকাকে কেমন ধারা লোকে লইয়া যাইবে? কাননিকা যেমন সুন্দরী, তেমনি একটি সুন্দর চাকর। আর যদি দাদা নিজেই লইয়া যায়? তাও কি কখন হইতে পারে? দাদা কি একটা হেঁজি-পেঁজি লোক? সে কি জানে না, নাতিনীকে নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলে লোকে হাততালি দিয়া উড়াইয়া দিবে! যদি তার মত একটা বুড়ো লইতে আসে? হরিদাসী সেই বৃদ্ধকে আর ঠাকুরজামাইকে এক দড়ীতে বাঁধিয়া, মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া গঙ্গাপার করিয়া দিবে। নিরঞ্জন বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিলেন। কথার মর্ম্ম বুঝিয়া কাননিকাকে ডাকিতে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, থাকিব কি পলাইব? কিন্তু এখন অন্য লোক কোথা পাই? যে হরিদাসী, সে ত আমাকে দেখিলে টিট্‌-কারিতে অস্থির করিবে।

নিরঞ্জন কি কর্ত্তব্য চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় একটি সুন্দরী জানালার ফাঁক দিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইল। অমনি হরিদাসীকে বলিল, "কাননিকাকে লইতে এক জন বুড়োই আসিবে। আমি গণিয়া দেখিলাম।" হরিদাসী বলিল, "মিথ্যা কথা!" সমুদায় স্ত্রীগণ হরিদাসীর কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিল, "মিথ্যা কথা।" কাননিকা বলিল, "মিথ্যা-কথা! আমি বুড়োর সঙ্গে সভায় যাইব না।

রমণী বলিল, "বাজী?"

হরিদাসী বলিল "বাজী?"

সমুদায় স্ত্রীগণ বলিয়া উঠিল, "বাজী?"

হরিদাসী বলিল,—"তাহা হইলে কাননিকাকে সেই বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ দিব।"

রমণী বলিল, "দিবে?"

হরিদাসী বলিল, "নিশ্চয় দিব। কি বলিস কাননী?"

কাননিকা। সে যদি ঠাকুরদাদা হয়?

রমণী। কখন নয়। তোর দাদার ত দাড়ী গোঁফ আছে?

হরিদাসী। আছে বলে আছে? ঠাকুরজামাই মুখে উলুবনের ক্ষেত করিয়াছে।

রমণী। এ বৃদ্ধের গোঁফ দাড়ী কামান। মুখখানা বাঙ্গালা পাঁচের মতন।

হরিদাসী। তবে ত সে ঠাকুরজামাই নয়ই। তারে দেখিলে নারদঋষি বলিয়া ভ্রম হয়।

তখন সকলে মিলিয়া বাহিরে আসিল। কই, কে কোথায়? কেউ ত নাই! রমণী বলিল, "আমি দেখিয়াছি। এইখানে এক জন বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া ছিল।" সকলে, তাহাকে হিষ্টিরিয়া-গ্রস্ত বলিয়া, কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিল।

বেগতিক দেখিয়া নিরঞ্জন ছুটিয়া পলাইলেন। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাহিরে গিয়া বলণ্টিয়রগণকে ডাকাইলেন। তাহারা ছুটিয়া আসিল। নিরঞ্জন কাননিকাকে সভায় লইয়া যাইবার জন্য,তাহাদের মধ্যে এক জনকে অনুরোধ করিলেন। সকলে এ উহাকে, সে তাহাকে, যাইতে অনুরোধ করিল। কেহই নিজে পরিচর্য্যাকার্য্যে স্বীকৃত হইল না। তাহারা বিনা পয়সায় শুদ্ধমাত্র সহৃদয়তা-প্রণোদিত হইয়া, সভার কার্য্য করিতেছে বলিয়া কি কাননিকার আশ্লাটি পর্য্যন্তও ত্যাগ করিয়াছে? পরিচারক হইলে ত আর সে আশা নাই। নিরঞ্জন দেখিলেন, নিরুপায়; কে যায়! এই মাথায় মাথায় কারে পাই? এক জন বলণ্টিয়ার বলিল, "বাগানের প্রান্তভাগে একটি চাকরজাতীয় ছোকরা বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিতে মন্দ নয়। তাহাকে দেখিব কি?"

নিরঞ্জন। দেখ দেখ, শীঘ্র দেখ! তাহাকে কিছু বকশিস্ দিবার নাম করিয়া লইয়া আইস। সর্ব্বনাশ হইল, আমার মান-সম্ভ্রম সব গেল। বুঝি লোক হাসাইলাম।

বলণ্টিয়ার ছুটিল। নিরঞ্জন অন্য বলণ্টিয়ারগণকে বলিলেন, "তোমরা না হয় সেই বামুনগুলার সন্ধান কর।"—তাহারাও চারিদিকে ছুটিল। প্রথম বলণ্টিয়ার ফিরিল; নিরঞ্জন বলিলেন, "খবর কি?"

বল। আমি তাহাকে আট আনা পর্য্যন্ত কবুল করিলাম। সে ষোল আনা না পাইলে আসিতে রাজি হয় না।

নিরঞ্জন। আরে তাই দিব বল না ছাই! এখন কি আর টাকায় মায়া করিলে চলে

বলণ্টিয়ার ছুটিল এবং একটু পরেই চাকরকে ধরিয়া আনিল। নিরঞ্জন দেখিলেন, চাকর আর অন্য কেহ নহে, স্বয়ং মটুক শর্ম্মা তাঁহার আর বিস্মিত হইবার সময় নাই। তিনি একেবারে বলিয়া উঠিলেন— "রে চাকর! ষোল আনাই পাইবি। এই বেলা যা বলি, তাই কর।" চাকর মস্তক অবনত করিয়া সম্মতি জানাইল।

নিরঞ্জন বলণ্টিয়ারকে বলিলেন, "ইহাকে লিভারি (livery)' পরাইয়া দাও।" রাগান্ধ নিরঞ্জন আর কিছু দেখিতে পাইতেছিলেন না।

সেই ক্রোধের ভরে চক্ষু মুদিয়া বলণ্টিয়ারের দলকে বলিতে লাগিলেন—"তোমরা যাহা করিতে হয়, কর। তোমাদের উপর সম্পূর্ণ ভার দিলাম। আমার অসুখ করিতেছে। আমি শয়ন করিতে চলিলাম।"

অতি উল্লাসে বলণ্টিয়ারগণ কার্য্য করিতে ছুটিল।

আটটাও বাজিল, অমনি ঐক্যতান আরম্ভ হইল। বাদনও থামিল, অমনি যবনিকা উত্তোলিত হইল। যবনিকাও উঠিল, অমনি ভর্ত্তৃদারিকারূপিণী কাননিকা, চাকর মটুকের হাত ধরিয়া সভাগৃহে প্রবেশ করিল।

কাননিকাও প্রবিষ্টা হইল, অমনি চারি দিক্ হইতে শ্রবণভেদী চড় চড় শব্দ হইল।

ভুবনমোহিনীর দর্শনমাত্রেই সভ্যমণ্ডলীর হৃদয় যুগপৎ দুরু দুরু করিয়া উঠিল। করতালির শব্দ ছাপাইয়া সে দুরু দুরু ধ্বনি ভাবুকের কানে গেল। পরিচায়কের করে করভার ন্যস্ত করিয়া সুন্দরীর লাজমন্থর গমন প্রতিপাদবিক্ষেপে হৃদয় কাঁপাইয়া সভাস্থলে একটা অপূর্ব্ব ভাব-তরঙ্গের সৃষ্টি করিল। প্রতিপ্রাণ নীরব চীৎকারে বলিয়া উঠিল;—

"মদিরলোচনে! লজ্জানত বদন তুলিয়া একবার আমার পানে চাহিবে কি?"

পরিচায়কও অবনতবদন। মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া চাহিয়া, কাননিকার হাত ধরিয়া তাহাকে সভামধ্যস্থলে সেই কৃত্রিম প্রস্রবণতীরে লইয়া চলিল। যেন লজ্জা লজ্জাকে টানিতেছিল, অন্ধ পঙ্গুকে পথ দেখাইতেছিল।

যাইতে যাইতে কাননিকা শতবার দাঁড়াইল। শত স্থানে রূপ ঝরিয়া যেন শত সুধাসরসীর সৃষ্টি করিল। দেহযষ্টির কোমলতায় বালিকার প্রতি পদক্ষেপে বিলাসচাপল্য, সেই সহস্র দর্শকের প্রাণে সহস্র আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করিল। প্রত্যেকেই মনে করিল, সুন্দরী তাহারই

জন্য এইরূপ করিতেছে। "অহো কামী স্বতাং পশুতি।"

কামনাপরবশ বরকুল বরাননার নয়ন দুটি নিজ নিজ সৌন্দর্য্যে গাঁথিয়া রাখিবার জন্য নানা-বিধ অঙ্গভঙ্গী ও ইঙ্গিতের সাহায্য গ্রহণ করিল। কেহ এক গাছি ছড়ির মৃগমুখপ্রান্ত অধরে লাগাইয়া ঈষৎ ঈষৎ কাঁপিতে লাগিল। কেহ বা দশনপংক্তির সৌন্দর্য্যে কাননিকার হৃদয় খণ্ডন করিবার জন্য অঙ্গুলি-দংশনছলে দাঁত বাহির করিল। কেহ বা বিশাল নয়নে বিধাতার শিল্পকৌশল বুঝাইবার জন্য হাত দিয়া মুখখানি ঢাকিয়া শুধু চক্ষু দুটি বাহির করিয়া রহিল। কেহ বা আলোক ও ছায়া মাখামাখি হইলে সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা হয় বুঝিয়া, চাঁদ মুখখানি মলিন করিয়া, কাননিকার অঙ্গে অপাঙ্গ রাখিয়া, যেন কোন এক দিকে চাহিয়া রহিল; কেহ লঙ্কা সঙ্গে করিয়া আনিয়া-ছিল, কাননিকাকে দেখিয়াই সে চোখে লঙ্কা দিল। চক্ষু দিয়া ঝর ঝর জল ঝরিতে লাগিল; যদি কবিতা-রসার্দ্রা করুণাময়ী তাহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলে। আর এক বাহুবল্লীতে অঞ্চল ধরিয়া, অপর বাহুলতায় তাহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া, "আর কেঁদ না, আর কেঁদ না", বলিয়া চোখ মুছায়। সাহেবের ঘুসিতে কাহারও নাক থেঁতলাইয়া গিয়াছিল। সে কমলসদৃশ পূর্ব্ব-মুখশ্রীটি কাননিকাকে দেখাইবার জন্য একহস্তে একখানি ফটো তুলিয়া ধরিল এবং সাহেব অনুতপ্ত হইয়া আদালতে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া যে পত্র লিখিয়া-ছিল, সেখানি অন্য হস্তে ধরিয়া নাড়িতে লাগিল। সহসা সভার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া পরিচারক কথা কহিল।—হে বাবু-বরেরা! কুমারী আপনাদের নমস্কার করিতেছেন।" বরগণ প্রত্যভিবাদন করিল।

তখন পরিচারক মটুক একখানি খাতা ও পেন্সিল হাতে করিয়া, প্রত্যেক লোকের কাছে গিয়া পরিচয় লইতে লাগিল।

সেই কৃত্রিম প্রস্রবণের ধারে, কচু, ক্রোটন, ঝাউ-শিশু, তাল-শিশু, নানা জাতীয় বিলাতী গুল্মবনের মাঝারে, একটি বিচিত্র বস্ত্রমণ্ডিত চেয়ারে রচিত-বিবাহবেশা পণ্ডিংবরা বসিয়া রহিল। সকলের পরিচয় লইয়া পরিচারক কাননিকার কাছে ফিরিল এবং একটি বেত্র হস্তে করিয়া কুমারীকে চেয়ার হইতে উঠাইল। তখন:—

আগে চলে বেত্রধর পিছে চলে বালা,
এক হস্তে গন্ধপাত্র অন্য হস্তে মালা।
টেরো গাল দুদি ভুঁড়ি বসে এক বর,
তার কাছে কন্যা লয়ে গেল বেত্রধর।
বেত্রধর কুমারীরে দেয় পরিচয়,
রাজ্যেশ্বরে মালা দিতে মতি যদি হয়,
দেখ এই ব'সে আছে পুরুষপ্রধান,
ইহারে বর ক'রে রাখ নিজ মান।
হোমরাও চোমরাও ইটলির রাজা,
বিবাহ-বন্ধনে বেঁধে দাও এরে সাজা।
হরিশ্চন্দ্র দান ক'রে হয়েছে চণ্ডাল,
বলি রাজা দান ক'রে ঢুকেছে পাতাল;
ইনি কিন্তু বড় বড় ফণ্ডে ক'রে দান,
রাতারাতি মহারাজা ইন্দ্রের সমান।
দান ক'রে ধন বাড়ে শুনেছ কি ধনি?
দান করে পুঁটে তেলি হয় নরমণি!
ইহারে বরণ যদি কর বরাননি!
একদিনে হয়ে যাবে ইটালীর রাণী!
"ইটালীর রাণী হব ইটলীর রাণী!"
উৎফুল্লা হইয়া কথা কহিলা কাননী।
"ভূমধ্যসাগরে যেই পান্থকারূপিণী,
মেদিনীর অলঙ্কার রোমের জননী;
যাহার গৌরবরবি দিগন্তে বিকাশ,
সেই রোমে আমি কি গো রব বারমাস?"
অত দূর নয় তবে কাছাকাছি বটে,
টাইবার * নয়, পদ্মপুকুরের তটে।
তার তীরে এ ইটালী, নাই সেথা রোম,
চারি ধার বেড়ে তার আছে মুচি ডোম।
যেমন ডোমের নাম শুনে কাননিকা,
কষিত-কাঞ্চন কান্তি হয়ে গেল ফিকা।
ভাব বুঝি বেত্রধর অন্য দিকে যায়,
ছল্ ছল্ চোখে রাজা ফেল্ ফেল্ চায়।
অন্য বর পাশে তবে লইয়া কুমারী,
বেত্রধর বলে তারে সম্বোধন করি,—
এই যে দেখিছ বালা পুরুষপুঙ্গব,
পা হইতে মাথা এঁর উচ্চশিক্ষা সব।

---

*টাইবার—ইটালী দেশের নদী। ইহার তী[রে] রোম নগর অবস্থিত।

উচ্চশিক্ষা চাঁদ মুখে, উচ্চশিক্ষা দাঁতে,
উচ্চশিক্ষা হাতে, আর উচ্চশিক্ষা পাতে।
দয়া ক'রে দাও যদি এর গলে মালা,
ভুগিতে হবে না কভু বিরহের জ্বালা।
কি ভোজনে কি শয়নে কি ভ্রমণে পথে,
সকল সময় তুমি রবে সাথে সাথে।
প্রাণেশ বিদেশে যদি যায় কাননিকা,
তথাপি হবে না তুমি প্রোষিতভর্তৃকা।
সভায় সমিতি-গর্ভে বিজন কাননে,
নৈনিতাল সিমলায় অথবা লণ্ডনে,
মান্দ্রাজ বোম্বাই কিম্বা ইলোরা-গহ্বরে,
প্যারিসে প্রান্তরে কিম্বা মনুমেণ্ট-শিরে,
যেথা রবে গুণমণি, তুমি রবে ধনি,—
প্রফুল্লা নলিনী রবে দিবস-রজনী।
"স্বামী সঙ্গে রব যদি নিশি দিন মান
কখন করিব আমি বিরহের গান?
কখন লিখিব পত্র প্রাণেশ বলিয়া,
অবসাদে শয্যা'পরে পড়িব ঢলিয়া?
কবিতা ভুলিয়া যাব, ভুলে যাব গান,
ভুলে যাব দীর্ঘশ্বাস, ভুলে যাব মান।"
এই ব'লে অতি মৃদু শির নোয়াইয়া
গজেন্দ্রগমনে বালা চলিল চলিয়া।
বেত্রধর নিরুপায় পাছু পাছু যায়,
আর এক বরবরে তখন দেখায়।
দুঃখিনী এ ভারতের দরিদ্রসন্তান,
উৎসর্গ তাদের তরে করেছে যে প্রাণ,
নৈতিক এ সন্ন্যাসীর হ'তে সন্ন্যাসিনী,
ইহার গলায় মালা দিবে কি কাননি?
সন্ন্যাসীর নাম শুনে ক'রনাক মনে,
সারাটি বছর ইনি ভ্রমেন কাননে!
সন্ন্যাসিনী নাম বটে করিবে ধারণ,
হবে না গো পদব্রজে করিতে ভ্রমণ,
যাপিতে হবে না নিশি নীলাকাশতলে,
ভিজিতে হবে না না কভু বরষার জলে,
বনে বনে পথে পথে অনাহারে থাকি
খাইতে হবে না কভু কষা আমলকী!
গান গেয়ে ভিক্ষাঝুলি কমণ্ডলু করে
ফিরিতে হবে না কভু গৃহস্থের দ্বারে।
পাবে তুমি বড় বাড়ী, বড় জুড়ী গাড়ী,
পরিতে পাইবে তুমি রাঙা রাঙা শাড়ী।

বরপানে অল্প চেয়ে মৃদু হাসি হাসি
বেত্রধরে সম্বোধিয়া কহিলা রূপসী—
"বড়ই বিস্মিতা আমি তোমার কথায়,
উপার্জ্জন কিসে হয় দরিদ্রসেবায়?
গাড়ী জুড়ী বাড়ী কোথা পেলে বল ত্বরা,
যক্ষের কি ধন ঘরে আছে তারা ভারা?
নতুবা ভিখারী ভজি' কায় ভরে পেট?"
কথা শুনে লাজে বর মাথা করে হেঁট।
এই স্বয়ম্বর কথা অমৃত-সমান,
দ্বিজ নরোত্তম গায় দেখে পুণ্যবান।

হাতে মনোহর মালা উধাও চলিল বালা,
কত বার পার হয়ে যায়!
কালেক্টার মেজেষ্টার কত জজ ব্যারিষ্টার
কেহ সে হৃদয় নাহি পায়।
জীবনঘাতিনী মালা কারো না পরশে গলা,
সমীরে উড়িয়া যেন চলে;
কত যে প্রভাত রবি মহার্ণবে গেল ডুবি,
জলধর ব্যোমে গেল গলে।
কত হীরা চুণি মতি নিখিল সমাজ-পতি
শৈল মৈত্র দেবের কুমার;
হেমেন্দ্র দীনেশ দ্বিজ শশধর মনসিজ
কড়ি দিয়া ডুবে হ'ল পার।
রাজা বাহাদুর রায় মহা মহা উপাধ্যায়
দত্ত মিত্র চৌধুরী ঠাকুর;
নভেল নাটক গাথা ইতিহাস উপকথা
নারীকণ্ঠ বাজখাঁই সুর।
কুমারীর অবজ্ঞায় মুখ তুলে নাহি চায়
চুপ ক'রে ভেউ ভেউ কাঁদে,
রূপে গুণে অনুপমা তবু না চাহিল রামা
পড়িল না রোদনের ফাঁদে।
আগে আগে উজলিয়া পাছুতে আঁধার দিয়া
ধীরে চলে পূর্ণশশিকলা,
শেষ হ'ল বরকুল স্বয়ম্বরে হ'ল ভুল,
কর হ'তে খসিল না মালা!

এ কি! হইল কি! এই সহস্র বরের মধ্যে এক জনও কাননিকার পছন্দ হইল না!

পরিচারক কাননিকাকে সঙ্গে করিয়া চেয়ারে লইয়া বসাইল। তার পর সভাস্থ সকলকে প্রণাম করিয়া হাত জোড় করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "বাবুরা,

তোমরা আপনারা হুকুম কর ত, আমি একটা কথা বলি।" কেহ কেহ চুপ করিয়া রহিল। কেহ বলিল, "বল।" কেহ বা বলিল, "তুই আবার কি বলবি?"

পরিচারক এবারে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তার পর বলিল, "আমি সময়ের দাস, সময়ের বল বড় মিষ্ট, আমি তার লোভে আপনাদের সঙ্গে এসেছি। আমি আর কি বলিব? তবে নিজগুণে কৃপা ক'রে আপনারা এই দাসের কথা শুনুন। সকল দেশের বিবাহপ্রথার সঙ্গে ভারতের প্রথার আলোচনা কর্ত্তব্য। কোন দেশের বিবাহে নারীদিগের পূর্ণস্বাধীনতা দেওয়া হয় নাই। কিন্তু ভারতের স্বয়ম্বর-প্রথায় কন্যাকে আগে কি স্বাধীনতাই না দেওয়া হইয়াছিল! কন্যা যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারিত। আপনারা এখন সেই স্বাধীনতা পাইবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছেন। খানিক স্বাধীনতা মার্কিণ হইতে, খানিকটা ইংরাজী, ফরাসী, চীনা, জাপানী হইতে, এই রকম পাঁচটা জাতি হইতে স্বাধীনতা-ফুল তুলিয়া আমাদের দেশে বিবাহ-প্রথার তোড়া তৈয়ারী করিতে প্রস্তুত। তবুও যেন কেমন একটা বাধা-বিপত্তি তাহার সহিত জড়ান আছে। আজ কিন্তু সেটি নাই। বরকুলের মধ্যে চারিবর্ণই বিদ্যমান। সকলেরই না কাননিকালাভের আশা ছিল!—কিন্তু কেহই কাননিকার মনোমত হইলেন না। বাকী আছে শুধু দাস। এখনও আশা আছে সেই দাসের। দাস একবার এই রূপসী ললনাকে লাভ করিবার চেষ্টা করিবে কি?"

সকলেই কাননিকার উপর চটিয়া ছিল। কাননিকাকে অপমানিত করিবার জন্য সকলে একবাক্যে অনুমতি দিল। কে ভাবিয়াছিল, রাজার ভাগ্যে যে ধন মিলিল না, সে ধন দাসের ভাগ্যে মিলিবে?

অনুমতি পাইয়া বেত্রধর বেত গাছটি ভূমিতে রাখিয়া, গললগ্নীকৃতবাসে কাননিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল,—"ওগো রাজকন্যে! দাসকুলে আমার জন্ম। আমি এই সমাজবাগানের এক কোণে গুপ্তভাবে ছিলাম। এই মালী মহাপ্রভুদের জলসেচনে আমি মাটী ফুঁড়িয়া ব্যক্ত হইয়াছি।" অন্যের মুখের ভাব দেখিবার জন্য মটুক একবার মঞ্চপানে চাহিল। অমনি অনেকে অঙ্গুলি দেখাইয়া উৎকোচের ইঙ্গিত করিল।

কাননিকা দাসের মুখপানে চাহিয়া মৃদু হাসিল। বরকুল স্থির করিল, কন্যা পতি বাছাই করিবার পরামর্শ আঁটিতেছে। দুই এক জন বলিল,—"বেশ, বেশ, তবে চিরে স্বামী বাছিয়া লও। তাড়াতাড়ি করিবার প্রয়োজন নাই।"

মটুক বলিতে লাগিল—"আমি দাস। শুধু দাস কেন, যাহারা হিন্দু সমাজের মাথা ভাঙ্গিয়া তাহাকে তাজা করিবার চেষ্টা করিতেছে, আমি তাহাদের দাসের দাস।"

এই বলিয়া মটুক জনান্তিকে বলিল, "তবে প্রস্তুত হও।"

কাননিকা। প্রস্তুত হইয়াছি।

প্রেমিকের নির্জ্জনতা কি শুধু নিকুঞ্জে? শুধু কি অগণ্যতারকাশোভিনী রজনীর ঘনান্ধকার-নিষেবিত অঙ্কে? হে প্রেমিক, কত দিন তোমার বিস্ফারিত চক্ষের সম্মুখ দিয়া কত জীব কত বার যাতায়াত করিয়াছে, তুমি বুঝিতে পারিয়াছিলে কি? আজিও সেইরূপ প্রেমাবৃতলোচনা কাননিকার দৃষ্টিপথ হইতে দেখিতে দেখিতে সহস্র লোক অন্তর্হিত হইয়া গেল। কাননিকা দেখিল, শুধু এক জন।—সেই এক জনকে নির্জ্জনে পাইয়া বালিকা তাহার গলায়—'আ ছি ছি!' —হাঁ হাঁ!—কর কি কর কি!—মালা পরাইয়া দিল। —অমনি সকলে "এই ও, এই ও!"—করিয়া একটা ভীষণ কোলাহল করিয়া উঠিল। সে শব্দ কাননিকার কানে গেল। সে সেই শব্দকে স্তম্ভিত করিতে সাহসে বুক বাঁধিয়া বলিল, "এই দাসই আজি হইতে আমার প্রাণেশ্বর। হে চন্দ্র সূর্য্য, হে সভাস্থ লোকগণ! শুনিয়া রাখ, আজ হইতে আমি এই পরিচারকের পরিচারিকা।

বিশ্বাসঘাতক, জুয়াচুরি, ডাকাতি, মার রে ধর রে প্রভৃতি শব্দ চারিদিক হইতে যুগপৎ উত্থিত হইল।—মটুক সেই গোলমালের ভিতরে কাননিকাকে লইয়া অন্তর্হিত হইল। অমনি ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। বাহিরে "আরমস্" শব্দ হইল। গোলমাল হইবার সম্ভাবনা ভাবিয়া শান্তিরক্ষক সারবন্দি দাঁড়াইল। দাসদাসী চক্ষের নিমেষে কোথায় চলিয়া গেল।

সেই রাত্রে কলিকাতার পথে কেবল শব্দ হইল, দুপ দুপ—কাননিকার সন্ধানে এত লোক ছুটিয়াছিল। ভাগীরথীর জলে কেবল শব্দ হইল, ঝুপ ঝুপ—এত লোক মনের দুঃখে জলে ঝাঁপ খাইয়াছিল। কাননিকা নিজের স্কন্ধে সমাজের সমস্ত কলঙ্করাশি বহন করিয়া সমাজের পূর্ণ সংস্কারসাধন করিতে

কান্ ফুলে দেশে চলিয়া গেল। কিন্নরে কণ্ঠ ছিঁড়ে, বক্তা বাক্য ঝাড়িল, ভিমনাই বাম্বে ছুলিল, তবু কাননিকা ফিরিল না কবি-কুরঙ্গ কত লাফাইল; —Ode to lark লিখিল, সনেটে কাগজ পুরাইল, কাতরে করুণা ভিক্ষা করিল, তবু কাননিকা মুখ তুলিয়া চাহিল না, গন্ধশালতরুর মূলোচ্ছেদ হইল, পয়ার, ত্রিপদী, ভুজঙ্গপ্রয়াত, শার্দ্দূলবিক্রীড়িত, ললিত মালতীতে কাব্যকানন ভরিয়া গেল, তবু কাননিকা তাহাতে পা বাড়াইল না। ভ্রান্তিমান, বিভাবনা, উৎপ্রেক্ষা, নিদর্শনা—ভাল ভাল ফুল-অলঙ্কার ও ফুল-মালা হস্তে কত ভাবুক কত পত্রিকা-রাজ্যে কত ঘুরিল, তবু কাননিকার সন্ধান মিলিল না। কত পসারিণী কত মধুর সন্ধ্যায় কাঞ্চন দিগলয়-বেষ্টিত কাননকুঞ্জে কত দীপ জ্বালিল, কিন্তু একটি দীপও কাননিকার মুখ দেখাইল না।

শোকে দুঃখে জাগরণে, কোন দিন অনশনে, কোন দিন অতি ভোজনে, নিরঞ্জনের জীবাত্মা তাঁহার বক্ষে বিসর্জ্জনের বাজনা বাজাইতে লাগিল। তাহার যাতনায় অস্থির হইয়া তিনি নিত্য কাঁদিতে লাগিলেন; আর বলিতে লাগিলেন, "হে ঋষি, শান্তি-কমণ্ডলুটি সঙ্গে দিয়া তোমার সেই পূর্ব্বযুগের কানন হইতে আশ্রম-ধর্ম্মটি ফিরাইয়া দাও। আয় কাননিকা, কোথায় আছিস, আয়। পাশ্চাত্য সভ্যতায় দারিদ্র্যে আমার ঘরের শ্রী নষ্ট হইয়াছে। আমার অসভ্যতায় ঐশ্বর্য্যে গৃহপূর্ণ করিতে, আয় কাননী, ফিরিয়া আয়। পতিপুত্র সাথে হইয়া, সীমন্তের সিন্দুরের উজ্জ্বলতায় স্বগৃহ পুনরালোকিত করিতে, এক নব প্রভাতে কাননিকা অনুতপ্ত নিরঞ্জনকে বলিল, "দাদা, আমি আসিয়াছি"

নিরঞ্জন দেখিলেন, যথার্থই কাননী আসিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতারণ্যচারিণী হিন্দুর শান্তিময় গৃহের গৃহিণী হইয়াছে। দাস বটুক জামাতা অপূর্ব্বকৃষ্ণে পরিণত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরাতন ভৃত্য মৃত বটুকভৈরব পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। ভাবিনী রমণী-চরণের পাদমূলে মস্তক অবনত করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে আত্মীয়-সম্পদে তাঁহার গৃহ পরিপূর্ণ হইয়াছে।

সম্পূর্ণ।